

আর্থিক প্রশ্ন

৪১২

কিতি বৎসর = ১৩৩২ = ১৩০০

সংখ্যক

ক্রিষ্টাব্দে মাস

আর্থিক প্রশ্ন

বর্ষ - ৪
সংখ্যা - ৫, ৬, ৭, ৮
বর্ষ - ৬
সংখ্যা - ২, ৬, ৭
বর্ষ - ৬
সংখ্যা - ৬, ৭, ৮

১৩৬১ - ১৩৬৪,
১৩৬৮

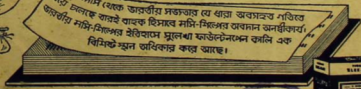
বর্ষ : প্রথম সংখ্যা]

ফাল্গুন : ১৩৩১

[ক্রিষ্টাব্দে মাস : ১৯৫৫

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

সি. লি. নাম থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা অব্যাহত রাখিতে
পরে চলিতে বারই বাহক হিসাবে মসি-শিল্পের অর্থদান অনাধীকার্য।
ভারতীয় মসি-শিল্পের ইতিহাসে মুলেখা ফাউন্টেনপেন বুলি এক
বিমিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।



মুলেখা ওয়ার্কস লিঃ, সুলেখা পাক
ব্রাহ্ম : দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাস



বাংলার

বিশ্ব

ধুরুটি
সৌন্দর্যের
পরিচায়ক

চাকশিমে বাংলার সুনাম ভারত-
বিখ্যাত। রং-এর বাছোরে কাঁচ-
কাষের বৈচিত্র্যে ও শব্দাঙ্গণ
উৎকর্ষে বাংলার বেশম বস
অতুলনীয়।

প্রাসিদ্ধান :

গভর্নমেন্ট সেলস্ এম্প্লোয়িয়ার্স

২১, চিত্তরঞ্জন এডিভিশন

কলিকাতা

এবং সকল প্রধান বস্ত্রালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচাৰিত

JAIPURIA BROTHERS LIMITED

SHIPPERS, AGENTS & MERCHANTS

33, Netaji Subhas Road,

CALCUTTA-1.

Cables : Jaipuria

Phone : BANK { 2466
2467
3347

Textiles Mills :

Swadeshi Cotton Mills Co Ltd

P. O. Box 19, Kanpur.

Swadeshi Industries Ltd.

Panihat, Sodepur, Calcutta.

Engineering :

Swadeshi Industries Ltd.

Panihat, Sodepur, Calcutta.

1. Bakelite Factory.

2. Steel Re-rolling Mills.

Mining :

Samla Collieries Ltd.

Rly. Stn. Pandaveswar, (E. R.)

Jaipuria Kojara Collieries Ltd.

Rly. Stn. Ondal (E. R.)

Jaipuria China Clay Mines Ltd.

Raikaman, Dt. Singhbhum.

Shiv Shankar Mica Supply Co. Ltd.

Mouza—Bichhive,

P. O.—Sikandra,

Dt.—Monghyr.

Sugar Mills :

Ganesh Sugar Mills Ltd.

Anandnagar.

Dt. Gorakhpur (U.P.)

Shree Anand Sugar Mills Ltd.

Khalilabad, Dt. Basti (U. P.)

Land Development :

C. P. Properties Ltd.

Iwari, Nagpur, (M. P.)

Vanaspati :

Berar Swadeshi Vanaspati.

Shegaon, (Berar)

Export :

Burlaps, Bags & All Jute Products

Minerals.

Indian Produce.

Cotton Piece-goods.

Yarns of all types.

Shellac.

Import :

Textiles, Rayon Yarn,

Produce.

Metals.

Scientific Apparatus & Labora-

tory Equipments, Machineries &

Hardware.

Chemicals,

General Merchandise.

BRANCHES

57, Kalbadevi Rd.

Bombay-2

Generalganj.

Kanpur

25-L, Block

Connaught Circus

New Delhi

214, Strand Rd.

P. O. Box 380

Rangoon

ভা র তে র উন্ন তি ও সমৃদ্ধির জন্য

স্বল্প সঞ্চয় স্কীমে

সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ

করুন

আপনার সঞ্চিত অর্থে সম্ভব হবে

দেশের জন্য

আপনার নিজের জন্য

উন্নততর জীবন-যাত্রা।

মিরাপদ অর্থ বিনিয়োগ

উন্নততর সমাজ-সেবা।

লাভজনক স্থানের দ্বারা

আর্থিক ও শিল্প বিষয়ক উন্নতি

আয়কর-মুক্ত অর্থোপার্জন

জাতির সমৃদ্ধি ও আপনার নিরাপত্তা

এই গ্যারান্টিযুক্ত আমানতে

সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করুন

১২-বছর মেয়াদী গ্রান্ডস্ট্যান্ডার্ড সেভিঙ্গ্‌স সার্টিফিকেট	যেহাৎ অর্থ বছরে ১১৭টি করে হয়। ১%, টাকা থেকে ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত স্থানের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এককর বার্ষিক ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত স্থানের সার্টিফিকেট অন্যভাবে কিনতে পারবেন।
১০-বছর মেয়াদী ফ্রেন্ডারি সেভিঙ্গ্‌স ডি.পোস্টিং সার্টিফিকেট	১১টি করে করে হয়। ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত ১০%, টাকার মধ্যে কোন বার্ষিকের সার্টিফিকেট কিনতে পাওয়া যায়। এককর বার্ষিক ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত স্থানের সার্টিফিকেট অন্যভাবে কিনতে পারবেন।
১০-বছর মেয়াদী গ্রান্ডস্ট্যান্ডার্ড ন্যান সার্টিফিকেট	যেহাৎ অর্থ বছরে ১১৭টি করে হয়। ১২%, টাকা, ১০%, টাকা, ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত স্থানের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এককর বার্ষিক ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত স্থানের সার্টিফিকেট অন্যভাবে কিনতে পারবেন।
পোস্ট অফিস সেভিঙ্গ্‌স ব্যাঙ্ক গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডার্ড	১১,০০০, টাকা পর্যন্ত বিয়োজিত অর্থের উপর ১২% হারে বছরে হয় এবং ১২,০০০, টাকা অধিক বার্ষিক অর্থের উপর ১১% হারে বছরে হয়।
১০-বছর মেয়াদী গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেট	
বিনিয়োগ: ১২,০০০, টাকা, ১০,০০০, টাকা, ১২,০০০, টাকা, ১০,০০০, টাকা। এককর বার্ষিক ১২,০০০, টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবেন।	বছরে অর্থ ১১৭টি করে হয় যেহাৎ অর্থ, ১২% হয় অর্থ হায়ে হায়ে এই টাকা থেকে দেখা দেবে।

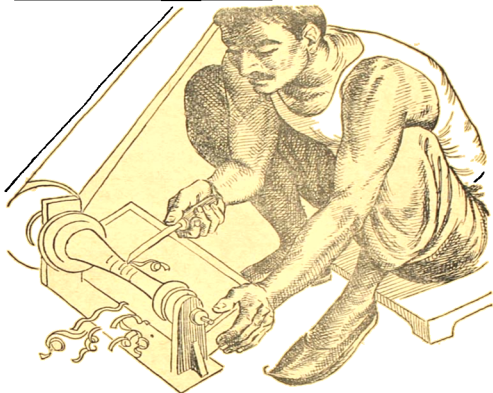
Ac 616

বিশেষ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :

আবদুল হকিম, সচিব, সঞ্চয়ী বোর্ড, পি.ও. বক্স, পি.ও. স্টেশন, কলকাতা-১

ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য

আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন



এ আদ্যারই পরিকল্পনা !

হাজার হাজার গায়ে বিদ্যুৎ বাতি জলবে। তাঁতে চলেবে, ইল ঘুরবে; চাহিলে কাছের দাতা পড়ে যাবে। গায়ে গায়ে কত বকর কুড়ি-পিটাই না চাপু হবে।

সবাই ভাব পাবে — কেউ বলে থাকবে না।

‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’র আয়োজক বিজ্ঞানপন্ডিত উৎপলেন্দু গুপ্তাভায়ে গত ১১৭ কোটি টাকা ব্যয় করছেন। চলবিজ্ঞান উৎপাদন কেন্দ্র থেকে জনসংখ্যা ও শিক্ষাক্ষেত্র দাতার বিজ্ঞান সংবহন করা হবে। আদ্য আদ্য যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব নীচ দেশগুলির মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে চলেছেন, এই পরিকল্পনা তাই পছন্দ।

উৎপল পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজে লক্ষ লক্ষ টন ইন্সপাত ব্যবহৃত হবে। সামান্যিক, সামান্যভাবে আয়োজক দেশ এবং তাড়িত মণ্ডল আরও লক্ষ ও লক্ষপূর্ণ ভবিষ্যতের তিক্তি গঠনে সাহায্য করবে ইন্সপাত।

কি

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[১৯৪৩ সালে সমিতিবদ্ধ]

২, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

অনুমোদিত মূলধন		৮ কোটি টাকা
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন		৪ কোটি টাকা
সংগৃহীত মূলধন		২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত তহবিল		৮৩½ লক্ষ টাকা

চেয়ারম্যান—জি, ডি, বিড়লা

ডাইস-চেয়ারম্যান

আর. জি, সরাইয়া

আই, পি, গোয়েঙ্কা

—ডিরেক্টরবর্গ—

এম, এল, দহামুকর	পি, ডি, হিন্দুসিংকা
মবীনচন্দ্র মাক্‌হলাল	এম, এল, তামুরিয়া
এম, আর, রুইয়া	এ, সি, লাহা
আর, এল, নোপানি	এম, এল, সাহা

জি, এল, বাবুর

জেনারেল ম্যানেজার—বি, টি, ঠাকুর

শাখাসমূহ

ভারতে :—আমেদাবাদ, বোম্বাই, পুনা, নিউদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা,
এলাহাবাদ, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী এবং অপরায়র সকল
শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও সচর।

পাকিস্তানে :—চট্টগ্রাম ও করাচী

ব্রহ্মদেশে :—বেঙ্গল, মৌলভেন, আকিয়াব ও মান্দালয়

মালয়ে :—সিঙ্গাপুর ও পেনাং

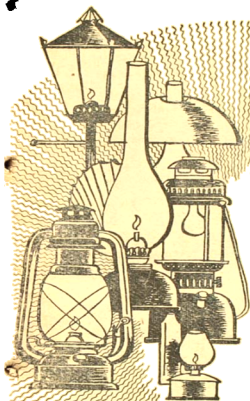
যুক্তরাজ্যে :—লণ্ডন

তাছাড়া—হংকং।

এজেন্ট :—পৃথিবীর সমস্ত দেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা,
এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অনুমোদিত জামিনের পারিবার্ত্তে দান দান, তাবের টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বিল খরিদ, ড্রাফট দান, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত কার্য করে। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখাসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।



অনন্ত দীপ

বোম্বাই-এর মিকটবর্তী ইন্ডিতে বাম্বা-শেলের যে তৈল শোষণাগার তৈরি হ'ল সেটি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। এখান থেকে যে পরিমাণ কেরোসিন তৈল পাওয়া যাবে তা দিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ লণ্ডন সারা বছর একটানা জালিয়ে রাখা যাবে।

ভারতবাসীর নিতা-সঙ্গী—বাম্বা-শেল



জয়যাত্রার পথে

দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে
তাহাদের জীবনের সম্ভাব্য বিপত্তি হইতে
রক্ষা করিয়া হিন্দুস্থান তাহার জয়যাত্রার
পথে প্রতি বৎসরই লুতম লুতম শক্তি অর্জন
করিয়া সশ্রমে অগ্রসর হইয়া উঠিয়াছে।
১৯৫৩ সাল ইহার সাক্ষ্য ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে
সমক্ষেপের পরিচয় দেয়।

বৃত্তন বীমা

১৮৮২, ১৮৮৩, ১৮৮৪

ঘেট চুক্তি বীমা	১৩,১১,১৬,৭৬৮
মোট সম্পত্তি	২৫,২৬,০৫,৬৮৬
বীমা ও বিবিশ্ব তহবিল	২২,৫০,৫৭,১১৯
প্রিমিয়ামের আয়	৪,৩৪,৪৩,০৬১
দাবী শোধ (১৯৫৩)	১,০৪,৪৪,৪২৭

বোলস

প্রতি মাসের প্রতি মাসের টাকায়

আজীবন বীমায়..১৭।।

মেয়াদী বীমায়..১৫

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স
সোসাইটি লিমিটেড।

হেড অফিস: হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন এডিসিটি কলিকাতা-১৩

KEY NOTE OF YOUR BUSINESS

SALES *depend on* **DECORATED TIN CONTAINERS**



**INSIST ON NATIONAL
TIN CONTAINERS**

NATIONAL SHEET & METAL WORKS, Ltd.,
36A, SAHITYA PARISAD STREET, CALCUTTA



বংগের মেয়াদী ক্যাশ প্রাটিফিকেট

★ সুদ ৩% এর ওপর

★ অর্থ বিনিয়োগ করার কোনও উদ্দেশ্য নাহি

★ ৬ মাসের পর যে কোনও সময়
টাকা ডাক্কানো যায়

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৭, রাইড হাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

১৯৬১-৬২



একাধার পাঁচটি
উপকারী গুণসম্বলিত



নিম্বা দাঁতপেষ্ট

- (১) এর মধ্যে নিম্বা গাছের পল্লব-নিষ্কাশক, বিধাপ্রদায়ক ও সফট-মাসিক গুণ থাকায় দাঁতের বাড়ী পল হ্রাৎ এবং দাঁত ভাল থাকে।
- (২) এতে অম্ল-সম্মারক বীজাণু ধ্বংস হয় বলে দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।
- (৩) এর মধ্যে গুণগুণাবলক 'ক্লোরোফিল' থাকায় 'নিম্বা টুথ পেট' মুখে গুণগুণ দূর করে।
- (৪) এর মধ্যে দাঁতের চর্নি বর্ধিত্ত নিম্বা তৈলে অম্লত মাগান থাকায় মুকের মধ্যে যে ফোলা হয় তা' দাঁতের কাঁকে কাঁকে চুকে দাঁত-গুলি সম্পূর্ণ নির্মল করে।
- (৫) এর মধ্যে যে উৎকৃষ্ট পিগারবিক্ট এবং অম্লত প্রকৃতিমাত উৎকৃষ্ট গুণগুণ মাগিপ্রিত হইতেছে তার ফলে নিম্বা টুথ পেট দাঁতের মাগপ্রদায়ক সুবর্তিত থাকে, এবং মুখে একটি মিষ্ট অম্লভূতি নির্গত হয়।

গত, মাগিপ্রি এবং ছোট তিনরকম গাইজের টিউবে পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক

ইনস্টিটিউট কোং লিমিটেড

পি. এ. মিশন রো এস্টেটমেন্স, কলিকাতা-১

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

ডাঃ অমলচন্দ্র বানার্জি, এম.এ. পি. এইচ. ডি. প্রিন্সিপাল, মহাবাহা মণ্ডলচন্দ্র কলেজ চেম্বারম্যান

শ্রী আব. এম কোরিকার, ম্যানেজার: অবলমব্রাহ্মা, রিকাত ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, কলিকাতা।

শ্রীমতি নন্দ মোহন, এম.এ. অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ।

শ্রী মমিতকান্ত মুখার্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এ মুখার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, প্রকাশক।

মহারাজকুমার শ্রীধোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এম.এ. কামিশনরদার।

শ্রী বলাইলাল পাল, এম.এ. এল.এল.এব. এডভোকেট, স্কটল্যান্ড কোর্ট অব ইন্ডিয়া, মাস্টার লি কলেজার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রী হুগো চন্দ্র, বি.এ. এল.এল.বি।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ পাল, বি.এ. এল.এল.বি।

অধিগাজনক সমিতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত অর্গানাইজার চাই - নিম্নত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ইউ. এম. পাল, বি.এ. এল.এল.বি

ম্যানেজার ও সেক্রেটারী।

আধুনিক ইউরোপ FIVE YEAR PLAN ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

(১৯৫০-৬০)

A Critical Survey

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Edited by

দ্বন্দ্ব - ২০

A. K. Banerjee

হুদীলাল চট্টোপাধ্যায়

Price 3/-

দ্বন্দ্ব-১

MODERN ECONOMIC THEORY

(for B. A. & B. Com.)

by S. Ghosh & S. N Ghosh

Each Part 3/12 Complete Rs 7/-



Appreciated throughout India Rs. 1/14/-

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

নূতন ২য় সংস্করণ

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতি

২য় সংস্করণ

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

First Edition compiled up-to-date

Each Part Rs. 3/12

প্রতি বই ৩৫০

একইয়ে ১৫০

দ্বন্দ্ব ১৫০

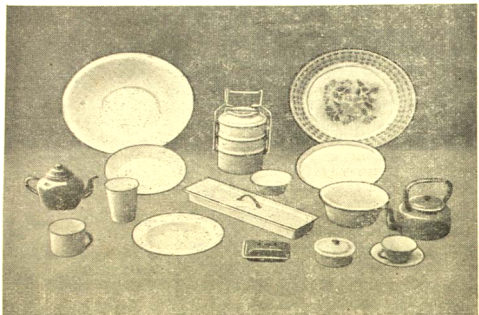
REPUBLIC BOOK SYNDICATE

66-8, College Street, Cal-12

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বন্দ্ব ৫০ আনা



স্বর এনামেলের বাসন ব্যবহার করুন। দামে সস্তা, শুণে ও স্বাস্থ্যে অতুলনীয়।

স্বর এনামেল এণ্ড ক্যাম্পিং ওয়ার্কস লিঃ

২৪, মিডিল রোড, কলিকাতা-১৪

ফোন :—২৭-৬০১৮, ২৭-৬০১৯, ২৪-৪০৩০

গ্রাম :—“সুরমায়েল”

ভারতীয় মূলদনে ভারতীয় পরিচালনে ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত কোনও দ্রব্য যদি শুণে অতি উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী মূল্যের হয়, তবে সেই দ্রব্য বিদেশীর কাছে ক্রয় করার কোনও অর্থ নাই। বেঙ্গল বেল্টিংএর প্রস্তুত সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। এতে ব্যবহারকারীর অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে বেঙ্গল বেল্টিংএর যেরবার বেল্টিং বেহিয়েছে, তা হল জগতের বহু নামজাদা বেল্টিংএর তুলনায় মূল্যে অথচ উৎকৃষ্টতর। দেশকে আজ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, বেঙ্গল বেল্টিং এ বিষয়ে অগ্রগমনে দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করেছে।

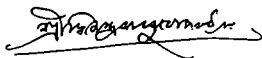
বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস লিঃ

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইন্ট,

কলিকাতা

ফোন লিট : ১০৫১, ১০৫২

আজ আমাদের নবনবের পূণ্যান্নিমে আর্থিক প্রসঙ্গের
সমগ্র শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভামুখারী পাঠক পাঠিকা, দিগ্জাপনদাতা,
সম্প্রদায়িক ও উপরেটো পরিবহের সমস্তবিগের মিকট সম্রাট
ও কৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাইতেছি। নব বৎসরে তাঁহাদের
সকল সহানুভূতি সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও কল্যাণবাধী
আমাদের পিচ্ছিল পথকে সুগম করিলে, আমাদিগকে উৎসাহ
ও প্রেরণা দিয়া কতবো উদ্ধৃত করিলে ইহাই আমরা
সর্বতোমনে আশা করি।



আর্থিক প্রসঙ্গের পরিচয়

স্বাধীনতা ও আর্থিক স্বাধীনতা নিয়ে শিল্পীরা বিশ্বের সমস্ত
বাংলাদেশের সমসাময়িকের মতো ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া
আর্থিক প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা দেশে সাধারণিক মানুষকে জ্ঞানের প্রদান
এবং বিজ্ঞানের চর্চা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার মাধ্যমে
কৃষি, শিল্প ও বাসন্য-বাণিজ্যের গবেষণা ও আলোচনা অতি
অল্পই হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে সর্বভাষাভীর
ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার এইগুলির আলোচনা
আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় পরিষদ আর্থিক প্রসঙ্গকে
মনোর পরিচয় অল্পতুল্য করবার ভীত বিবোধী। সর্বদেশীয়
ও সর্বদলীয় চিন্তাধারার সাহায্যে আমাদের দেশের অর্থ-
নৈতিক কাঠামোর গঠনভঙ্গীর আলোচনা করা হইবে
আমাদের এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষা ভারতের
অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাধারা ও নিষ্ঠীক মতামত প্রকাশের
জন্য আর্থিক প্রসঙ্গ সমগ্র সাধারণী ও ভারতীয় অর্থনীতিকদের
একমাত্র মুখপাত্র।

আমাদের দেশে বাংলা শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষে-
ত্র সম্বন্ধে নিয়ুক্ত, বাংলা প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত
ভাষাভীর অভিজ্ঞত বসনাকারে প্রকাশ করা হইবে
পত্রিকার অন্যতম প্রধান অংশ।

আর্থিক প্রসঙ্গ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা পূর্ণ
মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা
আট আনা। বাৎসরিক ত্রয় টাকা। সাপ্তাহিক
৩০০ টাকা। কলেজের ছাত্রদের বিশেষ ছবিদা মে-
হয়।

স্বদেশ বা কলিকাতার চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, পত্র
বচন প্রভৃতি স্বাভাবিক আদানপ্রদান প্রধান বাংলা
সহিত বাংলায়। ঠিকানা ২, আইডেট রে'
কলিকাতা-২৮।

কলিকাতায় অথবা আশির বা তেরের মাসের বেজায়
এরক বা রচনা ও উল্লেখিত পত্রিকার ঠিকানা
কলিকাতা অফিস—৬০৮ কলেজ ষ্ট্রাট, কলিকাতা।



কাডল-কালি

আজ থেকে ত্রিবিধ বছর আগের কথা—ভারতের
নবজাগরণের যুগে প্রথম তৈরী হইল ফাউন্টেন পেনে
লিখিবার যন্ত্রে কালি 'কাডল কালি'। ১৯২৪ সাল থেকে
হাটখোড়ার ভারতে দেশে ও বিদেশে কালিগুলির মধ্যে
'কাডল কালি' আজও সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। তার
কারণ ভারতে সর্বপ্রথম প্রস্তুত হইল কালি, যেন নহ—
নিঃসীম বাবদারে কলম ডাল থাকে, লিখেও ভুলি'।

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন

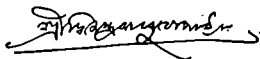
কলিকাতা—১

ফোন : ৩০—৪১৩

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ ১ প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক



কাল্ডিন : ১৩৬১

সেক্রেটারী - আর্চ : ১৩৫৫

কার্যালয় :

২-আইডেট রোড, হাবদা, কলিকাতা-৬০

দ্রিট অফিস

৩৩৮ কলেজ ষ্ট্রিট কলিকাতা-১৫

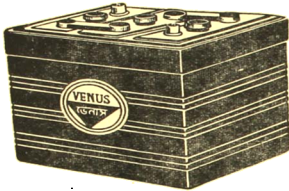
এই সংখ্যায় মূল্য

মেড টা ৫১

City : 5985

'VENUS'

STORAGE BATTERIES



GUARANTEED
FOR BETTER PERFORMANCE & LONG LIFE
Venus Battery Mfg Co. Ltd.
3, Mango Lane, Calcutta—1

বাংলার সর্বপূরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দু মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স লিঃ

স্থাপিত—১৮৯১

সর্বনিম্ন প্রিমিয়াম

এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন

—হেড অফিস—

হিন্দু মিউচুয়াল হাউস

১৪, ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা

গোয়েক। কলেজ অব কমার্সের
অধ্যাপক শ্রীঅনাথবল্লভ চন্দ্র প্রসিদ্ধ

‘ব্যাক্কেব কথ’

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : পুস্তক বি-কম
শিক্ষার্থীর জন্য অধ্যয়নোদ্ভিত এবং শ্রমিক
সরকারের বাণিজ্যিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক
পাঠ্যপুস্তক)

মূল্য—০.৫০ মাত্র

—প্রকাশক—

কেন্দ্রবিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্টার্স অ্যান্ড

পাবলিশার্স লিমিটেড

১১২, দক্ষিণা স্ট্রিট,
কলিকাতা-১৩

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুনর্জাগৃতি	১
একটি আর্থিক বৎসর—১৯৫৮	৩
উদার আর্থিক নীতি ও বেকার সমস্যা—অম্বাধিকার শিল্প পরবেশক	৬
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—শ্রী হরেন্দ্রপ্রসাদ নিরোপী	৯
১৯৫১-৫২ সালের বেলা বাজেট ও ভাড়া: সম্পত্তির নীতি—শ্রী আদিভা প্রসাদ সেনগুপ্ত	১০
৫৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট—শ্রী কেশবমোহন পুরকায়স্থ	১৫
✓ ভারতীয় শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৭
✓ বিত্তীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনার পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি শ্রী কেশবমোহন মিত্র	১৮
বাংলাভাষায় আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রী কেশবমোহন পুরকায়স্থ	২২
✓ স্বদেশি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রণায়ে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান—শ্রী মণীন্দ্রনাথ দে	২৫
আমেরিকার প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি—হেনরী ফোর্ড : (বিত্তীয়)	২৮
পল্লীজগৎ ও নয়া সরকারী পরিকল্পনা—শ্রী কেশব নন্দী	৩৫
ভারতীয় পাটশিল্পের বর্তমান	৩৮
বুটিল প্রযুক্তির যেলার ইতিহাস—সি. কে. নেদ ২৭	৪১
১৯৫০ সালে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়	৪৫
জাপানের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—শ্রী নিরঞ্জন ভট্টাচার্য	৪৮
শ্রমিকদের সরকারী বাসা পরিকল্পনা	৫০
সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে ড. চার্লিট কল্যাণ—সি. মনমথস্বামী মৌলিক	৫২
পশ্চিম বাংলায় ভবিষ্যৎ ও গল্প-বাহ পরিকল্পনা—শ্রী পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭
ভারতে কোর্ড ডাউনশিপের কার্যকলাপ	৬২
১৯৫৪ সালে কলিকাতা শেয়ার বাজার	৬৫
জাতীয় পরিকল্পনা কম ও ভারতীয় ঐতিহ্য	৬৬
জাতীয় অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধু—অধ্যাপক শ্রী অম্বাধিকার দে	৬৭
লোভিহেট অর্থনীতি প্রসঙ্গে—শ্রী মণল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০
বিনোদ্য ভাবে ও ভূগোলবিদ্যা	৭৩
সহায়ত্ব—অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভূঞা	৭৫
পশ্চিমবঙ্গের গৌরব—বুটিল শিল্প ও বা. বৈশ্বদশিল্প	৭৮

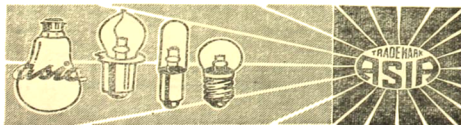
দীপ্ত বীজায়
 দ্বি
ফ্ল্যাশলিট
 ইন্সটিওরেন্স কোং. লি:

★
 দ্বি ফ্ল্যাশলিট ইন্সটিওরেন্স শাউন্স
 কলিকাতা

Gram : "ASIA LAMP"

Phone : B. B. 396

Use 'ASIA' Lamp & Flashlight Bulbs



Manufactured by :—

THE ASIA ELECTRIC LAMP Co., Ltd.
CALCUTTA—3

আর্থিক প্রশঙ্গ

[চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

[ফাল্গুন, ১৩৬১]

পুনরাবৃত্তি

আর্থিক প্রশঙ্গ আর চতুর্থ বৎসরে পর্যালোচনা করিল। আর্থিক প্রশঙ্গের বর্ষ-পরিচয়নার শেষ দিনের দিনশেষে ও নববর্ষের প্রারম্ভে স্থিতি-বিশ্লেষণের ঘটনাশ্রবণে বহু পুণ্যতন কথায় মনে পড়িতেছে। এক বৎসর পূর্বে যে কথা বলিয়াছিলাম, আজ তাহারই পুনরাবৃত্তির অঙ্গ মনে উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে। কথ্য কথ্য, আশঙ্কাসংলা স্রাব্য বিবরণ নহে। তথাপি একটি বৎসরের সংগ্রামের সাফল্যই নব বৎসরের সংগ্রামের ভিত্তিমূহি রচনা করে, সফল ও পক্ষেপতশে প্রেরণা জোগায় বলিয়াই আজ পরম পরিচয় লাভ করিতেছি।

চলার পদ—অস্তিত্ব ক্ষেত্রের মতই সাময়িক পরিচালনা, সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বস্তু, বিষয়চল এবং কখনও বা দুর্গম, বলিয়াও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অর্ন্তমান যুগ সংবাদপত্র পরিচালনা এহিকে যেমন ব্যবসায়ের মঙ্গ, অত্রদিকে যেমন সমাজ সেবার মুখপাত্রও বটে। ইহাই বিভিন্ন মহলের বহুমুখী চিন্তাধারার প্রকাশ। কিন্তু ব্যবসায় আর্থ রক্ষা করিতে গেলে যে মারপ্যাচের দর্শন গল্পেরে আশ্রয় গইতে হয়, তাহা সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার অঙ্গরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব একদিকে ব্যবসায় আর্থ রক্ষা ও অত্রদিকে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা এই উভয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় সম্ভব কিনা, আজ তাহারই সমস্যা। ব্যবসায়ী সংবাদপত্রসেবী বা মালিকের পক্ষে তাহা সমস্যা না হইলেও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পক্ষে তাহা প্রধান অন্তরায়বস্তু।

আজ বর্ষশেষে একটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির সাধাত্ত প্রয়োজন আছে বলিয়াই এখানে উল্লেখ করিতেছি। আর্থিক প্রশঙ্গের সম্পাদকীয় নীতি কি তাহা লইয়াই বিভিন্ন মহলে বিবিধ আলোচনা হইয়াছে। আর্থিক প্রশঙ্গ তো কোন দলীয় মতবাদের মুখপাত্র নহে; ইহা সকল মতবাদের ক্ষেত্রভূমি। এই ক্ষেত্রভূমিতে যে যেমন খুশী ফল কণাইতে পারিবে; কেবলমাত্র মতবাদ বিশেষকেই আশ্রয় দেওয়া হইবে এমন কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি বিহীন আর্থিক প্রশঙ্গের আবির্ভাব হয় নাই। ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্র হ্রস্ব প্রশঙ্গী। বাহ্যতে এই প্রশঙ্গবর্ণন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিম্ন সৃষ্টি ও মতবাদ অত্রকে আশ্রয় না করিয়া, অন্তরে হানি না করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে কলাপকর চিন্তাধারা তথা কর্তব্যায় প্রবাহ বহাইতে পারে, এমন দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকার আর্থিক প্রশঙ্গের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা।

সেইমন্ত এই চলার পথে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে গিয়া, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অবলম্বন করিতে গিয়া আর্থিক প্রসঙ্গ যেমন বিস্তৃত বোঝ করিয়াছে, তেমনই অগ্রান্ত মহলে হুখাতি ও হুনাহ অর্জন করিয়াছে। বিগত বৎসরের ঘটনাত্মক এমনই মিশ্রিত কাহিনীর একটি আবহচিত্র।

স্বাধীনতা একটি প্রেমের আবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি—যে প্রেম বছরের মনে আসিয়াছে—তাহা এই যে আর্থিক প্রসঙ্গ প্রকাশের সার্থকতা, তথু সম্পাদক বা প্রকাশকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জগাই কি-না? সত্যের অপলাপ করিবার প্রয়াস নাই। সম্পাদকের বা প্রকাশকের বিশেষ কোন বার্থ বা সমৃদ্ধির পরিকল্পনা ইহার পশ্চাতে নাই, ইহা সত্য নহে। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উন্নত বৃত্তিভাবীতে বিষয়টিকে বিচার করিলে হৃদতো একজনের কল্যাণের সহিত আরো অনেকের অন্তঃকরেকজনের কল্যাণের পরোক্ষ সংযোগও থাকিতে পারে। আর্থিক প্রসঙ্গ যে ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতেছে—তাহা বাংলাদেশে বাঙালীর মাতৃভাষার বিশিষ্ট পরিবেশে ও আবেষ্টনে অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্যের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রভূমি। এখানে যদি পারম্পরিক কল্যাণে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার একখানি—একটিমাত্র বাংলা অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক মানিক পত্রিকা সমৃদ্ধির পটভূমিকা রচনা করিতে পারে, যদি বাংলা দেশে, বাংলা ভাষায় বাঙালীর অর্থনীতি, বাণিজ্য বিষয়ের আলোচনা, গবেষণা, ভাষাপ্রকাশের বাহন হইতে পারে, যদি বাঙালীর মাতৃভাষার নিজস্ব চিন্তাবাহার, প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়, তবে, তাহা ব্যস্তির সমৃদ্ধির সহায়ক হইলেও প্রসঙ্গ পরিপ্রেক্ষিতে তাহা সমগ্র কল্যাণের সূচনাই করিবে।

বাংলা আজ বহুবা বিভক্ত। বাঙালী আজ বিকিশ্ত; বাংলার সমাজ জীবন, সামগ্রিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। বাঙালী আজ পশ্চাৎগত, নেতৃত্বের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত। বাংলার এহেন বোর দুর্দিনে, দুঃসময়ে, ক্ষতবিক্ষত বাংলায় পুনর্নির্দেশের চিন্তাভাবনা যেন আজ অবলুপ্ত। বাঙালীকে আজ জীবন-মরণের সংগ্রাম করিতে হইবে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে বাঙালী সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় নতুন শক্তি ও প্রেরণার জাতীয় জীবনকে সম্ভাবিত পন্নবিত করিয়া তুলিবে, আমরা একান্ত মনে আশা করি।

আজ চরম সত্যকে আমরা লাভ করিয়াছি। মাতৃবের মহৎ সর্বাঙ্গ আদরা কিরিয়া পাইয়াছি। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। একদিন ইহা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আজ তাহা আমরা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তাবাহার, প্রতি বৃহত্তর অঙ্গভূতির উপলব্ধিতে। আজ কর্মক্ষেত্রে বিপাল; আমাদের সমগ্র জীবন গভীরা তুলিবার যে স্বযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আর অবলম্বন নাই। মতভেদের, বিবেচের, সম্মেলের, অবিবাদের, ত্রুটি বিচ্যুতির তুচ্ছ বিচারের অনুমাত্র কাণও যেন আমাদের কর্মক্ষেত্রে অস্ত্রের দৃষ্টি না করে।

স্বাধীনতার উত্তরকালে এমনি প্রোগারিত ক্ষেত্রে আর্থিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। আজ নববর্ষের পূর্ণাঙ্গিনে আমরা আর্থিক প্রসঙ্গের সমগ্র তত্ত্বাকামী, তত্ত্বাবাহারী পাঠক-পাঠিকা, শিক্ষাপন্থতা, সম্পাদকীয় ও উপদেষ্টা পরিষদের সহস্রবিধের নিকট পুনরাবৃত্তি জ্ঞাত্য জানাইতেছি। নব বৎসরে তাহাদের অনুষ্ঠ সহায়কৃতি, সহযোগিতা, তত্ত্বজ্ঞা ও কল্যাণবাণী আমাদের শিঞ্জিল পথকে জগন করিবে, আমাধিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া কর্তব্যে উৎকৃষ্ট করিবে ইহাই আমরা সর্বতোমানে আশা করি।

—হোল পুনিবা, মঙ্গলবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬১।

একটি আর্থিক সঙ্গ্রহ—১৯৫৪ সাল

কৃষিকা—১৯৫৪ সনকে এক হিসাবে যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন হুগের শেষ বলা চলে। যথেষ্ট স্বাভাৱ-পালন বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থা ও অগ্রাঙ্ক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির বিশেষণে মুদ্রাকালের অস্বাভাবিক অবস্থার শেষ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিনিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা ১৯৫২ সনে শুরু করিয়া ১৯৫৪ সনে ঘোঁড়াঘুটি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা অস্বাভাব্যে চলিতে থাকে। আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি না ঘটিলে অথবা অনাবৃষ্টি বা অন্তর্যাত্তিক প্রবোণ না দেখা দিলে, এখন হইতে পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের হাব কিরণ থাকে তাহার উপরেই বেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করিবে।

১৯৫৪ সালে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে ত্রয়োদশ এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়াছে। কোন কোনও ত্রয়োদশ উৎপাদন পদ্ধতিবিশিষ্ট পরিকল্পনার নিদিষ্ট পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আয় সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শিল্পায়নের গতিও আগ্রহ। ঘোঁড়াঘুটিভাবে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, ত্রয়োদশের নিয়ন্ত্রণ, কয়েকটি অঞ্চলে গম প্রকৃতি কয়েক শ্রেণীর খাদ্যপত্রের নিয়ন্ত্রণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যথেষ্ট শিথিলতা এবং বেশের শিল্প উন্নয়নের বৃদ্ধি প্রাপ্যতা।

মূল্যমান—বৎসরের অবিক্রাশ সময় মূল্যমান নিম্নবর্ণী ছিল। পণ্যত্রয়োদশ পাইকারী মূল্যমান ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষে ২২২.৮ ছিল; ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উহা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৪.২ হয়। অতঃপর মূল্যমান বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া জুন মাসের শেষভাগে ৩৭৮.৪ হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে উহা পুনরায় অল্প হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে আমান ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৪ সনের আগ্রহাৱী মাসে উহা ৩৮০.৫ নাতিয়া আসিয়াছে।

খাদ্যপত্র, তৈলবীজের মত কয়েকটি কাঁচা মাল এবং গোলমরিচ ও অপর কয়টি বিবিধ ত্রয়োদশ মূল্য হ্রাস পাওয়াই ত্রয়োদশ মূল্য হ্রাসের মূল কারণ।

জীবনযাত্রার মান—পণ্যত্রয়োদশ পাইকারী মূল্য হ্রাসের প্রত্যাহার ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রধান সহবে জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের উপর লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৩ সালের জুলাই-আগস্টে হ্রাসক সংখ্যা সর্বোচ্চ ১১১ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হ্রাসক সংখ্যা ২৭—তে নামিয়া যায়—অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া যায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে হ্রাসক সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

উৎপাদন বৃদ্ধি—কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যপত্র উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচশালা পরিকল্পনার নিদিষ্ট লক্ষ্য অশেষা ইহা ৪৪ লক্ষ টন বেশী। তৈলবীজের উৎপাদনও ছিল ৪৬ লক্ষ টন এবং ইহাও পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া ১ লক্ষ টন বেশী হইয়াছে। তুলা উৎপন্ন হইয়াছে ৩২ লক্ষ গাইট অর্থাৎ পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্যের পূর্ব কাছাকাছি পৌছিয়াছে। পাটের মূল্য ভীষণভাবে উঠানামা করিতে থাকায় ইহার উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের তুলনার শতকরা ৪.৫ ভাগ কম হইয়াছে। পর পর দুই বৎসর আবহাওয়া অসুস্থল থাকায় উৎপাদন যে কিছু বাড়িয়াছে ইহা যেমন সত্য তেমনি সেই

সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, অধিক পরিমাণে সার ও উন্নত দীপ ব্যবহার এবং অন্যান্য কৌশল ব্যাপকভাবে গ্রন্থক হওয়ার আশায়ের কৃষি ব্যবস্থার বেষ্টনী উন্নতি হইয়াছে ত.হাঃ সত্য।

খাদ্যশক্ত আয়তানি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৮ লক্ষ টন খাদ্যশক্ত আয়তানি করা হয়। অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে ৪৭ লক্ষ টন, ১৯৫২ সালে ৩৮ লক্ষ টন এবং ১৯৫১ সালে ২০ লক্ষ টন আয়তানি করা হইয়াছিল।

ব্যাপক ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন কৃষি পায়। ইছাও মধ্যে বস্ত্র, সুতা, লিমেট পাট, বাট ইম্পাত ও কয়লা শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবল মাত্র চিনির উৎপাদন হ্রাস পায়। প্রতিবুল মরতমী অবস্থা এবং অপর কয়েকটি কারণে চিনির উৎপাদন অবশ্য ২ লক্ষ টন কমিয়াছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প—সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে হিন্দুস্তান কেবল ফ্যাক্টরী ও মেশিন টুল ফ্যাক্টরী এই ৭৭শর উৎপাদন হ্রাস করিয়াছে। পেনিসিলিন ও ডি, ডি, টি ফ্যাক্টরীতে শিল্পই উৎপাদন হ্রাস হইবে। উদ্ভিদার হাউসকেলস নতুন ইম্পাত কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক কার্যও অগ্রসর হইতেছে। ইছা ডিম আর একটি ইম্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সোল্ডিচেট কল্লিয়ার সহিত ভারত সরকার সম্মতি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ঐ কারখানার বৎসরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ইম্পাত উৎপন্ন হইবে। দিল্লী সার উৎপাদন কারখানার আর উহার পূর্ণ ক্ষমতাসুধারী উৎপাদন চলিতেছে এবং হিন্ডবজনের ইঞ্জিন কারখানা ও ভারতীয় টেলিফোন কারখানার কার্যও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

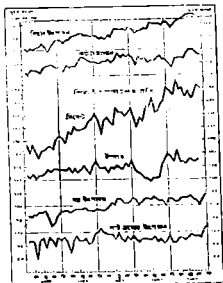
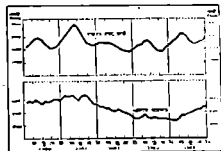
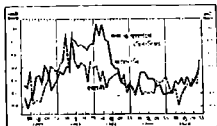
ক্ষেত্র শিল্পোন্নয়ন ও মূলধন সরবরাহ—বেশের ক্ষত্র শিল্পোন্নয়নে সহায়তার ক্ষত্র দুইটি ক্ষত্রপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। উদাহরণ মধ্যে প্রথম হইতেছে সরকার পরিচালিত জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হইতেছে—ভারত সরকারের সহায়তা ও সহযোগিতার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের সহায়তার ভারতের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেডিট ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন গঠন। ইছা একটি বেলসকারী প্রতিষ্ঠান। ভারত, কুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাহা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে ৫ কোটি টাকা মূলধন উঠাইয়াছেন।

ক্ষত্র ও বৃষ্টির শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন কৃষির ক্ষত্র কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কোর্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞদল কতকগুলি সুপ্রাচীন কনেন; ঐ সুপ্রাচীনগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ছোট শিল্পের ক্ষত্র ৪টি আঞ্চলিক কারিগরী প্রতিষ্ঠান, একটি ক্রম বিক্রয় কর্পোরেশন এবং একটি ছোট শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়।

ডলার সরবরাহ—১৯৫০ সনের তুলনায় ১৯৫৪ সনে নীট উৎসৃত ডলারের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও গত ৭৭সনের মত আলোচ্য বৎসরেও ডলার সরবরাহ অবস্থার উন্নতি অব্যাহত থাকে। ১৯৫৪ সনে ডলার অকলশব্দের দ্বারা মিটাইবার ক্ষত্র ভারত টালি বিজার্ভ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টালিঃ তুলিয়া লইয়াছে। ১৯৫৩ সনে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টালিঃ উৎসৃত ছিল। বিগত ১৯৫০ সনে আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা হইতে ভারত বে ১০ কোটি টালিঃ দ্বারা লইয়াছিল, আলোচ্য সময়ে উহার মধ্যে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টালিঃ পরিশোধ করার ক্ষত্রই অবস্থা ঐক্যপ দাড়াইয়াছে।

টোলিংয়ের ক্ষত্রাঙ্কন—টালিঃ ডালাইবার ক্ষত্র বৃষ্টিপ সরকার ইউরোপীয়ান পেঞ্চনস

ইউনিয়ানের অভ্যন্তরীণ সমস্ত দেশের নিকট বুটেনের যে সকল স্থান ছিল সেইগুলি যতল পরিমাণে স্থান করিয়া এবং আর্থিক অর্থ ভাণ্ডারে বুটেনের প্রধান প্রধান স্থানগুলি শোষণ করিয়া দেওয়ার ফলে পাউণ্ডের উপভোগের অনেক কটিলতা কমিয়াছে। যাহারা বুটেনে বাস করেন না তাহাদের হাতের টানিংও বাহ্যতে অর্থাৎ ভাণ্ডার বাহ্য তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে শিথিল করা হইয়াছে। কতকগুলি পণ্যসমূহের বাণিজ্য আবার গুলিয়া টানিংয়ের অল্প মুদ্রায় উপভোগেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সমগ্র টানিং এলাকার উপকার হইয়াছে।



বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ—চলতি বৎসরে আর্থিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক হইতে দুইটি ঋণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি টাটাকে দেওয়া হইয়াছে। আর একটি নব্য-গঠিত ইণ্ডোচীনা ফ্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। উভয়েই টাটাকের তাপ বিভাজ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের মত ১ কোটি ১২ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইণ্ডোচীনা ফ্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে এক কোটি ডলার। প্রথমত ভারত সরকার এই উভয় ঋণের মজুদ প্যারাসিট দিয়াছেন। এই দুইটি ঋণ সহ ভারত এই পর্যন্ত যে সকল ঋণ করিয়াছে তাহার মোট পরিমাণ ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলার।

বৈদেশিক পরিস্থিতি—এই পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে উদ্ভূত বাণিজ্য পরিস্থিতি সম্ভাবনাক হইলেও ভবিষ্যতে নিয়োগের প্রকৃতি বাবদ বিনিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফল আশাবাদি অনেক ব্যক্তিরা বাইবে বলিয়া উদ্ভূত বাণিজ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হইবে মনে কর

না। কাজেই রপ্তানি আরও বাড়াইয়া বেশী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

১৯৪৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক কোয়ার্টার বা ত্রৈমাসিক কালে ১১ কোটি টাকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে ১৫ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। তৃতীয় কোয়ার্টারে সামগ্রিক কিছু উৎপাদ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সমগ্র বৎসরে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ঘোটাঘুটিভাবে সমান সমান হইবে বলিয়া অর্থ মন্ত্রী আশা করেন। ১৯৪১ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ৫৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। ভারতের টালিং পাওনার পরিস্থিতিতেও এই অবস্থাই ঘোটাঘুটিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী উহা ছিল ৭২৭ কোটি টাকা। এক বৎসরে ইহা ৪ কোটি টাকা বাড়িয়া ৭০১ কোটি টাকা হইয়াছে।

বেকার সমস্যার জট্র উৎস—উৎপাদনের উন্নতি সম্ভাবনাকর হইলেও কর্মসংস্থান অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ভারতের মত ঘিরাট দেশে যেখানে জনসংখ্যা জমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সত্তর ও শতাব্দীর ব্যাপকতম কেন্দ্র হুড়িয়া স্রুতগতিতে উন্নয়নের কাণ্ড চলিলে এবং সম্ভাব্য কেন্দ্রে বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করিলে জন সংখ্যার প্রয়োজনমত কর্মসংস্থান সম্ভব হইতে পারে। দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক উন্নয়নের প্রতি পরবর্তী পাঠশালা পরিকল্পনার কতপানি গুরুত্ব আরোপ করা হইবে তাহার উপর সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে।

উদার আমদানী নীতি ও বেকার সমস্যা

আমাদের শিল্প পর্যবেক্ষক

পশ্চিম বাংলার ভূমি অগ্রশাভে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী তার উপর নিত্য নূতন উৎপাদন পূর্ব বাংলা থেকে আগমন করার বেকার সমস্যার আকার ক্রমশ আরও তীব্রতর হয়ে পড়ছে। এতে সব চেয়ে বেশী আঘাত পাচ্ছে মধ্যবিত্ত লোক—যারা ঠিক ঘাটি কাটা বা ঘোট বদার কাজ করতে চায় না কিন্তু অল্প প্রকারের কাম করিতে চায় যাতে তখু বৃত্তি দিবা। হাফা কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে কিছু মুক্তিও প্রয়োজন হয়। অনেক নেতাদের বলতে শুনি, তারা হাওড়া ট্রেনে ঘোট বদ না কেন? বইলে অল্প মঙ্গ হ'ত না। কিন্তু বদ না এটা মেনে নিলেও তাদের জন্ত এখন অনেক কর্ম সৃজন করা যায় যাতে তারা ভালভাবেই কাজ করে নিজেদের প্রাসঞ্জননের উপায় করে নিতে পারে। তার প্রধান উপায় সেই সকল উৎপাদন শিল্প যাতে মাথা ও দেহ, হস্তের মিশ্রিত শ্রমের প্রয়োজন হয় ও অত্যধিক কায়িক শ্রমের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক শক্তি চালিত কলকার ব্যবহার হয়।

চেনি, বানি, গুঁড় ইত্যাদি অনেকগুলি শিল্প আছে, যার উৎপাদন গ্রামবাসীরা করতে পারে ও অবিকাংশ গ্রামে ব্যবহার হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হাফা সরঞ্জাম, কালী, কলম, পাইপফিটিং আদি বহু মিনিম আছে য; গ্রামে ততটা ব্যবহার হয় না। এ মিনিমগুলির অবিকাংশ ব্যবহার হয় সহর বা সহরতলীতে মধ্যবিত্তদের দ্বারা। কিন্তু আবদানী আলিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এই সকল

ব্রহ্মের অবিকার্য এবং এখানে বিশেষ থেকে। কিন্তু এটাও দেখা যায়, এগুলির অবিকার্যই এখানে এই মধ্যবিত্তের পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্পে প্রকৃত সম্ভব। গভর্ণমেণ্ট ও দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি ছিল তবিলে, যুগ্ম শিল্পের ও গ্রামের ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে। গ্রামের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নত না হলে দেশের আর্থ শক্তির সম্ভব জন গ্রামবাসীর চরম দুর্দশা ঘুচে না, তার মানে দেশ বাঁচে না, একথা অত্যন্ত সত্য। সহরের শিল্প গ্রাম শিল্পকে ধ্বংস না করে শেখিয়ে বেসকল উন্নয়ন আয়োজন চলছে, সেটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু তার মানে নয় দেশের বাকী শক্তির শিল্প জনের সমস্ত। সমস্তে আমাদের চোখ বুজে থাকবে। এদের সমস্তা খোঁজার যত উপায় আছে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারে, সেই সকল প্রথা উৎপাদনে যার অবিকার্য এখনও বিশেষ থেকে আমাদেরই হয়। বিত্তীয় শক্তিবাহিক পরিকল্পনার ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টিপড়লে সে দৃষ্টি ঘোলাটে। ক্ষুদ্র শিল্পের কথা, উৎপাদনের কথা তাতে আছে কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে শিল্পপ্রসার ও উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় যে আমাদের উন্নত বিশেষ জিনিষ একবার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। উৎপাদন, উৎপাদন বলে অনেক বক্তৃতা দিচ্ছেন, কিন্তু সে সকল উৎপাদন প্রথা বিক্রয় অভাবে ওভাবে পুণীকৃত হয়ে ওঠে, অর্থ অক্ষয় হয় ও শিল্পের চাকা ঘুরতে পারে না, তার বিক্রয় সমস্তা সমাধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকার বিশেষ সচেতন নয়। যদি সচেতন হত, বহু বিশেষ প্রকারে আমাদেরই কয়েকটি। পশ্চিম বাংলার সমস্তা তীব্রতম কিন্তু এই আমাদেরই নিরন্তর ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তাই পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের বলতে শুনা যায়, আমরা কি করতে পারি? কেন, তাঁরা কি কেন্দ্রীয় সত্ত্বর্গমেন্টের উপর চাপ দিতে পারেন না? এ কথা কি স্বীকার করতে পারেন না যে পশ্চিম বাংলার জমি কম, তাই ক্ষুদ্র শিল্প প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন পশ্চিম বাংলার, আর তাই ক্ষুদ্র প্রয়োজন আমাদের কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ।

কয়েক বৎসর পূর্বে কেম্বেজার যে আন্তর্জাতিক আমাদের নীতি দাবি হয়েছিল তাতে স্বীকার করা হয়েছিল, আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্য বিশেষ ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু একথাও তাতে স্বীকৃত হয়েছিল, কোনও দেশ যদি শিল্পে অনগ্রসর হয়, তবে শিল্পসংরক্ষণের ক্ষমতা সেই দেশে আমাদের নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। তারক শিল্পে অনগ্রসর নয় কি? তবু প্রায়ই সরকার পক্ষ থেকে বলতে শোনা যায়, আমাদের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শিল্প সংরক্ষণ করা চলে না, শুধু প্রাপ্য বিশেষ ক্ষমতার উপর আমাদের নির্ভর করবে। এই নীতি স্বীকার করা ভারতের পক্ষে নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অনগ্রসর বলে ও কালে আমাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে দেশে অনেক কিছু ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠতে পারত। তাছাড়া যুদ্ধের সময় আমাদের অপস্রব ছিল বলে বেত্তলি গড়ে উঠেছিল, তাদের যুদ্ধকালীন শিল্পে আমাদের আমাদের দাবি অব্যাহত করে সেগুলির অবিকার্য জ্বলে করেছিল। যুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষতঃ দেশ প্রাধান্য হবার পর, যদি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখে হ'ত, তবে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পে দেশ ছেড়ে থাকত ও বেকার সমস্তাও এখন তীব্র হ'ত না। বহু চালু শিল্প নষ্ট করে আজ নতুন করে গঠনের কথা উঠেছে, তার ক্ষুদ্র নতুন নতুন অর্থ ব্যয় হচ্ছে কম নয়, কিন্তু আমাদেরই না কমাতে এখনও যে শিল্পগুলি কোনও রকমে চালু আছে বেত্তলি শুধু নষ্ট হবে না, নতুন শিল্প প্রসারও বিকল হবে। তাই যদি বেকার সমস্তা সমাধানের ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বলে থাকে, তবে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন আমাদেরই হাল।

বিদেশী জিনিষে বায়ার ভরা থাকলে স্বদেশী জিনিষ উৎকৃষ্ট ও সুলভ হলেও বিক্রয় হয় না। এটা দেশের বিশেষত্বঃ বাংলার পক্ষে, চাষের কথা হলেও সত্য। বিদেশী বিষয়ে না থাকা মন্দ কথা নয়, কিন্তু স্বদেশী প্রতিষ্ঠাও বাঞ্ছনীয়। স্বদেশী ব্যবহার করলে আমার দেশের লোক, বাবা অল্প দেশের জ্বলনাও কর্মহীন ও বহিষ, তাহা যেতে পারে, এ যোগ থাকা উচিত নয় কি? তাই স্বদেশী প্রচারণার প্রয়োজন সর্বাধিক।

তবে এই সঙ্গে স্বদেশী মাল গুলে যাতে নিকট না হয় ও স্বদেশীর সুযোগ্য শিল্প পরিচালকেরা সুনাফার লোভেও বশীভূত না হয় সে কিসে সরকারের দৃষ্টি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে আজ ইতিমধ্যে টাটাতর্ট ইন্সটিটিউশন হয়েছে যেখানে শিল্প জাত সকল প্রকারে মান নিশ্চিত করা হচ্ছে। উপর প্রকারে নিকটতা নিবারণের জন্য কোরাণিটি কন্ট্রোলের সংস্থাও সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প পরিচালকদের মধ্যেও দেশদেবার মনোভাব জাগান চলেছে যাতে জাতিব কল্যাণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োজিত হয়, স্বার্থ প্রণোদিত না হয়। কিন্তু মানসিক পরিবর্তন সময় লাগে। তার জন্য বেকার-সমস্যা অপেক্ষা করতে পারে না। তাই সরকারের দ্বারা আমদানী কমান ও তৎসঙ্গে দেশী শিল্পের গুণ নিয়ন্ত্রণ ও সুনাফা নিধারণ। তার জন্য কয়েক বৎসরের আইন হোক, কঠোর ব্যবস্থা হোক, কিন্তু দেশী শিল্প পরিচালকদের উপর হিঙ্গা করে বিদেশী প্রাধান্য নিয়ে থাকা দেশজ্ঞানহীনতাতেই জ্বল। কোনও সত্য দেশ এক্রম করে না। এখনও বিদেশে ব্যবহারের প্রাধান্য বিদেশী হলে কেউ স্পর্শ করে না। ঘরের লোক মন্দ হলে তাড়ের সাহায্য করতে তারা বিদেশীকে আমন্ত্রণ করে না। এই যোগের অভাব শুধু এই অভাবগা দেশে।

আজও দেশে ৪০০ কোটি টাকার মাল আসে বিদেশ থেকে ও এইসকল মালের অনেকাংশ এদেশে প্রস্তুত হতে পারে যদি তার উপযুক্ত পরিপার্শ্ব সৃষ্টি করা যায়। যদি ২০০ কোটি টাকার মাল এদেশে প্রস্তুত করা যায় ও তার কাঁচামাল দেশী হয় প্রতি কর্মীর বাৎসরিক ১০০০ টাকা আয় হিসাবে ২৫ লক্ষের অধিক লোক কর্ম পেতে পারে। এছাড়া কর্মণে, টাকা থাকলে, তারা আবার নানা জিনিষ কিনে আরও কত লোকের কর্ম সৃষ্টি করবে। লোকে কনসিউমার ইন্টারেস্ট বা ব্যবহার কারীর স্বার্থের কথা বলে, কিন্তু এই ২৫ লক্ষাধিক লোকও তাদেরই আর্থিক স্বজন কর্মসংস্থান হলে তাদেরই উপকার আসবে একথা তাহা ভেবে দেখে না কেন? আর লোকের বুঝতে যদি সময় লাগে, এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব নাই কি? ডেমোক্রেশিয় অর্থ কি শুধু লোক মতেই চলে, পরিচালনার কি প্রয়োজন নাই? তাছাড়া উৎপাদনের জন্য কত কলকল্যাণ এদেশে প্রস্তুত হবে। তাতে সর্বত্র আর অর্ধকোটি লোকের কর্মসংস্থি হতে পারে।

কর বৎসর আগে আমদানী নীতির পুস্তকে শঙ্করলাল, যে সকল জিনিষ থেকে প্রস্তুত হয় বা হতে পারে, সেসব জিনিষের আমদানী উপযুক্ত ভাবে কমান হবে। কিন্তু পরে তা আর হয় না। পূর্বে আমদানী পরামর্শ কাউন্সিলে শিল্পজিষ্ঠানের লোক যেতেন নেওড়া হ'ত এখন যেখানে অদিকাল হচ্ছে আমদানীকারক, তাদের স্বর্থবৎসরের নীতিও হচ্ছে এমন ভাবে যাতে দৃষ্টি আছে আমদানী কারকদের ও বৃহৎ শিল্পের প্রতি, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে ধ্বংস হয়ে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি অত্যন্ত কম। আমদানীকারকদের বা বৃহৎ শিল্পের মত পণী ও ক্ষমতাবান নয় বলে ক্ষুদ্র শিল্পে সহায়তার প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বলে লাভ নাই যদি না বিক্রয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়; উৎপাদন অধিক হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তিও অর্থ নাই মতকল্প না সাধারণের বেকার সমস্যা ঘোচে; সে সমস্যা সমাধানের প্রথম পথ হল কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রচার ও আমদানী হ্রাস। রোগের কারণ মূল বন্ধ্যা যেথো শুধু বাহিরে চিকিৎসার ভান করলে দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণ হবে কি?

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

ঐশ্বর্যপ্রসাদ মিত্রাণী

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র বার সাক্ষাৎ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট প্রণয়ন করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের এই সমস্ত-বিভাজিত রাজ্যের বাজেট প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সালের পর হইতেই রাজ্যসরকার একটির পর একটি বাটতি বাজেট রচনা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে বাটতির পরিমাণ বৎসরে দেড়কোটি ও লাড়ে লাড় কোটির মত ছিল। চলতি বৎসরে উহা লাড়ে তের কোটিতে পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে ৪৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আদায় এবং ৬২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ আর ১৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বাটতি হইবে। অপর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে রাজস্ব বাজেটের বাহিরে কিছু অর্থ উদ্ধৃত হইবার জন্য দুই বাজেট দিখি। বাটতির পরিমাণ ঠাড়াইবে লাড় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার। বাটতির পরিমাণ এইভাবে হ্রাস করিবার মূলতঃ কারণ চলতি বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) অনেকগুলি উন্নয়নমূলক ব্যয় (আর ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা) স্থগিত রাখিয়া ফেব্রুয়ারী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করিয়া এবং জনসাধারণের গঞ্জিত অর্ধেক পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়া, তিন কোটি এক লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতের বাহিরে উদ্ধৃত হইবে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং বর্তমান বৎসরের শেষে যে সমাপন বহিঃ (closing balance) ঠাড়াইবে উহা লইয়া সমগ্র বাজেটে বাটতির পরিমাণ ঠাড়াইবে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার।

আগামী বৎসরের জন্য নতুন কোন কর ধর্মের প্রস্তাব করা হয় নাই। হিসাব করা হইয়াছে যে চলতি বৎসরের তুলনায় রাজস্ব খাতে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আদায় হইবে। ইহার কারণ ১৫ই এপ্রিল হইতে অসমীয়া নব্বলের জন্য ভূমি রাজস্বখাতে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, এবং অগ্রস্ত কতকগুলি খাতে সামান্য পরিমাণে আদায় বৃদ্ধি। আবার রাজস্ব বাজেটেও চলতি বৎসর অল্পে ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত যে আদায় হইবে, তাহার বিত্তন হইবে অতিরিক্ত ব্যয়। বিভিন্ন খাতে যে লক্ষ্য ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিক্ষা খাতে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং সেচ খাতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিবার কথা। সমগ্র বাজেটে ইহাই যোগ হয় একসাত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। তবে সরকারের জন্য বৃদ্ধি পাইবার জন্য দুই বাৎসর অতিরিক্ত ৩৩ লক্ষ টাকা এবং অসমীয়া নব্বলের পরিচালনার জন্য ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার অর্থ ভূমি রাজস্বখাতে যে অতিরিক্ত ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আদায় দেখান হইয়াছে উহা হ্রাস পাইয়া মাত্র ৭৩ লক্ষ টাকার ঠাড়াইবে। অপর এই দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সামান্য কিছু লোকের কর্মসংস্থান হইবে। চলতি বৎসরের সমাপনিত বাজেটে অপর দুই বাৎসর

২২ লক্ষ টাকা ধরা হইলেক, আগামী বৎসর উহা ৪৫ লক্ষ টাকার দাঁড়াইবে। যে রাজ্য-সরকারকে বৎসরে একমাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা মূল বাবদ ব্যয় করিতে হয় তাহার বৈদেশিক বিনিয়োগ যে কত নিম্ন তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

সরকারী ও আগাসরকারী বাবদার ক্ষেত্রেও অল্প অল্প বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসর বাড়তি বাইবে বসিরা ধরা হইলেক। তবে বাড়তির পরিমাণ মাত্র ১ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বাড়ি সংগ্রহ পরিকল্পনাইই সর্বাধিক লোকগণন বাড়িবে। ঐতিহ্যবাহী কার্বে গত বৎসর তইতে সামান্য কিছু লাভ দেখান হইতেছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বণ্ডের একমাত্র গত তই বৎসরে গ্রাণ ৫১ লক্ষ টাকা লোকগণন হইলেক। বচাবতের ন্যায় গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে হই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।

মূল্যনী বাজেটে চলতি বৎসরের লক্ষ ২০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয়াদ করা হইলানি, লক্ষ্যোদিত বাজেটে উহা ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইলেক। এই ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবার লক্ষ বাহানুদী নহি। কারণ এই বৎসর কতকগুলি বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আশাশুভা নী বহুদূরত ৩০শে মার্চের মধ্যে লব টাকা ব্যয় করা বাইবে না। ইহাতে সরকারের আকস্মিক আকণ শাইতেছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি ক্ষেত্রে মূল্যনী বাজেট হইতে রাজস্ব বাজেট লম্বাইয়া লইয়া ব্যয়াদ হইলেক এবং খাজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নীত ব্যয়াদে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে না। আগামী বৎসরও কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। এই বাজেটে ২০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা মোট ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইলেক।

এইবার বাজেটের বাড়তি ও রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করা বাউক। বাজেটের বাড়তি সাধারণতঃ চার উপারে পূরণ করা বাইতে পারে—(১) নোট ছাপাইয়া (২) কণ করিয়া (৩) সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিয়া এবং (৪) অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া। প্রথম ৩খা প্রত্যেক রাজ্য সরকারের নিকট বড়, তৃতীয় পছাও আদায়ের নিকট খোলা নাই। কারণ বিভাগোত্তর মূগে আদায়ের অপতার গ্রহণ করিয়াই যায়। শুক করিতে হয় এবং বৎসরের পর বৎসর বাড়তি বাইতে বাইতে সঞ্চিত তাবিল একেবারেই শূন্য; - বাধা হইয়া অন্য তাবিলেও হাত দিতে হইতেছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের হাণে হাত পাতিয়া প্রায়ই বিকলমনোরণ হইতে হইতেছে। এইবার অতিরিক্ত করের কথা ধরা বাউক। ইহারও একটা নীমা আছে। তাহাতেও আদায় বহুতাল পূর্বেই নৌহিয়া গিয়াছি। কর কীকি বড় করিতে পারিলে অবশ্য কিছুটা আয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে; নানা কারণে তাহা হইতেছে না। একিকে আদায় ক্রমিক্রম আর্থিক অবস্থা ব্যয়াদ হইবার কলে ক্রমি হইতে আয় বাড়াইবার সুযোগও কম। পশ্চিমবঙ্গ- পিরগনুদ হইলেও পিরগ উপর কর বসাইবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নাই। অর্থ কমিশনের বীটোগ্রাফ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সংগৃহীত কম খাজা অনেক রাজ্যই লাভবান হইতেছে। অথচ এই পিরাকলের নানাপ্রকার উন্নতি ও প্রমিকদের (বাহারা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা নহে) কল্যাণ সাধনের লক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। এই সকল নানা কারণে সরকারকে বাধ্য হইয়াই বিভীত পছা গ্রহণ করিতে হইতেছে। বর্তমানে রাজ্যসরকারের খণের পরিমাণ ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

সরকারের বিশেষ কোন আয় হইতেছে না। ইহার কারণ পশ্চিমবঙ্গে লোকসমষ্টির অল্পপায়ে কর্ণধোগ্য জুমির স্বল্পতা এবং বনের অস্বাভাবিক ক্রমাগত জুমিকর। ইহার ফলে উৎপাদন বাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না। একটি কৃষি পরিবারের চতুষ্কোণকে এক একর করিয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের ১১৭ লক্ষ একর কৃষিজমি যদি ৩২লক্ষ কৃষি পরিবারের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পরিবার শিল্প জমির পরিমাণ বাড়িয়াবে ৩৭ একর; হিলাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কৃষিদারী দখলের পরেও পতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজমির যে জমি থাকিবে তাহা তাহাদের অন্তঃস্বত্ত্বপন পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। এসমতাবস্থার কৃষি গ্রাম আদ্যদের নিকট যোজ্য মন্ত বাড়িয়াছে। এই অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া যায় একমাত্র পান্থবর্তী দ্বারা হইতে কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের পবিত্র জুড়িয়া দিয়া। এইখানেই রাতো সীমানা পুনঃবন্টনের প্রকল্প। রাজ্যের সীমানা না বাড়াইলে পশ্চিম-বঙ্গের স্বয়ং অনিবার্য।

বাজেট পেশ করিবার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বৎসরই বেকার সমস্যা কণা উন্মেষ করিয়া থাকেন। অগতঃ তাহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। তিনি হিলাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশকোটি ১০ লক্ষ ১০ হাজার বেকার রহিয়াছে এবং এই রাজ্যে প্রতিবৎসর ১লক্ষ ২০ হাজার করিয়া বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। (ইহার মধ্যে অল্প পান্থবর্তী অল্প রাজ্যেরও বহু লোক আছে) ইহার ফলে দ্বিতীয় পক্ষাবধিক পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ লক্ষ ২০ হাজার বেকারের কর্ম সংস্থান করিতে হইবে। হিলাবে প্রকাশ যে কৃষি বহিষ্কৃত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বৎসরে এক হাজার টাকা। কাজেই এই ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের জন্য ১৬০ কোটি টাকা আয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার জন্য আর ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে যদি ৭০০ কোটি টাকায় ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়, সবগুলি কাজ পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পাইবেন। অল্প রাজ্যের লোকও ইহার ভাগ পাইবে। এই ভাবে যদি পঞ্চাশ ভাগ বাস দেওয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের কর্ম সংস্থানের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এত টাকা সংগ্রহ করা আর অসম্ভব ব্যাপার, কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাত্র ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী মারফতে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এসমতাবস্থার একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই-যে ১৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ইহা আশা করা কোনমতেই সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধান যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও হইবে না ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। কারণ খুব বেশী হইলে সরকারী খাতে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ কোটি টাকায় বেশী ব্যয় ব্যয় হইবে না। ইহাতে দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে। বেসরকারী খাতে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান আশা করাও সুজটিল হইবে না। আর সরকারের নিয়মিত বিভাগগুলিতে যদি ৫০ হাজার লোকেরও কর্মসংস্থান ধরা যায় তাহা হইলে ৩ লক্ষ বেকার কাজ পাইতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রথম পরিকল্পনার শেষের তুলনায় বেকারের সংখ্যা আর বেড়েও বাড়িয়া বাইবে। এসমতাবস্থার মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস করা কোনমতেই সুজটিল হইবে না।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থা অসম্ভব করিয়া মুখ্যমন্ত্রী যে বিচলিত হইয়াছেন তাহা ইহার বাজেট প্রকাশের নিম্নলিখিত লাইনগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়—‘‘সমস্ত অসম্ভব বিরাট। ইহার

ইহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন, ঐক্যবিগকে বৃকে সাধন বাধা দরকার। আমরা আশা করি যে তৎপারনের দ্বারা ও আইনগতায় লক্ষ্যনক্রমে আমরা নিশ্চিন্ত করিতে পারিব।' পরিবেশে ঠিক ও বলা প্রয়োজন যে, অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাহান বিমাতা-হুলত ঐক্যনিষ্ঠ ত্যাগ করিতে হইবে। ঐক্যের দরগ তাহা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গের বৈবহিক উন্নতির উপর আর অর্ধেক ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

১৯৫৫-৫৬ সালের রেল বাজেট ও ভাড়া সম্পর্কীয় নীতি

ঐক্যনিষ্ঠা প্রসাদ সেনগুপ্ত

বিশ্বত ২২ মে কেন্দ্রীয় তারিখে রেলওয়ে মন্ত্রী ঐক্যলালবাহাদুর শাস্ত্রী লোকসভায় ১৯৫৫-৫৬ সালের জন্য রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেলওয়ে আর-বারে আর্থিক বছরে লাভকোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা উৎস্ব হ'বে বলে অনুমান করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান বছরের লক্ষ্যনামিত হিসাবেও ছয় কোটি লাভের লক্ষ টাকা উৎস্ব হ'বে। রেলওয়ে বাজেটে আরও একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য করবার আছে। সে তিনিশটি হল এই যে লালবার হাজির খাতে আগামী বছর রেলওয়ের আর থেকে ছত্রিশ কোটি লাভ লক্ষ টাকা দেওয়া হ'বে। এছাড়া বর্তমান বছরে এই খাতে রেলওয়ের আর থেকে চৌত্রিশ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ দুইটি বিষয়ে রেলওয়ে মন্ত্রী জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রেলওয়ের আর্থিক অবস্থাকে এখন মোটামুটিভাবে ঠাণ্ডা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রেলপথ প্রসারিত করার জন্য সরকার কতটা আর্থিকতার সাপে চেষ্টা করছেন সে লক্ষ্যেও তিনি আত্মপা দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ বাজেট বক্তৃতার ভিত্তির দ্বারা মাল এবং বাজী বক্তার পরিমাণ লক্ষ্যেও কিছুটা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ, তিনি বলেছেন, মালের মাত্রণ নির্ধারণ লক্ষ্যীয় নীতি পরিবর্তন করছেন। পঞ্চমতঃ, বর্তমান প্রদোষ এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণ লক্ষ্যে জনসাধারণকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সে সব সুযোগ সুবিধা যাতে প্রসারিত হতে পারে সেজন্য সরকার চেষ্টা করবেন। ষষ্ঠতঃ, বাজীর ভাড়া লক্ষ্যীয় নীতি পরিবর্তিত করা হ'বে।

ঐক্যলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন, বাজীর ভাড়া এবং মালের মাত্রণ সম্পর্কীয় নীতি পরিবর্তন করার প্রস্তাবের সাপে আরও করেওটা প্রশ্ন তুলিত রয়েছে। আমাদের অনেকেই হয়ত জানা আছে, বিগত ১৯৪৮ বৃত্তাব্দের পূর্ব পর্যন্ত প্রধানতঃ বাজী এবং মালের উপর পথের দু'এক অস্থায়ী মাইল পিছু ভাড়ার কিছুটা তারতম্য দেখা যেত। অর্থাৎ দূরত্বের জন্য মাইল পিছু ভাড়া কিছু কম হ'ত। তবে বিকট পথের জন্য সম্পূর্ণ ভাড়া নির্দিষ্ট হয়ে যেওনা হয়েছিল। এক্ষেত্রে মাইল পিছু ভাড়া কমান হ'ত না। ভাড়া লক্ষ্যীয় এই নীতিটি ১৯৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

১৯৪৮ সালে দেখা গেল দূর এবং বিকট পথের জন্য মাইল পিছু লম্বান হারে বাজীর ভাড়া এবং মালের মাত্রণ নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে রেলকর্তৃপক্ষ মহাশয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বাজীদেহ ভাড়া বৃদ্ধি করলেন। অথচ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজীদেহ ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পর এল ১৯৫১ সাল। সে বছর মধ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর বাজীদেহ ভাড়া আরও বৃদ্ধি করা হ'ল।

রেলওয়ে মন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতা বলেছেন, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর লব্ধ যে ভাড়া নির্দিষ্ট রয়েছে সেটা প্রথম তিনশ মাইলের লব্ধ মাথা পিছু কিছুটা চড়ান হবে। তবে তিনশ মাইলের উপর মাইল-পিছু ভাড়া কিছুটা কমে যাবে। এছাড়া অত্যন্ত দ্রুত বিদ্যমান লব্ধ অতিরিক্ত পাঁচ টাকা আর আশায় করা হবে না।

স্বয়ং থাকতে পারি, মাত্র কিছুদিন আগে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের একমূল প্রতিিনিদী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করে এসেছেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে কি ধরনের রেল চলাচল ব্যবস্থা বিদ্যমান সেটা পর্যবেক্ষণ করাই হল এঁদের উদ্দেশ্য। প্রচলিত সংবাদে প্রকাশ, এরা এই সর্বমুখ্য অতিমত প্রকাশ করেছেন, যে, আমাদের দেশে ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিদ্যমান রেল চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রকার। জানা গিয়েছে, ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী এঁদের অতিমত বেনে নিয়েছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, যোগ্য হয় ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের প্রতিিনিদীপদের অতিমতের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৫৪-৫৬ সালের রেলওয়ে বাজেটে নিকট পথের লব্ধ বাড়ানোর ভাড়া এবং মালের মাত্রণ মাইল পিছু কিছুটা বৃদ্ধি করবার এবং দূরপাল্লার লব্ধ মাইল পিছু ভাড়া ও মাত্রণ কিছুটা কমবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ধারা অনেক দূর ভ্রমণ করবেন কিংবা অনেক দূর মাগ চালায় দেখেন তাঁদের এবারকার রেলওয়ে বাজেট উৎসাহিত করবে। কিন্তু ধারা দূরপাল্লার বাড়ী নয়, কিংবা ধারা নিকটপথের মাগচালানকারী তাঁদের : এবারকার রেলওয়ে বাজেটে সন্দেহ করতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হই পড়েছেন।

আমাদের অনেকেরই স্বস্তি মনে আছে, তাঁর এডওয়ার্ড বেঙ্কল বখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমবার বাড়ীনের ভাড়া এবং মালের মাত্রণ বৃদ্ধি করেন, তখন ধারা পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বাতায়ত-কারী তাঁদের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়া প্রবর্তন করতে বিধা করেননি। অর্থাৎ রেল-পথের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে শহরতলীর বাড়ীনের বাঁতে স্বেপ না হই সেন্দ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তাঁর বেহল লটেই ছিলেন। এবারকার রেলওয়ে বাজেটে এইধরনের ব্যবস্থা থাকলে তাগ হই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী ভাড়া মাত্রাঙ্গ বেগব শ্রেণী রয়েছে সে সব শ্রেণীর ভাড়া প্রথম দেড়শ মাইলের উপর কিছুটা বর্ধিত হবে। এর পরের দেড়শ মাইলের ভাড়া লমায়ন থাকবে, কিন্তু শেখোক্ত দেড়শ মাইলের পরে প্রতি মাইলের লব্ধ ভাড়া কিছু কমায় হবে। এছাড়া বলা হয়েছে উনপঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত কোন অবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীতে এক আনার বেশী ভাড়া বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু প্রায় হল, উনপঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত এই ভাড়াবৃদ্ধিও বাছনীয় কিনা। একথা না বরেন চলে, উনপঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত অসংখ্য লোককে নানা কারণে বাতায়ত করতে হয়। এঁদের বেশীর ভাগই হলেন শহরতলীর বাড়ী। জীবিকা অর্জনের লব্ধ এঁরা ট্রেনে ভ্রমণ করতে বাধ্য হন। কাজেই ভাড়াবৃদ্ধির ফলে এঁরা নিশ্চয়ই মনঃস্থ হবেন। আমাদের মনে হচ্ছে এঁদের স্বেপ লাঘব করবার লব্ধ সনকাতের পক্ষে সঙ্গতবৃতিপূর্ণ মনোভাষ অবলম্বন করা বাছনীয়।

মোট কথা হল এই যে, লোকসভার রেলওয়ে মন্ত্রী যে বাজেট বক্তৃতা দিয়েছেন সে বক্তৃতা একদিকে যে রকম জনসাধারণের মনে আশার সকার করেছে অরনিক মৈরাণোরও সকার করেছে। অর্থাৎ তিনি জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি।

৫৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট

শ্রীকেন্দ্রমোহন পুরকার

প্রোগনতভাবে কেন্দ্রীয় মাসের শেষ দিনের সাংবাদিক কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মন্ত্রী ১৯৪৫ সালের বাজেট পালিয়ে যেতে পেল করার ফলে গোটা সাংবাদিক তৎপরকে আতঙ্কিত করে যে “বাকোর কড়, তর্কেন খুনি” উক্তি হ’য়েছিল তা’ এখন অনেকটা শান্ত হ’য়ে এসেছে। বাজেট উপেক্ষা-মূলক হ’য়ে পড়া চোখে সমগ্র বাজেট-ব্যবস্থাকে বিচার করা এখন চরিত্র অনেকটা সম্ভব হবে। সকল জাতীয় সরকারের বা উপ-সরকারের বার্ষিক বাজেটের থাকে দুইটি ভাগ—এক তা’র চালু খরচের ভাগ, অপর তা’র মূলধন খরচের ভাগ। এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটের চালু খরচের ভাগে দেখতে পাওয়া যায় ৪৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয়দানী ও ৪২৮ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ, যাতে কিনা ঘাটতি হয়েছিল ১০ কোটি টাকার মত। অন্য পক্ষে মূলধন বিভাগে সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ রয়েছে ৫৭৮ কোটি টাকা। এই ব্যয় নিবারণের জন্য সরকার ১২৫ কোটি টাকা সাধারণপেও কাছ হতে ঋণ গ্রহণ করে ও রাজস্ব-আদায়ের বাহিরে সর্বপ্রকার গেন-সেনের হিসাব মিটিয়ে জমাও অপেক্ষা খরচের পরিমাণ ৩৪০ কোটি টাকার মত বেশী হ’লে অর্থ-গতিব নিয়ন্ত্রণের আর্থিক অবস্থার প্রকট করেন—অবশ্য এই ৩৪০ কোটির মধ্যে উপরে যে চালু খরচের খাতে ১০ কোটি টাকার ঘাটতির কথা বলা হ’য়েছে তা’ও অন্তর্ভুক্ত। এই পরিদৃষ্টিতে রাজস্ব-গতিব শ্রীলক্ষ্যমুখ ২২ কোটি টাকার মত নুতন কর স্থাপনের ব্যবস্থা করে চালুখাতের ঘাটতিকে ১০ কোটি হ’তে ৮ কোটিতে নিরাসিত করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সর্বমোট চালু ও মূলধন খাতে যে প্রায় ৩২০ কোটি টাকার মত ঘাটতি থেকে গেল নোট ছাপিয়ে সেই ঘাটতির বিরূপ-অক্ষত মিটাবার প্রয়োজন তিনি বাজেট-সম্পর্কে উপস্থিত করেছেন।

এই হ’ল বাজেটের কঠামো। এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়াবহ কিছুই নেই। কেন্দ্রীয় বাজেট, এমন কি রাজ্য-বাজেট সকলই আজ পক্ষ-বার্ষিকী পরিকল্পনার নিগড়ে ধরা। এই পরিদৃষ্ট্যায় তাৎপর্য হ’ল বেণমর ভাবী উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ গড়া—শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, পরিবহণের, লেচ-ব্যবস্থার, বিজ্ঞান-উৎসাহের এবং ভারী শিল্পের প্রবর্তন। এই বিনিয়োগ-নির্মাণী ছোট-বড় অগণনা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হ’ল এই যে তাঁদের কল আভি-প্রস্থ নর, গোপ-প্রস্থ। চালু খাতে যে রাজস্ব আদায় হয় তা’ থেকে এই পরিকল্পনার এক লক্ষ্যই অংশিত করা সম্ভব। ‘৪৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে তাই দেখা যায় যে চালু খাতের ২২৮ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে মূলধনখাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৫৭৮ কোটি টাকা। তারতের মত আর্থিক হিসাবে অল্পমত সমাজে বাৎসরিক লক্ষ্যের পরিমাণও এখানে এত বড় যে সাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও পক্ষ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ যোগান সম্ভবপর হয় নাই। বাজেটই প্রায় বছর প্রায় পূর্ণ হ’তেই সরকারের ইচ্ছা একটি সুনির্দিষ্ট ঘোষিত নীতি যে তাঁরা নোট ছাপিয়ে মূলধন-খাতের প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন। তা-ই করছে হ’য়েছে। অবশ্য আমার নিজের ধারণা যে রাজস্ব-গতিব যে ৩২০ কোটি টাকার মত ছাপান নোট ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন তা’ অনেক পরিমাণেই বাহ্যিক-উক্তি—মূলধনখাতে আগামী

বৎসরে ৭৭৮ কোটি টাকা ব্যয় থাকি। সে ৭৭৮ করি। সম্ভবপর হবে না। কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। তবে নোট কিনিবে যে খরচা মিটান সেই নীতি নিয়ে মূলভাবে আজ কোন বাস্তবিকতার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিরুদ্ধে আজ সমালোচনা তীব্র হইতেছে এই বলে যে সরকার যদি ক্রমাগত কাপড়, চিনি, ইলেকট্রিক বাতি কিংবা পশমের বোনা মাল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর কর-ভার বাড়িবে চলেন তবে বেশে গুচ্ছি রাষ্ট্র বা সমাজ-তন্ত্র-আবহবিক সংগতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল কোথায়? আবাসী কংগ্রেসের স্বপ্নও বাণীই ক'রে গেল! এই লব্ধ ভাবাত্মক উক্তির মধ্যে সত্য-নিষ্ঠা মোটেই নাই—কেন না একথা যদি কেউ মনে করে থাকেন যে শুধুর ভারতের ভারী না করে সাধারণ্যে গুচ্ছি বিতরণ করা চলি কিংবা সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ মানে হ'ল লক্ষ-কর সমাজ, তিনি তবে অর্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য উভয়েই অনভিজ্ঞ বলে মনে নিতে হ'বে। অনেকে হয়ত বা মনে করেন যে শ্রীমন্তমুখের কম-মিহি কাপড়ের উপর আবাসী কমাইরা মাঝারি ও মোটা হুতার কাপড়ের উপর আবাসী বুদ্ধি করেছেন তাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে অর্থ-সচিব সম্পন্ন লোকের ব্যবহার্য বস্ত্রের মূল্যকে হ্রাস ক'রে পরিচয়ের ব্যবহার্য বস্ত্রের মূল্যকে বৃদ্ধি করেছেন! জবাবে বলা যেতে পারে যে অর্থ-সচিব তা করেন নাই। একথা ঠিক যে কম-মিহি হুতার কাপড়ের কর কমছে এবং মোটা হুতার কাপড়ের কর বেড়েছে। কিন্তু এই কথা-বাক্য নির্ধারিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে কল-মালিকের নিকট হ'তে যে কর আদায় করা হ'বে তা নির্ধারণের জন্য, বাজারে বস্ত্রের মূল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকায়ই কথা। আমার নিষেধ ধারণা যে এই কর-হার পরিবর্তনের ফলে যেখানে যেখানে বাজারে কম-মিহি কাপড়ের দাম বেড়েছে গলে ২ পরগা কিছু মোটা কাপড়ের বেলা হয়েছে তার চাইতে কম। ক্রেতার ক্রয়-শক্তির অস্থানাতেই বস্ত্রের মূল্য কলগুলায় নির্ধারণ করবেন—আজ সে সম্পর্কে সরকারের কাছে তাঁদের হাত বাঁধা নেই।

সুশেখর বাণার এই যে ধারা বৃহৎ ব্যবসায়ের মূল্যায়ন ও শ্রীমন্তমুখের কর-প্রস্তাবগুলিকে হুগ-হুগলী দিয়ে অভিনবিত করেন নাই—যদিও নূতন কল-কক্স প্রতিষ্ঠার বাণারে আদ-করের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই সুযোগ-সুবিধা ব্যাংকটে করা হচ্ছে। তাঁরা মনে করেন যে কর থেকে বেশী অর্থ আদায়ের জন্য নূতন কর স্থাপনের আবশ্যিকতা নাই, যে-সরকারী প্রযোজনায় কেন্দ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে হুগম করে দিলেই সে উদ্দেশ্য বেশী করে সিদ্ধ হ'বে। কথাটা হয়ত এক হিসাবে ছিল সত্য কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে ৬৪ কোটি টাকার মত নূতন কর (এবারকার স্থাপিত কর সম্বন্ধ) স্থাপনের পর এ গুলি আজ আর বলবৎ বলে মনে হয় না। আগল কথা অনেকেরই ধারণা যে ৩৪০ কোটি টাকার নোট ছাপালে ২২ কোটি বা ২৬ কোটি টাকার নূতন কর স্থাপনের যৌক্তিকতা কোথায়? —লম্বিত বার লম্বা, তার নিশিবে কি তর? হাজির-সচিব ইহা অর্থোক্তিক বলে স্বীকার করেন না। আমি নিষেধ ও তাঁর সঙ্গে একমত।

অধ্যাপক শ্রীমদীশ্বরনাথ সেনগুপ্ত

6

হু'টো বেশই অল্পই লাভ করায় এবং বিবেচ্য বাজার অবিকার করবার পারায় এঁরুটো বেশ অল্পকালের মধ্যে জীৱন-প্রতিযোগিতা করায় চিরকালে বক্ষণশীল ইংলণ্ড এবং অসংখ্য দেশকেও অল্পকাল নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করায়। "বৈজ্ঞানিক পরিচালনার" (Scientific management) অন্য হয়েছিল আমেরিকায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিল্প বিকাশের (Rationalisation of Industries) অন্য হয়েছে ইংল্যান্ডে বিশেষতঃ জার্মানিতে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন বেশ এগিয়ে চলেছিল। যুদ্ধকালীন তেজী বাজার পড়ে যাবার পর আবার বেশা ছিল অসংখ্য ও মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠা হলো "ক্রেতার বাজার"। তা'র ফলে বৈজ্ঞানিক শিল্পবিকাশের হিত্তিক প্রবলতর বেগে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের অঙ্গ হিসাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে পারে; এ থেকে দেখা যাবে যে বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের প্রয়োগক্ষেত্র কত ব্যাপক।

(১) উন্নত যন্ত্রীকরণ এবং অধিক উৎপাদন।

(২) মাল এবং উৎপাদন পদ্ধতির সরল করণ এবং মান নির্ধারণ।

(৩) শ্রমশক্তির হুঁচু পরিচালনা।

(৪) পরিবহন এবং বিপণন-ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৫) বিশেষ করে সংযুক্ত ও সংযোগ করণ (Integration and Combination) দ্বারা উন্নত এবং স্বল্প পরিচালনার ব্যবস্থা।

যদিও বৈজ্ঞানিক বিন্যাসকে (Rationalisation) অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পরিচালনা (Scientific management) সঙ্গে সমার্থক বোঝা নেওয়া হয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিচালনার তুলনায় এর অর্থ অনেক ব্যাপক। বাস্তবিক পক্ষে বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের ভিতরে বৈজ্ঞানিক পরিচালনাও রয়েছে কিন্তু তা' ছাড়া আরও কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে এর অঙ্গ হিসাবে। একটি শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করবার পরই কেবল বৈজ্ঞানিক পরিচালনা নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এটি সাধারণতঃ শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিন্যাস নীতিকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন থেকেই প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং (কেবল শ্রমশক্তিই নয় আর্থিক, বাস্তবিক, কারিগরি, এবং কাঁচামাল পরিচালনা, ও বিপণন সংক্রান্ত শিল্পায়নের ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ সম্ভব। শিল্প সংযোগ (Industrial Combination) বলে যে কিনিশটি অনেক সময়ই বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে থাকে সেটি বৈজ্ঞানিক পরিচালনার আওতার বাহিরে।

সুশৃঙ্খলিত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান পরিকল্পনা থেকে কতকগুলো সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে—

(১) শিল্প-সংযোগ দ্বারকং বয়ালক্ষ্য বিস্তারিত্য অর্জন করে এবং প্রতিযোগিতা স্বল্প করে। শিল্পক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(২) এটি শ্রমিক-সাধারণের অধিক স্বচ্ছতা অর্জনে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৩) এটি বহু, মাল এবং শ্রমশক্তির অপব্যয় হ্রাস করে।

(৩) পাণ্যের মান সুনির্দিষ্ট হওয়ার উৎপাদন ব্যয়ে এবং পাণ্যের গুণ-মান সমান থাকে।

(৪) বিশেষ বিশেষ কাজে অধিক দক্ষতা লাভের ফলে পাণ্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য কমে যায়। কিন্তু এ ব্যয়স্বার কতকগুলো অস্থবিধেও রয়েছে। সেগুলো নীচে দেওয়া হলো :—

(১) এ ব্যয়স্বা কার্যকরী করতে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন।

(২) অতি উৎপাদন হবার একটা আকাঙ্ক্ষা এতে রয়েছে।

(৩) এর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। নতুন নতুন পদ্ধতিগুলো শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের তুলনায় অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং কৃত্রিম বলে মনে হতে পারে।

(৪) অতি দক্ষতা অর্জন এবং পণ্যমানের, কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়স্বার অসম্বয় ঘটতে পারে এবং ফলে ক্ষতি, হেচা হিতে পারে।

(৫) বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের ফলে এমন সব বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠিতে পারে যেগুলো স্তম্ভভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

(৬) শিল্প-সংযোগ এবং একচেটে কারবারের লব্ধা অস্থবিধেগুলোও এতে হেচা হিতে পারে।

(৭) শ্রমিক-সাধারণকে অস্বস্তিবেঁধীকার পথ এতে রয়েছে এবং এর ফলে শিল্প জগতে শ্রমিকের সমস্যা, কাজে উৎসাহ এবং হাতিয়ারের অভাব প্রভৃতি সমস্যা হেচা হিতে পারে।

এই সব অস্থবিধে থাকবার জন্য বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান নীতিকে আভাসিক আর্থিক ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয় না এবং কেবল মাত্র তুর্দিনেই এর স্বরণ নেওয়া হয়। কিন্তু তখনও শ্রমিক এবং সমাজ কর্মীদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। এমন কি মালিকেরাও বিপুল পরিমাণ মূলধন লাগে বলে এবং চূড়ান্ত ফল সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই বলে এ ব্যবস্থাকে তেমন পছন্দ করেন না। এই জন্য কতকংশে নিঃশ্রিত না করলে এবং বর্ধিত অস্থবিধেগুলোর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাবধানতা না নিলে এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা না করলে কোন দেশের অর্থনীতিতেই এ ব্যবস্থা স্থায়ী এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না। তাই যে কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান পরিকল্পনাকেই সফল করতে হলে কেবল মাত্র মালিকের লাভের দিক দেখলেই চলবে না সেই সঙ্গে শ্রমিক এবং ক্রেতা সাধারণকে ঠিকার চোঁটাও বন্ধ করতে হবে। [ক্রমণ:]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি

ঐরপেন্সমোহন মিত্র

ঘেনাবেল ম্যানেজার মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তুতিও চলিতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষ্যমান হইতে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিকল্পনার অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছে। বাণিজ্য-ব্যয় নীতি অঙ্গুলরণ ক্রিয়াও মুদ্রাস্ফীতির গতিরূপ হইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পাইকারী প্রযোজ্য মূল্যমান নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়েও

স্থিতিশীলতা দেখা দিচ্ছে। ১৯৪৩ সালের পূর্বে যে ব্যাকের আয়ান্তের হ্রাস পাইতে দেখা গিয়াছিল, তাহা তাহার পরিমিত হইয়া চলতি ও ঘোড়ার আয়ান্ত বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিয়াছে। গত এক বৎসরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৮ শতাংশ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চিত্রটি পরিপূর্ণভাবে আয় বিকাশ লাভ করিয়াছে। দেশের সমস্ত সম্পদের জাতীয়করণই যে সরকারী নীতি নহে এবং বেসরকারী শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমুচিত্ত করা হইবে না ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয়গণের কর্তৃকত্বের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আঁক টানা হইয়াছে। অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তৃতায় সরকারী ও বেসরকারী উভয়গণের পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিই যে বাণকভাবে অনুসৃত হইতেছে এবং তাহার ব্যতিক্রম করার কোন কারণ নাই, এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট। কৃষির প্রতিরক্ষা, অথবা জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ অথবা এমন কতকগুলি মৌলিক শিল্প যেগুলি উন্নয়নে বা পরিচালনার বহুবিধ শিল্পের উন্নয়ন গঠন নির্ভর করিতেছে হরতো লেক্ষে প্রস্তুত মূলদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, বিরাট ও বিশাল আকার ও আয়তনের কাগজানা নির্মাণ করিতে হইবে, হরতো ভবিষ্যতের মুনাদা অর্জনের পথ দেখানে অনিশ্চিত বা আশঙ্কিত সেই সকল ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যম অগ্রণর হইয়া আসিবে, ব্যঙ্গসঙ্গ নির্মাণ, বজানিয়ন্ত্রণ, মনোপাসন ও মনসেচ পরিকল্পনা, অর্থসম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ইহা ছাড়াও যে সকল শিল্পের প্রসাধের ক্ষেত্র বৃহৎ, যেখানে কেবলমাত্র রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত পরিচালনা, কোনটিই শিল্পোন্নয়নের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, এবং উভয় প্রকার উদ্যম ও উদ্যোগের ক্ষেত্র সুবিষ্মত, সেসকল ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সম্প্রসারিত হইবে বা হইতে পারে। 'অপেক্ষাকৃত অধনত অর্থনৈতিক কাঠামোর এইলকণ লৌহ ও ইস্পাত, রেলোইরিন, বিমানশেত, কাছাছ নির্মাণ, টেলিফোন, ইত্যাদি শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল শিল্পের প্রসাধের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট-সীমারেখা নাই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার লক্ষ্য হরতো কোনসময় সম্প্রসারিত হইবে, কখনও বা সমুচিত্ত হইতে পারে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মোটামুটি সঠিক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। জাতীয় উৎপাদন আজ অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিই পরিকল্পনার প্রাথমিক স্থান লাভ করিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে প্রচুর বটন ব্যবস্থা সমাক গুরুত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাও পরিকল্পনার লক্ষ্য। তাহার ফলে বর্তমান সক্ষম ক্ষমতা (জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ মাত্র) বৃদ্ধি পাইবে এবং সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা বিনিয়োগ, উৎপাদন, বটন ও ভোগের চক্রবৃত্তিতে ক্রমবর্ধনশীল সমৃদ্ধির সহায়ক হইবে। বাহাতে প্রথম পরিকল্পনা প্রয়োগের ২০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ব্যবস্বের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৫ ভাগ জনসাধারণের সক্ষম হইতে ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট অর্ধের মধ্যে ২০ ভাগ রূপ গ্রহণ দ্বারা ও ৪০ ভাগ বাটতি ব্যয়ের সাহায্যে পূরণ করা হইবে। প্রথমোক্ত দুইটি দফার প্রায় ১২৪৮ কোটি টাকা দেশের আভ্যন্তরীণ সক্ষম হইতে সংগ্রহ হইবে এবং উহা আয় প্রথম পরিকল্পনাকালীন জাতীয় সক্ষমের শতকরা ৪৫ ভাগ। অবশিষ্ট ৫৫ ভাগ বেসরকারী ক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদনহার ও পরিকল্পনার বিধারিত হটী অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিমুক্ত হইবে। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আয় ৮০ কোটি টাকা বৈদেশিক এবং ১৫৮ কোটি টাকা বিবিধ খাতে সংগ্রহ করিয়া উন্নয়ন স্থলীতে ব্যয় করা হইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত হটী হরতো পরিকল্পনা কালেই সম্পূর্ণ হইবে না,

তথাপি সামগ্রিকভাবে অগ্রগতি যে লক্ষ্যবন্দনক তাহা বলা যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন আদ্য এই যে প্রথম পরিকল্পনার এই অগ্রগতি দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় রচনার পক্ষে বশেই কিনা! অল্প কয়েক বিশেষে যে ব দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার গতি প্রকৃতিই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করিবে। খাতি সমস্তার সমাধান, দুস্তাস্থিতি হ্রাস ও নিবৃত্তন, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি সমৃদ্ধিচক কাণ ভারতের পরিকল্পনাগুলক অর্থনৈতিক কাঠামোর অগ্রগতির পরিচায়ক একথা ভাব করিবা বলা যায় না। হয়তো ঘটনাচক্রে অল্পগুল সমাবেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অল্পগুল সমৃদ্ধি ঘটরাকে এবং তাহা পরিকল্পনাগ্রহত নাও হইতে পারে। অল্প ইহাও সত্য যে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এমনই ব্যাপক, এমনই বিস্তৃত যে সেই অংশাতে অগ্রগতির পরিমাণ হয়তো নিত্য সামান্য মনে হইতে পারে। অনেক সময় বড় বড় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অল্পকৃতি, প্রেরণা, ভাবাবেগ, এমনকি হুতা বিধেয় নানাভাবে প্রকাশ পায়। আর এই সকল যোডাধাই পরিকল্পনার সাফল্য বা অসফল্য স্থিতি করে।

‘পরিকল্পনা’ কোন বৈশ্বিক চিন্তাধারাগ্রহত নীতি নহে বরং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির অভিযান্ত্রিকতক শব্দধার। প্রকৃতপক্ষে এই নাম বা শব্টির মধ্যে কোন বিশেষায়ক অর্থ নাই; বং ইহার অঙ্গলগণ কোন একটি রাষ্ট্রের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের কর্মসূচীর ইঙ্গিত করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কারিগরীজ্ঞানের সাহায্যে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি আদ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহকে দূরতম বাডাবেগ সজ্ঞানে প্রস্তুত করিগাছে। দূরতম বাডার সমূহে গলা বিক্রয়ের অল্প বেশ-কালের এই ব্যাপক ব্যবধানের সহিত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণ্যবেক সূচনাতি ও উৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে স্তম সঙ্গর্ক বহার রাখিতে ও বাণিয়ারচক্রে চাক্সা-মন্ডার ঘোরফেবের তাল মাখলাইতে গিয়া যে আনক ও অনিচ্ছতার সঙ্গুদী হইতে হয়, তাহারই প্রতিকারের অল্প বর্তমানে নানাভেগ ‘পরিকল্পনা’ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

বিভিন্ন দেশ অল্প বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতধার প্রভাদিত পরিকল্পনার অঙ্গলগণ করে। কিন্তু বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও নিয়োগ এই সকল কার্যকারণ সঙ্গর্কের মধ্যে স্তম সংযোগ বকাই মুখ্যত সকল পরিকল্পনার উপায় ও বিধেয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অঙ্গলত পরিকল্পনাকে অধ্যাপক ক্লার্ক, উদার সমাজ-তান্ত্রিক পরিকল্পনা (Socio-liberal Planning) বাখা দিগছেন। পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থাকে যাহত না করিবা প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যেগের ক্ষেত্রে সজীবিত রাখাই হইল এই ধরণের পরিকল্পনার লক্ষ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের পরিবর্তনই বিকাশ লাভ করিগাছে। “It is the continuing policy and responsibility of the Federal Government to use on practicable means consistent with its needs and obligations.....to use all its.....resources for the purpose of creating and maintaining in a manuer calculated to foster and promote free competitive enterprise..... conditions—under which there will be afforded useful employment.

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের সমুখ আদ্য শুধু সরকারী বেসরকারী উদ্যোগের কর্মক্ষেত্রে মধ্যে দীঘাবেখা চিহ্নিত করা নহে, দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতার সহিত আদ্যবন্টন তথা সঞ্চয়, বিনিয়োগ, নিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে স্তম সঙ্গর্কের দ্বারীভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও ত্রুটি বিচারিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিমূহ রচনার সাহায্য করিবে আদ্য। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকবে বর্ণিত আমেরিকার ১২০০ সালের মন্ডা সঙ্গর্কে পূর্বাভাযের বার্ষিকার কারণসমূহ সঙ্গর্কে বিবরণে এখানে প্রণিধানযোগ্য।

বাংলাভাষায় আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রে ত্রীক্ষেত্রমোহন পুরস্কার

বাংলাভাষায় কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধে নানাক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার হয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষায় মাধ্যমে অর্থনীতি ও শিল্প-বাণিজ্যের আলোচনা হয়েছে অতি কমই। অল্পসে অল্প কিছু অর্থনীতিও অনেক। যারা অর্থনীতির আলোচনার নিম্নতম, তাহাদের প্রায় সকলেই ইংরাজী ভাষায় মাধ্যমে অর্থনীতিতে যুগ্মশক্তিমান করেছেন; হস্তগত বাহ্যিকভাষায় ভাবপ্রকাশের সময় প্রতিভা বা ও পরিভাষার অভাব, তাহাদের ভাবপ্রকাশের সম্ভাব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাষার উপর দখল থাকলে পরিভাষা বা প্রতিভাষা হান না থাকলেও অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাবের প্রবাহ কেমন



করে ভাষার স্বচ্ছলীলে অবগাহন করে সত্যসত্য তর্কিত্ত্ব মূলিতে প্রকাশিত হতে পারে। ত্রীক্ষেত্র মোহন পুরস্কারের রচনা তাহার উচ্চল পুষ্ক। ক্ষেত্রমোহন একজন প্রতিভাবান লেখক। তিনি কি সাহিত্য বিষয়ে, কি উপন্যাস রচনায়, কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় একজন শিল্প লেখক। তাঁর লেখার ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী একান্ত নিজস্ব। রচনার কোণার তটিলতা নেই। যেন অচল্য গাহার তা বলে চলেছে। অর্থাৎ তার প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় যে, যেমনি তিনি, তাঁর প্রবন্ধও যেমনি।

তাঁর সঙ্গে যাদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, যে তিনি একজন নিরভিমাত্রী ব্যক্তি। দেখা হলে অনঙ্গল বলে যান, তাঁর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি। মনে হয় যেন স্বচ্ছ-পাথর স্রোতধিনী বলে চলেছে—তাঁর চিন্তাপ্রবাহ কণায় বাহার। উঠতে গেলে বলেন, বসুন, একমিনিট। হয়ে যায় কেঁড়শণ্ট। বরষে ছোটবড় নেই—সকলকেই বলেন, আপনি। বলে চলেছেন যেপুন, 'আমি তথা নিয়ে মাথা গরম করি না। তাকে উপলব্ধি করতে পারলে তথা আপনিই সহজ হয়ে পড়ে।' কণায় কণায় হঠাৎ অজান্তসারে বলে ফেলেন 'কলমচী' কথাটা। 'কলমচী' মানে লেক্টোরা, 'পারসোনেল লেক্টোরা' বেশ চলে যেতে পারে। অজান্তে কেরানীতো বটেই। আমরা কখনো 'কলমচী' কথাটা ব্যবহার করি। এমনি তার নূতন কথা সৃষ্টির ক্ষমতা।

ক্ষেত্রমোহনের জীবনকথা বৈচিত্রপূর্ণ। Rolling stone gathers no moss বোধহয় তাঁর জীবনে বড় সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বোধহয় প্রকৃত সাংবাদিক চরিত্রই তার কাণে। তিনি সাহিত্যের উপাদি নিয়ে অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্যের কর্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ১৯২৪ সালে মাইনিং কেভারেশানের সেক্রেটারী হিসাবে। এই সময় তিনি ভারতীয় অর্থনীতির লিখিত প্রথম যোগস্থাপন করেন। এই সময়েই তাঁর ABC of Public Finance প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালে

তিনি ভারতীয় বণিক সমিতিতে (Indian Chamber of Commerce) যোগদান করেন। ১৯১১ সালে যখন ভারতীয় টাকা ও টালিঞ্জের সঙ্গে বিনিময় হার নিয়ে আন্দোলন হয়, তখন তিনি Ratio controversy নামক স্মারকলিপি ভারতীয় বণিক সমিতির পক্ষ থেকে গণ্য করেন। তাঁর এই নিবন্ধ তখন বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই স্মারকলিপি প্রসঙ্গে তৎকালীন "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বাই. বি. সেন মহাশয় বলেছিলেন, "man like Purkayastha if removed from propaganda influence can speak truth." ১৯২০ সালে বৃক্ষপ্রঃশনে Merchants Chamber of Commerce এ যোগ দেন। এই সময় ১৯২২ সালে তিনি Burden of Swraj নামে পুস্তক রচনা করেন। তাঁর এই পুস্তক রূপে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ইংল্যান্ডের Times পত্রিকা এই পুস্তকের প্রশংসাসুখর সমালোচনার বলেন, Author has remarkable power of Analysis. 'কলিকাতার Statesman বলেন' author has a rare art of aphorism—an art one rarely comes across in one, not bred in English language, as his mother tongue. ১৯২০ সালে তিনি Round Table Conference এ অ্যাক্ত হন।

ক্ষেত্রমোহন সাহিত্যিক হয়েও কীবনের অধিকরণ সময়েই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার তিনি ঐশ্বর্য্য বিষয়ে পড়ন্তনার ও নিবন্ধ রচনার অসুখ সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি কলিকাতার অমৃতবাগীর পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস, প্রকৃতি বিবিসি সংবাদ পত্রে ও বহুসংখ্যক মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিত আদৃত করেন। অজ্ঞাবহ সাংবাদিকতাই তাঁর প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যাহতি পূর্বে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে Aluminium Corporation এ যোগ দেন এবং ১৯২৯ সালে B. R. Ltd নামক আদ্যবানি বস্ত্রাণি ব্যবসার সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজেই ইহার ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। অস্ত্র ব্যবসা ও শিল্প উপশেষ্টা হিসাবে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত আদও যুক্ত।

ক্ষেত্রমোহন আজ পঞ্চাশোর্ধে। বানপ্রস্থ তিনি গ্রহণ করেন নি। তবে অস্ত্রের কলমচীর কাজ থেকে নিজেতে যুক্ত করেছেন তিনি। তিনি ফেবল লেখেন, প্রচুর লেখেন; কোথায় লেখেন, কত লেখেন তাঁর হিসাব নাই।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা তিনটি উপভাস; শিনাকী রাহ, পথের ঘোষা ও জয়ের দাধ। ১৯২১ সাল থেকে তিনি বাংলা ভাষার অর্থনীতিক প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিতে আদ্রত করেন। অর্থনীতির রচনার 'বীমচীর অর্থনীতি' এবং সাম্রাজ্যিক রচনা 'ভাতকানড়ের কথা' যেখন সমাদর লাভ করেছে, তেখন অর্থনীতি বিষয়ের রচনার বৃত্তন বৃষ্টিভলীর প্রেরণা এনে দিয়েছে। তিনি 'আর্থিক প্রসঙ্গের' একজন ঠিকাবান লেখক। তাঁকে পেয়ে আদরা নীরবাবিত। 'ভাতকানড়ের কথা' ছোট বইখানিতে সাধারণ লোকের সমস্তা এমন ভাবে অর্থনীতির পটভূমিকার ংবে হয়েছে যে তাঁর রচনা পড়ে ভারত সরকার তাঁকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেন ও ১ হাজার পুস্তক কেনার প্রতিশ্রুতি দেন।

ক্ষেত্রমোহনের রচনা কত প্রাণল, বাক ও সাবলীল তাঁর একটু নহুন না বলে তাঁর পরিচয় অদম্পূর্ণ থেকে যাবে। Trade cycle এর বাংলা হাজ্জ 'সমাজের বৈষয়িক চক্র'। "এ বেন কাব্য সাহিত্য। তিনি এই বিষয়ের বর্ণনার (বীমচীর অর্থনীতি পৃষ্ঠা ২২) বলছেন, "সমাজের আদ মজুতী, মুনাফা, সুখ বা খাঙ্গল। যে থাকেই আঙ্গুক না কেন, তা'দিগকে আদরা উৎপাদন মাতৃকা জনপথের অসংখ্য উপনীরূপে কলনা করেছে। বানের জলপ্রোত উৎপাতন-পজা হতে নির্গত হ'য়ে পথে সংগ্রহ সমাজে পরিবাণ্ট হ'য়ে অখনেবে অবেক-হ'য়েই আদরা ভাঙ্গিখীর জলবানিতেই ঝিলীন হচ্ছে। কিন্তু এই উপহার বাবো যেখন এমন ভ্রান্তি আদর হয় যে, এই বিরাট সমাজ-মাতৃকার বা তার উৎপত উপনীর স্তিতে কোয়ার ভাঁটার

যালাই নেই। দেশে উৎপাদনের পরিমাণ এবং আন্তঃপ্রান্তের জলরাশি ঘানের পর মাল এবং বস্তুরের পর বস্তুর এক ভাবে চলে না; জলরাশির ক্ষতি হয়, সঞ্চারিতও দেখা দেয়। কিন্তু এ ক্ষতি-সঞ্চারিতার মধ্যে নেই জোয়ার ভাটার তিব্ব-নক্ষত্রের বাধা ছন্দ। কৃষকদের ফসলে যেমন কোন বস্তুর আকাল আগে, আগের কোন বস্তুরে যানের গোলায় ফসল পড়ে না, উৎপাদনের সামগ্রিক মরুভূমি মধুরে তার সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। কেননা, বৈষয়িক সমাজের যে উৎপাদন প্রবাহ বা অগ্নিত আর দারা তা নিত্যকালেই সমাজেরই ব্যাপার, এর উপর দৌর সঞ্চারিত কোন প্রভাব নাই-ই, প্রাকৃতিক প্রভাবও নিত্য পরিমিত। অন্যতরুটি ও অন্তরুটি হলে কিংবা কৃষির অত্র কোন প্রকার ক্ষতি হলে, উৎপাদন ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের যে টান মন্ডা তার সঙ্গে কৃষিকারির সম্বন্ধে গৌণ। শাস্ত্রে আছে,—‘চক্রবৎ পরিবর্ত্তে স্থানি চ তুখানি চ’ যেমনি যারা অর্থবির উরা বলেন বলেন, উৎপাদন ও ব্যবসায়ের আছে এক সূত্র-চক্র। ব্যবসা কয়েক বৎসরুনাকি ক্রমঃ চাক্রা থেকে আরও চাক্রাঃ দিকে এগিয়ে যায়, পরে আসে মন্ডার ইঙ্গিত এবং ব্যবসা নাকি তখন মন্ডা থেকে আরও মন্ডার দিকে পৌঁছিয়ে যায়। তখন আবার যুগে থাকে চাক্রা ক্রমঃ চাক্রাঃ দিকে এবং পরে আবার মন্ডার দিকে।

এই হল উৎপাদন-চক্রের স্বরূপ। এই আর্থিক স্বরূপ-চক্রের কারণ কি, তা নিয়ে মতভেদের অবদান নাই। এখানে যে আলোচনার প্রতিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই, অবসরও নেই। এখানে আমরা যে মোটামুটি এইটুকু বুঝলেই চলে যে, সামাজিক সমুদিকে কল দিয়ে প্রতিষ্টা করলেই কলের মত ক’বে তাকে প্রতিষ্টা করা যায় না—সমুদিকে প্রতিষ্টা এক, তার স্থায়িত্ব অন্য। সামাজিক ক্ষতি যেমন আছে চুটি গতি, একটি আর্থিক, অপরটি ব্যক্তিগত। সমাজ জীব-যেহাণী ভাবে বিচার করলে নিম্নরূপেই আর্থিক ক্ষতির দিকে ক্রমঃ এগিয়ে চলেছে; কিন্তু যম-যেহাণী ভাবে বিচার করলে বলা চলে যে, তাকে খেতে হয় প্রতি পক্ষে অনেক গুণ পাক, অন্ততঃ খাবার থাকে অনেক আশঙ্ক। কাকেই সামাজিক ক্ষতিবোধের গোড়ার কথা ক্ষতি-প্রতিষ্টার কথা হলেও তার নিত্যকার সাধনা হল এই ক্ষতিবোধকে ধারণ করে রাখা, তাকে অস্বাভাব রাখা। এ সাধনার কোন আন্তঃসহচ ‘চিচিং ফাফু’ এর স্থান নেই, আছে সামাজিক প্রভাবগুলির কল্যাণ সম্বন্ধে সূত্রীয় বিচার এবং সেইজন্য তার আগে চাই আর্থিক মননশীলতার দৃষ্টি।”

For non-ferrous metals

Of any description

**Lead, Zinc, Copper, Gun-metal
& Solder etc.**

Please write to :—

The Ideal Metal Industries

15, WELLINGTON STREET, CALCUTTA-13

বদেশী ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রসারে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান

তৃতীয় চক্র দে

ফেডারেশন অফ মল এণ্ড মিডিয়াম ইণ্ডাস্ট্রির সভাপতি ।

দ্বিতীয় শতাব্দিকী পরিকল্পনা শিল্পের, বিশেষতঃ কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য স্থান দেওয়া হয়েছে । প্রথম পরিকল্পনায় যেমন ছিল বাংলার স্থান, এবার কর্মসূচী হয়ে বেকার সমস্যার সমাধান ।

তৃতীয় বাজেটের বাস্তব কার্যক্রম ছিল শোষণের, যাতে সমস্ত দেশের খন গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রেণে পাঠান যায় । তাইতে দেশের কুটীর-শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে গ্রামবাসীরা অবিকালে অর্থনৈতিক বা পূর্ণভাবে বেকার হয়ে পড়েছিল । বারিস্য্য এত গভীর হয়েছিল যে কুটির কণা, আধ্যাত্মিকতার কথা ঘুরে থাক, অতি সাধারণ খাওয়া-পরা-বাকা, বা সাধারণ শিক্ষার জগত সামর্থ্য ছিল না । ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট বিস্তৃত হয়েও দেশ যখন স্বাধীন হল, হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের হত্যাকাণ্ড তখনও পায়নি, সাম্প্রদায়িকতার আভাষ ম্লান ছিল । সঙ্গে এল উষ্মতা ও খাত্ত সমতা । মানুষ যেতে না পেলে বাচে না, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব তাই খাত্ত উৎসাহনের কাজ প্রথম নেওয়া যে সমীচীন হয়েছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না । যন্ত্র সমতা এ দেশে প্রচলিতপক্ষে ছিল কিনা সন্দেহ । এদিকে, ঘরে ঘরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম লোকের সংখ্যাও বেড়ে গেল । তাই মনে হয়, খাত্ত সমতা সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে কর্ম সৃষ্টির লক্ষ্য কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের কাজ প্রথম আতীর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল । কেন যে গৃহীত হয়নি, তার কারণ মনে হয়, প্রথম পরিকল্পনার যারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের অবিকালে ছিলেন বড় বড় শিল্পপতি, বাংলার দুইডলী ছিল বৃহৎ শিল্পের । অতএবে বাংলার দুইডলীতে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল গ্রাম্য কুটীর-শিল্পেরই প্রতি । কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তার স্থান, যার লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নিজ নিজ লক্ষ্য থেকে মূলধন সৃষ্টি করে নিতে পারত, সে দিকে কারো দৃষ্টি পড়ল না । ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে দৃষ্টি বাকা শুরু থেকেই উচিত ছিল ও তার লক্ষ্য খাত্ত উৎসাহন পরিকল্পনাগুলি আলোচ্য হাত হ'ত না । ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে দৃষ্টি পড়লে আর বেকার সমতা এত তীব্র আকার ধারণ করত না ।

ভারতে শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামবাসী, আর বর্তমানে কুটীর-শিল্প হ'ল গ্রামের । এজন্য কুটীর-শিল্পের বক্ষণ ও প্রসারের সঙ্গে গ্রামবাসীরা পল্লীতাপ করে হলে মলে যাতে শহরে এসে না পড়ে, গ্রামে গ্রামে যাতে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচার বাড়ে, এমন্তও জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাকা উচিত । কিন্তু যে দেশের শতকরা কুড়ি ভাগ লোক এখন শহর বা শহরতলীতে বাস করে, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত লোকের সমতা সমাধানের লক্ষ্য ক্ষুদ্র শিল্প বক্ষণ ও প্রসারের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, বিখাপ করি, এ বিষয়ে কেউ বিমত ন'ন । শহর ও শহরতলীতে মধ্যবিত্ত লোকেরা বহুকাপ ব্যবং ইংরাজী শিক্ষার কল্যানে সরকারী ও বেসরকারী

চাকুরী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ সে দিন নাই, প্রার্থী সংখ্যা অল্পশ্রুতে চাকুরীর সংখ্যা অনেক কম। এদিকে মধ্যবিত্ত লোকেরা বুদ্ধি লাগে না এমন সব শারীরিক কালে অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছুক। কিন্তু তাদের অবিকাশে বিদ্যাব্যাপ্তি ও উৎপাদন শিল্পে নিম্নত্ব হতে ইচ্ছুক বাতে কার্যিক পরিশ্রমের সঙ্গে বুদ্ধিও কিছু লাগে। প্রসঙ্গ হল, তাদের গ্রামে যেতে বলা উচিত না শহর ও শহরতলীতেই তাদের সংস্থান করা প্রয়োজন। গ্রামে যাওয়া যদি না হয় তবে শহর ও শহরতলীতে শিল্পের প্রসারের জন্য এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে শহরের মাঝবিত্ত লোক বেকার না থাকে, ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন অল্পশ্রুতে কর্মী-সংখ্যা লাগে বৃহৎ শহরের বড় বড় শিল্পের অপেক্ষা আরো বেশী। গত দুশ্বের সময় প্রচুর ক্ষুদ্র শিল্প দেশে গড়ে উঠেছিল। অনেক বলে সেগুলি বুদ্ধিকালীন শিল্প। কতকগুলি যে বুদ্ধিকালীন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অল্পগৃহীত বহু বিদেশী মাল এখানে তখন আমদানী করা অসম্ভব ছিল, ও জায়া ব্যবসায় পেয়েছিল বলে এক্ষেপে বহু ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং যুদ্ধের পরেও এগুলি সংখ্যায় ও আকারে বৃদ্ধি পেতে যদি না বুদ্ধান্তর কালে বিদেশী আমদানীর অব্যাহতি ধার বুলে না যেত। এমন না হলে আজ শুধু ক্ষুদ্র শিল্পেই পশ্চিমব্যাংগার বহু মধ্যবিত্ত লোক কর্ম পেত। কিন্তু ঘটল এর বিপরীত। এমন সব ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শুধু তাদের উৎপন্ন জবোর চাহিদার অভাবে কর্মী সংখ্যা হ্রাস হয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পরেও যে এক্ষেপে এমন হতে পারে, সে কথা পূর্বে কেউ ভাবে নি। তাই আজ নতুন করে মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র শিল্পের বিষয় চিন্তা করবার প্রয়োজন এসেছে। এ ছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানের অন্য প্রকৃষ্ট উপায় বর্তমানে আছে বলে জানি না। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ বলা হয়, মূলধনের ও বক্ষ শিল্পীর অভাব। কিন্তু অবিকতর সত্য হ'ল তার উৎপন্ন মালের চাহিদার অভাব।

ক্ষুদ্র শিল্প বক্ষণ ও প্রসার করতে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হল 'ব-বিশী'। বৃহৎ শিল্প-গুলি তাদের প্রচুর মূলধন নিয়ে যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করে, তার জন্য নিজ শক্তি ও প্রভাব দ্বারা সংরক্ষণ স্বজন করে নেয়; রাষ্ট্রের জনস্বার্থকদের ও উচ্চপদস্থদের তোষণ করতে পারে অর্থব্যয় করে। শুধু তাই নয়—সংবাদপত্র মারফতে বহু ব্যয়সাশ্রনিক বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক-মন ঘোঁহরুত করে দেয়। সাধারণ লোক দ্বিবারে পর দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার তাদের নাম পড়ে ও ক্রমে বিচারবুদ্ধি ঘোঁহরুত হয়ে যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের সে ক্ষমতা কোথায়? নয়া দিল্লীতে বাতায়ানতের ও ব্যাববল হোটেলের ব্যাব বহন ক'রে তথিরাধি করতে তারা অক্ষম। তাই লক্ষ্যকারী লক্ষ্যবৃত্তি তারা কিছু পার না। গ্রামের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাখা ও কাঁচামাল, এর সঙ্গে বিদেশী প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে না, বরং শিল্পজাত দ্রব্য দিয়ে বিদেশীরাও এদম দ্রব্য নিয়ে যেতে চায়। ঢেঁকী, খানি ইত্যাদি কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে এই দেশেরই চালকল, তেলকলের সঙ্গে। বিদেশী দ্রব্য আমদানীর কথা ওঠে না। তাই বর্ষাবিক চাপ পড়ে ক্ষুদ্র শিল্পের উপর। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব-বিশীর বসটা প্রয়োজন, গ্রামের কুটীর বা বৃহৎ শিল্পের জন্য ততটা নয়। বিদেশী মনোভাব না হলে ক্ষুদ্র শিল্পের বাঁচা বা প্রশার অসম্ভব।

একদিন দেশে, বিশেষতঃ বাংলার বিদেশী মনোভাব বেগেছিল। তখন ভাবিনি কিন্তু আজ মনে হয়, এর অবিকাশে বৃট্টনের উপর ক্রোধ থেকে উত্থত হয়েছিল। বৃট্টন বধন এ বেশ ছোড়ে

গেল, বেশ বখান স্বাধীন হ'ল, লোক বহুশীল কথা জুড়ে গেল। ক্রোধ থেকে স্বদেশীয় জন্ম না হয়ে যদি দেশপ্রেমীত্ব উৎপন্ন হ'ত, তবে আজ দেশের অধিকাংশ লোক বহুশীল ভাবাপন্ন হ'ত। একবার ভাবতে, তার কেনা জিনিস তার দেশের ভাই বোনদের কর্ম দিয়ে আর সংস্থান করেছে কিনা। বাজারে কিছুকণ্ড পণ্যবিক্রয় করে দেখলে বোঝা যায়, খরিদার এসে বিদেশী জিনিস চায়, বোকারা বিদেশী মাগ এগিয়ে দেয়, গুণে ভাল ও স্থলভ হলেও অধিকাংশ লোক বহুশীল জিনিস চায় না।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির চালকদের এ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করবার আছে। উৎপন্ন জিনিস ব্যবহারযোগ্য উৎকৃষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন যাতে ক্রেতার ক্ষতি না হয়। একথা বলি না দেশী শিল্পে অর্থলোভে ভাল জিনিস উৎপন্ন হয় না। দেশে তেমন সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক নাই, দেশের দারিদ্র্য মোচন দাঁড়ের কায়। নিকৃষ্ট জিনিস উৎপাদন করে বাগা দেশের সকল শিল্পে সর্বনাশ করে ও জাতির কণালী কলঙ্ক লেপন করে, শিল্পময়াল থেকে তাদের দূর করে দেওয়া জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। এক দিকে যেমন বহুশীল মনোভাব আগিয়ে তোলার প্রয়োজন অপর দিকে ঠিক যেমনি উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপাদন এবং গ্রাহ্য মূল্যে যাতে সকল জিনিস পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা হওয়াও প্রয়োজন। দেশের সংস্কারপন্থী এ বিষয়ে প্রচার করে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। যে জাতীয় সংস্কার-পন্থীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিষ্ঠার সঙ্গে চাপকট বরণ করে দেশের সেবা করেছিল, আজ তাঁদের আহ্বান করি, তারা বহুশীল প্রচার ও শিল্প চালকদের সংস্কার ও দেশপ্রেমীত্ব উৎসাহ ককন। উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপাদন না করলে বহুশীল ভাব যেমন আগবে না, বহুশীল ভাবের বজা না বইলে, উৎকৃষ্ট জিনিস বিক্রয় না হলে, তেমনি কোনও শিল্পে উৎপাদনে উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা বিফল হবে। যেভায়েও এ বিষয়ে অগ্রদূত কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। যদি মাঝে মাঝে দেশের চিন্তাশীল জন-সাময়িক বহুশীল ও শিল্প সংস্কার বক্তৃতা দেন তবে মঙ্গলের আবহাওয়া স্থলনে সহায়তা হতে পারে।

জনগণের মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত না হলে কিছু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তা' সম্ভব সাপেক্ষ। যতদিন না জনগণ বহুশীল মনোভাবাপন্ন ও শিল্পচালকগণ সং উদ্বেগে প্ররোচিত হন, ততদিন যদি অপেক্ষায় থাকতে হয় তবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে ও দেশসংস্কারপন্থের পথে নেমে যাবে। কর্তব্যে বিলম্ব না হয়। এ বিষয়ে সরকারী দায়িত্বও কম নয়।

সরকারী মহলে বহুশীল শিল্পের প্রতি সহায়কুতিশীল লোক নাই, এমন কথা বলি না। অনেকে আছেন যারা সর্বরকমে বহুশীল শিল্পকে সহায়তা করেন, যাতে উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপন্ন হয় ও সে জিনিস সরকারী প্রয়োজনে ক্রয় করা হয় সেদিকেরও তাঁদের দৃষ্টি আছে। কিন্তু এখনও এমন সরকারী কর্ম-চারী আছেন যারা বুটশ রাজত্বকালের বিদেশী জিনিস ব্যবহারের পুণ্য অকাত্য ত্যাগ করতে পারেন না ও বহুশীল উৎকৃষ্ট জিনিস বিলম্বের উচ্চমূল্যের বিদেশী জিনিস ব্যবহার করেন। যদিও সরকারী নীতি অগ্রদূত বহুশীল জিনিসের ব্যবহারে নির্দেশ আছে—এই সংস্কারী কার্যে পরিণত করা হয় কম। গুরু নীতি নিধারণ ও প্রচার করলেই হয় না, সেই নীতি অগ্রদূত যাতে কাজ হয় সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি নাই। সরকারী প্রয়োজনে পূর্ণভাবে বহুশীল পরিবর্তে অগ্রদূতভাবে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করে যারা শিল্পোন্নতির প্রতিবন্ধক হচ্চেন, সরকারের উচিত সেই সকল লোককে কর্মহীন করে উপযুক্ত বহুশীল ভাবাপন্ন লোক নিয়োগ করা। যারা নিজ দেশকে ভালবাসে না,

দেশের ভাল জিনিস ফেলে বিদেশী ব্যবহার করে, তারা দতাই কেন কর্মী হোক, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাহের বত উজ্জই হোক, তারা মনুষ্য নামের অধোগ্য ও তাহের দ্বারা আত্মাহের কংগ্রেস সরকারের কর্মনীতিও ক্ষুদ্র হচ্ছে।

বিশেষ থেকে বৎসরে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার মাল আমদানী হয়। আমদানীর তালিকার দেখা যায়, এমন অনেক জিনিস আছে, যা এদেশে উত্তমভাবে প্রস্তুত হয়, তবু আমদানীর কিছু কমতি নাই। এমন অনেক দ্রব্য আছে যা এদেশে সহজে প্রস্তুত হতে পারে কিন্তু অত্যধিক বিদেশী মাল আমদানীর জন্য ও বিদেশী শ্রীতির জন্য দেশী জিনিস বিক্রয় দ্রুত হইলে কেহ সাহস করে এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে অগ্রসর হয় না। আমাদেব প্রথান দ্রব্য আন্তর্জাতিক সমতা নিয়ে যাত্র থাকেন, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেবার অবসর তাঁর কোথায়? কিন্তু যাত্র উপর এ দায়িত্ব, তাঁর এতিকে কতটুকু দৃষ্টি আছে জানি না। থাকলে চোখের সমুখে ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংস দেখতে হত না। সহিষ্ণু থাকলে অন্ততঃ ২০০ কোটি টাকার মাল এ দেশেই উৎপাদন সম্ভব হত, তাতে প্রায় ১২ লক্ষ লোকের কর্ম সৃষ্টি হ'ত।

ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধানের কত যে সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষতঃ আমাদেব ভারতের মত দরিদ্র জনসংখ্যা ও শিল্প অনগ্রসর দেশে, তা সকলকে চিন্তা করতে অনুবোধ করে এই লেখা শেষ করতে চাই। শিল্পে সতর্ক দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, কিন্তু কোনও কোনও শিল্পে অজ্ঞার অহুতিত হয় বলে ব্যাপক ভাবে সকল শিল্পের নিষা করে বিদেশী দ্রব্যের ভর হইলে পড়া কখনও জাতির পক্ষে সহ্যতার লক্ষণ নয়। লোকে চিনির কথা বলে। কিন্তু যদি অজ্ঞার থাকে তবু দেখতে হবে, চিনিও ব্রহ্ম শিল্পের উৎপাদন—চিনি শিল্পের শিল্পপতিদের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনা অজ্ঞার। ক্ষুদ্র শিল্প বিকেন্দ্রিত বলে এতে বনশক্তি নাই। বিদেশী মনোভাব দেশপ্রীতিরই অজ্ঞার, আর শিল্প ব্যতীত সমগ্র দেশের কল্যাণ বশন অসম্ভব, তখন আমাদেব বিদেশী গ্রহণই একটাই পথ। আমেরিকা বা ইউরোপে যে কোনও দেশে যে জিনিস তার দেশবাণীই বাজা প্রস্তুত হয় না তা স্পর্শ করতে তাহের সংকোচ হয়। এটা তাহের মনোগত। কিন্তু এটা কখনও বা এমন উগ্র বাহেনিকতার পরিণত হতে দেখা গিয়েছে যে তারা অপর দেশের লোককে তাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেখলে সাময়িক ও সকল বকমের অজ্ঞার এবং শক্তি নিরোগ করতেও কুটিত হয় না। দেশকে ভালবাসা ভাল, দেশের জিনিস গ্রহণ করাও আত্মাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু বিদেশীও তার নিজ দেশকে ভালবেসে তার নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে ব্যবসায়ী হতে পারে ও নিজের কর্ম সৃষ্টি করে নিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে; তাতে বাধা দিয়ে উপকারের নামে তাকে শোষণ করা বাহেনিকতা নয়, মানবতার অপমান। আমাদেব দেশ দরিদ্র ও বেকার, তাই আমাদেব শিল্প গড়ে তুলবার বাণীনতার আমাদেব অনগ্রসর অধিকার আছে। এ বিষয়ে বিদেশীদেরও অবহিত হওয়া উচিত। আমাদেব নিজের দেশের লোক বেকার হয়ে দারিদ্র্যে ডুবেতে থাকবে আর বিদেশী মাল ব্যবহার করে উন্নততর অবস্থা সম্পন্ন বিদেশীরাগকে অধিকতর ভোগের সুযোগ দেবে, এর অপেক্ষা অজ্ঞার কি হতে

পারে? যদি কখনও এমন অবস্থা হয় যে আমরা ভোগে আছি আর ভক্ত বাস্তব লোক বেকার হয়ে আত্ম হ্রাসপ্রাপ্ত তখন সেই দেশের মাল আমদানী করে তারের কর্ম স্বত্বনে সাহায্য করা মানবতার নিষ্ঠার হতে পারে। কিন্তু আত্ম হ্রাসের কথা, আমাদের নিজের দেশের লোকের অধিকাংশ কর্মভাবে বেকার আর আমরা লভ্যতার নাম করে বিদেশের ধনী লোকের সুযোগ দিচ্ছি। এর মত স্বদেশপ্রোহিতা আর কি হতে পারে, ভাবা যায় না। ইংলণ্ড কাপড় বেচে বহুকাল আমাদের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে শোষণ করল, আর সেদিন কিছু সুতী বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানী হয়েছিল বলে এমন প্রচণ্ড প্রতিবাদ হুট হুট হল যে গুটিন পার্লামেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে আমদানী বন্ধ করতে হ'ল। কিন্তু আমাদের দেশে! অতি গরীব গরীব লোকের আমদানী করা মাল ব্যবহার করবার অর্থ সাধ্য্য নাই, কিন্তু ধনী ও সম্বাদিত লোকে দেশের ভাল ভিনিগ ও ফেলে বিদেশী ভিনিগ ব্যবহার করতে লাগানো!

আমাদী কংগ্রেসে যে সকল কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে 'বহেনীশ্বর' কথা বেশতে পেলান না। ক্ষুদ্র শিল্পের কথা বলা হয়েছে। মনে হয়, বহেনীশ্বর কথা যে বলা প্রয়োজন একথা কংগ্রেসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভাবতেই পারেন না। সত্যি আজ যে আবার বহেনীশ্বর কথা বলতে হচ্ছে এতে লক্ষ্যের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এই বাংলা একদিন সাগা ভারতে বহেনীশ্বর মন্ত্র দিয়েছিল কিন্তু আজ এমন কি পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীরও মনোভাবে কি পরিবর্তন! তাই আজ বহেনীশ্বর কথা বলতে হবে, বহেনীশ্বর ভাব জাগাতে হবে, নইলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না, দেশ বাঁচবে না। তাই বেসরকারী সকল বেসরকারী কাছে বিবেচন করি, বহেনীশ্বর ভাব জাগিয়ে তুলুন। কর্মক্ষতি না হলে, সমাজভ্রষ্ট হ'লুন, একমাত্র কর্মহীন হ'লুন, কোনও ভ্রষ্টই কোনও কাজে আসবে না।

আমেরিকার প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি

হেনরী ফোর্ড (ষিটীর)

প্রেসিডেন্ট, ফোর্ড মোটর কোম্পানী

মুক্তবাস্তবের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ফোর্ড মোটর কোম্পানীর চতুর্থ স্থান। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হেনরী ফোর্ডের পৌত্র ষিটীর হেনরী ফোর্ড ইহার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। ১৮৭০ সালে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া আসেন এবং সর্বনিম্নতর হইতে ব্যবসা পরিচালনা শিখিতে আরম্ভ করেন। মুক্তবাস্তব ষিটীর মহাবুদ্ধি যোগদান করিলে ষিটীর হেনরী ফোর্ডকে নৌ-বিভাগের লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯০০ সাল হইতে তিনি পুনরায় কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ ফোর্ড বৈজ্ঞানিক বাণিজ্য নীতির সমর্থক।

অর্থনীতির বিক থেকে সাধারণিক এত অগ্রগতির কোন এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটি পছন্দমত দৃষ্টিয়ারী আছে বলে মনে হয়। একথা প্রায়ই জনতে পাওয়া যায় যে, বিখ্যাতর অনন্ত ছাফিয়াই

যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল বিত্তশালী করেছে। কথাটা খুবই খাটি। আমাদের বেশ প্রচুর আর্থিক সম্পদে সম্পদশালী বহিঃ ভার সকল সম্পদই অক্ষয়, একথা বলা যায় না। তা ছাড়া পণ্য বিক্রয়ের মত আমাদের নিকষের দেশেই বাবা নিয়ন্ত্রণহীন বেশ বড় বাজার রয়েছে এবং বিগত অর্থনৈতিক মন্দাও কোন হুজুর ফলে মার্কিন শিল্প বিলম্বিত হয় নি। এই প্রত্যেকটি কথাই সত্যবাদী এবং প্রত্যেকটি কথাই খাটি। তবে কেবলমাত্র এই সকল কারণেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নত ও বিত্তশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছে সে কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না।

আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নিম্নোৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই দেশের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। প্রচুর আর্থিক সম্পদ, বিপুল বাজার অর্থবা বিপুল বিত্তশালী হলেই যে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এমন কোন কথা নেই। আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা কেবল হুদিনে নয় দুইদিনেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই উৎপাদন ক্ষমতা অতি দ্রুত হারেই বেড়ে গেছে। এই দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যাও আনুমানিক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রতি শ্রমিকশিল্প পল্যাৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। মার্কিন শিল্প যে উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা আবিষ্কার করতে পারবে এবং তা ছাড়াও আরও কিছু করতে পারবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি—সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই কখনোই আমাদের অগ্রসর হতেই হবে। যেমন ইতিহাসে, তেমনই প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে খাম্বার কোন পথ নেই। বিকল্প পন্থা হিসাবে পিছিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এগিয়ে না গিয়ে আমরা যদি পিছিয়ে পড়তুম তবে আমাদের বিশ্বের অন্য থাকত না এবং তাতে অজান্তে বহু দেশেরও চরম বিপদ ঘটত। আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তবে আমাদের বস্তুবর্গও বাতে আমাদের সঙ্গে চলতে পারেন, এমন কি আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারেন তার দিকে দৃষ্টি প্রসার করাও বিশেষ প্রয়োজন।

এখানে অনেকই প্রশ্ন করতে পারেন—আমাদের অর্থনীতির অন্তর্গত বিশেষ কোন কারণে আমাদের উৎপাদন ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বুদ্ধি, শক্তি বা কৌশলের ব্যাপারে আমরা কি কোন একটোটা অধিকার দাবী করতে পারি? ব্যবস্থাপনা অর্থবা কারিগরীর দিক থেকে আমরা কি এখন কোন কৌশল আরম্ভ করেছি বা আমরা সবচেয়ে গোপন রেখেছি? বিজ্ঞান অর্থবা টেকনোলোজীতে কি আমরা পৃথিবীর অজান্তে বেশ থেকে উন্নত? এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর যে “না” তা বলা বাহুল্য।

তবে মনে হয় আমেরিকার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আমেরিকার উৎপাদনক্ষমতার মজুত হারী। আমেরিকার মনগণ, বিশেষ করে ব্যবসায়িগণ পরিচালকবৃন্দ মূলতঃ সাধারণভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে অল্প পরিপ্রদে অধিক পণ্য উৎপাদন বাহনীয় ও প্রয়োজনীয়। মার্কিন পরিচালকবৃন্দ খুবই আশাবাদী, তাদের দাবী ব্যবসা ক্ষেত্রে সাহস অর্থবা কলনার কোন অভাব না হলে উন্নতির কোন সীমা নির্ধারণ করা যায় না। সকল জিনিসই আরও ভাল ভাবে করা যেতে পারে শুধু এই বিশ্বাসই তারা পোষণ করেন না, তারা মনে করেন সকল বিষয়ই

আরও ভালভাবে করতে হবে। এখন কথা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণী প্রদত্ত নয়, এর চেয়েও বড়। এর পেছনে রয়েছে একট নৈতিক মূল্যবোধ বা আদর্শতায়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে স্বাণীন সামনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবই আমেরিকার উৎপাদন শক্তিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা ব্যতীত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির তেমন প্রেরণা অল্প কোন কিছু দিতে পারে না।

প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার পদ্ধতি যে বেশ কঠিন তা আমরা নয় স্বীকার করেই নিলাম। নৈতিক নিয়ম ও আইনের ভিত্তিতেই সেই ব্যবসা পরিচালিত হয়, প্রতিযোগিতাকে কঠোর করার চক্রে নয়। যেমন, প্রতিযোগিতায় বাবা কৃতকার্য হন তীরা তার জন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ সেয়ে থাকেন। আর বাবা অকৃতকার্য হন তীরা তার জন্ত পেয়ে পাকেন বস্ত। এটা কি পুণ্যই খাবার ব্যবস্থা? আর এই ব্যবস্থা কি পুণ্যই কঠোর মনে হয়? তবে আমাদের অর্থনীতিতে এই বস্ত সাইবেরিয়ায় নির্বাসন অথবা অনাহারে শুকিয়ে মারা নয়। ইহা অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার একটি সুযোগ এবং পরবর্তীকালে যাতে আরও তীব্র ভাবে কথা যায় তাহাই ব্যবস্থা মাত্র।

আমেরিকার যে সকল পণ্যোৎপাদনকারী তাঁদের পণ্যের মূল্য অতি উচ্চ হারে ধার্য করেছিলেন, তীরা এখন বেশ অসুবিধায় পড়েছেন। কারণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতির জার্য ভাবেরও প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। সুতরাং পণ্যের বিক্রয় মূল্যও প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে, নতুবা সাগ্রামের ক্ষেত্র থেকে তাঁদের বাইরে চলে আসতে হবে। তখন বাঁদের পণ্যের বিক্রয় মূল্য তাঁদের তুলনায় কম তীরাই তাঁদের স্থান গ্রহণ করবেন। এই ধরনের অকৃতকার্য উৎপাদকগণ এইভাবে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে অস্থায়ন সরে আসতে বাধ্য হন। তাতে উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনীতিও আরও বলিষ্ঠ হয়ে থাকে।

কোন কোন সময়ে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও ক্রেশকর মনে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকাবাসীরা এই ব্যবস্থায় আত্মনির্গণ, কারণ এই অর্থিক ব্যবস্থা থেকেই নানা সুযোগ সুবিধা তীরা প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছেন, তাঁদের জীবন ব্যতীর মান উন্নততর হয়েছে, আরােমের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসাধিত হয়েছে এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এত সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর কোন আমেরিকাবাসী তাঁর স্বপ্নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী এবং কতকটা প্রশংসামূলক না হয়ে পারে না।

বহু ইয়োহোপীস পণ্যোৎপাদনকারীদের সঙ্গে আমি এই প্রতিযোগিতায় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। তীরা প্রায়ই বলেছেন, আপনাদের পক্ষে ইহা উত্তম ব্যবস্থা। তবে আমরা আমাদের ব্যবস্থায় মোটামুটি বেশ প্রবেই আছি। আমরা বর্তমানে বা উৎপাদন করি তাই বাজারে বেচতেও পারি। কিন্তু কবের হার অতি উচ্চ বলে অধিকতর পণ্যোৎপাদনে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। আমরা কেনই বা আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থা উল্টে দেখ এবং আপনি যেমন বললেন এই কঠিন প্রতিযোগিতার অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ব?

আমি সহজ কথায়ই এই প্রশ্নের উত্তর দেব। দুটি মহাব্যুৎসর্গ কলে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামনৈতিক ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এরই পরিণতি দেখতে পাই, আমাদের অনগণের মনে আরও আরাে,

নিরাপদে, সহজ জীবন বাণেনের তীব্র আকাক্ষার দৃশ্যে। আরও নিরাপদ, উন্নততর জীবন যে দুলভ নয় তা আর জ্ঞান প্রসারের ফলে জনসাধারণও জানতে পেরেছে ও সেই আকাক্ষা তীব্রতর হয়েছে। সেই আকাক্ষা পূর্বের প্রচেষ্টার ফলে ইতোমধ্যেই পুরাতন সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

উন্নততর জীবন এবং অভাব অনটন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার দাবী অস্বীকার করা যায় না। সেই সকল দাবী পূরণ করতেই হবে। তবে আবার মতে একমাত্র উৎপাদন শক্তির দ্রুত উন্নয়নের দ্বারাই সেই দাবী মেটানো সম্ভব। আর তীব্র প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির সহায়তায় উৎপাদন শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

আমার মনে হয় এই সব বিষয় জনসাধারণে প্রচার করার দায়িত্ব প্রধানতঃ ব্যবসায়ী মহলের। শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নয়, প্রতিযোগিতার অধিকার ও সুযোগ লাভের ক্ষণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে, প্রমিত ও মালিকের মধ্যে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির প্রকৃত আশ্রয় জাগিয়ে তুলতে হবে। উক্ত দ্বারে যেমন এবং আর আদ্যাদে অধিকতর সুগুণ প্রদান লাভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল যাতে সর্বসাধারণের করায়ত্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচার ও পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। যেখানে নূতন পণ্যের চাহিদা রয়েছে সেই সকল স্থান খুঁজে বার করে নিতে হবে ও নূতন নূতন বাজার প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ব্যবসায় সুগুণ ভিত্তি প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসা সঙ্কোচ সুযোগ সুবিধার সন্ধানও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। এই চুটি কথা ঘেনে নিয়ে কাজে আগ্রহ হলোই উল্লিখিত উদ্দেশ্য-সমূহও সফল হবে।

আজ দাবীন বিশ্বের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকটে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আবার মতে তাকে জুসহ বোঝা বলে ঘেনে করা উচিত হয় না। সমগ্র মানব ইতিহাসে দেখা যায় ছুঁবে দারিদ্র্যই হয়েছে বৈরতন্ত্র ও দুঃখের লক্ষ্যবিন্দু। এরাই দারিদ্র্যের অভিযান, সমগ্র পৃথিবীর মুক থেকে দুঃখ দারিদ্র্যের অবলান না হলে দুঃখ ও খেদ্দাচারিতা আরেবারেই ফিরে আসবে। অতঃপর প্রথমতঃ নিজ দেশে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে সকলেরই দারিদ্র্যের অবলানকরণে কল্পনা ও শক্তি নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

ধর্মবিশ্বাস সম্প্রদায়ের দায়িত্ব।—আমাদের অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত ও দাবীন প্রচেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ইহা যে সম্পূর্ণভাবে দাবীন, প্রতিযোগিতামূলক অর্থব্য ব্যক্তিগত নয় তা একটু প্রশ্নবান করলেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা বাগিন্দো এই তিনটি প্রণালী গুণ যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান তাতে বিদ্যত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আমাদের শত্রু ও মিত্রবর্গ গতাত্মগতিক হ্যাঁচো আমাদের অর্থনীতিকেও ফেলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন বকমেই তাকে কোন হ্যাঁচোই ফেলা সম্ভব হয় নি।

বৃত্তান্তবর্ণন এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের একটি মত প্রচলিত আছে যে, এই প্রকার অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে, মাত্র কয়েকটি লোকের হাতে দেশের বেশিরভাগ অর্থ কেন্দ্রীভূত হয় এবং বেশিরভাগ লোকই দরিদ্র হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে প্রকৃত-

শুধু তা নয় নি। আমরা এমনভাবে মনবটন করতে সক্ষম হয়েছি যে তা জননে মনে হবে যেন কোন কলনাবিলাসীরা স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা হয়েছে।

তা ছাড়া এই ধরনের সৃষ্টিও প্রেরণন করা হয় যে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে, দেশের সকল সম্পদ ও শক্তি সুস্থ যৌথ ব্যবসা সংঘে উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হবে। এই অবস্থায় কতিপয় অতিসুস্থ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটে। তাহাই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আমেরিকায় কিন্তু এও সম্ভব হয়নি। শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুস্থতম যৌথ শিল্প সংস্থা ছিল একশোটি। আজ সেই ধরনের সংস্থা আছে মাত্র ৩৯টি। অনিচ্ছা যৌথ সংস্থাদ্বয়ের ঘোট সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশ বড় বড় কর্পোরেশনের অধীনে ছিল তাও ক্ষয়ণঃ হ্রাস পাচ্ছে।

ট্রাস্ট গঠন বিরোধী আইন—আমি বহুবার জানি আমাদের জনসংস্কৃতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ধানিকো) নিষ্কণ্ডতা আনে, গতিপ্রবাহ বৃদ্ধি করে যায়। আর আমরা আজ যে উন্নতি লাভ করেছি, আমাদের নিষ্ঠুর ব্যবসা ট্রাস্টগঠন বিরোধী আইনের সুযোগ গ্রহণের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইহাই বিগত অর্থনীতাত্মক ধরে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা অব্যাহত রাখার সাহায্য করে এসেছে। মার্কিন ব্যবসাদারগণ মাঝে মাঝে এই সকল আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে অভিযোগ করলেও ইংরাজ আমাদের শুল্ক বিশেষ কল্যাণকর হয়েছে।

যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাংশের দ্বারাই সীমাবদ্ধ। যেমন বড় বড় প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থনীতির বিকল হতে শত শত অর্থদ্বা হাজার হাজার ছোট ছোট ব্যবসায়ীর সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা চালানো বাছনীর মনে করেন। এই সব ছোটখাট ব্যবসায়ী শিল্পের লাভ-সরঞ্জাম সববরাহ করে থাকেন। অর্থাৎ সুস্থ যৌথ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের অসংখ্য ছোট খাট ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রের স্থান অনিচ্ছা করে আছেন। আবার বড় প্রতিষ্ঠানটি পণ্যের জন্য একের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর না করে পারেন না।

আমাদের অর্থনীতিক "গলাকাটা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি" বলা হয়। কিন্তু এই অর্থনীতিক ব্যবসায়ের অন্ততকারিতার দ্বারা অতি অল্প দেখে আমরা আশ্বস্ত হয়ে বাই। এর কারণ আমাদের সম্প্রদায়গণের অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা রয়েছে বলে তাতে ছোটখাট স্থানীয় বা বহু পণ্যোৎপাদনকারীর একটি স্থান সর্বদাই থাকে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছোটখাট ব্যবসায়ের ব্যর্থতার দ্বারা যে অতি অল্প তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের কোন কোন অহিতকাঙ্ক্ষীরা বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বা খাতে বিপুল অর্থব্যয় করতেই হবে। আমাদের ব্যবসায়ী মহল বেশ বড়কার ভক্ত প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করতে যে সহ্যই প্রস্তুত ও আগ্রহীণ তা বলা বাহুল্য। তবে ব্যবসায়ী হিসাবে আমি বলতে পারি, যে সকল ব্যবসায়ীকে আমি জানি তাঁরা সকলেই সম্পূর্ণ সামাজিকালীন অর্থনীতিই পছন্দ করে থাকেন। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা অর্থোপার্জন করতেই

তো ব্যবসায়ে নেমেছি। একজন ভাল পণ্যোৎপাদনকারী ব্যবসায়ী, দেশরক্ষা সংক্রান্ত পণ্যের জুলাইর অসাময়িক পণ্যেই অধিকতর লাভ করে থাকেন।

নিয়মিতভাবে ও দীর্ঘে দীর্ঘে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে করতাব্য হ্রাস করা হলে আমদানি খুবই খুশী হয়। এর জুলাইর আমদানির অধিকতর খুশী করার কোন দ্বিতীয় বিধব দা বস্ত্র নাই।

নূতন অর্থনৈতিক অবস্থায় মন্দা। জনসঙ্কট—আর একটি জনপ্রিয় ধারণা বা মতবাদ হল, আমেরিকান অর্থনীতিতে সর্বনাশকার চক্রের আবর্তনে তেজী ও মন্দা ঘুরে ঘুরে আসতে বাধ্য। আমাদেব কয়ানিষ্ট সমালোচকদের এ বিষয়ে হতাশ করে বলতে হলে আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিবিদগণের সদৃশমত অভিমত এই যে এই মতবাদ এখন আর চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটুকু অনুমান করা যায় তাতে আশিষ্ট মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি বড় রকমের মন্দা দেখা দিবার আদৌ কোনও সম্ভাবনা নাই। মার্কিন অর্থনীতিতে নূতন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ১৯২২ সালের ন্যায় মন্দা কখনও দেখা দিবে না।

আমাদের ব্যবসায়ীত্বক দূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। ১৯২০ অবধি ১৯৩০ সালের জুলাইর বর্তমানে তাঁরা আরও দুগুণে নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করছেন। বাজারের অল্প সময়ের জন্য তেজী মন্দার কিকে ঢুকপাত না করে তাঁরা বড় বড় দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগ পরিকল্পনা কার্যকরী করে জুলাইছেন। প্রতিযোগিতার তড়ানা এবং স্বাধীনজানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমজিকার বস্ত্রপাতি হ্রাসি বাবেই পুরোনো ও অকেজো হয়ে পড়ে। আমার নূতন কলকজার দস্ত অর্থবিনিয়োগ করতে হয়। ফলে এতে বছরের পর বছর অর্থবিনিয়োগের হার অতি উচ্চই থাকে।

আমাদের জনসংখ্যাও অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ এবং সকল প্রকার ভোগ্য পণ্যের চাহিদাও খুব বেড়ে গেছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরও বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে যে সকল বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট রয়েছে তা আমাদের প্রয়োজনানুসারে খুবই অল্প।

আমাদের ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা আমাদের উচ্চ আয়ের উপর নির্ভরশীল। এই আয়ের পিছনে রয়েছে আমাদের অত্যন্তপূর্ব ব্যক্তিগত বিপুল সঞ্চয়। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের আনুপাতিক হারে বেসরকারী জগের পরিমাণ কম।

তবে আমার মতনের ক্ষেত্রেদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীই হল সবচেয়ে উৎসাহবাজক। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে তারা অল্প বস্ত্র, বাড়ীভাড়া মিষ্টিয়ে বিধেও বহু অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান আর আগের মত নেই। এখন আর তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ নেই। তাদের সমস্তা হল এখন অল্পবস্ত্র বাতীত অজ্ঞাত অভাব পূরণের।

কোন দেশের অর্থনৈতিক শক্তির এই হল মাপকাঠি। ১৬ কোটি অধিবাসীর মোটানুটি অন্নখন্ডের সমস্তা বেশ ভালভাবেই সমাধান করা যেতে পারে। এসব জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যতীত অজ্ঞাত উপকরণের অভাব মেটানো সম্ভব নয়, কারণ মানুষের

সেই ধরনের অভাবের অস্তিত্ব নেই। এই কারণেই আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ সুস্বাভাৱে শংকা চাছিল। নাই একলা কখনও বলেন না।

আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক স্থায়ী বিধানকারী ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে যা ১৯২৯ সালে ছিল না। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্কের আদানত বীমা করার ব্যবস্থা, বেওয়ার্ভারি বেসরকারি ব্যবস্থা, দিল্লী-এটি ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ এবং আর করার সঙ্গে সঙ্গে কর বেসরকারি ব্যবস্থা, যার বাড়ী বন্ধক দান সম্পর্কে সরকারের শক্ত হতে পারাটুকি বেসরকারি ব্যবস্থা। এইসকল, পুঁজিবাজারে চিহ্নিত হাতিয়ার না হলেও অবিকৃত অর্থনৈতিক স্থায়ী ও নিরাপত্তা বিধান সাহায্য করেছে।

কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং ক্রয় ক্ষমতার উচ্চ হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দান সম্পর্কে আমাদের পদক্ষেপের যে চাহিদা রয়েছে তা তাঁরা স্বীকার করে থাকেন। কোন বড় বকমের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার তত্ত্ব তাঁরা যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। তবে স্থায়ী প্রচেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব তাই তাঁরা করে থাকেন। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার বিতালন, হাসপাতাল ও বাসগৃহ নির্মাণে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকেন।

এই সকল কারণে এবং সর্বোপরি স্বাধীন শিল্পে তীব্র প্রতিযোগিতার ফল আমাদের অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় আজ অবিকৃত শক্তিশালী ও নিখুঁত বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪০ সালে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু কম হলেও ১৯৪০ সাল খাতীত এই পরিমাণে ব্যবসা বিগত কোন বছরেই হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাতিল করে সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পণ্যেপণ্যে তালিকা সংশোধন করে নিয়েছি। ১৯৩৬-৪০ উৎপাদনের পরিমাণ যে দ্বারা পেরেছে তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বদেশপ্রেমী
সংস্কৃত নবমী
১:১১

পল্লী ঋণ ও নয়া সরকারী পরিকল্পনা

শ্রীকেশব মল্লী

জাতির জনদের উজ্জ্বলিত বাণী অগ্রসরণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রকৃতই ভারত-বাসীর বাসস্থান ভারতের অসংখ্য গ্রামগুলি। সুতরাং জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য, গ্রামবাসীকে বার দিলে, অপূর্ণই থাকিবে। বর্তমানে এই অসংখ্য ভারতীয় নাগরিক তাহাদের পূর্ব-পুরুষের জীবনযাত্রার প্রাণী অগ্রসরণ করিয়া কৃষিকেই জীবিকা-নির্ভরতার মূলকেন্দ্রপূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। ফলে কৃষির উপর জনতার অতিরিক্ত চাপে তাহাদের উপার্জনের হার হয়ে চলেছে দিন দিন নিম্নতর। উপরন্তু এখানে আরও একটি অস্ত্র উপায় বর্ণা—কৃষির ও ক্ষমতাধীন শিল্প প্রণালীর অভাবে ইহার অধিদালিসময় মনুষ্যের অগ্রসরণ জীবন নির্বিকারিত্তে বাধন করিতেছে। ইহার উপর বহিরাছে তাহাদের বহালকনের অর্থনৈতিক ও চিহ্নস্বামী শুদ্ধ ধর্মের ঘোষা।

একত্রে যত্নসহে সরকারী কৃষি ও শিল্প ক্ষণ ব্যতিরেকে তাহাদের অর্থনৈতিক পুনর্জীবন লাভ একজন অশেষ দুইয়া উঠিয়াছে।

পল্লীর এইরূপ অর্থনৈতিক ক্ষণ লক্ষ্যে দ্রুতগণকল্পে ভারত সরকার প্রায় অশ্লীলতা পূর্বে প্রায়ে সমগ্র অর্থসমিতি স্থাপন করিয়া বা সাময়িক সামান্য ক্ষণলানে তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনগণের সঞ্চিত অর্থ ও সমিতি পরিশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আর্থিক আত্মশ্রম জাত সমগ্র পদ্ধতি আগ্রহ ভাবে অর্থনৈতিক কৃষিতে দ্রুতভাবে মূল লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্য ও প্রণয়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার উপর মহাজন ও পেশাদারী তেজস্বিত্য কার্যকারী তাহাদের নিজ স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের বিবোধিতা করিয়াছে অথবা সমগ্র সমিতিগুলির সংশ্লিষ্ট অংশীদার রূপে ঐক্যনিষ্ঠ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে পরিচালিত করিয়াছে। ফলে অর্থনৈতিক হারে ক্ষণ লাভ বিষয়ে হরিত্র গ্রামবাসীরা যে ভিত্তিতে সে ভিত্তিতেই রহিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'গরওয়াল' কমিটির বিবরণী হইতে এ বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে প্রচলিত জনমান ব্যবস্থার ফলে বাৎসরিক ঘোট ৭৫ কোটি টাকা পল্লী লক্ষণে মধ্যে সরকার নিম্ন স্বার্থে দান করেন উহার লক্ষ্যকরা ৩০ ভাগ, সমগ্র সমিতির মারফৎ সরবরাহিত হয় উহার লক্ষ্যকরা ৩১ ভাগ ও মহাজন এবং পেশাদারী তেজস্বিত্য ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করে উহার লক্ষ্যকরা ১০ ভাগ।

পল্লী লক্ষণে এইরূপ চরম দুঃস্থতার পরিস্থিতিতে 'গরওয়াল' কমিটির সমগ্র অর্থ ও কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতিগুলির পুনর্বিভাগ ও পল্লী অঞ্চলের সুবিধার ক্ষমতা নতুন পরণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রস্তাব জনসাধারণের ক্ষমতায় বণ্টন আশার লক্ষ্য করিতে তাহাতে কোন সম্বন্ধে অসম্মত নাই। এই কমিটির সুপ্রতিপদ ফলে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের সমগ্র ও জমি-বন্দকী ব্যাঙ্কগুলিতে রাজ্যবিশেষের সরকার প্রদান অংশীদার হিসাবে যোগদান করিবেন। রাজ্য সরকারগণের এই অংশগ্রহণের ক্ষমতা ভারতের 'বিজ্ঞান ব্যাঙ্ক' 'জাতীয় কৃষি-পণ্য সহযোগিতা' [National Agricultural Credit (Long Operations) Fund] হইতে অর্থ সরবরাহ করিবেন। এই তহবিল প্রতিষ্ঠার সময় ৫ কোটি টাকা এবং তৎপরে সমগ্র সমিতি অর্থ হিসাবে দান করিবেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের জাতীয় সরকার জাতীয় সমগ্র উন্নয়ন (National Co-Operative Development Fund) ও জাতীয় পণ্য মজুত তহবিল (National ware housing Development Fund) মারফৎ বার্ষিক ৫ কোটি টাকা সরবরাহ করিবেন। এই তহবিল হইতে রাজ্যসরকারীগণকে সমগ্র ব্যবস্থার সম্প্রদায়ের ও নিম্নলিখিত ভারত পণ্য মজুত ও সংরক্ষণ সংস্থা (All-India ware housing Corporation)কে পল্লী সংরক্ষণ ও মজুত প্রণয়ন উন্নয়নকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী হাঙ্গন বা সরকারী সাহায্য (Subsidy) দেওয়া হইবে। সর্বশেষে 'গরওয়াল' কমিটি ভারতের ইম্পিয়ারিয়াল ব্যাঙ্ক ও দশটি রাজ্য ব্যাঙ্কে জাতীয়করণ বা 'জাতীয় রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক' (State Bank of India) স্থাপনের এক বিশিষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার ফলে রাষ্ট্র ইহার প্রতি পল্লীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুবিধা দিতে সর্ব প্রথম অগ্রণয় হইবে। এই নতুন ব্যাঙ্কটি যে সমগ্র সমিতি, জমি বন্দকী ব্যাঙ্ক ও পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিকে পণ্য বিষয়ে বণ্টন সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে আমরা কেহই বিমত পোষণ করিতে পারি না।

অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানটির যোগসঙ্গ-সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাউক। 'ভারতের রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক' (State Bank of India) প্রতিষ্ঠার ফলে যহদিনের আকাজিক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের দাবীট পূর্ণ হইবে। উপরন্তু জাতীয় করণের পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার দীর্ঘদিনের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অভিজ্ঞতা, প্রচুর অর্থ ও অসংখ্য শাখা সাহায্যে ভারতীয় পঞ্জীর অর্থ-নৈতিক যগা পাতে যান আনিয়া উহার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই জাতীয় ও সমল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। এ ক্ষেত্রে লাভের বিশেষ আশা না থাকায় ১৯১২ সালের পঞ্জী ব্যাঙ্ক তত্ত্ব কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee)র নির্দেশ সত্ত্বেও আরও কোন তপশিলী (Scheduled) ব্যাঙ্ক পঞ্জী অক্ষণে শাখা বিস্তারে মনোযোগী হয় নাই, কিন্তু ভারতের বৃহত্তর অর্থনীতিও দিক হইতে বিচার করিলে, প্রধান শির বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি জাতীয়করণ না করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফল বিশেষ শুভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ শির-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পুণ্ডহান ভারতের অল্প বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি সহজে পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশেষ আশাবিত হইতে পারি না। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় শির বণ সংস্থা (Industrial Finance Corporation of India) রাজ্য শির বণ সংস্থা (State Financial Corporation) প্রভৃতি চাট্টায়ত্ত—আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তঃস্বত্বজনক কার্যকলাপ এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মনে বিশেষ আলোকপাত করিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অধিকন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যয় এত অধিক, যে অনুসন্ধানের উপর বর্ধিত কর-ভারের জুলনার পঞ্জীয় শির বণ সমস্তার বিশেষ সমাধান হইবে না। পরিশেষে এই ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা বেগা দিবে, তাহা কতটা মঙ্গলময় হইবে, সেটাও ভবিষ্যতের বিবেচনামূলক।

উপসংহারে আমরা বলি যে আপানে কুটিরশিল্পের অল্প প্রচলিত হাঙ্গন প্রণালী অতুলন কোন এক ব্যবস্থা জাতীয় সরকার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। কারণ সামান্য কুটি-বিভূতি সংশোধন করিতে পারিলে এই হাঙ্গন ব্যবস্থাই কুটিরশিল্প ও কৃষির লগ এবং বিক্রয় সমস্তার প্রকৃষ্ট সমাধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। উপরন্তু সরকার, বিদ্যার্ত ব্যাঙ্ক, অল্প ব্যাঙ্ক, ও বীমা কোম্পানীর অর্থে গঠিত পঞ্জী বণ ও বিনিয়োগ সংস্থা (Rural Credit and Investment Corporation) যোগ হয় এক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে। সর্বোপরি জাতীয়কৃত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে ও পরিচালনার গ্রামে গ্রামে সমাজ উন্নয়নের অনবরূপ ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্ক (Mobile Bank) প্রণালী হুহুগত দ্বারা অশিতব্যয়ী গ্রামবাসীদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি (Propensity to save)র উদ্দেশ্য করিতে পারিলে, তাহাদের সঞ্চয় ব্যরাই অল্প ভবিষ্যতে পঞ্জীর সঞ্চয় ও বিনিয়োগের যথো এক সমস্তার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার ফলে গ্রামের বর্তমান পূর্ণ ও অর্থ বেকার সমস্তার দ্বলে পূর্ণ নিয়োগ ও উন্নত জীবন যাত্রা যান শোভা পাইবে।

ভারতীয় পাটশিল্পের শতবৎসর

উন্নতি ও বর্তমান সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা।

ভারতে ষাটক উপায়ে পাট উৎপাদনের শতবর্ষ পুষ্টি উপলক্ষে জাশনাল বা'র অব ইতিহাস সৈন্যাদিক পত্রিকা 'এন. বি. আই. টিউইট' 'ভারতীয় পাট শিল্পের শতবৎসর' নামে একটি দীর্ঘ ও তথ্যবল্গ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন কলিকাতার ক্যাপিটাল পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রাক্তন সভ্য এবং ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রাক্তন জনসম্পর্ক উপদেষ্টা মিঃ ক্রিস্টিয়ান টাইলসন।

মিঃ টাইলসন বলেন যে ১৮৫৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া মেরিন সার্ভিসের চট্টনক ইংরাজ কর্মচারী মিঃ জর্জ এ্যাকল্যান্ড, ক্রাফটলার সেন নামক চট্টনক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ডাতি (কটলাগ) হইতে বহুপাতি আনাঈয়া ভারতে প্রথম বহুপাতি পাট-বস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানাটি স্থাপিত হয় কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরবর্তী ব্রিহত্তা নামক স্থানে। এই স্থানেই পরে ওয়েলিংটন কুট মিল স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে বোর্ডিং কুট ক্যাস্ট্রী কোম্পানী ভারতের বিহীম পাটকল স্থাপন করেন। এই কোম্পানী পরে বহাঙ্গম কুট ক্যাস্ট্রী কোম্পানী নামে পরিচিত হয় এবং বর্তমানে ইহা ভারতীয় পাটশিল্পের অবশিষ্ট চাহিটি ঠাণ্ডি কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত।

মিঃ টাইলসন লিখিয়াছেন যে বর্তমানে ভারতে দেশী মূলধন লইয়া গঠিত আরও ৫৫টি পাট কোম্পানী ১২,০০০ তাঁত সমন্বিত ৮৫টি কারখানা চালাইতেছেন।

পাটশিল্পের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ টাইলসন লিখিয়াছেন যে 'মৌহ ও ইম্পার, সিমেন্ট, কাগজ, পশম মণবা কৃষিকাজ প্রভৃতির জুগলার গত ২৫ বৎসরে বিবে পাটকার প্রব্যের ব্যবহার অতি সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও একপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে বিবে পাটের চাহিদা জম্মট হ্রাস পাইবে'।

আলোচ্য প্রবন্ধে পাটশিল্পের পরিবর্তনশীল অবস্থা—ইহাৎ অ'ধুনিকীকরণ ও নূতন বহুপাতি সজ্জাকরণ, এবং নূতন বাজারের সম্পর্ক আলোচনা করা হইয়াছে। মিঃ টাইলসনের মতে পাটশিল্পের প্রধান সমস্তা হইল—এবং কেবল ভারতেই নয়—পাটজাত প্রব্যটির নূতন ব্যবহার উদ্ভাবন করা এবং ব্যাংক প্রথমধর্মীম চাহিদার সৃষ্টি করা। মিঃ টাইলসন বলেন : পাটজাত প্রব্য উৎপাদন করার চেয়ে তাহা বিক্রয় করার সমস্তা এইটুকু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মিঃ টাইলসন লিখিয়াছেন : বিবেও পশম শির প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক উল সেক্রেটারিয়েটে মধ্যস্থিতা বেষ্টবে পশমের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন, ভারত, সিমেন্ট ও ইম্বোয়েনিয়ার চা উৎপাদনকারীরা খেচর মুক্তভাবে মুক্তবাষ্ট ও কানডার চা পরিবহনগুলি চালাইতেছেন, ভবিষ্যতে হস্ত বিভিন্ন ভারতীয় পাটশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও মিলিতভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্তাবলী সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহা হইতে অতি দূর ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু যে শির দীর্ঘদিন ধরিয়া অনেক দান্ত-প্রতিপাত কাটাইয়া অগ্রসর হইতেছে তাহার শতবর্ষ পুষ্টি উপলক্ষে তাহার অতীতের মত ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

মনে রাখিবেন—

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ
এবং সেবনের পর যথাসম্ভব কম অ্যাসিড সৃষ্টি করে।

ডাক্তারগণ বলেন “সর্বমঙ্গলান্ন রাধাবিনোদ মার্কা টেলই

একমাত্র বিশুদ্ধ তৈল ও স্নেহজাত পক্ষে
কোনরূপ ক্ষতিকর নহে।

—ঃ সকল উৎসবে স্বাস্থ্য ও সেবারঃ—

রাধাবিনোদ মার্কা

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল

**পুষ্টিকর ও আহার্য্যকে
উপাদেয় করে**

সর্বমঙ্গলো অয়েল মিল
২নং হালসি বাগান রোড, কলিকাতা

অদেশ ও শিল্প

স্বদেশী সজ্জা কর্তৃক প্রকাশিত
স্বদেশী শিল্পের প্রচারে

একমাত্র বাংলা মাসিক মুদ্রণত

১৮৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

জীবনবীমা

বীমা বিষয়ক একমাত্র
মাসিক পত্রিকা

* * *

বিবরণের অগ্র লিখন

২১-৩এ, শ্রীধারিপাড়া রোড
কলিকাতা-২৫

সুন্দর
কেশগুচ্ছ



বেঙ্গল
কেমিক্যালের

কায়াবাইডিন
হেয়ার অয়েল



কেশমূল সমুদয় হাথে
ও কেশের প্রীতি করে

বেঙ্গল
কেমিক্যাল

কলিকাতা-বোম্বাই-কানপুর

বুটিশ শ্রমশিল্প মেলার ইতিবৃত্ত

সি, কেমেথ হার্ব

কথায় বলে জীবন আরম্ভ হয় চলিতে। কপাটা বুটিশ শ্রমশিল্প মেলা সম্পর্কে আশ্চর্য্য তাবে লভা। মেলায় জন্ম হয় ১৯১৪ সালের যে মাগে, তারপর চলিণ বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে, এই দীর্ঘ চলিণ বৎসরে মেলায় জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে গিয়েছে। যথা বহুসংখ্যক স্বাধীনতা এই অভিজ্ঞতার ফল। এর নিরন্তর অধিকার কাক আর বুটিশ গভর্নমেন্টের হৃৎতে দেই।

একটি ব্যক্তিগত কোম্পানী এই মেলায় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। যে কমিটি এইভাবে পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রস্তাবিত করেন তার সভাপতিত্ব করেন তার আর্গেন্ট স্তরল।

১৯৫২ সালে, লণ্ডন ও বামিংহামে অগ্নিগত বুটিশ শ্রমশিল্প মেলায় তদ্বিধ্ব্য নির্ধারণের জন্ত উক্ত কমিটি গঠিত হয়, ল্যার আর্গেন্ট এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিটির প্রস্তাবিত অধ্যক্ষী বোর্ড অব ট্রেড তাঁর লণ্ডন বিভাগেই সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেন এবং গঠিত বুটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেয়ার লিমিটেডের হাতে। বামিংহাম বিভাগ থেকে তার পংহরের চেয়ার অব কর্মসূচীর পরিচালনাবাহিনে।

বুটিশ শ্রমশিল্প মেলাকে বিশ্বের সর্বপ্রধান জাতীয় বাণিজ্য মেলা হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব এইভাবে চলে আগে ব্যবসায়ীদের হাতে।

বুটিশ শ্রমশিল্প মেলা অতি সাধারণ তাবে শুরু হয় ১৯১৪ সালে। প্রথম মহাদুর্ভেদে যাবার পর যে সমস্ত শ্রম সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানি হত সেই সমস্ত শ্রম নির্ধার সম্পর্কে শ্রমশিল্পগুলিকে উৎসাহিত করার জন্তই মেলায় পরিচালনা হয়। ১৯১৪ সালের শীত-কালে বোর্ড অব ট্রেড বুটেনের পর্বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করে নির্ধারতাদের দৃষ্টিতে যেন কি কি শ্রম তখন জার্মানী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানি হত। স্বদেশে নির্মিত শ্রমের উৎকর্ষ দেখ পর্বত বোর্ডকে উৎসাহিত করে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠানে। এই মেলা প্রথম অগ্নিগত হয় লণ্ডনের রয়াল এক্সিক্যালচার হল ১০ই মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত (১৯১৪ সাল)।

বিরাট উত্তেজনা তখন দেশের মধ্যে। ১ই মে লুসিটানিয়া জাহাজ জার্মান টর্পেডোত আঘাতে নিসঙ্ঘিত হয়; ২,০০০ জাতীয় মধ্যে—এদের মধ্যে ১,৬০০ জন আমেরিকান—এক-চতুর্থাংশ মাত্র আগে বাঁচে। মেলায় সময় গুপ্তচর সুরক্ষণকারী ব্রিকটেন তেলে গলার কীল দিয়ে আত্মরক্ষা করে, পতুর্গালে বিস্ফোরকের আশঙ্কন জলে ওঠে, বুটেনের মন্ত্রিপতায় রতবন্দন হয় এবং ইতালীয় মহাসভা ভেঙে যায়।

বুটিশ শ্রমশিল্প মেলায় প্রথম অনুষ্ঠান সংবোধনর জগতে সাক্ষা কাগাতে না পাতলেও লাক্ষ্য যুক্তিত হয়। আর ২০,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে মেলাটি অগ্নিগত হয়, এবং ৫১ জন প্রদর্শক তাতে অংশ গ্রহণ করে। দর্শকের সংখ্যাও কম হয় না, তাদের সংখ্যাও হয় ৩৪,০০০—বর্গতা রাশি যেহী এই সময় দর্শক হিসাবে মেলায় যোগ দিয়েছিলেন।

বৃহৎ শেখ দ্বারা অব্যবহিত পরে তুটেনের রপ্তানি প্রদার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে তুটিন প্রদানিত মেলাকে নিয়মিত করার ব্যবস্থা হয়। এর পর প্রতিবৎসর মেলা অঙ্গীকৃত হয়ে থাকে। কেবল ঐক্য থাকে ১৯২৫ সালে এবং ১৯৪০-৪১ সালে—১৯২৫ সালে অঙ্গীকৃত হয় ওয়েসলীর সানাক) প্রদর্শনী, লেইজল আর এই ধরনের প্রদর্শনী অঙ্গীকৃত হয় না।

১৯২০ সালে বামিংহামে খোলা হয় ভারী যন্ত্রপাতির একটি বিভাগ। চেম্বার অব কমার্শ' কান্সল ব্রদউইচে একটা এক্সপেরিমেন্ট হাজার ক্রস ক'রে তাকে এট বিভাগের প্রদর্শনী অঙ্গীকৃত করেন। লন্ডনের বিভাগটি অঙ্গীকৃত হয় ক্রিস্টাল প্যালেসে, ২৫০,০০০ বর্গ ফুট জমির উপর। এখানে যোগদানকারী প্রদর্শনিত্রিক গ্রুপগুলির সংখ্যাও বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ দশ হয়। ১৯২১ সালে স্পানগোর স্পেনার একটি শাখা খোলা হয় যেতে, কিন্তু যাতায়াতের অনুবিধা দেখা দেওয়ার পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

লন্ডনের বিভাগটিকে পরে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে সরে আসতে হয় 'হোয়াইট সিটি'তে। ১৯৩১-৩৭ সালে হোয়াইট সিটি এবং অনিলিয়া এই দুই ভারতীয় এই বিভাগের প্রদর্শনী অঙ্গীকৃত হয়। ১৯৩৮ সালে হোয়াইট সিটির স্থান গ্রহণ করে আল্‌স কোর্ট।

যন্ত্রপাতি লন্ডনের কুচীর দশকে অঙ্গীকৃত তুটিন প্রদানিত জেলাগুলিতে বৈদেশিক ক্রেতার সংখ্যা হয় গড়গড়তা ৫,০০০। তারা যে সকল সময় মেলায় প্রদানিত প্রবোর উৎকর্ষের আকর্ষণে দেখানে এসেছে তা নয়, তারা বিশ্বব্যাপী প্রচার অভিযানে আকৃষ্ট হয়েও এসেছে—১৯২৮ সাল থেকে এই প্রচার অভিযানে অর্থ ব্যয় করে আসেন গভর্ণমেন্ট।

১৯৪৭ সালে তুটিন প্রদানিত মেলা দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় অঙ্গীকৃত হয়। লন্ডন ও বামিংহাম দুই স্থানেই ব্যাপকভাবে মেলা অঙ্গীকৃত হয়। ১৯৫১ সালে অনিলিয়া, আল্‌স কোর্ট ও কান্সল ব্রদউইচে এই মেলায় লব্ধ স্থান গ্রহণ করা হয় ১,০০০,০০০ বর্গ ফুট পরিমাণ। দেশীয় ক্রেতার সংখ্যা হয় ৯৫, ৪৫৫ এবং বিদেশী ক্রেতার সংখ্যা হয় ১৯,২৬৬।*

* আঙ্গানী ২৪। যে এওমিরাল আল্‌স হাউটব্যাটেন লন্ডনের অনিলিয়াতে তুটিন প্রদানিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়েন।

তুটিন প্রদানিত প্রদর্শনী গত ৪০ বৎসর ধরিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই বৎসরই সর্বপ্রথম সরকারীভাবে ইহার উদ্বোধন করা হইবে।

লন্ডনের যে প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এনিজা বোর্ডের নিকট হইতে প্রদর্শনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নিকট হইতেই উপরিউক্ত বোষণা প্রচারিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর বামিংহাম শাখার (কান্সল ব্রদউইচ) পরিচালনার ভার বামিংহাম চেম্বার অব কমার্শের হস্তেই থাকিবে।

তুটিন প্রদানিত অঙ্গীকৃত হইবে আগামী ২৪। মে হইতে ১৭ই মে পর্যন্ত।

ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীমন্তোষ মৈত্রেয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ববর্তী আলোচনার ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তর লক্ষ্যকে ঘোঁটাছুটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচনার এই বিকাশের অগ্রদূত বহুদিনের আবির্ভাব লক্ষ্যকে চটিকতক কথা বলেই এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সমাপ্তি টানব।

১৮৫০ সালে কার্ণ মার্কল্‌স্‌ নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে ভারতে রুটিন শাপনের ফলাফল প্রবন্ধে লিখে-
ছিলেন, “যদি জানি যে নিজেদের নিরক্ষরতার জন্যে তত্ত্ব কয় পরচে তুলা এবং অস্ত্রাস্ত্র কাঁচা মালের আশাতেই রুটিন মিল মালিকেরা ভারতে রেলপথ স্থাপন করতে চায়। কিন্তু যে দেশে কোথাও কয়লা রয়েছে, সে দেশের ধানবাহন ব্যবস্থার একবার বস্ত্রের আমদানী করলে দেশানে বস্ত্রপাতি তৈয়ারি আর হোদ করা যাবে না। সেইজন্য রেলপথই হবে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।”

ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের পরগতী দ্বারা মার্কল্‌স্‌র এই কথা কয়টির লজ্যতার প্রমাণ রয়েছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রেলপথ সেদিন এক সুশাস্ত্রর এনে দিয়ে-
ছিল। সেদিন রেল স্থাপনের ভার পড়েছিল আটটি বেসরকারী বিলাতি কোম্পানীর উপর। কিন্তু তাদের আর্থিক কোন সুফল ছিল না। ভারত সরকারের সাগে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে বলা হ’ল রেলপথ করতে কোম্পানীগুলির যত ভবি লাগবে তা’ তারা বিনা মূল্যে পাবে। আর যে পরিমাণ মূলধন তারা লাভ করবে তার উপর বছরে পতকরা ৫ টাকা সুদের গ্যারান্টি সরকার দেবেন। আর যদি ব্যবসাতে লাভ না হয় তবে রাজকোষ থেকে সুদের ঋক পুঁদিয়ে দেওয়া হ’বে। অবশ্য বলা বাহুল্য এই চুক্তির ফল হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্মক।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডব্লিউ, এন, মাদি লিখেছেন,—“টিকারোরের ব্যাং সংকোচ লক্ষ্যে কোন মাপা-
ব্যবাই ছিল না। সব টাকাটাই আগছিল ইংলেজ ধনপতিদের কাছ থেকে এবং বস্ত্রফল ভারতের রাজস্ব থেকে ৫ টাকা সুদের গ্যারান্টি থাকছে ততক্ষণ তাদের যেওয়া টাকা হগলী নদীর কলে নিক্ষিপ্ত হোক কিংবা ইউ-চুপ সুরকিতেই পরিণত করা হোক, তাদের কাছে সে কথার কোন মূল্যই ছিল না। —অযায় মনে হয়, এই সব কাজে যত অর্থ ব্যয়ে ঠে হয়েচে, তেমন আর কোথাও হয় নি।” সেদিন কোম্পানীগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশ যেটাতে ১৮৫৩ সন থেকে ১৮৬৯ সন পর্যন্ত ভারত সরকারের তহবিল থেকে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দতি পূরণ দিতে হয়েছে। ১৮৭৪ সন পর্যন্ত যে ৬ হাজার বাইল রেলপথ তৈয়ারী করা হয়েছিল তার জন্য সরকারের খরচ হয়েছিল ১০০ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ বাইল প্রতি ১৬ হাজার পাউণ্ড।

তা সে বাই হোক ভবু রেলপথ হয়েছিল। রবেন নতের Economic History of India পুথিতে সেদিনের রেলপথের ঘোঁটাছুটি হিসাব পাওয়া যায়।

১৮৫০ সন—	২০ বাইল	১৮৮২ সন—	১০,১৪৪ বাইল
১৮৫৬ —	২৭০	১৮৯২ —	১৭,৮৯৪
১৮৫৭ —	২৮৮	১৯০০ —	২৪,৭৬০
১৮৬১ —	১৮৮৮		

অবশ্য গ্যারান্টি ব্যবস্থার ফলে দস্তির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেষ অবধি ভারত সরকার কয়েকটি রেলপথ পরিচালনার তার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরও

একটা কথা বলা দরকার, সেদিন শুধু মূল ব্যবসেই ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা হরনি, ইজিন, বরলাই বাহীরাড়ী, মালগাড়ী, রাসায়নিক প্রব্যাদি এবং অসংখ্য সরঞ্জামাদি ইংলণ্ড থেকেই আসত বলে ওদের দেশের বনপতিদের খোঁজাবারো।

রেলপথের সাথে সাথেই দেখা গেল, দুটিপ লগা রেলপথ করে ভারতের পর্যন্ত যাতায়াতের উদ্যোগ করেছে আর ভারতেরও কাঁচাখাল রেলপথ করে ছুটে চলল ইংলণ্ডের উদ্দেশে যানবাহন অগ্নিযুগে। ইংরেজদের এখানে আগমনের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য হ'তে চলল। A. K. Konel এর বই Economic Revolution of Public Works Policyতে উল্লিখিত রয়েছে—“তা, কল্যাণ এবং অক্লান্ত শ্রমেণ কল্যাণেই রাষ্ট্র-সেতু ও রেলপথ জনসাধারণের অর্থে নিষিদ্ধ হয়েছে।” রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল—শিশাহী-বিদ্রোহ লাগলকের চোখ খুলে দিয়েছিল। কালেই লাগনের খাতিরেও বেশকিছু আছে শুধু বাঁধবার প্রয়োজনও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন নি। রেলপথের মাধ্যমে খাদ্য চলাচল ব্যবস্থার সাহায্য করার যে সব ভাণ্ডা চেষ্টাছিল সেদিন তা চল রেলপথ স্থাপনের মূল কারণ নয়। কারণ আগেই বলেছি।

রেলপথের সাথে সাথে রাস্তাও তৈরী হ'ল—তাই স্বাভাবিক। যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনই এখানে রেলপথের জনক সেই প্রয়োজনই আধুনিক রাস্তারও জনক। উনিশ শতকের সোড়াত্তে ব্যাকডাম ধাতুনির্মিত রাস্তা নির্মাণ আবিষ্কার করেন। সেই ব্যাকডাম পদ্ধতিও এখানে অত্যন্ত হল। ফলস্বরূপ থেকে দিল্লী অবধি বিস্তৃত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ১৮৪৩ সালে তৈরী হ'ল। ১৯ শতকের শেষভাগে ৩৭,০০০ মাইল ধাতুনির্মিত পথ এবং ১,৩৬,০০০ মাইল কাঁচা ইট সুরক্ষিত পথ তৈরী হ'য়েছিল।

ভারতীয় বৃহৎ বহুশিখর বিকাশে পরিবর্তন ব্যাপ্ত হ'ল এই আদুল পরিবর্তনের কি প্রতিফলিত হ'তে-ছিল? প্রথমতঃ কৃষীশিল্পগুলিকে শেষ আবাত হ'য়ে নবনির্মিত কাপড়ের কলগুলির অল্প বাজার তৈরী সম্ভব হ'য়েছিল। আর কাপড়ের কলগুলির পক্ষে দেশের অন্ততরে মাল পৌঁছে দেওয়া এবং বিদেশে মাল রপ্তানী সহজ হ'ল।”

আগেই বলেছি পাণি ও গুজরাট ব্যবসারীরা এখানে ১৯ শতকের শেষভাগে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রেলপথের সাথে সাথে কাপড়ের কলগুলির দ্রুত বিকাশ হ'তেছিল।

স্থাপিত হবার সন—	কলের সংখ্যা—	নিযুক্ত জন
১৮৭২—৮০	— ৪৮	— ৩৪,৪০৭
১৮৮৪—৮৪	— ৮১	— ৬১,৪২৬
১৮৮৮—৯০	— ১১৪	— ৯২,২২৪
১৮৯৪—৯৫	— ১১৪	— ১০২,৪৭৮

[Gadgil—Industrial Revolution in India.]

অবশ্য এই কাপড়ের কলগুলিতে লম্বি পুঁজির পরিমাণ অতি সামান্যই ছিল—

মিল	স্থাপিত হবার সন	মোট মূলধন (টাকা)
আমেদাবাদ মিলস কোং—	১৮৬৭	— ৬,৪৪,০০০
আমেদাবাদ স্পিনিং এ্যান্ড মালুকাক্কাটরিং কোং—	১৮৭৭	— ৩,৫৩,০০০
গুজরাট স্পিনিং এ্যান্ড উইভিং মিল—	১৮৭৮	— ৮,০০,০০০

[Bombay Gazette Vol: IV.]

মহাত্মা বাণিজ্যের দিক দিগে যেখি সেখিন ভারতীয় স্ফুটার ২০ ভাগই বেত চীনে, বাকী মণ্ডলগ য়ালয়, বব্বিশ, আফ্রিকার ও রুটেনে। একথা স্বরণ রাখি যেন, তৈয়্যারী যন্ত্র রুটেন থেকেই আসিত। বাই হোক—এই কালভের কল থেকে মুদ্রাকালকর করে ভারতের উন্নতি বুঝায়া শ্রেণী আত্মনিক ভারী মণ্ডলগতির শিক্ষা গড়ে তুললেন। তামলেদকী টাটাৰ "টাটা আত্মগণ ওয়ার্কশ" তৈয়্যারী হ'ল—ভারতের প্রথম ভারী যন্ত্রনিগের পত্তন হ'ল—বিংশ শতাব্দীর প্রথম শালে। এই নিগের পত্তন সম্পর্কে কেব্রিকের অধ্যাপক আবিত সাংকর গ্রীব Life of J. N. Tata পুস্তিতে এক আশাশ্য বিবরণ দিগেছেন।

তখন ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের শৈলমকাল। দেশের লোক মূল্য গ্রহণ কবেছেন, স্বদেশী শিল্প গড়ে তুলতে হ'বে—ভারতীয়েরাই গড়বে ভারতীয় শিল্প—বিশেষী মণ্ডলকে আর প্রস্তর দেওয়া হ'বে না। সেই সময় মোহামক টাটা ও শালগা এই উদ্বেস্তে মূল্যমের আশায় ইংলেণ্ডের মূল্যমের বাজারে বর্গা দিলেন। কিন্তু সমভায় পূর্ণ হ'ল না। কিত্র লেনে দেশে। স্থির করলেন, দেশের নিগের পত্তন হ'বে দেশের মাত্রেষের টাকাতাই। আবেদন করলেন মূল্যমের তর মেলবানীর কাছে। আবিত লিখেছেন—"সকাল থেকে গতর রাত অবধি টাটারের বোখাই অফিলে সে কি অলভব তীড়; বৈশ্যবানী মূল্যম নিগোগ করবেন স্বদেশী শিল্পে। মলে মলে এলেছেন, বৃক ও বৃক, ধনী এবং সম্বীহ, পুঙ্ক ও মেয়ে—যার বা সামর্থ্য মূল্য নিগে। ৩ মণ্ডলগের মধ্যে সমগ্র মূল্যম (১২,০০,০০০ পাউন্ড) মণ্ডলগীত হয়ে মেল ৮ হাজার ভারতীয়দের কাছে থেকে।" কারখানা নিমিত হ'ল—মোমার্স টাটা এন্ড সল লিঃ নিযুক্ত হ'ল ম্যানেজিং এজেন্ট। ১৯১১ সালে মোহা উৎপাদন শুরু হ'ল। প্রথম মণ্ডলগ লাভের পরিমাণ ষাড়িয়েছিল ৮,৫৪,৫৮৯ টাকা।

অর্থাৎ ১২ শতকের শেষ ভাগে কালভের কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় বুঝায়া শ্রেণীর বে শৈলমকাল শুরু হয়েছিল বিংশ শতকে মোহা-ই-স্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা ও ক্রত প্রসাধের মাধ্যমে সে ভার যৌবনে পদার্পণ করল।

১৯৫৩ সালে ভারতে বীমা ব্যবসায়

ভারত মণ্ডলগেষ্টের বীমা কন্ট্রোলার সম্প্রতি গত ১৯৫৩ সনের বীমা ব্যবসায়ের কার্য বিবরণী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিগাছেন। "ভারতীয় বীমা বর্ষণকী, ১৯৫৪"-নামক ঐ পুস্তিকাটি হইতে জানা যাব যে, ১৯৫৩ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানমূহ ভারতে মোট ১৩৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার নুতন জীবনবীমা সম্পাদন করিগাছে। ঐগুলির বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ মোট ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসর বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানমূহ ভারতে মোট ১৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩ হাজার নুতন জীবনবীমা সম্পাদন করিগাছে। ঐগুলির বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

১৯৫২ সনের তুলনায় ১৯৫৩ সনে ভারতে অগ্নি ও বিবিধ শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মৌ বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাইগাছে।

সুত্তম সংযোজনা—বীমা কন্ট্রোলারের আলোচ্য বাহিক কার্য বিবরণীতে নিম্নলিখিত সুত্তম বিবরণ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে :—

(১) ভারতীয় বীমাকারীদের জীবনবীমায় প্রিমিয়াম বাকী পড়িলে কি করা উচিত এবং বীমা আইনের কয়েকটি ধারার অতিকুলন ;

(২) ভকেশ লাগায়ে আইন অনুযায়ী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়-ব্যয়াক ও প্রকৃত ব্যয় ; এবং

(৩) ভারতীয় বীমা সংস্থার জীবন ও সাধারণ বীমা পরিষদের কার্য নির্ধারক কমিটিগণের গঠন ও কার্যাবলীর পরিচয় ।

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ—১৯৩৮ সনের বীমা আইন অনুযায়ী ১৯৪৪ সনের ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে লগাকারী আনিকাভুক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মোট ৩১৯টি। উহাদের মধ্যে ২১৪টি ভারতীয় এবং অবশিষ্ট ১০৫টি অসারতীয়। ১১০টি ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান যার জীবন বীমা, ৪১টি জীবন বীমা ও অনাক্রম্য শ্রেণীর বীমা এবং ৬১টি জীবন বীমা ব্যতীত অনাক্রম্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। ঐ ঐ শ্রেণীর অসারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বৎসর ৩,১৩ ও ৮৮টি।

বীমা ব্যবসায়—পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪৩ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ অতিরিক্ত ১২০০০টি জীবন বীমা সম্পাদন করিয়াছে। ঐগুলির মোট মূল্য এবং বাহিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ও বৎসর ৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ৫০ লক্ষ টাকা বেশী। অসারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজও আলোচ্য বৎসর যার পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে ভারতীয় বীমাকারীদের মোট ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার বীমা চালু ছিল। ঐগুলির মোট মূল্য ও বাহিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৎসর ৮২৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ৩২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরের তুলনায় পূর্ববর্তী বৎসর জীবনবীমার সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার, উহাদের মোট মূল্যের পরিমাণ ৩৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ও বাহিক প্রিমিয়াম ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা কম ছিল।

১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে অসারতীয়দের মোট ১৩১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা মূল্যে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার জীবনবীমা ছিল। ঐগুলির অল্প বাৎসরিক প্রিমিয়াম দিতে হইত ৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর বীমার সংখ্যা আর ১ হাজার কমিলেও উহাদের মোট মূল্যের পরিমাণ ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ও বাহিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।

বহির্ভাৱে জীবনবীমা—১৯৪৪ সনে বিশেষে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের আর ৩০ হাজার জীবনবীমা সম্পাদন করে। ঐ বৎসরের শেষে ঐরূপ জীবনবীমার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭২ হাজার ও উহাদের মোট আর্থের পরিমাণ ৭৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকার দাঁড়ায়।

আলোচ্য বৎসর ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের উহাদের সকল চলতি জীবনবীমা ব্যবস ৪৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আর ও ২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ঐ বৎসর ভারতে জীবন বীমা কার্যে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আর ও ২ কোটি ৬২

লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ফলে ভারতীয় ও অসহায়তীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবন বীমা তহবিলে বলাক্রমে ২৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে।

আশিরা কক্ষা—১৯৫০ সনের কার্য বিবরণী পর্যালোচনা করিয়া বীমা কন্ট্রোলার এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নতুন ব্যবসায় কার্যে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য বৎসরে বিশেষ লাভ-বান হইয়াছে। গত মহানুজ ও দুর্ভোগের সময় চইতেই ভারতে জীবনবীমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নব্যভারতের গঠনে উহার অবদান অশেষ। পরিলেখে এইরূপ অভিযন্ত ব্যক্তি করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থাও উন্নতি ঘটিবে এবং ঐরূপ অবস্থার জীবনবীমার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

রহিত—বীমা কন্ট্রোলার তাঁহার রিপোর্টে একটি ছকের সাহায্যে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান-সমূহের বীমা রহিতের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায় যে, নতুন বীমার একটি বৃহৎ অংশ রহিত, বিশেষতঃ প্রবাসস্থার রহিতের ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বীমা কন্ট্রোলার এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশের আর্থিক অবস্থা নির্গত কার্যে বীমা-রহিতের প্রভাব কম নয়। ১৯৪০ সনে মোট রহিত বীমার শতকরা ৮.২ ভাগ রহিত হইয়া গিয়াছে।

ব্যয়ের পরিমাণ—১৯৫০ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনবীমা তহবিলের দ্বারা বলাক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ৩.৪০ শতাংশ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভারতীয় ও অসহায়তীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার ব্যয় বলাক্রমে ২৭.৩ শতাংশ ও ২০.৭ শতাংশ হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর ঐ পরিমাণ বলাক্রমে ২৭.২ শতাংশ ২২.৪ শতাংশ ছিল।

প্রিমিয়ামের ভিত্তি—বীমা কন্ট্রোলার বিভিন্ন ছকে নৃত্যর দ্বাং, হ্রস্বের দ্বারা ও ব্যয়বসাক দেখাইয়া ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনবীমার প্রিমিয়ামের দ্বারা নির্ধারণের নিয়মাবলী বিবৃত করিয়াছেন।

মূল্য নির্ধারণ—আলোচ্য বর্ষগতীতে ৪২টি ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৩৯টির লাভ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৩০টির লাভের টাকা বীমাকারী ও শেয়ারহোল্ডার দের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯টির লাভের টাকা মজুত রাখা হইয়াছে। ১০টি প্রতিষ্ঠানের লোকসান হওয়ার ১০টির লোকসান আংশীকৃত মূল্যবনের দ্বারা মিটান হইয়াছে এবং বাকী ৩টির ঋণটি কমাইবার কোনই ব্যবস্থা হয় নাই।

আইস লঙ্ঘন—১৯৫০ সনে ৩২টি ভারতীয় ও ২টি অসহায়তীয় বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ১৪টি প্রতিভেদে সোপাইটী বীমা আইন লঙ্ঘন করিয়াছে।

জীবনমতর বীমা—আলোচ্য বৎসর জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট ১৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার মধ্যে ৭ কোটি ৮৭ লক্ষ অগ্নিবীমা বাবদ, ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা নৌবীমা বাবদ ও ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অন্যান্য বীমা বাবদ আদায় হইয়াছে। উক্ত বৎসর বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ সকল শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৬ কোটি ২২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। উহার মধ্যে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অগ্নিবীমা বাবদ, ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা নৌ-বীমা বাবদ ও ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা অন্যান্য বীমা বাবদ আদায় হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর দেশী ও বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ সকল প্রেনীয় বীমার শ্রিমিগ্রাম আলোচ্য শতকরা ৩৫ ভাগ অগ্রনীয় বীমা, শতকরা ৪৩ ভাগ দেশীয় বীমা ও শতকরা ২০ ভাগ অগ্রনীয় প্রেনীয় বীমার দাবী মিটাইতে হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর বৎসরক্রমে শতকরা ৩২, ২৭ ও ২০ ভাগ দাবী মিটাইতে হইয়াছিল।

কতকগুলি ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান বিদেশে মো, অগ্রি ও বিবিধ প্রেনীয় বীমা করিয়া ১২৫০ মনে শ্রিমিগ্রাম ব্যবস মোট ৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ঐ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা অধিক।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট—১২৫০ সনের শেষে ভারতে ৩০,৪৭১ জন মহিলাসহ মোট ২৪, ১৪০ জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বীমা এজেন্ট ছিলেন। তাহাছাড়া ঐ সময়ে ৮৫২ জন শ্রিলিঙ্গাল এজেন্ট, ৪৩৩ জন চীক এজেন্ট ও ২,৬৩৭ জন লেনশাল এজেন্ট ছিলেন। আলোচ্য বৎসর দেশী ও বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে এজেন্ট প্রতি গড়ে ২, ৬১০ টাকা শ্রিমিগ্রাম পাঠিয়াছে।

পরিচালনা—১২৫০ সনের ছয়টা ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান এ্যাক্সিনিট্রেটরদের পরিচালনামণীনে ছিল। কতক বীমাকারীর আবেদন অনুযায়ী গত ১২৫৪ সনের ১২ই জুলাই তারিখে ভাগালক্ষী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডকে কার্যবাহ শুটাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনীশুং ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সকল কার্য পূর্বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

বিলোপ—১২৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বীমা আইনের ৪৭ (৩) ধারা অনুযায়ী মোট ১৬২টি নিয়োগ বীমাংশের ৩৩ বীমা কন্টেইনারের নিকট শেণ করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় উহারেয় সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক।

-হিন্দু ফ্যামিলি-

এন্ট্রিটি ফাণ্ড লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা-পণ্ডিত ইন্দরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর

ইং ১৮৭২

হিন্দু ফ্যামিলি বিল্ডিংস্

লি-১৩, মিশন রো এলটেনগন, কলিকাতা-১

এন্ট্রিটি

১। স্থায়ী অবস্থানে

গ্রীষ্ম আবাস শেঙ্গন

২। বৃদ্ধাবস্থার নিকট শেঙ্গন

ইন্সিওরেন্স

৩। জীবন বীমা

৪। মেয়াদী বীমা

৫। শিকারি ও বিবাহবীমা

বিস্তৃত ৩১-৩২-৩১ তারিখ পর্যন্ত জ্যাকুয়েশনের
বোমাল

প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসর

জীবন বীমা-১৫৭

মেয়াদী বীমা-১২৭

মাগামী ৩১-১২-৫৪ তারিখের জ্যাকুয়েশনের কাঙ্ক্ষিত অগ্রসর হইতেছে।

নব নির্ধারিত বোমালের তার মনোরম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নেফটাসী,

এম্প্লোয়ীদের কল

পত্র লিখন

জিলাদাইলাল কুইয়া, এম্ এন্স লি

এ আই এ (লন্ডন) (একচুয়াতী)

জাপানের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

শ্রমিকদের ভূমিকা

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি যেটো উৎপাদন ও শ্রমিক সংখ্যার বিচারে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের শতকরা ২২.৪টি ফ্যাক্টরীতেই শ্রমিক সংখ্যা ২০০ অথবা তাহার কম এবং মূল্য হিসাবে এই সকল ফ্যাক্টরীর উৎপাদন যেটো শিল্পের উৎপাদনের ৪২.২% অংশ। জাপানের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি রপ্তানীর দৃষ্টিতে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। উক্ত উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই রপ্তানী হয়।

অর্থনৈতিক অর্থবা সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য আলোচ্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহুতর সংস্থা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েকটি বৃহৎায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত; বহুতরক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই অধিক্ষেত্রে অংশ। তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি “Contracted Industries” “Commission Agencies” অথবা “Factors” নামে পরিচিত।

এই সকল প্রতিষ্ঠানে মনুষ্য-শ্রম অপেক্ষা মেশিনের উপরই অধিক নির্ভর করা হয়। নামে ক্ষুদ্রায়তন হইলেও পারিবারিক শ্রম অপেক্ষা ভাড়াট্টা শ্রমিকের উপরই অধিক নির্ভর করা হয়।

বৃহৎায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি—এই সমস্ত Contracted Industries এর উপর কি পরিমাণ নির্ভরশীল নিম্নস্থ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে—

শিল্পের নাম	নির্ভরশীলতার শতকরা হিসাব	শিল্পের নাম	নির্ভরশীলতার শতকরা হিসাব
রোলিং ষ্টেক (গ্রারী কলকল)	৭৭%	কাগজের কলের বয়সপাতি	৩৪%
কাছাকী শিল্প	৭০%	টেলিফোনের সুইচ বোর্ড	২৬%
যোটের পাড়ী	৬২%		

Contract System-এর সুবিধা এই যে, এই প্রকার বৃহৎায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির Over-equipment হইবার ভয় থাকে না। উপরন্তু দায়িত্ব শ্রমিক বিরোধের সম্ভাবনাও শুল্কের কোঠার পৌছায়। কলে চাহিবার দ্রুত বৃদ্ধি অথবা মন্দা ভাব কাটাইয়া ওঠা সহজ হয়। আরও বিস্তৃতভাবে বলিতে হইলে “The principal aim in giving contracts to contracted industries is to economise in the fixed capital investment and to distribute risks to the contracted industries.” এইরূপ ব্যবস্থার সহচরে ভাল উদাহরণটি হইল “বয়ন বস্ত্র শিল্প”। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশ বিশেষ পরবরাহ করে, যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

জাপানের এই সকল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে—

(১) সহরাকলের ব্যাকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক দ্বারে দাপন হিবে।

(২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে জন দিবার জন্য বিশেষশ্রেণীর ব্যাক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

(২) ইহা ছাড়া আরও একটি বিশেষ তথ্যের প্রতিষ্ঠিত হইবে বাহা হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কল দেওয়া হইবে।

(৩) কল গ্রহীতার অবস্থার সম্যক উন্নতি করা হইবে।

কাপানের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহারা অভ্যাসমূলক বাস্তবিক অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব-রক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থার free competition এর ক্ষেত্রে কাপানকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। The Smaller Enterprise Agency এক্ষেপে এই সকল অসুবিধা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাকে এই কাজে সাহায্য করিতেছেন ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত The Smaller Enterprise Finance Bank; আর সকলের শেষে আন্তরিক সরকার পক্ষ, বাহারা অর্থ ও সামর্থ্য উভয় দিক দিয়াই ইহাদ্বিককে সাহায্য করিতেছেন।

শ্রমিকদের সরকারী বীমা পরিকল্পনা

ভারতের কারখানা শ্রমিকদের নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় এবং হুঃ-দুঃশা ভোগ করিতে হয়। এইগুলির মধ্যে রোগ বাতনা, অসুস্থতা এবং সন্তান সন্তানাকালীন অক্ষমতা শ্রমিকদের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কারখানা শ্রমিকদের জন্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তাহা তাহাদের সাধ্য ও প্রয়োজনের তুলনার অপ্রচুর; এবং কল্যাণপ্রভী রাষ্ট্রের পক্ষেও গৌরবের নয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের সরকারী বীমা আইন পাশ করা হয়।

এশিয়ায় এই আতীর আইন এই প্রথম পাশ করা হইল। যে সকল কারখানা পরিচালনার বিহীন শক্তি ব্যবহার করা হয় এবং ২০ জন অথবা তদধিক শ্রমিক কাজ করে সেই সকল কারখানার ৪০০ টাকা পর্যন্ত বেতনধারী সকল কর্মীর প্রতিই এই আইন প্রযোজ্য। খনি-সমূহে এবং সম্ভবপর কাজ চলে না এইরূপ কারখানাসমূহে এই আইন প্রযোজ্য নহে।

১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিলী ও কলপূর্বে এই পরিকল্পনা প্রথমে চালু হয়। এখন ভারতের প্রায় ছয় লক্ষ কারখানা শ্রমিক এই পরিকল্পনার আওতার আশিচ্ছাদিত। সমগ্র দেশে এই আইন প্রয়োগ করা হইলে মোট ১৪,০০০ টি কারখানার প্রায় ২৫ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

এই পরিকল্পনা অস্থায়ী শ্রমিকগণ পাঁচ বছরের সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন—

(১) চিকিৎসা সুবিধা :—পরিকল্পনার শুরু হইতেই রোগে এবং কারখানার কাজ করিতে করিতে আঘাত পাইলে বিনাযায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। নারী শ্রমিকদিগকে প্রাক্ প্রসব ও প্রসবোত্তর চিকিৎসা ও সর্বাঙ্গিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। বিনা ব্যয়ে ডাক্তারের পরামর্শ লাভ, ঔষধ লাভ, বাড়ীতে ডাক্তারের আগমন, হাসপাতালে চিকিৎসা প্রকৃতির ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাগ্রন্থী করা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা পরিচালনার ভার রাজ্য সরকারের উপর দ্রুত আছে।

(২) **অক্ষমতাকালীন সুবিধা** :—কারখানার কাজ করিতে করিতে কোনও আঘাত পাইলে বিনাখরচে চিকিৎসার সুবিধা তো পাওয়া যায়ই—তা'ছাড়া ৭ দিনের বেশী কাজে অশারস হইলে যেতনের অর্ধেক নগদ টাকাও পাওয়া যায়। অক্ষমতা যদি আত্মবিন হারী হয় তবে যেতনের অর্ধেক হারে পূর্ণ পেনশন দেওয়া হয়।

(৩) **শোষাবর্গের সুবিধা** :—যদি দূর্ভাগ্যবশতঃ কারখানার কাজ করিতে করিতে কোনও কর্মী এমন আঘাত পান বাহ্যতে তাঁহার মৃত্যু হয় তবে তাঁহার অর্ধেক যেতনের হারে পেনশন তাহার বিনয় স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে হয়। স্ত্রী পুত্র না থাকিলে অল্পতর শোষাবর্গের এই পেনশন দেওয়া হইতে পারে।

(৪) **রোগাকালীন সুবিধা** :—যে সকল প্রমিত তাহাদের নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়াছেন তাঁহারা রোগাকাল হইলে যেতনের অর্ধেক হারে নগদ টাকা পাইবেন। বৎসরে অনধিক ৭৬ দিনের অস্থিরতা হইলে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

(৫) **প্রসূতিকালীন সুবিধা** :—যে সকল নারী প্রমিত এই বীমা করিয়াছেন তাঁহারা ১২ সপ্তাহের অল্প দৈনিক ১২ আনা হারে অথবা রোগাকালীন সুবিধার হারে নগদ টাকা পাইবেন। তবে এই ১২ সপ্তাহের মধ্যে ৬ সপ্তাহ সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং ৬ সপ্তাহ সন্তান প্রসবের পরে হওয়া চাই।

প্রমিতেরা বীমা করিয়া প্রায় ২ মাস পূর্বত টাকা হিলে তবেই তাঁহারা রোগাকালীন বা প্রসূতিকালীন সুবিধা পাইবেন।

পরিচালনার পরিচালন ব্যবস্থা :—প্রমিতের সরকারী বীমা পরিচালনা পরিচালনা ব্যবস্থার ভার একটি বিবিধ সংস্থার উপর দ্রুত আছে। এই সংস্থার নাম এমসিওল স্টেট ইনসিউরেন্স কর্পোরেশন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারসমূহ, চিকিৎসক সম্প্রদায়, সংসদ, মালিক এবং প্রমিতদের প্রতিনিধি লইয়া এই কর্পোরেশন গঠিত। ১০ জন সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি এই পরিচালনা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

এই কর্পোরেশনের কর্তা হইলেন ডি.জি.এ.জেনারেল। যথাক্রমে চারিজন প্রধান প্রধান আফিসার তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন; তাঁহারা হইলেন, ইনসিউরেন্স কমিশনার, মেডিক্যাল কমিশনার, চীফ একাউন্টস অফিসার এবং এ্যাক্সিডেন্টারী।

এই পরিচালনা পরিচালনা ব্যাপারে দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে—বঙ্গা, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাস, কাপপুর এবং দিল্লী। প্রত্যেক অঞ্চলেই কতকগুলি স্থানীয় অফিস এবং ইন্সপেক্টর অফিস আছে। ১৯৪২ সালের মধ্যে দেড়শারো হইতে সমগ্রদেশেই এই বীমা পরিচালনার মালিকদের দের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থ সংস্থান :—মালিক ও প্রমিতদের দের টাকারই এই পরিচালনার অর্থ সংস্থান হয়। প্রমিতদের আয়ের প্রায় ২ শতাংশ হারে টাকা আদায় করা হয়। মালিকদের টাকার হার কোনও কোনও অঞ্চলে শতকরা ১১ টাকা কোথাও বা শতকরা ১৫ টাকা। যে সকল অঞ্চলে মালিকেরা

প্রমিতকর ক্ষতি পূরণ আইন অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ হিতে বাধ্য আছেন সেই সকল অফিসে তাঁহারা পতকরা দুই টাকা কম চাওয়া দিরা গাছেন।

প্রমিত ও মালিকদের বেহ চাওয়া বাদেও কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা পরিচালনার উই-
কৃতীয়োৎসে ব্যয়ভাল্ল বহন করিরা গাছেন। চিকিৎসা সুবিধা বাবদ বাহা বাব হইবে তাহার এক
চতুর্থাংশ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সরকার বহন করিবেন।

প্রাকৃতিক দিবলের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পাটরে, ইন্ডিয়ানীতে, ইন্ডোরে, গোয়ালিররে
এবং রাজস্থানে এই পরিকল্পনা চালু হইয়াছে এবং আরও ২২,০০০ প্রমিত এই পরিকল্পনার
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মুত্তম ব্যয়ভাল্ল—পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৎসরে অনুমিত ৪৬ দিনের অল্প যোগকালীন সুবিধা
পাওয়া যায়। ইহার পরেও যদি কোন প্রমিত অল্পস্থ থাকে আর কাজে যোগ দিতে না পারে তবে
তাহাকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় না। এই অল্পস্থিরা ছুঁব করিবার অল্প কর্পোরেশন দ্বিৰ করিরাছেন
যে, যে সকল প্রমিত বস্তা যোগে জুগিতেছেন তাহাদের অল্প আব ১০ সপ্তাহকাল অর্থ সাহায্য
দেওয়া হইবে।

কর্পোরেশন আরও দ্বিৰ করিরাছেন, প্রতি ৮০০ জন প্রমিতের অল্প একটি 'যোগশয্যা',
প্রতি ৪০০ জন নারী প্রমিতের অল্প একটি বস্তাযোগ শয্যা এবং বীমাভাবিণী প্রতি ৪০০ জন
নারী প্রমিতের অল্প একটি প্রস্থি শয্যার ব্যবস্থা করা হইবে। যেখানে যোগশয্যা ১০০ হইতে
যেই হইবে সেখানে একটি পূণক হাসপাতাল সংস্থাপনের আয়োজন হইবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে দ্র'চারটি কথা

শ্রীমদেচ্ছমার মৌদক

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের অগ্রগতির
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় যোগ করিরাছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে বিভিন্ন অংশে
ইহার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে এই পরিকল্পনা যে সাফল্য অর্জন করিরাছে এবং জনমনে যে উৎসাহ
ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারিরাছে তাহাকে অধিকতর কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে
পারিলে এবং স্থানীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শীঘ্রই দেশের জন বহলাইরা
হইবে বলিয়া আশা করিলে অস্তায় হইবে না। বীরে বীরে সারা ভারতের গ্রামীণরা এই
পরিকল্পনার প্রতি আগ্রহশীল হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ
করিতেছে। এই সাফল্যের বাবাই প্রমাণিত হয় এ জাতীয় পরিকল্পনার উন্নততর ও
ব্যাপকতর প্রয়োগের প্রয়োজন কত বেশী। ইহার সাফল্যের প্রধান কারণ হইল প্রথমতঃ
এদেশের জনসংখ্যার সামান্যতম ভগাংশে যাত্রা পহরবাসী থাকী সবাই গ্রামবাসী
এবং গ্রামীণদের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই এই পরিকল্পনার প্রধানতম লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ শহরাকূলের আধিবাসীদের সমুদ্রে জীবিকার্জনের বহুরকমের সুযোগ রহিত। এবং শিক্ষাশিক্ষার ও তাহারা গ্রামবাসীদের চাইতে অধিকতর অংশের। পক্ষান্তরে গ্রামবাসীদের মধ্যে সতকরা ২০ জনের অধিক নিরক্ষর এবং সেখানে আরের পূর্ণও সীমাবদ্ধ; এতদ্বারা জীবিকার্জনের তাত্ত্বিক গ্রামীণদেরই সাধারণতঃ শহরে আসিতে দেখা যায় কিন্তু অগ্রগত কারণে শহরবাসীদের গ্রামে বাইতে পূর্ণ কমই দেখা যায়। কাজেই উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন গ্রামেই সমদিক এবং গ্রামের উন্নতির মধ্যেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ দেশের সতকরা ৯০ জনের উন্নতির অফল হইতে বাকী জনকন বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে কাঁচামাল উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে, তার যোগান আসে ভারতের গ্রামগুলি হইতে। কাজেই গ্রামের উন্নতির সাপেক্ষে সমগ্র দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রকৃতি বিকসিতকৈ প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনাও প্রচুর রহিয়াছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই বিরাট সাফল্য নিহিত রহিয়াছে গ্রামীণদের উন্নতির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় ইহার লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত রাখার মধ্যে। এই পরিকল্পনাকে ক্রমে অধিকতর কার্যকরীভাবে প্রয়োগ দ্বারা সার্বিক ও সকল করিয়া তোলা যাবে এবং কিভাবে এই সাফল্যকে স্থায়ী ও বার্তাবিক করা সম্ভব হইবে তাহার আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র লক্ষ্য।

কর্মীমূল—এ জাতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে সর্বপ্রথম এবং সর্বোপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হইল সুযোগ্য কর্মী নির্বাচন। গ্রামীণদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এবং তাহাদের বি-
 শীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং গ্রামোন্নয়নের কার্যে হক্ষতা ও মানসিক প্রবণতা (aptitude) আছে এরূপ কর্মী এবং যতদূর সম্ভব কর্মীরাই উপযুক্ত কাজের যোগ্য। বিশেষতঃ সামাজিক শিক্ষাবিস্তার বিভাগের কর্মীদের (যাহি গ্রাম সেবকদের ও সামাজিক শিক্ষা অর্থায় Social Education বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলিয়া মনে করি) নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ এই বিভাগীয় কর্মীদের সমাজ উন্নয়নের প্রায় সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যোগ্যতা ছাড়াও বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রবেশিকা বা তাহার সমতুল্য হইলেও চলে। দেশের সমাজসেবীদের যথা হইতে যথোপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (aptitude test, intelligence test, ইত্যাদি) গ্রহণ করিয়া কর্মী নির্বাচন করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষাদানের পরই কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞ বিভাগীয় কর্মীদের স্বয়ং বিভাগের কার্যে যোগ্যতা, গ্রামোন্নয়নের কার্যে হক্ষতা এবং গ্রামীণদের সহিত মিশিবার বাস্তবিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে বাকী যে সমস্তটুকু আছে তার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীকে যথাযোগ্য শিক্ষাদান করিয়া গড়িয়া তুলিলে কার্যরত্নের সাপেক্ষে সাপেক্ষে একফল সুশিক্ষিত কর্মীকে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। ইহাতে কার্যের অগ্রগতি দ্রুততর হইবে এবং অধিক পরিমাণে উন্নত ধরনের কাজ করা সম্ভব হইবে। অগ্রদূতের অনভিজ্ঞ কর্মীদের অভিজ্ঞতা এমন সব জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে যদ্বারা উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত এমন কি অনেকক্ষেত্রে বানচাল হইয়া বাইতে পারে।

পরিসংখ্যান—কোন নির্দিষ্ট স্থানকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করার পূর্বেই সেই স্থানের একটি Socio economic survey, একটি land utilization survey এবং প্রতি গ্রামের গ্রামীণদের সামাজিক, আর্থিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাদির তথ্যপূর্ণ এক একটি বিবরণী সংযোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীদের দ্বারা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইহার ফলে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত প্রকৃত রূপটি উন্নয়ন কর্মীদের চোখে পড়া পড়িবে এবং পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথেই স্থানীয় প্রয়োজনাক্রম বায়না গ্রহণ সম্ভব হইবে। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তরূপ একটি সার্ভে করিলে অবস্থার আন্তর্গতিক তারতম্য দূর পড়িবে।

সামাজিক শিক্ষাবিস্তার—সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনার সর্বাধিক ব্যাপক ও প্রয়োজনীয় হইল তার সামাজিক শিক্ষা বিভাগটি। এদেশের গ্রামীণদের সাক্ষরতা ২০ শতকেরও অধিক নিম্নতর এবং তাহার ফলস্বরূপ গ্রাম্য মাটিতে নানান ভ্রান্ত সংস্কারের মূল দৃঢ় সংঘবদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ প্রাক-স্থানীয়তায় আমলে বিদেশী সরকারের সম্বন্ধ ও অবিশ্বাস সরকার ও জন-সাধারণের মধ্যে যে দূরত্ব বাধনাব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজ অনেক ক্ষেত্রে দূর হয় নাই এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিকল্পব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা তাহাতে ইচ্ছন যোগায। তদুপরি গ্রাম্য জীবনের সৌখ্যবদ্ধ সংযোগ-সুবিধার মধ্যে গ্রামীণদের অভাব অভিযোগ, তথ্য কষ্ট, আর্থিক ব্যাধি ও অন্তর্ভুক্ততার ফলে কিছুটা কৃশমণ্ডকতা অনিবার্য রূপেই আদিয়া গাকে। এই বিকল্প আবহাওয়াকে প্রতিরোধিত করিয়া উন্নয়ন প্রচেষ্টার অক্ষুণ্ণ করিয়া তোলা এবং সকলকে সক্রিয় সহযোগিতার পথে আনয়ন করা প্রধানতঃ এই বিভাগীয় কর্মীদেরই কাজ। নইলে জনসাধারণের বিরূপতার সম্মুখে সমস্ত পরিকল্পনা ভাসিয়া বাইবে এবং সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে কিংবা কিছুটা সংযোগ সুবিধা দানের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা সাফল্য দেখা গেলেও উত্তরকালে তাহার কোন চিহ্নই থাকিবে না। গ্রামসেবকরাই এই বিভাগের প্রধান কর্মী। তাহারা প্রতিগ্রামে গিয়া গ্রামীণদের প্রকৃত অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের স্বরূপ বুঝিবেন এবং পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীদের সহযোগিতার বিভিন্ন ব্যাপারে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। গ্রামসেবকদের সহায়তায়ই অজ্ঞাত কর্মীরা তাহাদের পরিকল্পনার প্রণয়ন করিবেন। এই বিভাগের মহিলা কর্মীরা গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যে কার্য করিবেন। ভারতের পর্যাংগণার ক্ষেত্রে এই কার্যের গুরুত্ব আরও বেশী এবং বধ্যাযোগ্য সাধনানুষ্ঠান অবলম্বন না করিয়া কার্যে অগ্রসর হইলে বিফলকার্য হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। যেটুকু সমস্যার প্রতিটি স্তরে বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে উন্নয়নের মূল প্রোথিত করিয়া দিতে হইবে—নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বাত্রে তারা বল-মত নির্বিশেষে সকলেই এবং প্রত্যেকেই সমগ্রসেবককে নিজের একজন সত্যিকারের হিতৈষী বলিয়া মনে করে। তাহা হইলেই এই সাফল্য লাভকে স্বাভাবিক করা বাইতে পারে।

কার্যপদ্ধতি—প্রতি গ্রামে স্বতন্ত্র একটি করিয়া স্ত্রী গঠন এবং সভা/সকল মহিলাদের সভা আলাদা মহিলা সমিতি গঠনই হইবে উন্নয়ন কর্মীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কার্য। এই স্ত্রী গঠন হইবে গ্রামের উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামের দুঃস্থদের নিরাশ্রয় করিলেও বলমত নির্বিশেষে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এই স্ত্রী গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট করাই হইবে উন্নয়ন

কর্মীর প্রদান লক্ষ্য। ইহাকে সর্বোচ্চভাবে প্রায় চল্লিশটির উপর রাখিতে হইবে এবং একতর ইহার চরম ক্ষমতা থাকিতে সরকারের তথা উন্নয়ন কর্মীর হাতে। এই ক্রাফের সত্যায়নের সহযোগিতায় গ্রামসেবক প্রাথমিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য যথা বাছাখাতি নির্মাণ, তরল পচিৎতা, পানীয় তলের সুব্যবস্থা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, কুটিরশিল্পের প্রসার, কৃষি ও শতপালন, সমবায় সমিতি গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মীদের সহায়তা করিবেন। ক্রাফের কর্মসূচী হইবে বহুমুখী। ক্রাফের নিম্নের কর্মীর উপর ইহার বর থাকিবে এবং ইহাকে সর্বসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ক্রাফের জন্য কিছু আসবাবপত্র, খেলাপূণার সরঞ্জাম পত্র পত্রিকা, সহজ পাঠ্য ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতি রাখা প্রয়োজন। বোর্ড একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ও কিছুটা ঔষধপত্রের সম্বোধিত করিয়া বিনামূল্যে সাধারণ অস্থিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে এবং গুরুতর রোগীদের জন্য ভাল ডাক্তার ও কেজি বিশেষ হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিলে ক্রাফের জনপ্রিয়তা অর্জন হইবে। সর্বল সমিতি, বৃহত্তা, উন্নয়ন বিষয়ক ফিল্ম প্রভৃতি প্রদর্শন দ্বারাও যথেষ্ট হৃদয় পাওয়া যাইবে। প্রতিটি ক্রাফে যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগে নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা ও বিনিয়োগ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ক্রাফের নিজস্ব ক্ষমিতে (Demonstration Plot) উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ও বিন্ধন, ত্রিফলন প্রভৃতির প্রদর্শন করিতে হইবে। এই ক্ষমির পরিমাণ অন্ততঃ তিন বর্গ (১ একর) হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামে স্থানীয় চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন কুটিরশিল্প শিক্ষাদান কেন্দ্র সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সম্ভাব্য সকল বয়সের উন্নত বয়সের কৃষি ও শিল্পের প্রদর্শন কেন্দ্র ক্রাফগুলিতে স্থাপন করিতে হইবে। প্রাথমিক আর্থিক ও সম্পূর্ণ বেকারত্বের কর্ম-সংস্থান ক্রাফের মাধ্যমে করিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীরা ক্রাফের সহযোগিতায় গ্রামে বাছাখাতি উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। এই ক্রাফগুলির মাধ্যমেই সরকার বিভিন্ন স্থানের সুযোগ প্রাধান্যবাহী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা, কাঁচামালের যোগান, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পাবেন।

সমবায় সমিতি—ক্রাফগুলির আর একটি বিশেষ কার্য হইল স্থানীয় চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সমবায় সমিতি যথা—(১) সমবায় কলপান সমিতি, (২) সমবায় কৃষি ও শতপালন, (৩) সমবায় কুটির ও অন্যান্য শিল্প সংস্থা (৪) সমবায় বিক্রয় সংস্থা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধিক। সরকারী সমবায় সমিতি বিভাগকে এ ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে কার্যে নামিতে হইবে এবং এই সমিতিগুলির পরিচালনার সর্বোচ্চভাবে সাহায্য করিতে হইবে, এই সমিতিগুলির পরিচালনার জন্য সরকারকে সর্বদা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ররোচিত থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে। এই সাহায্য যথাসময়ে যাহাতে সমিতিগুলির হস্তগত হয় এমনকি আইনের অধীনতা যথাসম্ভব দ্রুত করিতে হইবে এবং এ ব্যাপারে সমিতিগুলির অন্তর্বিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেটুকু সমবায় সমিতিগুলির সহিত সর্বসাধারণের পার্থক্য প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকার একটা পরিচালনার সফলতার উপর পরিকল্পনার জড়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে।

কৃষি ও পশুপালন, জলসেচন, পানিত জমির উদ্ধার—নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার উপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

১। যথা বরভোগীদের অতিরিক্ত বিলোপ করিয়া প্রকৃত চাষীদের মধ্যে দেশের সমস্ত আবাদী ও আবাস-যোগ্য জমি বন্টন। গ্রামের সমস্ত জমির জরিপ অগ্রযাত্রী শ্রেণী বিভাগ করিয়া আবাদী ও আবাস-যোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

২। ক্রাযের দ্বারা কতে সমস্ত কৃষি ও পশুপালন সংস্থার কৃষ্টি করিয়া গ্রামের সমস্ত আবাস-যোগ্য খাল জমি তাহার কাছে অর্পণ এবং ব্যক্তিগত জমিগুলিও বাহাতে সমিতির অস্থলুৎ হইয়া তাহার ব্যবস্থা করা।

৩। উন্নততর কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ, উন্নত বীজ ও সার প্রয়োগ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বি ও ত্রি ফলনের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাল, বাধ প্রকৃতি নির্মাণ করিয়া জল সেচন ও বজা নিরোধের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ট্রাকের দ্বারা অনাবাদী জমিকে আবাস-যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

৪। পশুপক্ষী পালন ও উন্নততর পশু পক্ষীর প্রজনন এবং উহার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—হানে হানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং গ্রাম্য বোয়ীদের চিকিৎসার দল প্রামাণ্য ডাক্তার নার্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

যোগাযোগ—গ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থা ও দেশে অতি পোচনীয়। জনসাধারণ ও বিভিন্ন ক্লাবগুলি সহায়তার সহকারে রাস্তা ঘাটের উন্নতি বিধান করিবেন বাহাতে গ্রাম্য পণ্যসমূহ সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হইবে এবং শহরগুলির সহিত সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

শিল্প—সমস্ত কুটিরশিল্প, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষেত্র বিশেষে বৃহৎ শিল্প প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন, যন্ত্রপাতি আমদানী, বিশেষজ্ঞের সহায়তার বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্মীদের শিক্ষাদান করিয়া হস্ত শিল্পী কবিয়া তোলা প্রকৃতি বাপারে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তবে এই হস্তক্ষেপ বাহাতে জনসাধারণের স্বার্থেও ভাবপ্রবণতার আবাস না দেয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থারও সরকারের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে।

অর্থবিনিয়োগ—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সুস্থকালীন অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং এই সংস্থার প্রচেষ্টায় যথাপ্রকারে অর্থব্যয় কৃষ্টি হইতে চলিবে না। ঠিক সময়টিতে জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতির সহুর্ভে প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় না করিলে এবং বিচার বিবেচনার অতিরিক্ত সময়ক্ষেপ করিলে পরে অধিকতর অর্থব্যয় করিয়াও আশাহীন ফল লাভের সম্ভাবনা পুণ্যই কম থাকে। একত্র আগে হইতেই বিভিন্ন পরিকল্পনার মূল্য তৈরী করিয়া যত্নী সভ্যর বার্ষিক বাৎসর হিসাবের বাজেট পান করা হইয়া পরচের সমস্ত দায়িত্ব বিভাগীয় কঠোরকর হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। বিভাগীয় মন্ত্রীদেব এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের

কর্তব্য জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে এবং প্রয়োজনানুসরণ লোক নিয়োগ অর্থব্যয় ও সরকারী বিভাগসমূহ পরিচালনার ভার সরকারী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে সব চাইতে ভাল ফল লাভের সম্ভাবনা।

আমিষ্য—পরিকল্পনা-নির্দিষ্ট সময় মধ্যে বিভিন্ন বিভাগকে তাহাদের বৎস্ব বাতাধিক সরকারী বিভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দিতে হইবে কিন্তু সাময়িক শিক্ষা বিস্তার বিভাগটিকে গ্রাম-সেবকগণ সহ একটি স্বাধীন বিভাগ হিসাবে বজায় রাখিতে হইবে। অবশ্য গ্রামের জনসাধারণ তাহাদের স্বার্থ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্মত হইলে এবং সমবেত ভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিলে এই বিভাগের লোক সংখ্যা প্রয়োজনানুসরণ কিছুটা কমান সম্ভব হইবে। কিন্তু ইহাকে একেবারে উৎখাত করা চলিবে না।

এইরূপে স্তূর্ষ কার্যপ্রণালী বীরভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে দেশের ও জনের স্বার্থ ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ অবশ্যপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ ও গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা

ঔপরিভোষ বন্দোপাধায়

স্বাভাবিক বাটোয়ার যে “পশ্চিমবঙ্গ” নামের পেরেছি তা তিনটি বিভিন্ন অংশের সমাবেশ। উত্তরে হাজলি, মলশাইগড় আর কুচবিহার নিয়ে এক অংশ, মাঝে পশ্চিম-দিনাজপুর আর মালদা নিয়ে এক অংশ আর দক্ষিণে পশ্চিম বাংলার দশটি জেলা নিয়ে তৃতীয় অংশ। এই তিন অংশের ভেতরে স্তূর্ষ বোণাযোগ ব্যবস্থার এমন অভাব রয়েছে যে মনে হয় যেন এরা তিন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অংশ! এর পরিণতি হয়েছে এই যে কলিকাতা থেকে হাজলি, মলশাইগড়, কুচবিহার কিংবা আসামে যেতে হলে কলিকাতা থেকে ট্রেনে শকরিগনিঘাট, সেখান থেকে ফেরীতে মনিহারীঘাট এবং আসাম লিফের বিহারের ভিতর দিয়ে তবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো হবে। এতে ভাড়াতো বেশী লাগেই, তাছাড়া সময় লাগে আর তিন দিন। আর মাল পাঠাতে হলে তো কথাই নেই! মালগোলাঘাটের পথ বন্ধ হবার পর থেকে ও অঞ্চলে বাতায়াত এক মহা স্বকমারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ কি শাসন সুখলার দিক থেকে—কি স্বর্থনীতির দিক থেকে—পশ্চিম বাংলার এই পোচনীয় বোণাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কতখানি প্রয়োজন তা সহজেই অস্ব্ষ্যেয়। প্রতিদিন চওড়া লাইনের মালগাড়ী (Wagon) প্রায় ২০০ গাড়ী মাল কলিকাতা এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান এবং তৈলবনি অঞ্চলের মধ্যে বাতায়াত করে। কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বার লিফট, নৌহ ও ইপাত এবং করলা আর আসাম ও উত্তরবঙ্গ থেকে আসে চা, পাট এবং নিজ তেল। শকরিগনিঘাট ও মনিহারীঘাটে

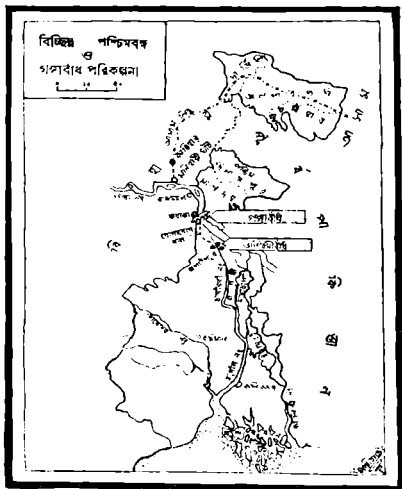
গলা পেরোবার সঙ্গে মাল চলাচলের যে কি দাকন অসুবিধে হয় সেটা তুচ্ছভোগী মাত্রই জানেন। অনেক ক্ষেত্রে মালের সঙ্গে বেশী ভাড়া দিতে হয়; তা'তে পড়তা বেশী পড়ে।

স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকেও উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অসীম। এই দিক থেকে পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ সমস্যা কেবল পশ্চিম বাংলারই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারত মুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা। অর্থও ভাবে থেকে প্রথমে ব্রহ্মদেশ এবং তারপর পূর্ববঙ্গের বিচ্ছিন্নতার ফলে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের সামরিক গুরুত্ব অভাবনীয় রকম বেড়ে গেছে; এবং তার ফলে এ অঞ্চলের সুই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে অপরিহার্য। আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গড়ে তোলবার যে প্রচেষ্টা কিছুদিন থেকে চলছে তার তেজস্বী রয়েছে এই বিশেষ অবস্থারই স্বীকৃতির স্বাক্ষর।

সরকারী প্রচেষ্টা—উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের এই যোগাযোগ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ পরিষদ (Central Transport Board) এ বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করে নিপুণ হন। এই অধ্যয়ন কার্যের অধিক ব্যয়ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করেছিলেন। উক্ত পরিষদ নির্দেশ দিয়েছিলেন গদার ওপর এক সেতু নির্মাণের। পরবর্তীকালে ভারতের পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্পর্কে পুনরায় যে অধিবেশন হয় তাতেও উক্ত পরিষদের সুপারিশকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু গদার ওপরকার এই সেতু ঠিক কোথায় তৈরী হবে তার স্থান নির্বাচন ও এই সেতু সম্পর্কে অস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য বহন “বিশেষবাইয়া সভা” নিযুক্ত হন তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে চেষ্টা। সঙ্গেও উক্ত সভা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত স্থান—ফরাকায় এই বাধ নির্মাণ সমর্থন না করে বিহারের মোকামাতে সেতু নির্মাণের সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে আরও যে দুটি জায়গার নাম উঠেছিল সে দুটি হচ্ছে পাটনা এবং ভাগলপুর। জানি না, মোকামাতে সেতু নির্মাণের সুপারিশের পেছনে কোনরকম “কিন্তু” ছিল কিনা, তবে গদাবাড়ীর স্থান হিসাবে ফরাকা তথা পশ্চিমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হয়েছিল প্রধানতঃ বার বাহাণের জন্য—বিশেষবাইয়া সভা এরকম নজরই দেখিয়েছিলেন। বাই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টার বিশেষতঃ স্বাধীন ডাঃ রায়ের আগ্রহে ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় সরকার “সেন্ট্রাল ওয়াটার এন্ড পাওয়ার কমিশন”র পরিকল্পিত ৪০ কোটি টাকার গলা বাধ পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় শক্তাব্যবস্থা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এই পরিকল্পনামতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে ফরাকা অঞ্চলে গদার ওপর একটি বাধ ও সেই সঙ্গে একটি সেতু তৈরী হবে এবং এরই নাম দেওয়া হয়েছে “গদা বাধ” বা “ফরাকা বাধ”।

বহিঃ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সাধনের জন্য গদাবাড়ীর বখেই গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্ব এবং দক্ষিণবঙ্গের পুনরুদ্ধারের বিশেষ করে কলকাতা বন্দরকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এককালে ভাসীরাবাই ছিল গদার মূল প্রবাহপথ। তারপর কালের প্রবাহে

নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা তাঁর পতিশথকে ঘুরিয়ে নিয়ে করিমপুর জেলায় গোয়ালন্দেব কাছাকাছি ঘিনিত হলেন একপুত্রের সঙ্গে, সেই সময় থেকেই ভাগীরথী তথা হুগলীর দূর্বলার দিন শুরু হয়েছে। এই দুর্বলার চরমে পৌছোলো যখন গঙ্গা তাঁর



পতিশথ সরিয়ে নিলেন আরও কয়েক মাইল উত্তরে এবং তাঁর ফলে ভাগীরথীর সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ একরকম বন্ধ হয়ে গেল। আমকের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে বর্ষার দুর্ভাগ (জাবন, জাদ্র) ছাড়া গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর যোগাযোগ একরকম থাকে না বললেই চলে। তাঁর ফলে ভাগীরথী নদী তথা সমগ্র হুগলী-পশ্চিমবঙ্গ আম দ্বারা লব্ধের দুখে উপস্থিত হয়েছে।

ভারতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কার্যকলাপ

আমেরিকার মিঃ হেনরি ফোর্ড ও তাঁহার পরিবারের অপর সন্তানের দ্বানে পুঁঠ প্রতিষ্ঠান ফোর্ড-ফাউণ্ডেশনের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ হইল নিম্নে প্রাচ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নব্য-স্বাধীনতা-পরু দেশগুলির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করা। ১৯৫১ সালে আমেরিকার প্রধান বস্ত্রী নেহরুজ আদ্বানে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের তখনাত্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ পল হুফ্ম্যান এবেশে আসেন। আর ভারতবর্ষে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কার্যকলাপ তখন থেকেই শুরু হয়। মিঃ হুফ্ম্যানের ভারত পরিভ্রমণের সময় বে রিপোর্ট রচিত হয় তাহাতে বলা হইয়াছিল, ভারত ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্য পাইবে দুই উপায়ে; "First, to initiate programs deemed urgent by the Government for which financing by ordinary procedures might be delayed; and second, to test out methods on which the Government was anxious to get best results on a scale board enough to prove their feasibility for national application."

সম্রতি (১০ই ফেব্রুয়ারী) প্রকাশিত ভারতবর্ষ ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কার্যাবলীর একটি বিবরণী আমেরিকার হস্তগত হইয়াছে এবং নিম্নের আলোচনাটি এই রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত।

ভারতবর্ষে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কার্যকলাপ ছিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বে সাহায্য দিয়াছে তাহার পরিমাণ হইল ৮, ২০৫, ৭০৫ ডলার। ইহার মধ্যে ৫০টি শিক্ষণ নিবিরের লক্ষ্যই ব্যয়িত হইয়াছে আর ১,৮৭০,৫০৫ ডলার। এই পরিমাণ অর্থ অপর কোন একটি বিষয়েও ব্যয়িত হয় নাই।

ফাউণ্ডেশনের বিষয়বস্তুতে বলা হইয়াছে যে, তিন বৎসরে মোট ৩১টি পরীতে তাঁহার প্রামোদন, ক্ষুদ্র শিল্পায়ন, শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যাবস্থা সংক্রান্ত কাজ করিছেন। সাহায্য করেকটি বাধে সফল পরিকল্পনাগুলি ভারত সরকার রচিত ও পরিচালিত। ফাউণ্ডেশন বর্তমানে সরকারকে প্রামোদনর ব্যতীত অন্তর্গত ব্যাপারেও সাহায্য করিতেছেন।

১৯৫৩ সালের যে মাসে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক অনুরোধ হইয়া, একটি International Planning Teamকে এবেশে আনেন, এই টীমের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ; তার মধ্যে তিন জন এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র হইতে।

ক্ষুদ্র শিল্পায়নের লক্ষ্য টীমের সুপারিশগুলি হইল—

1. Four 'Regional Multipurpose Institutes of Technology' to act as research training and extension service for small industries and craftsmen.

2. A 'National School of Design' to stimulate improved designs for commercial production by small industries and craftsmen.

3. A 'Customers' Service Corporation' and 'Export Development Office' to provide distribution and procurement services for craft products within India and abroad.

4. A 'Small Industries Corporation' to assist in obtaining and filling

Government indents, provided that the industries meet production and quality standards.

5. A 'Large Diesel Engine Plant' for training workers in the use of modern equipment while at the same time providing a source of cheap power.

6. 'Small "Demonstration" Pilot Plants' to manufacture agricultural implements.

7. A 'Marketing Service Corporation' and a 'Market News Service.'

8. Improved financing and credit facilities for small industry.

সরকার এই সুশাসিতগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

গ্রাহকগণে শিক্ষা ও সাধারণ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যকলাপেও ফাউন্ডেশনের বক্তৃতা লক্ষ্যণীয়।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে ফাউন্ডেশন ভারত সরকারের পরিকল্পনাগুলির বিশেষ প্রাশংসা করিয়াছেন।

তালুকদার কোম্পানীর

পূর্ণাঙ্গ সার

ধান পাট আলু প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলের উপযোগী বিভিন্ন

পূর্ণাঙ্গ সার

অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করুন * জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখুন

খাদ্যে স্বাবলম্বী হউন * বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায়

তালুকদার এণ্ড কোং (ফার্মাট লাইজারস্) লিমিটেড

২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

টেলিফোন : ব্যাঙ্ক ৫৮৮১ ও ৫৮২১

ভাল কাগজের দরকার থাকিলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, মোশ গ্রুপ কোম্পানী

২৫৬, সোম্বালো লেন, কলিকাতা

টেলিফোন :—ব্যাংক—৪২৭৬

শাখা অফিস : মোহনাকপুর (৮ নং চিকিৎসালয়ের উল্টো-দিকে)
বাঁকিপুর, পাটনা।

ডায়াপেপসিন



হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ
করান উচিত নহে। বাহ্যতে পাকস্থলী কিছু
বিশ্রাম পাও সেজন্য কার্য্যই করা উচিত।
ডায়াপেপসিন সেই কাৰ্য্যই করিবে। পাকস্থলীর
কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপসিন বহন করিবে
এবং খাদ্যের সাহায্যে লইয়া শরীরে বল আনিবে।
শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ
করিবে ও তখন পাত্ত হজম করা আর তাহার
পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপসিন দ্রিক
ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান
সহায়ক মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

১৯৫৪ সালে কলিকাতা শস্যের বাজার

সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে বিগত বৎসরটি (১৯৫৪) ছিল শস্যের বাজারের পক্ষে আশার বৎসর। বস্ত্র: খুব সামান্য সময় বাধে বৎসরের খেঁয়াল ভাগ সময়ই বাজারে তেজীভাব বর্তমান ছিল। ১৯৪৮ সনকে ভিত্তি বৎসর ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৫৭ সালে শুধু কলিকাতার শস্যের বাজারেই নয়, পূর্ণবীর অপর দুইটি প্রধান কেন্দ্রের শস্যের বাজারে— বৃহৎচট্ট ও মুক্তবাজার শস্যের বাজারেও তেজীভাব বর্তমান ছিল।

আমাদের শস্যের বাজারে বৎসরের প্রথম দিকে চা-শস্যের নেতৃত্বে মূল্যবৃদ্ধি শুরু হয়। চায়েই নীলামে দর চড়িবার আশা এবং উচ্চহারে ডিভিডেন্ডে ফেরতের পরই সকলে চা-শস্যের দিকে মূর্চ্ছিত পড়ে। দ্বিতীয় দফার কাগুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাজারের তাপ নির্ভরক শস্যের "ইতিহাস আচরনের" মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। দুইটি মিলে ধর্মঘট লব্ধ টিগলক শস্যের বাজার বেশ ভালই ছিল। কিছু লম্বাক জেলা শোনভ্যালী ও ইতিহাস কণারের প্রতি মূর্চ্ছিত পড়ে।

শস্যবাহকী পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ, বে-সরকারী মূলধন সম্পর্কে প্রচণ্ড কমিটির সহায়ত-স্বত্বকল্প প্রদান প্রভৃতি বিনিয়োগকারীদ্বিগকে চা, কাগু, ইতিহাসের প্রতি শস্যের বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করে। তবে ভারতীয় পরিকল্পনা দল কিছু সময়ের জন্য এই সকল বিনিয়োগকারীকে শস্যের বাজার হইতে সরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়। এই সময় সরকার কোল, গরিয়েট পেপার এবং প্রাচীন ছুঁ 'forward list'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

পূজার পর আশার করতবস্ত্র কমিটির রিপোর্ট, শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল, ম্যানেজিং এক্সচেঞ্জের ক্ষমতা হ্রাস সংক্রান্ত কোম্পানী আইনের সংশোধিত বিল, প্রধান মন্ত্রীর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংক্রান্ত বক্তৃতা এবং সরকার কর্তৃক বিজ্ঞান দর্পণপুর্বে গৌরব কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ বিলের গুরুত্ব সম্বন্ধে, কারণ শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতের উপরও ইহা প্রভাব বিস্তার করিবে।

শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ বিলের উদ্দেশ্য হইল কট্টকারীগুলির কর্মক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা। আলোচ্য বিল প্রধানতঃ উদাস ও গরওয়াল কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। আলোচ্য বিলের প্রধান ধারাগুলি যথাক্রমে—(১) Spot transaction ভবিষ্যতে না হইয়া সেই স্থানেই হইবে (২) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এগোনিয়ামেন্টের অর্থ বা যে কোন সন্তোষ বন্দিগত তদব করিতে পারেন। (৩) Dealer ও Jobberদের লাইসেন্স বাবিত্তে হইবে। (৪) যে কোন শাসনিক লিঃ কোং ইচ্ছা করিলে শস্যের বাজারে তাহার শস্যের দর তালিকাভুক্ত করিতে পারেন। যদি শস্যের বাজার তাহার শস্যের দর তালিকাভুক্ত করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে সরকার এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। ইহা ছাড়া "option transaction" প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়েও নূতন নীতির কথা বলা হইয়াছে। বিল সম্পর্কে তথ্যগুণ্য মহল, ১৯৫৮ সালে শ্রীমন্তন বাহা বলিয়াছেন তাহার

পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলেন, "...unnecessary control may create a state of affairs which is worse than which sought to be remedied."

আলোচনার উপসংহারে বাজারের গতি-প্রকৃতি বৃদ্ধিবার তত্ত্ব কয়েকটি নির্বাচিত শ্রেণীর দ্বারা উদ্ভাবনা আয়োজন করিয়া 'আপ' করা যায় পাঠক সাধারণ ইহা হইতে ১৯৪৪ সালের বাজারের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কোম্পানীর শেয়ার

	১লা জানুয়ারী			১৪ই ডিসেম্বর		
	টাকা—আনা—পাই			টাকা—আনা—পাই		
বিশ্বনাথ	৩৪	২	০	৪২	৪	০
বঙ্গাকর	৮	১০	০	১১	৮	০
হাওড়া	২৪	১	০	৩০	৬	০
ন্যাশনাল	২৪	৪	০	৩২	১০	০
শোন ড্যানী	৬	১৪	০	৭	১১	০
বি বি পেট্রল	২	৪	০	৪	২	০
টিউল্ড পেপার	৩৪	২	০	৩২	১১	০
হোয়াটস ইন্ডাস্ট্রি	১০	১৪	০	২০	২	০

জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ ও ভারতীয় ঐতিহ্য

পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ চালু করিয়াছেন। এই ঋণের পরিপূরক হিসাবে আরও কতকগুলি লব্ধী পরিকল্পনাও জনসাধারণের লব্ধ চালু করা হইয়াছে—বাহ্যতে সকল প্রকার আয়ের লোকই জাতীয় উন্নয়ন কার্যে অর্থ প্রদান করিতে পারেন।

উন্নয়নের লব্ধ অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সরাসরি জনগণের নিকট আবেদন—ইহাই এই ঋণ পরিকল্পনার গোড়ার কথা। ইহা ভারতে নূতন নহে। প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেরা টাকা তুলিয়া এই জাতীয় উন্নয়নের বরচ জোগাইয়াছেন এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে আছে। বনিক সংঘ, সমবায় সংঘ প্রভৃতি প্রচুর অর্থ দিয়া রাষ্ট্রকে অত্যাবশ্যক কার্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

জাতক কাহিনীগুলিতে দেখা যায় যৌবনোৎসব শালনকালের মধ্যে বনিক সংঘ, শিল্পী সংঘ প্রভৃতির অর্থসংগ্রহ এমন ছিল যে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের কাম করিত। কোম্পানী লিখিয়া গিয়াছেন যে ইহাদের অনেকে রাজাকে পবিত্র প্রচুর বর্ণ যৌনা ও অজ্ঞাত ব্রহ্ম বর্ণ দিত। আজকালকার ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি ঐ সকল সংঘের উত্তরসারক। ইহারান্ত আজকাল জাতীয় উন্নয়ন কার্যের অর্থ সংস্থান ব্যাপারে তৎপরপূর্ণ কার্য করিতেছেন। জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ ভাঙারে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া কতকগুলি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী ভারতের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছেন। তবে, অত্যন্ত ভারতের প্রয়োজনের

তুলনায় বর্তমান ভারতের প্রয়োজনের বিশালতা বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে জাতীয় উন্নয়ন কার্যের জন্য আধুনিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির আরও অনেক বেশী কঠিন অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। সমগ্র উন্নয়ন কার্যের জন্য নাগরিকেরা কেবল সাধারণ অর্থসংস্থান করিয়া থাকেন ইহা ভারতের চিরন্তন রীতি। বস্তুতঃ সমগ্র কল্যাণ ও পুর্নকার্য্যটির জন্য নাগরিকের হান ও গুণ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা ভারতের প্রাচীন রীতি। মহাত্মাষ্ট্রে পুঁত'- কার্য্যটির জন্য অর্থদান বা প্রদান ছিল স্থপরিচিত রীতি।

দশম শতাব্দীর আবিষ্কৃত কতকগুলি শিলালিপি হইতে জানা যায় তামিলনাথে অত্যাবশ্যক পুর্নকার্য্যটির জন্য গ্রাম্য সভাগুলি শ্রমিকটক্ মন্দিরগুলির পূর্ণ ভাতার হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। পরে বিক্রম কবের দ্বারা এক ব্যবস্থার ঐ মন্দিরের গুণ শোধ করা হইত।

যেহেঁ প্রথম অর্থ দ্বারা অথবা প্রদান দ্বারা সমগ্র ভিত্তিতে সমগ্র উন্নয়ন কার্য্যটি সম্পন্ন করার মজির মালিক, যম্বেল, শোলাপুর, বিজাপুর, তত্ত্বমিরি ও কাপিওরাত অঞ্চলের গ্রামগুলির প্রাচীন ইতিহাসেও বিদ্যমান।

অতীতে ভারতের নানা অঞ্চলে যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহাই আজকাল বহুতর ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের উন্নয়নের জন্য এবং ৩৯ কোটি লোকের উপকারের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কল্পণে পুনরায় চাপু করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আনুমানিক জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট, প্রোগ্রামিট পরিকল্পনা এবং অর্থ ও অলঙ্কার পরিকল্পনাগুলিও জনসাধারণের সুবিধায় প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি জাতীয় পরিকল্পনা—জনসাধারণের পরিকল্পনা। জনসাধারণই ইহার অর্থ সংস্থান করিবেন। জনসাধারণের সাহায্য, ও সহযোগিতায়ই ইহা সার্থক হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা গুণ ও আনুমানিক কল্পনাকল্পণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইগুলি জনসাধারণকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপাংগে ঘণাংগে অংশ গ্রহণের অশুভ সুযোগ বিদ্যমান।

জাতীয় অর্থনীতিতে বস্ত্র সঞ্চয়

অধ্যাপক শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত

সমাজে আমরা বাহ্যিকগণকে বস্ত্র অর্থের লোক বলিয়া মনে করি, সমস্তই হিসাবে তাহারাও বসণ্য নহে। বসণ্য তা নহেই বস্তুৎ কোন জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় একটি বিশিষ্ট বিভাগ। এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ বিষয়ে ভারত সরকার এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত অর্থ সম্পর্কে গুইই সমাধান। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে এইরূপে ভাগ করা হইবে—(১) ডাকঘরের সেভিংস্ হিসাবে সঞ্চয় অর্থ; (২) সাত বা দ্বারা বৎসরের প্রাপনান সেভিংস্ সার্টিফিকেট; (৩) শতকরা ৩ টাকার সুদী বৎসরের সেভিংস্ ডিপজিট সার্টিফিকেট; (৪) বৎসরের জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট এবং (৫) পনের বৎসরের মাসিক ভাতা বা প্রোগ্রামিট সার্টিফিকেট।

ইহাঙ্কের মধ্যে পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সর্বপ্রাচীন এবং পূর্ববর্তীগুলি কমবেশী সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি প্রথম স্থাপন হইতে অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) পূর্বে ইহাঙ্কে ক্রম্য পরিমাণ ছিল ২০,১৮,০০,০০০ টাকা। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্য ক্ষয়তা হ্রাস পায় এবং যুদ্ধের শেষে দেখা যায় যে সেভিংস্ ক্রম্য অঙ্ক ১৮,৮২,০০,০০০ টাকার ন্যূনতম। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যযুগী সময়ে প্রতিবৎসরই এই আমানতের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি হিসাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ১৯২১-২২ এবং ১৯৩০-৩১ সনে আমানত ত বাড়েই নাই বরং বণাক্রমে বাট এবং ৮৭ লক্ষ টাকা হিসাবে হইতে কুশিরা লওয়া হইয়াছে। ইহার হ্রাস কোন বাস্তবনৈতিক কারণ ছিল। কারণ ঐ সময়ে মহাযুদ্ধ গাঁড়ীর নেতৃত্বে ভারতে সরকার বিরোধী আন্দোলন চলিয়াছিল। ১৯০০-০১ সনের পর হইতেই আবার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এই সময় সোনার দর বাড়িয়া যায় এবং বর্ণ (distressed gold) বিক্রয়ের দ্বিত্বিক দেখা যায়। বর্ণ বিক্রয় লক্ষ প্রচুর অর্থ লেনদেন পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ হিসাবে জমা পড়ে। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩২-৪৫) আরম্ভ হয় তখন সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ক্রম্য পরিমাণ ছিল ৮১,৮৮,০০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আবার একবার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতের হ্রাস পায়। ১৯৩৮-৩৯ সনের যমা ৮১,৮৮,০০,০০০ ক্রম্য ১৯৪১-৪২ সনে ৫২,০৭,০০,০০০ টাকার ন্যূনতম। কিন্তু ইহার পরেই আবার ক্রম্য পরিমাণ বাড়িতে থাকে। অল্প ভাঙ্কখরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কীয় অজ্ঞাত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে এই সময় আমানত পুনর্বার বাড়িতে থাকে। ইহার একটি কারণ মুদ্রাস্ফীতি বা লন্ডনসহ ইহাঙ্কে লক্ষ্যে নাট। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট যখন দেশ বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তানে পবিত্র হয় তখন সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানত তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৫,৮১,০০,০০০ টাকা হইয়াছে। দেশ বিভাগের পর অল্প ব্যবস্থা অগ্রযাত্রী, উত্তর দেশের মধ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের অর্থ অর্ধের লেন দেন বা স্থানান্তর (transfer) হয়। ইহার ফলে ভারতে আগত উদ্বাসগণ পাকিস্তান হইতে প্রচুর আমানত ভারত রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করিয়াছে। দেশ বিভাগের পর ভারতে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের অর্থ এইভাবে বাড়িয়াছে।

১৯৪৮-৪৯—১০,৮০,০০,০০০

১৯৪৯-৫০—১৫,১২,০০,০০০

১৯৫০-৫১—১৬,২৭,০০,০০০

১৯৫১-৫২—১২,৮০,০০,০০০

১৯৫২-৫৩—১৭,৮০,০০,০০০

১৯৫৩-৫৪—১০,২৬,০০,০০০ (সংশোধন সাপেক্ষ)

মোটামুটি ভাবে বল্য যায় যে প্রতিবৎসর বাড়তি ক্রম্য পড়িয়াছে প্রায় ১৮,০০,০০,০০০ টাকা।

অল্প-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে সাময়িকভাবে ১৯১৭ সনে, পোষ্ট অফিস ক্যান্সাটিকিটে বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা প্রযুক্তি হয়; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও অর্থ সংগ্রহের একটি সাধারণ পন্থা হিসাবে ইহা থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ক্যান্সাটিকিটের স্থলে নূতন ধরণের বণপত্র—পোষ্ট অফিস ডিকেন্স সেভিংস্ সাটিকিটে এবং জাপানাল সেভিংস্ সাটিকিটে চালু হয়। ক্যান্সাটিকিটে সরকারী বণ কতিয়ার অল্প প্রযুক্তি হইয়াছিল, কিন্তু এই নূতন সাটিকিটেগুলি চালু হইল মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করিবার অল্প। ভাঙ্কখরের ঠিকিট

কিনি। অল্প অল্প সময় ধাওয়া গাফাতে কখনও বা সার্টিফিকেট ক্রয় করা যাব তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকার অর্থ নির্যোগের পূরবার বরপ ক্রেতাকে আকর্ষক হইতে অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা হয়। অল্পস্বল্প হইতে ব্যাপকভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারের বিশুদ্ধভাবে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের আয়োজন উল্লেখযোগ্য। জনগণজননী প্রতিটি কালাতে পরিবেশনকারী হটলেও অল্পবর্তী সময়ে টাকা দিরাইয়া পাটবার ক্রিয়া উৎসাহিত ছিল। তবে ক্রয় কারিগর হইতে বস খেদী তিন পরে উঠা কালান হইতে ততই অর্জিত স্বেচ্ছা চার ও পরিমাণ খেদী হইতে। প্রথমে একনামে মাত্র ১০০০ টাকার হান্সনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। পরে উহা বাড়িয়া ২৫,০০০ টাকা করা হয়। নিম্ন-লিখিত সংখ্যা হইতে উহার জনপ্রিয়তা বুঝা যাইবে।

১২৭৮-৭৯ সনে বিক্রয়ের পরিমাণ	১৫,৮১,০০,০০০
১২৭৯-৮০	১১,৫৫,০০,০০০
১২৮০-৮১	১৭,০৭,০০,০০০
১২৮১-৮২	১৭,৫১,০০,০০০
১০৮২-৮৩	১৮,৭২,০০,০০০
১২৮৩-৮৪	২০,১২,০০,০০০ (সংশোধন সংশোধক)

সার্টিফিকেটে অর্থনির্যোগের বার্ষিক পরিমাণ ১৭,৫৬,০০,০০০ টাকা।

বিত্তীয় মহাদুর্ভোগের পরে আরও তিন প্রকার সার্টিফিকেট প্রবর্তিত হয়; যথা ১৯৮১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ঘোরাণী টোকারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট, ১৯৮৪ সনের মে মাস হইতে জ্ঞানদান প্রদান বণ্ড (আবক্ষর বণ্ডিত হুত) এবং ১৯৮৪ ১লা জুলাই হইতে পনের বৎসরের জন্য হ্যান্ডসিট বা বার্ষিক আত্ম সার্টিফিকেট।

১২৭৮-৭৯ সন হইতে বস সরকারের বেশ ক্রমোন্নতি দেখা যায়। ১২৭৮-১২৭৯ সনের মধ্যে নীট আদায় ১৬০,০০,০০,০০০ কোটি অর্থাৎ প্রতি বৎসরে ৩০,০০,০০,০০০ টাকা। ইহা পূর্বে সকলতার পরিচায়ক : কারণ ১২৩০-৩১ সনের মধ্যে অবিকল্প গোটা অগোচরগোচর বার্ষিক সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৭,১০,০০,০০০ টাকা মাত্র। ১২৩২-৩৩ সনের মধ্যে পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়ায় বার্ষিক ১৫,১০,০০,০০০ টাকা। ১২৭৮-৭৯ সন ধরে গোটা অক্লিষ্ট সেভিংস ব্যাঙ্কের যেটা সংগ্রহ ২৬,২০,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ১৬,০০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ এই সময়ে ব্যবসায়ী বা বানিজ্য ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা কতটা বাড়িয়াছে ৮,০০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু সেভিংস কতটা ৭,৬০,০০,০০০ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

সম্রাট ২৮শে ফেব্রুয়ারী অর্থমন্ত্রীর শ্রী চিত্তাভ্রম কেশবদেব তাঁহার বাজেট ভাষণে বস সরকার হইতে কেশবদেবের জন্য বহুপরিমাণে সাহায্য পাইবেন এমন আশা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে গাফাতে ছড়াক্রমে অর্থ সংগ্রহ হয়। এতটাই ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণের সাহায্য লওয়া হইতেছে। ১২৮৭ সনে নারী লোক আন্দোলনের (Women's Small Savings Campaign) মাধ্যমে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী আশা করিয়াছেন যে জ্ঞানদান প্রদান বণ্ড ও হ্যান্ডসিট সার্টিফিকেট প্রকৃতি ধাওয়া প্রত্যাশিত ৭১ কোটি টাকা সংগৃহীত হইতে পারিবে, তাহা এত বিবরে জনসমাজ এবং সাধারণের সহযোগিতা আরও প্রবল হওয়া দরকার।

রিমার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত পরী ব্যাঙ্ক অন্বেষণ কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) একজন ডাকঘরের মেনিসল, আমানত বাহাতে বৃদ্ধি পায় উহার উপর বস গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এক এই বিবরে কয়েকটা উপদেশ দিয়াছেন।

টাকা তুলিবার ক্ষমতা প্রবর্তন ইহাও অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি কলিকাতার রেনায়েন্স পোর্ট অফিসে সপ্তাহে চাইবার টাকা তুলিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। বারিভিত্তিক ব্যাঙ্কগুলিতে সেভিংস্‌ হিসাবে শতকরা ১৫০ বার্ষিক সুদ দেওয়া হয় কিন্তু পোস্টাল সেভিংস্‌ হিসাবে সুদের পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ২২। ইহাতে সাধারণের ন্যূনতম ডাকঘরে টাকা জমা রাখিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। পরিকল্পনা কমিশন কূত্র সন্ধ্যা হইতে ২৭০ কোটি টাকা পাইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন ইহা বাস্তবে পরিণত হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে।

— — —

সোভিয়েট অর্থনীতি প্রসঙ্গে

শ্রীঅচল বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েট অর্থনীতি প্রসঙ্গ অবতারণা করার পূর্বেই স্বীকার করে নিতে হয় তথ্যের ঠিকঠিকতা, যাও অভাবে কোন আলোচনাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধ নয়। সোভিয়েট অর্থনীতির আলোচনা বাস্তব অর্থনৈতিক তথ্যের বর্তমান অণায়া সম্পূর্ণ হয় না বলে, এই অসুবিধা সত্ত্বেও সোভিয়েট অর্থনীতি প্রসঙ্গের আলোচন।

সোভিয়েট অর্থনীতির সমর্থকেরা রাশিয়ার উদ্বাহরণ দিয়ে বোঝাতে চান যে, এই শ্রেণীর অর্থনীতির শক্তি ক্রম-বর্ধমান। তাই আমাদের আলোচা বিষয় হ'বে সোভিয়েট অর্থনীতি কিরূপ দ্বারে রাশিয়ার অন্তর্গত অংশকে উন্নত করেছে, করছে এবং করবে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, আমাদের শক্ত্যাবিকী পরিকল্পনাগুলি (যদি আমাদের কোন পুর্নির্ধারিত অঙ্কিত হয় যে পর পরিকল্পনাও) সোভিয়েটের শক্ত্যাবিকী পরিকল্পনার দৃষ্টান্তে রচিত। অংশ একথা ঠিক যে, আমরা আমাদের উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে সোভিয়েটের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনা করবনা। আমরা শুধু দেশব আমাদের অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে সোভিয়েট অর্থনীতির অগ্রগতির তফাৎ কোণায়, কতখানি এবং তার ফলাফল কী।

লেনিনের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে সোভিয়েট রাশিয়া War communism পরিত্যাগ করে New economic policy গ্রহণ করে। নতুন অর্থনৈতিক নীতির মূলমন্ত্র ছিল Smolenska অর্থায়ন মাঠের চারি আর কণের প্রতিক্রিয়ায় মণা বন্ধুর বজার রাখা। - এর ফলে ১৯২৫-২৬ সালে রাশিয়ার অবস্থা দাঁড়ায়—

(১) বৃহৎসংখ্যক শ্রমিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হ'য়েছে; (২) শিল্পী উৎপাদন বৃদ্ধ পূর্বতনের দিকে পৌঁছিয়েছে; (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধ পূর্বতনের তুলনায় উঠে ডাগ। (৪) চাষের প্রথা অল্পত এবং চারী ও কৃষিহীন কৃষকের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন।

এরও প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯২৮ সালে রাশিয়ায় প্রথম শক্ত্যাবিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শক্ত্যাবিকী পরিকল্পনার সাপলা বিচার করতে হ'লে পারিশাষিক করেকটা অবস্থার কথাও আমাদের বিচার করতে হ'বে।

রাশিয়ার ইতিহাসে বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে বলে, তবে তখনও সেখানে পুরো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু হয়নি। বৃহৎসংখ্যক শিল্পশিল্প Glavki (শরকারী দপ্তর বিশেষ) অথবা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা (Vesenka) হাতে থাকলেও অসংখ্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী মূলধন এবং বেসরকারী মূলধন একত্রে কাজ করেছে। আশুপন পুষ্টিবীর্তি অংশ, লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২৭ জনের মত এবং সেই সঙ্গে অশুপন আর্থনৈতিক সম্পদ।

প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার কৃষি অংশেরা শিল্পের প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হয়। আবার শিল্পের মধ্যে শুধুমাত্র শিল্পের (মুদ্রার প্রকৃতি) প্রতি পঞ্চাব্দিকী দেখান হয়।০ সোভিয়েট সরকার দাবী করেন যে, প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনা পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেছে, অর্থাৎ ১৯০২ সালে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১০ ভাগ। মূলধন উৎপাদন বিশেষত্বের বৃদ্ধি পেলেও (ডঃ Arun chandra Guha: Russia & India—a comparative study. Hindusthan Standard—Dated 5. 2. 55) ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯২১-১৯২২ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের অবস্থাও তাই। নীচের পত্র উৎপাদনের তালিকার সাহায্যে উক্তিটিকে সহজবোধ্য করা যেতে পারে।

প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার প্রথমে ও শেষে সোভিয়েট রাশিয়ার শস্য উৎপাদনের তালিকা

(১০ লক্ষ টনের হিসাবে)

	ভিত্তিবৎসরের উৎপাদন (১৯২৮)	১৯০২ সালের প্রকৃত উৎপাদন	মোট হ্রাস বৃদ্ধি (১৯২৮-০২)	হ্রাস বৃদ্ধির শতকরা হিসাব (ভিত্তি বৎসরের তুলনায়)
গম	২১'২	২০'২	—১'৭	—৭'৮
বাণি	৪'৬	৪'০	—০'৬	—১০'৭
কোয়ার (maize)	৩'০	৩'৪	০'৪	১৩'১
ওট	১'০'৪	১১'২	—১'০	—৩২'১
রাই	১২'০	২০'০	২'৭	—১৪'০
মোট	৪৬'০	৬১'২	—১৫'৭	—১'১

এর পরেই আসে শুধুই প্রশ্ন। পঞ্চবৎসরও সূত্রীম সোভিয়েটে মালদ্বক, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—“The urgent task lies in raising shortly in 2 or 3 years the population's supply of foodstuffs, meat, fish, butter, sugar, textiles garments, footwear etc. The Soviet people are right to demand from us and primarily from the workers producing consumers goods durable, high quality and well finished goods.” সস্ত্রি পাটির প্রথম লেক্সিকারী ক্রমেই এই কথা বীকার করেছেন। অর্থাৎ মূলধন তুলনার গোপ্যবস্তুর উপর নজর আর কিছুই দেওয়া হয়নি, এবং ভোগ্যবস্তুর যেই উৎপাদন হয়েছে শুধুই বিক থেকে তা নিষ্কট।

• The key-stone of the plan was high rate of investment which amounted to between a quarter and a third of the national income and of the amount of it to be invested in industry (about a third of the whole); three quarters was assigned to heavy industry.” Dobb :—Soviet Economic Development since 1917. ch. 10.

এর সঙ্গে যদ্বাধ্যয়ন প্রত্যেক সংস্থা। কৃষির বিপাক বর্ষ তহিলে দেখা যাবে জীবনযাত্রার মান—
হ্রস্ব অপারেশন ও ধর্মকেন্দ্র, কিন্তু—উচ্চাভিলাষী হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে বলি পরিকল্পনার গোড়ার ও
শেষের উৎপাদনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মালোচনা এখানে সম্ভব হ'ল না, কারণ এ সম্পর্কে কয়েকটি
বিশেষ অস্থিবিধা আছে। রাশিয়ার যেখানে প্রকৃতি যুদ্ধান্ত্রে ভোগ্যবস্তুর (এগুলো মূলতঃ নয়
বলে) তালিকাও যেখানে হয়, আর এগুলি উল্লেখযোগ্য হারে ভোগ করলে আর জীবনযাত্রার
মানের কোন প্রভু থাকে না। এ ছাড়া আরও বহু অস্থিবিধা আছে। অর্থনীতিবিদ Lewis
বলেন, সাধারণতঃ জাতীয় আয়ের ১৫%—২০% লক্ষ্য ও বিনিয়োগ কোনরূপে কৃষ্ণতা সাধন ব্যতীত
করা সম্ভব, কিন্তু রাশিয়ার এই সময়েমোট জাতীয় আয়ের প্রায় ২০% ২৫% বিনিয়োগিত
হয়েছিল। আর একমাত্র অর্থ সাধারণের কৃষ্ণতা সাধন। মরিল্ ডব্লিউ, আলেক্সান্ডার বেকভা
অধ্যাপক সন্ধান দত্ত প্রভৃতিও মনে করেন যে, ১৯১০ সালের জুলাই ১৯২০ সালে জীবনযাত্রার
মানের উন্নতি হ'ল।

এর মাঝে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জুলাই করণ দেখা যাবে যে, বেশ
বিভাগের ক্ষয় ক্ষতি, প্রচুর জনসংখ্যা, (প্রতি বর্ষমাইলে প্রায় ২৮০ জন) পরিমিত প্রাকৃতিক
সম্পদ লব্ধে আশাধের অপ্রাপ্তি প্রসঙ্গসমীচ। একমাত্র মূলবস্ত্র উৎপাদন ছাড়া আর লক্ষ্য ক্ষেত্রেই
আমরা পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য পৌছাতে সমর্থ হয়েছি।
সর্বোপরি এদেশে সরকারের সহিত সাধারণের সহযোগিতা বাধ্যতামূলক নয়, বেক্সামূলক,
যেটো সোভিয়েট রাশিয়ার তিক্ত বিশপতি।

সম্প্রতি মালেনকভ তাঁর পঞ্চভাগ পত্র প্রায় ক্রিয়ানীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্যমু-
সন্ধানী মহলের বলায় মালেনকভ ও তাঁর বিরোধী পক্ষের বিবাক ক্রিয়ানীতি নিয়ে, নয় শির
নীতি নিয়ে। কিসের উপর ভোর দেওয়া হবে—কৃষির উপর না শিল্পের উপর, এ প্রশ্নটি শেলিনের
সহর থেকেই দেখা যায় এবং টোলিন ইউনিয়ন মহত্বেরও এটিও একটি কারণ। আজকের
প্রশ্নটি হ'ল কিসের উপর ভোর দেওয়া হবে—ভারী শিল্পের (যুদ্ধান্ত্র প্রকৃতি) উপর না হাল্কা
শিল্পের (ভোগ্যবস্তুর) উপর। মালেনকভ শেষেরটির পক্ষপাতী থাকার ভাঙে পঞ্চভাগ করতে
হ'ল। "ইকভেস্তিবা" ও "প্রাভলার" বিরোধ এই সাক্ষ্য দেবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গৃহীত নীতির ফলে সাধারণের জীবনযাত্রার
মানের দ্রুত উন্নতি হয়নি টো অনেকেই প্রমাণ করেছেন, আর বর্তমানে অস্বস্তি শিরনীতিতেও
যে তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এইটুকু বিশ্বাস আলনারা আমার উপর রাখতে পারেন। তবে হ্যাঁ,
এটা আজ বীকার করতে বাধ্য নেই যে, সোভিয়েট সরকার তাদের অস্বস্তি নীতিতে বেশরক্ষা
আবস্থা প্রচুর করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
কোনটাকেই বেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় কমান সম্ভব হয়নি, আর ফলে আজমগকতার জার্মানলকে
তার পরাভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আজও বেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় কমান হচ্ছেন।

সোভিয়েট অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক স্বরূপের ত্রুটি বিচুতি লব্ধেও একথা আজ বীকার
করতেই হবে যে অবনত অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্জীবন ও সংস্কারের ক্ষুদ্র পরিকল্পনার মান
অসামান্য। আর এই গবেষণার কেন্দ্রস্থল সোভিয়েট রাশিয়ার ও পরিস্রাবক ইহার নেতৃত্ব।

সকল প্রকার সাম্প্রতিক মহত্বের উদ্দেশ্যে যে অগ্রগতি রাশিয়ার বিশালিক অর্থনৈতিক সঙ্কাবে
সম্ভব হইয়াছিল, তার পটভূমিকায় যে মহত্ব উদ্দেশ্যের প্রেক্ষণ রয়েছে, তা সমগ্র বিশ্বের আদর্শবল।

• ইকভেস্তিবা—সোভিয়েট সরকারের মুদ্রণত অর্থ্য প্রকাশ মন্ত্রী (তখন মালেনকভের)
নির্ণেণে চালিত।

• প্রাভলার—সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুদ্রণত অর্থ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির লেক্সটোয়ার
(বর্তমানে ফ্রুংভের) নির্ণেণে চালিত পত্রিকা।

ভূদান যজ্ঞ ও আচার্য বিনোবা

১৫ই এপ্রিল, ১২৪:—আচার্য বিনোবাজী হাফজাবাদ জেলে গিয়ে দেখা করলেন লামাবাদী বিনয়ী বন্দীদের সঙ্গে:—যারা গত আড়াই বছর ধরে হাফজাবাদের গভীর, সর্বস্বার্থ চাষীর কল্যাণে জমীদারদের সাপে লড়াই চালিয়ে আসছেন।

বিশুদ্ধ হাফজাবাদ: একদিকে লামাবাদীজন আর তাঁদের গৃহ-ভাজন পানে সন্ত-প্রাপ্ত নিপীড়িত চাষী—আর একদিকে সরকারী সৈন্যবল। মুহুর্তের রূপ নিহেতে—হাফজাবাদ। চম্বী চাষী—যারা বুকের রক্ত কল ক'রে জমিতে ফসল কলায়—তার পাশ ফসলের উঠ ভাগ; তার সাপে পাশ ১ বানা কবল আর এক তোড়া জুতো। তারা বহু কাটার অধীভায়ে—কন্যাহারে; জমির মালিক ১০ ভাগ ফসল হাসিমুখে ঘরে তোলে, হাসিমুখে আনামে, ভোগের প্রাচুর্যে ঘণ্টা দিন কাটায়। যে সম্পদের অধিকারী হ'য়ে—মালিকের ঐ ঐবধ—ওর দৃষ্টির শিথনে তার প্রশ্ন কই? চাষীর মনে প্রশ্ন জাগে। তবে? এই চরম অধিচারের প্রতিবাদ চাই। লামাবাদীরা বিজ্রোহের আশ্রয় পেলে তুলেন হাফজাবাদে। জমিদারদের জমি কবরস্থ ক'রে চাষীদের মধ্যে বিলি ক'রেতে শুরু ক'রলেন। অপর লক্ষণ চূর্ণ ক'রে থাকল না; সরকারী সৈন্যবল জমি পুনরুদ্ধার ক'রে আবার তা' কিরিয়ে বিতে লাগল মালিকদের। চ'লল মারামারি, কাটাকাটি। অনেক লোকের জীবন গেল—অনেক সম্পত্তি নষ্ট হল। চারদিকে আতঙ্ক—অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে পালায়ে গেল।

চারিদিকে যখন এমনি আতঙ্ক আর বিতীর্ণতা, বিনোবাজী এলেন হাফজাবাদে 'সর্বোচ্চ' সম্মেলনে যোগদান করতে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। জামীনের কাছে শোবেন তাদের গৃহ-বেশনার কাহিনী। ১২৪ী ঘন নিরে অসুস্থ করেন তাদের বাধা। ১৩ই এপ্রিল সেলেন ভেলেস্তানার,—হাফজাবাদের ছিলো বিশেষ ভেলেস্তানার। সেলেন অহিন্স পন্থায় বিপ্লবী শক্তি সৈনিকের জুমিক: নিয়ে। ১৮ই এপ্রিল প্রার্থনা সভা ব'লল হাফজাবাদ নহর থেকে ৫৪ মাইল দূরে নলগোত্রা জেলার শোচমণ্ডী গ্রামে। গ্রামের অধিবাসী গ্রাম সবাই হাজির, বলে বলে এল প্রার্থনা সভায়। তাদের গৃহ কষ্টের কথা নিবেদন ক'রল বিনোবাজীর কাছে। সবাই তারা চাষী। নিজেদের ব'লতে জমি নেই তাদের, জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করে তারা। পেটে তাদের আর নেই, পরনে বস্ত্র নেই। বিনোবাজী মিজাপা ক'রলেন,—'কি হ'লে আপনারা স্থখী হন?' তারা একতাকে বলল,—'আমরা চাষী, চাষের জমি চাই।' বিনোবা প্রশ্ন করেন, 'কতটা জমি চাই?' সরল প্রকৃতি চাষী হিসেব করে। বলে, 'আমাদের ১০টি পরিবার—১০ একর জমি হলেই চলে।' বিনোবাজী আবার প্রশ্ন করেন, 'এতেই আপনাদের চ'লে যাবে?' চিরযুক্তি চাষী অব্যবশ্যে,—হ্যাঁ, আদর। অস্ত্র কামড় কিছু কিছু করি।' বিনোবা মিজাপা করেন,—'আজ্ঞা জমি যদি আপনারা পান—সবাই মিলে মিশে চাষ ক'রবেন তো?' সবাই বলে,—'হ্যাঁ, আদর। মিলেমিশে একসাথে চাষ ক'রব।' বিনোবা ব'ললেন,—'তবে একখানা দরখাস্ত করুন। চেষ্টা ক'রে দেখব।'

বিনোবাজীর মনে কল্পনা ছিল, সরকারকে হ'লে এই চাষীদের কিছু জমি পাইয়ে দেবেন। কিন্তু মনে প্রশ্ন উঠল, 'সরকারের কাছে যদি জমি পাওয়া না যায়—অথবা পেতে বিলম্ব হয় তবে কি করা যাবে?' এখানে তো অনেক লোকের অনেক জমি আছে, তাদের ক্ষেউ

কি এই জমিটুকু দিতে পারেন না ?' প্রার্থনা সভায় জমি কত আবেদন কানালেন। বললেন,— 'এই সভায় এমন কি কেউ নেই যিনি গরীব চাষীদের ক্ষেত্রে এই জমিটুকু দিতে পারেন ?' দরদী মানবাত্মার 'আজ্ঞানে লাফা' এল। উঠে গাড়ালেন শ্রীবাঘচন্দ্র বেড্ডী। বিনোবাছীকে বললেন,— 'আপনার হাতে আমি ১০০ একর জমি এই ভূমিহীন চাষীদের ক্ষেত্রে দিতে প্রস্তুত আছি।'

অবাক হলেন বিনোবা। যেখানে সামান্য ছাত্র জমির তত্ত্ব এত ঘামাঘামি, কাটাকাটি, সেখানে চাইঘাছাত্র শাওরা গেল ১০০ একর জমি। প্রয়োজন ছিল ৮০ একর—পাওরা গেল ১০০ একর।

ভূমি সমস্যা সমাধানের ইচ্ছিত পেলেন বিনোবা। পোচমশরীর প্রার্থনা সভায় ভূদান-বন্ধের চক্ষু হ'ল।

মনে প্রঙ্গ জাগে। 'এখন ক'রে চেয়ে চেয়ে কি এই বিরাট সমস্যা মিটেবে ?' অন্তরের লাফা পান,—'ভ্রম পেয়েনা, জমি চাইতে থাক।'

দিনের পর দিন প্রার্থনা সভায় জমি চাইতে থাকেন। জল, বাতাস, আকাশের মত জমিতেও যে সকলের সমান অধিকার আছে তা বুঝিয়ে বিনীত কণ্ঠে গরীব চাষীর ক্ষত্র জমি চাইতে থাকেন,—জমিও পান প্রত্যহ। হাফজাবাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ২২ হাজার একর জমি সংগ্রহ করলেন; প্রেমের পথে নানব চিহ্ন অধ করলেন। প্রার্থনা সভায় বলেন,—'আপনারা জানেন আমি সর্বোচ্চ সম্রাটের সেবক; সর্বোচ্চ ব'লতে সভার কল্যাণকেই বুঝায়। সভার কল্যাণই আমি কামনা করি। স্বাক্ষরস্থর ধূগ চ'লে গেছে, অভিজাততন্ত্রের ধূগও শেষ, প্রজাতন্ত্রের দিনও কুট্রিয়েছে। আজ আপ'ত সর্বোচ্চের দিন। সর্বোচ্চের অর্থ কেবল ভৌতাদিকার ছাত্র নয়, সকলের আন্তরিক সংযোগ। সবচেয়ে আমি আর আদ্যন্তে নথ, এই অগ্রকৃত্তি বাচ্যের ধূগ আপ'ছে।'

হেলেনানার ভূদান আন্দোলনের সাফল্য হেলে কেউ কেউ ব'লতে লাগল, 'তেলেজানার সাফল্যের মূলে রয়েছে সেখানকার সাম্যবাদীদের উৎসাহিত্ব। লোকে হ'বে জমি কিয়েছে।' কিন্তু বিনোবাছী ভাবলেন—'ভাতো নয়। আমি তো লোকের জব্বরের পরিবর্তন ক'রেই জমি পেয়েছি। সেখানে তো মানবতায়ই রূপন পেয়েছি।'

এখন সময় দিল্লী থেকে নেহরুর আহ্বানে ১৯৪১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর দিল্লী রওনা হ'লেন বিনোবা। পায়ে ধৌটে যাত্রা করলেন। ব্যতাপথে প্রতিক্রিয়া প্রার্থনাসভায় জমির আবেদন করেন। দিল্লী যেতে যেতে ২২ হাজার একর জমি পেলেন।

১১ দিন দিল্লীতে কাটি'য় বিনোবাছী উত্তর প্রদেশে রওনা হলেন ভূদান বন্ধের কাজে। ৬ মাসে ১ লক্ষ একর জমি পাওরা গেল।

মণ্ডার সর্বোচ্চ পর্ষী ধূগস্থলেন বিনোবা বলেন,—'যে অধিলে পহার আদরা স্বাধীনতা লাভ করেছে তা পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অকুলনীয়। আদ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের বলেই এ সম্ভব হয়েছে। সেই তপস্বী-মুক্তিতে নির্ধারিত রেখেই আমি একোটি একর ভূমিহানের কোটা নির্ধারিত করেছি। মিটিষ্ট সময়ের মধ্যে এ সম্পন্ন করতে আদ্যের বর্জমানের চাইতে একশ' শ্রম তত্ত্ব, শক্তি ও প্রচেষ্টা লাগতে হবে। আদরা বহি আগাদী

৪৫ বছরের মধ্যে তুমি সমস্তর সমাধান করতে পারি তবে পুণিহীরা নেতর আমালের কাছে আসবে। পুণিহীরা আসে না। অল্প নির্ধারণের পরে-চলো সে পুণিহীরা থাকে, পণ খুঁজে পাকে না। অহিংসার পথে সমস্তর সমাধান হ'তে পারে এ বিশ্বাস তাকেই নেই। অহিংসার দিক্‌লাভ ক'রে চরিত্রকে পণ দেখাতে হবে। এ কাজ উত্তম, কেবল উত্তমই নয় মৌলিকও হ'তে, আখার কেবল মৌলিকও নয় সাময়িকও হ'তে, আর কেবল সাময়িকও নয়, বিদগ্ধ সৃষ্টিকারী।

বিনোবা তুপান-বজ্রকে বলুন-প্রজাতন্ত্র-বজ্র। এ বজ্র পকার অস্ত্রবৈক হবে। ভারতের ৪ লক্ষ গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে বজ্রত: একটি ক'রে পরিবার বসাতে হবে এ একই কথি হবে। তাই ১৯৫০ সালের এপ্রিলে সেবাপুরীতে সর্বোচ্চ কর্মীদের সম্মেলনে সংকল্প করা হ'ল আগামী ২ বছরে প্রথম কিস্তি হিসেবে ২৫ লক্ষ একক জমি সংগ্রহ ক'রতে হবে। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলের মধ্যে ৮ লক্ষ একক, জুন মাস অবধি ১২ লক্ষ একক, আর কয়েক মাসের মধ্যেই ২৫ লক্ষ একক জমি সংগ্রহ করা হ'ল। বিনোবা সাহা ভারত থেকে আসে আসে অবধি ঘোটে ৩৬ লক্ষ একক জমি সংগ্রহ করেছেন। সাহা ভারত থেকে তিনি ২৪ খানা সম্পূর্ণ গ্রাম দানকরণ পেয়েছেন, আর পেয়েছেন ঐক্যপ্রোগ্রাম বারাবার ঐক্যবোদ্ধ মজুমদার, আসা দেবী, আর্দ্রাবতম্, প্রীতাক্ষের ভাড়াতী প্রমুখ ১০০ জন কর্মীর সমগ্র জীবন দানের প্রবৃত্তি সংকল্প। এ একটি একক জমি সংগ্রহের কাজে বহীরা আসে বজ্র-পতিকা।

তুপান-বজ্র সাহা গুনিয়ার চাকল্যের সৃষ্টি ক'রেছে। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব এসে বিনোবার তুপান-বজ্রের সফরে যোগ দিয়েছেন; হুঁততে চেষ্টা ক'রছেন—তার নতুন বৈশ্ববিক কর্মকাণ্ড।

জাতীয় কংগ্রেস তথা ভারত সরকারও আসে আন্তরিক সমর্থন নিয়ে এর শিখরে এসে দাঁড়িয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেসের বিগত আবারী অধিবেশনে তুপান-বজ্রকে অনুষ্ঠান সমর্থন করা হয়েছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন জনগণকে বক্তিত বেধে, কোটি কোটি জনসাহসীকে অনুপ্রাণিত রেখে আর বাট হোক মজুমদার 'ভাষা ভাষা' গঠন সম্ভব নয়। জাতীয় কংগ্রেস বা ভারত সরকার এরিধারে সচেতন। যে ভূমি সমস্তর সমাধানে সরকারের বহু যোগ: বিপ্লব, বহু অসীমিকর অস্বাভাবিক সমুদায় হ'তে হবে—বিনোবাজীর আলোচন সেট সমাধানকে প্রথমতঃ ক'রেছে; অপরকে ত্যাগশক্তি:ক উৎসাহ করেছেন তিনি। অগণিত আশাহীন ভাষাহীন জনতার জায়গার দাবী নিয়ে দেশের ভাইবোনের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন। নয় ভারত রচনার এই সমাধান সংকল্প তার দিক্‌লাভ করক। 'দর্পে ন: স্মৃতি: সত্য'। -

সহাবধান

অধ্যাপক ঐক্যবোদ্ধ তুপান তুপান

গত মহানুভব মহানুভব সত্য। যে লক্ষটের লক্ষখণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে মহানুভব রবীন্দ্রনাথ চিত্তিত হইয়াছিলেন। গত বৃহত্তর পর মহানুভব সত্যতা আরও গুরুতর লক্ষটের লক্ষখণ্ড হইয়াছে। হাইড্রোজেন বোম্বার আবিষ্কারের ফলে যাত্রা অনীম শক্তির সন্ধান পাইয়াছে। এই শক্তির ব্যবহার করিয়া সে লক্ষখণ্ডসমূহ লক্ষের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারে। সত্যতা ও সংস্কৃতিকে অজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক হইতে মুক্তি দিতে পারে। অথবা এই শক্তির অপব্যবহার করিয়া

* তুপান বজ্র আলোচন চরিত্রের বিরাট সমস্ত সমাধান নতুন আলোকপাত ক'রেছে। এ সমস্ত আলোচনের ভিত্তি—প্রচেষ্টা ঐক্যবোদ্ধ দানকরণ প্রদীপ 'আচার্য বিনোবা' বইখানা পাঠ করুন। মূল্য মাত্র ১২ টাকা।

মহাভাষ্যে বিনষ্ট করিতে পারে। একাধারে লগ্ন ও সূর্য দুজ্ঞা ও জীবনের এমন সম্মিলন ইতিপূর্বে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ঘটে নাই। ১৯৫৯ সবে চেয়ে সৃষ্টি প্রের, দুজ্ঞার চেয়ে জীবন প্রের একথা মাত্র জানে। সাধারণ মাত্র এই দুইটির মধ্যে অতি সহজেই প্রের ও প্রের বস্তুটিকে বাচ্চিয়া লইত এবং হাইড্রোজেনবাতিকে উৎপাদনের কাজে লাগাইত।

কিন্তু পৃথিবীর ভাটনৈতিক অস্থি: ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। গত মহাব্যুৎ বাহারা মিত্রভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, বাহারা সন্নিহিত ক্রান্তিসূত্র গঠন করিয়াছে, মাত্ৰ হাওয়া দুই শিবিরে বিভক্ত। পশ্চিমী শক্তিগুলি গণতন্ত্রের আর বাশিরা সমাজতন্ত্রের গোছাই পাড়িতেছে। বাশিরা পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব জার্মানীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভুত্ব প্রস্তাব করিয়াছে। তদুপরি চীনের সাম্যবাদী শক্তির তৎপারের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার ভূপত্রের অনিচ্ছা স্বেচ্ছা মাত্ৰ সাম্যবাদী শক্তি বিবর্তমান। চলতি অগ্র-পরে বাশিরা ও তহার পক্ষাবলম্বী রাষ্ট্রগুলি বিশেষ বলবানী। এমন কি অনেক ঘনে কখন যে আনবিক ও হাইড্রোজেন বোমার কথা যায় দিলে, বাশিরা সহজেই সমগ্র ইউরোপ দখল করিতে পারে। বাশিয়ার এই শক্তি বৃদ্ধিতে পশ্চিমী শক্তিগুলি বিশেষ বেগ করে এবং বিবোধী শক্তি সমূহের প্রতিরোধ মাত্ৰ আনবিক ও হাইড্রোজেন শক্তির ব্যবহার শাস্তি বিস্তার করিতেছে আর ভবিষ্যতের আশঙ্কাকা, বাশিরা ও ইংল্যান্ড এই তিনটি রাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করিয়াছে।

পূর্ব জার্মান সীমান্তে ও কোরিয়ার দুই শিবির অনেক ঘনামে, অনেক বেনামে যুদ্ধোদ্ভূত হইয়াছে। এই সময়ে কখনও কখনও আনবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ভয়কী হেতু হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন বোমা বিস্ফোরণ করা হয় নাই; কোরিয়াতে ভারতবর্ষ ও অত্রান্ত ক্ষুদ্রশক্তিগণের প্রোচেষ্টের ফলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই শান্তি স্থাপন কাণ্ডে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কোরিয়া ঘাইতে হইয়াছিল। তারপর ইন্দোচীনে চীন সমর্থিত কো-চিং-মিনের সৈন্য বাহিনীও সশস্ত্র কামালী সৈন্যবাহিনীর যে যুদ্ধ মাত্ৰ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল, তাহা গুরুতর আকারে দারণ করে। কোনেভা সম্মেলনে এই যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চৌ এন-লাই জেনেরা হইতে প্রজাবর্তনের পথে ভারতবর্ষে আসেন এবং পণ্ডিত জহরলালের সহিত অগাধ আলোচনার পর এক দৃঢ় বিসৃতি দেন। নিজ নিজ দেশের উপর লাবণ্যভাসব বীকার, সেলে কি প্রকার সরকার, গঠিত হইবে তাহা সেই দেশের লোকের স্থির করায় অনিচ্ছা, পরামর্শের সীমা বন্ধ। করা ইত্যাদি পাঁচটি নীতি এই বিসৃতির ভিত্তি। ইহাকেই Coexistence বা সহাবস্থানের নীতি বলা হয়। এই নীতির বচনিতারা মনে করেন যে ইহা শুধু এশিয়ার ন্যূনমাত্র পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিবোধী শিবির দুইটি সহাবস্থানের নীতিকে যদি স্বীকার করিলে পর তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা ভ্রাম্য পাইবে এবং হাইড্রোজেন বোমা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার হাত হইতে মাত্র বন্ধ পাইবে।

সম্মতি বাট্রাও বাসেল এক বিসৃতিতেই বলিয়াছেন যে যদি হাইড্রোজেন বোমার ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট পাওয়া যায় এবং দুইটি শিবিরই যদি এই বোমার দলকল বৃদ্ধিতে বাড়ে, তবে কোন রাষ্ট্র এই বোমা ব্যবহার করিবে না। তাহার মতে ভারতবর্ষই এই চূলধামালায় করিয়া যত্ন সহকারে অবজ্ঞাবাদী দুজ্ঞার হাত হইতে বন্ধ করিতে পারে।

যত্নঃ সহায়ত্বানের নীতি কোন নতুন নীতি নয়। বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইহা এক চিরস্থায়ী নীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। সমগ্র সমাজ বাধ্য এই সহায়ত্বানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজে প্রত্যেকের অধিকারের একটি নিশ্চিত পটী আছে। সেই পটীর ভিতর প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ব্যক্তিক স্বার্থের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সুদিন হইল এই যে একের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, অপরের সীমা সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর সহায়ত্বান যানে অপরের স্বার্থানের প্রতি নির্ভর উপাসনীয় নয়। প্রতিদিন অধিকারের এই প্রাপ্ততাপে অপরের সম্পর্কে আশিত হয়। তখন বিরোধ ও বিলম্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাস্তব সেই বিরোধের সীমালা করে। অতঃপর বাস্তব অভ্যন্তর ব্যক্তিগত বল প্রয়োগের নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত পূলাভিত্তিক হইয়াছে।

ব্যক্তিগতের স্থলে রাষ্ট্রপতির অত্যাধিকারবাহিতার অভিজ্ঞতার ফলে সম্ভব হইয়াছে। আজ মনুষ্য সভ্যতা আবার এক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তর যেমন ব্যক্তি সমূহের সহায়ত্বান সফল হইয়াছে, তেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি সহায়ত্বান করিতে পারিবে কিনা তাহারই উপর মনুষ্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। নীতিগত ভাবে সহায়ত্বান স্বীকার করিতে কোন রাষ্ট্রই অসম্মত নাই। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের অধিকার যেখানে শেষ হইয়াছে, অপরের অধিকার সেইখানে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব প্রতিদিন এই সীমাত্তে পরস্পর সম্পর্কে আসিবে এবং বিচার বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিবে। অতঃপর সহায়ত্বান যানে নিম্নের উপসর্গ লইয়া কোন একরে রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি টিকিয়া থাকে নয়। যদি প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রত্যেকের স্বার্থের হইয়া দুইটি দিগির পাশাপাশি অবস্থান করে, তাহা হইলে যে কোন সময়ে বিলম্ব ঘটতে পারে। এইজন্য সহায়ত্বান সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কেন না আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধিকতা ছাড়া আমাদের অনেকগুলি অভাব-অতিশয় বিদ্যমান। তাহা ছাড়া ভাষার ভাষার প্রচলনের ফলেই মনুষ্য সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছে। সেজন্য জাতির সহিত জাতির, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কে সুসংযম পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। অতীত ব্যক্তিগত পরিচালনা করিয়া রাষ্ট্রপতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্কে নিরস্ত্রিত করা হইয়াছে। আজ রাষ্ট্রপতি পরিচালনের সময় আসিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি যদি সার্বভৌমত্ব পরিচালনা করিতে পারে তবেই সহায়ত্বানের নীতি সফল হইবে। ঐতিহাসিক কারণে রাষ্ট্রপতির অত্যাধিকার হইয়াছিল, সেই কারণেই রাষ্ট্রপতি পরিচালনের প্রচলন উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু মানুষ কখনো সত্যকে প্রয়োজনের তালিকায় রাখা সে সৃষ্টি করে, প্রয়োজন শেষেও তাহাকে লঙ্ঘন ছাড়িতে চায় না। চিরন্তন নীতি মনে করিয়া তাহাই সে অংকড়াইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতির বেলায়ও এই কথা সত্য। রাষ্ট্রপতির প্রয়োজনীয়তা কখনোই গেলো একত্রীণের ন্যায় তাহা সেই অংকড়াইয়া বহিয়া আছে। এই কখনোই ত্যাগ করিতে না পারিলে সভ্যতার পরিচালনা নাই।

এই কখনোই ত্যাগ করিয়া লব রাষ্ট্র লইয়া, এক World Government গঠন করাই সহায়ত্বান নীতি সফল করার একমাত্র পন্থা।

কিন্তু পথ আছে বলিঘাট সেই পথ অগ্রসর হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। আর বাহারা হাট্টোড়কেন যোনা প্রসঙ্গ করিবারে তাহাদের মূঢ়ত্বের কুলে অপরা ক্রোধের ফলে সমগ্রা মনুষ্য সভ্যতা ধ্বংসের পথে ঘাইতে পারে। তাই, অবিলম্বে পৃথিবীর সমগ্র সমগ্র সমগ্রের World Government এর সংক্ষেপে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাহারা ভীষণ এই অগ্র প্রসঙ্গ করিবারে তাহারা যেজ্ঞার এইগুলি নষ্ট করিয়া দেলিখে এ আশা করা কুল। বরীজন্যর যে মহাদানবের অত্যাচারের গান সাহিরাডেন সেই মহাদানবের আবির্ভাব হইল। এখনই তাহার আবির্ভাবের স্তব্ধকণ। এই মহাদানব কোন ব্যক্তি নয় সমগ্র মানবচেতনার নতুন প্রকাশ। নৈশর হইতে যোবনে পূর্ণাঙ্গ করিলে মানবসত্তা যেমন এক অভিনবর লাভ করে। তেমনি আজ যাত্রর যে শক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহার উপরূপ হইতে চলে সমগ্র মানব সাধনারে অভিনব রূপ দিতে হইবে। যাত্ররকে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইবে।

— — —

বাংলার গৌরব—কুটির শিল্প তথা রেশম শিল্প

জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের উন্নয়নের আবশ্যিকতা সম্পর্কে দেশের সবচেঁহির চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ একমত। যদিও বহুদানে অধিকাংশ কুটিরশিল্পে শিল্পী লুপ্তপ্রায় এবং ধ্বংসের পথে, তথাপি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পড়ে চর লক্ষ লোক এই বহনের শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে এবং পুঁজুসম্মিলিত কোম্পানির অধিক জ্রব্য উৎপন্ন হয়। অধর কারখানা শিল্পে মাত্র চর লক্ষ লোকের অগ্রসংস্থান হয়। এই বহনের বৈচিত্র্য, কারুর নমনতা, শিল্পীর লগিতকলা পুঁজুসংক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ইহাও বহুর আধুনিকতা নাই, অপর গঠন শৌষ্ঠ্যের অভাব ঘটে না। অতি সাধারণ লোকেও বৈচিত্র্য পছন্দ করে। দৌখীন লোকে লগিতকলা চাহে, কেহবা আবার গঠনের অসাধারণতা ভালবাসে। যেখানে বহুর বাতা ব্যক্তিগত অভাব মেটানো যায় না, সেখানেই কুটির শিল্পের জর। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে আজও সাত্তে চর লক্ষাধিক লোক কুটির শিল্পে বাতা অগ্র সংস্থান করে।

তাছাড়া ছাড়া আর একটি কথা। বন বসতিপূর্ণ দেশে লক্ষনও ব্যক্তিগত শিল্পের বাতা বেকার সমস্যার সমাধান, জীবনযাত্রা-মানের সমতা রক্ষা এবং কুটিরগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফ্রান্স একটি বিশেষর দেশ। কিন্তু ফরাসী কুটির ও সংশ্লিষ্ট কুটির শিল্পের ফরাসী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুঁজু ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে লক্ষ্য হইয়াছে। এখানকার বেষম শিল্পের কাকতালীয়বচিত লেস ও অজ্ঞাত বস্তুকাত দৌখীন জ্রব্য, বন্ধ-জ্রব্য প্রস্তুত শিল্প, বন্ধ শিল্প প্রভৃতি আজও কুটিরবেই সম্পন্ন হয়। সুইডারল্যান্ড ও কাপানও কুটিরশিল্প প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার কুটিরশিল্প অতি প্রাচীন ও অতি লম্বা। এককালে বাংলা দেশের বহুশিল্পের আত্মজাতিক প্রসিদ্ধি ছিল।

ঢাকাইল্ল মসলিন বাংলার উপর পাতিয়া রাখিলে ও ব্যক্তিগত তাহার উপর শিল্পের পতিলে, কাপড় কেবাই ঘাইত না। একটাঃ আঁটির ভিতর দিয়া একখানা মসলিন অনান্যসেই টানিয়া ব্যতির করিয়া লওয়া হইত। ভাতীবা অতি প্রত্যুবে উত্তিয়া একটি বাখারির কাঠি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফটু করিয়া যেমন একটি কাপাসের বৃষ পুগিয়া হইত, অমনি বাখারিতে জকাইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই জুগা হইতে অতি ক্ষুদ্র হুতা পাঁকাট, তাহাতেই মসলিন তৈয়ারী হইত।

বহুশিল্পের সহিত ছিল বেষম শিল্প অসাক্ষাত্যে জড়িত। বাংলাঃ এই বেষম শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের তুলনা চর না। কেহ কেহ বলেন, বাংলার বেষম শিল্প অতি প্রাচীন—যেমন কি হযতো চীনের পূর্বেই বাংলাঃদেশে বেষম শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। আজকাল অমরা যে বেষম বেধিতে পাই, তাহাকে বন্ধ করিতে হয় এবং চীন দেশের বেষমও বন্ধ না করিলে

চলে না। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন বাংলার বেঙ্গল চাকী বড় না করিয়া নানা বড় বড় বেঙ্গল উৎসর্গ করিত। ইহাই ছিল বাংলার বেঙ্গল শিল্পের বৈশিষ্ট্য। মাগগুজ, লিঙ্গুচ, বঙ্গুল আর ঘটগাড়ে এই বেঙ্গলের শোকা কল্পিত। মাগগুজের শোকা হঠাৎ হুলস্থল তরতর বেঙ্গল হইত। লিঙ্গুচের শোকা হঠাৎ যে বেঙ্গল বাহির হইত তাহার ডে গুথের মত, বঙ্গুলের বেঙ্গলের বড় লতা, ঘট ও আর আর গাছের বেঙ্গলের বড় বনীর মত। এই লকলের মধ্যে সুবর্ণ-কুড়োর (মাগে) পটের (শাভাব শনম) লকলের চেয়ে ভাল। -----বাংলার বেঙ্গল বড় করিতে হইত না। গাছ বিনোদেব লাভার কড়ই কির বড়ের পত্রে হইত; আর এ বিলা বাংলার নিমন্ত, ইহা কম সৌরভের কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও এই শিল্পটি উন্নয়নযোগ্য স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে ও পুষ্টিশাসকতার এই শিল্পটির নানা ক্রটি বিদূর্তি লভেও ইহা অগণতির পথে। বাকুড়া, ঘোঁসীপুর, বীরভূম ও মুন্সিবাঙ্গ কোলায় লানাবে বেঙ্গলের কুটি হইতে পত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র বস্ত্র হয়। কুত চায় ও বেঙ্গল উৎপাদনে মালতর কোল সর্বিশেষ উন্নত। একটিমাত্র কেন্দ্রে প্রায় প্রায় ১৮ লেব বেঙ্গল উৎসর্গ হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই প্রকমায় ২ লক্ষ শাউর কাটা বেঙ্গল উৎসর্গ হয়। ইহার পরিমাণ ভারতের মোট উৎপাদনের ১/২ অংশ। ইহার আর্থমাত্তিক মূল্য ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, এবং শিল্পে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এই কাজে ৪৫-৫০ তাঁর বেঙ্গল বস্ত্র-নিযুক্ত আছে এবং এই লকল ভীতে প্রায় ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০ লক্ষ গজ বেঙ্গলবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১১টি কারখানা এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার এই শিল্পটির সহায়তা উন্নয়ন পক্ষে প্রকল্পময় আর্থনিকায়ন করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই শিল্পটির পুনরুদ্ধার ভারতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট স্থানকে পুনরায় সৃষ্টি করিবে।

আর্থিক লেনদেন ও জীব্য মূল্যের বিবরণ -

কোটি টাকার হিসাব

বছর	চালু নোট (কোটি টাকা)	চলতি অর্থ (কোটি টাকা)	অর্থ-লভ্য (কোটি টাকা)	সাপ্তাহিক গড় পাই-কারী প্রবৃত্তি	বোম্বাই-এর প্রাথমিক কলিকাতার প্রাথমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার শ্রেণীর জীবনযাত্রার গড় বার্ষিক গড় হিঃ	গড় বার্ষিক গড় হিঃ
Year	Notes in Circulation	Demand Deposit Liabilities	Money Supply	Wholesale Price-Index Aug. 1939 = 100	Cost of living Index working Class Aug. 1949 = 100	
১৯৪১	১২২৪.০৬	৩৪৮.২০	১৫৭২.২৬	১২১.১		
১৯৪২	১১৮৮.০৬	৩৬৮.১৪	১৫৫৬.২০	১১৯.১		
১৯৪৩	১১০৩.৭৭	৪০৪.৮৪	১৫০৮.৬১	১১৮.১		
১৯৪৪	১১৫০.২৪	৪২১.২৬	১৫৭১.৫০	১১৭.১		
১৯৪৫	১১৪১.০২	৪১১.০০	১৫৫২.০২	১১৬.১		
১৯৪৬	১১২২.১১	৪০০.৪৮	১৫২২.৫৯	১১৫.১		
১৯৪৭	১১২৪.৪২	৪১১.০১	১৫৩৫.৪৩	১১৪.১	১১২.০	১১১
১৯৪৮			১৫৩৮.৭১		১১০.০	১০৯
আমুদারী	১১৪১.০১	৪২০.০২	১৫৬১.০৩	১১৩.১		
কেন্দ্রীয়	১১৭১.৪১	৪২০.০১	১৫৯১.৪২	১১২.১	১১০.০	১০৮
	১১৮৮.০০	৪২০.০০	১৬০৮.০০	১১১.১	১১০.০	১০৮
	১২১৭.১০	৪২৪.২১	১৬৪১.৩১	১১০.১	১১০.০	১০৮
মে	১২০২.২২	৪২১.০১	১৬২৩.২৩	১০৯.১	১১০.০	১০৮
জুন	১১৭৪.৪২	৪২১.০১	১৬০৫.৪৩	১০৮.১	১১০.০	১০৮
জুলাই	১১৪২.১০	৪২০.০১	১৫৬২.১১	১০৭.১	১১০.০	১০৮
আগস্ট	১১৭০.০৪	৪২৪.২১	১৫৯৪.২৫	১০৬.১	১১০.০	১০৮
সেপ্টেম্বর	১১৭১.১০	৪২৪.২১	১৬০৫.৩১	১০৫.১	১১০.০	১০৮
অক্টোবর	১১৪১.০১	৪২০.০১	১৫৬১.০৩	১০৪.১	১১০.০	১০৮
নভেম্বর	১১৪১.০১	৪২০.০১	১৫৬১.০৩	১০৩.১	১১০.০	১০৮
ডিসেম্বর	১১০০.০০	৪২০.০১	১৫২০.০১	১০২.১	১১০.০	১০৮

পরিসংখ্যান

প্রধান প্রধান শিল্পের উৎপাদন

বৎসর	রপ্তানি	মুদ্রা	পাট	কয়লা	ইস্পাত	চিনি	সিমেন্ট
ও মাল	হা লক্ষ গজ	হা হা পা:	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন
১৯৪৮	৪৩২০	১৪৪২	১০২২	২২৮৮	১২৬০	১০৮০	১৪৯
১৯৪৯	৪১২৬	১৪৪২	১২৪৮	৩৬২৪	১৪৮৪	১৪০০	৩৪৮
১৯৫০	৪৮৮৭	১৪১২	৮৬৪	৩১৯৮	১৪১২	১২২৬	৩৮৫
১৯৪৪							
জাম্বাবা	৪১২	১০২	১৬	২২০	১৪৪	৩০৪	৩৬
ফেরায়া	৪০১	১২৪	৬৮	৩০৬	১৩০	১৪১	৩৪
ঘাট	৩২২	১২৪	৭৬	৩০৭	১৭৩	১৪৪	৩২
এক্সপ	৪২৬	১২২	৭৪	৩০৪	১২২	৭০	৩৬
ঘে	৭০৭	১২২	৭১	২২৮	১২৮	৩	৩৭
জুন	৭৭২	১২৮	৭৪	২৮২	১৭১	—	৩৪
জুলাই	৪৪১	১০৬	৮১	২২৭	১৭১	—	৩৭
আগস্ট	৪১৬	১০২	৭৮	২২৬	১৪৬	৩	৩৪
সেপ্টেম্বর	৪১২	১০১	৭৩	৩১৭	১০০	৪	৩৬
অক্টোবর	৩৭২	১২৩	৭৪	২২২	—	—	৩৭

ভারতে কৃষি ও শিল্প শ্রমিক পরিবারের জনপ্রতি মাথাপিছু আয়

রাজ্য	কৃষিশ্রমিক পরিবার	শিল্প শ্রমিক পরিবার	উভয়ের আয়প্রতি শতকরা হ্রাস
	১৯৪০-৪১	১৯৪০	
পশ্চিমবঙ্গ	১৬০ টাকা	২১৮ টাকা	৪২
বিহার	১১০ "	৩০২ "	৩৮
মধ্যপ্রদেশ	৮৭ "	২১২ "	৩৩
উজ্জয়ী	৭২ "	১৭৪ "	৪৩
পঞ্জাব	১২১ "	২১৬ "	৪৬
বোম্বাই	৮৮ "	৩৬৮ "	২৭

ভারতে পরিবার পিছু আয়তন ও জীবনমানের স্তর

জীবন মানের স্তর (টাকার হিসাবে)	পরিবারের গড় আয়তন
৪১ - ১০০	৫.০
১০১ - ১৫০	৩.৯
১৫১ - ২০০	৩.১
২০১ - ২৫০	২.৭

ভারতে জীবনমানের স্তর অনুযায়ী প্রতি আউল হিসাবে ব্যবহার

জীবনমানের স্তর (টাকার)	ঘোড় পরিবার সংখ্যা সহিত বিভিন্ন স্তরের পরিবার সংখ্যার আনুমানিক শতকরা হিসাব	ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমাণ (অকল)
৪১—১০০	২৪.৪	১১.০
১০১—১৫০	৩১.০	১৫.৪
১৫১—২০০	১১.৪	১৭.৭
২০১—২৫০	৫.০	১৩.৮

পরিকল্পনা একনজরে

পরিচালনার ব্যয় বরাদ্দ *

পরিচালনার অগ্রগতি

পরিকল্পনাকালীন সম্পাদিত কাথ

লক্ষা সমূহ

১৯৪১-৪২ ১৯৪৩-১৯৪৪

৭৬ লক্ষ টন ২০৭০ লক্ষ টন

পাথ (প্রতি বৎসরে অতিরিক্ত উৎপাদন)

কলমেট ৮৪,০০,০০০ ৩৭,৪৭,০০০

(বছরভিত্তিক পরিচালনা হিসেবে) একর একর

তুল্যকারী মণা ২৮১০ লক্ষ গজ ১১,৬০০ লক্ষ গজ

(প্রতিবৎসরে অতিরিক্ত উৎপাদন)

সমাজ উন্নয়ন ও

গ্রামা-সম্প্রদায় ১,২৭,০০০ ৭৮,৭৪০

পরিচালনা (গ্রাম) (গ্রাম)

নতুন বিদ্যালয় ৪২,১২৪ ২২,৭২৩

নতুন হাসপাতাল ২২৭ ১০২

* প্রাপ্যিক হিসাবে ১-৮ কোটি টাকা বরাদ্দ, সংশোধিত হিসাবে ১১৭৪ টাকা পরা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন ১৯৪১-৪২ সাল হইতে ১৯৪৩-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরে ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামূলে কতটা কাজ হইয়াছে এবং তাহার কত প্রতি বৎসর কত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব বিপোর্টের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য তিন বৎসরে পরিকল্পনার কত কেন্দ্রীয় সরকার ৪৭৪,২ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারসমূহ ৪০২,২ কোটি টাকা—মোট ৮৭৬,৪ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই তিন বৎসরে কোন দফায় কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

(কোটি টাকার মধ্যে)

	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪১-৪৪
			(সংশোধিত)	(মোট)
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১৮০	১২৭	৪২০	১০৭৭
শেট ও বিদ্যুৎ শক্তি	৮১৭	২৭৮	১২০৬	৩০০১
মানবাহন ও যোগাযোগ	১৭৭	১২০	১৪০	২২৭১
শিল্প	১২০	১০১	১১৮	৩৪৯
সমাজ সেবা	৬৩৪	৬৩৮	৭৭৪	১৯৮৬
অজ্ঞাত	৪৪	৬৩	৮৪	১৯১

গ্রামীণ ভারতের জনসম্বন্ধ ও উপজীবিকা

মিণিপ ভারত কৃষি-শ্রম-অগ্রসন্ধান সমিতি (All India Agricultural Labour enquiry Committee) গ্রাম্যের কাশকলাপের দ্বিতীয় পর্বে গ্রাম্য জনসম্বন্ধ ও উপজীবিকা (Rural manpower and occupational structure) সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন । এই কার্যে মোট ৮১২টি গ্রামে অগ্রসন্ধানের কার্য চালানো হয় । অগ্রসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইল ।

উপজীবিকা সংক্রান্ত গ্রামীণ জনসংস্পর্শকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, মালিক, চাষী (বাজনা দিবে), কৃষি-শ্রমিক ও অ-কৃষি শ্রমিক । নিম্নে তালিকাটি হইতে গ্রাম্য পরিবারের সমগ্র চিত্রটি যোগদগা হইবে ।

তালিকা—১

শ্রেণীভেদে গ্রাম্য পরিবারের উপজীবিকা

এলাকা	চাষের কৃষির		খাজনার কৃষি		কৃষি শ্রমিক		অ-কৃষি
	মালিক	চাষ করে	কৃষি আছে	কৃষি নাই	মোট		
উত্তর ভারত	৭'৭	৪১১	৪'৭	৮'৬	১৪'০	২১'৯	
পূর্ব ভারত	১৮'০	২৩'৫	১২'০	১০'৭	৩২'৭	২১'৬	
মধ্য ভারত	২০'০	৩'১	২৭'০	২২'৮	৪০'১	২০'৮	
পশ্চিম ভারত	৪৪'৮	১৮'৪	৮'৮	১১'৬	২০'৪	২৬'৪	
মধ্য ভারত	২৪'০	২২'০	১৪'৬	২২'১	৩৬'৭	১৬'০	
উত্তর-পশ্চিম ভারত	৪২'২	২৪'০	২'৭	৭'১	২৮'০	২০'০	
সমগ্র ভারত	২২'২	২৭'২	১৪'২	১৪'২	৩০'৪	২০'২	

উক্ত ছয়টি এলাকায় নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি অবস্থিত :—

উত্তর ভারত—যুক্ত প্রদেশ ।

পূর্ব ভারত—আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ, মণিপুর, ত্রিপুরা ।

মধ্য ভারত—মাত্রা, মহারাষ্ট্র, ত্রিচূর-কোচি, কুর্গ ।

পশ্চিম ভারত—গোয়া, মৌরাট্টা, কচ্ছ ।

মধ্যভারত—মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হাওড়া, কুশাল, বিজাপুর ।

উত্তরপশ্চিম ভারত—পাঞ্জাব, পেশ্বর, রাজস্থান, আজমীর, দিল্লী, দিল্লীসমূহ, হিমাচল প্রদেশ, এবং লদাখ ও কাশ্মীর ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে এক একটি পরিবারের লোকসংখ্যা গড়ে ৫'১ জন ইহার মধ্যে পুরুষ ১'৬২ জন, স্ত্রী ১'৪৮ জন এবং শিশু ১'২০ জন । পরিবারের জনসংখ্যা এলাকা ভেদে বিভিন্ন । উত্তর-পশ্চিম এলাকার পরিবারের আকার সর্বোচ্চ, গড়ে ৫'২০ জন । এলাকাভেদে হাজারটি পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যাও বিভিন্ন ।

তালিকা—২

১০০টি পুরুষ শিল্প কারীর সংখ্যা

এলাকা	কৃষি শ্রম অগ্রসন্ধান	১৯৫১ সালের আদম শুমারী অগ্রসন্ধান
	সমিতির মধ্যে	
উত্তর ভারত	৮০৯	২২৫
পূর্ব ভারত	২০৯	৩৭৭
মধ্য ভারত	১০০৬	১০০৪
পশ্চিম ভারত	১০০০	২৮৭
মধ্য ভারত	৩৬২	২৭২
উত্তর-পশ্চিম ভারত	৮৬৪	৮৩৫
সমগ্র ভারত	২৩০	৩৬৬

ঘরল সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনটি বিভাগ করা হইয়াছে ১০, ১৫ হইতে ৪৫ এবং ৪৫এর উপরে।

তালিকা—৩

ঘরল অনুপাতে জনসংখ্যার নতকরা হার (পুরুষ ও স্ত্রী)

ঘরল বিভাগ	কৃষিক্রম অনুসন্ধান সমিতি	১৯৪১ সালের আদম শুমারী অনুসারে
১৫ এর নীচে	৩৮.২	৩৮.৮
১৫ হইতে ৪৫	৫০.৭	৫২.৭
৪৫ এর উপরে	৮.১	৮.৫

উক্ত বিভাগগুলিতে স্ট্রীলোকসিঙ্গে নতকরা হার হইল যথাক্রমে ২৬.০, ১৮.৮, ও ৩২.১। অর্থাৎ ১০০টি পুরুষ শিশু স্ট্রীলোকের লংখ্য। কিছু কম। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী (৪.৫৪) অপেক্ষা কৃষিক্রমসিঙ্গেই বেশী (৫.৫০)।

অর্থনৈতিক দিক হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে মোট জন সংখ্যার ৩০.৪% জন উপার্জনকারী, ১৮.২% জন ঐ সকল উপার্জনকারীর সাহায্যকারী এবং অবশিষ্ট ৫১.৪% জন অর্থাৎ যেটি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী পরনির্ভরশীল। উপার্জনকারী ও সাহায্যকারীর হিসাবের মধ্যে বাহারা বৎসরে একদিনের চক্রও উপার্জন করিয়াছে অথবা উপার্জনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকেও ধরা হইয়াছে। ৫.০১ জন লোক সমন্বিত একটি পরিবারে উপার্জনকারী হইল ১.৫৭, ০.২৬ জন উপার্জনে সাহায্যকারী আর ২.৪৮ জন পরনির্ভরশীল। প্রসঙ্গক্রমে বলি পরিবারের ১০ বৎসরের উপরবয়স্ক প্রায় সকল স্ত্রী-পুরুষই কর্মকর্ম।

গ্রামাঞ্চলে সকল পরিবারেরই কোন না কোন মৌল কর্মের সংস্থান আছে। সমগ্র ভারতে পরিবার শিশু চাষের মাঝি আরতন গড়ে ৭.৫ একর। তবে এই আরতন এলাকা ও রাজ্যভেদে বিভিন্ন।

তালিকা—৪

চাঁদের জমির গড় আরতন

এলাকা	একর
উত্তর ভারত	৫.৩
পূর্ব ভারত	৪.৫
দক্ষিণ ভারত	৪.৫
পশ্চিম ভারত	১২.৩
মধ্য ভারত	১২.২
উত্তর-পশ্চিম ভারত	১২.৬
সমগ্র ভারত	৭.৫

গড়ে পরিবার শিশু ০.৭টি লাগল আছে। এ সম্পর্কে ভারতের সব আয়গণকই অবস্থা প্রায় সমান। পরিবার শিশু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ৫.২টি। পল্লীগায়ে কীচা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী, যদিও নিজেও বাড়ী নাই এমন পরিবারও আছে। প্রতি বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা গড়ে ২.০টি। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিচাঙ্গুর-কোচিন এবং বোম্বাই সরকার পল্লী অঞ্চলে গৃহ সংস্কারে মন দিয়েছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি প্রধান প্রধান কৃষিকাজ জবোর উৎপাদন

	কমির পরিমাণ (১০০০ হেক্টর)			উৎপাদন (১০০০ টন)		
	১৯৩৪-৩৫	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪
গড়						
বাংলা—						
ব্রহ্মদেশ	৪২০১	৫,০০০	—	৫,২৭১	৪৮৪১	—
চীন (তাইওয়ান)	১৭১	৭৮৫	—	১,৭৪২	২,১০০	২,৩০০
ভারতবর্ষ	২৫,০৮১	৩০,২১৩	২৭,২১৫	৩৪,১৮২	৩১,৬২০	—
ইন্দোনেশিয়া	৫,০৪২	৫,৪৩০	—	১,২৮৭	২,৩৫০	—
পাকিস্তান	৭,৫৫২	২,৩১৪	—	১১,১৬৩	১২,২১১	—
মাল—						
চীন (তাইওয়ান)	১	১৪	—	১	১৬	—
ভারতবর্ষ	১০,৮০২	২,৪০৩	২,৭২৫	৭,৪১১	৪,৮৫০	৫,৮৭০
পাকিস্তান	৩,৭৫৬	৪,১৭২	৩,৮৪২	৩,১৮০	৩,১২৭	২,৬১৭
ইন্দু—						
চীন (তাইওয়ান)	—	—	—	১,০৭০	৭৬২	—
ভারতবর্ষ	১,০২৬	১,৭৭১	১,৫০২	১,০২০	১,৪২০	—
পাট—						
ভারতবর্ষ	৪২০	৭৪২	৫১৪	১,৮৪০	২৬৭	—
পাকিস্তান	—	৪৪২	—	—	১,২০৮	—
কার্পাস—						
ভারতবর্ষ	২,২৮৭	৬,৩৪৪	৪,৭৩৭	১,১৪০	৬৪৪	—
পাকিস্তান	—	১,৩৪৪	—	—	৩৩৪	—
তামাক—						
ব্রহ্মদেশ	৪০	৫৫	—	৭৫২	৪৫৭	—
ভারতবর্ষ	৩১৪	৩২০	—	৩৪৩০	২২০	—
ইন্দোনেশিয়া	১৭৩	১২০	—	২৭৫	৭৫	—
পাকিস্তান	১৪২	৫২	—	১৫১৪	৫৭০	—
চা—						
সিংহল	২২৫	২৩১	—	১০০,২	১৪০,৭	—
ভারতবর্ষ	৩০২	৩১৮	—	১৭৮,০	২৮২,০	—
ইন্দোনেশিয়া	১২৮	১৫	—	১৪৮	৩৭,০	—
পাকিস্তান	৪৪	—	—	১২৫,৬	২৪,৫	—
ককি—						
ভারতবর্ষ	—	—	—	১৬৫	২২৭	—
ইন্দোনেশিয়া	—	—	—	১২০,৭	—	—
রবার—						
সিংহল	—	—	—	৫২	২৬	৮৫
ইন্দোনেশিয়া	—	—	—	৩৪৩	৭৩৮	৩৬০
মালয়	—	—	—	৪২০	৫২৫	৫৫০
বাইল্যাণ্ড	—	—	—	৩২	১০০	২৮

• ১৯৫১-৫৪ সালে ভারতে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ

শিল্পের নাম	মূলধনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
লৌহ ও ইস্পাত (প্রথম প্রথম উৎপাদন)	১১৩৮
আলুমিনিয়াম	১৪০
অক্সিজেন বাতাস শিল্প	৭৫
বাইসাইকেল	২২১
ডিমেল ইঞ্জিন ও পাম্প	৭০
মোটর গাড়ী	১১২
যন্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি	১৭৫
রেলের বোলিং ইক	২২২
কাঁচা তেল নির্মাণ	২০১
বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবলেট	১১২০
অক্সিজেন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৮৮১
মৌলিক রসায়ন, লব ও ঔষধ	১৪০৭
রং ও খনিজ	৪৫
পলিষ্টাইল শেখানাগার	১৪০৭
কাগজ	৪৮৮
রেফ্রিজ	৪৮
লিফট	২২৮
লক্কর	৭২
বন্যপতি উদ্ভিদ তৈল ও সাবান	৮২
বস্ত্র শিল্প	৪৪০
বিবিধ শিল্প	৪৩৬

মোট --

১২,৫৫৪

• সম্প্রতি পরিচালনা উপদেষ্টা লোকসভায় এই সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাহারই সারাংশ মাত্র।

চ। ভারতের জাতীয় পানীয়

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চায়ের উৎপাদক

বোরাহী টি কোম্পানী লিমিটেড

৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

কোম : ব্যাঙ্ক—২২৬০, ২২৬৪

চা-বাগানের ঠিকানা—বোরাহী টি এস্টেট

পোঃ—সোনারি, আসাম

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী ও অগ্রগতি

ভিত্তি বৎসর পরিকল্পনার লক্ষ্য ১৯৬০-৬৪ লক্ষ্য ও অগ্রগতি

১৯৬০-৬১

মূল পর্যন্ত নতকর: হিসাব অগ্রগতি

১। কৃষিকার্য

ক। খাদ্য (কল টন)	৫৫'০	৭'৬	১১'২	১৫'০
কার্পাস (লক্ষ বেল)	২২'১	১২'২	২'৬	৭'১'১
শাট (" ")	৩১'৮	১০'২	—১'৫	...
গুড় (" টন)	৫১'২	৭'০	—১'৫'০	...

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন

(কিলোওয়াট)	১'০	১'২	০'৫	৪১'৭
-------------	-----	-----	-----	------

৩। জলসেচ (হললক্ষ একর)

৫০'০	১২'৭	৭'৫	৩৮'১
------	------	-----	------

(লক্ষকার মেটের লম্বাই)

৪। শিল্পের উৎপাদন

ক। ইস্পাত (লক্ষ টন)	২'৮	০'৬'৭	১'০	১৪'২
---------------------	-----	-------	-----	------

খ। নিমেষ্ট (")	২৬'২	২১'১	১'০'৫	৬৩'৫
------------------	------	------	-------	------

গ। এমোনিয়াম সালফেট	৫'৬	৪'৭	১'৬'১	৬৭'৬
---------------------	-----	-----	-------	------

(০.০ টন)				
----------	--	--	--	--

দ। বেল ইজিন (সংখ্যা)	৭	১৭০	৭৩	৫১'২
----------------------	---	-----	----	------

৫। পাটকাট ক্রযা	৮২১	৩১৮	—১৮	...
-----------------	-----	-----	-----	-----

(০.০ টন)				
----------	--	--	--	--

৬। মিলজাত বস্ত্র	৩,৭১৮	৩-২	১,১৮৮	১২০'২
------------------	-------	-----	-------	-------

(হললক্ষ গজ)				
-------------	--	--	--	--

৮। সাইকেল (হাজার)	১০১	৪২২	১৮৮	৪০'৮
-------------------	-----	-----	-----	------

৯। উপকূল বাণিজ্যের	২১৭	১৬৫	১০৫	৬১'৮
--------------------	-----	-----	-----	------

আহার (হাজার টন)				
-----------------	--	--	--	--

৫। জাতীয় পথ (০.০ মাইল) ১১'২ ০'৬ ০'০ ৫৫'০

ভিত্তি বৎসর - ১৯৭২-৭৩ ০ হোলো ও জাইলগহ, ০ = ১১৫৭-৫৮ মালের লক্ষ্য।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের অগ্রগতি

শিল্পসংস্থা	উৎপাদিত ক্রযা	উৎপাদনের পরিমাণ	লক্ষ
টেলিফোন ১। টেলিফোন (সংখ্যা)	১২৫১-৫২	১২৫২-৫৩	১২৫৩-৫৪
২। এরগেজ লাইন	২১,০০০	১১,০০০	১৫,০০০
৩। একক			৩০
শিল্পী পার উৎপাদক কারখানা	এমোনিয়াম সালফেট (টন)	৩৪,৮০০	২,০০,০০০
২,৭২,০০০			৩,১৫,০০০
চিকিৎসক এজিন নির্মাণ কারখানা	এজিন (সংখ্যা)	১৭	১০০
১০০			
হিম্মতান শিপইয়ার্ড লি:	জি, আর, টি	১০,২০৮	১৫,৩১৬
যাত্রীবাহী পাকী	(সংখ্যা)	৪৪২	৪১২
মাইনোর আরবন এগ্র	১। শিল্পোহ (০.০ টন)	২০,০	৩৮,০
টাল ওয়ার্কস	২। ইস্পাত (")	৩০,৫	৩২,৬
	৩। নিমেষ্ট (")	৫৭,০	৭৬,০
গভর্ণমেণ্ট ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরী (বাঙ্গালোর)	ট্রান্সফরমার (ভোল্টেজ)	৩১,৫০৪	২৪,৭৫০
উত্তর প্রদেশ রাজ্য	১। জলের মিটার (সংখ্যা)	৩২,৫৩৩	২৪,৭৫০
মহাকাশের জুয় ও দুর্জ	২। অণুবীক্ষণ যন্ত্র (")	৫,১০০	৭,০০০
হিম্মতান নির্মাণের কারখানা			১২,০০০

† হোলকারী শিল্পের উৎপাদন লক্ষ।

বহির্বাণিজ্যের গতি ৬

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর গড়	সমুদ্রপথ			স্থলপথ			কৈর সমগ্র দৃষ্ট বাণিজ্যের
	বাহানি	আবহানি	মের	বাহানি	আবহানি	কৈর	
১৯৪৯	৩৫,৫৪	৫,৭৮	—১৫,২৭	২,৯৭	৩,৮৮	—৪১	১৫,৫৫
১৯৫০	৫০,৭৪	৪০,৭২	+৩০,২	১,০০	৩১,১৬	—১,৮৬	+১,১৬
১৯৫১	১১,৮০	৩২,২৭	—৪৭	১,৭৩	৭,৫৪	—৪,৮১	—২,৮
১৯৫২	৪৮,০৮	৬৩,১৩	—১৪,২৫	২,২৩	২,৭৫	—৫	—১৪,৭৭
১৯৫৩	৪৩,১৮	৫৭,৮০	—১,৫৫	১০	১,৯০	—১০০	—২,৯৫
১৯৫৪							
মালদ্বারী	৫৪,০৭	৩৭,৬১	+২৪৬	৫৬	২,০০	—১৭৭	+৫,৭৫
ফেজরাহী	৪০,২০	৩৮,২৫	+১,৯৫	৫৬	১,৮২	—১৫০	+৬০
মাদ	৭৫,৭০	১৮,০৭	—২,২৫	৮	১,৫২	—৭৬	+১৫০
এগ্রেল	৩০,৮৯	৪৫,৫৭	—১৫,৬৮	৬০	১,২২	—৬৫	—১৫০০
মে	৩৮,২৮	৫০,০৩	—১১,৮১	৪১	১,৫০	—১১৬	—১৩,০০
জুন	৪১,৭৮	৪৩,০১	—১,৫৭	৫৯	১,৫৭	—১৮	—২২৫
জুলাই	৪৩,২১	৫২,২২	—৬,০১	৫১	১,৫১	—১০১	—৭০২
আগষ্ট	৪৫,২৮	৪৫,২৭	+১,০১	৭০	১,২২	—৯২	+১০
সেপ্টেম্বর	৪০,০৭	৪৬,৬৯	+৩,৬৮	৪১	১,৭৯	—১০৮	+২০০
অক্টোবর	৪৭,০০	৫১৯১	—৪,৯১	৫১	২,৩১	—১৮০	—৬৭১

+ সরকারী ও বেগমকারী হিসাবে।

পণ্যস্রবের পাইকারী মূল্যমান—আগষ্ট—১৯৩৯—১০০

বৎসর	মাস	কিটামাল	অর্থমাল	কারণমাল	কারণমাল	কারণমাল	বিবিধ	সর্বমোট	পণ্যের	গড়
১৯৪৯	৩৭৮	৪৬৪		২৮	৪৪৪	৪৪৪	৪৪৪	৮৮১		
১৯৫০	৪১০	৫০০		৩১	৪৪৮	৪৪৮	৪৪৮	৮৮১		
১৯৫১	৪১০	৫০৭		৩৭	৪৪৮	৪৪৮	৪৪৮	৮৮১		
১৯৫২	৫৬০	৭৫৪		৩৪	৪৪৭	৪৪৭	৪৪৭	৮৮১		
১৯৫৩	৬৬৭	৭৬১		৩৫	৬৬৭	৬৬৭	৬৬৭	৮৮১		
১৯৫৪										
মালদ্বারী	৩৮১	৬৮১		৬৮১	৬৮১	৬৮১	৬৮১	৮৮১		
ফেজরাহী	৩৭৩	৪৭১		৩৭৩	৪৭৩	৪৭৩	৪৭৩	৮৮১		
মাদ	৩৭১	৪৮২		৩৭১	৪৮২	৪৮২	৪৮২	৮৮১		
এগ্রেল	৩৮১	৪৭২		৩৮১	৪৭২	৪৭২	৪৭২	৮৮১		
মে	৩৬৮	৪৬৪		৩৬৮	৪৬৪	৪৬৪	৪৬৪	৮৮১		
জুন	৩৪৩	৪৪১		৩৪৩	৪৪১	৪৪১	৪৪১	৮৮১		
জুলাই	৩৫০	৪২০		৩৫০	৪২০	৪২০	৪২০	৮৮১		
আগষ্ট	৩৩২	৪২০		৩৩২	৪২০	৪২০	৪২০	৮৮১		
সেপ্টেম্বর	৩৬২	৪২৬		৩৬২	৪২৬	৪২৬	৪২৬	৮৮১		
অক্টোবর	৩৫৫	৪১৮		৩৫৫	৪১৮	৪১৮	৪১৮	৮৮১		
নভেম্বর	৩৩৫	৪৩৮		৩৩৫	৪৩৮	৪৩৮	৪৩৮	৮৮১		
ডিসেম্বর	৩১০	৪৩৮		৩১০	৪৩৮	৪৩৮	৪৩৮	৮৮১		



ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସି

ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ
 ଉପର
 ସର୍ବସ୍ତ୍ର
 ସମାଦୃତ



କିଛି

ମିଳିତ ପାଉଁଶ ଘାସ

ଆଜି ସି ବଳରେ
 'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସି' କର
 ଯୋଗାଣ !

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲ ମେମ୍ବରସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି, କଟକରୁ • ଫୋନ୍ ୧୨୫୭



The Glory of India

lies
in her
Tradition
Cult
and
Culture

THE UNIQUE
COMBINATION
OF ALL THESE
IS AT THE
ROOT OF
LILY'S
COUNTRY-WIDE
REPUTATION
AND
POPULARITY.



LILY BISCUITS

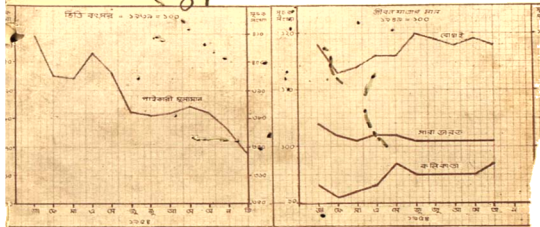


LILY BISCUIT CO LTD. CALCUTTA-4



মহাত্মা

৪৮



চতুর্থ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা [বৈশাখ : ১৩৬২ [এপ্রিল-মে : ১৯৪৫

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক

সিলিন্দ্র থেকে ভারতীয় সভ্যতার যে ধারা অব্যাহত শব্দিত
 করে চলছে তারই বাহক হিসাবে মসি-সিলের অবদান অনস্বীকার্য।
 ভারতীয় মসি-সিলের ইতিহাসে সুলেখা ফাউন্টেনপেন হল এক
 বিমলি স্থান অধিকার করে আছে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ, সুলেখা পার্ক, কলিকতা-৩২
 ব্রাঞ্চ: দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাস

নিমিত্ত ও সমিতি প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ
আয়োজনের ব্যবস্থারূপে মধো ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া
আর্থিক প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা দেশে ন্যায়িক মানাক্ষেত্রে কানের প্রসার
এবং বিজ্ঞানের চর্চা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার মাধ্যমে
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বাণিজ্যোৎপাদন ও আলোচনা অতি
সীমিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দর্শনাত্মক
চিন্তিতে বাংলাদেশে বাংলাভাষার এইগুলির আলোচনা
সম্মান নিতাপ্রাপ্ত।

আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় পরিদপ আর্থিক প্রসঙ্গকে
দীর্ঘ অধিকার অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা বিবেচনা। দর্শনাত্মক
সম্পাদকীয় চিন্তাধারার সাহায্যে আমাদের দেশের অর্থ-
সম্পত্তি কাঠামোর নতুনতরীক আলোচনা করাট হইবে
আমাদের এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষা ভারতের
জননীতি বিবর্তক চিন্তাধারা ও নীতীক মতান্তর প্রকাশের
স্বাধীন আর্থিক প্রসঙ্গ সমগ্র বাঙ্গালী ও ভারতীয় জননীতিবিশেষ
কর্মসূচী।

আমাদের দেশে বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যের নীতি
সম্মানে অধিক, বাঙ্গালী প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে
আমাদের অভিজ্ঞতা রচনাকারে প্রকাশ করাও হইবে
পত্রিকার অন্যতম প্রধান প্রধান।

আর্থিক প্রসঙ্গ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা
মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। প্রতি সপ্তাহ
আট আনা। বাৎসরিক ছয় টাকা। বাৎসরিক
৩০ টাকা। কলেজের ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা
হইবে।

মকঃবল বা কলিকাতার চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, চমক
রচনা প্রকৃতি বাস্তবিক আলোচনার প্রধান কার্য
সহিত বাস্তবিক। প্রিকাশ-২, আইডেন্ট
কলিকাতা-২৮।

কলিকাতার বহু বাসিন্দা বা লোক মারফৎ বিজ্ঞ
প্রবন্ধ, প্রাচীন ও টাকাকড়ি পাঠাইবার প্রিকাশ
কলিকাতা অফিস-৬০৮ কলেজ ট্রাট, কলিকাতা

ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় পরিচালনে ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত কোনও দ্রব্য
যদি গুণে অতি উৎকৃষ্ট ও দ্রব্য মূল্যের হয়, তবে সেই দ্রব্য বিদেশীর কাছে ক্রয়
করাই কোনও অর্থ নাই। বেঙ্গল বেন্টিংএর প্রস্তুত সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। এতে
বাণিজ্যিকতার অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে বেঙ্গল বেন্টিংএর যে
দ্রব্যের বেন্টিং বেরিয়েছে, তা হল জগতের বহু নামজাদা বেন্টিংএর তুলনার মূল্য
অল্প উৎকৃষ্টতর। দেশকে আজ আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, বেঙ্গল বেন্টিং এ বিষয়ে
অগ্রগমনে দেশের সেবায় আগ্রহনিয়োগ করাইবে।

বেঙ্গল বেন্টিং ওয়ার্কস লিঃ

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইন্ট,

কলিকাতা

ফোন নম্বর : ১৯৫১, ১৯৫২

For non-ferrous metals

Of any description

Lead, Zinc, Copper, Gun-metal

& Solder etc.

Please write to

The Ideal Metal Industries

5, WELLINGTON SQUARE, CALCUTTA-13

ডায়াপেপ্সিন



হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ
করান উচিত নহে। বাহ্যতে পাকস্থলী কিছু
বিজ্ঞান পদ্য সেতপ কাণ্ডাই করা উচিত।
ডায়াপেপ্সিন সেই কাণ্ডাই করিবে। পাকস্থলীর
কাণ্ড কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্সিন বহন করিবে
এবং খাণ্ডের সাবাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে।
শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ
করিবে ও তখন বাস্তব হজম করা আর তাহার
পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্সিন ঠিক
ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটি প্রযোজন
সহায়ক মাত্র।

**ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা**

আধুনিক ইউরোপ FIVE YEAR PLAN ভারতের নতুন শাসনব্য

(1866-1870)

A Critical Survey

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়

Edited by

মূল্য—২.০০

A. K. Banerjee

Price 3/-

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়

মূল্য—১/-



MODERN ECONOMIC THEORY

(for B.A. & B.Com.)

by S. Ghosh & S. N. Ghosh

Each Part 3/2- Complete Rs 7/-



Appreciated throughout India R. 1/14/-

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

নতুন : ড. সাংসদ

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়

প্রতি পত্র ০৮০

একটুকু ১৮০

ভারতীয় অর্থনীতি

২য় সংস্করণ

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়

মূল্য ৭/-

First Edition compiled up-to-date

Each Part Rs. 3/12

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা

অকণ্ঠ্যমার বন্দোপাধ্যায়—মূল্য ৮/-

REPUBLIC BOOK SYNDICATE

65 B, College Street, Cal—12

GET The Free-Lance HABIT

*

G E T

The Free-Lance

CALCUTTA'S ONLY EVENING PAPER

Published Every Evening Except Sunday

It is the Newspaper

You will enjoy reading homeward-bound
or

over a Cup of Tea after the day's work

*

Price per copy 1 Anna

119, Dharamtala Street, Calcutta-13

দি

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ

(১৯৪০ সালে রেজিষ্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকতা-১

অধুমোদিত মূলধন	...	১ কোটি টাকা
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	...	৪ কোটি টাকা
সংগৃহীত মূলধন	...	২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	৮৬ লক্ষ টাকা

শাখা সমূহ

ভারতে :	মদন পুর ও ঝাড়পাড়া প্রধান নগর ও পুষ্কর	পোন্ধ্রাবনে :	চট্টগ্রাম, কক্সা
ব্রহ্মদেশে :	খুলনা, মোকশিম, আকিরাব, মান্দালা ও বেঙ্গল	আলয়ে :	দিবাপুর, পেনাং
মুক্তরাষ্ট্রে :	লণ্ডন	তাহাড়া :	হংকং

এজেন্ট :

পৃথিবীর সর্বত্র—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাংক আমানত গ্রহণ, অধুমোদিত জামিনের পরিবর্তে কাসের চান, বিল পরিচ, ড্রাক্ট নান ও তাবের টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখাসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবহার মাধ্যমে এই ব্যাংক সর্ববিধ ব্যক্তি সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ চান করে।

জি, ডি, বিজলা
চেয়ারম্যান

এস্ টি, সর্দারবম
চেয়ারম্যান

রাধাবিনোদ

পার্ক

বিখ্যাত সরিষার তৈল

পুষ্টিবর্ন ও আহার্য্যকে
উপাদেয় করে




সর্বমঙ্গলো অয়েল মিল
২নং হালদি বাগান রোড কলিকতা

'VENUS'

City : 5985

STORAGE BATTERIES



GUARANTEED

FOR BETTER PERFORMANCE & LONG LIFE

Venus Battery Mfg Co. Ltd.

3. Mango Lane, Calcutta-1

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

স্বাধীনতা সংগ্রাম



বৈশাখ : ১৩৬২

এপ্রিল—মে : ১৩৫৫

কার্যালয় :

৭, আইডেট রোড, বনবন, কলিকাতা—৩৩

দ্রিট অফিস

৩০৮ কলেজ স্ট্রিট কলিকাতা—১৭

এই সংখ্যার মূল্য

আট আনা

স্বদেশ ও শিল্প

স্বদেশী সত্তা বর্ধক প্রকাশিত

স্বদেশী শিল্পের প্রচারে

একমাত্র

বাংলা মাসিক পত্র

১০৪, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

গোয়েন্দা কলেজ অব ইন্ডাস্ট্রি

অধ্যাপক প্রিন্সিপাল জি. প্রসাদ

‘ব্যাক্সের কথা’

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বি-কম
শিক্ষার্থীর জন্য অগ্রনোদিত এবং শক্তিমূলক
সরকারের বাণিজ্যিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক
পাঠ্যতালিকাভুক্ত) —মূল্য— ১ টাকা মাত্র
—প্রকাশক—

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লি:

১১২, ধর্মহলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩



বিজেন্ট
নির্ভুল সময় দেয়
আর.সি.চ্যাটার্জি এন্ড কোং
নটন বিন্ডিংস - কলিকাতা-৩

জীবনবীমা

বীমা বিবরণ একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

২৭ বর্ষ পর্যালোচনা করিল

বিবরণের জন্য লিখুন

২১০৩এ, শ্রীধারিপাড়া রোড, কলিকাতা-২৫



পোকামারক

মারক

এর অনেক রকম

রোগ ছাড়া

মারকিট

মারকা

ভিডিটি তরল ও গুঁড়া

আরসোলা, ছারপোকা, মশা,
মাছি প্রভৃতির নির্মাত প্রাণ-ঘাতক



বেপল কেমিক্যাল

আর্থিক প্রসঙ্গ



চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬২

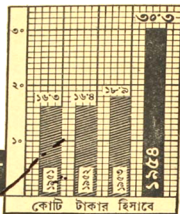
সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ম্যানেজিং এজেন্সী	১৪৫
প্রদত্ত	১৪৭
ভারতীয় শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিকাশ—অধ্যাপক শ্রী বীজনাথ সেনগুপ্ত	১৫০
ইথের—ভারতের বৃহত্তম তৈল শোষণের কেন্দ্র	১৫১
বীমার সামাজিক মূল্য—শ্রী মর্ত্ত্যুঞ্জয় গুহ	১৫২
আর্থিক প্রসঙ্গের তৃতীয় বার্ষিক সভার বিবরণ	১৫৩
নিষিদ্ধ কথা	১৫৫
ইন্সিটিউশন ব্যাংক ভারতীয় করণ—শ্রী দেবপ্রসাদ মূখোপাধ্যায়	১৫৬
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—অধ্যাপক শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত	১৬১
ভূমি ব্যবহার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস	১৬৭
ভূমি উন্নয়ন প্রদর্শন—শ্রী নরেন্দ্রনাথ মোহন	১৭০
অর্থনৈতিক সমতা ও আর্থিক শক্তিবাহিনী পরিকল্পনা—শ্রী হাদিপ্রা প্রসাদ সেনগুপ্ত	১৭৩
ভারতীয় কার্পেট শিল্প	১৭৫
কৃত্রিম ও স্বাভাবিক শিল্পের প্রসঙ্গে স্ট্রিডবী—শ্রী গীতীশচন্দ্র দে	১৭৬
বিভিন্ন কৃত্রিম ও স্বাভাবিক শিল্পের ব্যবস্থাপনা—আম্বাচরণ শিল্প পরিবেক্ষক	১৮০
ভবনগুলির ভাঙেয়—কলিকাতার বেল	১৮২
ফাউন্টেনপেন কালি শিল্পের একবৎসর	১৮৬
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৮৭
টাকার বাজার	১৮৮
এক পরিচয়	১৯০
আর্থিক সংবাদ	১৯২

**নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য**

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর



জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়
জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর
স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দেশের
সেবায় কর্মণের এক্যবস্তু প্রচেষ্টার একমুখী চেষ্টায় স্থাপন করিয়াছে। এই
লাকসের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

- ★ সুস্থ ও সুচিন্তিত পরিচালনা
- ★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা
- ★ লম্বী ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোম্বাস

আজীবন বীমা ১৭১১/-
মোম্বাসী বীমা ১৫২/-

(প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমার)



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩



আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬২

ম্যানেজিং এজেন্সী

এই সেধিন তৃমিলমতায় সমাধানের কল্প ও কৃষি-স্বাধিকার উন্নয়নের পক্ষে কৃষিকার চেতনত বৎসরের পুরাতন কর্মকাণ্ডী প্রণাল অবসান সমাপ্ত হইয়াছে। অব্যবহিত পরেই শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রণাল অবসানের সংস্কার ঘোষিত হইল। ইহা ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা দৃষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্রে।

১৯৫৩ সালে ভারত গভর্নমেন্টের নির্দেশে কোম্পানী আইন সংশোধনের কল্প যে খসড়া বিলটি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ১৯৫৪ সালে একটি সিলেট কমিটিতে বিবেচনার কল্প প্রেরিত হইয়াছিল। সিলেট কমিটি কোম্পানী আইনের ৩১২টি ধারা ও ১০টি তালিকার বেশকিছু পরিবর্তন ও সংশোধন সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে পরিষেবিত শিল্পক্ষেত্রে সর্বতোভাবে রাষ্ট্র কৃষক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব নির্দেশ করিতেছেন। আজ ইহা অতি মুশকিল যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইতেছে জাতির সামাজিক কল্যাণের আদর্শ সমুখে রাখা হইয়া ব্যক্তিগত উদ্ভোগের ক্ষেত্রে সঙ্কটব্রিত ও প্রলোভিত করা। আজ শুধু মূলধন মুদ্রা, লভ্যাংশ-স্বাধিকার শিল্পের লক্ষ্য ও আদর্শ বিচার করা হইবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে ইহার মূলধনের লাহাঘো অন্তর্নিহিত মুদ্রা লভ্যাংশ ও উৎপাদিত ব্রহ্মের দ্বারা সমাজের কতখানি কল্যাণের পটভূমিকা রচনা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা বিচার করিতে হইবে।

সিলেট কমিটির সুপারিশ সমূহের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সীর অবসান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পর্কিত সুপারিশগুলিই বেশে সর্বত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সিলেট কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে (১) ১৯৬০ সালের পর ভারতে আর ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিবে না, তবে কোন ম্যানেজিং এজেন্সীর যদি যেহা পূর্ণ না হইয়া থাকে বা যদি কোন ম্যানেজিং এজেন্সি তাহার পূর্বেই ভারত সরকারের অধুযুক্তি পাইয়া থাকে, তবে উক্ত সময়ের পরেও উক্তপক্ষে বহাল থাকিবে। (২) আরও বলা হইয়াছে যে কোন ম্যানেজিং এজেন্সি হস্তান্তর হইলে প্রতিদিনের কল্প প্রতি কোম্পানীর ক্ষয় ১০০০ টাকা করিয়া তহিযাদি হিতে হইবে। (৩) ইহা ছাড়া গভর্নমেন্ট ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পর বোটিশ দিয়া উক্ত বোটিশের তারিখ হইতে তিন বৎসর পরে যে কোন শ্রেণীর কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিবে করিয়া হিতে পারিবে। (৪) উক্ত তারিখের পর গভর্নমেন্টের অধুযুক্তি না পাইয়া কোন কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্সি তহিযাতে নিয়োগ করিতে পারিবে না; তবে এমন যদি হয় যে ম্যানেজিং এজেন্সি দ্বারা কোম্পানীর দ্রুত পরিচালনা জনস্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে বা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি নিয়োগের নিয়মাবলী স্বতন্ত্র ও অপ্রতিবর্তিত ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানী পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত ও ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কিত সরকারের প্রস্তাবিত-গতিসমূহ মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তবে সেক্ষেত্রে তিনি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি নিযুক্ত হইতে পারিবে। (৫) ম্যানেজিং এজেন্সির সহিত কোম্পানীর এই সম্পর্কে যে চুক্তি পর সম্পন্ন হইবে, তাহা গভর্নমেন্টের নিকট স্বাক্ষরিত হইয়া থাকিবে করিতে হইবে এবং গভর্নমেন্ট

প্রয়োজনানুসারে ঐ চুক্তির শর্ত সংশোধন ও বাতিল করিতে পারিবে। (৬) উপরোক্ত শর্তভিত্তিতে নিম্নকৃত ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানীর দায়িত্ব পত্রকরা ১১ ভাগের বেশী পারিশ্রমিক লাইতে পারিবে না। অথবা এই ১১ ভাগের মধ্যেই তাহার মাসিক এমপ্লয়মেন্ট খরচ হইবে। তবে যদি কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোন বৎসরে বণ্টন না হয় বা লোকসান হয়, তবে ম্যানেজিং এজেন্ট বৎসরে তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে ঐ বৎসর ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করিতে পারিবে। (৭) যদি কোন ম্যানেজিং এজেন্ট তাহার মেয়াদকালের শেষে ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতে থাকেন, তাহা হইলে পত্রকর্মের তাহার ম্যানেজিং এজেন্টের প্রায়শ্চলন হইতে মেয়াদ-উত্তীর্ণ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত সময়কালে ম্যানেজিং এজেন্ট বাতিল করিয়া দিতে পারিবে। (৮) ইহা ছাড়া আলোচ্য আইন যে বৎসর কার্যকরী হইবে, সেই বৎসরের শেষ দ্বিঘ্ন অতিক্রম করিলেই এই আইনের বিধানগুলি বেশের সর্বত্র প্রযুক্ত হইবে। (৯) যে কোম্পানীর ডিরেক্টরের সংখ্যা ৫ জনের কম, সেখানে ম্যানেজিং এজেন্ট ২ জন এবং যেখানে ২ জনের বেশী নহে সেখানে যাত্রা একজন ডিরেক্টর মনোনীত করিতে পারিবে। (১০) সর্বশেষে নিম্নলিখিত কতিপয় স্থাপন করিয়াছেন যে বাস্তবতায় কোন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

উপরোক্ত স্থাপনগুলি এক ব্যাপক ও ইহা প্রভাব এমনই অস্বাভাবিক যে মনে হয় ভবিষ্যতে ম্যানেজিং এজেন্টের দ্বারা সরকারী নির্দেশে চলিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সরকারী ইচ্ছায় তাৎক্ষণিক অপসারণ সম্ভব হইবে। আজ ইহাও স্পষ্ট যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী অধ্যক্ষিত্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগের কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হইবে। অর্থাৎ যে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভা, দক্ষতা, পরিচালন ক্ষমতা শোষণ না করিয়া কল্যাণকর কার্যের প্রবাহ বহাইতে পারিবে এবং পরসুখাপেক্ষী না হইয়া এখনও সুদৃঢ় ও শিল্পবিত্তবে লক্ষ্য হইবে, সেই সেই ক্ষেত্রে এখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ অব্যাহত থাকিবে।

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট প্রথা চলিতে দেওয়া ভাল কি ভাল নয় আজ ইহার আলোচনা নিম্নোক্ত। অথবা ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে যেকোন হটক আর বিশেষ হটক বেটু পিছিয়ে দিয়া ভারতে আজ পর্যন্ত সম্ভব হইয়াছে তাহা অধুনা নিম্নিত ম্যানেজিং এজেন্ট প্রথার সাফল্যেই হইয়াছে। এক সময় মূলধনের অভাব, উৎসাহের অভাব, বিশ্বাস ও আস্থার অভাব ভারতে শিল্প প্রগতির অন্তরায় ছিল। সেদিন এই সকল ম্যানেজিং এজেন্টরাই শিল্প-প্রগতির ক্ষেত্রে হাল ধরিয়াছিলেন। পরিণতিতে পরিপ্রেক্ষিতে আজ ইহারা অচল হইয়াছেন এবং ইহাদের অবসান প্রয়োজনও হইয়াছে। কিন্তু হুই শিল্প পরিচালনার ক্ষমতা যে আজও চরিত্র প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটিলে শিল্প প্রসার ব্যাহতই হইবে। সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রেই ইহাই একটু হইয়া দেখা কিয়াছে।

সরকারী হটক, বেসরকারী হটক, অপচয়ের (Magnitude of leakage) বিস্তার ও ব্যাপকতাই সর্বক্ষেত্রে স্বহতাছানির পরিচায়ক। এমন কি ম্যানেজিং এজেন্টের সাহায্যে আলোচ্য আইনে যে টেকারার ও সেক্রেটারী নিয়োগের প্রয়োজন ও স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা ব্যয় ও শোষণ ও অপচয়ের পতিক্রম হইবে না।

ভারতে ৩০ হাজারের মত লিমিটেড কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে এবং এই সকল কোম্পানীতে ১ হাজার কোটি টাকার মত মূলধন খাটিতেছে। ম্যানেজিং

এমেলীর অবদান এত বড় একটি ক্ষেত্রে কি পরিবর্তনের হচনা করিবে, তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিণতি কি হইবে, আশা তাহা অসম্ভব নহে। হিন্দুস্তান ট্যাগার্ডও বলিয়াছেন, "We are not certain, if it would be appropriate for us to write an advance obituary of the Managing Agency system in India."

আমাদের মনে হয়, ব্যক্তিগত উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে এখনই সূচীভূত করা ঠিক হইবে না। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অনীদে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শিরশ্রমারের যে সুযোগ জাপান ও অষ্ট্রােলিয়া দেশ গ্রহণ করিয়া দ্রুত অগ্রগতি হইয়া গিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। সংসদে বিলটি আলোচিত হইবে এবং তখন ইহার বিভিন্ন দিকের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইবে আশা করি।

প্রসঙ্গ

আমদানী নীতি—আমাদানী সত্তাছে নীতিমালায় আমদানী অর্থবৎসরের লক্ষ আমদানী নীতির সম্পর্কে আলোচনা হইবে। অষ্ট্রােলিয়া বৎসরের তুলনায় গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার আমদানী নীতি অগ্রগতি করা সত্তাছে বহির্বিদেশে আর্থিক কেন্দ্রের ব্যাপারে সত্তাচরক উদ্ভূত হইয়াছে এবং আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৫ সালের শেষে ব্রিটান্ড ব্যাঙ্কের হস্তান্তিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৭০১ কোটি টাকা এবং উহার অকালের সহিত বাণিজ্যে ১০০ কোটি টাকার উল্লার মুদ্রা উদ্ভূত হইয়াছিল। নিম্নের চিত্রে আমদানীর অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।

(এপ্রিল—জানুয়ারী গত বৎসরের হিসাব—কোটি টাকায়)

	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	২০৮.৮৮	১৫৮.৩৭	৮১.৬৩	৮২.৫২
২। কাঁচামাল, কয়লা ও অন্যান্য শিল্পিত দ্রব্য	২০০.৮৬	১৮১.৫৭	১৫২.৮১	১৫৭.৪০
৩। কারখানাভিত্তিক উৎপন্ন দ্রব্য	২৮২.২২	২৫৫.০৮	২২৫.২২	২৪০.৭৪
	৭০১.৯৬	৫৯৫.১২	৫৫৯.৬৬	৫৮১.৬৬

হয়তো ১৯৫৫ সালের আমদানী প্রথম দ্বিতীয় ১১ কোটি টাকা চিনির আমদানী হেতু সূচী পাইবে। তেমনি আবার ২য় দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৈলের আমদানীর পরিমাণও হ্রাস পাইবে। এমনি কোথাও কোথাও হ্রাস সূচী ঘটিলে সামগ্রিকভাবে আমদানীর অবস্থা সত্তাচরকই বলিতে হইবে।

অষ্ট্রােলিয়া বাণিজ্যনীতির ক্ষেত্রে এখনও সত্তাচর আমদানী নীতির প্রয়োজন আছে। কারণ পঞ্চাশদিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে বৃহৎ ও ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আমদানী করিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তবে আমদানী হ্রাসের সুযোগও এখন প্রচুর।

গত কয়েক বৎসরে ভারতে এমন কতকগুলি জায়গার আমদানী হইয়াছে যেগুলির সম্পূর্ণ রোধ করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। যেমন, সেলাইকল, পেন্সিল, ফাউন্টেন পেনের কাসি, বিভিন্ন শিল্পের নানাবিধ দ্রব্য অথবা উপকরণ। তাহা ছাড়া দেশের শিল্পায়নও বৃহৎ অগ্রগতি হইয়াছে। আমদানী নিয়ন্ত্রক বখারীতি দেশের উৎপাদনের গতি সম্পর্কে অবহিত থাকিয়া এই নীতি স্থির করিবে আমদানী আশা করি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—গঠন সংখ্যায় আদর্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি—যাহা এখন কলিকাতায় অবিকল্পনৈক সৈনিক সংস্থাপন প্রকাশ করিতে পারে নাই এবং তাহাই ঘরে ঘরে এখন প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ও ব্যয়-ব্যয়াজ সম্পর্কে লব্ধি এখন গবেষণার দ্বারা ঘোঁড়া যায় ২০০০ হইবে না ৩০০০ কোটি টাকা হইবে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত পরিকল্পনার অঙ্কই গ্রহণযোগ্য। আগামী পরিকল্পনার হেতুবাণী কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে স্বতন্ত্র, ক্ষুদ্র, মাঝারী, বৃহৎ ও ভারী শিল্পের ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে এবং এই সপথ শিল্পের নিবৃত্তি মূলদন বিবিধ আর্থিক ক্ষেত্রে আর্থিক হইবে। আর্থিকতার ভারী আর্থিক বৃদ্ধি কল্পিত আশা করি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অংশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আর্থিকতার বর্ণিত হওয়া উচিত, এ-বিষয়ে তিনটি কাণ্ডেতে মতিকা হইয়াছে। ইহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান চারটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:—বহুলাংশে ভারী আর্থিক বৃদ্ধি; বড় বড় শিল্প ও সরকারী পরিচালনাধীন শিল্পগুলির উপর বিশেষ ভরসা প্রদান করিয়া উন্নয়ন; কর্ম-সংস্থানের পূর্ণ প্রয়োগ এবং সামাজিক জ্ঞান বিস্তার।

এই সব উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের যে-সব সুশাসিত করা হইয়াছে তাহাও পরিকল্পনা কমিশন এবং ভারী উন্নয়ন পরিষদ ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সুশাসিত হইতে হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কালে সতকরা ২৫ ভাগ ভারী আর্থিক বৃদ্ধি এবং ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।

আরও জানা গিয়াছে যে পরিকল্পনা কমিশনের অর্থসংস্থানবিষয়কীয় অভিমত এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যয় অর্থের সংস্থান করিতে হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ কমিশনের সুশাসিত সবার পূর্ণাঙ্গরূপে কার্য-পরিণত করিতে হইবে এবং কার্য-উন্নয়ন কমিশনের সুশাসিতের বাহিরেও অর্থসংস্থানের ব্যাপকতার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গোঁড়া বর্ণিয়াছেন যে, চারটি কাণ্ডেতে প্রতি এইরূপ সতক-সৃষ্টি বাণিতে হইবে যে, উহা যেন বৎসরে ২০০ কোটি টাকার বেশী না হয়, তাহা ছাড়া অত্যাবশ্যক প্রয়োজ উপর বিস্তারিত বার করিতে হইবে (বর্তমানে সংবিধানের) ২৮৩ (৩) অধিক্ষেপে অল্পাংশে উহা বেধাই দেওয়া হইয়াছে), আর এবং বনসম্পদের উপর—উচ্চ কয় গাণ্ড করিয়া সর্বোচ্চ আর্থিক বাণ্ডি হইতে হইবে। ভরসাপূর্ণ জনকল্যাণ সংস্থাগুলির দ্বারা পুননির্মাণ করিতে হইবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধির অগ্রাধিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

চিনির সমস্যা—ভারতে চিনির কখনও যে রান, কখনও যে তেলী, তাহা লইয়া সমস্যা অবধি নাই। সংরক্ষণ সংঘে শিল্পের পায়ে পাড়াহিবার যোগ্যতা হয় নাই। এখনও আমদানী ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইক্ষু গবেষণাই চলিতেছে, কতটুকু ফলপ্রসূ হইল, তিনি শিল্পের চরবন্ধার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শুষ্ক ও চিনি, ইক্ষু চাষী ও চিনি-কল মালিকের দ্বন্দ্ব, পরিবহনের অসুবিধা সবে বিদিতা যেন সমস্যা ক্রমেই জটিল হইতেছে। অথচ ভারত সর্ববৃহৎ ইক্ষু-উৎপাদক দেশ এবং অগ্রতম নির্যাস ব্যবহারকারী দেশ হইয়াও চিনি-উৎপাদনে আজও বহু-সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। এখানেই সেই একই উত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই।

কৃষিক মূল্য—ভারতে কৃষিক মূল্যের প্রচলন হইবে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউশন অব প্রডাকশন ইক্সপ্লোরেশন-এর কলিকাতা শাখার আর্থিক সভার প্রধান অতিথি হিসাবে ইতিহাস গোষ্ঠার ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর এ.এল. সি. বর্ধন বলেন যে, ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্থান এবং তখন ও পরিমাণ ব্যবস্থার বর্ধাক্রমে কৃষিক ও শ্রেণিক শক্তিতে পরিবর্তনের ফলে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর ব্যয় প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি টাকা হিসাবে ব্যয় হইবে।

তিনি বলেন যে, এই পরিবর্তন “সর্বাংশে প্রয়োজনীয়” এই পরিবর্তন বাহ্যতে সক্রিয়ভাবে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে সাধিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে একেই দেখা করিবেন বলিয় তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে সর্বপ্রকার ভারতীয় শিল্প ও পণ্যপ্রসার উপর চাপাও ইনস্টিটিউশনের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত হইবে। আরও ইহা সন্ধান করি।

ভারতীয় শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নাথ সেনগুপ্ত

(পূর্ণাঙ্গগতি)

১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় পঞ্চাঙ্গে ন্যাশনালীতে প্রকাশিত প্রথমখণ্ডের একাধিক অধিবেশনে এই বর্ষে এক অভিন্নমত প্রকাশ করা হয় যে 'বর্তমান' কর্মনিষ্ঠ 'প্রমিত' কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোন পরিকল্পনা বিচার বিবেচনা করার সময় কর্মচ্যুত প্রমিতের বিকল্প চাকুরী কিংবা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষমতা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে—যাতে নাকি আনিকটা বেকার সমস্যা উদ্ভূত হওয়া যায়। এই অধিবেশনে আরও দৃষ্টি হয় যে বাড়তি প্রমিতের দ্বিগুণের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিবেশনের মধ্যে পাট ও কপাস শিল্পের আত্মসমস্যা হাঁড়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেরও বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে 'বর্তমান' ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যাটির সর্বাঙ্গিক বিশ্লেষণে বিচার বিবেচনা করে না দেখা পর্যন্ত এসম্পর্কে কোন কার্যকরী নীতি গ্রহণ না করাই শ্রেয় মনে করছেন। এই অবস্থানে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ভারত সরকার/এখনও পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান নীতি কার্যকরী করেননি এই বর্ষে এক ঘোষণা করেছেন বলে জানা গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আমলও পর্যন্ত ভারতে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। একদিকে যেমন মালিক গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের মারফৎ কেবল উন্নত যন্ত্রকরণ দ্বারা প্রদত্ত বরজা কমাতে চান, অন্যদিকে প্রমিত পক্ষ যেমন ব্যাপক কর্মচ্যুতির ভয়ে সব প্রকার বৈজ্ঞানিক বিন্যাস পরিকল্পনাকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্বন্ধের ভাবগুরুত্ব এবং বাস্তবিকভাবে মনোভাব দৃষ্টি করে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করাই আমল সর্বোত্তম প্রয়োজন। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান পরিকল্পনার নীতিটি পরিবর্তনশীল এবং এতে রয়েছে যন্ত্রপাতি এবং পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদন পদ্ধতি এবং কাঁচা মালের মান নিয়ন্ত্রণ; মূলধন, ত্রুটি সামগ্রী এবং প্রযুক্তির অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকতর বৃহৎ বিশদায়ন ব্যবস্থা। উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক করার জন্য কেবল প্রমিত যন্ত্রপাতি এবং কর্মনীতির প্রয়োগকে স্বীকার করার জন্য প্রমিত এক মালিক উভয়কেই প্রস্তুত থাকতে হবে। কেবল মালিক পক্ষের যেমন বৈজ্ঞানিক বিন্যাস মারফৎ কেবল বাস্তবিক পরিস্থিতি অর্জন এবং বৈজ্ঞানিক প্রমিত ব্যবহারকে যাবৎ দেওয়াই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, তেমন প্রমিত সাধারণকেও নিবিচারে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিন্যাস পরিকল্পনাকেই বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। বৃহৎভাবে পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক বিন্যাস পরিকল্পনা শিল্পক্ষেত্রে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে সেটা মূলধন বিনিয়োগকারী, ব্যবসা পরিচালক, প্রমিত গোষ্ঠী এবং ক্ষেত্র সাধারণ—সবাই পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়।

বিশেষ বিশেষ শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প : ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ৭৭ বছরের মধ্যে প্রচুর উৎপাদিত ত্রুটির বরজারিতা কমিয়ে এবং উৎপাদন ব্যবস্থা, বিশেষ করে

চুন্নির (Furnace) কারিগর উন্নয়ন সাধন করে আলোচ্য শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেকটা সহজ করে তোলা হয়েছিল।

১৯৪০ সালের পরে—“স্ক্রাপ কার্বন প্রসেস” (Scrap Carbon Process) চালু হবার ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মধ্যে উন্নতি হয়েছিল; এই পদ্ধতিতে কাঁচা লোহার সঙ্গে পুরানো লোহা (Scrap iron) মিশিয়ে চুন্নিতে যা দিয়ে সবটাই পুরানো লোহা ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া অবিকালে বড় বড় কারখানাগুলিই বড় উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং করণায় অবিকতর বস্তু ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

কার্পাস শিল্প—১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত—১৯২০ সালের পরবর্তী কালে জাপানী প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে ভারতে সর্বপ্রথম এই শিল্পটিই বৈজ্ঞানিক বিন্যাস নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। “রিং স্পিনিং এন্ড উইভিং” পদ্ধতির প্রয়োগ, “ইউনিভার্সাল ওয়াইফিং” যন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ব্যবহার এবং বায়ুর আর্দ্রতা ব্যবহার এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মারফৎ বোম্বাই আমোদাবাঘের কার্পাসের কলগুলিতে, বিবেচ্য করে “সাসুন এন্ড ফিনলে” (Sasoon & Finlay Group) এবং কোহিম্বুর গোঞ্জিহুট প্রতিষ্ঠানসমূহে আংশিকভাবে বৈজ্ঞানিক বিন্যাস করা হয়। শোলাপুর, নাগপুর এবং কানপুরেও আংশিকভাবে এই নীতি প্রয়ুক্ত হয়। যা হোক সর্বশেষে ভাল ফল পাওয়া গেছে আমোদাবাঘে—কল শালিকসমূহ এবং শ্রমিকসমূহের মৌখিক বৈজ্ঞানিক বিন্যাস কমিটির (Joint Rationalisation Committee) দৃষ্ট কাণ্ডকারণে।

১৯৪০ সালের পরে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কার্পাসের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি এবং নির্ধারিত (Standard) কার্পাসের প্রচলন করে ভারতীয় বস্ত্রবহন শিল্পে বৈজ্ঞানিক বিভাগকে কতকালে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে কাঁচা তুলার অপব্যয় বন্ধের জন্য এক চেষ্টা চলছে। “কার্পাসশিল্প তদন্ত সমিতি” (The Textile Enquiry Committee) বড় বড় কারখানা এবং সেই সঙ্গে তাঁতীদের বর্তমান যন্ত্রাতি-লোকে শক্তিশালিত তাঁত, স্বয়ংক্রিয় তাঁত এবং শিল্পলারে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে সুপারিশ করেছেন।

পাট শিল্প—যদিও এই শিল্পটি ভারতের সবচেয়ে সুসংগঠিত শিল্প তথাপি উল্লেখযোগ্য রকম বৈজ্ঞানিক বিভাগ আজও এই শিল্পে হয় নি; এর কারণ অবশ্য আলোচ্য শিল্পের একচেটে প্রতিষ্ঠা। মাকুর সংস্কার এবং মোট কর্মকাল কমান প্রভৃতি কিছু কিছু চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছে। কিন্তু পাট শিল্পের যন্ত্রাতির আজ আমূল সংস্কার প্রয়োজন, এ ছাড়া কাঁচা পাটের আর্দ্রতা, ভারতবিভাগ অনিত অহুবিধা এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা—দিনদিনই এসবগুলি বৈজ্ঞানিক বিন্যাস পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করিয়ে দিচ্ছে।

অলঙ্কার শিল্প—করলা এবং চিনি—এরা ভারতের দুটি প্রধান শিল্প। প্রথমটিতে উন্নততর যন্ত্রাধন এবং অপেক্ষাকৃত বয়স মালবৃত্ত বনির করলা উত্তোলন বন্ধ করা প্রয়োজন। সর্বশ্রমশীল, বেটা বহুদিন থেকে “লংরকশ” ভোগ করে আগছে তারিও ব্যাপক বৈজ্ঞানিক বিভাগের প্রয়োজন, যাতে করে নাকি এই শিল্প আর “লংরকশের” সাহায্য ন, নিয়েই উন্নতি করতে পারে।

ট্রাঙ্কে—ভারতের বৃহত্তম তৈল শোধনের কেন্দ্র

সম্প্রতি বোম্বাই এর নিকটে উৎক্রে বার্মা শেল কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত ভারতের বৃহত্তম তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন কর্তৃক অচ্যুত হইয়াছে। উৎক্রে তৈল শোধনাগার ভারতের শিল্পাঙ্গনের অগ্রগতির আর একটি গাণ সম্পূর্ণ করিল। ভারতের শিল্পাঙ্গন ও পরিবহনের প্রয়োজনে যে খনিজ তৈলের চাহিদা সৃষ্টি হইবে, তাহা ভারতের পূর্ণপ্রাপ্ত অবস্থিত ডিগবরে শোধনাগার হইতে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। ডিগবরের উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ২০,০০০ গ্যালন। অল্প ইহারও সম্প্রসারণ হইবে। তাড়া ছাড়া বিত্তীয় মহাবুদ্ধির অনিচ্ছয়তা ও যথাশ্রোচের আবাদান শোধনাগারের অনিশ্চিত উৎপাদন ও সরবরাহ ভাব্যত্বে এই শিল্পের উন্নয়ন ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইতিপূর্বেই ভারত সরকার হাঙ্গেরার উপত্যকার করলো হাঙ্গেরে কৃত্রিম উপায়ে তৈল উৎপাদন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু বার্মাশেল, ট্যান্ডাক ও গ্যালটেন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তাহাদের নিয়ম মূলধনে ভারতে তৈলশোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব দিলে ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করেন এবং চুক্তিবদ্ধ হন। স্থান নির্বাচনের দিক দিয়া অল্প কিছুদিনের মধ্যে বোম্বাই-ই স্রেষ্ঠ স্থান। বার্মা শেল বোম্বাই যন্ত্রের সম্বন্ধিত্ব স্বীকারে নির্বাচন করেন। তাহার ফলে ১৯৫১ সালের ১৫ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন।

১৯৫০ সালে কাজ আরম্ভ হয়। এখন ট্রাঙ্কে অকল জলা ও প্ৰতিষ্ঠা দানি ছিল। প্রায় ৩০ ডাগ তমিই সমুদ্র অগ্গেকা নীচ ছিল। নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও চাই ক্সরের মধ্যেই ইহার নির্মাণ কাণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা কল্পনাভীত। ইহার নির্মাণ ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। ভারতের তিনটি তৈল শোধন কেন্দ্র নির্মাণের ঘোট ব্যয় পড়িয়াছে ৩০ কোটি টাকার মত এবং ইহার অগ্গেকের মত খরচ পড়িয়াছে বার্মাশেলের এই কেন্দ্র নির্মাণে। এই কেন্দ্র হইতে প্রতিবৎসর নিম্নলিখিত পরিমাণ খনিজ তৈল ও অকাল উপজাত প্রায় প্রস্তুত হইবে।

পেট্রোল—১৫০,০০০,০০০ গ্যালন

কেরোসিন—১০,০০০,০০০ গ্যালন

উচ্চ পক্কি ডিজেল তৈল—৩০,০০০,০০০ গ্যালন

নিম্ন " " ৩০,০০০,০০০ গ্যালন

ফারবেন্স তৈল—১০,০০০,০০০ গ্যালন

ইহা ছাড়া বার্মাশেলই ভারতের একমাত্র বিটুমেন উৎপাদক হইবে।

আনান্যস্তর ভারতে সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নয়ন ও উচ্চতর জীবনমানের সৃষ্টি হইবে; তাহাতে আশা করা যায় যে ১৯৮০ সালের মধ্যেই ৫০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ম ও ইহার উপজাত প্রায় চাহিদা সৃষ্টি হইবে। ভারতের পরিকল্পিত ও নব্যপ্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে ডিগবরে অবস্থিত তৈল শোধনাগারের ঘোট উৎপাদন এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ টনের মত হইবে আশা করা বাইতে পারে। তাহা ছাড়া ঐ সকল শোধনাগারের ক্রমসম্প্রসারণের সুযোগ থাকার ভারত অদূর ভবিষ্যতে তৈল সরবরাহে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবে এবং একান্ত প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য প্রকার অনিচ্ছয়তার হাত হইতে চিরন্তন অব্যাহতি লাভ করিবে।

বীমার সামাজিক মূল্য

শ্রী অরুণ চন্দ্র গুহ

কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা বাহ মন্ত্রী

“বীমার একটি সামাজিক মূল্য আছে। বীমা পদের অর্থ হইতেছে যাকি বিশেষের নিরাপত্তা-বিধান। যাকি বিশেষের পরিবারেরে অল্প ইহাতে বেদন আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকে, সেইরূপ ইহা দ্বারা আত্মাভয়ের জাতীয় আরও বৃদ্ধি পায়। এই সকলের ফলে জাতীয় উন্নয়ন কাৰ্য্যাদি সম্ভব হয় এবং বীমাকারীদের বৃত্ত বর্ধনে এবং বর্তমানে উহাদের পরিবারবর্গের আর্থিক সাহায্য সম্ভবপর হয়।”

অতীত কালেও ভারতীয়দের বীমা সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা ছিল; তথাপি উহাকে সঠিক শাসনের অঙ্গরূপ অবহেলা বলা চলে। গত শতাব্দীতে ভারতে কয়েকটি অপ্রতিযোগিতামূলক বীমা তহবিল খোলা হয়। উহাদের মধ্যে একটি হইতেছে “হিন্দু স্ট্রাশমিল এমিউনিটি ফান্ড”। পণ্ডিত জৈবর চন্দ্র বিদ্যালাগর উহার প্রতিষ্ঠাতা। গত শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে প্রকৃত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর সময়ের যথোচিত প্রকল ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান ক্রিষ্টপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বোঝারও অবদিত নয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে বৈদেশী আন্দোলন শুরু হয়। অতঃপর ভারতীয় শিল্পের মত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহও উহার দ্বারা দীর্ঘকালব্যয় উপকৃত হইয়াছে। আরম্ভে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের বেদন উপযুক্ত পরিচালক ও অর্থের অভাব ছিল। সেইরূপ তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও উহারা কোনও রূপ সাহায্য পায় নাই। এই রূপ অবস্থার মনোনিবেশ আন্দোলনই ছিল উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি মনে করি, এখনও ঐরূপ মনোবৃত্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা পূর্বই হুঃখের বিষয় যে, এখনও বড় বড় ভারতীয় বীমাকারীগণ বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য লইয়া থাকেন। বর্তমানে ভারতে বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিটি বীমার মূল্য প্রায় ৭,৫০০ টাকা; অপর দিকে, ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিটি বীমার মূল্য মাত্র ২,৫০০ টাকা। আমার মনে হয়, এই বিষয়ে ভারতীয়দের মনোনিবেশ করা উচিত।

১৯৫০ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ মোট ২২৭ কোটি টাকার বীমা করিয়াছে; ১৯৭৭ সনে করিয়াছিল মোট ১৩৮ কোটি টাকার বীমা। মাত্র সাত বৎসরে ঐরূপ বৃদ্ধির বশেই তাৎপর্য রহিয়াছে। এক্ষণে প্রতি বৎসর ভারতীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রিমিয়াম আয় হইতেছে ৩৭ কোটি টাকা; ভারতে কার্যরত বিদেশী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের ঐ খাতে আয় হইতেছে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

বে সকল বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান ভারতে কার্যরত রহিয়াছে তাহাদের বিকল্পে কোনও রূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ভারত গভর্ণমেণ্টের নাই। কিন্তু বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহ বেঞ্চ ভারতে কাজ করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহেরও কি বিদেশে ব্যবসা শুরু করা উচিত নয়? বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ক্ষেত্রে উহার গুরুত্ব বশেই রহিয়াছে। আশা করি, কয়েকটি ভারতীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বিদেশে কাজ শুরু করিয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সনে প্রিমিয়াম আয় বিদেশে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে। তথাপি ইচ্ছা যদিও, ভারতে কার্যরত বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের তুলনায় উহাদের আয় এখনও খুবই কম।

ভারত একটি বিরাট দেশ, উহার জনসংখ্যাও যথেষ্ট। তাপাশি বহু দেশের তুলনায় ভারতের মাথাপিছু বীমার পরিমাণ খুবই অল্প। ১৯৪০ সনে ভারতে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৬ টাকা। অপরদিকে, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,২০০ টাকা, ২,২০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ৭,০০০ টাকা।

জীবন বীমা ব্যতীত অকাজ বীমা ক্ষেত্রে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ঐ শ্রেণির বীমার ক্ষেত্রে উহার ১৯৪০ সনে ভারতে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা এবং বিদেশে ৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম লাভ করিয়াছে। অপরদিকে, ভারতে কার্যরত বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ উহার বহুগুণ বেশী অর্থ একমাত্র ভারত হইতেই লাভ করে। এষ্ট কারণে এক্ষেত্রেও ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ সম্প্রসারণ হওয়া আবশ্যক।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, ভারতে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ মাত্র ২৬ টাকা। ভারত একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং উহার অধিবাসীদের প্রায় ৭০ ভাগ কৃষির আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি হইতে সংগৃহীত হয়। এই কারণে আমি মনে করি যে, কৃষকদের মধ্যেও বীমার প্রচলন আবশ্যিক। পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশে শত বীমা গবাদি শত বীমা এবং ঐকগুণ শ্রেণির অকাজ বীমা চালু আছে। ক্ষুদ্র ভবিষ্যতে ভারতেও অল্পরপে বাধ্যতা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

গত ২ই মে পাটনায় বীমা স্বেচ্ছা উদ্ভাবন উপলক্ষে ভারত সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রতিরক্ষা ব্যয় মন্ত্রী শ্রীমন্ত চন্দ্র শহ উক্তরূপ মন্তব্য করেন। উপসংহারে শ্রীশ্রী বলেন যে, ভারতের কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রেও বীমার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। পরী অকালে শত বীমা, গবাদি শত বীমা এবং ঐকগুণ শ্রেণীর অকাজ বীমার কার্য চালু করিতে তিনি পরামর্শ দেন।

আর্থিক প্রসঙ্গের তৃতীয় বার্ষিক সভার বিবরণী

বিগত ১৬ই মে কেডারেশন হলে (মিলন মন্দির) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপূর্ব অর্থনীতির দিষ্টা অধ্যাপক ডাঃ পি. এন. ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে ও শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকারস্বরের প্রধান আতিথ্যে আর্থিক প্রসঙ্গের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়।

প্রারম্ভে আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নাথ সেন আর্থিক প্রসঙ্গের গত তিনটি বৎসরের সংগ্রামপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আর্থিক প্রসঙ্গ হাজিরের অর্থনীতিক ও শির যাদিমা বিষয়ে অল্পমাত্রায় ব্যক্তিরে জরু যে কল্যাণ সাধন করে আসছে, তা সত্যই আনন্দের কথা। তিনি অধ্যক্ষ ও অর্থনীতিক হিসাবে এবিষয়ে অবগত। পত্রিকাটি তাঁহার হাজিরমুখ্য আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকের পরিচালনার বাংলা দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে লক্ষ্যের প্রাপ্তি অর্জন করবে তিনি আশা করেন।

সভার প্রধান অতিথি শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকারস্বর মহাশয় কর্তৃত্বপূর্ণ কমিশনের (মাধাই কমিশন নামে বাঁহা পরিচিত) প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক লইয়া এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি বলেন মাধাই কমিশন প্রায় দুই বৎসর পূর্বে নিযুক্ত হন। ঐয়ের উপর ভাৱ ছিল, সরকার কেন্দ্র

করে তাদের উন্নয়ন ব্যয় ঘোঁটাতে পারবেন তার উপায় নির্ধারণ করা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল দেশের আর্থিক অবস্থা—বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও অসম্মত আর্থিক বাধার স্বতন্ত্র—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা। কিন্তু এই নিখাতনিক পদ্ধতির অভিন্ন এরা নেননি। যাহোক কমিশনের ঘোঁটাঘুটি স্বত্বা হ'ল এই যে, প্রথমতঃ বহুপানি জাতীয় আর সরকারী পরিদত্তে বাহিত হ'লে, তার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ কর কাঠামো বহুপক ও গভীর হ'বে অর্থাৎ কর আদায়ের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই করকাঠামোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়তঃ ঘাটতি বাধের সুফল নিবারণের জন্য প্রয়োজন আর বৈষম্য বৃদ্ধি করার তদ্য কর-কাঠামোর আনুল পরিবর্তনের। চতুর্থতঃ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অস্বাভিক করার জন্য সমাজের ভোগকে বহুপস্বত্ব সঙ্কুচিত করতে হ'বে।

আরও সন্দেহ কমিশনের মত হ'ল বিলাতবাকী (Bad Debts) উপরও কর দিতে হ'বে। অর্থাৎ আরও নির্ধারণের জন্য বিলাতবাকী ঘোঁটা লাভ থেকে (Gross profit) বাহ দেওয়া হ'বে না, তবে শিমোন্নয়নের জন্য যেহেতু যদি ঘোঁটা লাভ থেকে কিছুটা অংশ দিয়ে নতুন বহুপানি কেনেন তবে বহুপানির জন্য ঘোঁটা বাধের এক-চতুর্থাংশ আরও কর থেকে বাহ দেওয়া হ'বে। এছাড়া বিশেষ করে একটি শিল্পের জন্য এরা উন্নয়ন বাধের (Development rebate) ব্যবস্থা করেছেন। আরও সন্দেহ অসম্মত উপারিসংখ্যানি হল ৩০০০ বাৎসরিক আর হ'লেই আরও দিতে হ'বে। ২০৬০০ বাৎসরিক নোট আর হ'লে আর সন্ধ্যার জন্য কিছুটা অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখতে হ'বে, এই গচ্ছিতের পরিমাণ আর অল্পস্বত্ব ঘোঁটা দেয় আরও করে ০.৫% থেকে ০.৭% পর্যন্ত হ'বে। এর অর্থিক হ'বে বাধ্যতামূলক করা এবং অর্থিক হ'বে সরকারী স্বত্ব। তবে কেহ যদি এই টাকা নতুন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে চান তবে ২০ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ্য এই সর্বোত্তম সরকারী তাহাকে অংশ দিবে।

বিত্ত কর (Estate duty) সন্দেহ কমিশনের মত হ'ল এই যে বিত্তকর হ'তে অধ্যাহতি শেতে হ'লে ২ বৎসরের পরিবর্তে দুইবার ১ বৎসর পূর্বে দান করতে হবে। বিত্তকর সন্দেহ বসেছেন, সকল এক্ষেপেই বহুস্বত্ব কর সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বন্টন করে দেবেন।

কৃষি আরও সন্দেহ কমিশন যে সকল প্রস্তাব করেছেন পুষ্কারস্বত্ব মহাপ্রদ শেঙলির বিশদ আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে এক্ষেপে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবধান হ'ল প্রায় ১৮৫ লক্ষ টাকা। কর সন্ধ্যার জন্য এই ব্যবধানকে আরও বাড়িতে হ'বে। আদায়ের মতন অল্পস্বত্ব দেশের বৈশিষ্ট্য হ'ল ঘোঁটা জাতীয় আরও সত্বকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ ভোগের জন্য ব্যয়িত হয়। এছাড়া আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। হিসাব মত দেখা গেছে ১% জনসংখ্যা বাড়লে ২%-৩% জাতীয় আর বাড়্য উচিত। কিন্তু এক্ষেপের অবস্থা ইহা অগণ্য বহুস্বত্ব।

আলোচনার উপসংহারে শ্রী পুষ্কারস্বত্ব মহাপ্রদ বলেন যে, ঘাটতি বাধের বিশদ আছে সত্য কথা, তথাপি পরিকল্পনাকে সঙ্গলীকরতে হলে ইহাকেই অবলম্বন করতে হবে।

শ্রীমদীগোপাল মৈত্র (জগেন্দ্র ওয়ার্কস লিঃ) বলেন, নিয়ম একরূপ হওয়া উচিত যে, কর দিতে লাভের যে আংশটুকু অংশদারদিগের ভিত্তর বন্টিত হ'বে তাহার উপর যে আংশ পুনরায় বিনিয়োগিত হ'বে তাহার উপর নয়। একরূপ ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত হ'বেন।

অধ্যাপক অনাধ্বন্য হস্ত বলেন অস্বাভিক না হ'লে ঘাটতি বাধ সংঘেও সুস্বাভিক বটে।

ব্রিটিশ লে মেন্ডাপতি, ফেডারেশন অফ্‌ ফর এণ্ড মিডিয়ম ইন্ডাস্ট্রিকাল মেন, আর্থিক প্রসঙ্গের
জায় দানিক পত্রিকা প্রয়োজন আতির আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রে জুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্ত।
দুগাভরের শ্রমিকদের দাপণ, আমার বেশ পত্রিকার সম্পাদক ও ইংরেজি হবার মিলন,
এসোশিয়েশনের গ্রিহেমরজন, বহু প্রত্নতিও আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন।

আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদক বলেন, আর্থিক প্রসঙ্গে উচ্চতর বাংলা দেশে কই আর্থিক চিন্তার
বেশ বজায় রাখা। এতটা লক্ষ্য আছে গবেষণার, জ্ঞান-সংগ, পরিচাষা প্রদরন প্রত্নতির
দিকেও। সভাপতি ডাঃ বানার্জি বলেন, অর্থনৈতিক পত্রিকা হিসাবে আর্থিক প্রসঙ্গ
বেশ লাফলা অর্জন করেছে। তিনি বলেন আমাদের দেশে পরিপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি লবেও
বেকার সমস্যা কেন শুধুই এম্প্লক' ভালভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন।

সভার শেষে আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীধরেন্দ্র নাথ লেন
সভাপতি ও উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করেন। যে লক্ষ্য লেখক অকৃতভাবে আর্থিক
প্রসঙ্গকে এবাং সাহায্য করেছেন এবং করেছেন তাইদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, বিশিষ্ট বৈদিক ও দানিক পত্রিকার প্রতিনিদি, ইনফরমেশন
সার্ভিসের প্রতিনিদি প্রত্নতি লব্ধ গণ্যমান্য ও হুদুমই এই অধ্যয়ন উপস্থিত ছিলেন।

Indian Rly. Catering & Co. সমবেত ব্যক্তিগণকে ইহারে পরিচালিত Coopers
Arcated Water Co. কর্তৃক প্রস্তুত Vinto & Orange Squash পরিবেশন করেন।

নিষিদ্ধ কথা

রেলের দুর্ভাগ্য—দীর্ঘ দুইটি বসর ধরিয়া ভারতীয় রেলপথের কার্য-কলাপের দুর্নীতি সম্পর্কে
যে তথ্য করা হইতেছিল, তৎসম্পর্কে বহু কমিটি তাহার বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন।
এই বিবরণের বক্তব্য অনেকই জানেন, ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারেন নাই;
আর পারিলেও দুর্নীতি চক্র ভেদ করিয়া প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। বিনা টিকিটে ভ্রমণ
যেমন যাত্রীদের দ্বারা ভেদনি টিকিট বিতে বিলম্ব করিয়া ইচ্ছা করিয়া ও টাকার চেত বিতে জুলিয়া
বাওয়াও বুকিং সার্কেলের অমার্জনীয় অপব্যয়। হাওড়া ষ্টেশনে দুগামী গাড়ীগুলির কাউন্টারে
গাড়ীরা থাকিলেই এই ঘটনা প্রত্যহ চোখে পড়িতে পারে; তদন্ত কমিশনের প্রয়োজন নাই।
এই ঘটনা অফিসারগণ জানেন না বলিলে মিথ্যার অংশের গ্রহণ করা হইবে।

টিকিট কালেক্টার ঘূষ নেন, মালবারু ঘূষ নেন, বড় অফিসার নিজে হাত পাতিতে না পারিলে
ছোট অফিসারকে ভাগ বিতে বলেন, ইহা পাড়ার বহু, ঘণু, গোপাল, গোবিন্দ, নিধু, জাড়া, লম্বাই
জানেন আর রেলকোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জানেন না ইহা কি কেহ মিথ্যাস করিবে? কেমন করিয়া
রেলের মিশার হইতে কানিচার হয়, রেলের মিস্ত্রী রেলের ইট কিয়া I.W., P.W.দের বাড়ী হয়,
কেমন করিয়া বড় বড় অফিসারদের ঘরে বেজিঞ্জাওটা, বেডিওগ্রাম শোভা পায় একথা
কে-না জানে?

রেল কর্তৃপক্ষ তাগ সাময়িকভাবে Complaints অফিসার বাধিয়াছেন, মান সাময়িকভাবে
Public Relations Officer বহাল করিয়াছেন, ঢং ও শুড়ং এর যে নিত্য নূতন সঙে যাতিয়া
উঠিতেছেন, তাহাতে বেশখানী ছুতজাঙ্গী। গাড়ীতে আলো মলেন না; কারণ খাটাবী ষ্টিক নাই।
গাড়ীতে পাখা থাকিলেও ঘোরে না; কারণ, ডিসকনেকটেড; চিঠি গিথিলে লম্বা পাওয়া যায় না।

লোক কম, কাজের প্রসার। P. R. O. পাবলিকের সঙ্গে দেখা করিতে সমর্থ পান না; কোথায় থাকেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না। তিনিতে পাওয়া যায় তিন কাজের পরমা লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বিশাখারা! আমরা বেলাপরিচালনার হতাশ হইয়াছি। হীনীতি ভগ্নের পুনরুজ্জীবিত দেখিয়া অবাক হইয়াছি! শান্তির বিন্যাসের সুপারিশ করিলে কি কতি ছিল?

মালিকের দৃষ্টিভঙ্গী—সম্প্রতি কোম্পানী-এ প্রমিক-মানিক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রথমতঃ শ্রীমানুজাই কোম্পানী মালিকদের বলেন, আপনারা যেমন প্রমিকদের নিকট পুঙ্খন্য এবং দারিদ্র্য বোধ আশা করেন, দেশবাসীও আপনাদের নিকট বিশেষ দারিদ্র্য বোধ আশা করেন।

সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রী সি. ডি. সোমাসী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, দাবী উত্থাপনে প্রমিক নেতাদের আরও পুঙ্খন্য পরিচয় দিতে হইবে। তাঁহার এই উক্তি শুধু শুধু করিয়া শ্রীকেশাই বলেন, আশিষ্ট উল্টাইয়া মালিকদের নিকটের দিকে বসন এবং এই আশিতে তাঁহার দেখুন, কি পরিমাণ পরিবর্তন তাঁহাদের নিজেদের প্রয়োজন। যিঃ সোমাসী তাঁহার বাক্যে জানিতেন তাহা হইলে কি শ্রীকেশাইকে ডাকিতেন! এবং “যাহা মিলে তার লোভা, তারি ভাগি, দাতব্য গোড়া।”

নেহরু-আলি বৈঠক—ইহা নাকি যথেষ্ট হইল! আমরা জানিতাম আলি সাহেব Postdated চেকের কারবার করিতেই বৈঠকে আসিয়াছিলেন।

ডাক বিভাগের ক্ষমতা—ডাকঘরে টিকিট পাওয়া যায় না, পোস্টকার্ড পাওয়া যায় না, পরমা ফিলেও টেলিফোন কার্যকর্য্য পাইতে সর্ব্ব অসম্ভব। এ কিছু নতুন সংস্কার নয়। সম্প্রতি ৪টার আগেও কোন কোন পোস্টঅফিস বন্ধ করিয়া দেয়। বন্ধঘরের মতিঝিল পোস্টঅফিসে গত ১৬ই মে ৪-৪৫ মিনিটে গিয়া দেখি পোস্টঅফিস তালাবদ্ধ, কেউ কোথাও নেই। খবর লইয়া জানিলাম ঐয়ের উন্নয়ন বৃদ্ধি হওয়ার তাহাদের কষ্ট হইতেছিল বলিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর বন্ধ, ঈদও আসিবে, তখন কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি!

চা-শিল্প—চা শিল্পের অব্যবহিত গুরু হইয়াছে। আমরা গতসংখ্যার ইহার আভাস দিয়াছিলাম। সিংহলে ইহার দাকা লাগিয়াছে। কারণ লগুন আড়ল দিয়াছে। ভারতের ঠেলা আসিয়াছে। সবাই ভাবিতেছে কি করা যায়! ভারতে সেন্ট্রাল টী বোর্ড আছে। ইহার মোটা মাছিনার কয়েকজন উপদেষ্টার অফিসার আছেন। কাজ জানেন না, বোঝেন না, না-বোঝার আনন্দে মগন থাকেন। গত দুই-তিন বৎসরে আন্তর্জাতিক চা সমিতি হইতে ভারতের সরিয়া আসিয়া যাহা করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। খালি Training হইয়াছে—একদল অব্যবহিত লোকের। সরকারী নীতি লাভের দিকে নিব্বিট হইয়াছে, শিল্পের কল্যাণের দিকে হয় নাই। আন্তর্জাতিক বাজার স্থপলের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, মন ওঠে নাই। প্রচুর টাকা ভারতের গদ্যম দেশে চালা হইয়াছে এটারের অন্ত—বন্ধু দেশের, রূপ দেশের, সুযোগ বৃদ্ধির, পানের আশায়, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিনা তাও পরিষ্কার নয়। অবিলম্বে সেন্ট্রাল টী বোর্ডের আদ্যুত সংস্কার প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় বার্ষিক বাজারের গতি সম্পর্কে বাজার ওয়াকিবহাল তাহাদের বাধিয়া কাজ করিতে দিতে হইবে। কিরিকী কারবার ‘চা-শিল্প’ কারবার না শুটাইলে দেউলিয়া হইতেই হইবে!

ইন্ডিয়ান ব্যাংক জাতীয়করণ

শ্রীমৎ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয়-ব্যাংক জাতীয়করণ নীতি বহুদিন হইতে স্বীকৃত হইলেও ব্যবসায়ী ব্যাংক সম্পর্কে ঐকমত্য নীতি প্রবেশ অর্থনৈতিক জগতের অশুভকারী নতুন অধ্যায়। বলিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা এই নীতির সমর্থন শুধু ভারতে নয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও দান। যদিও উদ্ভিষ্টেছে। ব্যাংক-জাতীয়করণ নীতির সমর্থকগণ এইরূপ দাবী পোষণ করেন যে : ব্যবসায়ী ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ না করিলে ব্যাংক শিল্পের ক্ষতি উন্নতির সহায়করূপে আশঙ্কিত কাজ করিতে সমর্থ হইবে না ; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকার বাজারের উপর বর্ধিত ক্ষমতা থাকিতে পারে না ; পক্ষান্তরে, জাতীয় কৃত ব্যাংক প্রাইভেট ব্যাংক অপেক্ষা সুস্থির উপায়ে অর্থ খরচে অর্থ হারান দিতে সক্ষম হইবে।

জাতীয় মুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক জাতীয়করণ এই সাধারণ নীতিগুলি পূর্ব বেধে প্রাধান্য লাভ না করিলেও ব্যবসায়ী ব্যাংকগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া একটি ব্যাংককে—ইন্ডিয়ান ব্যাংক অব ইন্ডিয়া লিমিটেড—রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার জন্য ভারত যুক্তি উপস্থাপন করা হইয়াছে ; এবং এই ব্যাংকটিকে জাতীয়করণের চরম সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া রাখা হইছে। (১৯৪৪ সালের ১৯ই এপ্রিল অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এই সম্পর্কে একটি বিল লোকসভায় উপস্থাপিত করিয়াছেন যাহা, এমন কি, বিরোধী পক্ষ হইতেও সাধারণ অভিনন্দিত হইয়াছে।) কিন্তু বিশেষ করিয়া কেন এই ব্যাংকটিকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল তাহা একটা কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসা ; কারণ, জাতীয়করণ একটি সাধারণ নীতি—একটিমাত্র ব্যাংককে অনেকগুলি সমগোত্রীয় ব্যাংকের মধ্যে সরকারের করায়ত্ত করা অগ্রাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; বস্তুতঃ এইরূপ দাবী পোষণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির কোন বিষয় কেবলমাত্র নীতি বা আইনের মাধ্যমে বিচার করিলে যথেষ্ট হইবে না,—সমকালীন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অন্যান্য যুক্তিগুলির বিষয়ও বিবেচনা। সুতরাং ইন্ডিয়ান ব্যাংকটিকে জাতীয়করণের স্বপক্ষ-বিপক্ষ অর্থনৈতিক যুক্তিগুলির আলোচনা করিলে এই নীতি প্রয়োগের যথার্থ বিচার করা যাইতে পারে।

১৯৪৮ সাল হইতেই এই ব্যাংকটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার নীতি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কারণ, অন্যান্য ব্যবসায়ী ব্যাংকের তুলনায় ইহার অবস্থা বিশেষরূপে শক্ত ও স্বকলম্বু। ব্যাংক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৯২১ সালে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজের তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংককে একত্র করিয়া এই ব্যাংকটি গঠিত হয়। ব্যাংকের সাধারণ কাজকর্ম ব্যতীতও সরকারের ব্যাংকার রূপে এবং অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করিবার জন্য এইরূপ লেখাপা লাভিত হইয়াছিল। অরুণ বাংলা কর্তৃক যে এইরূপ অবস্থাতেও ইন্ডিয়ান ব্যাংকের নোটা ছাপিবার বা চালু করিবার ক্ষমতা ছিল না। বংলা হটক, ১৯৩৫ সালে বিদ্যার্ত ব্যাংক স্থাপিত হইলে পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যগুলি হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু যে সময় স্থানে বিদ্যার্ত ব্যাংকের নিজস্ব কোন অফিস নাই, সেই সময় স্থানে ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিদ্যার্ত ব্যাংকের প্রতিবিধিধানে কাজ করিতে থাকে। কাজেকাজেই ইহার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতার স্তরে ব্যাংকটি বর্তমান অবস্থার উন্নতি

হইয়াছে; ইহা এমন "unofficial leader of the Indian money market." এইরূপ একটি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যাংকের অবস্থানে বিদ্যার্ভ ব্যাংকের পক্ষে টাকার বাজার নিজের আয়ত্তাবলীনে রাখা অসম্ভব কঠিন ব্যাপার। অথচ অনিবার্য অর্থনৈতিক কারণে বিদ্যার্ভ ব্যাংকের এই অধিকার থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপরন্তু ভারত বর্তমানে নানা উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; এই সমুদায় বিদ্যার্ভ ব্যাংকের পক্ষে টাকার বাজার দখলে রাখিবার ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

একতরফে, এই ব্যাংকটিই সরকারের ব্যাংকায়করণে কাজ করে। সুতরাং, বিদ্যার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণের পর ইহার উপর জাতীয় করণ-নীতি প্রয়োগ করা স্বাভাবিক ভাবে কর্তব্য।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আবশ্যিক একটি সূত্রের উত্থাপন করা হয়; এরূপ বলা হয় যে, ব্যাংকটি যথেষ্টকালে ভারতীয় নিয়োগ করিতে শৈলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষত প্রস্তাবে বিচার করিলে জাতীয়করণের বশকে এইরূপ সূত্রের অধস্তারণ্য কোন প্রয়োজন নাই—বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে।

বিশ্বক আলোচনালিঙ্ক-কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৫৮ সালে সরকার কর্তৃক জাতীয়করণ নীতি স্বীকৃত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ ইহাতে যোরতর আপত্তি জানান। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ নীতি বিপজ্জনক ব্যাপার। সম্প্রতি, সরকারী কাজকর্ম লোকসানে সম্পাদিত হইয়াছে। যে সমস্ত সরকারী কাজকর্ম বর্তমানে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে—তাঁহাদের মতে—বিদ্যার্ভ ব্যাংক উহা গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত ব্যাংকটিকে নিম্নক ব্যবসায়ী ব্যাংকরূপে গণ্য করা হউক—“If the Bank were to choose between nationalisation and retention of Government business on the one hand and freedom to conduct commercial business on the other, there is no doubt in which direction the choice would lie.” ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশ্বক আলোচনার অবতারণা করা হয় তাহার অন্তর জাতীয়করণ নীতির দ্বারা সম্বত নয়। ইহার ক্রটি বিচ্যুতি সংশোধনের নিমিত্ত সরকার ১৯২০ সালের ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট দ্বারা প্রথম ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে পারে। (Report of the Rural Banking Enquiry Committee.)

উক্ত সরোজকুমার বসু এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণ সমর্থন যোগ্য নয়; It is rather strange that this particular institution should be picked out for nationalisation, while the Government do not intend to nationalise other Commercial banks. Nationalisation is a new experiment and its consequences are unpredictable at the stage. The selection of the most important Commercial bank in India for the altogether novel experiment will be ill advised and unjustified. It may have dangerous repercussions upon the business of the Bank and ultimately upon the economy of the entire country. The Bank has 28 full branches and 55 sub-offices in Pakistan, 8 full branches and one sub-office in Burma and one full branch in

Ceylon. In the event of nationalisation all the above offices will have to be closed down. The result will not only be detrimental to the interests of the Bank but the free flow of trade between India and all these countries will be hampered and serious dislocation of business will be produced. The wisdom of incurring the colossal expenditure of Government funds involved in acquiring the Bank at this juncture of our country's history will also be doubted. (Recent Banking Developments.)

টাকার বাজার আয়ত্তানীনে রাখিবার অঙ্গুহাতে ইন্সিটিয়াল ব্যাংকটিকে জাতীয়করণ করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়া তাহার প্রকৃত কতখানি যে বিঘ্নও বিঘেযা : বিজার্ত ব্যাংকের টাকার বাজার এখন রানিবার যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই তাহার একমাত্র কারণ ইন্সিটিয়াল ব্যাংকের অবস্থিতি এইরূপ গারব্য পোষণ করিলে হইয়া কৰা হইবে। ইংলেণ্ডে "বৃহত্তম শক্তি" ব্যাংকের অবস্থান লক্ষ্যেও ব্যাংক অব ইংলণ্ড, বিজার্ত ব্যাংক অশুভ। টাকার বাজার আয়ত্তানীনে রাখিবার অধিক ক্ষমতার অধিকারী। অল্পত, "বৃহত্তম শক্তি"এবং বৃহত্তম ব্যাংকটির সহিত মাত্র ইন্সিটিয়াল ব্যাংকের তুলনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বিজার্ত ব্যাংকের টাকার বাজার মধ্যস্থলে রাখিবার অক্ষমতার কারণ অনেকগুলি—ইন্সিটিয়াল ব্যাংকের অবস্থান তাহার মধ্যে একটি বৃহত্তম কারণ। উপরন্তু পৃথিবীর কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই টাকার বাজার আয়ত্তানীনে রাখিবার যখন সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তখন এইরূপ একটি মুক্তি অবস্থার কারণ একটি মাত্র ব্যাংককে রাষ্ট্রাধীন করিবার কোন সুক্লিপগত কারণ থাকিতে পারে না। নিরপেক্ষ মুক্তিধারা এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায়, ইন্সিটিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণের যশকের মুক্তিগুলি বিশেষ বলিষ্ঠ। কিন্তু সম্প্রতি কালে আর একটি ধারার ইন্সিটিয়াল ব্যাংককে সরকারের আয়ত্তানীনে আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই বিষয়ে All India Rural Credit Surveyর বিশেষাট্ট বিশেষরূপে মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমীক্ষা কার্য গড়গালা কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। গড়গালা: কমিটি ভারতে প্রায় ৭৫টি জিলা গ্রাম ও পল্লী পরিদর্শন করিয়া তাহাদের বিশেষাট্ট ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। বিশেষাট্ট বহু বিবরণীর মধ্যে কৃষকদিগকে ঋণ-দান সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষক-চাষীদিগকে ঋণ-দানের নিমিত্ত সমস্ত ঋণ-দান সমিতিগুলি এবং সরকারের কার্য প্রচেষ্টা কোন প্রকারেই সফলকরিত হয়। বর্তমান কালের ঋণ-দানের দ্রাব গ্রহণ করিলে দেখা যায় যেটি বৎসরে কৃষকরা ৭০ কোটি টাকা ঋণগ্রহণ করিতে পারে। ইহার মধ্যে সরকার দ্বারা পত্রকরা ৩০ এবং সমস্ত ঋণদান সমিতিগুলি পত্রকরা ৩১ সমাহরণে ঋণ দান করিয়া থাকে। আবার এই ঋণদান ক্রটিপূর্ণ; সমিতিগুলি বহিষ্ঠ এবং সম্প্রতিহীন কৃষকদিগকে ঋণদান করে না। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ঋণদানকারিগণ গ্রামের মধ্যে এখনো নিকটেষ্ট প্রাপ্য বজায় রাখিয়াছে। ঋণের মাত্রকরা ৭০ ভাগ ইহারের নিকট হইতে আসে। কৃষকদিগের দ্রাববস্থা দূর করিতে হইলে, পরীক্ষণান ভাৱতবর্ষে—(এই পরীক্ষা, গাভীজীৱ ভাৱত, 'is the soul of India')—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষকদিগকে আরও বহল পরিমাণে ঋণদান করিতে হইবে। কৃষকদিগকে গ্রামা ঋণদানকারীরা ~~সম্পূর্ণ~~ কল হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই কার্য সরকারের সহজে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং গড়গালা কমিটির মতে, সরকারের কর্তব্য ব্যবসায়ী ব্যাংকের কিছু কিছু কার্যভার গ্রহণ করা। একটি "State Bank" স্থাপন করিয়া

সরকার এই কাণ্ড সম্পাদন করিবে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা-প্রশাখা সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া বিস্তৃত থাকিবে। কিন্তু কি এক্ষারে এমন একটি বৃহৎ ব্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হইবে?—কয়েকটি বিশেষ ব্যাংকের সংমিশ্রণে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকটি স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাংক স্থাপনের উদ্দেশ্য হইতেছে, মুখ্যতঃ সমবায় কল্যাণ সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকদিগকে বহল পরিমাণে ঋণদান করা। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক—তাহার শাখা প্রশাখা সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত—এবং কতকগুলি “State associated” বা রাষ্ট্র পরিগৃহ্য ব্যাংকের সংমিশ্রণে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকটি স্থাপিত হওয়া উচিত।

ভারত সরকার গড়ওঝালা কমিটির রিপোর্টটি বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে কমিটির নির্দেশানুসারে অর্থমন্ত্রী জি. সি. ঘোষ ১৯১৭ সালের ২০এ ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয় করণ করিবাত্তি কথা লোকসভায় ঘোষণা করেন। প্রাইভেট স্টোর হোল্ডার হিসের অর্থ বণ্যসাধ্য রকিত হইবার কথা বীকৃত হইলেও পূর্বে আলোচিত জাতীয়করণের বিশেষ মুক্তিগুলির কোন সমাবান অর্থ প্রদায় উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয় করণ করা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে সঠিক কোন অভিমত প্রকাশ করা মুক্তিহীন। কতকগুলি ঘটনা ও অবস্থার সম্মুখীন হওয়া কল্যাণের উপর ভিত্তি করিয়া এই পারস্পরিক ভাল-মন্দের বিচার সম্ভব। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয় করণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মূল ফলগুলির সহিত ইহার স্থলফলগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করা চলিতে পারে। কারণ, যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank) স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, তাহা সফল হইলে ভারতের অর্থনীতির বয়েট উপহার সানিত হইবে। আসল কথা, অর্থনীতি এমনি একটি বিষয় যাহার কোনও একটি নীতির ফলিতক্রমায়ণ সম্পূর্ণরূপে না উপলব্ধি হইলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান অসাধ্য না হইলেও হ্রাসাধ্য। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে আমাদের অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন আসিবে তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে এই নীতি সম্পর্কে ভবিষ্যতের মুক্তি-জাল।

— — —

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

অধ্যাপক শ্রীঅনাথ বসু রত্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তহবিলের নিয়মাবলীর চতুর্থ ধারায় নানাধেশের মুদ্রার মূল্য (par value) ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোন কোন সর্তে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে তাহাও বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশের নিজ মুদ্রার বিনিময় মূল্য ১৯৩৬ সালের ১লা জুলাই তারিখের সোনার দামের সাধারণ হার (common denominator) ভদ্রার মুদ্রাসিদ্ধ খাটি সোনার পরিমাণে ঠিক করিয়া দিতে হইয়াছে। এই হিব করা মূল্যের কম বা বেশী হইবে সমস্ত ফলগুলির সোনা ক্রয় বিক্রয় নির্বিঘ্ন। সিকার মূল্য (Spot) বিনিময় মূল্য নির্ধারিত বিনিময় মূল্য হইতে শতকরা

এক হইতে অধিক হইতে পারিবে না। এবং ইহার অগ্রিম (forward) ক্রয় বিক্রয়ও মাধ্যম্যে করিতে হইবে। বাহ্যে সঙ্গত দেশগুলি মুদ্রাবিনিময় মূল্যের স্থিতিতা বন্ধ করিয়া লইয়াছে। এবং মুদ্রাবিনিময় মূল্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াগুলি প্রস্তুত না হইয়া তাহাও এই দাবীর পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে।

এই দাবী হইতেই মুদ্রা যার যে বর্ণকে আর্থিক আত্মরক্ষাতিক মুদ্রা বিনিময়ের ভিত্তি করার দিকে যৌক্তিক হুঁসে। আমেরিকার নির্দেশ বিরাট বর্ণ তহবিল পাকার সঙ্গ উহার পক্ষে একদম ব্যবস্থা চাওয়া হইতে বাধ্যন্বিত। ইংলণ্ডের অনেক অবস্থা ইহার বিশবীত মত পোষণ করিতেন এবং বর্ণকে মুদ্রা বিনিময়ের মানদণ্ড রাখা অব্যবহৃত বোনে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। শেষে পূর্ণত, বিশেষ কোন দিককে মানদণ্ড না করিয়া, বর্ণকেই মুদ্রা বিনিময়ের মানদণ্ড করা হইল। এই ব্যবস্থার প্রত্যেক দেশ পুনরায় স্বর্ণমাণ নির্দিষ্টা বাইবার কিংবা পেনাল্টি কেন্দ্র-বেচা দ্বারা স্বাভাবিকভাবে মুদ্রা বিনিময় পরিচালন করিবার অধিকার পাইল। কিন্তু কাহাকেও স্বর্ণমানে নির্দিষ্টা হইতে বাধ্য করা হইল না। কেবল মুদ্রা বাহ্যে সঙ্গত দেশগুলি বিনিময় মূল্য স্বতন্ত্র সত্ত্ব বর্ণবিবর্তিত থাকে এবং পরস্পর প্রক্রিয়াগত। দ্বারা মুদ্রামূল্য স্থাপন করা না হইলে সেই ব্যবস্থা করা হইল। রাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারা বর্জিত মূল্য বর্ণমাণদান এবং নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দামে বর্ণ ক্রয় করা বর্জিত করা হইল।

সঙ্গত রাষ্ট্রগুলি এইক্ষেপে পুনরায় মুদ্রাবিনিময় মূল্য স্থির করিয়া চুক্তি হইল। অবশ্য প্রত্যেক দেশই তহবিলের নিকট নিজ মুদ্রার বিনিময় মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছিল এবং নিয়ম অনুযায়ী তহবিল যে কোন সংশোধিত প্রস্তাব করিবার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিজ প্রস্তাবিত বিনিময় মূল্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৯৪৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় সকল দেশের মুদ্রা মূল্য স্থির হইয়া গিয়াছিল।

এই নির্ধারিত মূল্য অবস্থা একেবারে অপরিসংখ্য নহে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এবং ক্রি উপায়ে ইহা পরিবর্তন করা যার তৎসম্পর্কে নিয়মগুলি এইরূপ—

কোন সঙ্গত দেশই মুদ্রা বিনিময়ের মৌলিক অসাম্য (fundamental disequilibrium) ঘূরীকরণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারিবে না। সংশ্লিষ্ট দেশের প্রস্তাবে ও তহবিলের পরামর্শে মুদ্রামূল্য পরিবর্তন করা হইবে। পরিবর্তন সত্বেও দেশের অনুরোধ হইলে তহবিল কোন আপত্তি করিবে না। কিন্তু ইহার উপরে আরও সত্বেও দেশ হইলে তহবিল আপত্তি করিতে পারে। কিন্তু এই আপত্তির কারণ সংশ্লিষ্ট সঙ্গত ৭২ বছার মধ্যে ত্রা তহবিলের অধিকারী। পরিবর্তন আরও বেশী চাহিলে তহবিল যথামত প্রস্তাব করিবার সঙ্গ আরও সময় লইতে পারিবে। তহবিলের অঙ্গাঙ্গ সঙ্গত আত্মরক্ষাতিক লেনদেনে অস্থিবা নুষ্টি না করিয়া যে কোন সঙ্গত তহবিলের অসাম্য মুদ্রামূল্যের স্থাপন করিতে পারে। অবশ্য মৌলিক অসাম্য ঘূরীকরণস্থ স্থাপন করিবার মধ্যে হইলে তহবিল পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের একান্ত ভাবে নিজ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণ হওয়া প্রয়োজন।

কোন কোন ক্ষেত্রে তহবিল কঠক মাধ্যম্যে আপত্তি লব্ধেও সঙ্গত রাষ্ট্র ইহা না মানিলে সংশ্লিষ্ট

সমস্তের সুযোগ সুবিধা ব্যতীল করা বাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আছে। পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস একেবারে নিষিদ্ধ অর্থাৎ যেহেতু একটি দেশ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে একতরু অপর একটি দেশও মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিবে ইহার বিধি নাই।

মুদ্রামূল্যের সতকরা দশভাগ হ্রাসগুচ্ছ করিলে তহবিলকে উহা কেবলমাত্র জানাইয়া দিতে হয়। হ্রাসগুচ্ছ কুড়ি হইলে তহবিলের সম্মতি লইতে হইবে। তবে তহবিলকে একেত্রে খুব শীঘ্র মতামত জ্ঞাপন করিতে হইবে; ইহার বৈশী অর্থাৎ সতকরা ৩০, ৪০, ৫০ কিংবা আরও বেশী হইলে তহবিলের অনুমতি লইতেই হইবে এবং বিষয়টি বিবেচনা করিবার মত তহবিলকে সময় দিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এক পাউণ্ডের মূল্য ৪'০৩ ডলারের সমান ছিল। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস গুচ্ছ করিয়া ৩'৩৬ এবং ৪'৩০ (১০%) যে কোন সময় করা চলে। পাউণ্ডের মূল্য ৩'২৩ এবং ৪'৩৮ ডলারে(২০%) পরিবর্তন করিতে চাহিলে তহবিলকে খুব শীঘ্র মতামত দিবার মত অহুযোগ করিতে হইবে। হ্রাসগুচ্ছ ইহার বেশী হইলে তহবিল বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মত বৈশী সময় চাহিতে পারে।

“মুদ্রামূল্যের মৌলিক অসাম্য (Fundamental disequilibrium)”—কি—জানা দরকার। যখন কোন দেশে মুদ্রামূল্যের নির্ধারিত অংশাতে (par value) আর অপর দেশের লেনদেন হইতেছে না দেখা যায় তখনই বুঝিতে হইবে যে সে দেশের মুদ্রামূল্যে মৌলিক অসাম্য উপস্থিত হইয়াছে। ধরা বাউক ১০৪টি ভারতীয় টাকা পাকিস্তানী মুদ্রার সমান। কিন্তু কাগজ দেখা গেল ভারতীয় ৭৫ টাকা ১০০টি পাকিস্তানী টাকা ক্রয় করিতেছে; একেত্রে “মৌলিক অসাম্য” দেখা দিয়াছে বলা চলে। তহবিলের নিয়ন্ত্রণকারী এতদূর অবস্থার কোন দেশের সরকার আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থা, এমনকি এরূপ অবস্থার যদি মুদ্রামূল্য হ্রাস হয় তাহাও করিতে পারেন। মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রা সঞ্চোচন, মজুরীর গুচ্ছ এবং উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে প্রত্যেকে এবং পরোক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন, সরকার সকল কিছু করিবার অধিকারী। বেশেয় সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা সার্বভৌম—নিজ কাগের মত দেশের জনগণের বা উহার প্রতিিনিধি পাশ্চাত্যের নিকট দায়ী। কিন্তু সরকারের এরূপ কার্যধারা মুদ্রা বিনিময় মূল্যের হ্রাসগুচ্ছ হইলে তাহার পরিমাণ যত বেশী হউক না, তাহাকে তহবিলের নিকট সমস্ত তথ্যাদি জ্ঞাত করাইতে হইবে। তহবিল সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিয়া নূন পরিস্থিতিতে ঐ মুদ্রার ‘মূল্যের অসাম্য’ দূর করিবার মত নূন বিনিময় মূল্য অহুযোগন করিবে।

কোন সমস্ত দেশ অহুযোগন ব্যতীত মুদ্রা বিনিময় মূল্য (Parity) পরিবর্তন করিলে তাহাকে তহবিলের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা বাইতে পারে—এমনকি সংশ্লিষ্ট সমস্তের সজাপক ব্যতীল করা বাইতে পারে। যখন সকল দেশের মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন দরকার হইবে (বাড়ান কিংবা কমান) তখন সোনার দর হ্রাস বা গুচ্ছ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কোন দেশ বিশেষের মুদ্রাসাম্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না।

তহবিলের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সত্তাকে টাদার মোট অংশই নিজ মুদ্রার দিতে হয়। অবশ্য প্রত্যেক দেশের নিজ মুদ্রার একটি স্বর্ণমূল্য নির্ধারিত আছে। কখনও কোন দেশের নিজ মুদ্রার দায় হ্রাস করা হইলে সেই দেশকে আরও মুদ্রা দ্বারা পূর্বকার নির্ধারিত সোনার (তথা মার্কিন ডলারের) মূল্যের সমান করিয়া দিতে হয়। ইংলও ৩০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড টাদা দিয়াছে ইহার মূল্য ১০০,০০,০০,০০০ ডলার। পাউণ্ডের মূল্য সতকরা দশ

কমাইলে উহার ডলার মূল্য পাড়াইবে ১২০,০০,০০,০০০। সুতরাং ইংলণ্ডে আরও ২,০০,০০,০০০ পাউণ্ড বিতে হইবে। এই যদিও ৩১,৬০,০০,০০০, পাউণ্ড ১৩৩,০০,০০০০০ ডলারের সমতুল্য। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত টালিং এলাকার অন্তর্গত দেশের সহিত টাকার মূল্য পতন করা ৩০ হুঁ হ্রাস করিলে অসুস্থভাবে তাহার দেশে অর্থে বন্দি হারে পুনরুৎপাদিত হইয়াছিল। অল্প মুদ্রার বিনিময় মূল্য বাড়াইলে ডলারের অস্থিরতা যে থাকিত মুদ্রা হইবে তাহা প্রত্যাশা করিবে।

তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিময় সরঞ্জামকারী হিসাব বা অন্যান্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে কার্য করিয়া থাকে। তহবিল অর্পণের বিনিময়ে বা একজন লোকের নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তে অপর লোকের নিকট দিকা বা কারেন্সি বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন লোককে তহবিলের সাহায্য দান হইতে বঞ্চিত না করা হইয়া থাকিলে এবং যে দিকা ক্রয় করিতে চাহে তাহা স্বেচ্ছা মুদ্রা (Scarce currency) না হইলে এবং তহবিলের অন্তর্গত নির্দিষ্ট সত্তা বিক্রয় হইলেই, লোক দেশ মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে। তদ্বিপরীতমুখী ধারারের মত (Forward) কাছারও নিকট দিকা বিক্রয় করা হয় না।

উদাহরণ—ইংলণ্ডের বরাদ্দ ১০০ কোটি ডলার; ইহার পাউণ্ড মূল্য ৫২ কোটি ৩০ লক্ষ; তহবিলের নির্দিষ্ট অর্থের এক বৎসরে পাউণ্ডের বদলে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষের এক-চতুর্থাংশ অর্থ অর্থাৎ ৮ কোটি ২৬ লক্ষ ক্রয় করিতে পুঁজি থাকিবে। এইরূপে ৬৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের সমতুল্য দিকা ক্রয় করা হইলে (বরাদ্দের ৬০০ শতাংশ) ইংলণ্ড তহবিলের নিকট হইতে পাউণ্ডের বিনিময়ে আর ক্রয় করিতে পারিবে না।

গ্রন্থ হইতেছে ইংলণ্ড কি পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে? ইংলণ্ড বরাদ্দের মোটা অংশ ২৭ কোটি পাউণ্ড টাকার দ্বারা। সুতরাং (বরাদ্দ) ৬৪ কোটি ১০ লক্ষ না পৌঁছা পর্যন্ত ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী দিকা ক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে অপর কোন দেশ তহবিল দ্বারা ৫ কোটি পাউণ্ড ক্রয় করিয়া থাকে তবে ইংলণ্ড আরও অতিরিক্ত ৫ কোটি পাউণ্ডের বিনিময়ে অর্থাৎ মোট ৪২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী দিকা ক্রয় করিতে পারিবে। যদি কোন বৎসরের প্রথমে তহবিলের মজুত পাউণ্ড ২৪ কোটি ২২ হুঁ লক্ষ পাউণ্ড অপেক্ষা কম থাকে (ইংলণ্ডের বরাদ্দ হইতেছে ২২ কোটি ৩০ লক্ষ, ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ হইতেছে ২৪ কোটি ২২ হুঁ লক্ষ) তাহা হইলে ইংলণ্ড তহবিলের মজুত পাউণ্ড সাহায্যে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছে সঙ্কট সেই পরিমাণ পাউণ্ডের বিনিময়ে অপর দেশের দিকা ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করার দরুন তহবিলে পাউণ্ডের পরিমাণ ২০ কোটি দ্বারা থাকিলে ইংলণ্ড ৮ কোটি ৭৫ লক্ষের স্থলে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে।

অল্প কোন দেশ নিজ দিকা বা মুদ্রার বিনিময়ে যখন অপর দেশের মুদ্রা ক্রয় করিবে সেই সম্পর্কেই উপরোক্ত নিয়ম। বর্ণ বিধা যে মুদ্রা বর্ণ পরিবর্তিত (convertible) হইতে পারে উহার বদলে যে কোন পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করা চলিবে।

কর্জের উপর মোটা হারে গ্রহণ হইবার ব্যবস্থা আছে। বৎসরে শতকরা ৫ হিসাবে বাড়িয়া যত বৎসরের শতকরা ৪ হইলে অধর্ম্য বেশকিছু কিস্তিতে কর্জের পরিমাণ হ্রাস করা বাধ্য চিন্তা করিতে হইবে। জুনের অল্প শতকরা ৫ হইলে শান্তি হিসাবে আরও অতিরিক্ত আদায়ের ব্যবস্থা আছে—

এই আদায়ের অঙ্ক স্বর্ণ বাণ্যে পরিণেয় করিতে হয়। তবে কোন সমস্ত দেশের মুদ্রার বিক্রাজ বা সংরক্ষিত তহবিল—আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দের চাচার অর্ধেকের কম হইলে তাহাকে কিছু অধিগা দেওয়া হয়। 'মোটঃ প্রবের বাণ্যের উদ্দেশ্য হইতেছে বাহাতে তহবিলের অবস্থা ব্যবহার না হয়। যদি কোন সমস্ত দেশ অর্ধের বিনিময়ে অপর দেশে সিদ্ধা ক্রয় করিতে চায় তবে তহবিলের বাধ্যমে তাহা করিতে হইবে এই নিয়ম আছে। তবে স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ স্বাধীনভাবে স্বর্ণ বিক্রয়ের অধিকারী।

কোন সমস্ত দেশের নিকট উহার নিজ মুদ্রার দের চাচার হইতে কর্ত্ত দিবার (সিদ্ধা বিক্রয়ের) বাধ্যতাজ আছে। সাধারণতঃ যে মুদ্রা অর্ধে পরিবর্তিত হইতে পারে উহার বা অর্ধের বিনিময়ে একজন কর্ত্ত দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্রয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রার বিক্রাজ বাধ্যতাজ না হ্রাস পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মগুলি করা হইয়াছে।

'মূলধনের' চলাচল সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা ক্রিয়ার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আছে। তবে চলতি মুদ্রার বিনিময়ে এবং ব্যবসা-পরিচয়ের কোন প্রাধিকার্য্য হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সমস্ত ব্যবস্থা করণীয়।

'দুর্গত মুদ্রা' সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। কোন দেশের একটি দেশের সিদ্ধা বা মুদ্রা বহুদেশ ক্রয় করিলে বা ক্রয় করিতে চাহিলে সেই মুদ্রা অগ্রাণ্য বা গুণিত হইয়া পড়ে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলি একটি বিশেষ দেশ হইতে কেবল আমদানী করিয়াছে, রপ্তানী করিতে পারে নাই এই ভিত্তিতে একজন অবস্থার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যে দেশের মুদ্রা গুণিত হইয়াছে সেই দেশ কেবল রপ্তানী করিয়াছে, আমদানী করে নাই।

যখন দেখা বাইবে যে কোন মুদ্রা গুণিত হইয়া পড়িয়াছে তখন সেই দেশের সহিত পরামর্শ করিয়া তহবিল বরাদ্দ ব্যবস্থা ক্রিয়ার চেষ্টা করিবে। সংশ্লিষ্ট দেশের নিকট হইতে গুণিত মুদ্রা কর্ত্ত দিবা অর্ধের বিনিময়ে উহা ক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। তহবিল বোধ্যা করিয়া কোন মুদ্রা 'দুর্গত' তাহা বলিয়া দিবে এবং ঐ মুদ্রা নিত্যন্ত আবশ্যক অনুযায়ী বর পরিমাণে সমস্ত দেশ সমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করিবে। তহবিলের সমস্তগণও এই গুণিত মুদ্রার লেনদেনের বিষয়ে সাধারণ ভাবে বিশি নিষেধ আবেগ করিতে অধিকারী হইবে। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হইলে তহবিল 'দুর্গত' মুদ্রাকে 'গুণত' বলিয়া বোধ্যা করিবে এবং বিবিনিষেধ পরিত্যক্ত হইবে।

সম্প্রতি 'ডলার কক্ষতির' কথা প্রায়ই শুনা বাইতেছে এক প্রত্যেক দেশই আমেরিকা হইতে আমদানী কয়াইয়া ডলারের দেনা বাহাতে না যাড়ে সেই বিষয়ে সচেত। আমেরিকাও ইউরোপে মাসাল লাহা (কর্ত্ত) দ্বারা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উপর ডলার কর্ত্তের চাপ কয়াইতে পারিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিম্নুক্ত একটা অগ্রদান করিটি ঐ দেশের বহির্বাণিমা বৃদ্ধি সম্প্রকে কতগুলি অপ্রাণি করিয়াছে, তাহা বর্তমানে বিচার্য্যবীন আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে কি সত্যই ডলারের অভাব আছে? ১৯৪৮ সনের ৩-শে এপ্রিল তহবিলে ডলারের পরিমাণ ছিল ১৪৫,৮২,৮৫.- ১২ কোটি এবং স্বর্ণ ছিল ১৩১,২৬,২৮,১৮৭ ডলার মূল্যে—এই লোমা দ্বারা যে কোন সমস্ত ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং মোট ডলারের পরিমাণ প্রায় ২৮০,০০,০০,০০০। আমেরিকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্তগণ বরাদ্দমত তহবিলে যে ডলার চাচার দিয়াছে তাহা বোধ্য করিলে পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,০০,০০,০০০ ডলার। প্রত্যেক সমস্তই বরাদ্দের সমতকবা ২৫ অংশ এক বৎসরে ক্রয় ক্রিয়ার অধিকারী এবং অপর কোন মুদ্রা ক্রয় করিবে না ইহা ধরিয়া

পাইলটে এই অর্থসংস্থা দুই বৎসরের চাহিদা মিটান যায়। নিম্নে বাহাই ব্যাংক কেইই ডলার ক্রয়ের মূল্য তহবিলের নিচুট বাইরেছে না। মুদ্রাস্তর কালে মুদ্রা বিনিময়ের কড়াকড়ি করিয়া এবং প্রতিবন্ধক স্থাপি করিয়া যেভাবে আর্থিকায়িত্য বাণিজ্য। লিখেছিল এখনও সেইরূপ চলিতেছে, একত্র নিয়মগুলি অকোঁজা হইয়া রহিয়াছে। তহবিল নিম্নেও যে সকল দেশ মাসল সাহায্য পায় তাহাবিনিকে ডলার সাহায্য চাহিতে নিবেদন করে এবং উৎসেদন করে যে বর্ধন মাসল সাহায্য বন্ধ হইয়া বাইবে তখনই ডলার কর্তৃক লইবার সমর্থ আনিবে। আর তহবিল সকল সময়েই বলিয়া থাকে যে সাময়িক সাহায্যই ইহার কাজ, স্থায়ী ভাবে ডলার খাটুতি দেখা দিলে ইহার পক্ষে প্রতিবিধান করা সম্ভব নহে।

সাধারণতঃ কোন সঙ্কট-প্রাপ্তির পক্ষে অপর কোন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বিনিময়ে বাবা কল্পনান নিয়ম বিকল্প এবং মুদ্রা বিনিময়ের সরাসরি ব্যবস্থা না করিয়া তৃতীয় এক শিষ্টা বা মুদ্রার কেনা বেচার পদ্ধতি গ্রহণে নিবেদন আছে। অবশ্য সমস্তগণ বর্ধন মূলচুক্তি স্বাক্ষর করে সেই সময় এইরূপ কোন বিনিময়ের অবস্থা বর্তমান থাকিলে তাহা নিয়ম বহির্ভূত ক্রিয়া পরিগণিত হইবে না। তবে বাহাতে মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা না ঘটে এবং বিনিময় স্তর প্রাপ্তি হইতে হয় সকল সমস্তকে সে বিষয়ে অস্বস্তিক থাকিতে হইবে এবং পরামর্শের মধ্যে সহযোগিতা করিতে হইবে।

অবশ্য আর্থিকায়িত্য মুদ্রা বিনিময়ের সময়ে তৃতীয় এক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা মুদ্রা বিনিময় পরিচালনের কথা শুনা বাইত না। বর্তমান কার্যক্রমিত্যে ব্যাংক আর নাই ব্যাংক বসন পাউণ্ডের বদলে ৭৫ ফ্রাঙ্ক দর দেওয়া হইত, তখন লোকে জানিত যে ঐ নির্ধারিত সঙ্কেত কাছাকাছি কোন একটা দরে নিম্নহই পাউণ্ডের বদলে ফ্রাঙ্ক পাওয়া বাইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৯৩৬ সনের ১লা জুলাই লণ্ডনে এক পাউণ্ড দ্বারা ৭৫ ট্রুই ফ্রাঙ্ক কেনা বাইত এবং ৭৫ ট্রুই ফ্রাঙ্ক বেচিলে এক পাউণ্ড পাওয়া বাইত। দরবর ব্যবধান বেশী হইলে দুই সেক্সের মধ্যে কেনা-বেচা দ্বারা বেশ কিছু লাভ করা বাইত। সুদক্ষর কল্প একপ্রশ্ন কিছু পরিমাণ কেনা-বেচা হইলেই লণ্ডন ও প্যারিসের মধ্যে পাউণ্ড-ফ্রাঙ্কের বিনিময় মূল্যের বেশী ব্যবধান লোপ পাইতে বাধ্য।

পর্যায়ক বিনিময় (Arbitrage operations) সাধারণতঃ এই ভাবে হইয়া থাকে— ১৯৩৬ সনের ১লা জুলাই লণ্ডনে প্রতি পাউণ্ডের দর ছিল ৭৫ ট্রুই হইতে ৭৫ ট্রু ফ্রাঙ্ক, প্রতি পাউণ্ডের ডলার মূল্য ছিল ৪.০০ ট্রু হইতে ৪.০২ ট্রু। মুদ্রণ নিয়ম (chain rule) দ্বারা লণ্ডনে তাই মুদ্রার দর হইতে কত ফ্রাঙ্ক এক ডলার বা প্যারিস-নিউইয়র্ক বিনিময় দর বাহির করা সহজ, বাবা :—

কত ফ্রাঙ্ক — ১ ডলার

৪.০২ ডলার = ১ পাউণ্ড

১ পাউণ্ড = ৭৫ ট্রু ফ্রাঙ্ক

$$১ ডলার = \frac{৭৫ \times ১৫}{৪.০২} = ১৫.১০ ফ্রাঙ্ক$$

ডলার প্রতি ১৫.১০ ফ্রাঙ্ক-মূল্যকে পাউণ্ডের মূল্য প্যারিস-নিউইয়র্ক রূপ বেট বলা হয়।

ব্যবধানভাবে মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় মূল্য উপরোক্ত উপায়ে ডলারের মূল্য নির্ধারিত হয়। বর্তমান আর্থিকায়িত্য মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে ব্যবধান লেনদেন লোপ পাইয়াছে। বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক দেশই বিদেশী মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে নিজ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করে।

কিছুকাল পূর্বে বিদেশী মুদ্রাবিনিময় সম্পর্কে আর্জেন্টাইন দেশ কি করিচ্ছিল দেখা যাউক। ১৯০৬ সনের এপ্রিলের কথা—

সরকারী রং ১৫.০০ পেসো = পাউণ্ড	
রেল সম্পর্কীয় বিনিময় রং ১৫.৭৫ " = "	
সরকারী আমদানী রং ১৭.০২ " = "	
বাহীন বাজার রং ১৮.০০ " = "	

আর্জেন্টাইনের রপ্তানীকারকগণ তাহাদের আপ্য পাউণ্ড সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল এবং প্রতিপাউণ্ডে ১৫ পেসো পাইত। আর্জেন্টাইনের রেল সঙ্গের তৎকালীন মালিক ছিল কতকগুলি বৃষ্টিপ কোম্পানী। ইহারা ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হইলে ১৫.৭৫ পেসোর বিনিময়ে এক পাউণ্ড পাইত। আমদানীকারকগণ সরকারের অগ্রহণ্য লইয়া আমদানী করিতে পারিত এবং প্রতি পাউণ্ড ১৭.০২ পেসোর বিনিময়ে ক্রয় করিত। খেলা বাজার মুদ্রা বিনিময়ের হার ছিল প্রতি পাউণ্ডে ১৮ পেসো।

এই মুদ্রা বিনিময় কাপারে আর্জেন্টাইন সরকার ছিল এক পক্ষে, সরকারী বাধ্য হবে রেল কোম্পানী এবং আমদানীকারিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন ধরে বিক্রয় ও ক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ করিত। তাহারা ১৫ পেসোর বিনিময়ে রপ্তানীকারিগণের নিকট হইতে এক পাউণ্ড কিনিত কিন্তু এক পাউণ্ড বিক্রয় করিয়া পাইত ১৭.০২ পেসো। এই লভ্যাংশ দ্বারা কৃষির সাহায্য করা হইত।

বিভিন্ন ধরে মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা লাভ অর্জন উপরোক্ত মুদ্রা হইতে পরিচাল্য দ্বারা। ইহাই Multiple currency practice.

বর্তমান সময়ে এই বিভিন্ন ধরের ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতির তীব্র নীতি বহুবর্ষ গড়াইয়াছে। দেশের মুদ্রানীতি নিয়ামকগণ বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রার অল্প ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় মূল্য স্থির করিতে পারেন। একাধিক রকম রং মিলিয়া এতদ্রূপ ক্রয়ের সৃষ্টি হয় যে উহা মূল মুদ্রাবিনিময় মূল্যের সহিত অনেক তফাৎ হইয়া পড়ে। পরোক্ষ বিনিময়ের ইহার সংশোধনের উপায় থাকে না কারণ পরোক্ষভাবে বিনিময় (arbitrage operations) দেখানোই সম্ভব যেখানে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাহীন ও অবাধ কেন-বেচা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে কোন সম্ভব-দেয় এতদ্রূপ করিলে উহাকে তহবিলের স্বেচ্ছা হুবিধা হইতে বঞ্চিত করা চলে। কারণ এতদ্রূপ কার্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নিয়ম বিরুদ্ধ। ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে ফরাসীদেশকে এই নিয়ম ভঙের অপরাধের অল্প সামগ্রিকভাবে তহবিলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস

১৭৯০ সালের দশদশা বন্দোবস্তই ১৭৯০ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। ১৯২০ সালের আইনে তাহার অবদান হয়। নূতন আইনে মধ্যস্থর লোপ করিয়া প্রকৃত সমীচীন অধির মালিক করাই হইল প্রকৃত উদ্দেশ্য। Mgc of property দ্বারা চাহিকে উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করিবে এবং সমগ্র কৃষি ব্যবস্থার রপ্তান্যর আসিবে।

কৃষি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস—এই বাহ্যে কৃষিব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রিটিশ কৃষিকর্মীদের রিপোর্ট বলা হয়েছে যে, ১৮৩০ন সত্তর প্রোক্যাবলী এবং আইন একমুহ পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতের কৃষি পদ্ধতি এবং কৃষি সংগঠন আধুনিককালে প্রচলিত ব্রিটানীর তুল্য ছিল। রাজা সর্বস্বের প্রভু ছিলেন এবং তিনি প্রত্যেক কৃষকের নিকট থেকে সত্তর অংশ এবং অস্ত্র প্রদ্রী প্রকার নিকট থেকে কর আদায় করতেন। কিন্তু তাঁর পুত্র কৃষি বিলি করার ক্ষমতা এবং যে কৃষক যথার্থ চাষ করে কর্তব্য পালন করেনি, তাকে উচ্ছেদের ক্ষমতা থাকলেও তিনি (রাজা) কোনদিন কৃষির মালিক ছিলেন, একথা মনে হয় না। হিন্দু কৃষিগণ যার যার বলেছেন যে রাজাকৃষির মালিক নহেন। সমাজের লাবণ্য যার নির্বাহের মন্ত্র তাঁর উৎপন্ন সত্তর একাংশ পাওয়ার অধিকার ছিল।

সংস্কারের মত বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সর্বস্ব পদ্ধতির কণে তাঁ চাষের আওতার আনবে, সে ব্যক্তি ঐ কৃষির মালিক হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের ইচ্ছামতী ঐ কৃষি বিক্রয়, উত্তরাধিকার অধিকার এবং দান-বিক্রয়াদি যাত্রা কৃষি পদ্ধতিতে করার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে।

সমাজের কোন অবস্থায় রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী একটি প্রবল মধ্যস্থ প্রদ্রী উদ্ভব হল, তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে অসম্মান করা যেতে পারে যে, বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যে রাজার প্রাণাংশ রাজার বাল সন্তানের কর্মচারীদের দ্বারা আত্মপ্রদ্র ব্যবস্থা করা হুহ ছিল। একত্র 'প্রামাণ্যিত', 'বলপ্রামাণ্যিত', 'স্বপ্রামাণ্যিত' প্রভৃতি ব্যক্তিকর্মচারিগণের সহায়তায় রাজস্ব আদায় করা হত। এরা সকলেই ছিলেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী। এদের প্রত্যেক বিশেষে রাজা কিছু কিছু কৃষি নির্দেশ করে দিতেন। এরা কেউই কৃষির মালিক ছিলেন না। কিন্তু সময় সময় রাজস্বকর্তৃক চর্চল হয়ে পড়লে এই 'কর্মচারিগণ' স্ব স্ব এলাকার আদিনিয়তা করতে থাকেন এবং আত্মস্বীকৃত রাজস্বের সাহায্য অংশ রাজস্বাধিকারকে জমা দিয়ে নিজেরা অবশিষ্ট অংশ আত্মস্বয় করতে থাকেন। কালক্রমে এই আত্মস্বয়স্বয় 'অধিকার' পর্যাবসিত হয়। এভাবে রাজা ও কৃষকের মধ্যে কৃষির উপস্থাপ, এক মধ্যবর্তী প্রদ্রী উদ্ভব হয়। এছাড়া কৃষক কৃষক সাহায্য রাজারও সার্বভৌম রাজস্বকর্তৃক এবং কৃষকের মধ্যে কৃষি রাজস্ব আত্মস্বয়কারী মধ্যবর্তী প্রদ্রীতলে বিস্তারিত ছিলেন। কিন্তু অসম্মান রাখতে হবে যে, রাজা বা মধ্যবর্তী প্রদ্রীর কেউ কৃষির মালিক বলে স্বীকৃত হননি।

সুদলমান আমলে কৃষিকার লক্ষ্যে ফার্ম থেকে এদেশে আমদানী হয়। কিন্তু কৃষিকার লক্ষ্যের প্রকৃত অর্থ কৃষির মালিক নয়। সুদলমান ব্যক্তিবর্গ যে সকল দেশীয় রাজস্বকর্তৃক ইংলুর্পে রাজস্ব করে আদায়লেন, তাঁদের হাতে রাজস্ব মধ্যবর্তী প্রদ্রী প্রদ্রী করেন। এছাড়াও নুতন অসম্মানীত ব্যক্তিও এক এক এলাকার রাজস্ব আত্মপ্রদ্রী হন এবং তাঁরাও কৃষিকার যেভাবে গ্রহণ করেন।

পুর্নীর বোতল পতাকীতে পের শাব আমলে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব বলে নির্ধারিত হয়। পের শাব রাজস্ব নির্ধারিত এবং সত্তর ব্যবস্থা নির্ধারিত করার ঘোষণা করেন। আত্মস্বয়ের সময়ই তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী ব্যাপক রাজস্বকর্তৃক কৃষির ব্যাপক অসম্মান করিয়ে রাজস্ব নির্ধারণের বিস্তারিত ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় মোট উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত হয়।

ব্রিটিশ কৃষিকর্মীদের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর দুই সামান্যই প্রভাব পড়েছিল। মোগল আমলে কৃষকের অবস্থা হিন্দু রাজস্বের কৃষকের অসম্মান

ছিল। মূলধনীয় আদলে কত আচ্ছাদ্যের সুবিধার জন্য বাসস্থান আচ্ছাদ্যকারী ব্যবস্থার প্রণয়ন নিয়োগ পুঙ্খানুপুঙ্খক নিয়মে চলত। এরা ‘জমিদার’ আখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। ডবলউ ডবলউ হাণ্ডারের মতে ঐক্য সমর বাংলার কনস্টাবল শতকরা ৩০ জন এবং কৃষিকারী শতকরা ৫০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৭২ সালে ইংরেজ শাসনকাল পুরীকৃত মূলক ব্যবস্থা হিসাবে তৎকালীন জমিদারবর্গের নিকট থেকে সরাসরি কত আচ্ছাদ্যের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য ডাক নিলামে (auction) জমিদারী বন্দোবস্ত প্রণয়ন প্রবর্তিত হয়। ইহাই ইতিহাসে পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত।

১৭৭২ সাল থেকে ১৭৮২ সাল পর্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা পূর্বের স্তায়ই গীড়নমূলক হয়ে গেল। এই সময়টুকু বিখ্যাত সরাসরি বিক্রয় হয়ে।

পাঁচশালা বন্দোবস্তের পূর্ব ৮শালা বন্দোবস্ত প্রণয়ন হয় (১৭৮২-৯০ মূল)।

মধ্যস্থবাদিকতার অধিকার—আইন অনুসারে মধ্যস্থবাদিকতার নিয়মিত অধিকারগুলি বর্ণনা রাখতে পারবেন—(ক) বসতিবাড়ি, (খ) যে কামির উপর বাড়ী বা দালান আছে সেই জমি, (গ) খালে একর জমি জমি, কিন্তু বসতিবাড়ির জমি ২০ বিঘা জমি, (ঘ) খালে ২৫ একর পর্যন্ত কৃষিজমি, (ঙ) মাছ চাষের পুকুর, (চ) চা-বাগান, ফলের বাগান, মাছের চাষ, পত্র প্রদান, পক্ষী পালন অথবা ডেয়ারীকার্যের জন্য ব্যবহৃত জমি (ছ) মিল, ফ্যাক্টরী অথবা প্রকার্যসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, (জ) কোন স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ যে জমির মধ্যস্থবাদিকারী এবং অন্যভাবে খালের জমি, (ঝ) যে খাতে কেবল দাতব্য বা দমীর উদ্দেশ্যে গঠিত কর্পোরেশন অথবা সংস্থা জমির মালিক, সেই উদ্দেশ্যে বসতি স্থান জমি, (ঞ) যেখানে মধ্যস্থবাদিকারী একটি সমবায় সমিতি অথবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান, যারা ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী খালের জমিতে কৃষিকার্যে রত অথবা কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে সংলগ্ন ছিলেন; এই ক্ষেত্রেও এই সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভ্য, তাঁরা প্রত্যেকে মধ্যস্থবাদিকারী হলে ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ জমি রাখতে পারতেন, সেটুকু জমির পরিমাণ তার বেশী হবে না।

মধ্যস্থবাদিকারী যে জমি খালে রাখতে পারতেন, তা চাষের জন্য ব্যবহার অথবা অন্যপ্রকার লাভজনক বা উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হলে গন্তব্যেই ঐ জমি কতিপয় দিনে হখল নিতে পারতেন।

এই বৎসরের বাজেট অধিবেশনে রাজা সরকার বিধান সভার জুমিসংক্রান্ত বিল উপস্থাপন করেন এবং উহা একটি বৃহৎ সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হয়েছে। এই আইনে নিয়মিত ব্যবস্থা থাকবে—(১) রাজস্বের অধিকার ও চাষ, (২) যাতে কয়েকজনের হাতে অধিকার জমি না থাকে, তার জন্য এবং মধ্যস্থ প্রণয়ন বিলোপ সাধনের জন্য জমি হস্তান্তর এবং পত্তন দেওয়ার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, (৩) ভাগ্যের প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থা, (৪) জমির কয় দ্বারা বৃদ্ধিসম্পন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, (৫) জমি একত্র করা ও খণ্ডিত করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন, (৬) যেকোন জমি থেকে লাভের সম্ভাবনা কম, সেসব জমিতে সমবায় কৃষিকেন্দ্র স্থাপন, (৭) জমির বন্দোবস্ত করা।

মধ্যস্থবাদিকারিণ বিলোপের হখলে যে পরিমাণ জমি রাখতে পারতেন, তা তার দিলে রাজা সরকারের হাতে জুমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টনের জন্য চার লক্ষ একর জমি উদ্ধৃত থাকবে।

ভারতের মধ্যে লব্ধিকৃত ঘনবলতিপূর্ণ রাস্য পশ্চিমবঙ্গের ঘোট অধিবাসীর (১৯৪১ সালের আদম-
শুমারী অনুযায়ী উই কোটি ৪৮ লক্ষ) শতকরা ৪৭.২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকারীকরণ
শতকরা ৪৯.৪ জন নিজেদের কৃষি চাষ করেন, ১.১ জন বর্গীকৃত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কৃষি চাষ করেন।
২১.৩ জন হচ্ছে কৃষিহীন কৃষিমজুর এবং ১.১ জন প্রভা বসিরে খাজনা আদায় করেন। পশ্চিমবঙ্গে
আধাখোয়া কৃষির পরিমাণ ১ কোটি ২৮ লক্ষ একর (প্রত্যেকের ঘোট আধীনতনের উই-ভূতরাংশ)।
এর মধ্যে ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর কৃষিতে চাষ হয়। কৃষির উপর নির্ভরশীল ঘোট ৩২ লক্ষ
পরিবারের ১ কোটি ৬১ লক্ষ লোকের ক্ষয় কৃষিকৃষি আছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর। কৃষির
উপর নির্ভরশীল গাং ডালের শতকরা ৩৭.৪ জনের প্রত্যেকের আছে উই একরের কম কৃষি, উই
একর থেকে তিন একর কৃষি আছে শতকরা ১১.৩ জনের, তিন একর থেকে চার একর কৃষি আছে
শতকরা ১১.৩ জনের, চার একর থেকে পাঁচ একর কৃষি আছে শতকরা ৮.৮ জনের, পাঁচ একর
থেকে ছয় একর কৃষি আছে শতকরা ২০.৩ জনের, ষোল্ল একর থেকে পঁচিশ একর কৃষি আছে
শতকরা ৭.২ জনের এবং পঁচিশ একরের বেশী কৃষি আছে প্রায় শতকরা ১.৮ জনের। অর্থাৎ
শতকরা ৭০.২ জনেরও অধিক লোকের পাঁচ একরের কম কৃষি আছে। পাঁচ একরের কম কৃষি
করণশীলতার অনুপাতীয় পরিমাণ বলে বলা হয়ে থাকে। এই হিসাবে প্রায় ১৮ লক্ষ কৃষি
পরিবারের কোন প্রকারে জীবনধারণের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় কৃষিও নেই। পাঁচ থেকে ছয় একর
কৃষি মালিক শতকরা ১৩.৩ জন, অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ পরিবারের আধাংশভাবে জীবিকা নির্বাহ
হয়ে থাকে। পরিবার প্রতি পাঁচ একর কৃষি বিতে হলে উই কৃষিকারীরা সংখ্যা দাঁড়াবে ঘোট
কৃষিকারীরা শতকরা ত্রিশ ভাগ বা নয় লক্ষ পরিবার। এদের কোন কৃষি বেওয়া সম্ভব হবে না।
এথেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর চাপ ক্রমশঃ গুরুতর, তা বোঝা যাবে। এই নয় লক্ষ পরিবারের
অগ্রপ্রকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভূমি উন্নয়ন প্রসঙ্গে

শ্রীমৎকুমার বোসক

ভারতের জন সংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল, অগতঃ আমাদের দেশের
কৃষিব্যবস্থা আমণ গতাত্ত্বিক অগ্রগত পদ্ধতিতেই পরিণত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির
উর্বরতা সম্পাদন ও উন্নততর কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা না করার ফলে কৃষি
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং উৎপাদনের হার ক্রমশঃ কমিতেছে। অতীতকালে দেশে বর্ণোপভুক্ত
শিল্পের প্রসার না হওয়ায় এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে কৃষির উপর জন সংখ্যার
চাপ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের উন্নয়নকারী পদ্ধতির ফলে কৃষির ক্রমবিকাশ ও ভূমি
উন্নয়নের পরিণতি, মধ্যযুগভাগীকরণের দ্বারা বিরাট পরিমাণ কৃষি অবহেলিত অবস্থায়
বহিষ্কৃত। এই ব্যবস্থার আত্ম প্রতিষ্ঠার না হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাবনাম্য
হারা হইতে পারে। অতীত সময়ে উন্নয়ন পরিচালনাধীনে উন্নত প্রণালীতে কিছু কিছু চাষাবাস
হইতেছে এবং তাহার ফলে উৎপাদনও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার আদল

সংস্কার ন: হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত সুবিধাক্রমে স্বাধীভাবে সাধারণতঃ ও পার্থক্য করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় ভাবে উপরোক্ত সমস্যাগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভূমির উপর হইতে জনসংখ্যার ভার লাঘব করা, জমির মালিকানা কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সর্বব্যাপক প্রয়োগের মধ্যকার তাৎকালিক সমস্যান নিহিত রহিয়াছে। নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে যথেষ্ট স্থূলল পাওয়া যাইবে।

১। বস্ত্র শিল্প ও কুটির শিল্পের প্রবর্তন ও সম্প্রসাধন দ্বারা জনসংখ্যার একত্রণের ভার কৃষির উপর হইতে বিচলিত করা।

২। মধ্যস্থর প্রণয় বিশেষ সাধন, এবং মধ্যস্থরভোগীদের জন্য পরিবার শিল্প সর্বোচ্চ ১০ একর কৃষি জমি সহ মোট ২৫ একর জমি নিশ্চিত করিয়া দেওয়া, কৃষক পরিবারগুলির জন্য সর্বোচ্চ ১৫ একর কৃষি জমি সহ মোট ২৫০ প্রাকর জমি নিশ্চিত করিয়া দেওয়া হইতে পারে। এই ব্যবস্থার অপপ্রয়োগের প্রচেষ্টার, বিক্ষেপে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা পাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মধ্যস্থরভোগী ও অস্বাস্থ্যকর দেশে সব লোক বেকার হইবে তাহাদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থান। চা' বাগান কিংবা কাঁচা মাংস উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। বর্গাচারী প্রণয় বিশেষ সাধন। সরকারী ও বন্দীকৃত সমস্ত আবাদী ও আবাদ যোগ্য ভূমি প্রকৃত কৃষিকারীদের মধ্যে বন্টন এবং চাষীদের হাত হইতে কোন জমি বাহাতে অকৃষিকারীদের কাছে চুক্তিভিত্তিক না হয় তাহা, ব্যবস্থা করিয়া আবাসযোগ্য কোন জমি বাহাতে অনাবাদী না থাকে এবং উন্নয়নযোগ্য কোন জমি বাহাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার না থাকা হয় তাহা ব্যবস্থাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

৪। সরকারী সাহায্যে সমস্যার কণ্ঠস্বর সংস্থার সৃষ্টি করিয়া চাষীদের গ্রাম্য সুস্থতার মহালক্ষ্যের হাত হইতে রক্ষা করা।

৫। উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধার্থে জোতগুলির (holding) ক্রমবিকাগ (fragmentation) নিবারণ এবং পরস্পর সংবদ্ধ বিভিন্ন জোত ও বড় জোতগুলির একীকরণ (consolidation)। এতদ্ব্যতীত সমস্যার পরিচালনানীনে যৌথ খামারের প্রতিষ্ঠা ও ইহাদের স্বাধীন সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা করা। যৌথ খামারগুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবেদন ফলে যে সমস্ত অংশীদার কৃষকদের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা তাহাদের বিকল্প কর্ম সংস্থান। যৌথ খামারের অসুবিধাগুলি দূরীকরণ এবং ইহাদের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

৬। উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে যৌথ খামার যোগদানে জনসাধারণকে উৎসাহী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারী প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন জোত মালিকের যৌথ খামারে যোগদান বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা হইতে পারে। বস্ত্রা নিগোণ, সেচ, ও উন্নত বস্ত্রশাতি, বীজ ও সার প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারেও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রয়োজন।

৭। কৎসবে অন্ততঃ কিছুটা সময় কৃষিকারীদের কর্মহীন অবস্থার থাকিতে হয়। সেই সময়ের সমস্যাব্যবহার এবং কৃষক পরিবারের কৃষ ও পরানন্দন বারীমিগকে সুস্থিসূলক কার্যে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কুটির শিল্প প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা করা। অল্প ইহা বাহাতে কৃষির পক্ষে অভিজ্ঞতাক না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপনিকে সার্থকভাবে গাঠে পরিণত করিতে হইলে সর্বাত্মে যেশের সর্বপ্রকার কৃষির বর্তমান অবস্থার এবং সম্ভাব্য উন্নতি বিধানের একটি পরিলখন্য গ্রহণ প্রয়োজন। এই পরিলখন্যের দ্বারা যে সব তথ্য পাওয়া যাইবে তাহারা উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষেত্রোত্তমার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হইবে এবং সেটুকু সব পরিকল্পনাকে সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী করা যাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার কৃষি খাতে কৃষির পরিমাণ নির্ধারণে এই পরিলখন্যান বশেষ্টে সহায়তা করিবে। এই পরিলখন্যানের আদিকাল বিবরণগুলি সরকারী অধিশিষ্টাঙ্গে সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে এবং যাকৌগুলিও উক্ত বিভাগের সহায়তার সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট অগ্রদ্বারী বিবরণগুলি তথাকথিত পরিলখন্যানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রযোজন।

কর্ম										পরিমাণ									
সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		মোট	কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		উন্নয়ন কর্ম		উন্নয়ন কর্ম	
	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম		কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম	কর্ম	উন্নয়ন কর্ম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

কর্ম										পরিমাণ									
উন্নয়ন কর্মসূচি (উন্নয়ন কর্মসূচি)		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম		কর্ম	
কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্ম	উন্নয়ন কর্মসূচি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

উপরোক্ত পরিলখন্যানের ১ম কলামে থাকিবে (১) মাণিকের বিবরণ, যথা (ক) সরকার (খ) কৃষিকারী (গ) মধ্যবিত্তশ্রেণী ও (ঘ) অজ্ঞাত এবং (২) জোতগুলির আয়তন, যথা:—(ক) অনধিক ১ একর (খ) ১ হইতে ৫ একর (গ) ৫ হইতে ১০ একর (ঘ) ১০ হইতে ১৫ একর (ঙ) ১৫ হইতে ২৫ একর এবং (চ) ২৫ একরের অধিক। পরিলখন্যানের বিবরণগুলি এই ভাবে গ্রহণ করিলে বিভিন্ন ধরনের মাণিকের হাতে কি প্রকারের কতখানি জমি রহিয়াছে এবং বিভিন্ন আয়তনের জোতগুলিতে কি প্রকারের কত জমি রহিয়াছে তাহা জানা যাইবে। ইহার সাধে পরশুটার পরিলখন্যানটিও গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে। ইহার দ্বারা কোন আয়তনের কতখানি জমি মাণিকের সংখ্যা কত জানা যাইবে।

খাল জমি ছাড়া অগ্রাজ জমির মালিকের সংখ্যা

জমির বিবরণ	কৃষক ভোগের আয়তন					সদায়বহোনি কোঁচের আয়তন					অগ্রাজ কোঁচের আয়তন					মোট— মালিকের সংখ্যা
	১ একর পর্যন্ত	১ একর ১ হইতে ১০ একর	১০ একর ১১ একর	১১ একর ১২ একর	১২ একর ১৩ একর	১ একর পর্যন্ত	১ একর ১ হইতে ১০ একর	১০ একর ১১ একর	১১ একর ১২ একর	১২ একর ১৩ একর	১ একর পর্যন্ত	১ একর ১ হইতে ১০ একর	১০ একর ১১ একর	১১ একর ১২ একর	১২ একর ১৩ একর	
আবাদী জমি আবাদযোগ্য জমি অগ্রাজ জমি																
মোট—																

এই ছুটি পরিসংখ্যান দ্বারা বেশ বড় তথ্য জানা যাইবে যে অগ্রাজ পরিবর্তন গ্রহণে যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং ইহার ফলে জমি উন্নয়নের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করণের গ্রহণ সহজতর হইবে।

অর্থনৈতিক সম্ভা ও আগামী পঞ্চাব্দিক পরিবর্তন

শ্রীজাতিয়া প্রসঙ্গ সেনগুপ্ত

আমাদের অনেকেরই মনে আছে, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে প্রথম পঞ্চাব্দিক পরিবর্তন পাঁচ বছরে মোট লাঞ্চে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। অবশ্য এটো টাকার সবটা কেবলমাত্র সরকারী তরফ থেকেই ব্যয় করার কথা ছিল না। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় দ্বারা মিলে লাঞ্চে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিবর্তনের আরো বেশী টাকা খরচ করার সম্ভাবনা আছে কিনা। ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রীর ভাষণের মতো দেখে মনে বোধহয়, দ্বিতীয় পরিবর্তনের পাঁচ বছরে লাঞ্চে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিবর্তনের কিছুটা হওয়া বাছানী, পরিবর্তনটি কার্যে পরিণত করতে শেষ পর্যন্ত কত টাকা খরচ করতে হবে, এবং পরিবর্তনের আওতা কতটুকু হওয়া সরকার সে সবকিছু বিগত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন প্রকার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, প্রচারিত সংবাদগুলোর মধ্যে দুটো জিনিস সম্পর্কে কোন পরস্পরবিরোধী বিষয় দেখা যায় না। প্রথম জিনিসটি হল পরিবর্তনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে পরিবর্তনের আগল কাঙ্ক্ষিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা। অবশ্য একথা ঠিক যে, দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিবর্তন সম্পর্কে সরকার এখনও পর্যন্ত তাঁর মনোভাব স্থলভাবে বক্তৃতা করেননি। শুধু পরিবর্তন সবকিছু প্রচারিত সংবাদগুলো থেকে সরকারী মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতের প্রথম পঞ্চাব্দিক পরিবর্তনের শেষ বছর ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিবর্তন তাহলে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে চালু করা হবে।

আগেই বলা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরে কত টাকা খরচ করার সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে অর্থগণিত আভাস দিয়েছেন। প্রথম পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি, দু'হাজার ত মত চল্লিশ কোটি টাকা হল সরকারী খরচ বায়ের বরাদ্দ। পরবর্তী পাঁচ বছরে সরকারী ক্ষেত্রে খরচ তিন হাজার কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশী খরচ করতে বাধ্য আছেন এবং বেসরকারী খরচ বাধ্য টাকা বায়ের অন্তর্কূলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী।

শোনা যাচ্ছে, এই মর্মে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, "চৌদশত কোটি টাকা শিল্প প্রণালী এবং বনিক আহরণের জন্য বরাদ্দ করা হবে। আপাততঃ যে মফাওয়ারি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে—এই সংখ্যাটির স্থান সকলের উপরে। এছাড়া বোকাশ, হাণপাতাল, বিভাগীয় ইত্যাদি তৈরী করার জন্য এক হাজার তিন শত পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্প প্রণালী এবং বনিক আহরণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে শুভব শোনা যাচ্ছে সে টাকার চাইতে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা কম দয়া হয়েছে। মফাওয়ারি জলিকার আরো দেখা যাচ্ছে, যে, বঙ্গা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি-উন্নয়ন প্রকৃতির তত্ত্ব টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া বানবাহন এবং সংযোগ রক্ষার জন্য নয় শত কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে আট শত কোটি টাকা খরচ করা হবে হেলপথের মত।

১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে যে প্রথম পঞ্চাবিধী পরিবর্তনের শেষ বছর শুরু হয়েছে সে পরিকল্পনার বচিতিয়া কৃষিউন্নয়ন এবং বিভাগ উৎপাদনের উপর সংজ্ঞাতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে শিল্প প্রণালী, করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ করা সম্ভবপর হয় নি। শুধু তাই নয়, যে টাকা শিল্প প্রণালীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল সে টাকাও খাতে সম্পূর্ণ এবং বণ্যবস্তুতে ব্যবহৃত হতে পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। তাই দেখতে পাচ্ছি, প্রথম পঞ্চাবিধী পরিকল্পনা যে সব গুরুত্ব দেখা গিয়েছে সে সব গুরুত্ব দূর করার জন্য সরকার সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। প্রচলিত সংক্ষেপে প্রকাশ, সরকার পরবর্তী পরিকল্পনার পরবর্তী তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকারের এই ঘনোভাবটি লক্ষ্য করার মত। আমরা দেখেছি, নিয়ন্ত্রণবিস্তারের পরবর্তী তৈরী করার জন্য বণ্য প্রথম পঞ্চাবিধী পরিকল্পনার আটত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকার বেশীরা ভাগ আমলাকে পড়ে আছে, কারণ যে সরকারী হস্তের হাতে নিয়ন্ত্রণবিস্তারের গৃহনির্মাণের ব্যয়িত হয়, সে হস্তের তিন বছরের মধ্যে কোন কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন নি। এটা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। অর্থাৎ একথা ঠিক যে, প্রদিক্দের গৃহনির্মাণের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তেমন সাফল্য চোখে পড়ে না। মোট কথা হল এই যে, প্রদিক্দের জন্য পরবর্তী তৈরী করার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার পর্যায়সিত হয়েছে। এর পিছনে দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হল এই, প্রদিকরা কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে সমর্থ সে সম্পর্কে বিবেচনা না করে বাড়ী তৈরী করা হয়েছিল। অর্থাৎ যে ধরনের বাড়ী তৈরী হয়েছে সে ধরনের বাড়ীতে বসবাস করার মত আর্থিক ক্ষমতা প্রদিক্দের নেই। ফলে অনেকগুলো নির্মিত বাড়ী বাসিন্দার অভাবে খালি পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার প্রদিক্দের জন্য বাড়ী তৈরী করার উদ্দেশ্যে কল কারখানার মালিকদের উৎসাহিত করতে পারেন নি। তাই সরকার তাঁর ব্যর্থতার কথা স্বগণ করে পরবর্তী পরিকল্পনার ইমারতী কালের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া বাছনীর মনে কছেন, কারণ সরকার বিলাস

করেন, বাসস্থান সমস্যার সমাধান হলে মানুষ কার্বে আত্মনিয়োগ করবার ক্ষমতা এগিয়ে আসবে।

অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করার পক্ষে হেলপথ, নতুন শিল্প, বিদ্যুৎ কারখানা ইত্যাদি খুবই প্রয়োজনীয়; বিশেষ করে এই সব কাজ লোকবল নিযুক্ত করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈষয়িক ভিত্তি দৃঢ় করার পক্ষে অপরিসীম ক্ষেত্রগুলোর পুনর্বিভাগের যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে কর্মসংস্থান সমস্যারও কিছুটা সমাধান হতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোর আলাহুদ্য পুনর্বিভাগের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কতকটা ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করার সময় সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার হিসেবে ও লাফলোয় প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন আশা করি।

ভারতীয় কার্পেট শিল্প

যোগল যুগ হইতেই ভারতীয় কার্পেটের বহল প্রচলন হয়। ভারতের কুটির শিল্পে যে সকল বহু মূল্যবান দ্রব্য উৎপন্ন হয় কার্পেট তাহাদের অন্যতম। যোগল সম্রাট আকবর কার্পেট তৈয়ারী করাইবার জন্য যে সকল তাঁত বসাইয়াছিলেন সেইগুলি পারস্যের গালিচা নির্মাণকার তাঁত অপেক্ষাও উন্নত ছিল। দীর্ঘকালের কার্পেট বহন প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সবচেয়ে নিকটে। ঐগুলির আদর্শেই ভারতে কার্পেট শিল্প গড়িয়া উঠে। ঐগুলির কাহিগরিদিকে ভারতে আনিয়াই এই শিল্পের গঠন করা হয়।

সম্রাট আকবরের জন্ত যে দ্রুত কার্পেট তৈয়ার করা হইত সেইগুলি ছিল সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং ঐসবের অংশ। কথিত আছে, সম্রাট শাহজাহান কান্দীর ও হিমালয় উপত্যকার দূরতম প্রদেশ হইতে আমদানি বিশেষ মূল্যবান পশম দিয়া এক প্রকার কবল তৈয়ারী করাইয়াছিলেন—রাজপ্রাসাদে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। কতকগুলি কার্পেটের মুনন ছিল খুব দৃঢ়। ঐ সময়কার প্রার্থনা করার একটি কবলের দ্বিরাংশের আয়তনের হস্তগত হইয়াছে। ইহার মুনন এত দৃঢ় যে এক ইঞ্চির মধ্যে ২,৫০০টি কুটি আছে।

গালিচা তৈয়ারীর বিভিন্ন শাখার ওস্তাদ কাহিগরিদিকেই এখনকার কার্পেট তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত করা হইত। তৈয়ারী কার্পেটগুলির তোলুখ বাড়াইবার কোনও উপায়ই উদ্ভাবিত হইত না। সম্রাটের এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই ভারতীয় কার্পেটগুলি পারস্যের প্রেট গালিচাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান দেশের মেনিনে তৈয়ারী কার্পেটগুলির সঙ্গে ভারতের কুটির শিল্পজাত কার্পেটগুলি প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া এই শিল্পের ক্ষতি হইতেছে।

অন্য কার্পেট নির্মাণ খাপারটাই ব্যক্তিগত শিল্পকৃতি ও কাহিগরিদ ব্যাপার। কাজেই মেনিনে খুব তাড়াতাড়ি কার্পেট তৈয়ার করা সেলেও কুটির শিল্পজাত কার্পেটের শিল্পী ঐকান্তিক দৃষ্টিতে দৃষ্ট। ভারতীয় অন্যান্য কয়েকটি শিল্পের বেলারও এই কথা খাটে।

কার্পেটের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উক্ত প্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা অবলম্বন

করিয়াছেন। তাঁহারা মির্জাপুরে একটি পর্যবেক্ষণ বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় মানক সংস্থাও মির্জাপুরের কার্পেটের মান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিন ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের উদ্ভোগে একটি পর্যবেক্ষক দল প্রদর্শন করিয়াছেন, উৎকর্ষ নির্দেশ পত্রিকল্পনার প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ দেওয়া মাত্রই যেন ভারত সরকার অপরূপে গালিচা দুপ্পানি বিক্রি করিয়া যেন।

মন্ত্রণালয়ের নিম্নের মত কার্পেট শিল্পে উৎপাদন সংগ্রহে ব্যাপারে বিশেষ অনুবিধায় পড়িয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ যশেণী শিল্পটির জন্য গালিচা নির্মাণোপযোগী পশমের অধিবাহ সর্ববরাহ প্রয়োজন। কাঁচা পশম রপ্তানিকারকদের সঙ্গে এই বিষয়ে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিতে হয়। উত্তর হলক পশমের ক্রয় ভারত সরকার তাঁহাদের রপ্তানি-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ১৯৫০ সালে কার্পেট উৎপাদকগণ আবেদন করিলে ভারত সরকার পশমের রপ্তানি ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত সীমিত করিয়া দেন। পরে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে পশম রপ্তানিকারকগণ যখন আবার আবেদন করেন তখন ঐ পরিমাণ ১০ লক্ষের বাড়িয়াই দেওয়া হয়।

কাঁচা পশম সংগ্রহ বাহাতে সহজেই করা যায় সেইজন্য অধিন ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের পর্যবেক্ষক দল গালিচা উৎপাদকগণ কর্তৃক একটি দৃষ্ট পশম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্ভাব্য সমিতির মাধ্যমে পশম সর্ববরাহ সমস্তর সমাধান সম্ভব। শুণ্টাকালের ১৯০০ জন তাঁতী একটি সম্ভাব্য সমিতি গঠনে সরকারী সাহায্য পাইয়াছেন। অস্ত্রনা ক্ষেত্রেও অনুগ্রহ সাহায্য করিতে সরকার প্রস্তুত। এই ব্যাপারে সরকারী সাহায্য কি পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহা পাঁচ বৎসরের পরিসংখ্যান দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত চার বৎসরে ভারত সরকার এই বাৎসর মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করেন। আবার, ১৯৫০-৫১ সালে এক বৎসরেই ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। চলতি অল্পের এই সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়িয়া ১০ কোটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হইয়াছে।

হুটের শিল্পে অনুদানপ্রাপ্তির আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রণালিত হইয়াছে। কলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁত শিল্পেই ১৯৫২ হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ১০ কোটি লক্ষ উৎপাদন বাড়িয়াছে।

মুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পের প্রসারে দৃষ্টিভঙ্গি

ত্রিসতীশ চন্দ্র মে

কংগ্রেস বিরাট শক্তির অবিকারী হয়েছিল তখনই যখন গণসংযোগের মধ্য দিয়ে যেনের সাধারণ স্বার্থের সূচক এক হয়ে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এসিয়েছিল। তার পরিচালন ভার এসেছিল অবিকার মধ্যবিত্ত শিক্তি বেশপ্রেমিকদের হাতে। তার চাঞ্চ ছিল বাৎসরিক মাত্র চার আনা বা চমথার কাটা কিছু দ্রব্য, আলপ কিত্তি ছিল অগণিত লোকের কংগ্রেসের

নীতিতে জীবন নিয়ন্ত্রণের উপর। এর পূর্বে কংগ্রেস যখন শুধু গণসংগ্রাম বা বিদেশী আদম-কারখানা শিক্ত বা দলী জমিদারদের স্ট্রীক, গ্রন্থের নিকট আবেদন নিবেদনের ব্যবহারিক মিলন সভা ছিল, তখন এ শক্তি আগেনি। গণসংযোগ যদি হারিয়ে গেলে, দেশের সাধারণ শ্রমিকের সহিত যদি এক হয়ে না থাকে, তবে কংগ্রেসের হাত থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি চলে যাবে। গণসংযোগ হল শক্তির প্রকৃত উৎস।

দেশের শিরে প্রাণবীর সর্বকারী কুটি মূলী এতদিন, কংগ্রেসের সেই বহু পূর্বকার অবস্থার মত, কতিপয় দলী শিরশস্তিকের মতো নিখাদ। উৎপাদন বা শ্রমশির বলতে শনকুবেরদের বৃহৎ শিল্পই ধরা হয়। দেশ বিশেষে, লৌহ, তাম্র, এলুমিনিয়াম আদি দাঙ্গ, এমন লাগফেটের মত সার, বিদ্যুৎ আদি শক্তির উৎপাদন কেন্দ্র বড় বড় বীণ ও লেট নির্মাণ, মোটর গাড়ী, ইঞ্জিন রেল ওয়াগন, কাছাকাছি, এতোয়ন, দেশের প্রতিরক্ষার লাগ সর্বভাষ এ সবের ক্ষত্র বৃহৎ শিল্পের যে আবশ্যকতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। শান্তি, শান্তি বলে ভারত পুণিবীতে বড়ই কথা উঠুক কোনও দেশ উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না বেখে বিদেশী তত্ত্ব ইচ্ছার বা আত্মরক্ষাতিক শান্তি সংঘের উপর নির্ভর করে দেশের কৈটি কোটি লোকের ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চয় থাকতে পারে না, আর তার ক্ষত্র বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন। তার কতটা সর্বকারী ও কতটা বৈশ্বকারী হবে, সে পৃথকভাবে বিবেচ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সকল কর্মসূচী গ্রহীত হয়েছে। কিন্তু শিল্পে সাধারণের কর্মশক্তি নিয়োগের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির পরিকল্পনা তাতে তেমনভাবে নেওয়া হয়নি। এ বিধে দুই এসেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। গ্রামে, শহরতলী ও শহরে যে কোটি কোটি লোকের অধিনিযুক্ত কর্মশক্তির অশচয় চলেছে, তার উপযুক্ত কর্ম সৃষ্টিতে যে বিরাট সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা, সেটিকে দেশে কিছু অংশের আশে। শুধু বৃহৎ শিল্পে দেশের কোটি কোটি লোকের কর্মশক্তি যে বিরাট অশচয় নিয়োগ করা অসম্ভব; সে হতে পারে সারা দেশে, গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে পড়া কুটির, ক্ষত্র ও মাঝারী শিল্পের উদ্ভবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি এই কুটির, ক্ষত্র ও মাঝারী শিল্পে অগ্রদূত আবহাওয়া সৃষ্ট হ'ত, তবে হস্ত আর দেশের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পেত না। অনেক বলে থাকেন, প্রথম পরিকল্পনায় মূল কাঁচামাল, শক্তিউৎপাদন, সার ও সেচের কাজে সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়ে ভালই হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা অর্জনের পর সাত বৎসর জাতীয় সর্বকার যদি কুটির, ক্ষত্র ও মাঝারী শিল্পের পথ থেকে শুধু বাবা অবস্থারগুলি সবিধে নিত ও প্রথম বৃহৎ শিল্পের ও বিদেশী আমদানীর আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করত, তবে কুটির, ক্ষত্র ও মাঝারী শিল্পে সাধারণের ব্যবহারের মান উৎপাদন হয়ে বহু সম্পদ বেড়ে যেত, অনেক লোক কর্ম পেয়ে দারিদ্র্য মোচনের সুযোগ পেত। এতে সর্বকারী অর্থ ও প্রচেষ্টার বহুলাংশের প্রয়োজন লাগত না। জনসাধারণ উপরের বিদেশী শক্তির চাপ থেকে মুক্ত হলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেহাই করে নিজে অনেকটা সক্ষম হত।

খাক্যের ক্ষত্র ভাত, ডাল, রুটি, দাছ, মাংস, ডিম এ সবের উৎপাদন হয় পল্লীতে পল্লীবাসীর দ্বারা ও প্রকৃত হয় ঘরে ঘরে। কিন্তু শহরে ও ক্রমশঃ গ্রামে আদিকাল পাড়িকটী ও বিদ্যুটের প্রচলন বেড়ে চলেছে। শ্রু তাই নয়, বিদ্যুটে বিদেশী কোম্পানীরা প্রচুর বিদেশী মূলধন নিয়োগ করে এই শিল্পে নেমে পড়ার ঘরে ঘরে যে খাবার প্রকৃত করা হত বা পল্লীতে যে সকল খাবার লোকান চলত সেগুলিতে আঘাত আসছে। দারিদ্র থেকে দেশে লাভ্য মনে হয়। কিন্তু কোটি কোটি টাকা

বা পল্লী পল্লীর লোকের ঘরে ঘরে থাকত, তা, শুধু বড় শিল্পশক্তি নয়, বিশেষী মূল্যবোধের সূচক।

জনসংস্কারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রয়োজন তার অধিকাংশ কোথায় কেমনভাবে উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে তেঁর তেঁর প্রয়োজন। আরও সহিত বস্ত্রের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কার লোকে, বিশেষতঃ পল্লীতে পরগণের ক্ষেত্রে লোকে শুধু স্বতন্ত্র কাপড়ে দিন কাটায়। বাংলা দেশে শ্রীলঙ্কায় অনেক একইধারা চাষের কাপড়ে নেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে কাপড়ের পুট গায়ে ঢড়িয়ে নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। প্রয়োজন যোগ করলে চাষরী। মাঝে চাষা তেঁর বৌয়ের তেঁর থেকে বাঁচতে। পাখতাম, জামার পল্লন ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। সেলাই শিল্প অনেকের গৃহ-শিল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনও কোনও বন্দী শিল্পশক্তি মিলে প্রস্তুত করা পাখতাম ও চামার এই গৃহ-শিল্পে আশ্রয় করতে শুরু করেছে। কিছু অর্থব্যয় করলেই তৈরী জিনিস প্রাপ্য আশ্রয় স্থানের মনে হলো, এতে অনেক চাপ লুকিয়ে আছে। পল্লীতে ঘরে ঘরে নানা প্রকার উৎপাদন ও সংস্কার করে উন্নত টুকু লহরে বা যে গ্রামে যা হওয়া অসম্ভব সেই গ্রামে চালান দিবে অর্থাৎ মাধ্যম ছাড়াও জীবনের মান উন্নয়ন অসম্ভব নয়।

জামা অপেক্ষা গেঞ্জী আবাসিকায়ক। গেঞ্জীর ব্যবহার বেশী চলে মধ্যবিত্তের ঘরে। তবে আজকাল গ্রামে পল্লী-স্তর—কল কারখানার কর্মীদের মধ্যে গেঞ্জীর চলন হয়েছে। এই গেঞ্জী অর্থাৎ হোসিয়ারী উৎপন্ন হই অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পে, কিন্তু এতেও বন্দী শিল্পশক্তিগণ নম্র হয়েছেন। এটা ক্ষুদ্র ও মাঝারী হোসিয়ারী শিল্পের পক্ষে অসম্ভব—এর প্রতিবোধের প্রয়োজন।

জুতার প্রচলন চিরকালই আছে ও লে সমস্ত জুতা প্রস্তুত করতে দেশের সুচীরা। জুতার চামড়া টান করাও গ্রামে গ্রামে হত চামড়ার ঘর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপকারিতার সংবাদ তাদের কাছে কোনও দিনই কেউ নিয়ে আসেনি। অসম্ভব হয়ে অসম্ভব নিরন্তরের জীবন বাপনে ওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। উপরন্তু আবগারী হোকান প্রচলনে তাদের অতি সামান্য উপার্জনের অধিকাংশ রাজকোষে পৌঁছিত হয়ে জীবনের মান উন্নত হবার সুযোগ কোনও দিনই তাদের আসেনি, বরং অবনত হবার পথ মুক্ত রাখা হয়েছিল। আজ বিশেষী মূল্যবোধের বড় বড় কোম্পানী দেশের লোককে জুতা পরাচ্ছে। দেশের বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞ লোকেরা আজ তাদের শোষণ কাছে নিখুঁত, কিন্তু দেশের চামার সুচীদের নিয়ে উন্নত ধরনের চর্ম শিল্প গঠনের উদ্যোগ হচ্ছে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এখন এফিকে বৃষ্টি হিতে আশঙ্ক করেছেন, এটা আশাত কথা।

গ্রামে হস্তি জনসংস্কারের অনেকে এখন যৌত বৃষ্টি থেকে বাঁচবার ক্ষেত্রে টোকার ব্যবহার করে। এগুলি পাতা ও বাঁধার থেকে গ্রামেই প্রস্তুত হয়। তবে ক্রমশঃ ছাতার প্রচলন বাড়ছে। ছাতা প্রস্তুতের শিল্প দেশে অনেক চলেছে যদিও এর কাপড় বা ফিটিংয়ের অনেক জিনিস বিদেশ থেকে এখনও আমদানী হয়। আমদানী বন্ধ করে এই শিল্পে দেশকে স্বাধীনতা করা কঠিন নয় ও ক্ষুদ্র শিল্পে এর অধিকাংশ প্রস্তুত করে লোকে নিজেদের কর্ম দৃষ্টি করতে পারে।

কব্জি কাপড় বা ওয়াটারপ্রুফ দেশে বটেই চলেছে ও কিছু কিছু বস্ত্রানিও হচ্ছে। ওয়াটারপ্রুফ কোটগুলি ব্যবলাপেক বলে পল্লী-স্তরের ক্রম কমতার বাহিরে ও সাধারণতঃ মধ্যবিত্তের কিন্তু ও সমস্ত সম্পদ লোকেরা ব্যবহার করে। বিশেষী ওয়াটারপ্রুফের আমদানী বন্ধ হওয়াই

বাছনীর কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষা লভ্যাংশ বেধে কত স্থলভে গঠীয় জনসাধারণের ব্যবহার যোগ্য ওয়াটারসফ উৎপাদন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রায় সবক্ষেত্রে বলা যায়, দেশের সাধারণ লোকের ঘর ঘাটের দেওয়াল ও খোড়ো চালের। বাহ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তারা পাকা ইটের দেওয়ালের উপর কয়োগেট শিট চড়িয়ে ও সিমেন্টের মেজে করে বসে বসে তৈরী করে নেয়। লোহা ও সিমেন্ট ছাড়া প্রায় সকল জিনিসই গ্রামে পাওয়া যায়। লোহা ও সিমেন্টের অধিকাংশই দেশেই তৈরি হয়। এতটুকু হই ও ইয় নতুন নতুন লোহা ও সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। অচির ভবিষ্যতে এই চুটি জিনিসের মধ্যেই উৎপাদন হবার সম্ভাবনা। দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানীর চক্র ঘেঁষে ভাল উৎপাদন হতে পারে। তবে লোহা উৎপাদনের সহজ কারখানাগুলি যদি শুধু শিল্প লোহা ও ইস্পাতের ইনগট প্রস্তুত করলে নিম্নতর বাকি তবে দেশে ঢালাই কারখানা ও রোলিং মিলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ঘেঁষে প্রকার লাভ করতে পারে। টিকানী, বন্ট, সড়া আদি গৃহ সরঞ্জাম ও খোলা, খুঁচি, বেড়ী, ছুরী, কাঁচি আদি গৃহস্থালী সরঞ্জাম ছুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হই ও ঘেঁষে হতে পারে। লাঙ্গলের হাল, ফলা, কুড়ল, কাণ্ডে, পর্দার গাড়ীর চাকির বেড, হক, কাঁটা, কড়া, তালি আদি বহু জিনিস ছুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন সম্ভব। এ সবের মজা আমদানী বা রূপান্তর শিল্পের স্থাপনা বন্ধ থাকে উচিত। মাইগ্‌ড, মীনের গ্যালভানাইজড কলের পাইপ প্রস্তুত হতে পারে মাঝারী শিল্পে।

আজকাল সাইকেল ব্যবহার ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পাইছে ও অধিকাংশ মধ্যবিত্তের ঘরে দু'একটি সাইকেল থাকে। সম্ভ্রান্তি যেনে সাইকেল শিল্প গড়ে উঠছে, কিন্তু এর চাহিদা ক্রমশঃ এক বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। যে এই শিল্পের আরও প্রকার হওবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সাইকেল প্রস্তুতের মজা ক্ষুদ্র না হোক মাঝারী শিল্প যেনে। তা ছাড়া সাইকেল আগের অনেকগুলি ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হচ্ছে বহু মূল্য অল্পরূপ বিদেশী জিনিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। উন্নয়ন বোর্ডের এদিকে দৃষ্টি পাকলে বহু লোক উৎকৃষ্ট মান উৎপাদন করে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে ও নিজ নিজ কর্ম সাধন করে নিতে পারে।

সেলাই কলের ও সাইকেল শিল্পের অল্পরূপ অবস্থা। নাম করা একটি সাইকেল বা সেলাইকল এখন যে দামে বিক্রয় হয়, তার অপেক্ষা মূল্যে অল্প কমানোর যোগেই সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি যদি ক্ষুদ্র শিল্পের সহযোগিতা স্থাপন করা যায়।

পাইপ ফিটিংগুলির চাহিদা ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যেটুকু ও আরও যেটুকুতে পারে। এমন কত জিনিস আছে বা অল্পসংখ্যক করলে দৃষ্টিপথে আসবে। কাজের মজা নাই, সব জর হয়েছ। বড়টুকু দৃষ্টি এলেছে, এর পরতত্ত্ব হলোও অসামান্য হয় না। এর মজা বিজ্ঞান পত্তি বাহ্যে বেশি চালাতে বহু ক্ষুদ্র কারখানা দেশে চলছে। বোল্টনাটের ছোট ছোট কারখানা আছে। তাহের প্রকার ও উন্নতির পথের অল্পরূপগুলি অপর্যাপ্ত করতে পারলে নিম্নতর প্রকার লাভ করতে পারে। কিন্তু আমদানী ও রূপান্তর শিল্পের মধ্য ও প্রসাধনিকার চাপে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সংকুচিত হতে বাধ্য হয়। জিনিসের মূল্যের তারতম্য বিচারে অনেক সময় দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্পের মান নিকট নহ ও মূল্যও অল্প। কিন্তু বিদেশী প্রস্তুতের কাছে বহুতর যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে বিদেশী বা রূপান্তর শিল্পের মালিকগণকে অনেক সময় আমদানী অল্পতরবে উৎকৃষ্টতর মনে করি ও অধিক মূল্যে ক্রয় করতে বিধা বোধ করি না। বর্তমানে ছুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী

শিল্পের উন্নতির জন্য জাতীয় সরকার যে প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, তাতে যদি মূলধন, যন্ত্রপাতি, উপযুক্ত কাঁচামাল ও বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োজনাদির দ্বারা কিছু উন্নতি হয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলি সর্ববিধের বিদেশী বা গৃহস্থ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হতে পারবে। কিন্তু তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিদেশী প্রীতিপূর্ণ গৃহস্থ শিল্পের সুশাসনকে অবৈতনিক ও বিকৃত মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্তন। অনেকে যেনে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে চামচ দিগা পাওয়ার কথা বলে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝা যাবে, আমবাংলাদেশের ও জনসাধারণের কর্ম সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না রেখে বিদেশী ও গৃহস্থ শিল্পগুলিকে অবৈতনিক প্রীতির সাথে পরিপুষ্ট করছি। সকল সভ্য দেশের মত, এ দেশেও যদি দেশপ্রীতি জাগ্রত হয়, সরকার ও জনসাধারণ যদি যথেষ্ট গ্রহণ করে, তবে শুধু বেকার সমস্যাটির নিবারণ নয়, ক্রেতাব্যবস্ফার্তও সংশ্লিষ্ট হয়। উপরন্তু যে সকল কর্মী লোক বেকার না থেকে কর্ম পাবে তারা সাধারণ ক্রেতাদেরই আপন জন। যেমন নিজের ঘরের লোক কোনও জিনিস ঈর্ষিত করলে অর্থব্যয় হয় না, তেমনি 'বেশেষ' লোকের দ্বারা ঈর্ষিত জিনিস ক্রয় করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, সে অর্থ বেশেই থাকে বলে আমাদেরই উপকারে আসে। কিন্তু অর্থ বিবেশে চলে গেলে আমরা ত্রাণটুকু পাই কিন্তু বেশ দরিদ্র হয়ে যায়।

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের সংঘবদ্ধতা

আমাদের নিজ পর্যবেক্ষক

আজ লাভ বংশবের উপর হল, রাষ্ট্র ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও লাভ হয় নি, কারণ, বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর আকার ধারণ করছে।

শিল্প প্রসাধের কর্ম সৃষ্টির প্রশস্ত পথ আছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পে। কিন্তু তার মন্ত যে অবস্থান আবহাওয়ার প্রয়োজন, জাতীয় সরকার সে অবস্থার সৃষ্টি করতে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল না।

সরকারের যেটুকু দৃষ্টি ছিল, তা নিবন্ধ হয়েছিল গৃহস্থ শিল্পের দিকে। আমাদের কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। আজ জাতীয় সরকার ও দেশের চিন্তা নাযকদের যে একটিকে দৃষ্টি পড়েছে, এটা আশার কথা।

কোটি কোটি গ্রামবাসীদের জন্য যেমন কুটির শিল্পের প্রশংসার প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ শহর ও শহরতলীর বাসিন্দা লোকের জন্য তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের আকর্ষণীয়তা আছে। পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীরা কুণী মজুরের কাজ করতে চায় না ও লক্ষ্যও কম, কিন্তু নিমিত্ত পরিপ্রভ, যাতে কারিক প্রভ ও বুদ্ধি উভয়ের প্রয়োজন, সে সব ত্রাণ উৎপাদনে তাদের অধিক পারদর্শিতা দেখা যায়। সেই জন্য আমাদের মত শহরবাসীদের উচিত, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের দিকে প্রসার হয়, তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা।

যদি স্বার্থ থেকে সমস্ত স্বার্থের চিন্তা আজ এসেছে। এ যুগ সংঘ বা সমষ্টির শক্তির। তাই আমাদের শিল্প পরিচালকগণের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তার নিজেদের কারখানার উন্নতির জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন, তার সঙ্গে কিছু চিন্তা ও কর্ম-চেষ্টা দেওয়া উচিত সমষ্টির বা দেশের কল্যাণের জন্য।

আমাদের এই ফেডারেশনটির জন্ম হয়েছে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। এক এক রকমের শিল্পের এসোসিয়েশন হবে প্রাথমিক সংগঠন। আবার এই সকল এসোসিয়েশনের সমষ্টি হ'বে এই ফেডারেশন। 'অবশ্য এর কর্ম-সীমা আবদ্ধ হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে। গ্রাম্য কুটির বা বৃহৎ শিল্পে নয়, যদিও দুয়ের সাপেক্ষে সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। এমন শিল্পে হাত লাগাবে না যাতে কুটির শিল্পের ক্ষতি হয়ে গ্রামের লোক খেঁকার হয়। অপর দিকে যে সকল জ্রব্য বা কর্ম বৃহৎ শিল্পেই সম্ভব তার ক্ষুদ্র রূপা কর্মশক্তির অপব্যয় না করে নিবেদনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে সেই সকল শিল্পে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারী কারখানার রূপে ও মূল্যে অসুবিধাযে উৎপাদন সম্ভব। অবিকল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প চাইবে না যে তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে অনবিকার প্রবেশ যায়। বাজার লুপ্ত করে নেয়। এ বিষয়ে শিল্প নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উচিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে রক্ষা করা। তাতে অধিক লোকের কর্ম-স্থলী হবে যা বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের দ্বারা অসম্ভব। শিল্প পরিচালনের কর্মেই 'অধিক লোকের' লক্ষ্যতা প্রদর্শনে জুগেগি লাভ হবে। বস্ত্রের মত পরিশ্রমের পরিবর্তে অনেক লোকের চুক্তি ও চিত্তাশক্তি কর্মের মধ্যে প্রকাশ পাবে। আল যে দিকে দিকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ও সাম্যের পথের কথা শুনেতে পাওয়া যাচ্ছে, সে পথে অগ্রগত হওয়া কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিকেন্দ্রিত শিল্পে সম্ভব, বৃহৎ শিল্পে নয়।

কিন্তু দেশের চিত্তাধারা এদিকে কিছু কিছু প্রবাহিত হলেও এখনও কোনও অস্বকূল আবহাওয়ায় স্রুটি হয়নি। সুতাই বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী, এমন অনেক লোক জাতীয় সরকারে ক্ষমতার পথে আছেন, যারা ঠিক এর বিপরীত বিশ্বাস করেন যা মুখে না বললেও বিপরীত পথে চলেছেন। এ যদি না হ'ত, তবে আজও বিদেশী মূলধনী বৃহৎ শিল্প এদেশের বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পয়সের ক্ষুদ্র প্রতীকিত হতে দেওয়া হত না। বাজারে অত্যধিক পরিমাণে বিদেশী জ্রব্য পাওয়ার ক্ষমতা এখন ক্ষুদ্র শিল্প বৃত্তির হয়ে যাচ্ছে, শেতলির আমদানী হ্রাসে দেশীয় শিল্পের বক্ষার ব্যবস্থা হ'ত। জনসাধারণের মধ্যে বৈদেশী কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পজাত জ্রব্যের ব্যবহারে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে ও তার ক্ষমতা কালের ভার নিতে হবে প্রণালী: কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পরিচালকদের। এ বিষয়ে সরকারী সহযোগিতা আবার করে নিতে হবে।

এই কালের ক্ষমতা প্রথমে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ হওয়া। নিজ নিজ শিল্প কর্মে পরিচালকগণকে আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় সত্য। কিন্তু আজ অনেকে বুঝেছে, শুধু নিজের শিল্পটির দিকে নজর রাখলেই বাঁচা কটকট ও উন্নতি অসম্ভব। তাই আজকাল বেধা বার, বহু শিল্প নিজ নিজ সংঘে এসোসিয়েশন স্রুটি করে জাতীয় সরকারের সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা চালাচ্ছে। কিন্তু আজ শুধু এক একটি শিল্পে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। অপর ক্ষেত্রে বিদেশী আমদানী বা বৃহৎ শিল্পের পরিবর্তে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রণালী জনসাধারণের কর্ম-স্থলীর ক্ষমতা আজ শিল্পগুলির পরস্পরের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন; তার ক্ষমতা চাই বৃহত্তর সংঘ। এখানে প্রত্যেক শিল্প অপর শিল্পের পরিচয় পাবে, পরস্পরের জ্রব্য ব্যবহারে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তাও বোঝে নয়। সকলের একত্রে ও মিলনে যে শক্তি ভেগে উঠবে, তাকে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র সরকার কেহই অবহেলা করতে পারবে না। আজ এই মিলিত শক্তির বিকাশের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর আলোচনা করছি।

ভবধুরের ডায়েরী—কলিকাতার মেস

বিক্রিপ্ত ঘটনা অবলম্বন না করে যেন বাবাবাহিকভাবে সমস্ত জীবনের নানা ক্ষেত্রের আলোচনা করি, এমনি অহরহে অনেক বস্তুকে কাছ থেকে পেরেছি। উপভোগ্য হলে কিনা জানি না, তবে নিজের জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে কোন কোন বস্তুকে অভিজ্ঞতার ছাপ এখানে বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো। যাদের সামান্য মাত্র অস্তিত্ব আছে তাহেব হুহুতো ভাল লাগবে, যাদের নেই, তাহেব কাছে অস্তিত্বিত বলে মনে হবে।

এমন একদিন ছিল, যখন অনেকটী পরীক্ষায়ে বাল করতো। তাঁদের স্ত্রী পরিবার সকলেই ঘর নিভৃত পরীতে বাল করতো; গৃহস্থানী কলিকাতার ঢাকরী করতেন আর মেলে থাকতেন আজকালকার মত তাঁরা স্রাটি ভাড়া নিয়ে লম্বীক বালের উজ্জাশা পেয়ে করতেন না; ব্যক্তি কেক্সিক আঁরাধ, বিলাস তৃষগকে উজ্জাশা হিহেন না; মৌল পরিবারের সর্বাঙ্গীণ কলাপ, তহৎ গোপীর সমবেত প্রচেষ্টা একদিন যে পরীভারতকে শুধিও লম্বীক প্রসিদ্ধা হিহেছিল, তা একেই ব্যক্তিগত আঁরাম, বিলাস ও ব্যক্তিকের পাগ খোঁয়াতে। এদের পরীগৃহে চাষবাস, পূজা-পার্বণ, গোপালন, ধানভান, হরহো স্রুটির শ্রি প্রসিদ্ধি নানি কর্ধের প্রবাহ বহে যেত, আর সেই প্রবাহ বাতে লাহত না হয়, অবশ্যবাহী অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এরা এলেছিলে কলিকাতার লম্বীগারী ও লম্বীগারী অকিমে কাক করত—বাতে করে সামান্য উদ্বৃত্ত হিহে পরীক শিতা-শিতামহের ব্যক্তিভার আঁরহমানকালের জীবন ধারা অঁরাহত থাকে।

যে মেলে ঐরা থাকতেন, -তা, কোন আজকালকার মত বিশেষ নাম বাহ-বাহী লম্বীগারী সম্পন্ন মেলে যা হোটেল নয়। সাধারণতঃ কলিকাতার হোটেল গলিত পুরানো বরনের ব্যক্তিভে এই বরনের মেলে গড়ে উঠতো। এখানে থাকতেন লম্বীগারী অকিসের বড়বানু, মল্লার বোকানের কর্ধগারী, কলেজের ছাত্র—তাহেব মধ্যে হুহুতো অনেকেই বিবাহিত, (আজকালকার মত অবিবাহিতের সংখ্যা তখন বড় বেশী ছিল না) কেউ না অবিবাহিত, কেবানী, আড়তকার, এমন কি হুহুতো গুল মাটার, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, এক তলার অর ভাড়ার যবে ২০ জন ফিরিওরালাও থাকতো। কোন কোন ঘরে হুহুতো একই গ্রামের অথবা পাশাপাশি গ্রামের ২০ জন একসঙ্গে থাকতো। কোন ঘরে বা কলেকে পাঠরত পুত্রের সহিত শিতাপুত্র বাল করতেন। ঐরা সকলেই মেলের যেখর ছিলেন, পালা করে মেলের মানেজার হতেন! ব্যাক্যের খরত, হিলাবের চার্জ ঐরা রাখতেন ও দেখাভনা করতেন। মেঘবরা যেমন আর্থিক লজ্জিতে ও লম্বীগারীর নানা জৌরী ছিলেন, তেমনই বরসেও তারতমা ছিল। এঁদের বল ছিল। বৃদ্ধের বল, যুবকের বল, বিয়েটারের বল, ছাত্রের বল, বিবাহিতের বল, অবিবাহিতের বল—এমনিতরো। আরো একটু চড়িয়ে বললে বলা যায় ভাং ও অহিকেন বিলাসী, নাটকবিলাসী, লাক্ষা মল্লিলবিলাসী ভাল-কাবা-পাশা বিলাসী নৈশ ব্রদণ বিলাসী, ব্রহ্মচারী ব্রতধারী গঙ্গামান বিলাসী ইত্যাদি। এখানে লম্বীগারী একাক্ষীক নায়ক থেকে লম্বীগারী-বহুবারের চলেরও অভাব ছিল না। নূতন বিবাহের বিচ্ছেদের অশান্তি, লম্বীগারী দিলনের বিলবের অশান্তি, বিপত্নীকের অলম্পূর্ণ জীবনের খেব, জৌরীর নিকট বার্ধক্যের অগ্রগতির আশঙ্কা, এবং যুবকের বল নূতন তোবালের লম্বীগারী কশালহুতলা, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর ও ইন্দিয়ার নাটিকাফের বিচ্ছেদ ও বিবাহবিলাসের পূর্বাপর পরিভক্তি, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ ও লম্বীগারীর লম্বীগারী মল্লিল থাকতো। এঁদের মধ্যেই হুহুতো

বিশ্বেশ্বরূপের পঙ্খের পথিকও ছিলেন। দেশ জীবন ছিল যেন দেশের সামগ্রিক জীবনের একটা সম্পূর্ণ অঙ্গুচ্ছেদ। তাই এতে গ্রাম চ্যুত্বা ছিল, আবেগ ছিল, সংবেদনের স্রব ছিল, কোথাও খেই-হারা হয়ে গতিকদ্ধ হয়ে পড়েনি।

সাধারণতঃ এই সব মেলে ২১টি কি থাকতো। এরাও ঠিক আলাকালকার বাড়ীর ঠিকে খির মত ছিল না। পুরোনো বায়ু হস্তে একের দরদর অন্ত ছিল না। মনের কোণে ছরতো একটু জহাওয়ার, কখনও যান অভিমানের খেলাও চলেতো। একের সেবা তরুণের তুলনা আজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। অস্থির করলে গ্রাম দিয়ে এরা সেবা করতে পারতো—তা অস্থির যে রকম বা ধরনের হোক না কেন। হরতো ঘাহিরে সামাজ্য একটু বকশিলের ভান কিন্তু মনের গহনে যে অধীরতা, কল্যাণ কামনার আত্মবিক্রিয়া, তার নমুনা আলাকাল আর মেলে না। বুক হরিচরণ বায়ুর বসন্ত রোগে আমাদের মনের সৌখিনীকে যে সেবা করতে দেখেছি, তার তুলনা হয় না। আত্মীয় স্বজন পৃথিবীর পরিবেশ থেকে বহুদূরে থেকেও এই সকল মেলেই সাবিদ্রী, সৌখিনী, চপলা, চকলা যে একটি সংবেদনশীল মেধাপরিপূর্ণ জীবনের পটভূমিকা সৃষ্টি করতো, তার পরিচয় এখন আর কোথায়। এরাই সাবিদ্রী, সৌখিনীর স্থান বদল করেছে ঔপন্যাসিকদের রচনায়। বহির্জগতের লম্বকে এদের স্থান নগণ্য, কিন্তু সেই সমাজেরই কোন একটি কোণে এরা যে কল্যাণের প্রবাহে যানব সেবার মতঃ সূত্র আবেগে লম্বা মেসের তক কঠোর জীবনযাত্রাকে বিদ্যুৎ করে তুলেছে তার তুলনা হয় না।

কি ছাড়াও চাকর-বাকর ও ঠাকুরও অবশ্যই দেখতে পাওয়া যেত এই সকল মেলে। একের সেকেন্দ্রে নামের সঙ্গে যেন মনের ও বেহের সাপুণ্য ছিল। কৃষাবন, বৈবহুত, নিদি, খাদ্যচরণ, গোবিন্দ, এমনি সব। এরা বেশী মেদিনীপুরের; ঠাকুর হল অবশ্য বর্ধমান, বাজুড়ার বা মেদিনীপুরেরও হতো। একের মাসমাছিনার পরিমাণ নিত্য নগণ্য। বায়ু ২১ আনা বকশিল দিতেন, তাতেই এরা পুঁজি থাকতো। মেসের চাকরদের আলাকালকার মতো যখন তখন পালিয়ে যেতে বা চাকরি ছেড়ে যেতে দেখা যায়নি। লৌখিনী, সাবিদ্রী ছিল একের Centre of Gravity. একাধিক চাকর বা ঠাকুর থাকলে তারা satellite হয়ে কল্যাণার্থী হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

আগেই বলেছি যেন যেন একটা পরিপূর্ণ সমাজের ছোট একটি অঙ্গুচ্ছেদ, অথচ তাও পরিপূর্ণ। এখানে পরস্পরের মেলাধেনা, আত্মীয়তা, গ্রঃ গ্রুপের অভাব অভিযোগের বিনিময়, আদর্শ, উপদেশ, সবিজ্ঞা, সত্য সবিজ্ঞা প্রত্যক্ষ পরিচয় ওদের মধ্যে ছিল। এখানে একের মধ্যে সত্যমনের বল, বস্তুর বল, ছাত্রদের উৎস সার্বজনীন 'মাথা' ও 'হাত' বল, কখনও বা বার্ষ প্রেমিক ছা-ছাত্তার বল, এই মেসের বিদ্যুৎ জীবনকে হৃদয়ময় ও সুখর করে রাখতো। হেবলাসের মত বার্ষ প্রেমিক এই রকম একটি মেলেই আশ্রয় পেয়েছিল। সেখানে চুনী ছিল পুরাতন লজ্জ।

ছাত্রজীবনে ২১নং বাহুত্ব বাগানের মেলে থাকতাম। পুরাণো মেঘবরা বলতেন, জানো হে, এখানে ছিলেন পরমতন্ত্র বৈষ্ণব থেকে কীরে। আমরা কথাসাহিত্যিক না হতে-পারি, তার সাবিদ্রী তো এখানেই আছে, একটা লতীশ-টতীশ বেবলাস-টেবলাস—কমকমে চুনীলাল তো হোতো

পারবোতো। মায়া সগর্বে হে হে করে বললেন, বুঝেছো হে, এ মেল ছেড়ে যেওনা। লাজ লজ্জার ফিরে হুকার শুক্কু ভাষাকের কলিকা চড়িয়ে গান পরতেন—

যৌ-এর আমার রূপের পরিণাটি,

ফরসা কাপড় পরলে যেন ঠাণ্ডা-হুকাটি।

আর পান খেলে মলে যেন ঠিকের আগুনটি।

সনিবার একের বড় মধুর দিন। লকাতু ধেকেই দেখবদের কার মুখে, 'কালা', তোর তরে কমতলায় চেয়ে থাকি', 'কারও মুখে বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল,' কারও মুখে, 'কে বিবেশী বাণের বাদী' বাজালে যেন,' এমনিতর গানের কলিতে মুখও হয়ে উঠতো। সোমবারটা তেমনি নীরব ও রান্না রবিবারের মৃত্তকস্থ বিবশরসনীর শেষ আলিঙ্গন হরতো তখনও শিহরণ সৃষ্টি করতো ও বিরহের স্নান ছায়া বীরে বীরে ঢেকে ফেলতে সর্ব্বহুমন।

ওদিকের ঘরে কালীদাস থাকতেন; তাঁর গ্রামোৎসব প্রায় হয়ে উঠতো না। বৎসরে হরতো একবার যেতেন। চাকরীতে ছুট পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। আর সনিবারে গিয়ে সোমবারে আসাও যেত না। এর একই আড়িপাতা দোষ ছিল। কারও নীল রুডের খায়ে চিঠি এলে তিনি খুলে পড়তেন। তারপর আবার বড় করে বখানানে রেখে দিবে পরের দিন বলতেন, কি হে, কাল কি খবর এলো? এই লিখেছে না? 'সব হুজতে পারি' বলে চিঠির সারাংশটা বলে দিয়ে বলতেন, বলতো, ঠিক বলছি কি না। নব বিবাহিত একটু ঘুরিলে পড়ে যেতো। ভাবতো কালীদাসের জীবনে হরতো ঠিক এমনিতর ঘটনা ঘটেছিল আর তাই কালীদাস বসে বড় হলেও সময় সময় তার কাছেই লম্বা সমাধানের মন্ত্র ছুটো প্রাণের কণা বলার অবসর পাওয়া যেত। একদিন কালীদাস ঘেসের আসর জমিয়ে বসলেন। কালীদাসের ঘরের শিহনে গৃহী প্রতিবেশী। কয়েকদিন পূর্বে প্রতিবেশীর এক পুত্রের বিবাহ হয় ও ফুলশয্যার ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছিল আমাদের কালীদাসের ঘরের পাশেই দু' ফিট দুবয়ের ব্যবধানে ভিটলেমের ওপারে। কালীদাস নাকি সেদিন রাতে ঘুমান নি। সারারাত্রি অন্ধকারে জেগে বসে তিনি নবম্প্রতির প্রথম মিলনের প্রেমনিবেহনের এলোমেলো, উদ্ভাস, কখনও অতিশয় চাপা কণ্ঠের ভাষাও হুড়া আড়িপাতে শোনেন এবং পরের দিন ঘেসের আসর শুলভার করে তোলেন। কেউ সেদিন কালীদাসকে বেশ রসিক লোক বলেছিলেন কেউ বা তার নিষা কবেছিলেন।

হোতলায় কোণের ঘরে থাকতেন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য। পৌরোহিত্য এর পেশা ছিল না। সওদাগরী অফিসে মালগদারী করতেন। আলীদান অকৃতকার ছিলেন। বোজগার করেছেন প্রচুর। প্রথম জীবনে অল্প নেশা করেছিলেন; শেষ জীবনে আফিম খেতেন ভাল ভাল। বৃদ্ধবয়সে তাঁকে দেখতে আসতো এক মহিলা—খুব লম্বা খোমটা চড়িয়ে। যেসে স্ত্রীলোক আসতে কেউ আপত্তি করতেনা। কারণ অবিকার্য লম্বাই তাঁর পরে এখানে এসেছেন; মহিয়ার হাওয়া আসা বহনিনেহ; তা তাছাড়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের অবস্থান আরোও পুরানো বলে ও নিজে কেউ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য অনেকের কৌতুক ছিল। তার সম্পর্কে যে খবর জানা গিয়াছে তা এই যে ভট্টাচার্য বৌধনে প্রচুর বোজগার করেছেন। বিবাহের সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি। তখন কোন এক সময়ে উত্তর কলিকাতার কোন একাট পলির এই কবিদ্যানিনীর ঘরে তাঁর আদ্যোপনিয় দূরশাত হয়। প্রথমে অর্ধ বিনিময় ও পরে প্রহরের ভাষ বিনিময় এবং আরও পরে অল্পরাগে পরিণত হয়। পরিণত হইলে সমাজের বিধিনিষেধের ফলে

তার পুত্রক দান প্রয়োজন হলেও অজ্ঞের দাননাকে পুত্রক করা সম্ভব হয়নি। তাই ভট্টাচার্যের অসুশ্রুতি তার আগমন দৃষ্টিগত করে। একসময় এই বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন দেখেছি এই মহিলাকে বাড়িদিন সেবা করত। বুকের সমস্ত খরচ এই মহিলা বহন করেছিল। আমরা যখন এই বৃদ্ধকে দেখেছি, তখন তিনি অসুস্থতায়। তিনি ভাত খেতেন না। তাই মেলের খাতও খেতেন না। শুধু তিনি পুরানো ঘেঁষার হিসাবে খাততেন। তার খাবার লুচি ইত্যাদি আলগা। এই মহিলার কাজ দেখে। এর আচরণের বরং পক্ষে সমস্ত কিছু এই মহিলা বহন করতো। একদিন একটা বিছানের খটনা ঘটল। এক দূবতী মহিলা ঐ প্রৌঢ়ার সঙ্গে বৃদ্ধকে দেখতে এলেন। দুপুর বেলা। মেলের অনেকই তখন কর্মস্থলে। তারা ছিলেন তারের মধ্যে কানামুখা চলতে লাগলো। একজন বললেন, ঐ মহিলার মেয়ে। আমরা মেল ছেড়ে ঘরবার অল্পদিন পূর্বে ঐ মহিলা বৃদ্ধকে মেল থেকে নিয়ে চলে গেলেন। সেদিন তার কোন এক বয়স আছে জানতে পারলাম যে প্রথম জীবনের সমস্ত উপার্জন শুধু ভট্টাচার্য ঐ মহিলার জীবনের মূল্য হিসাবে দিয়েছেন আর ঐ দূবতী ভট্টাচার্য মহাশয়েরই ঐশ্বর্য। এমন প্রদান উপার্জিত ঐ দূবতী। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয়ের সব ভাত, ওরা মাতাপুত্রীতে তখন গ্রহণ করেছে।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর শোনা যায় তার গ্রামের ঠিকানায় ঐ মহিলা তার শেষকৃত্যের ক্ষেত্রে একপাত টাকা মনিরুভার করেছিলেন। যানের প্রতিস্থানে নয়, নিগড়ে বাধা সমাজের বহিষ্ঠিত কোন অধ্যাত্ম মানিকর সমাজের এক মহিলা যদি কোন বুকের শেষ জীবনের পার্থক্য পর্যন্ত বহন করে, তবে তোমার-আমার সমাজের বত মূল্যই প্রাক্ সমাজের বহু নিয়ে এই যে সমস্তের বেহ প্রেম কল্যাণের প্রবাহ, এর কোন মূল্যই আমাদের সমাজ ক্ষাণ্ডের নি।

কলিকাতার পুরানো এমো গলির মেলে মেলে হুতো এমনি বহু কাহিনী শুনেছি, তার হিসাব নেই, ইতিহাস নেই, পুরাতন রচিত হয় নি। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে এদের দান কম নয়! এই সর্বমুখের সর্বকালের নীলগুণি কালের পরও তখন ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে!

ফাউন্টেনপেন কালি শিল্পের একবৎসর

ঐতিহ্যবাহিনী নন্দী তারল

সম্প্রতি ফাউন্টেন পেন কালি প্রস্তুতকারক সমিতির বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। সমিতির সভাপতি ঐতিহ্যবাহিনী নন্দী তারলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তারলের কালি শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর ঘোট জনসংখ্যার ষ্ট্র অংশ। বেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এই বিশাল জন সংখ্যায় প্রয়োজনে কালির যে চাহিদা দৃষ্টি হইবে তাহা শিল্পটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্দেশ দান করে। কালি শিল্পটি অত্যন্ত শিল্পের সহিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কাচ, মাল্টিক, কাগজ ও বোর্ড প্রভৃতি শিল্পও যে কালি শিল্পের সহৃদয় সহিত সমৃদ্ধ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। তিনি বলেন, এই শিল্পটি সরকারের তেমন কোন পৃষ্ঠপোষকতায় উপর নির্ভর না করিয়াই নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে। সরকারের শেষ পর্যায়ে শুধু কমিশনের স্থাপনিত সমস্ত গন্তব্যেই যে বিশেষ কালির আদায়কারী অসুস্থতি দিয়াছিলেন এমো আমাদের কালি শিল্প এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে ঐগুণি লাভ করিয়াছে, তাহাতেই এই শিল্পের আদায়কারী শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতে চুইট বিদেশী প্রতিষ্ঠানসহ যে ৭৭টি কালির কারখানা আছে, তাহার বার্ষিক উৎপাদন ২ আউন্স শিশি হিসাবে ৩৪২ মিলিয়ন শিশি। ইহা ছাড়া ভারত প্রায় ১০০টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারখানার উৎপাদন বলগে আরও অল্পতঃ ২ মিলিয়ন ২ আউন্স শিশি। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৪৫৪ মিলিয়ন শিশির অধিক। অল্পট উৎকৃষ্ট কালির আভ্যন্তরীণ চাহিদা মাত্র ১০ বি. শিশি। প্রায় ২০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা এই শিল্পের অধ্যাবসৃত অবস্থায় আছে। এবং তৎসবের বিদেশী কালির কারখানা স্থাপন ও আমদানীর অপূর্ণতা দৃষ্টাঙ্কন। ভারতীয় কালি শিল্পের উৎকর্ষ প্রদক্ষে তিনি ট্যারিফ কমিশন ও সেন্ট্রাল গ্লাস ও সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তা উদ্ধৃত করেন। The Tariff Board in 1950 observed that the quality of indigenous production was comparable to that of imported article."

"The quality of indigenous fountain pen ink has considerably improved since the last inquiry. In some respects certain Indian inks are superior to some well known foreign ink and while they still suffer from defects, such defects are also found in some of the foreign brands which are nevertheless highly popular in country. The findings of the analysis of indigenous and foreign fountainpen inks picked up at random from the market by the Central Glass and Ceramic Research Institute have revealed that the indigenous product is not only not inferior to foreign ink but even superior to many imported brands in some fundamental respects. The analysis according to ISI's specifications clearly demonstrated sub-standard quality of all the samples of foreign brands."

তিনি বলেন যে এই সকল কালি ভারতের মোট উৎপাদনের ৪০ ভাগ অধিকার করে। এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের শক্তকরা ১০ ভাগ মূলধন বিদেশী বসিও আইনতঃ অধিকার মূলধন ভারতীয় হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বিদেশী মূলধন আমদানী অপেক্ষা বিদেশী মূলধন দ্বারা বিদেশী কালি তৈরী লব্ধিপেক্ষা কঠিনতর। যাহাও হেবে ইহার অবদান হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

তিনি ইহার বহুভাষ্য পরিকারী ক্রবনীতি, আমদানী নীতি, মূলধন সরবরাহ নীতি, বিক্রয় কর প্রকৃতির আলোচনা করেন এবং পরিশেষে বলেন যে দ্বিতীয় পরিকারী পরিকল্পনার ফলে হয়তো বর্তমানের ক্রটি বিচ্যুতি দূর হইয়া পরিকারী উন্নীপনার ও পূর্ণোৎপাদন শিল্পটি সমৃদ্ধ হইবে।

যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ

মূলধন। গুরুত্বসের বার্ষিক বিবরণী—আমরা মূলধন ওয়ার্কসের ১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৭৫,৮২০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করিয়াছেন। ১৯৫২ ও ১৯৫১ সালে এই লাভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৫,৫৫৯ ও ২৫,৫৭৯ টাকা। ১৯৫২ সাল হইতে কোম্পানীর বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় বিক্রয় দ্বারা কৃতি পাইতে থাকে বলিয়া মুনাফার দ্বারও কৃতি পায়।

কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীতে যানোবিং ডিবেকটরের শকে প্রস্তুত মৈত্র বলেন, যে আর্থিক বিক্রম অথবা অর্থাৎ মুনাফাই আমাদের আনন্দের কারণ নয়। আমরা যে মুনাফা অর্জন করিযাছি, তাহাই আমাদের পক্ষে প্রথম প্রাধান্য বস্তু। আমরা প্রত্যাহই নতন নতন ব্যাংকে বাইতেছি এবং সর্বত্রই প্রেক্ষালি বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিতেছি।

বিভিন্ন বিভাগে নতন নতন বস বসান হইয়াছে এবং নতন নতন শাখার সৃষ্টি করা হইতেছে। নতন গৃহ নির্মাণ, কারখানা সম্প্রসারণ এই প্রয়োজনেই অগ্রসৃত হইয়াছে এবং তাহাও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী উৎসাহক নীট মুনাফার সহিত গত বৎসরের তেজ যোগ করিয়া মোট ৮৩৭২৮৮০ পাউ হইতে পূর্ব বৎসরের লভ্যাংশ, শেয়ার বিক্রয় বাবদ কমিশন, স্টকউইল বাবদ লক্ষ্য, আয়কর ও সাধারণ লক্ষ্য তদ্বিলে প্রয়োজন মত অর্থ রাখিয়া মোট ৭৭১১৮০ পাউ হইতে আয়কর বহিত ৭ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রদত্ত মালিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সত্য বজায় রাখিতে আগ্রহান্বিত। সেইজন্য পূজা বোনাস বাবদ তই মাস্তুর মাহিনা ছাড়া নিয়মিত হাজিরা বোনাস, বিনা মূল্যে জলখাবার— এমনকি প্রিন্টিং-প্রেসের সুবিধাও দিয়াছেন। কোম্পানী উৎসাহনের উপর বোনাস প্রদানের কথা চিন্তা করিতেছেন।

সমগ্রভাবে কোম্পানীর আর্থিক উন্নতি ও শিল্প-প্রগতি লক্ষ্যোন্মুখক। আমরা কোম্পানীর ক্রমোন্নতি আশা করি।

টাকার বাজার

কলিকাতা শেয়ার বাজার—মাসের প্রথমদিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারে তেজী ভাব দেখা দেয়। এই সময় ক্রমবর্ধমান হয়ে চাষের শেয়ারের অন্ত্যধিক চাহিদা বৃদ্ধি পড়ে। বাছাই বাছাই শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যোন্নতি ঘটে। ইহার পরই ফটিকালারী বিক্রয়ের চাপে “বাজারের তাপ নির্বাচক” শেয়ার ‘ইন্ডিয়ান আয়বলের’ দ্রুত মূল্যাবনতি ঘটে। ইন্দোনের সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্যে (৩৫ টেনসন্ প্রাইস্) বৃদ্ধি সম্পর্কে সংস্কারী ঘোষণা প্রকাশে বিলম্বের ফলে অবসাদগ্রস্ত তেজীওহালাখা বাজারে প্রচুর শেয়ার ছাড়িয়া দেওয়াতেই ইন্ডিয়ান আয়বলের দ্রুত অবনতি দেখা দেয়। সেই সঙ্গে করলা ও ইন্ডোনীয়াবিং বিভাগের বাছাই বাছাই কয়েকটি শেয়ার ব্যবে পাউ ও চাষের শেয়ার সহ সকল বিভাগেই মূল্যাবনতি শুরু হয়। চাষের শেয়ারের মূল্যাবনতির কারণ মুনাফা সংগ্রহের আগ্রহ, আর পাটজাত দ্রব্যের বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস এবং চটকল সমূহে মজুদ পাউ দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলপ চটকলের শেয়ারের দর হ্রাস পায়। মাসের চতুর্থ লগ্নাহেও বাজারের এই সার্বজনীন মন্দা বজায় পাকে।

কোম্পানী আইন সংশোধনের যে বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে অতিবে তাহা শেয়ার বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আলোচ্য বিলটির উদ্দেশ্য হইল আশীবারের (শেয়ার হোল্ডার) স্বার্থ সংরক্ষণ করা, তাহাদের মুনাফা ও লব্ধান বৃদ্ধির প্রতি

বুড়ি মাথা; হুতরাং পেয়ারের মাঝারের উপর ইহার প্রভাব যে ভয়ই হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।

চটকল বিভাগ—কাঁচা পাটের দর সরবরাহের দরুন বর্তমানে পাট শিল্পের ক্ষতি। অনিশ্চিত ভাব দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও নান্য কারণে পণ্য প্রবাহের মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। পাট শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পাটের দর বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের পক্ষে অনেক ক্ষতি হয় এবং সরবরাহের পরিমাণ পূর্ণ হইলে শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট লাভ হয়। আগামী মরতমে ফসল ভাল হইবে এবং কাঁচা পাটের দরও ভাল পাইবে এরূপ সংবাদ সংগঠিত মনে হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্যে মনে হয় বর্তমানে পাট শিল্পের কিছুটা অবনতি পরিলক্ষিত হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশ।

চা-বিভাগ—চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা মতামত দেখা দিয়াছে। চাষের সাম্প্রতিক মূল্য হ্রাসের ফলে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গত মরতমে চাষের বর্ধিত মূল্যের দরুন চা-কোম্পানীগুলি বর্ধিত হারে লভ্যাংশ বিলি করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ফলে চাষের পেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে চাষের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পেয়ারের দরও ক্রমশঃ কমিতেছে।

ইক্বিনীয়ারিং কোম্পানী বিভাগ—আলোচ্য মালে ইতিহাস আদর্শের দরুন কোন তেজী ভাব দেখা দেয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই পেয়ারের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল বলা যায়। প্রথমতঃ বলি গত বৎসর ইতিহাস আদর্শ এক কোম্পানীর সামগ্রিক উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্রমিক গোলযোগের দরুন তৎপূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন ব্যাখ্যাপ্ত হইলেও, বর্তমানে কোম্পানীর অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক বলা যায়। ইহা স্বাভাবিক ইম্পোর্টের লব্ধির বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং আমেরিকার পেয়ার-বাজারেও ইম্পোর্টের পেয়ারের দরও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অসুস্থ পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ইতিহাস আদর্শের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে বর্তমানে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভাব্য নাও হইতে পারে। কারণ, তাহার উন্নয়ন কর্তৃক শ্রম সম্ভব পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছেন। সে ক্ষমতা বর্তমানে অধিকতর বৃদ্ধির অধিকারশেই 'বিশেষ যত্ন সহকারে' শক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে পারে। অতঃপর ইহার ফলে কোম্পানীর অবস্থা দৃঢ়তর হইবে এবং তাহা পরিশোধের পর তাহার পক্ষে উন্নয়নের সম্ভাব্যতা বোধগম্য সম্ভব হইবে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শেয়ারের বর্তমান দর :—

চটকল— হাওড়া ৩০, প্রেন্ডেলি ৭০, বিলাসাল ১৪।/০

বজবজ ১৪.৭, বিড়লা ১২।০, বরানগর ১৭।৭।

করলা বনি—বরাকর ১২৫০, লেন্টাল ইন্ডিয়া ৭।৭।/০, শেখজালাল ২২৫।/০

গুয়েটার্স বেঙ্গল ৭।/০

ইক্বিনীয়ারিং কোম্পানী—বুটানিয়া ইঞ্জি ৩৪।০, বার্মা এক কোং ২৬।৭

কুমারধরী ইঞ্জি :—১২.৭, ইন্ডিয়ান আদর্শ ৩৩।/০, এই (প্রেক) ১০৩।/০, টেক্সটাইল মেনিনারী ১৮।

চা বাগান :—ফ্রান্স ১৪।০, এই (প্রেক) ৮০।/০, হুতাশাড়া ৩৪.৭, হাসিমাড়া ৪৫৫।/০, হাতিখোয়া ৩২.৭, নিউ ফুগান ৫৮.৭

ব্যাঙ্ক :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৩৮.৭।/০, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৪২।/০, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (বি.) ৩।

বিবিধ কোম্পানী :- ইতিহাস কণার ৩৪০, ডালমিয়া সিমেন্ট (ভারত) ১৪০, শোমভালী সিমেন্ট ১৬০, বামারগরী ১৬০, বেঙ্গল শেয়ার ১৬০, মার্টিন বার্ন ২০০, টিটাগড় শেয়ার ২২৫, কেক এও কোং ২/০

ব্যক্তি ও বীমা :- জীবন বীমা ব্যবসারে যে নানাবিধ ক্রটির কথা আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছিলাম এবং ইহা দ্বারা রূপের ভ্রষ্ট বীমা ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার প্রস্তাব করিয়াছিলাম সেজন্য লোকসভাতেও এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইয়া গেল। বিতর্কের উত্তরে সরকার পক্ষ জানাইয়াছেন যে তাহারা বীমা ব্যবসা জাতীয় করণের কথা চিন্তা করিতেছেন। তাহাদের এই উদ্যমকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। অনেক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বীমাব্যবসা একটি "door to door service" স্বতন্ত্র ইহা জাতীয়করণের পক্ষে অসুবিধা অনেক। আমরা বলি বীমা ব্যবসা জাতীয় করণের পক্ষে অসুবিধার কিছু নাই। যাহাতরে অথবা স্থানান্তরে এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্থানান্তর বসন্ত :- এবার বাক্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও পুনরাবৃত্ত করিয়াই আলোচনার সমাপ্তি টানিতেছি যে ইন্সুরিয়ার বাক্য ঠেট বাক্য হওয়ার পর নিম্ন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা করা না হইলে টাকার ব্যতীবে বিশেষ গোলযোগ দেখা দিবার আশঙ্কা আছে।

গ্রন্থ পরিচয়

Hand Book of Insurance Law—By S. C. Roy, Editor, Insurance World. Published by Insurance World, 15, Chittaranjan Avenue, Cal—13. Price Re 1.

ঐহৃত বার ভারতের বীমাক্ষেত্রে একজন কৃতজ্ঞতা ব্যক্তি। ১৯১০ সালে সংশোধিত বীমা আইন পাশ হইবার অধাবহিত পরেই তিনি "The Analysis of Insurance Law" নামে যে পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্তমানে সংশোধিত ও পরিবর্তিত আকারে "Hand Book of Insurance Law" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকটি প্রধানতঃ বীমাক্ষেত্রে নিম্নকৃত একেপ্ট, অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদের অঙ্ক নির্দিষ্ট। কর্মক্ষেত্রে তাহাদের পথ নির্দেশের অবলম্বন বলিলেও চলে। তবে সাধারণ পাঠকেও এই পুস্তকটি হইতে বীমা সম্পর্কে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। পুস্তকের শেষে "Estate duty" সম্পর্কে একটি অধ্যায় বুলু হওয়ার ইহার সাম্প্রতিক উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রমিতিক রাস্ত্রবীমা পত্রিকাক্ষণ—প্রণেতা—ঐহুযোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—জীবনবীমা ২১-৩৫, পাঁচাধীপাড়া বোড, কলিকাতা—২৪। মূল্য দুই আনা।

লেখক বীমাক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বর্তমান পুস্তিকায তিনি রাষ্ট্রীয় বীমার উত্তর, প্রসার ও ভারতে ইহার প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের প্রমিতিক

রাষ্ট্রবীমা আইন ও ১৯৫০ সালের প্রথম রাষ্ট্রবীমা (সাবরণ) বেগুলেশনও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতে রাষ্ট্রীয় বীমার প্রবর্তন শুরু হইয়াছে। ইংরাজীতে এ সম্পর্কে আলোচনা হইলেও বাংলার পুস্তিকাকারে কিছুই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেক্ষেত্রে হুগোণ বাবুর এই বইটি সাবরণ প্রমিত, কর্মী এবং ইংরাজী না জানা সাধারণ পাঠকের শিক্ষণীয় মিটাইবে। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

College Annual—City College Commerce Department. Edited by Prof. Lokeraujan Dasgupta and Published by the Publication Section, 13, Mirzapore Street, Cal.—12.

দুটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের বাবিকীখানি ভাল লাগিল। কয়েকটি প্রবন্ধ, সংকলন শিক্ষাবৃত্ত ও সংবেদনাত্মক অধ্যাপনার পরিচায়ক। যেমন, অধ্যাপক সেন তপ্তের Review of Economic Affairs in India During 1954, অধ্যাপক মিত্রের Price Policy in a Nationalised Economy.

সামগ্রিকভাবে সম্পাদনা ও সংযোগনা ভালই হইয়াছে। সম্পাদকীয় পণ্ডের বর্ণনাও বেশ সঙ্গ ও শিক্ষাবৃত্ত। তবে Excurtion এর বিশেষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমবেত চিত্র বাস্তব প্রকৃত বর্ণনায় দ্বন্দ্ব চিত্র থাকিলে অগ্র ও উন্নয়ন হইত। আমরা একটি ভিনিস আশা করি। বাণিজ্য বিভাগের উপাধ্যক্ষ মহাশয় যেন প্রতি বৎসর একটি করিয়া নিবন্ধ লেখেন। অন্ততঃ তিনি যেন ছাত্রদের আগমন ও বিদায় সম্পর্কে তাহার বক্তব্য বলেন। ইহাতে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হইবে। তিনি তাহার নিজস্বের হইবেন, ছাত্রেরাও খনিষ্ট হইবার প্রয়াসা রাখিবে।

১। কলকাতা জমির ভালমন্ড, ২। ডিলের চাব, ৩। বিলাতী বেগুন, ৪। পশ্চিম বাংলার পাটের কীটনাশক ও তাহার প্রতিকার, ৫। জাপানী প্রকার নামের চাব ৬। নামের রোগ ও পোকা, ৭। সোনারপুরে সোনার দাম ৮। সেচন ও জলপথ সমস্তার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ, ৯। পশ্চিমবাংলার গো-উন্নয়ন ১০। হাঁস মুরগী পালন।

উপরোক্ত পুস্তিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকগুলির রচনা অতি গ্রন্থ ও সহজবোধ্য ভাষায় অর্থচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হইয়াছে। চাব আবারের বিবিধ সমস্তা সম্পর্কে আমরা অনেকই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, বিশেষতঃ গরীমকলের কৃষক সম্প্রদায়। সহজবোধ্য ভাষায় এই সকল সমস্তার সমালোচনার কৃষিকারের সহায়তা হইবে—তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা পুস্তিকাগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার—

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইয়াছি।

1. East-west—Trade Trends—Fourth Report to Congress on Mutual Defense Assistance Control Act of 1951 (the Battle Act). Edited by H. E. Stassen, Director, Foreign Operations Administration V. S.

2. Economic Report of the President—Published by U. S. Government Printing office, Washington. Price—single copy—60 cents.

3. The Ford Foundation and Foundation supported Activities in India—Published by Office of the Representative in India 32, Ferozshah Road, New Delhi.

4. Survey of Retail Markets in certain Selected Areas of West Bengal—By T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics P-11, Mission Row Extension, Cal. -1.

5. Report of the Railway Board on Indian Railways for 1953-54. vol. I. Published by the Manager of Publications, New Delhi.

6. Agricultural Labour Enquiry on Rural Man-power and occupational structure. Published by Manager of Publications, New Delhi, Price Rs. 10/-.

7. Annual Administration Report 1954-55 of the Ministry of Commerce and Industry.

8. Annual Administration Report—1954-55 of the Ministry of Production.

9. Annual Administration Report—1954-55 of Ministry of Communication.

10. Annual Administration Report—1954-55 of Ministry of Transport.

11. Annual Administration Report—1954-55 of Ministry of Labour.

12. Annual Administration Report 1954-55 of the Ministry of Works, Housing & Supply.

13. Annual Administration Report—1954-55 of the Ministry of Rehabilitation.

14. Central Social welfare Board—Govt. of India—Programmes of Assistance—policy and procedure.

15. Liberia Greets Asia—Published by the Bureau of Information of the Republic of Liberia, South Asia unit, PB No. 80, Calcutta.

আর্থিক সংবাদ

পণ্যজন্মের পাইকারী মূল্যসূচী—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গভর্নমেন্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ—১০০) পণ্যজন্মের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, গত মাসের ২৫ পর্যন্ত এক সপ্তাহে উহা সতকরা ১.৩ হারে হ্রাস পাইয়া ৩৪২.১ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ৩৪৩.৬ ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে শাটনার চাউল ও কফির মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও কলিকাতার লমণ, বিশ্বনগরায় চাউল, চা, চিনি, বজরা, অমৃতসরে গম ও ছোলা এবং মুম্বাইনগরে গম ও

অড়হর ডাইলের মূল্য হ্রাস পাওয়ার খাতবস্তর মূল্যমান, শতকরা ৩.০ হারে কমিয়া ২৯৮.৪ হইয়াছে।

ঐ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে বেড়ী, চীনাখাদ্য, তিল ও নারিকেলের শুক শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যর দিকে, ম্যানারীজ পিত্ত, গাই, তিষি, কাঁচা রেশম, কাঁচা তুলা, লাঙ্গা ও তুলা বীজের মূল্য হ্রাস পাওয়ার প্রদর্শনের কাঁচা মালের মূল্যমান শতকরা ১.১ হারে কমিয়া ৩২২.১ হইয়াছে।

উক্ত সপ্তাহে কোচিনে নারিকেল তৈল, ও ছিঁচড়া, মতিষের চামড়া, তামা এবং পিত্তলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তিল তৈল, সরিষার তৈল, চিনাখাদ্যের খইল এবং নারিকেলের চড়ির মূল্য হ্রাস পাওয়ার প্রদর্শনের আখাইচরারী মালের মূল্যমান শতকরা ০.৮ হারে কমিয়া ৩২৬.২ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রদর্শনের চৈত্রারী মালের মূল্যমান ৩৭৬.১—এ অপরিবর্তিত থাকে।

ঐ সপ্তাহে বাকানোরে সুশারী ও গোলমরিচের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও কলিকাতার মশারী, তামাক শাক্তা ও লঙ্কার মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিবিধ পণ্যত্রয়ের মূল্যমান শতকরা ০.৭ হারে কমিয়া ৫৪০.০ হইয়াছে।

ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিক পণ্যত্রয়ের যে পাইকারী মূল্যসূচী (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এক বৎসর = ১০০ বহিরা) নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গত ২৩শে এপ্রিল অঙ্কক সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় উহা ০.৬ শতাংশ কমিয়া ৩৪২.৩ হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে উহা ছিল ২৪৪.২। গত মাসের অন্তরঙ্গ সপ্তাহের এবং এক বৎসর পূর্বের অন্তরঙ্গ সপ্তাহের মূল্যসূচীর তুলনায় উক্ত সূচী বর্ষাক্রমে ২.০ এবং ১৪.২ শতাংশ কম ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারবোর মূল্যসূচী ১.০ শতাংশ কমিয়া ২৭২.৭ হইয়াছে। শিল্পোৎপাদনের মূল্যসূচী ১.১ শতাংশ কমিয়া ৩০২.১ শতাংশ কমিয়া ৩১২.৪ হইয়াছে। অর্থোৎপাদিত প্রবাহিত মূল্যসূচী ০.২ শতাংশ কমিয়া ২২৭.০ হইয়াছে। আর উৎপাদিত প্রবাহিত মূল্যসূচী ৩৭২.৪ ছিল। পূর্ব সপ্তাহে উহা ছিল ৩৭৪.০। বিবিধ খাতের প্রবাহিত মূল্যসূচী ০.২ শতাংশ কমিয়া ৫০০.৩ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শর্তসীমার উন্নয়ন—সম্প্রতি ভারত সরকারের খাজ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেক্রেটারী জি পি, এ, গোপালকৃষ্ণ-এর সভাপতিত্বে শর্তসীমার উন্নয়ন পরিষদের যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অসম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী গ্রহণের অঙ্গ ভারতীয় কেন্দ্রীয় শর্তসীমা কমিটি এবং পরিষদের একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

পরিষদের গত অধিবেশনে তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের অঙ্গ শর্তসীমা উৎপাদনের লক্ষ্য ২২.৪ লক্ষ টন বলিয়া নির্দিষ্ট হউক।

বৈঠকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট অতিরিক্ত পরিমাণ চিনির অঙ্গ শর্তসীমা বিশোধনালয় স্থাপনের বিক্ষেপে, উক্ত পরিষদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারিগরী বিষয়ে বক্ষ লোক বাহাতে অধিক সংখ্যায় শর্তসীমা শিল্পে নিয়োগ করা যাবে তাহার উপায় নির্ধারণের অঙ্গ একটি সাব কমিটি গঠন করা হইবে বলিয়া পরিষদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শর্তসীমার বৎসর প্রণী বিভাগ হইতেছে কিনা তাহার তদারকী ব্যবস্থার উপায় নির্ধারণের অঙ্গ যে সাব কমিটি গঠিত হইয়াছিল পরিষদে সেই সাব কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তি করা হয়।

শ্রমিক শিল্পের উপকারে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে আর্থনৈতিক কঠকগুলি শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য এই বাণায়নিক নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে সর্বত্র বাহাতে একই প্রকার পদ্ধতি অনুসৃত হয়, আর কারিগরী তথা সংগ্রহের ব্যাপারেও বাহাতে সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয় সেই বিষয়ে বিশেষতঃ কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন পরিবর্তন তাহা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ ইক্ষু উৎপাদক দেশগুলিতে ঘাইয়া শ্রমিক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি প্রতিনিধিত্বল প্রেরণের সুপারিশ করিবেন বলিয়াও কমিটি সিদ্ধান্ত করেন।

ভারতের জাতীয় আয়—১৯১০-১১ সনে ভারতের জাতীয় আয় হইয়াছে ১০,৬০০ কোটি টাকা। ১৯১২-১৩ ও ১৯১১-১২ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ১,৮৩০ কোটি টাকা ও ২,২২০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিতীর্ণ বার্ষিক বিবরণীতে উক্ত তথ্য সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উহাতে বলা হইয়াছে যে, ১৯১০-১১, ১৯১২-১৩ ও ১৯১১-১২ সনে ভারতে মাথাপিছু গড়পড়তা আয় ছিল যথাক্রমে ২৮০ টাকা টাকা ২ আনা, ২৬৭ টাকা ৪ আনা এবং ২৭৪ টাকা ৫ আনা।

১৯১১-১২ সনের তুলনায় ১৯১২-১৩ সনে ভারতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা অথবা শতকরা ১০ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে ২ বৎসরের মুগা তালিকার সাময়িক সাধন করিলে ১৯১১-১২ সনের তুলনায় পর্ববর্তী বৎসর, বর্ষা আয় শতকরা ৩০ হারে বৃদ্ধি পাইত। ঐরূপভাবে ১৯১২-১৩ সনের তুলনায় পর্ববর্তী বৎসরের জাতীয় আয় শতকরা ৪৫ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঘোড়ামুঠিভাবে বলিতে গেলে, ১৯১০-১১ সন হইতে ১৯১১-১২ সন পর্যন্ত ভারতে মাথাপিছু আয় শতকরা ৮ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৩ সালে রাশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য—১৯৫৩ সালে রাশিয়ায় ৫৬ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল রপ্তানি হইয়াছিল; ১৯৫৪ সালে ২কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে ভারতে রাশিয়া হইতে ৪৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল; ১৯৫৪ সালে ১কোটি ১০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে।

বুটেনে ভারতের বস্ত্র—১৯৫৪ সালে বুটেনে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ১২ হাজার গজ ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা—সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রদায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১২,৬১১টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে ১, ৮১, ৪০৫ জন শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

স্ত্রীতত্ত্ব গবেষণা—১৯৫৪ সনে ভারত হইতে বিশেষে ঘোড় ৫কোটি ৭২ লক্ষ ৮০ গজ স্ত্রীতত্ত্ব রপ্তানি হইয়াছে।

গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার ব্যয়—১৯৫১-৫৪ সনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য গড়পড়চোট নিজেদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড় ৫কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ভারতের পল্লী ঋণ—পল্লী ঋণ অনুসন্ধান কমিটির হিসাব মতে ভারতে পল্লী ঋণের পরিমাণ হইতেছে ঘোড় ৭৪০ টাকা।

বহির্বাণিজ্যের গতি *

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর গড়	রপ্তানি	সমগ্রপথ		ত্বলপথ		তৎপথ	
		আমদানি	সংগ্রহ	রপ্তানি	আমদানি	তৎপথ	সমগ্র বৃত্ত বাণিজ্যের ভেদ
১৯৪৯	৩৪,৫৪	৫০,৭৮	—১৫,২৫	২,২৭	৩,০৮	—৭১	১৭,০৫
১৯৫০	৪৩,৭৪	৪০,৭২	+ ৩,০২	১,৩০	৩,১৮	—১,৮৮	+ ১,১৫
১৯৫১	৩১,৮০	৩২,২৭	—৪৭	১,৭০	৭,৫৪	—৫,৮১	—২,৮
১৯৫২	৪৮,৮৮	৩০,১০	—১৪,৭৮	২,২০	২,৭৫	—৫৫	—১৪,৭৭
১৯৫৩	৫৩,১৮	৪৪,৮০	—৮,৩৫	৬০	১,২০	—১০০	—২,২৫
১৯৫৪							
জানুয়ারী	৪৭,০৭	৩৭,৬১	+ ৯,৪৬	৫৬	২,০৫	—১,৭৪	+ ৪,৭২
ফেব্রুয়ারী	৪০,২০	৩৮,২৫	+ ১,৯৫	৫৬	১,৮২	—১২০	+ ৬২
মার্চ	৪৫,০২	৪৮,০৪	—২,৯২	৪৮	১,৫৪	—৭১	+ ১৪২
এপ্রিল	৩০,৮২	৪৫,৭৭	—১৫,৯৮	৬০	১,২২	—৬২	—১৫০০
মে	৩৮,২৮	৪০,০২	—১১,৭৪	৪১	১,৬০	—১২০	—১৩,০০
জুন	৪১,৭৮	৪৩,৩৫	—১,৫৭	৫২	১,৫৭	—৬৮	—২২৫
জুলাই	৪৬,২১	৫২,২২	—৬,০১	৫১	১,৫১	—১০১	—৭,০২
আগষ্ট	৪৫,১৮	৪৪,২৭	+ ১,০১	৩০	১,৫২	—২২	+ ১০
সেপ্টেম্বর	৪০,০৭	৪৬,৬০	+ ৬,৫৮	৪১	১,৭২	—১৩১	+ ২০০
অক্টোবর	৪৭,০০	৫১,২১	—৪,২১	৫১	২,৩১	—১৮০	—৬,৭১

* সরকারী ও বেসরকারী হিসাব।

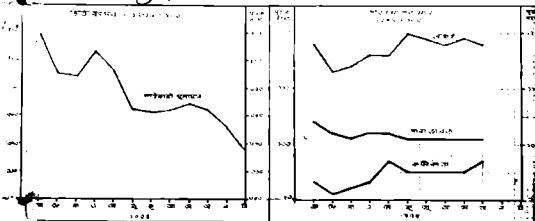
পণ্যক্রয়ের পাইকারী মূল্যমান—আগষ্ট—১৯৩৯=১০০

বৎসর	খাদ্য	কাঁচামাল	অর্ধসমাপ্ত	কারখানাজাত দ্রব্য	শিল্পদ্রব্য	বিবিধ	সর্বগ্রন্থকার	পণ্যের গড়
১৯৪৯	৩৮২	৪৬৪	৩২৮	৩৪৭	৩৪৭	৪৪৬	৩৭১	৩৭১
১৯৫০	৪১০	৫০০	৩৪১	৩৪৮	৩৪৮	৬৮০	৪০০	৪০০
১৯৫১	৪১০	৫০৭	৩৭৮	৩৮৮	৩৮৮	৭০০	৪৩২	৪৩২
১৯৫২	৩৬০	৪৪৫	৩৪৭	৩৭৮	৩৭৮	১৩৬	৩৮৬	৩৮৬
১৯৫৩	৩৬৭	৪৬০	৩৪৬	৩৬৭	৩৬৭	৬৬২	৩৬০	৩৬০
১৯৫৪								
জানুয়ারী	৩৭১	৪৮১	৩৬১	৩৬১	৩৬১	৭০০	৩৬১	৩৬১
ফেব্রুয়ারী	৩৭১	৪৭১	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
মার্চ	৩৭১	৪৬২	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
এপ্রিল	৩৭১	৪৬২	৩৬২	৩৬২	৩৬২	৭০০	৩৬২	৩৬২
মে	৩৬৬	৪৬৫	৩৬২	৩৬২	৩৬২	৬৮০	৩৬৬	৩৬৬
জুন	৩৬০	৪৬১	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
জুলাই	৩৬০	৪৬২	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
আগষ্ট	৩৬২	৪৬০	৩৬১	৩৬১	৩৬১	৬৮০	৩৬২	৩৬২
সেপ্টেম্বর	৩৬০	৪৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
অক্টোবর	৩৬০	৪৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
নভেম্বর	৩৬০	৪৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০
ডিসেম্বর	৩৬০	৪৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৬৮০	৩৬০	৩৬০



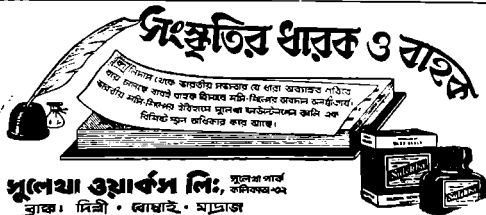
ঐতিহ্যিক প্রদর্শন

৪/১৩-১৩



চতুর্থ বর্ষ : পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা] আবাদ-প্রাবণ : ১৩৬২ [ছন্দ-আগষ্ট : ১২৪৫

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক



সুলেখা ওয়ার্কস লি., সুলেখা গার্ড
ব্রাহ্ম, দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ



লক্ষ্মী ঘি

অন্ধশতাব্দীর
উপর
সর্বত্র
সমাদৃত

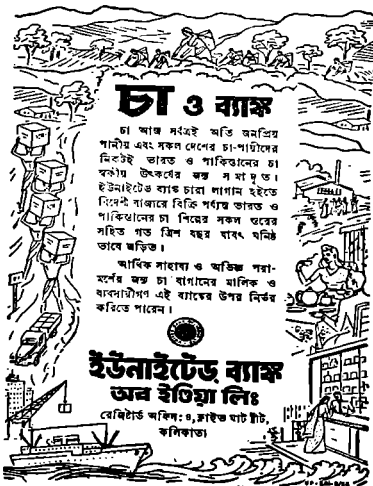


কিছু
কিছু
কিছু
কিছু

লক্ষ্মী ঘি পাওয়া যায়

খাঁটি ঘি বলতে
'লক্ষ্মী ঘি' কেই
বোঝায় !

লক্ষ্মী ঘি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকতা • ফোন ২২-৭২৪৩



চা ও ব্যাঙ্ক

চা আর সবাই অতি জনপ্রিয়
 পানীয় এবং সকল দেশের চা-পাশীদের
 নিবর্তী ভারত ও পাকিস্তানের চা
 বর্কীয় উৎকর্ষের সত্ত্ব সমাধৃত।
 ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চারা লাগান ইহতে
 বিশেষ বাজারে বিক্রি পূর্ণ্য ভারত ও
 পাকিস্তানের চা বিক্রের সকল প্রকারের
 সহিত গুণ্ড গ্রিন বহুয় ব্যবহৃত বসিষ্ঠ
 ভাবে অঙ্কিত।

আর্থিক সাহায্য ও অঙ্কিত পরা-
 মর্শের সত্ত্ব চা বাগানের মালিক ও
 ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর
 করিতে পারেন।



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

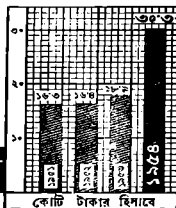
রেজিটার্ড অফিস: ৪, হাইওয়ে স্ট্রীট,
 কলিকাতা।

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর



জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও বশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক মহৎ ফলস্বরূপ স্বাপন করিয়াছে। এই সাক্ষ্যের মূলে রহিয়াছে জীবন নিরাপত্তার ভিত্তি :

- ★ মূল্য ও সুচিহ্নিত পরিচালনা
- ★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা
- ★ চল্লী ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোলাস

আজীবন বীমা ১৩১১
মেরুদণ্ডী বীমা ১৫২

(প্রতি বৎস ৪ প্রতি হাজার টাকার বীমা)



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা - ১৩

**আগতীর
মাল**

পি প্যাক

এল লোকেল

এম মার্কা

**গন্ধতিতে
রক্ষা করুন**



★ সত্যটি কয়েক বছরে মালী লাগার
সকল বেলগুয়েক যে বিশাল অতিশুষ্ক
মিটে হয়েছিল তা' বেলগুয়ে এম: মালী
মালিকা—উত্তম পকেটই যখনই উদ্দেশ্যের
কারণ হয়ে লাভিয়েছে। মালী লাগার
যেটোতে বহুবে কোটি কোটি টাকা বেল-
গুয়েক মাল করত হা—এই মালগুয়
করা মালগার মাল মাল মাল মালগার
এ কথা ভেবে মালগুয় মালগার মালগার
বে মালগার মালগার এই মালী লাগার। মালী,
মালী এই মালগার মাল মালগার
মালগার মালগার মালগার।

প্রত্যেক মালগার মালগার মাল
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার
মালগার মালগার মালগার মালগার



আগতীর করণীয়—

- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার
- ▶ মালগার মালগার মালগার

• **শূর্ব রেলগুয়ে**



BOOKS FOR B. A. & B. COM.

By Principal Arun Kumar Sen,
M. A., M. Sc. Econ. (Lond.)

- ১। রাষ্ট্র বিজ্ঞান ৪৮ টাকা
২। শাসন ব্যবস্থা ২৫০
৩। ভারতীয় অর্থনীতি ৮৮

By Prof. P. C. Chakravorty

1. Geography—Economic &
Commercial Rs. 15/-

Books for I.A. & I.A. (Com.)

By Prof. Susil Kumar Sen
(City College)

1. Indian Administration for
Indian Students Rs. 1/-
(ভারতের শাসন-ব্যবস্থা)

২. পৌরবিজ্ঞান সহায়িকা
By Prof. S. K. Bhattacharyya

3. Essence of Economic and
Commercial Geography Rs. 3/-

By Prof. Arun Kumar Sen,
M. A., M. Sc., Econ. (Lond.)

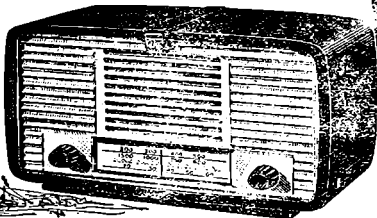
৪. ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৮ টাকা

The Central Book Agency
14, Bankim Chatterjee Street.
Calcutta—12.

এবারে **ব্যাটারী** চালিত



ফিলিপ্স
১১৬



...সর্বজন্যের ও সর্বস্থানের
উপযোগী রেডিও...

ব্যাটারী চালিত ফিলিপ্স এর "১১৬" এখন পাওয়া যাচ্ছে। এই সেটই সর্বজন্যের ও সর্বস্থানের উপযোগী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এতে বিদ্যুৎ চালিত সমস্ত রেডিওগুলির সুপার এমন কৌশলের উন্নততর ওলংলী পাওয়া যাবে। তবে সর্বোপরি ব্যাটারী ধরতে সামর্থ্য—এই সেটের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শর্ত ও বিক্রির ক্ষেত্রে

রেডিও

মূল্য ১৭৫/-

(তদুপরি স্থানীয় ট্যাক্স)

এসি/ভিনি (বিদ্যুৎ চালিত)

স্বতন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ফিলিপ্স এর অদ্বৈতবাদিত রেডিও বিজ্ঞানকার বিকট
দিয়ে আর সেটী বাকিবে তনে আরন।

ফিলিপ্স
সুপার এম রেডিও



রেডিও ব্যাবহারকারীর এসোদিবেশন অব ইতিহাস নত।



একাবার পাঁচটি
উপকারী গুণসম্বিত



আলকেমিকেল
নিম টুথপেস্ট

- (১) এর মধ্যে নিম দাঁতের পচন-নিবারণক, বিশোধনক ও স্ফোটন-সাধক গুণ থাকায় দাঁতের ঘাটি শক্ত হয় এবং দাঁত ভাল থাকে।
- (২) এতে অম্ল-সম্মানক জীবাণু ধ্বংস হয় বলে দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।
- (৩) এর মধ্যে দুর্গন্ধনাশক 'ক্যালোরফিল' থাকায় নিম টুথপেস্টে দুর্গন্ধের দুর্গন্ধ মুগ্ধ করে।
- (৪) এর মধ্যে ভারত চর্খি বর্জিত নিম তৈলে প্রস্তুত সাদা সাদা দুর্গন্ধের মধ্যে যে কোনো ধরনের দাঁতের দাঁতের দাঁতের চুকে দাঁত কলি হ্রাস নিম্নরূপ করে।
- (৫) এর মধ্যে যে উৎকৃষ্ট লিপাসমিষ্ট এবং অত্যন্ত প্রভাবিত উৎকৃষ্ট গন্ধের সংমিশ্রিত হয়েছ তত কলে নিম টুথপেস্ট ব্যবহারে সুসুপ্রসঙ্গ সুগন্ধিত থাকে, এবং দুর্গে একটি নিম অম্লভূতি নির্দোষ স্বাদী হয়।

১৩. মাখানি এবং জোটা তিনয়কর গাইয়ের টিউবে পাওয়া যায়।

জীবন বীমা

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স

মেট্রোপলিটান হাউস

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

KEY NOTE OF YOUR BUSINESS

SALES *depend on* **DECORATED TIN CONTAINERS**



INSIST ON NATIONAL
TIN CONTAINERS

NATIONAL SHEET & METAL WORKS, Ltd.
11A, SAMITTA PARISHAD STREET, CALCUTTA

সাধারণতঃ রসগোলা ও সন্দেশ

চিরপ্রচলিত প্রথায় প্রস্তুত হয়ে থাকে

—কিন্তু—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সহিত

সম্মত। রক্ষার উদ্দেশ্যে

কে, সি, দাশ লিঃ

মিষ্টান্ন শিল্পের প্রসারতা ও উন্নয়নকল্পে

ঃ : বিজ্ঞানের সাহায্যে : :

“প্রস্তুত প্রণালীর”

আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেছে।

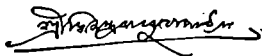
কে, সি, দাশ লিঃ

কলিকাতা

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ : পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক



দ্বিতীয় পরিকল্পনা সংখ্যা

আবাদ—প্রাচীন. ১৩৬২

জুন—আগস্ট : ১৯৫৫

কার্যালয় :

২, আইডেট রোড, নবাব, কলিকাতা—৫৩

দ্রষ্টব্য

২০২ কর্পোরেশন স্ট্রিট, কলিকাতা ২১—৬

কবি লংঘান দ্বারা

বেঙ্গল টাক।

Who's Who of Arthik Prasanga

PATRONS

- Dr. P. N. Banerjee, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and Formerly member, India Legislative Council.
Sri Arun Kumar Sen, Principal, City College. Commerce Department, Member, Academic Council, Calcutta University.
Sri Bimal Chandra Siuha.
Sri S. C. Dey, Managing Director Bengal Belting Works Ltd.
Sri B. K. Bhattacharya, Director Union Drug Co. Ltd.
Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha Works Ltd.
Prof. Keshabeshwar Basu, Member of the Syndicate, Calcutta University.
Sri T. Ghose, Secretary, Bureau of Industrial Statistics.
Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers.
Sri Harisadhan Chatterjee, Principal, Surendranath College of Commerce.
Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

- Principal Sri Khagendranath Sen, President. Prof. Himanshu Roy.
Prof. Sris Chandra Das, Vice-President. Prof. Anath Baidhu Dutta.
" Prabhat Sarbadhikary. Sri Suresh Prasad Neogy.
" Ushauath Banerjee. " Hemranjan Basu.
" Nirmalkumar Roy. Prof. Dwijendranath Mukhopadhyaya, Editor.
Sri Paritosh Banerjee }
" Achal Baidopadhyaya } Associated Editors.

ADVISORY BOARD

- Prof. Phanindranath Bhattacharjee, Surendranath College, Com. Dept.
" Santilal Munherjee, City College.
" Aniya Banerjee, City College.
" Jitendra Krishna Mitra, City College.
" Ajit Kumar Das, City College & U. P. A.
" Lalit Kumar Mitra, City & Belur College.
" Shyamsudar Banerjee, Vidyasagar College.
" Sachhidananda Ghose, Scottish Church College.
" Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
" Rudin Bhattacharya, Victoria & City College.
" Arun Banerjee, City & Scottish Church College.
" Benoy Sarker, City College.
Sri Soroj Roy, Agent, Hind Bank Ltd.
" Prakriti Ranjan Bhaduri.
" Rabinda Nath Bhattacharya Asstt. Editor, Municipal Gazette.
" B. N. Ghosal, Talukdar Fertiliser's Ltd.
" Gour Bhattacharya, Advertising Organiser.
Hony. Auditors : M/s. Ghose Nandy & Co.

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬২

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থনৈতিক বাদীনতা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	১৪৭
পরিকল্পনার রূপরান — 'বহুদলনী'	১৪৯
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ	১৫২
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কাঠামো	১৫৫
পরিকল্পনা ও সর্বোচ্চের আর্থিক কার্যক্রম	১৬৯
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভূমিকা	১৭১
মহলানবীশ প্রান	১৭১
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—বি, আর, দিনয়	১৭১
সাংসারিক পরিকল্পনার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ডাঃ বিধানেন্দ্র চায়ের অভিমত	১৭৭
জাতীয় ইন্সটিটিউট—ঐতিহাসিকভাবে সেনসুগু	১৭৭
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কাঠামো—(ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া)	১৮০
পরিকল্পনার পটভূমিকার ভারতের খনিজ সম্পদ—বিদ্যুৎ	১৮০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চা-শিল্পের স্থান—ঐক্যবিশিষ্ট ভারত	১৮৫
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার পেট্রোলিয়ামশিল্পের নববিগল—অধ্যাপক ঐক্যবিশিষ্ট ভারত	১৮৮
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা	১৮৭
হুগলীর কোকচুলী পরিকল্পনা	১৯২
পরিকল্পনা প্রসঙ্গে	১৯৫
ভারতের চতুর্থ শিল্পের সূচক	১৯৭

১৯৭—১৯৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠায় নবর ভূমিকায় দুইবার ছাপা হইয়াছে।

আমাদের স্বীকৃতি ও বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক প্রসঙ্গের আষাঢ় সংখ্যার প্রকাশে অভিরিক্ত বিশেষ হওয়ায় পরিকল্পনা সংখ্যাটি আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করা হইল। পরিকল্পনা সংখ্যার সহিত যে সকল প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশ করিবার লক্ষ্য নির্বাচন করা হইয়াছিল, সেগুলি স্থানকালে এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। বার্ষিক এই সংখ্যার মত তীক্ষ্ণবাহু হুঁত্বিত মতামত সম্পন্ন প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আশ্রয় কৃত। আগামীবারে ঐগুলি প্রকাশ করা হইবে। আগামী সংখ্যা 'পত্রিকাকল্পনা সমালোচনা' সংখ্যা নামে অভিহিত হইবে। এই সংখ্যার অন্তর্গত মহলানবীশ প্রান এবং পরিকল্পনা ও সর্বোচ্চের আর্থিক কার্যক্রম আশ্রয় বস্তুক্রমে 'বহুদলনী' ও 'ভূদানবন্ধ' হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা প্রকৃতি সংগ্রহগুলি 'আনন্দবাস্য' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। আশ্রয় তাঁহাদের নিকট স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

[illegible][illegible]

६/१०/८५



জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ন, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

আম্বাচ-শ্রাবণ, ১৩৬২

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

আমি ১৫ই আগষ্ট। ভারতের অষ্টম স্বাধীনতা দিবস। আমরা আটটি বছর স্বাধীন হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদের হৃৎকিনের অমানিশা এখনও শেষ হয় নাই। স্বাধীন প্রায় স্বাধীন বিকাশের একমাত্র অস্তিত্ব্যক্তি মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, মানবজীবনের স্বাধীন সমুন্নতি ও প্রসম্পন্ন অসুন্নতি।

এই অভিন্ন লক্ষ্যের পথে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা সোপান যাত্রা। মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশশীল মানবসভ্যতার বিকাশোন্মুখ মানব-গুণগুলি সর্বদাই আপনাকে প্রকাশ করিবার পথ পুঞ্জিতে থাকে। শুধু অর্থ নহে, আর্থিক সমৃদ্ধি নহে, বুদ্ধিমত্তা জীবনযাত্রা, বসিষ্ঠ স্বাস্থ্য, প্রসম্পন্ন শিক্ষা তথা মানুষের মহৎ মর্যাদার প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতার চরম অস্তিত্ব্যক্তি।

কোন পরিকল্পনা গাণিতিক সঠিকতা বা সংখ্যাগাণিত্যের তথ্যকথা লইয়া রচিত হইতে পারে; নিমিত্তকরণ যেমনই হউক না কেন—তাহাতে যতদেখও থাকিতে পারে,—কিন্তু তাহা যদি পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা দেশবাসীর সমুন্নতি সাধন করিতে না পারে তবে তাহা স্বার্থতার পথঘনট হইতে বাধ্য।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম প্রর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। গাণিতিক হিসাবে এমন কি হয়তো প্রত্যেকভাবেও ভারতবাসীর জীবনমান পূর্ণাঙ্গতা উন্নত হইয়াছে। কিন্তু যে চরম অভিন্নতাও মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতার অস্তিত্ব্যক্তি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমরা যতদিন লাভ করিতে না পারিব ততদিন হয়তো হয়তো একটির পর একটি পরিকল্পনা রচিত হইবে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা বহুদূরে রহিয়া যাইবে।

পরিকল্পনা পার্থক্য করিবার ক্ষমতা গাণিতিক ঐক্যমূলক অপেক্ষা সাম্প্রতিকতা, সত্যতা, দেশপ্রেম কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ও অব্যবসায় দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা হইতে হৃৎ-বহিষ্ঠা, অনাহার, রোগ-জন্মাত্মক পূর্ণ নিরোগ সমৃদ্ধিত উচ্চ জীবনমান সম্পন্ন প্রসম্পত্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব্যক্তি পতি নির্দেশ করিবে। প্রুইভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ক্ষমতা দেশবাসীর কল্পসাধন, আত্মত্যাগ, আত্মপত্যা, প্রম যত্যানি প্রয়োজন, যাত্রেয় পক্ষেও তত্যানি স্বত্ব, সেবা ও সজ্জ্বর যনোভাবের প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক খালসের মন্তব্য বিশেষভাবে বিচাৰ্য। তাহার মতে কাগজে পরিকল্পনার রূপ ও বাস্তবে রূপকালের সেতু নির্মাণ হইবেন নানাধরের শাসক ও কর্মীগোষ্ঠী। ভিত্তিটোরা শাসনপন্থের লোকের যে আত্মপত্যা ও কর্তব্যনিষ্ঠা পরিকল্পনার রূপায়নে প্রকাশ পায়, পদতান্ত্রিক স্বাধন্য তাহা না হওয়াই সম্ভব। পরিকল্পনা পার্থক্য করিবার ক্ষমতা অস্তিত্ব্যক্তি

করভার, অধিক ভ্রম বাহ্য। কিছুই হউক, তদুপাতি পথে প্রয়োজন হইবে জনমতের দৃঢ় ও ঐকান্তিক সমর্থন—জনমানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

লুই ফিসার রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের অন্তর্ভুক্ত যে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা যদি ভাঙতে সংশ্লিষ্ট—বৃহৎ রাজনৈতিক বল, সংযোগগিষ্ঠ বল, রাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণকারী বল সৃষ্টি করিতে পারেন, দেশের জনমানসের সঙ্গে সত্যিকার সংযোগ প্রাতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তবে পরিকল্পনা বতাই উচ্চাধার্যক হউক না কেন ইহার রূপায়ন অসম্ভব হইবে না।

ভারতে পরিকল্পনা রূপায়নের কমানিটে পদ্ধতি অগ্রহৃত হইবে না, গণতান্ত্রিক সম্মত পদ্ধতি অগ্রহৃত হইবে, ইহা স্থখের কথা। কিন্তু যে সকল গণ শাসকগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা রূপায়নে উৎসাহিত করিতে পারে, জনগণের নিকট আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহাঙ্গিকে প্রেরণা বিধান এবং কার্যোদ্যমনার উৎসাহ করিতে পারে, তাহা পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা ও সফলতার মান নির্ধারণক। প্রগতিশীল, বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ পুরাতনের ঘোর নৃতনের পথে যদি অন্তরায় সৃষ্টি করে তবে আশাব্যঞ্জক পরিকল্পনা নিরানন্দ পর্যবেক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট পদ্ধতির রূপ বাহাই হউক না কেন, পরিকল্পনা সার্থক করিতে যে পরিস্থিতি লুই ফিসার রাশিয়ার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা যে কোন দেশে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সংযোগগিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণকারীদের থাকা একান্ত প্রয়োজন।

"Communists received a uniform low salary which conduced to spartan living and puritanism. The party expected him to be a model of anti-religious zeal, ideological loyalty, moral behaviour, and political devotion. Lapses were severely punished."

Russia throbbed with dynamic energy. The cities seemed to be filled with people fresh from the forests and wheat fields. Young persons dominated every scene.

Grateful for the opportunity, they were ready to accept discipline, hard work, and sacrifices. Famine still gripped wide expanses of the country; a meal cost billions of rubles; Russia's inflation was even worse than Germany's. The inherited poverty, aggravated by world war, civil war and revolutionary ravages, staggered; yet the regime and its supporters manifested neither pessimism nor fatigue. The enthusiasm was infectious."

ভারতে পঞ্চাধিকারী পরিকল্পনার রূপায়নে ৩০০ কোটি ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণে আশ্রয় যদি অগ্রহণ আদর্শে উৎসাহ হইতে না পারি এবং দেশবাসীকে অগ্রদ্বৈশা ও উৎসাহে উৎসাহিত করিতে না পারি তবে পরিকল্পনার রূপায়নের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

বাবীনতা কিসে আসি এই সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে যে সর্বাঙ্গীন ও সামগ্রিক কল্যাণে আমাদের উত্তমকি বেন কলুষিত না হয় এবং মানুষের মহৎ ঘর্ষণ প্রাতিষ্ঠায় আবদা বেন সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারি।

পরিকল্পনার রূপদান

‘বহুবলী’ •

ভাষাতত্ত্বের পাঠশালা উন্নয়ন-পরিকল্পনার দ্বিতীয় দফার লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা সমালোচনা করনা নামাধিক খেঁচে হচ্ছে। এটা আবার কণা; পণ্ডিতের আবহাওয়াও এতে গুটী হবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বালোগ (Balogh) যে মন্তব্য করেছেন তাও বিশেষভাবে বিচার্য। এই বিশেষায়িত দৃষ্টিতে কাগজে পরিকল্পনার রূপ ও বাস্তবে রূপান্তরের স্ফূর্তি-নির্ভরতা হবেন মানসতত্ত্বের শাসক ও কর্মীগোষ্ঠী। ভিত্তিহীন শাসনে ফলের লোকেরের যে সমর্থন ও কর্মশক্তি পরিকল্পনার রূপায়নে পাওয়া যায়, পর্নভিত্তিক ব্যবস্থার তা না পাওয়াই সম্ভব। বাড়তি ট্যান্ডাই হোক, বাড়তি খাটুনিই হোক, কুমিফণ্টন বা নিরুৎসাহের নীতিই হোক—পথে পথে শুধু ঘোষাতে হবে, জনমতের সমর্থন অর্পণ করতে হবে, তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি পক্ষক্ষেপে পরিকল্পনার কাজ চাণিয়ে যেতে হবে যাতে “কেবে প্রোভা” হয়, ফলের মাধ্যমে সুশাসননির্ধারণ সম্ভব হয়। অসুবিধা এই যে বহু ক্ষেত্রেই তৎপাকপিত “জনমত” বার্থপ্রবর্তই বলের সবথেকে অমতের রূপ নয়; ক্রমে অবশ্য অচ্যুত দৃষ্টিভঙ্গির উত্তর প্রত্যুত্তর আলোচনার ছোড় ঘোষাতেও পারে।

ভাষাতত্ত্বের শাসন-ব্যবস্থার আদর্শতত্ত্বের প্রত্যয় বাড়তিব দিকে বশেই মনে হয়; এখানে পরিকল্পনার অস্ত্র বহুলক যেতনকুক, সরকারী-অনুপ্রের-নির্ভরশীল কর্মী ও সহকারী নিযুক্ত করেন। তাঁদের শুধু পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে অংশীদারি বোঝান বা জানানোই যথেষ্ট হবে না—উদ্দেশ্যে দৃষ্টিকোণ যাতে সরকারী লক্ষ্যের সঙ্গে বেধুঝো না হয় এটা প্রয়োজন। জনমানসের সঙ্গেও তাঁরা ভাল যথেষ্ট “অলকো” নেতৃত্ব করেন এও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই কর্মীদের বেধের ভাগই হবেন মধ্য ও বহুলক্ষিত ব্যক্তি—বিশেষত পল্লীমকলে। এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ মতে, অতি কঠোর ও অবিজ্ঞতঃ এবং নানা মাধ্যমিক বিভাগেরে লক্ষিত লোকই দ্বিতীয় পঞ্চাবধিকার পরিকল্পনার নিযুক্ত হবেন। প্রথমত মাধ্যমিক শিক্ষা যে কোন উচ্চশ্রেণীর মাধ্যম তা না হলে, না শিক্ষক, না-অভিভাবক আনেন। একেই আবার অসুবিধা শুধু বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে নয়—গ্রাম ও শহরের মধ্যেও প্রকট। যে কুটীর ও গৃহশিক্ষণে প্রণালী বা ক্রমের নথিপত্রানের কত এঁরা বশবেন তাকে হস্ত এদের বৈধের ভাগই মনে মনে বর্জন করেছেন; আচার ব্যবহারে বেশ তা প্রমাণও করবে অনেক ক্ষেত্রেই।—যদি বুনিমাণী বিভাগেরের প্রকৃত প্রণালী হত এবং বুনিমাণী বিভাগেরের সরকারী ভাষা না হলে নতুন পল্লী-সমাজের ভিত্তিতে-গাথা প্রকৃত বুনিমাণী বিভাগের সহস্র সহস্র চালু থাকতো—তবে তাঁদেরই গড়া বড় ছেলেমা এই মহাযজ্ঞে অংশ নিতে পারতো। বাংলাদেশে অবশ্য অনেক অবহিত নতুন যে অস্ত্র কংগ্রেসী বাঙালী পল্লী-পকারে, বুনিমাণী বিভাগের ও পল্লীসেবক (সরকারী বর্ষচারা হলেও) পরিকল্পনার “শকটিকা বাহিনী”র (Shock brigade) কাদের রক্ত অনেক বৈধী উপযুক্ত। তারা লোক চাইলেই বি, এ, এম, এ. পেয়ে বিপাকগ্রস্ত হয় না এবং সেসব বাঙালী প্রাণীণ কাঠামো এত ভুলের ও হতপ্রকৃত হয় বি। বাংলার বৈধী বিধান দিয়ে তাঁত-ক.মারনাগা চলে!

যাই হোক, অধ্যাপক মহলানবীশ তাঁর ১৭ই মার্চের বোটেব শেষ অধ্যায়ে পরিকল্পনার রূপায়নে কর্মচারী-শিক্ষা, ক্ষমতার ও পরিচালনের বৈশেষীকরণ এবং সংবাদ-বিনিময়, অতিক্রান্ত

• লেখক বর্তমান শিক্ষা ও বাণীমততার উত্তরকালে শাসনক্ষেত্রে রূপবিত্তিত; বহু দেশ ঘুরেছেন ও শাসন ব্যবস্থার নানা চেহারা দেখেছেন। ব্যক্তিগত কারণে বনামে লিখতে পারেন নি।

বাচাই প্রকৃতির উল্লেখ করেছেন। বৈদ্য ভাগই উপরতলার ব্যবস্থার কথা। মধ্য ও নিচতলার ব্যবস্থা যে কত কাঁচা ও বিত্তীয় পরিকল্পনার জনমুখীন বিরাট পরিধিতে আরও কত ক্ষীণ হ'তে পারে—তা ভেবে আশঙ্কা হওয়া বাতাবিক।

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহুকে পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত করেবার উদ্দেশ্যে ভাবশিক্ষা, হাতেকলমে শিক্ষা, গ্রামীণ সমস্যা সমিতির নিয়ম-কানুন, হিসাবশিক্ষা ও নানাবিধের সমবেত জীবনধারণ, (ক্যাম্পিং, আলোচনামূলক, কর্মদান-ক্যাম্প) শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রম আংশিক ও সুস্থিধানের ভিত্তিতে করা যা'ত কি?—“কাঁচা” অবস্থার আবহাওয়া কাজে লাগলে হয়তো—রিপোর্ট তৈরীতে পোক্ত, কাজ না হবার নানা অসুস্থাত-রচনার লিঙ্কহুজ আবহাওয়া। পরিকল্পনার টাকার পাকাতের সঙ্গে কুটিরশিল্পের পুনর্গঠনে, অশিক্ষিত কর্মচার বা বাসনৈতিক মোড়লের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষার পুনর্বিভাগে, বা মর্মান্তিক তথ্যসংগ্রহে আবহাওয়ার বার অসুস্থাবে চলতে লাগে—তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র হ'তে পারেন।

এখানে ক্ষমতা হস্তান্তর নিরুপদ্রবভাবে হওয়ার, কার্যময় স্বার্থ, প্রাচীন পরী বড়কর্তা ও অতিথ্যদের প্রভাব একটু বৈদ্য, বিত্তীয় পরিকল্পনার আমলে নতুন যুগের আবহাওয়া তৈরী ও সেলক শিক্ষিত কর্মচারী প্রচুর সুযোগ পায় এটা বাতাবিক। বিভিন্ন যুগে ও অবস্থার মাহুযের মন তার “গড়ত” অবস্থার নানা আচর্শ ও আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। রাশিয়ার সম্পর্কে বলা হয় প্রাক-বিল্লক-যুগে শিক্ষাপাত্র লোকের দৃষ্টিভঙ্গির কথা এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্র বিত্তীয় পুরুষ ইউরোপ আগত “নয়া” আমেরিকানের দৃষ্টিভঙ্গির কথা—আমাদের দেশেও ১৯০৪ এর তৎকালের বিপ্লবী মন, ১৯২০-এর অহিংস সেবাজ্ঞাতী নৈনিকতুল, ১৯৩১ ও ৪২-এর বিদ্রোহী সমাজাত্মিক পরিবেশে চিন্তাভঙ্গি গড়েছেন, সঙ্গে-সঙ্গে ১৯৪১ হ'বেছে অস্ত্র পাতে ঐ আমলের জিটিংয়ের অদন্তন ভারতীয় কর্মচারী কুলের, গানের অনেকেই আজ রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রী মেলের নিয়ামক। ভারতবর্ষের নতুন পরিকল্পনা-সমূহের রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সচীবত। এ বলিষ্ঠতা দেখার লজ জনগণের সহযোগিতা জো বটেই—বতনতুক তরুণ কর্মীদের অদন্তন জবের বহুজনের মধ্যে এক বিপ্লবী মনের সচেতন সত্তা আগাবার প্রকাশ চাই। বিভাগের সমূহ ছাড়া, কর্মপ্রাঙ্গিনই তাদের হ'বে প্রধান শিক্ষা ক্ষেত্র: দেশজন্ম ও অভিজ্ঞতাই বিবেকের নিয়ামক; বাণা বিপত্তিই ভোক্তা।—কোটি কোটি টাকার চেয়েও বৃদ্ধি লক্ষ লক্ষ সতর্ক জনসৈন্যের প্রয়োজন পরিকল্পনার সার্থক রূপদানের লজ। এই বিরাট চরিত্রগঠনের ও শিক্ষাধানের ও শিক্ষালাভের ক্রম:স্থান প্রাঙ্গনে যাতে উপযুক্ত সকল প্রণেয়ী ভারতীয় সম্মানের সঙ্গে সহযোগের সুযোগ পান, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও কর্তব্য। সেলক, স্থানিক ভিত্তিতে আলোচনের সহজ ক্ষেত্র-রচনার দায়িত্ব নেতৃগণের। ‘আমলাগা—নানা পর্যায়ের এবং নানাভবের বনবর মনোবৃত্তি—পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যকে ধানচাল করতে পারেন, এলক যেতনতুক কর্মচারীর সম্মানারের সঙ্গে এই নতুন চেতনা স্বষ্টি হওয়া দরকার কর্মচারীদের মনে, যে (১) দেশের ভারতম্যগণের সমাজ জীবের সেবা দায়িত্ব ও মর্মানা স্বীকার করবে, এক (২) সন্তুষ্টামিল করা ছাড়াও সমাজবোধই হ'বে তাদের কাজের প্রধান অগ্রপ্রেরণা। সেলক, যে দৃষ্টান্ত উচ্চতর কর্মচারীদের মাহুয আশা উচিত, সেটাও বেন বিরল না হয়।—‘ডিউটরী’ ‘প্লানিং’-এর দুর্লব অগ্রগণ্য যদি গণতান্ত্রিক আবহাওয়া কলুভিত হবে, তবে পরিকল্পনার উপাধন বুদ্ধি ও আয়ের হার বুদ্ধি সবেও, ভারতবর্ষের লগারগ মাহুযের মূলমন্তু বটে বেন।

সাধারণ ভাবে উপরে যে মন্তব্য করিয়াছি, তার দূর দূরে কয়েকটি প্রস্তাব করি :—

(ক) পরিকল্পনার কাণের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ; সেই শিক্ষার শিখনে যে লক্ষ্য তারও সম্পষ্ট প্রকাশ চাই ।

(খ) এই শিক্ষার্থীরা ও কর্মচারীরা যাহি অল্পবয়স্ক ছন এবং এখন থেকেই চেষ্টা করে মাধ্যমিক শিক্ষার পরে তাঁদের স্বকায়রমত 'আর্থিকভাবে বিশেষ' শিক্ষা দ্বিধে গুণিত ও বেতন দ্বিধে কাজে লাগানো যায়—তবে স্বয়ংচর্য ও সহজ এক দৃষ্টিভঙ্গি আমলাতান্ত্র-এর সঙ্গে জন-স্বার্থসাধনের নিকটতর করতে পারে ;

(গ) পরিকল্পনার রচয়িতা ও নিয়ামক অনেকেই উনবিংশ শতাব্দীর, ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বা বিদেশী নৈনিকের মনোগুণ্ডিতে পুট—বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা : কপায়ন একমুণ্ড প্রয়োজন ।

(ঘ) এই স্বজ্ঞ অনেকদিন লেবে ; কর্মীরা এক অক্ষল থেকে অল্পর ভাষা ও স্থানিক পরিবেশের বাধ্য প্রজ্ঞন করে—যাতে জ্ঞান-বাক্য বহুতে পাবেন, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পাবেন, এ ব্যবস্থা চাই ; শুধু উপরের বড়কর্তাদের হাতের-হাতের ও দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণেই জ্ঞানের ও দৃষ্টির প্রসার হয় না—অনন্তর কর্মচারীদের জ্ঞান ও তাঁদের সহকর্মীদের জ্ঞান ও একে-অন্যের কাজ যাচাই করা উচিত । এ অবস্থা, অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে ।

(ঙ) যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর লোকের, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষ লোকের স্ব-নির্বাচিত ক্ষেত্রে সহযোগের সুযোগ থাকা স্বকায়রম—সম্মানে তাঁদের অজ্ঞান করা উচিত । স্বর্তমানে "চুঁচুমাগ" প্রকট বহু মফঃস্বল অঞ্চলে এবং দুর্ভাগ্যবশত বেতনভুক্ত কর্মচারীদের তান্ননৈতিক ঘোড়লদের ঘনী করবার ইচ্ছাই এর মূল কারণ ।

উপরতলার স্বর্থনীতি ও স্বর্থনীতির চেয়েও, গণতন্ত্র যদি সার্থক করতে হয়, তবে নিচতলার বিনিময় থাকি স্বর্থজনগ্রাহ স্বর্থজনীন করার প্রয়াস স্বকায়রম । স্বর্থীনতার আবহাওয়া স্বষ্টির একটা প্রাথমিক কথা ত্রিটল আমলের আমলাতান্ত্র মনোগুণ্ডি ও স্বাচরণের অবস্থান—গাভীজী ও কংগ্রেসও এই কথার একসময় বলেছিলেন না ? পরিকল্পনার সার্থকতার যাগই যে কঠিনপাথে হবে তাতে শেষ পর্যন্ত শুধু চরিত্রের সেনা ভাল সেনার চেয়ে বেশী দামী তা প্রমাণিত হবে কি ? তাইব আরন্তে শিল্প-জমি-খনির সঙ্গে মাল্লের মনও—আর ভবিষ্যৎবে সে মন এখনও শিক্ষার অভাবে ঝাঁচামাটি, গুণীমত গড়া যায় ! সংখ্যা গুণতির মোহে কি আমরা তুলন্যে প্রাথমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর বিষয়গুলির হিলাব রাখতে ? চড়াফাম ও বাড়তি মজুরীর প্রতিযোগিতার উত্তেজনার কি তুলে দাব অবলম্ব-উৎসব, আনন্দ-কষ্টের অঙ্গাদী সম্বন্ধে ? স্বাষ্ট সম্বন্ধে সচ্চিত্র করব কি স্বর্গপুরের সম্মানে স্বাধীন বাণিজ্যের মৌলিক অধিকারগুলিকে ? এর কতক প্রশ্ন অতি পুণাতন : স্বাধাবও বেওয়া শক্ত । স্বতন্ত্র, বিখালে কৃষ্ণ স্বয়ং নিকটতর হতে পাবেন—কিন্তু বিখাপতন্ত্রের সম্বাদনা বাতে না হয় একমুণ্ড তর্কের স্বকায়রম । তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ, হিলাব—পরিকল্পনার রূপলানের প্রতি পরক্ষেণে তাই প্রার্থনীয় ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রচনার দায়িত্ব জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের উপর স্তৃত হইয়াছে। সূতরাং এই পরিকল্পনার রচনার উক্ত পরিষদের সুপারিশ ও আলোচনা বিবেচ্য।

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের গত ৪ই ও ৬ই মে ১৯৫৫ তারিখে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভার সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেরণা হইল। ট্যাক্সি কন্সিট ও পরিষদ উক্ত সভার নিয়মিত পরিকল্পনার পুস্তিকা ও মারকশিপি আলোচনা করিয়াছিলেন।

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া—অধ্যাপক প্রশান্ত মহালানবিশ।

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—অর্থ দপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক বিভাগ কর্তৃক রচিত।

(গ) অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকর্তৃক রচিত পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে রচিত মারকশিপি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাধি সুপারিশ। ইহা ছাড়া অধ্যাপক বি. আর. সিনহা কর্তৃক রচিত ভিন্নমতপূর্ণ পুস্তিকা 'Note of dissent'।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হইয়া ওঁহারা অর্থনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক রচিত মারকশিপি গ্রহণ করেন এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুপারিশ করেন। ওঁহারা এই বিষয়ে একমত হন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আর আগামী ৫ বৎসরে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ১০—১২ মিলিয়ন কর্মীর কর্মের সন্ধান হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক, সমাজ সংগঠন নীতিকে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তবশ্য প্রেরণা বাইতে পারে। এই পরিষদ আরও বলেন, জাতীয় আর বৃদ্ধির লক্ষ্য এবং কর্মসংস্থান সূচী এই পরিকল্পনার এমন ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া অর্থ সংস্থান এবং উন্নয়ন সূচী কার্যকরী করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ দায়িত্ব করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কর্মসূচী নিম্নতর হইবে।

জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫—পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তাব সমিষ্ট মারকশিপি ও পুস্তিকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিতৃত আলোচনা করা হইবে।

অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫৫—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ার সমালোচনা ও আলোচনার জন্য পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হইবে।

মার্চ, ১৯৫৬—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হইবে। এই পরিষদ কর্তৃক আলোচিত ও বিবেচিত পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার কাঠামো ও মারকশিপি অনুসরণের জ্ঞাতার্থে ও আলোচনার জন্য প্রকাশ করা হইবে।

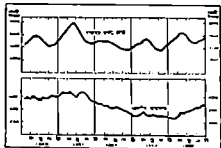
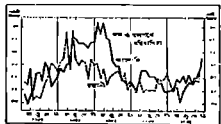
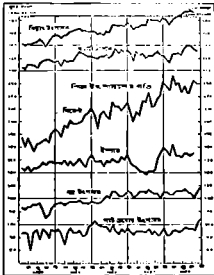
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই স্বতন্ত্র ও প্রাচ্য শিল্প সংগঠনের জন্য প্রত্যেকের বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত রূপে করিতে চাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য উপযুক্ত অফিসার ও কর্মীকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা করিবে না। রাজ্য-সরকারের প্রধান মন্ত্রীগণ কর্তৃত্ব কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া বিভিন্ন রাজ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশে কি কি উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করা বাইতে পারে, সেই সম্পর্কে মারকশিপি প্রেরণ করিবেন। কর্তৃত্ব কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আর বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দান করিতে এবং কি উপায়ে প্রয়োজন হইলে বাধ্যতামূলকভাবে তাহা করা যায় সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

(২) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিচালনার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা—এই সভায় পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি সংক্ষেপে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি ও আর্থিক সাংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(৩) জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—এই পঞ্চম সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে একমত হন এবং বলেন যে, এই পরিকল্পনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে আরও সম্প্রসারিত করা হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের উদ্যোগের জন্য ভূমি সংগ্রহ—(ক) অধিবেশে ১২৪ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহারা এখন আশ্রয় শিবিরে বাস করিতেছে। ইহা ছাড়াও প্রতিমাসে যে পাঁচ হাজার পরিবার পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে তাহাও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল আসতদের ৮০ ভাগই কৃষককে যদি কোন অঞ্চলে ৪০০ হইতে ১০০০ হাজার পরিবারকে ক্ষুদ্র শাখামূলিক পরিবেশে বসবাস করানো সম্ভব হয় তবে সমাচলসেবা কর্মীদের সাহায্যে তাহা করিতে হইবে। কমপক্ষে একহাজের ১০টি পরিবারে বসবাসের জন্য একই স্থানে সঞ্চার করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বিজা প্রদেশ, মহীশূর ও আগামে বিশেষ করিয়া উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহ করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন ও পুনর্বাসন দপ্তর সহযোগে এই কাজ করিবেন। এই কাজ চুটটিতে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথম দপ্তরে দুইজন অফিসারকে লইয়া একটি কর্মদল গঠন করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একজন পরিকল্পনা কমিশন ও অপরজন পুনর্বাসন বিভাগ হইতে নিৰ্বাচিত হইবে। ইহারা স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে স্থান নিৰ্বাচন সম্পর্কে প্রাথমিক সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিবেন। ভূমি নিৰ্বাচন হইবার পর কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদের সাহায্যে উদ্যোগের পুনর্বাসনের জন্য যথাযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। পুনর্বাসন দপ্তরটির এই সমস্ত কার্যের যত্নসার বহন করিবেন।

আর্থিক ভারতের গতি-প্রকৃতি



আমার নাম চা

পৃথিবীর সবাই
আমাকে চেনেন

বিশ্বের যারা বন জরদার করেছেন তাঁরাও
আমার জন্ম-ঝোড়া খাতির ইঁদা করে
যাচ্ছেন। প্রতি বছর যে চা হাওয়া করা হয়
তার পরিমাণ ৪৫ কোটি পাউণ্ডের কম নয়,
কিন্তু পৃথিবীর সবাই আমাকে খাওয়া বেনি
ক'রে পেতে চান। এ কথাটা আমি
জোর দিয়েই বলতে পারি যে দেশের
সাম্পর্কে আমি নিতাই আমি
তাদের ভাষা আমি আমি নিখতে
পারতাম তা হ'লে আমি খোব
হয় পৃথিবীর সব ভাষাতেই
পারতামী হতাম।

নোভিজেন্ডা রাষ্ট্র, চীন, জার্মানিয়া ও জাপান চা
পৃথিবীর অন্তর্গত দেশের চাষের বার্ষিক চাহিদার
পরিমাণ ১২০ কোটি পাউণ্ড; এই চাহিদার ৫০ ভাগেরও
বেশি মেটাই আমি একা। ব্রুটাই অল্প আমার সবচেয়ে
বড় খরিস্তার ভাষা গত বছরে ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা
এক করেছেন। তারপরের স্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। তাদের
চাহিদা বছরে ৪ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি। তারপর আছে
কানাডাও, ফ্রেন্স, ইজিপ্ট, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ
এবং আরো অনেক যারা চাষের পরম অনুরাগী।
সত্যি কথা বলতে আমি পৃথিবীর সব বিভিন্ন জাতির
জীবনের সঙ্গে আমা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছি,
তারা সবাই আমাকে খাতিবেহতার অধ
বলেই গণ্য করেন।
আমার চা দেশ-দেশান্তরের সমস্ত জাতির সঙ্গে
যত্নতার যোগ-স্বত্ন স্থাপনে লক্ষ্য হয়েছে, এতে
যি আপনি পূর্ব যোগ করেন না।



আমার নাম চা - আমি বিশ্ব মৈত্রীর প্রতীক



দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কাঠামো

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (Central Statistical Organisation) এবং ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানের (Indian Statistical Institute) সহিত পরামর্শক্রমে অর্থদপ্তরের অর্থনৈতিক বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক বিভাগ-দ্বয় কর্তৃক বোধভাবে রচিত পরীক্ষামূলক কাঠামো (Tentative Framework) এখানে প্রকাশ করা হইল। যাহা যাহা ইহাকে সংক্ষিপ্ত করা হইলেও ইহার গুরুত্ব হ্রাস করা হয় নাই।

ভূমিকা

আলোচ্য খণ্ডটির উদ্দেশ্য হইল পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র প্রদত্ত করা। খণ্ডটির আভির্ষ প্রচোদনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের কীচামাল, মূলধন ও জনসংখ্যার পূর্ণ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। তবে পরিকল্পনার যে লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা পরিমিত।

প্রথম তিন চার বৎসরে আমাদের আর্থিক বসিষ্ঠা বৎকোটে হ্রাস হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি-ভীতি দূর হইয়াছে; স্বাভাবিক ও কীচামালের অভাব মিটিয়াছে; শিল্পীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে; বাহ্য ও শিক্ষার ব্যাঘাতে বৎকোটে হ্রাস হইয়াছে; সর্বোপরি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য আনুগত্যের আরও এক ধাপ অগ্রসর হইতে উৎসাহ করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসরে আমাদের অর্থনীতির কয়েকটি ত্রুটি প্রকাশিত হইয়াছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অভাব এবং কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস বিনিয়োগের অপ্রতুলতাই ঘোষণা করিতেছে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে নাই, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বৎসরের ব্যয়ের অপ্রতুলতার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন আছে। (সেকশন ১-৩)

প্রথম অধ্যায় : (১) পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইল :—(ক) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা; (খ) মূলশিল্পসমূহ লবণ নির্যাস উন্নয়ন প্ররোচিত করা, (গ) পূর্ণকর্মসংস্থান করা এবং (ঘ) সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠা করা।

বলা বাহুল্য উদ্দেশ্যগুলি একে অপরকে সহিত অসঙ্গতভাবে হুক্ত, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন ও মূলধন সংগঠনের জন্য প্রয়োজন মূল শিল্পসমূহের পত্তন, বাহ্য অর্থ হইল মিত্য ব্যবসার বা ভোগ শিল্পের (consumer goods industries) সঞ্চার লাভন করা। হস্তগত উভয় প্রকার শিল্পের উৎপাদনের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (সেকশন ১-৪)

জাতীয় আয়-ব্যয় ও জীবনযাত্রার মান—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বলা হইয়াছিল, মোট জাতীয় আয় ২২ বৎসরে বিস্তৃত হইবে, যথা শিল্প জাতীয় আয় ২৭ বৎসরে বিস্তৃত হইবে এবং ১৯৭৭ সালে যথা শিল্প ভোগের পরিমাণ শতকরা ৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনা লক্ষ্যসমূহ হইলে জাতীয় আয়

বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৫ ভাগ, অতীত দেশের দৃষ্টান্তে এই বৃদ্ধি এমন কিছু অকল্পনীয় নয়। উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয় কোনরূপ পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয় আয় পরিকল্পনার আওতায় ১২% হইতে ১৮% পর্যন্ত বাড়িয়াছে। এই দৃষ্টান্তে আমাদের লক্ষ্য ৪% সর্বনিম্ন; উপযুক্ত ধর ও অব্যবসায়ের ইহা বাড়িতে পারে।

কয়েকটি দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসাব

দেশ	বৎসর	বৃদ্ধির পরিমাণ (বাৎসরিক শতকরা হিগাব)
দুক্রাইট	১৮৬২-৭৮—১৯০৪-১০,	৪.৫
	১৯২৯-১৯৪০	০.০
জার্মানী	১৮৭১-১৯১০	২.৮
জাপান	১৯১৪-১৯৩৭	৬.৭
অস্ট্রেলিয়া	১৯০১-০৩—১৯৪১-৪৮	২.৫
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১৯২৮-৩৭ (পর্যায়ী হিসাব)	১৬
	১৯৪২-৪৩ ,,	১৫

(সেতপন ৫—১৫)

ক্রমত শিল্পোন্নয়ন—ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্য সকল ক্ষেত্রেই ক্রমত শিল্পোন্নয়ন নীতি সমর্থন করা হইবে—বিশেষ করিয়া শাক্যল্যের সম্ভাবনা যেখানে প্রচুর। বিত্তীয় পরিকল্পনার লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সামগ্র্যসম্বন্ধে ও ভারী যন্ত্রাঘন শিল্পের ক্ষার মূল শিল্পগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। অতীত দেশে মূলশিল্পগুলির উন্নতির উপর নবর বিস্তে গিয়া, ভোগ্য-শিল্পগুলির দাবী উপেক্ষা করা হয়, প্রয়োজনীয় পাক্করব্য ও কাঁচামাল বিশেষ হইতে অসম্পাদী করা হয়। আমরা কিং এই সকল বাণ্য অভিক্রম করিয়াছি। আজ দেশ পাতে স্বাভাব্য। মূল শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সম্পদ ও আমাদের চাহিয়াছে। অতাব আচে শুধু মূল্যবোধ, কারিগরী দক্ষতার ও উৎসুক পরিকল্পনা।

মূল শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অর্থক্ৰাই সরকাণ লক্ষ হইতে সরবরাহ করা হইবে এবং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন, বৈজ্ঞানিক বস্ত্রপাতির কারখানা স্থাপন প্রকৃতি ব্যাঘায়ে ইতিপূর্বেই উক্ত অভিমতের বাণার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে।

মূলশিল্পগুলির উন্নতির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন বিভিন্ন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, বানবাহনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত ট্রেনিং। স্ততঃ শিল্পোন্নয়নের কাল আরম্ভ হইবার পূর্বেই প্রয়োজন বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহার, উপযুক্ত ট্রেনিং ও বানবাহন সমস্ত সম্পত্তি প্রব্ধে র্ত্তী মীমাংসা।

ভোগ্য শিল্পের (consumer goods industries) উন্নতির জন্য বে-সরকারী বিনিয়োগকে উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া হইবে। বর্তমানে পিনেট, যন্ত্রাঘন, লৌহ ও ইস্পাত প্রকৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্প বে-সরকারী পক্ষের পরিচালনানীমে আছে।

আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন আরও বিভিন্ন সম্পদের অহসন্ধাবের, বিশেষ করিয়া উচ্চশ্রেণীর কর্মকা প্রকৃতির ন্যায্য চক্ষুণ্য বিভিন্ন সম্পদের। তামা প্রকৃতির ন্যায্য বে সকল বিভিন্ন সম্পদ এধেনে দ্বর্তল ভাণ্ডারের বিকল্প পাড় ও বাহির করা প্রয়োজন।

আমাদের সকল সময়েই শ্রবণ রাখিতে হইবে—মূল শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক আর তোণ্ডা শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক—শিল্পোন্নয়ন সকল সময়েই কম মূলধন ব্যয়ে হওয়া প্রয়োজন।

বহুবিধ কারণে ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক উন্নতির কথা পরিকল্পনার বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাম্য শিল্পের উপর তেজ দেওয়া হইয়াছে মূলতঃ আর বস্তুনের বিকট অসাম্যের কিছুটা অংশ দূর করিবার জন্য। কৃষী শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প সমূহের উন্নতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার সময় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সাধারণের কচি ভাণ্ড উন্নতিপন্থী, ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক উন্নতিপন্থী উৎপাদন এবং পরিচালনা করিতে হইবে, ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের দখলযোগ্য উন্নতি ঘটিলে বিনিয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। (সেকশন ১৬—২৮)

পূর্ণ কর্মসংস্থান—সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যমি যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি চেষ্টা ইহা বলা বাহুল্য নহে। এখানে ব্যবসায়িক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২৫% এবং মোট জনসংখ্যার ৫.০% প্রমিত। যদি বেকারের মোট সংখ্যা পরিকল্পনা কালে বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে এই বৃদ্ধি জনসংখ্যার সকলকেই কর্মে নিয়োগ করিতে হইবে। অতীত কাল হইতেই দেখা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার ১০ হইতে ১০০ লক্ষের মত নতুন কর্মসংস্থানের অযোগ্য আদিত।

নতুন বেকার হইতে হইবার পর আমাদের লক্ষ্য বর্তমানের বেকার সংখ্যা হ্রাস করা; এমসবন্ধেই এক্ষেত্রে হ্রাস হইবে মোট বেকারের সংখ্যা ৬ লক্ষ। ইহার জন্য কর্মসংস্থানের নতুন অযোগ্য হইতে হইবে।

কৃষক, শিল্পী ও ছোটখাটো মধ্যম হইল সারাবছরের কর্মসংস্থান সমতা; উন্নতির বেকার সমতা এদের অনেকের মধ্যেই বিস্তারিত; এই সকল ক্ষেত্রে সারাবছরের জন্য কর্মসংস্থান করা হইতে সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহার পরিবর্তে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, মাথা শিল্প গড় আর বৃদ্ধির মধ্য দিয়া। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোকের জন্য গৌণকর্মের সংস্থান করা হইতে পারে। হিলাবেল মধ্যে ইহাগুলিকে ধরিলে কর্মসংস্থানের মোট সংখ্যা বাড়িয়াইবে ১২০ লক্ষ। প্রথমতঃ যদি, কর্মসংস্থানের অর্থ সকল ক্ষেত্রেই নতুন কর্ম হইতে যায়, লাভজনক উপাধিকার সংস্থান করা।

আবাসযোগ্য নতুন ভবিত হইতে ও লেখ ব্যবহার অযোগ্য হইয়া বৃদ্ধি করিয়া কৃষিকারীদের আর-পদ্ধতির সংস্থান করা হইবে বাল্য মনে হয়। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করিলে আর বস্তুনের বৈষম্য কিছুটা বিদূষিত হইবে।

কিন্তু এ সব করিবার পরও কিছুটা বেকার সমতা থাকিবে হইবে, এজন্য প্রয়োজন হইবে বেকার-বীমা বা অল্পরূপ কোন ব্যবস্থা।

(সেকশন ২৯—৩১)

সামাজিক কল্যাণ—সামাজিক সংস্কারের প্রথম ধাপ হইল কৃষিসংস্কার। চাষীর বাসস্থান বৈষম্য ইতিমধ্যেই হইয়াছে, গ্রাম্য কৃষক অল্পসংখ্যক সমিতির (Rural Credit Survey) সুশাসিত অল্পসংখ্যক কল্যাণ, বাজারীকরণ, শুদ্ধাচার কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ের সু-নীতিমালা করা হইবে।

পরিকল্পনার বহিঃস্থ দায়িত্বের জন্য (বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান সহ) প্রাথমিক স্তরে হইতে সাতোক্তোক্তার বিভাগ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, বাহ্যিক আর কম একরূপ তরুর লোকসমূহই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: প্রতি বিশেষ রকম নজর রাখিতে হইবে।

Open market operation এর মধ্য দিয়া সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে।

কর অগ্রসরান সমিতির প্রণালি অনুযায়ী ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ নীমা হইবে বর্তমানের পরিবার শিচ্ছ গড় আয়করের প্রায় তিরিশগুন। (সেকশন ৩০—৪৮)

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো

কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক উন্নতির মূল লক্ষ্য হইতেছে তিনটি : এক—ইহা সামাজিক সৌভিন্যিত্যের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করিবে ; দুই—অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের (বণ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, মনুষ্য সম্পদ প্রভৃতি) উন্নতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং উহাদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হইবে ; এবং তিন, বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য হইতে একমুখ্যে বাছাই করা হইবে বাহ্যতে তাহাদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

পরিকল্পনার আর্থিক নিক অস্ত্রস্ত্র বিভাগের সহিত অনিচ্ছাপ্রভাবে তড়িত, ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতির ভিত্তি প্রদান আর্থিক মাপ কাঠিতে “যোগান” ও “চাহিদার” সমান হওয়ায়। সুতরাং যেট আয় যেট ব্যয়ের সমান হইবে, লক্ষ্য বিনিয়োগের সমান হইবে এবং সূত্রাঙ্গীতি রোধের জন্য অথবা অব্যাহিত মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি বিনিয়োগ চাহিদা ও যোগান সমান হইবে, এই সম্পর্কে এবং পরিচালন সম্পর্কে যথাযানে আলোচনা করা হইবে। (সেকশন ১—৭)

১। **উৎপাদনের লক্ষ্য**—কৃষি শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও বর্ধিত জনসংখ্যা, বর্ধিত আয়, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও সাধারণের পুষ্টিহীনতা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিয়া কৃষির গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট চাহিদার পরিমাণ যদি ২০% বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ১৫% বৃদ্ধি পাইতে একমাত্র খাদ্যশস্যে। পুনরায় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নতখরচের খাদ্যশস্যের—যেমন জোরার ও বাজরা হইতে গম ও ডালের প্রতি সাধারণে স্ফূর্তি পড়িবে। উক্ত কারণসমূহের লব্ধ খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে ৬১০ হইতে ৭৬০ লক্ষ টন ; গম, ধি, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির চাহিদা কিছু খাদ্য পত্র অপেক্ষাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, সেজন্য ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। তুলার উৎপাদন ৪.২ মিলিয়ন বেগ হইতে ৫.৮ বেগ করা হইলে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে তুলার আমদানী উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইবে।

ইজর উৎপাদনের পরিমাণ ৪ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭.৫ মিলিয়ন টন হইবে।

আন্তঃরাষ্ট্র চাহিদার জন্য তৈল বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ৫.৬ মিলিটন হইতে ৭ মিলিয়ন টন হইবে। আন্তঃরাষ্ট্র চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও চা, তামাক প্রভৃতি রপ্তানী প্রবেশ্য রপ্তানী অব্যাহত রাখা হইবে, একন্য তামাকের উৎপাদন ২৫০ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ টনে এবং চা ৬৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫০ মিলিয়ন পাউন্ডে পরিণত হইবে। তত্ত্বান্তে পশুর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার বশেই সম্ভাবনা আছে। তত্ত্বান্ত ইহা বাজসহান, সোয়াস্ট্র এবং লক্ষু ও কাসীরের ম্যায় দরিদ্র অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা।

উপরি উক্ত লক্ষ্য পৌছাইতে হইলে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৭০ মিলিটন একর হইতে বাড়িয়া ১০০ মিলিয়ন একর করিতে হইবে, বন্যানিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে হইবে, কানুনিটি প্রোজেক্টের এলাকা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং পল্লী ও অগ্রসরান সমিতির প্রণালিগতি কার্যকরী করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আবাসযোগ্য জমির পরিমাণ ও একর শিচ্ছ উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও আছে।

(সেকশন ২—১৬)

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন—মূল নিম্নের উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, এজন্য পূর্বাভাসে বিবেচনা করা প্রয়োজন কোন নিম্নের উন্নতির সম্ভাবনা স্বতন্ত্র ও কি উপায়ে তাহা সম্পন্ন করা যায়। নতুন তিনটি কারখানা স্থাপন করিয়া ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারিত করিয়া লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন লক্ষ্যেই পাঁচ লক্ষ টন হইতে ছয় লক্ষ টনে পরিণত করা যায়। অতিরিক্ত লৌহ ও ইস্পাতের বাজার দৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আবদানীকৃত লৌহ ও ইস্পাতের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের কারখানা দৃষ্টি করা। তবিশ্রুতে আরও বেশী লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজন নতুন কারখানা স্থাপন।

দেশের বহির্ বৈজ্ঞানিক-চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক লাভসরঞ্জাম তৈরারীর কারখানা স্থাপন।

Railway rolling stock এর উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। টেন্ডার, ওয়াগন, কোচ প্রভৃতিও তৈরারী হইতেছে। রেলওয উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং রেলের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ তৈরারীর কারখানা এবার স্থাপন করা প্রয়োজন।

স্ববিষয়পাতি তৈরারী, ডিকেল এঞ্জিন তৈরারীর ছোটপাট টেক্সটাইল-এর ক্রিয়াকলাপ তৈরারীর কারখানা এবং বরনশিল্প, শর্করাশিল্প প্রভৃতির যন্ত্রপাতি তৈরারীর কারখানাদ্বয়ের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা বর্তমানে সম্ভব হইতেছে না। অবিলম্বে এই অসুবিধা দূর করিতে হইবে।

গর উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হইল “শান্তি তিনটি শিল্পী”। ভারী রপাদনশিল্পের উৎপাদন তিনগুণ করা হইবে এবং কৃত্রিম পেট্রোলের উৎপাদন বাড়ানো হইবে ৩০০,০০০ টন, তাহার অভাব মিটানোর জন্য গ্যাপুলিমিনাক্সের উৎপাদন বাড়ানো হইবে।

অস্ত্র নিম্নের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করণা ও কাঁচ-লৌহের উৎপাদন-লক্ষ্য বৃদ্ধিকৃত হইবে; অস্ত্র ও ম্যাগানীজের ক্ষেত্রে স্বদেশ ও বিদেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ২৫% হইতে ২৭% অথবা মোট ভোগ (consumption) বৃদ্ধি পাইবে ২০%। ইহা অগ্রণ রাধিমা কারখানাভিত্ত ভোগসামগ্রীর (manufactured consumer goods) উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। অবশ্য রপাদনীর কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে। ভারতীয় কুটির ও গ্রামাঞ্চলের রপাদনী বাজার সম্ভাবনাময়।

মিলভিত্ত বস্ত্রের উৎপাদন ৫০০০ মিলিয়ন গজ হইতে ৫৫০০ মিলিয়ন গজে আর তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ১১০০ মিলিয়ন গজ হইতে ১২০০ মিলিয়ন গজে পরিণত হইবে। কলে স্বদেশে মাধ্যমিক ভোগের পরিমাণ ১৮ গজ হওয়ার পরও রপাদনীর পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন গজ বৃদ্ধি পাইবে। জুতা ও বস্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্যভাবে বিবেচনা করা হইবে।

বৈজ্ঞানিক লাভসরঞ্জাম তৈরারীর কারখানা, বাইলাইকেলের কারখানা, সেলাইকেলের কারখানা সবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ৬০% হইতে ১০০%।

(সেকশন ১৭—২৬)

খনিজবাহিত ও অক্সিজেন-নিয়োজনের প্রথম অধ্যায় হইল বানবাহনের স্ট্রু ব্যবস্থা, এ সম্পর্কে প্রথম শক্তিবাহিনী পরিকল্পনার পনের হইতে সৃষ্টি বংশব্যাপ্তী এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম শক্তিবাহিনী পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদন ২০ হইতে ৩৫ মিলিয়ন

বৈজ্ঞানিক সাজসজ্জাম (হুচক)	—	২০২	১০০	১৬৬
বাইসাইকেল চাকারটি	১০১	৬৪	৫০০	১০০০
সেলাইকল (চাকারটি)	৩০	—	২০	১০৫
বাতব পাড়াদি (কুচুনিয়া) হুচক লক্ষ্য]	—	—	১০০	১০০

৩। বনিক সম্পদ

করলা (মিলিয়ন টন)	৩২	৩৬	৩৭	৬০
সৌদ-আকর (মিলিয়ন টন)	৩	৪	৪	১০
মাকানিজ (মিলিয়ন টন)	১	২	১	৩৫
অন্ন (লক্ষ)	১৬২	—	১৫০	২০০

৪। বাসবাহন ও লজিক

আবাক (হাজার টন)	৩২১	৫২৫	৬১০	—
রেল (মাইল হিসাবে)	—	—	৩৪,৫০০	৩৭,৫০০
রাস্তা (হাজার মাইল) জাতীয় পথ	১১০	১২২	১২৫	১৭৫
রাস্তা পথ (State roads)	১৭৬	—	২০০	৪৫০
বৈজ্ঞানিকশক্তি (মিলিয়ন কিলোওয়াট)	২০	২৮	৩৫	৬০

৫। সামাজিক কার্যকলাপ

হালপাতালের লক্ষ্য (হাজার)	১০৭	১১২	১২৫	২৫০
মেকিয়ার্ড ডাকার (হাজার)	—	১৫	৭০	৫০
সহকারক পূর্ণনির্ধারণ (লক্ষ)	১০১	—	১২০	১৫০
শিক্ষা (৬—১৪ বৎসরের ছেলে-)	৩২	—	৪০	৬০
(মেয়েদের শতকরা হার)				

বিনিয়োগের অগ্রাধিকার—উৎপাদন লক্ষ্যের পরই আসে বিনিয়োগের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। পরিকল্পনার পরিণি বুঝাইবার জন্য প্রথম লক্ষ্যবিন্দী পরিকল্পনার ত্রুটি পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, নীট বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ব্যয় ; সরকারী নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫০০ হইতে ১৭০০ কোটি টাকা ; আর চলতি (current) ও স্থায়ী (capital) উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ২০৬২ কোটি টাকা। আগোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ধরবে ৪২টি সংগঠিত শিল্প—নীট বিনিয়োগ, করকতি, পুনর্গঠন, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত মোট বিনিয়োগের হিসাব করা হইয়াছে। সেইরূপ কার্যকরী মূলধনের ক্ষেত্রে একমাত্র শিল্পের প্রত্যেকনষ্টই হিসাব করা হইয়াছে।

জাতীয় আর বাণিজ্যে যেমন মোট উৎপাদনমূল্য বুঝায় সেইরূপ বিনিয়োগ বলিতে নীট বিনিয়োগই বুঝাইবে। আনবিক বিনিয়োগের—বেশম বেজ্ঞাত্রয় প্রভৃতির হিসাব নীট বিনিয়োগের মধ্যে ধরা হয় নাই। অসচ প্রকৃত প্রভাবে পূর্ণনির্ধারণ, বস্তানিরোধ প্রভৃতি কার্যকলাপে বেজ্ঞাত্রয়ের প্রকৃত মূল্য বিনিয়োগের গণ্যে পড়ে। চলতি মূলধন বিনিয়োগ বলিতে নতুন ভোগ এবং অথবা কোন “সেবা” (services) দৃষ্টি বুঝায়। গ্রাম্য ও অসহকান সমিতির স্থাপন অথবা বরষেবানী ও নির্বাহকী উভয় প্রকার কার্যের ব্যবস্থা করা হইবে। অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য কার্যকরী মূলধনের হিসাব করা সহজসাধ্য নয়, তবে এলম্বার্ক একটি মোটামুটি অস্মান করা গাঠিতে পারে। পরিকল্পনার নীট মূলধন সংগঠন, মোট উন্নয়ন ব্যয়, পরিকল্পনার মোট ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে যাচা বলা হইয়াছে তাহা বাজেট বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে

পূর্বোক্ত উৎপাদন লক্ষ্য সমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৫৬০০ কোটি টাকা। প্রত্যেকটি

বিষয়ের বিনিয়োগের পূণক হিসাব করা সম্ভব হইল না, কারণ বহু ক্ষেত্রেই—উদাহরণস্বরূপ কৃষির কথা বলা হইতে পারে—বিনিয়োগের উদ্দেশ্য বহুমুখী। আবার সকল বিনিয়োগই—যেমন শ্রম ও অন্যান্য মূল্যবান পদার্থের জন্য ব্যয়, জগৎব্যাপ্ত করিবার ব্যয় (stock piling) প্রভৃতি—উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছাইবার ব্যয় নহে। মোট বিনিয়োগ ৪৬০০ কোটি টাকার একটি খণ্ড। বিভাগ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

	কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাব
১। কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা (সেচ ও বন্যানির্বোণ)	২১০	১৭.১
২। শক্তি	৪০০	৮.৯
৩। যানবাহন ও সংযোগ	২০০	১৬.১
৪। শিল্প (সূত্র ও বৃহৎ) এবং খনি	১৪০০	২৪.০
৫। নির্মাণকার্য (বাড়ী, সোকার, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি)	১০৪০	২৪.০
৬। মজুত ও বিবিধ	৪০০	৮.৯
মোট	৪৬০০	১০০

উপরোক্ত তথ্যের অভাবে প্রথম পরিকল্পনার সহিত সকল ক্ষেত্রে তুলনা করা সম্ভাব্য হইলেও মোটামুটি একটি তুলনা করা হইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪০০ হইতে ৩৬০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ বাড়িয়াছে ৪৪%। দ্বিতীয়তঃ কৃষি অপেক্ষা শিল্প ও খনির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন শিল্প ও খনিজ সম্পদে বিনিয়োগের বিস্তৃত তালিকা

	কোটি টাকা	শতকরা হিসাব
১। লৌহ ও ইস্পাত	৪২৪	৩০.৪
২। কৃত্রিম পেট্রোল	৮০	৪.৭
৩। ইস্পাত নির্মাণ ও অন্যান্য "ভারী কলকজ" (Heavy Machinery)	১৪০	১০.৭
৪। ভারী বৈজ্ঞানিক কলকজ	৪০	২.৯
৫। কৃষি ও জোগাড়ের যন্ত্রপাতি	৪০	৩.৬
৬। সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ (সম্প্রদায়িক)	৪০	৩.৬
৭। নিম্নোক্ত	৪০	৩.৬
৮। রপ্তান ও ঊষধ	৪০	৩.৬
৯। গার উৎপাদন	১০০	৭.১
১০। এয়াম্বলিনিয়াম	৩০	২.১
১১। খনি (এবং খনি সন্ধান)	৭৪	৪.৪
১২। কারখানাভিত্তিক জোগাড়	১০০	৭.১
১৩। প্রাণীন ও জ্বরশিল্প	২০০	১৪.২
মোট	১৪০০	১০০.০

উপরোক্ত তালিকা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, মূলতঃ মূল শিল্পগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিণতিতে ইহা অনুমান করা হইয়াছে যে সমস্ত কারখানা একাধিক নিকটে কাজ করিয়া আশেপাশে সমগ্র উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্যাবহার করিবে।

মোট বিনিয়োগ ৪৬০০ কোটি টাকার মধ্যে বাজেটের মধ্য দিয়া সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের

কম ব্যয়িত হইবে ৩৪০০ কোটি টাকা আদ্য বেসরকারী হস্তে বিনিয়োগিত হইবে ২২০০ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য ইহা পরত মা এ।

প্রথম পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০১২ কোটি টাকা, কিন্তু আলোচ্য পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যয় দ্বারা হইয়াছে ৩৪০০ হইতে ৪৩০০ কোটি টাকা। ব্যয়ের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন ব্যয়

	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (কোটি টাকায়)				প্রথম পরিকল্পনা	
	বিনিয়োগ ব্যয়	চলতি ব্যয়	মোট ব্যয়	শতকরা হিসাব	শতকরা হিসাব	মোট ব্যয়
১ কৃষি, সেচ ও লম্বাঘ উন্নয়ন	৭৫০	২০০	৯৫০	২২		
২ শক্তি	৪৫০	...	৪৫০	১০.৫	৪৪	২২০
			১৪০০	৩৩		
৩ যানবাহন ও যোগাযোগ	৮৫০	১০০	৯৫০	২২	২৪	৫৩৬
৪ শিল্প ও বনি	১০০০	১০০	১১০০	২৬	৮	১৭৮
৫ সামাজিক কার্য						
কলাপ ও নির্মাণ কার্য	২৫০	৫০০	৭৫০	১৭	২৪	৫৪৪
৬ স্বাস্থ্য	১০০	...	১০০	২	...	...
মোট	৩৪০০	২০০	৪৩০০	১০০	১০০	২২৪৮

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় (৪৩০০ কোটি টাকা) প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের (২২৪৮ কোটি টাকা) প্রায় দ্বিগুণ। যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনার বনি ও নির্মিত প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তথাপি কৃষি ও জাতি গঠন মূলক কার্য কলাপে (যেমন গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে) ও বাস্তবায়িত ব্যবস্থার জন্য প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যয় করা হইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ ২২০০ কোটি টাকার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

নির্মাণ কার্য	১১০০ (কোটি টাকা)
শিল্প, বনি, শক্তি ও যানবাহন	৫০০ "
কৃষি ও সংস্কৃতি বিষয় সমূহ	২০০ "
শিল্প, বাণিজ্যের কার্যক্রমী মূলধন ও অগ্রাধিকার	৪০০ "
মোট	২২০০

অপরকক্ষে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তালিকা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয়। (সেকশন ৩১—৪৭)

জাতীয় অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো—এই ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল প্রথম পরিকল্পনার সন্ধান্তি কালের (১৯৫৫-৫৬) উৎপাদন কাঠামোর সহিত দ্বিতীয় পরিকল্পনার সন্ধান্তিকালের (১৯৬০-৬১) উৎপাদন কাঠামোর তুলনা।

ভারতের জাতীয় আয়ের শেখ হিসাব পাওয়া গিয়াছে ১৯৫০-৫৪ সালে। বর্তমান অর্থমন্ত্রীর ১৯৫০-৫৪ সালে মোট জাতীয় আয় প্রায় ১০,৬০০ কোটি টাকার মতন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জাতীয় আয় কিন্তু হইবে তাহা বুঝিতে হইলে ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় কত হইবে তাহা জানা প্রয়োজন। আমরা যদি অনুমান করি যে, ১৯৫০-৫৪ সালে জাতীয় আয় এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইবার মূল হইয়াছে অগ্রহণ অলম্ব্যমু প্রভৃতি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৪%। এই ভিত্তিতে ১৯৫০-৫৪ সালের অর্থমন্ত্রীর ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের মোট জাতীয় আয় হইবে ১১০০০ কোটি টাকা। পরিবর্তনশীল আর্থিক মূল্যে এই হিসাবটিও বেশ কিছু বেশী। তাই দ্বিতীয়

পবিকল্পনার কাজের আদত এই ভিত্তিতেই হিসাব করিতে হইবে। অগ্র আমেরিকান ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে তাহা লটরা গবেষণার কিছু নাট, সকল ক্ষেত্রে এক ভিত্তিতে নির্ধারিত হইলেই কোন অসুবিধা নাই। এই দিক হইতে আমরা ১৯৫২-৫৩ সালের আদিক মূল্যই গ্রহণ করিলাম, কারণ এটিই মোটামুটি স্থায়ী বলিয়া মনে হয়। নিম্নে ভারতের একটি সাইকারী মূল্যমান সংগোহনা করা হইল।

(ভিত্তি : ১০০ = ১৯৩৯ সালের আগষ্ট)

	শাক	শিল্পের	আম্রা	ভৈয়ারী	শিল্প-জাত-	গড়
	কাঁচামাল	কাঁচামাল	কাঁচামাল	কাঁচামাল	কাঁচামাল	কাঁচামাল
১৯৪৮-৪৯	৩৮০	৪৪৫	৩২৭	৩৪৬	৩৭৬	৩৭৬
১৯৪৯-৫০	৩৯১	৪৭২	৩৩২	৩৬৭	৩৮৫	৩৮৫
১৯৫০-৫১	৪১৬	৫০৭	৩৪৯	৩৮৪	৪১০	৪১০
১৯৫১-৫২	৩৯৯	৫২২	৩৭৪	৪০১	৪০৪	৪০৪
১৯৫২-৫৩	৩৫৮	৪০৭	৩৪৪	৩৭১	৩৮১	৩৮১
১৯৫৩-৫৪	৩৮৪	৪৩৭	৩৫৯	৩৬৭	৩৯৮	৩৯৮
১৯৫৪ সালের	৩০৯	৪০১	৩৪৫	৩৭৭	৩৬৩	৩৬৩

২২ নং জাহাজগার

১৯৫২-৫৩ সালের অর্থমূল্য ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আদ হইবে ১০,৮০০ কোটি টাকা। বার্ষিকিক ৫% করিয়া বৃদ্ধি হইলে ১৯৬০-৬১ সালে ইহা হইবে ১৩,৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে ২০০ কোটি টাকা। এট আদ বৃদ্ধি সকল বিভাগে সমান হইবে না। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদন কাঠামো ক্রিয়ণভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

ভারতের আভ্যন্তরীণ (Domestic) উৎপাদন

(১৯৫২-৫৩ সালের অর্থমূল্য)

	উৎপাদন (হাজার টাকায়)			মোট উৎপাদনের শতাংশ		
	১৯৫০-৫১	৫৫-৫৬	৬০-৬১	৫০-৫১	৫৫-৫৬	৬০-৬১
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	৪৫.২	৫২.৮	৬০.৪	৪২.২	৪৮.৯	৫৬.৩
২। খনি	০.৮	১.০	১.৫	০.৯	০.৯	১.১
৩। কাটিঙ্গী	৫.৮	৮.০	১০.৫	৫.৩	৭.৪	৯.৯
৪। কৃষি প্রতিষ্ঠান	২.০	১.০২	১.৪০	১.০	১.৪	১.৮
৫। বেলপথ, যোগাযোগ						
বাক্স প্রকৃতি	০.১	০.৬	০.৭	০.৪	০.৩	০.৪
৬। বাতায়ন ও অগ্রা	১০.৪	১৫.১	১৮.৮	১৪.৭	১৪.০	১৩.৭
৭। সরকারী চাকুরী ও						
অগ্রা উৎপাদিকা	১৪.০	১৭.০	২০.৮	১৪.৬	১৬.০	১৫.২
মোট উৎপাদন	৯১.২	১০৮.০	১৩৭.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

মাথা শিল্প উৎপাদন

(টাকায়)

২৫৬

২৮২

৩৩৪

.....

.....

.....

উক্ত তালিকাতে সত্তরেই প্রতীক্ষিত হইবে যে, মোট আদ বৃদ্ধির (২০০ কোটি টাকা) অধিকাংশ অংশ (১০৬ কোটি টাকা) বাইবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। কারণানামূল্যের উৎপাদন বাড়িবে ৫৫ কোটি

টাকা, বসিতে ৫০ কোটি টাকা, কুত্র শিল্পে ৪১০ কোটি টাকা, আর অবশিষ্ট ৮৩০ কোটি টাকা অগ্রাহ্য থাকতে বাড়িবে। অথবা অগ্রাহ্য করে কারখানাসমূহের আর বাড়িবে ৬৪%, বনিসমূহের ৫০%, কুত্র প্রতিষ্ঠানের ৪০% অথচ কুত্রির আর বাড়িবে মাত্র ২০% এবং অগ্রাহ্য থাকতে ২৩%। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে বনি, কারখানা ও কুত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের আর ১৭.৭% হইতে বাড়িয়া ২১.৪% হইবে আর ঐ সময় কুত্রির আর ৪৬.৩% হইতে ৪৮.০% হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়িক শুদ্ধির আশ্রয় করা হইলেও মোট পরিবর্তন হইবে সামান্য। প্রথমতঃ উন্নয়নযোগ্য যে কারখানা বিভাগের বেনীর ভাগ হইল ভারী শিল্প সংক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ কুত্র প্রতিষ্ঠান বসিতে সকল সময়েই কুত্র শিল্প বৃদ্ধি না। শিল্প বিভাগে কারখানাকাত ভোগ্য দ্রব্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ২০% আর মূল বস্তুর উৎপাদন বাড়িবে ১৫.০% হইতে ১৭.৫% আর খাদ্য কল ১৫% ও বানিজ্য কলসমূহের উৎপাদন বাড়িবে ২৫%।

এক কথায় বসিতে গেলে সময় ভিত্তির প্রয়োজন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিনিয়োগের অগ্রাধিকার ও উৎপাদনের কাঠামো দ্বির করা হইত। (সেকশন ৪৮-৫৭)

কর্ম সংস্থানের ক্ষমতা—কর্মসংস্থানের ব্যবহার বৃদ্ধি করা পরিকল্পনায় অন্যতম উদ্দেশ্য। এই বিভাগে আদায়ের উদ্দেশ্যে ৪৪৯ ১২০ লক্ষ লোকের লাভজনক উপকৌশিকার সংস্থান করা বাইতে পারে কিনা তাহা বিচার করা। আরম্ভেই বলি ১৯৫১ সালের অবসরস্বাপ্নী অপেক্ষা কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আদায়ের কাছে নাই, এবং এই তথ্যও সম্ভাব্যজনক নয়।

১৯৫০-৫১ সালে মোট কার্যকর লোক সংখ্যা ১৪০.২ মিলিয়নের মধ্যে ১০.৩ মিলিয়ন নিম্নক ছিল কৃষি ও সম্প্রদর্শিত বিপণ্যে। অবশিষ্ট ৪০ মিলিয়ন লোক অথবা ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব ৪২ হইতে ৪৩ মিলিয়ন নিম্নক ছিল বনি, ক্যাটরী, কুত্র প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ, ব্যবসা-বানিজ্য প্রকৃতি বিষয়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইহার সহিত আরও ১২ মিলিয়ন যোগ করা বাইতে পারে। এ সম্পর্কে বিতান অস্বাভাবী বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত হইল।

(১) বনি—বর্তমানে বনিসমূহে ৮ লক্ষ লোক নিম্নক আছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫.০% উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে আরও ৩ হইতে ৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

(২) কারখানা—এই বিভাগে ১৯৫০-৫১ সালে আর ৩০ লক্ষ লোক নিম্নক ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার সংখ্যা হইবে ৩০ লক্ষের কিছু বেশী। এই চিত্তিতে ১৯৬০-৬১ সালে আরও ১২ হইতে ১৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

(৩) কুত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান (Small enterprises)।—Small enterprise বসিতে শুধুমাত্র কুত্র শিল্প বৃদ্ধি না, বস্তুনির্মাণ শেট প্রকৃতিও ইহার অন্তর্গত। ১৯৫০-৫১ সালে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে নিম্নক কর্মীর সংখ্যা ছিল ১১৫ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই বিভাগে নীট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৪০%। তবে বিবিধ কারণে এই বিভাগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি সহিত সমান ভালে চলে না। যদি অস্বাভাব্য করা ২৪ ১/২ উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে ১/২ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া হইবে দেখা বাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিতে এই বিভাগে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে আর ৩০ লক্ষ।

(৪) বেলপথ, যোগাযোগ, সংগঠিত ব্যক্তি ও ইন্সটিটিউশন—১৯৫০-৫১ সালে এই বিভাগে আর ১৫ লক্ষ ব্যক্তি নিম্নক ছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত ৩৪ লক্ষের কর্মসংস্থান সম্ভবেই সম্ভব হইবে।

(৫) বাতায়ন ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থা—১৯৫০-৫১ সালে গ্রাম ২৪ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান এই বিভাগ হইতে হইত। এই সংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ খুচরা ব্যবসায় প্রায় ৬ লক্ষ পাইকারী ব্যবসায়, ১০ হইতে ১১ লক্ষ হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বাতায়ন ব্যবস্থায় নিযুক্ত আছেন।

এই বিভাগের মোট উৎপাদন বাড়িবে ২০% হইতে ২৪%। মুক্তচাং আরও ২০ লক্ষের মত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। তবে নিকট ভবিষ্যতে মুখ্যতঃ খুচরা ব্যবসায়বৃদ্ধির উপরই এই বিভাগের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে।

(৬) সরকারী শালন বিভাগ—১৯৫০-৫১ সরকারী শালন ও পরিচালন বিভাগে ৩৯ লক্ষ লোক কাজ করিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই সংখ্যা আরও পাঁচলক্ষ বাড়িবে।

(৭) বিবিধ উপকৌশিক—শিক্ষক, চিকিৎসক, রমক প্রভৃতি কার্য কলাপ এই বিভাগের অন্তর্গত। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে ১৪ লক্ষ লোক এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে আছেন ১০ লক্ষ শিক্ষক, ১১ হইতে ১২ লক্ষ শাসিত, ১২ হইতে ১৩ লক্ষ খোশা, ৭ লক্ষ মেথর এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ের ৮ লক্ষ লোক। সমস্তের আর বৃদ্ধির ফলে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কর্মসংস্থান হইবে ১৫ লক্ষের মত। নিম্নের তালিকাটিতে ১৯৫৫-৫৬ সালের সহিত ১৯৬০-৬১ সালের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির তুলনা দেখান হইল।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (লক্ষ হিসাবে) ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১

খনি	৩	৪
কারখানা	১২	১৪
কুদ্র প্রতিষ্ঠান	৩০	—
রেলপথ, যোগাযোগ উভয়	০	৪
বাতায়ন ও অস্ত্র	২০	—
শালন ও পরিচালন বিভাগ সরকারী	৫	—
বিবিধ উপকৌশিক	১৫	২০

মুতরাং দেখা বাইতেছে যে অ-কৃষিক্ত উপকৌশিকায় ৯ হইতে ৯.৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালের উপকৌশিক-কাঠামোর একটি আনুমানিক চিত্র প্রকাশ করিয়া আলোচ্য মধ্যায় শেষ করা হইল।

ভারতের উপকৌশিক কাঠামো

নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা (১০ লক্ষ হিসাবে)	যাপানিছু গড় উৎপাদন ('৫২-৫৩ সালের অর্থব্লে)				
	'৫০-৫১	৫৫-৫৬	৬০-৬১	৬৫-৬৬	৬০-৬১*
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ১০.০৫	১০.০৫	১১.১০	৪০.৭	৪০.৭	৫৭১
২। খনি ও কারখানা ০.৮	০.৮	০.৭	১,৭৩৭	২২৫	২৬৩২
৩। কুদ্র প্রতিষ্ঠান ১১.৫	১২.০	১৫.০	৮.৯	৮.৫	২৫৫
৪। রেলপথ, যোগাযোগ, সংগঠিত ব্যক্তি ও বীমা ১.৫	১.৫	২.০	২,০১৭	২২৫	২৩৪.০
৫। বাতায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ২.৫	১০.০	১২.০	১,৪১০	১৫১০	১৫৬৭
৬। সরকারী চাকুরী ও বিবিধ উপকৌশিক ১০.৩	১৪.১	১৭.৩	১.৭৫	১১৬১	১২.২
মোট	১৪০.২	১৫২.০	১৬৩.০	৬৪২	৭১০
* অগ্রসিত					৮৪০

(লেকশন ৫৮—৬৫)

পরিকল্পনার অর্থ সম্পাদ

পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন এবং তাহা কিভাবে সংগৃহীত হইবে তাহা বিবৃত করাই আলোচ্য অধ্যায়ে উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন বিশেষভাবে বিবেচনা যোগ্য, একটি হইল কিভাবে নতুন মূলধন সংগঠনের জন্য লক্ষ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অন্যটি হইল কিভাবে সেই লক্ষ্যকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর বিতে হইলে বিনিয়োগের দিক নির্দেশ করা প্রয়োজন।

লক্ষ্য ও বিনিয়োগ—দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৬০০ কোটি টাকা, সুতরাং লক্ষ্য গ্রিক অগ্ররূপ প্রয়োজন। আর বৃদ্ধি হইলেই লক্ষ্য বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় আর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের অল্প কণ করিয়াও বিনিয়োগের প্রয়োজন। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে কণ গ্রহণ প্রকার আর্থিকর কিছু নাই।

কর তদন্ত কমিশনের মতে ১৯৫৩-৫৪ সালে দেশের মোট লক্ষ্য ও দেশের মোট নীট বিনিয়োগ (বদেশে ও বিদেশে) হইবে মোট জাতীয় আয়ের আর ৭%। ইহার সঠিত দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ ৪৬০০ কোটি টাকার তুলনা করা যায় না। আমাদের মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে দেশের লক্ষ্য ও বিনিয়োগের চিত্রটি হইবে নিম্নরূপ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও বিনিয়োগ

(কোটি টাকা)

	১৯৫৫-৫৬	৫৬-৫৭	৫৭-৫৮	৫৮-৫৯	৫৯-৬০	৬০-৬১	৫৬-৫৭-৬০-৬১
ক. জাতীয়							
আর	১০,৮০০	১১,০০০	১১,৮২৫	১১,৩৭৫	১০,০০০	১০,৭০০	৬২,৭০০
খ. নীট							
বিনিয়োগ	১০০	৮১০	৯০০	১০৫০	১০০০	১৫০০	৫৬০০
গ. আভ্যন্তরীণ							
লক্ষ্য	৬৫০	৬৮০	৮০০	৯০০	১,১৭০	১,০৭০	৪৯৫০
ঘ. বৈদেশিক							
সাহায্য	৮০	১০০	১০০	১৫০	১০০	১০০	৬৮০

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১০০ হইতে ১৫০ কোটি টাকা ট্যানিং ব্যালান্স হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

উক্ত চিত্রটি হইতে সঙ্ক্ষেপে বোধ্যমাত্র হইবে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে বিনিয়োগের হার হইবে জাতীয় আয়ের ৬.৭৫% এবং ১৯৬০-৬১ সালে ১১% আর এখন্য লক্ষ্য বাড়াইতে হইবে ৬% হইতে ১০% পর্যন্ত। বৈদেশিক সাহায্য যদি কম পাওয়া যায় তাহা হইলে লক্ষ্যের হারও এই পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। লক্ষ্যের চাবকে সঙ্ক্ষেপে ৬% হইতে ১০% পরিণত করিতে পারা যাইবে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। এখানে বক্তব্য এই যে, ভাগ্যবশত লক্ষ্যের হার যেহেতু নিম্ন তাহাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রযুক্ত লক্ষ্যতা অর্জন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

[সেকশন ২-৭]

সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ

সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের দুইটি দিক আছে একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যয় (৪,০০০ কোটি টাকা) অন্যটি পরিকল্পনার বহির্ভূত ব্যয় (৪,৫০০ কোটি টাকা)।

মোট সরকারী ব্যয়		(কোটি টাকার হিসাবে)	
১। পরিকল্পনা বর্ধিত্তব্য			
(ক) মা-উন্নয়ন মূলক	৬২৪	৭২৪	০৪০০
(খ) উন্নয়ন মূলক	২০০	২২৪	১১০০
মোট	৮২৪	৯৪০	১৫০০
২। পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যয়	৬০০	১১০০	৪১০০
মোট	১৪২৪	২০৪০	৮৮০০

এখন রূপ এই যে মোট ব্যয় ৮৮০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে কিনা। এ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহটি হইল :—

	কোটি টাকা
(ক) রাজস্ব পাও	৪২০০
(খ) বেলাপণে	২০০
(গ) সাধারণের কাছ হইতে ঋণ	১০০০
(ঘ) বাউতি	২৪০০
	৮৮০০

৬৪০০ কোটি টাকা আয়ের পরও কিছু বাউতি থাকে ২৪০০ কোটি টাকা।

২৪০০ কোটি টাকা বাউতির মধ্যে ৪০০ কোটি টাকার মতন বৈদেশিক সাহায্য আমদা আনা করিতে পারি। অবশিষ্ট ২০০০ কোটি টাকার ভর গ্রহণজনক বাউতি ব্যৱস্থাপিত আশ্রয় গ্রহণ করা। ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশে আর তৃষ্ণার সাগ্রে লাগে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন যন্ত্রাংশটি প্রয়োজন অনুবীকার্য। তথাপি ২০০০ কোটি টাকার মতন যন্ত্রাংশটি প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় না। টাঙ্গিৎ প্রভৃতি হইতেও বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। ১০০০—১২০০ কোটি টাকার মত ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। শান্তকনক সরকারী ব্যবসা (ভোগ ব্যবহার) করার প্রয়োজন দেখা দিবে। বর্তমানের করহার (rate of tax) হইল ৭%। এই ৭%কে ৯% অথবা ১০% করার কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। (সেকশন ৮-১৬)

বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যৱবাহাদ

বে-সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হইল ২২০০ কোটি টাকা। এই ২২০০ কোটি টাকার মধ্যে ১,১০০ টাকা ব্যয় হইবে নির্মাণ কার্য, ৪০০ কোটি টাকা শিল্প শক্তি ও যানবাহন, ২০০ কোটি টাকা কৃষিতে এবং ৪০০ কোটি টাকা শিল্প বাণিজ্যের কার্যকরী মূলধন হিসাবে ও অন্যান্য খাতে।

কয় উদ্যোগ কমিশনের মতে ১২৫০-৫৪ সালে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিনিয়োগ ৭৫ কোটি টাকার মত। এই বৎসরের যৌগিক সঞ্চয় ও নতুন মূলধন সংগঠিত ৫ কোটি টাকা। ১২৫০-৫৪ সালে মোট সঞ্চয় ৭৫ কোটি টাকা পরিকল্পনা কালের মধ্যে ১০০ কোটি টাকার পরিণত হইবে। বে-সরকারী ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিবরণ হইল বিনিয়োগের দিক নির্দেশ করা। যদি মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের সমান না হয় তাহা হইলে আমাদেরকে অন্য কোন পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। (সেকশন ১৭—২০)

বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্য

মোট বিনিয়োগ ৫৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ২৫০০ কোটির মতন টাকা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষাবলি পরিকল্পনার ১৪০০ হইতে ১৬০০ কোটি টাকার মূলধন (capital goods) আমদানীর প্রয়োজন হইতে পারে। বর্তমানে মোট আমদানীর পরিমাণ বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনার বস্ত্র, চা, অস্ত্র, ম্যানুফাকচার, সেলাই কল, বৈজ্ঞানিক সাল সরঞ্জাম প্রভৃতি রপ্তানীর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার রপ্তানী কি পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হইবে তাহা বর্তমানে অনুমান করা সম্ভব হইতেছে না। (সেকশন ২১—২০)

পরিচালনা ও সর্বোদয়ের আর্থিক কার্যক্রম আমাদার সহস্রবুদ্ধে

ভাণ্ডারে আর সাময়িক সস্তার কেন্দ্রীকরণ চাইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের জীবন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার অন্তর্গত। ব্যাঙ্ক ও বীমা-কোম্পানীগুলিও আজ না কম তাগ মালিকানার অন্তর্গত হইবেই। বড় বড় শিল্প রাষ্ট্র কর্তৃক চালু করা হইবে ও পরিচালিত হইবে ইহাই আমাদের আর্থিক মতি। এশিয়ার মধ্যে আর যে কোন দেশ অপেক্ষা আজ ভারতে নিরীকরণই বেশী হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত কারখানার প্রত্যক্ষ ভাবে মাত্র ২৫ লক্ষ লোক কাজ পায়। রাষ্ট্রের মোট বার্ষিক আয়ের মধ্যে শিল্প দ্বারা উৎপন্ন হ্রস্ব পরিমাণ ১৭ শতাংশ। আর ৮০ শতাংশ জন সংখ্যা গ্রামে নিজ ছোট ছোট টুকরা জমির উপর কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের আর ৬০ শতাংশ এই প্রকারে এবং অগ্রাঙ্গ কৃষির শির দ্বারা উৎপন্ন হয়। শতকরা ৭৫ জন লোক নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে জমিতে অথবা কোন গৃহনির্মাণে নিযুক্ত আছে। সে অত্রিনিয়োজনে কাজ করিয়া থাকে (self employed) এবং তাহার নিজস্ব হইতে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আয়ের ৫০ হইতে ৬০ ভাগ প্রাপ্ত হয় ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক নরনারীকে কর্মক্ষম ও কর্মশ্রান্তী হিসাবে ধরা হয়। ১৯৫১ সনের আদম-শুমারী অনুসারে ইহাদের সংখ্যা আর ২১.২ কোটি। ইহার মধ্যে ১৪.৫ কোটির কাজ আছে ও বাকী বেকার ভাবে দিন কাটায়। ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রত্যক্ষভাবে মূল বৎসর বয়স্ক বাসকদেরও কাজ করিতে দেখা যায় এবং ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধও গ্রামে কাজ করে। ইহাদেরও হিসাবে দরিলে কাজ করিতে পারার মত লোকের সংখ্যা হাঁড়াইবে ২৫ কোটি ইহার মধ্যে মাত্র ১৫ কোটি কাজ পায়, বাকী ১০ কোটি বেকার। এই কথা স্পষ্ট যে, যে ১৫ কোটি লোক কাজ করে তাগারাও যে পূর্ণ কাজ পায় এমন নহে। ইহাদের মধ্যে চাকের কাজ করে আর ১০ কোটি লোক। তাহাদের মোটামুটি ৬ মাস মাত্র কাজ থাকে আর বাকী ৬ মাস তাহাদের বেকার থাকিতে হয়। অগ্রাঙ্গ কারিগর শ্রেণী বাহাদের সংখ্যা গ্রামে আর শতকরা ১০ তাগারাও বছরে তিন মাস হইতে ছয়মাস কাজ পায় এবং বাকী সময় কাজের অভাবে বেকার থাকে। ইহা হইতেই আমাদের দেশে বেকার সমস্যার ব্যাপকতা অনুমান করা হাইতে পারে।

জমি কোট ছোট টুকরা হইয়া গিয়াছে। কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনেরই জমির পরিমাণ ৫ একরের কম এবং তাহাদের বার্ষিক আর বৎসামাত্র। রিকার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি যে ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাহাদের জমি আছে এমন কৃষকদের অর্ধেকের বার্ষিক আর ৩০০ টাকার কম আর বরষের পরে লাভ থাকে ৮০ টাকা বা আরো কম। জমি সংকয়ের জন্ত চাই কত পরমা লাগাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করিতে সিদ্ধা দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর ২২ টাকা হইতে ৫১ টাকার পুষ্টি ও আলাপ কবিতা রাবিবান অথবা আর তাহার মাই। ইহার অর্থ এই যে, একদিকে যেমন আমাদের দেশে বেকারদের প্রশ্ন সমস্যা, তেমনি কেতির কাজে ও কৃষির শিল্পে যে শতকরা ৭৫ জন লোক কাজ করে, তাহাদের বার্ষিক আরও খুব কম এবং তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে সপক্ষে রাবিবাই আমাদের আর্থিক পরিচালনার বিচার করিতে হইবে।

* ইতিহাস গোলাটটি অব এগ্রিকালচারেল ইকনমিকস এর অব্যাক শ্রীমন্ত গাঙ্গুলীর ২৬-১২-৫৪ তারিখের প্রকাশের ভাষণ হইতে এই সকল সংখ্যা লওয়া হইয়াছে।

পরিচালনার আধার—পার্শ্বমুখে ত্রিভুজাখনি দেশমুখ বলিয়াছেন, তাহাতে কর্মক্ষম ১০০ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন বেকার ও আগামী ১০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশক যে কর্মক্ষম লোক আদিত্য তাহাতে প্রায় ২৫ কোটি লোককে অগ্রর কাল নিতে হইবে এবং আগামী ১০ বৎসর প্রতি বৎসরে ২৫ লক্ষ লোককে শিল্পীকরণদ্বারা কাজ দিয়া বেকার সমতার সমাধান করা বাইতে পারে।^{১০} তাঁহার কল্পনা হইল গ্রামের লোকদের দ্বারা আনিয়া শিল্পে নিয়োগ করা। কিন্তু আগামী দশ বৎসরে বহু শিল্পের (Mechanised Industries) দ্বারা ২৫ কোটি লোককে কিভাবে কাজ দেওয়া সম্ভব এই চিন্তা তিনি করেন নাই। দেশে যে অল্পবয়স্ক শিল্পীকরণ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বীরে বীরে গত একশত বৎসর গড়িয়া উঠিয়াছে। আর তাহাতে আমরা মাত্র ২৫ লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারিয়াছি। বহু শিল্পদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য আমরা দেশে কাটাতে পারি না। এখনই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এমন অবস্থার আগামী দশ বৎসরে আমরা ২৫ কোটি লোককে কিভাবে কাজ দিতে পারিব, তেমন প্রয়োজনীয় পুঁজি কোথা হইতে আদিবে—এইসব প্রশ্নের মূলগত বিচার না করিয়া লইলে আমাদের দেশে এককল পরিকল্পনা সম্ভব নহে। দেশের শতকরা ৭৫ জন চাষ ও গ্রামশিল্পে কোন রকমে কাজ পায় এবং তাহাদের ছয় মাস বেকার থাকিতে হয়। প্রয়োজনীয় মূলধন গড়িবার সামর্থ্য নাই, কর্ম-শক্তিরও সম্পূর্ণ অভাব। এখন দেশের পরিকল্পনা এই দুইটি লইয়া করিতে হইবে বাহ্যতে গ্রামে যে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক আছে তাহারা যেন নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, নিজ কর্মশক্তি বাড়াইতে পারে। আজ যদি একটি পরিবারের বার্ষিক আয় ছয়শত টাকা হয় তবে কেমন করিয়া তাহা এক হাজার দুই টাকাতে পরিণত হইতে পারে, স্বতঃনিযুক্তি উদ্যোগের (Self employment) আধারে যে শতকরা ৭৫ জন কাজ করে, তাহারা কি করিয়া অধিক শক্তি সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাদের উৎপাদক-পুঁজি কি করিয়া বাড়িতে পারে তাহাদের ক্রয় শক্তি কি করিয়া নিঃসৃত হইয়া প্রাপ্ত হইবে সেই চিন্তাই হইবে দেশের পরিকল্পনার মূখ্য আদার।

আমাদের দেশের প্রধান উদ্যোগ কৃষি। কিন্তু চাষের কয় ছোট ছোট টুকরা হইয়া গিয়াছে। যে পর্যন্ত অবস্থা এতরূপ থাকিবে সে পর্যন্ত কৃষির উন্নতি হইতে পারে না এবং কৃষির পরজন্মেরও উন্নতি হইতে পারে না। এইজন্য ছোট ছোট টুকরার সবলে বড় বড় সহকারী ভূমি হওয়া প্রয়োজন। এই সব সহকারী কৃষির উপযুক্ত মূলধন পাওয়া চাই। বিজ্ঞান সম্ভব তাহা কৃষি করিবার জ্ঞান উপলব্ধ হওয়া চাই। কৃষি তত্ত্বের (Technique) সংগ্রহ হওয়া দরকার। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এতরূপ মনে করেন যে-কেতে গোয়ার না, তাহা একত্র করিয়া সহকারী পদ্ধতিতে তাহাতে কাম না করিলে আমাদের প্রগতি হইবে না। এই বিষয়েও গভীরভাবে চিন্তাক্রিয়ার প্রয়োজন আছে।

সর্বোচ্চের আর্থিক পুনর্গঠন—অমির ভারদত্ত বটন হটক, জুমিহীন জুমি পাউক, যে কয় চাষ করে উৎপাদনের সম্পূর্ণ ফল সেই লাভ কর্তৃক মধ্যস্থত্ব কর্তী হইতে পরিয়া হাউক, বীরে বীরে নিজের স্বাধীনতার করনও লোকেরা ত্যাগ করুক, জুমির গ্রামীকরণ হটক, গ্রাম রাজ্য স্থাপিত হইয়া স্বয়ং শাসিত তথা স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম গড়িয়া উঠুক ইত্যাদি জ্ঞান আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী অমির সমবটন হইয়া গেলেই জ্ঞান যজ্ঞের কাজ পূর্ণ হইয়া বাইবে না। ইহা প্রথম ধাপ মাত্র। এভাবে ধাপে ধাপে আমাদের আগাহীরা বাইতে হইবে। অমির গ্রামীকরণ হইবার পর সমস্ত গ্রামে গ্রাম সভার সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা হইবে, প্রয়োজন যত পঠ্যপত্র পঠ্যপত্রের সাহায্য লইবে ও করিবে।

* দেশমুখের হিঙ্গাব ও আবদুলহাম্মাদীর সংখ্যাতত্ত্ব কোন মিল নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভূমিকা

[পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্গত এক অর্থনীতিক গোষ্ঠী কর্তৃক রচিত স্মারক লিপি ।]

বিস্তারিত : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদতন বা বিস্তৃতি প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা বলবো যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর ব্যাপক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ন কালে নানা মিক দিয়ে আমরা যে অনুরোধ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাইই ফলে সন্তপ্ত হয়ে এই পরিকল্পনার ব্যবস্থা রূপায়ন। এটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কেবল যে মোট জাতীয় আয়কেই ক্রম বৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাই নয় সেই সঙ্গে বর্তমান ভারতের লক্ষ্য—সমাজ তাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলোতেও এ পরিকল্পনা যথেষ্ট সহায়তা করবে। “সাহসী পরিকল্পনা” বলতে কেবল যে ব্যাপকতর পরিকল্পনাই বোঝায় তাই নয়—সেই সঙ্গে এও বুঝায় যে অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক চিন্তার তিক থেকেও এ পরিকল্পনা হবে অনেক বেশী প্রগতিশীল।

উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ, কর্মসংস্থানের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের উপরই নির্ভর করবে পরিকল্পনার আদতন বা ব্যাপকতা আমাদের মতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাঁচ বছরে শতকরা মোট ২৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় শতকরা ১২ কি ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সেই হিসেবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রথম পরিকল্পনার প্রায় দুই গুণ। অতএব বলাবারূপা যে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে অত উচ্চ লক্ষ্য পৌছোতে হলে আমাদের উৎপাদন মানকে ক্রম উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে হবে।

পরিকল্পনা সমিতি বর্তমান আলোচনা সভাকে দ্রুত পরিচালনা করে নিচ্ছেন যে জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আগামী পাঁচ বছরে শ্রম শক্তির যে বৃদ্ধি হবে, তা'র উপযুক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্যই রাখতে হবে। সেই হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। উপজীবিকার বর্তমান বন্টিয়ান আলোচনা করলে দেখা যায় যে শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই কৃষি এবং কুটির শিল্পে নিযুক্ত। তা' ছাড়া এই দুটি ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট শ্রমশক্তির পরিমাণও নিত্য নগন্ন নয়। এই অল্প কৃষি এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নবমাত্র শ্রমশক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। তাই পরিকল্পনায় প্রধানতঃ মূল বা বন্টিয়ান শিল্পের উন্নয়নে দৃষ্টবান হতে হবে। কিন্তু তাই বলে এটা আশা করা ঠিক হবে না যে এ ক্ষেত্রেই বর্তমান এবং আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাব্য খেঁকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। এ অবস্থায় তাই শ্রম-নিয়োগের গতি গঠন কার্য এবং সরকারী কাজের দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে করে নাকি সমাজের উৎপাদক বহুসংখ্যক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে স্থায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণ জাতীয় আয় বাড়তে হলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগকে বাড়িয়ে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগে পৌছাতে হবে। বর্তমানে এই বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ। লক্ষ্য হিসেবে এটা তেমন উচ্চ না হলেও এ লক্ষ্য পৌছানো খুব সহজ হবে না। বাই হোক মোট মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে বিচার করলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় বর্তমান পরিকল্পনায় প্রায় তিনগুণ মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।

* A Memorandum prepared by the Panel of Economists, Planning Commission.

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান সম্পর্কে সরকারী অর্থনীতিবিদেরা যে সব কাগজ-পত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা' থেকে স্পষ্টই প্রতিদ্যমান হচ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে জাতীয় অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য রকমের নতুন পত্র নির্ধারণেরও প্রয়োজন হবে—যাতে নাকি পরিকল্পনা কালীন ঘাটতি ব্যয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে কোনরূপ অব্যাহতি প্রতিক্রিয়া না করতে পারে। এ গ্রন্থে আমরা “কর তদন্ত সমিতির” (Taxation Enquiry Commission) সুপারিশগুলোকে ক্রম বাস্তবে রূপায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। তবে পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ করে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গেলেই কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কি হারে নতুন কর বসাতে হবে সে সম্পর্কে মহামত দেওয়া সম্ভব হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোটামুটি যে বস্তুগত ঘটন হচ্ছে তা' থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিকল্পনার কার্যকালে শিল্প উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটবে তা'র প্রধান অংশই হবে উৎপাদক বস্তু এবং মূল্যায়ন শিল্পের ক্ষেত্রে; কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই ধরনের পণ্যসামগ্রী কর বৃদ্ধির অযোগ্য হুবিধে তেমন দৃষ্টি করবে না। পরিকল্পনার আলোচনায় দেখা যায় যে পরিকল্পনাকালে শ্রমিক সাধারণের আয়ই হবে লব্ধাদিক এবং এই আয় হবে বাড়ী তৈরী, কৃষি কার্য, সেচ পরিকল্পনার রূপাণে এবং অন্যান্য সরকারী কাজের মারফত। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে কর বৃদ্ধি কতটা অস্ববিধাজনক হবে। এই অস্ববিধা দূর করার জন্য আমরা প্রদানত: কর তদন্ত সমিতির ভারতীয় সংবিধানের ২৮৯ (৩) ধারার পরিবর্তন মারফত “সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী” উপরও কর নির্ধারণের সুপারিশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি।

পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য কতটা পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেওয়া যাবে তার উপর নির্ভর করছে অত্যন্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার। প্রথম এক বছর কি হ'বছর বাৎসরিক ২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় নির্ভরে করা চলতে পারে—এবং সেটা প্রয়োজনও বটে। কিন্তু বরং এর এই হারে ঘাটতি ব্যয় চালিয়ে গেলে নিশ্চিত মূল্য স্ফীতির প্রকোপ দেখা দেবে। তবে শেষ পর্যন্ত সম্ভবদেয় এবং সামাজিক আর্থিক পরিবেশের উপরই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণটা নির্ভর করে। এইজন্য পরিকল্পনাকালে এ নিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বারি হোক পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট ১০০০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি ব্যয় করা আমরা কোন ক্রমেই নিরাপদ বলে মনে করি না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো এবং মূলধন বিনিয়োগের নতুন থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বিশেষ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ মূলধন আমদানী করার প্রয়োজন হবে। এইজন্য অল্পত: ৩০০ কোটি টাকার মত বিদেশী সাহায্যের ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরিকল্পনার কাঠামো ১—এবারে আমরা পরিকল্পনার কাঠামো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ ও অর্থনীতির উপর তার কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করবো। মোটামুটিভাবে পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে বহাণাদ্য কর্মক্ষেত্রের প্রসার ও মূলধন গঠন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় আয়বৃদ্ধির (সতরফা ৫৫ ভাগ) অল্পপাত্রে পণ্য সামগ্রীর ক্রয় বা ভোগ বৃদ্ধি। তবে কর্মক্ষেত্রের এই প্রসার সাধন এমনভাবে করতে হবে যাতে নাকি নব-নির্মূল কর্মীদের সাহায্যে জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটবে সেটা পরিকল্পিত হারে উৎপাদক এবং ভোগ্য এই উভয়বিধ ব্রব্য সামগ্রীর শিঁচুনে ব্যয়িত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা হবে অপরদিকে তেমনই ভোগবৃদ্ধির ঋণ মূল্যবোধিতি যোগ হবে এবং কীদনবাহার মান উন্নীত হবে।

পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা আঁসার পক্ষে বছরে মোট ১০০০ খে কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয়ের শতকরা ভাগ
(সেচ ও বর্ষা নিয়ন্ত্রণ সহ)	২৫০	১৭.১
শক্তি উৎপাদন	৫০০	৮.২
পরিবহন ও যোগাযোগ	২০০	১৩.১
শিল্প ও খনি (কৃত্রিমতন সহ)	১,১০০	১৫.০
গঠন কার্য (বাড়ী, দোকান)		
বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি	১,৩১০	২৪.০
মজুত এবং বিবিধ কাণে	৫০০	৮.০
	৪,১৬০	১০০

পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত এই ব্যয় ব্যয়াদ সম্পর্কে প্রস্তাবিত মতামত দেওয়া সম্ভব নয় তবে মোটামুটিভাবে এই ব্যয় ব্যয়াদে একটি বিশেষ করে শিল্প এবং খনি কার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপন সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সমর্থন রয়েছে। এই সমর্থনের দ্বারা কৃষি উন্নয়নের গুরুত্বকে আমরা ছোট করেছি না; তবে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার ফলে অনেকটা কৃষি উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে। এবারে শিল্পের দিকে নজর দেওয়া উচিত। কারণ কৃষি ও শিল্প এই দুটোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে মুদ্রা ও সবল আর্থিক বনিয়াদ।

আমরা লক্ষ্য করছি যে কাঠামো পরিকল্পনায় মূল বা বৃহৎ শিল্পগুলোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে তুলনায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এর কারণ হচ্ছে এই যে কৃত্রিমতন এবং কৃত্রিমতন এই উভয়বিধ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন শিল্পের মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। কৃত্রিমতনের ক্ষেত্রে নতুন মূলধন বিনিয়োগ না করেও বর্তমানের অব্যাহত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে, আর কৃত্রিমতনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মূলধনের চেয়ে প্রযুক্তির অবদানই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তি উৎপাদন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তারও উদ্দেশ্য কেবল সাময়িকপূর্ব আর্থিক উন্নয়নই নয়, সেই সঙ্গে অর্থনীতিকে স্বা-ক্রিয়তা দান। পরিকল্পনায় নানাবিধ গঠন কার্যের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যয়ে যে ব্যয় হবে তারও অধিকাংশই অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মূলধন গঠনে ব্যয়িত হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; প্রথমতঃ সমাজ উন্নয়নের ফলে পণ্যপ্রতি আকর্ষণীয় হয়, দ্বিতীয়তঃ সমাজ কর্মের প্রসারের ফলে জীবনব্যয় যখন উঠে চলে। কিন্তু আমাদের যেন সামাজিক কার্যে প্রযুক্তি অত্যন্ত কম মজুতী পায়, এই মজুত দ্বিতীয় শক্তিবাহিনী পরিকল্পনায় সমাজ কর্মের প্রসাধনের চেয়ে সমাজ কর্মীদের মজুতী গুটির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ব্যয়-ব্যয়াদ আলোচনায় আরও দেখা যায় যে পরিকল্পনায় মজুত (stock) দৃষ্টির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পনাকালে যৌবনী ব্যয়ের অনিশ্চয়তা কিংবা অন্ত কোন প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক কারণে কালের ক্ষতি হলেও পরিকল্পনায় কার্য বেন ব্যাহত না হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা গ্রামীণ-জনন অর্থসম্বল সচা (Rural Credit Survey

আমরা শুকনো আয়োজন করছি যাতে করে নাকি কোন বছর কসলের হানি হলে বা কসলের মূল অতিরিক্ত কমে বা বেড়ে গেলে প্রতিকার করা সম্ভব হয়।

সম্প্রতি ভারত সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আত্মীয়করণ দ্বারা এক সরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য করেছেন আমরা তা'তে আর্থিক সমর্থন জানাচ্ছি। এই সরকারী ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তির মারফৎ পরিকল্পনার কার্যক্রমকে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর্থনৌতিক ক্রিয়াকর্মে সরকারী ক্ষেত্রের শুকনো দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় একেজের দক্ষতা বৃদ্ধি আগ্রহ নিত্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে মিশ্র আর্থনীতির ক্রীড়া বিঘ্নাতি সম্পর্কে সরকারকে অধিকতর সচেতন হতে হবে। ভারতের ভারী আর্থিক উন্নয়নে সরকার অংশ গ্রহণ করেছেন এমন সমস্যা প্রতিষ্ঠানগুলোই বিশেষ কার্যকরী হবে; এইজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ম-পদ্ধতি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আজকের দিনে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ঐ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সামাজিক প্রস্তুতির অভাব—বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হ্রস্ব কর্মীর অভাব। এটা বিশেষ করে উপলব্ধি হয় যখন বর্তমান পরিকল্পনার মত বিকল্প, যথা নিয়োগ অথবা সমস্যা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সামাজিক ক্রীড়া বিঘ্নাতি এমনভাবে দূর করতে হবে যাতে করে আগামী দিনে ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণে কোন বাধা না থাকে।

এবারে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার যে সব আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছেন তা'র আলোচনা করবো। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে সামাজিক ধন বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার হুমি সংস্কার আইন পাশ করেছেন। এই সাধনের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে জমির উচ্চতম ও নিম্নতম আয়তন হ্রাসিষ্ট করে দেওয়া, ছোট ছোট ভূমিখণ্ডের যোঁট বন্ধী করা (Consolidation) এবং সমস্যা প্রধার প্রসার। জমিদার এবং অগ্রগত কৃষক পার্থক্য এই আইনের নানা বিরোধিতা করবার চেষ্টা করছে; সরকারকে সেদিকে হসিয়ার থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা সমগ্র ভূমি সংস্কার পরিকল্পনাটির এককালীন কার্যকরী করণের পরামর্শ দিচ্ছি।

সামাজিক ধন-বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কর তনয় সমিতির হুগারিশ মত সরকার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক জোরদার নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তা'ছাড়া এ উদ্দেশ্যে কর তনয় সমিতির অগ্রতম দু-টি হুগারিশকে (১) সম্প্রতি কর আইনের হ্রু ও কড়া প্রয়োগ এবং (২) মূলধন সংক্রান্ত লাভের (Capital Gain) উপর কর বসান। কার্যকরী করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আলোচ্য উদ্দেশ্যে দক্ষিত অনুসাধারণের ধন প্রণের নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী জীবন বীমা ও ব্যাপক প্রণোগের হুগারিশ আমরা করছি।

সমাপ্তিতে আমরা এই কথাই বলবো যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা প্রধানতঃ নির্ভর করছে হ্রু ও জোরদার সরকারী নীতি ও সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন শক্তির উপর। এই জন্য পরিকল্পনা'র সাফল্যের জন্য পরিচালনা, সংগঠন ও সত্য শক্তির উপর সবাতিক গুরুত্ব দিয়ে আশায় আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

মহলানবীশ প্রান

দ্বিতীয় পাঁচশালা প্রান ১৯৮১-১৯৮৬ এপ্রিল আরম্ভ হইবে। দীর্ঘ সময়ের উন্নতির কথা মনে রাখিয়া প্রান করিতে আগ্রহ হইতে হইবে, তার মধ্যে অল্প সময়ে বেকার সমস্যা প্রকৃতির আশ্রয়স্থান করত। হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। প্রানে পরিবর্তনের ক্ষেত্র বাড়িতে হইবে (Planning would be flexible), দীর্ঘ সময়ে কি করিব তাহা ভাবিতে হইবে এবং প্রতি বছর কতটা কাজ হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে; অল্প সময়ের কাজে যে অভিজ্ঞতা হইল তাহা পরে কাজে লাগাইতে হইবে।

দ্বিতীয় পাঁচশালা প্রানের বস্তুর দিকটোতে (Physical aspects) উপযুক্ত দুই দিতে হইবে। কোন প্রকল্পের মাপদণ্ড লোকজন কি লাগিবে প্রানের সঙ্গেই তাহা স্থির করিতে হইবে, কাজ আরম্ভ করিলেই ঐ সব বাস্তবতা যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থাসহ আগে হইতেই করিতে হইবে। প্রতিটি প্রকল্প শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতা তাহা জ্ঞাত এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়, উহাতে বাস্তবতা অল্প প্রকল্পের সহায়তা হয় এবং সমগ্রভাবে প্রানের উন্নতি হয় তাহাও দেখিতে হইবে।

[The requirements of each project must be estimated in real terms at the stage of planning and must be forthcoming in right quantities at the stage of implementation of the project. Also, the products and services resulting from the completion of a project must be fully and promptly utilised to further the execution of other projects and the progress of the plan as a whole]

মিশ্র অর্থনীতি প্রান খুব ব্যাপক হইবে এবং পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টর মিলাইয়া উঠা প্রকৃত হইবে। সামগ্রসাপূর্ণ উন্নতি যদি করিতে হয় তবে প্রাইভেট সেক্টরকে সমগ্রভাবে প্রান ব্যক্তি উৎপাদন প্রোগ্রাম যানিয়া চাতি হইবে।

[To achieve a balanced growth, the activities of the private sector must conform in a general way to the programme of production of the plan as a whole.]

দেশের অর্থনৈতিক কাঙ্ক্ষালাপ ব্যাপক হইলে, বাবদা ও শিল্প বাড়িতে থাকিলে প্রাইভেট সেক্টরের প্রুথি; কারণ তাহাতে ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা এবং হুঁকি কমিয়া যায়, কারণ হাত বেগুয়ার দিচ্চাতে উপনীত হওয়া সহজ হয়।

উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করিবার সময় টাকার কথাও অবশ্য মনে রাখিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পথও খুলিয়া যায়। উৎপন্ন প্রবণ বাজারের ভিতর বিদ্যা হাতবল হয়। পরিকল্পনা করিতে গেলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাহাতে গড় আয় এবং গড় ব্যয় সমান হয়, লক্ষ্যের সঙ্গে লক্ষ্যের সম্পর্ক থাকে। ইনফ্লেশন অন্তি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি বাহাতে না ঘটে তাহাও দেখিতে হইবে। বস্ত্র উৎপাদন এবং টাকার সংস্থান একই প্রানিএর দুইটি বাস্তব দিক।

দ্বিতীয় পাঁচশালা প্রানের প্রথম বছরের প্রোগ্রাম ১৯৮৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় প্রানের কাঠামো তৈরী করিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) উদ্যোগ ও লক্ষ্য

প্রথম পাঁচশালা প্রায় দুইশ তৈরি হয় দেশ তখন দুই এবং ভারত বিভাগে বিপর্যয়। খাদ্য এবং কাচামাল উভয়েরই তখন ঘাটতি। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইনফ্রেনের চাপ বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় প্রথম পাঁচশালা প্রানের চর্চাটী বা লক্ষ্য কম করিয়া বরা হটবে ইহা বুঝা যায়। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে দৃষ্টান্ত কাল হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক মনে করা যাইতে পারে।

অন্য উদ্যোগের কয়েকটি কার্যও রহিয়াছে। কৃষিজাত শস্যের দাম কমিতেছে। বেকার সমস্যা, বিশেষভাবে সহরাকলে, বাড়িতেছে। প্রথম পাঁচশালা প্রানে খরচের দোষ লক্ষ্য করা হইয়াছিল, প্রজেক্ট তৈরিতে বিলম্ব, এডমিনিষ্ট্রেটিভ সংগঠনের অপ্রতুলতা এবং টেকনিকাল লোক তৈরিতে সহায়তার অভাবের ক্ষত্র সব ঢাকা খরচ করা যাবে নাই।

ভারতের লোকসংখ্যা বৎসরে ৪৪ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে। প্রমোবিসের অল্পশাত শতকরা ৪০ ভাগের মধ্যে প্রতি বৎসর ১৮ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। ইহার উপর সহরকলে প্রচুর লোক বেকার থাকিতেছে, এবং গ্রামে বহুসংখ্যক এমন লোক রহিয়াছে যাদের আর প্রয়োজনও তুলনায় কম। প্রতি বছর ১৮ লক্ষ নতুন লোককে কাজ দেওয়া যাইতে পারে এইরূপ প্রায় সাধারণ সহিত করিতে হইবে; তার উপর বর্তমানে যে বিপুল সংখ্যক লোক বেকার রহিয়াছে অথবা প্রয়োজনের তুলনায় আর করিতে পারে না তাহা বিপ্লবকেও কাজ দিতে হইবে।

জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত কম। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষত্র প্রতিটি লোক মাসে ২২ টাকা মাত্র খরচ করে, ১০ টাকা নগর এবং ৩ টাকা নিম্নের উপর। খাদ্য বা অন্ত্র জিনিষের দাম ধরিয়া এই ২২ টাকার হিসাব। গ্রামের বাড়ী আদিম যুগের, সহরে প্রচণ্ডভাবে বাড়ীর অভাব। মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কেবল মাত্র খাদ্যে খরচ হইয়া যায়; অর্থাৎ পুষ্টির খাতের অল্পশাত অত্যন্ত কম। জনপ্রতি শিকার খরচ মাত্র চার আনা, চিকিৎসার খরচ সাত আনারও কম।

সকল ক্ষেত্রের বিষয় ধরিয়া এই হিসাব। গরীবদের কথা আলাদাভাবে ধরিতে গেলে অবস্থা আরও সুনীল। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ সাড়ে ১৮ কোটি লোক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষত্র মাসে ১০ টাকাও খরচ করিতে পারে না, সত্তবতঃ ইহার অর্ধেক জিনিষ অথবা নিম্নের উপর খাদ্য বা অন্য দ্রব্য খরচ হইতেছে বলিয়া হিসাব করা হয়। বেশব ছেলেমেয়ের স্কুলে বা ওয়ার বয়স হইয়াছে তার অর্ধেক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়, এবং এক-পঞ্চমাংশের কম মাধ্যমিক স্কুলে গিয়া পৌছায়। গ্রামের ৩০ হাজার লোকের উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার বড় ঘোর একজন।

দ্বিতীয় পাঁচশালা প্রানের সাধারণ উদ্দেশ্য: অল্প লোকের সংখ্যা খুব বেশী এবং বহু লোকের কোন কাজ নাই। [There is a large pool of idle man-power and many are without jobs] এই সঙ্গে জমদীর্ঘদের মধ্যে বছরের ১৮ লক্ষ লোক নতুন যোগ দিতেছে। জলবিদ্যুৎ এবং সেচের ক্ষত্র দেশের জলসম্পদ, কয়লা, লোহা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য জল, উর্বর জমি এবং সুবাদি পণ্ড ঘণ্টে রহিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এই সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষত্র এই সমস্ত সম্পদ কাজে লাগানোই প্রানের উদ্দেশ্য।

অন্য অনেক দিক দিয়াই আমাদের অসুস্থ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিম্নতমতা আছে এবং গণবর্ষমোটের উপরও লোকের বিবাস আছে। এই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান এবং লক্ষ্যকমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেকার লোক এবং অস্বাস্থ্য সম্পদ কাজে লাগাইবার সুযোগ রহিয়াছে। আর্থিকভাবে

ক্ষেত্র ভারতের দপেট বুনাম আছে। কংগ্রেস হল এবং গবর্ণমেন্ট উভয়েই স্থির করিবার চেষ্টা, সোশালিস্ট দাঁড়ে অর্থনৈতিক উন্নতির সময় আসিবারে।

সুতরাং দ্বিতীয় পাঠ্যপালা মান নিম্নলিখিত উপেক্ষা লইয়া প্রস্তুত হইতেছে :

(১) পাবলিক সেক্টরের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব বাড়াইয়া জাতীয় অর্থনীতির ক্ষত উন্নতি সাধন ও এই ভাবে সোশালিস্ট প্যাটার্নের সমাজের দিকে পথক্ষেপ।

(২) উৎপাদক জগৎ নির্মাণের ক্ষত্র বৃহৎ পিঙ্গ প্রসার, যাতে দেশের আর্থিক স্বাধীনতার বনিয়াদ বৃদ্ধি হয়। [To develop basic heavy industries for the manufacture of producer goods to strengthen the foundation of economic independence.]

(৩) বন্যাসম্পদ কুটীর এবং হস্তচালিত শিল্পের দ্বারা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন ; এবং এই সব মিনিম বিক্রয়ের ক্ষত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

(৪) নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন কুটীর-শিল্পের সহিত বৃহৎ কারখানা বাহাতে প্রতিযোগিতা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কারখানার উন্নতি সাধন।

(৫) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি : ভূমি সংস্কার, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামের লোকের আর বৃদ্ধিতে উৎসাহবানের ক্ষত্র প্রারম্ভ রূপে চাষী-মালিকের মধ্যে জমি বন্টন।

(৬) বিশেষ ভাবে কৃষিজন্মের ক্ষত্র ভাল বাড়ী, ভাল চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ দান।

(৭) কল বৎসরের মধ্যে বহু শিল্প সম্ভব বেকার সমস্যার উচ্ছেদ।

(৮) এই সব ব্যবস্থার সাহায্যে মানের সমস্যার মধ্যে জাতীয় আর শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং আরের অবিকল্পিত প্রারম্ভ বন্টন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মূল কর্তব্যবৃত্তি হইবে পাবলিক সেক্টরের বৃহৎ পিঙ্গ লব্ধি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ প্রসারের অর্থব্যয়ের দ্বারা লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ; ইহার ক্ষত্র নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। উহার উৎপাদন ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হইবে যাতে ইনফ্লেশন না আসে। মান এমনই হইবে এই যে চাহিদা যেমন পরিকল্পিতভাবে বাড়িবে সম্ভব হইবে তেমনই পরিকল্পিতভাবে বাড়িবে এবং উত্তরে মিনিম দেশের অর্থনীতির উন্নতি সমগ্রভাবে হইবে।

বৃহৎ পিঙ্গ :—শেষ পর্যন্ত শিল্পের অগ্রগতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি কল্যাণ, বিদ্যা, দোহা ও ইন্দ্রিয়, ভারী যন্ত্রপাতি, মূল বাসায়নিক দ্রব্য এবং বৃহৎ শিল্পের উপর সাধারণভাবে নির্ভর করিবে ; কারণ এইগুলির সাহায্যেই মূলধন সঞ্চারনের ক্ষমতা বাড়িবে।

একটা দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মূল বস্ত্র সম্বন্ধে পরনির্ভরশীলতা বেন বন্যাসম্পদ শীঘ্র দূর করা যায়। বিশেষ হইতে মূল জরাজীর্ণ আনিতে গেলেও মূলধন সঞ্চারন বাণিজ্যে হয় ; ইহার উন্নতি হইলে এই বাণিজ্য দূর হইবে। সুতরাং বৃহৎ শিল্পগতিক বন্যাসম্পদ ক্ষত্র বাড়াইয়া বাইতে হইবে। [The heavy industries must, therefore, be expanded with all possible speed.]

নতুন উৎপাদকজগৎ নির্মাণের কারখানা কেবলমাত্র পাবলিক সেক্টরে হইবে। পিচেন্ট, কেমিকেল প্রভৃতি মূলশিল্পক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর এখন যেমন আছে তেমনভাবে চলিতে থাকিবে।

বড় কারখানার মূলধন অনেক বেশী লাগিবে, বেকার সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া ঐগুলি বিশেষ উপযোগী হইবে না। এই সব কারখানার দ্বারা কাজ করিবে তাহাদের অনেক মিনিমের চাহিদা বাড়িবে এবং এইসব কারখানা তাহা সম্ভব হইতে পারিবে না।

কুটীর-শিল্প :—ক্রয়ক্ষমতা বাড়িলে নিত্যব্যবহার্য জব্যের চাহিদা বাড়িবে, যদ্যপিও কুটীর শিল্প বৃদ্ধির দ্বারা তাহা সন্তোষজনক করিতে হইবে। ইহাতে পুৰ্ব তাত্ত্বাত্ত্বিক দৈর্ঘ্যের সর্বত্র কর্তব্যসম্মান বাড়িতে থাকিবে। রাস্তা, বাড়ী, সেতুর খাল, যন্ত্রানিগ্রহণের কাজ প্রভৃতিতে হাতের কাজ অনেক বাড়িবে ইহাতে অনেকের কর্তব্য সংস্থান হইবে এবং নিত্য ব্যবহার্য জব্যের চাহিদাও বাড়িবে। কুটীর শিল্পজাত নিত্যব্যবহার্য বিক্রয়যোগ্য জব্য যত বাড়তি হইবে, ততই শিল্পে লব্ধি টাকা আনিবার সম্ভাবনাও ততই বাড়িবে, ইনফ্রেশনের ভয় থাকিবে না। কুটীর শিল্প এবং রাস্তাঘাট, একসঙ্গে বাড়িতে থাকিলে গড় জাতীয় বার ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। ইহাতে বহিঃপ্রদেশের মধ্যেই কর্তব্যসম্মান বাড়িবে এবং গড় আয় বৈশিষ্ট্য ভাগ তাহাদের পক্ষেই হইবে।

কারখানায় নিত্যব্যবহার্য জব্য উৎপাদন :—কারখানায় নিত্যব্যবহার্য জব্য উৎপাদন করিতে গেলে প্রতি শ্রমিকের শিফনে অনেক মূলধন লাগিবে এবং বহু ক্ষেত্রে উহা কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। যতদিন বেকার সমস্যা দূর না হয় অথবা নিগ্রহণের মধ্যে না আসে, ততদিন কারখানাকে কুটীর-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইবে না। খেলব নিত্য ব্যবহার্য জব্যের কারখানায় টাকা লম্বা করিলে ঐ দিনিষের কুটীর শিল্পজাত উৎপাদন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই সব কারখানায় টাকা খাটাইবার অসম্ভবতা দেখা হইবে না।

বেসর ক্ষেত্রে কুটীর শিল্পের সহিত কারখানার প্রতিযোগিতা নাই দেখানে এখনই কারখানা বাড়াইতে দেওয়া হইবে। যেমন ঔষধ। বৈজ্ঞানিক সূত্রা মর্জনের ক্ষত বস্তু নী পণ্যের কারখানাতেও টাকা খাটাইতে দেওয়া হইবে।

এ কথা স্বীকার্য যে কারখানায় উৎপন্ন একই বস্তু দিনিষের চেয়ে কুটীরে তৈরি দিনিষের দাম বেশী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনমুত্রে কারখানার তৈরি দিনিষের উপর আবগারী শুদ্ধ বসাইয়া উভয়ের দাম সমান করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাপক বেকারী সমস্যা একবার দূর হইয়া গেলে কুটীর-শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা সত্ত্বে বিদ্যুৎ এবং ছোট ঘেলিন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে জনপ্রতি উৎপাদন বাড়িবে এবং সমগ্রভাবে পণ্যোৎপাদন বাড়িবে। এই সমস্ত বস্তু আনিবে তখন কারখানার তৈরি নিত্য-ব্যবহার্য জব্যের উৎপাদনও বাড়িবে।

কৃষি :—সমির পরিমাণ সম্বন্ধে যে মূলনীতি স্থির হইয়াছে তাহা অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে যদ্যপিও ঈষৎ প্রমোদের নিকট জরি বিলি করিতে হইবে এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছে ইহাতে তাহা যোঝা যাইবে। ইহাতে কৃষি উৎপাদন বাড়িবে, শিল্প ও কুটীরশিল্প বিক্রয়েরও সুযোগ বাড়িবে। জাতীয় আয়ের যে পরিমাণ বিলাস জব্যে ব্যয়িত হয় তাহারও একাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে এবং বাহ্যিকের আয় পুৰ্ব কম তাহাদের আয়বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে।

প্রাচ্যের জীবনব্যবহার ক্ষমতা উন্নতি সাধনে জ্ঞানদান প্রভৃতিগুলি সার্ভিস ব্লক এবং কনসিটি প্রকল্পে সাহায্য করিবে।

খাদ্য এবং কাঁচামাল উৎপাদনে সর্বত্রই বৃদ্ধি হইবে বলিয়া পুৰ্ব তাত্ত্বাত্ত্বিক ট্রেড ব্যাক গঠন করিতে হইবে কুটীরশিল্পে সাহায্যদানের ক্ষমতা একই অথবা অসুস্থ বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে বাহ্যতে তাহার টাকা, কাঁচামাল ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পায়। সরকারের প্রত্যেক সমর্থনে অথবা পরোক্ষ সমর্থন সমিতির দ্বারা ইহা করিতে হইবে।

কেন্দ্রমন্ত্রী বাণেশ্বর কালবির পরিচালন বাড়াইলেই যথেষ্ট হইবে না। সুষ্ঠুকার খাত দিতে হইবে; তার অল্প ভাল, সস্তা, তৃণ, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

স্বাস্থ্য :—স্বাস্থ্যের উন্নতি পূর্ব ভাড়াভাড়া করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে জাতীয় স্বাস্থ্য সার্ভিস গড়িয়া তুলিতে হইবে। কয়েকটি গ্রাম নিয়া একজন বেতনভোগী স্বাস্থ্য এগিলস্টাণ্ট থাকিবেন, তিনি উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কাজ করিবেন। সহরাকলেও ডিসপেন্সারি এবং হাসপাতাল এবং ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়াইতে হইবে।

শিক্ষা :—অক্ষরজ্ঞান এবং শিক্ষকের বেতন বাড়াইতে হইবে। সর্বোত্তম শিক্ষাব্যবস্থা ভাল করিতে হইবে। যোগ্যী ছাত্রছাত্রীরা, আভির্ঘণ এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশে, বাহ্যতে উচ্চতম শিক্ষালাভ করিতে পারে তার অল্প ভদ্রাভদ্রা যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত বাদস্থান এবং শিক্ষার ব্যয় বহনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণ :—কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমা এবং প্রতিভেন্ট ফাণ্ড দ্বারা প্রকৃতি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াইতে হইবে। বেকারদের অল্প সহরে ট্রেনিং কেন্দ্র রাখিতে হইবে; সেখানে তাহারা কাজ করিলে দিনমজুরী পাইবে এবং কাজের সন্ধান মিলিলেই কাজ হেওয়া হইবে। শিশু, স্ত্রীলোক, শিশু অপরাধী, অন্ধ, মূকবধির প্রকৃতি এবং বয়স ও অর্থবর্ষের ভিত্তি বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

খেলা ও সংস্কৃতি :—খেলাধুলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক যেতার কর্মসূচী ও দিনেমা, সাহিত্য, নবীত, নাটক, চলিতকলা প্রভৃতিতে অদিকতর পরিমাণে সাহায্যকান করা হইবে।

গৃহনির্মাণ :—বিশেষভাবে সহরাকলে শ্রমিক ও চরিত্রের ভিত্তি গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। গৃহনির্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, খেলাধুলা, সংস্কৃতিভিত্তি প্রকৃতিতে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা বাহ্যতে স্ট্রীটলিট মেরকণ্ড উৎপাদনে সাহায্য করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উৎপাদক এবং ভোগ্য প্রণয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভাগ, করণা দেও বানবাহন প্রকৃতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পণ্য বাটতি হইয়া যখনই ইনফ্লেশন না আসে তখন প্রয়োজনানুযায়িত পণ্য উৎপাদ হইয়া বাহ্যতে মূল্য হ্রাস না ঘটে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রাণি-এর উদ্দেশ্য। যখনই খেদা বাইবে মিনিমের হার কমিতেছে তখনই সরকারী খরচ বাড়াইয়া লোকের হাতে বেশী টাকা দেওয়া হইবে বাহ্যতে বাড়তি পণ্যের ক্ষেত্র সৃষ্টির ব্যয় এবং মূল্যহ্রাস বাধ্যপ্রাপ্ত হয়।

অর্থস্বায় সমর ফসলের বাটতি বাহ্যতে না আসে তার অল্প পর্যবেক্ষণে খাত এবং কাঁচামাল শুদ্ধায়জ্ঞাত করিয়া রাখিবেন। ইহাতে অর্থস্বায় সমর মূল্য হ্রাস উইটাই ঠেকানো বাইবে। ইহাতে চাবীর একটা নিয়ন্ত্রণ আর স্থির থাকিবে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার উৎসাহ আসিবে এবং গ্রামে কৃষক ও সহরে শ্রমিক উভয়েই উপকার হইবে।

খাত, বস্ত্র এবং অল্প নিত্যব্যবহার্য প্রণয় বাহ্যতে বেশন করিতে না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

টেকনিক্যাল শিক্ষা :—সাহসের সঙ্গে বড় প্রকল্পে হাত দিতে গেলে টেকনিক্যাল শিক্ষা বাড়াইতে হইবে। সর্বোত্তম টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক বাড়াইবার অল্প টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিক্যাল গবেষণা বাড়াইতে হইবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তেল এবং অগ্ন্যস্ত বনিম্য উৎসের অহলসন্ধান করিতে হইবে।

সরকারী সেতোর বৃত্তি :—১৯৪৭ সালের শিল্পনীতির যে বাধ্যতা ১৯৪৭ সালে করা হইয়াছে তদনুসারে সরকারী সেতোর মূল শিল্প স্থাপন ও উন্নয়ন করা হইবে। জাতীয় অর্থনীতির অল্প প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের উৎপাদন-কারক গবর্ণমেন্ট সরকারী সেতোর প্রদান করিতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক পাটাতনের চিকিৎসার হইতে হইলে ব্যক্তিগত সেতোর অপেক্ষা সরকারী সেতোরের কাজ ক্ষুদ্রতর করিতে হইবে। সড়ী, এবং জাতীয় উন্নতির অল্প যে বিরাট মূলধন প্রয়োজন হইবে এবং প্রান কার্যে পরিণত করিতে হইলে বাহা আবশ্যক হইবে, তাহা সংগ্রহের অল্প গবর্ণমেন্টকে বাহা, বীমা এবং কোন পণ্যের বৈজ্ঞানিক বা আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভাব নিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত সেতোর অর্থিক হইয়াও প্রেক্ষিতের কার্যকলাপ ও বাধ্যতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

ব্যক্তিগত সেতোর :—জনগণাধিপতির অধিকাংশ কৃষি এবং কুটীরশিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিবে এবং এইটাই হইবে প্রধান ব্যক্তিগত সেতোর।

পরিচালিতভাবে চাহিদা যেমন বাড়িবে তেমনি পরিচালিতভাবে উৎপাদনও বাড়িয়া চলিবে, এইকল্প ব্যক্তিগত সেতোরকেও সমগ্রভাবে প্রান মানিয়া চলিতে হইবে। ব্যক্তিগত সেতোরকে প্রান অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা, কাঁচামাল এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হইবে।

ব্যক্তিগত সেতোরের লাভের টাকা বাহাতে সরকারের উচ্চাঘাত পূর্ণে ব্যয়িত হয় তাহ অল্প টাকার মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা সুযোগ দেওয়া হইবে।

ব্যক্তিগত সেতোর বাহা কাজ করিবে তাহাদের কাজের অনিশ্চয়তা এবং কৃষি করিয়া বাইবে, কারণ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতিতে চাহিদা বাড়িতেই থাকিবে এবং সেই সঙ্গে বিক্রয়ের সুযোগ ও নিশ্চয়তাও বাড়িয়া চলিবে।

টাকা ও বৈজ্ঞানিক মুদ্রা :—দ্বিতীয় স্তরের অল্প অনেক টাকা দরকার হইবে। টোলিং ব্যাংকাল এবং বৈজ্ঞানিক দ্রব্য বা সাধারণতঃ অল্প টাকা আনিবে, যেখান ভাগ অর্থলগ্ন্যন কেন্দ্রেই করিতে হইবে। টাকার শক্তি এমন করিতে হইবে বাহাতে জাতীয় আর্থগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা টাকা আলাদা হইয়া বাইবে এবং উহা সমাজকল্যাণ ও সরকারী সেতোর বৃত্তিতে খাটানো হইবে। বিদ্যুৎ ও বানিজ্য সরকারী সেতোর আনিয়াও টাকা তোলা হইবে।

উৎপাদন বৃত্তিতে সহায়তা করিবার অল্প যেটুকু ডেফিনিসিট ফিন্যান্স দরকার তাহা এমনভাবে করা হইবে বাহাতে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য স্থায়ী এবং সর্বগ্রামী বেশনের যথোপযুক্ত না আসে।

বিলাস দ্রব্যের ব্যবহারের উপর চড়া হারে আবগারী টাক্স বসানো হইবে। সম্পত্তি এবং অল্প আয়ের টাকার উপর টাক্স বসাইয়া আয়ের সমতা বক্ষা করা হইবে। টাকা তুলিবার এবং বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের সমতা বৃত্তির অল্প আবগারী টাক্সের সাহায্য নেওয়া হইবে।

মিলের জিনিষ বাহাতে কুটীরশিল্পের জিনিষের সহিত দ্রব্য কদাইবার প্রতিযোগিতার তাহাকে খসে না করিতে পারে তাহ অল্প মিলের জিনিষের উপর এমনভাবে আবগারী টাক্স চাশানো হইবে যে উহার দ্রব্য কুটীরশিল্পের দ্রব্যের চেয়ে কম না হয়।

বস্তানী বৃত্তির চেষ্টা করা হইবে; অগ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য আমদানীর উপর অত্যন্ত চড়া আমদানী শুল্ক চাশাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে বৈজ্ঞানিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ হইয়া উহা ক্ষয়ী কালে লাগিতে পারিবে।

(৩) উৎপাদনের টার্গেট

টার্গেট যে সব বিষয় করা হইয়াছে তাহা অস্বাভাবিক। যে পরিমাণ তথ্য পাওয়া গিয়াছে

তাহারই উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োজন এবং উৎপাদনের হিসাব স্থির করা হইয়াছে। শতের লাভ হইতেছে প্রেক্ষেতি হিসাবে লুভ্যগ্রন্থ হিসাব নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় রচনাকলা করা বাহাতে দেশের আর্থিক সম্পদ ও শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। এই সমতা সময়ের দিক দিয়াও বাহাতে ঠিক থাকে তাহাও দেখিতে হইবে, যেন স্রান কার্যকরী করিতে গিয়া কোন জায়গায় কাজ না আটকাইয়া যায়।

বিদ্যুৎ—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে একটি প্রধান সংযোগ হইতেছে জনস্বিকল্পিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। গ্রাম গ্রামে যে সব জনবিভাগ উৎপাদন কেন্দ্র হইয়াছে সেগুলিকে দ্বিতীয় স্রানে আনয়ন বাড়াইতে হইবে। কলকাতার বিদ্যুৎ ও জনবিভাগ ট্রেনগুলি এমনভাবে খ্রিষ্ট শতাব্দিতে ছুট করিয়া দিতে হইবে বাহাতে শাশাপ কল্যাণ ও লিগনাইট প্রকৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে ভাল হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার-কারী শিল্পের (এলুমিনিয়াম, অল্প বাতু মিশ্রিত ইস্পাত প্রকৃতি) উৎপাদন বাড়িবে। শেষ পর্যন্ত সারা ভারতে একটি জুগার-খ্রিষ্ট তৈরির কথাও মনে রাখিতে হইবে। ছোট নগর ও গ্রামাঞ্চলের মজ জনবিভাগ ও ডিজেল ইঞ্জিন কর্তৃক উৎপন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ছোট ছোট কেন্দ্র করিয়া জরুরী চাহিদা মিটাইতে হইবে। ছোট এবং কুটীর-শিল্প, মলকুণ প্রকৃতিতে বিদ্যুতের দ্রুত বাড়াইতে হইবে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির আগে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ কিলোওয়াট, ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৬০ লক্ষ কিলোওয়াট করিতে হইবে অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইতে হইবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষমতাও বাড়াইয়া দিতে হইবে।

কয়লা—কয়লা উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৭০ লক্ষ টন, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বাড়াইয়া ৮ কোটি টন করিতে হইবে অর্থাৎ ৬২ শতাংশ বাড়াইতে হইবে। এ কাজ কঠিন তবে অসম্ভব নয়। আমদানির কোটিং কয়লা অর্থাৎ উচ্চতরের কয়লার পরিমাণ কম এবং উহার অপচয় পূর্ব বেশী হইতেছে। এই কয়লা অপচয় বন্ধ করিয়া উহা সার্বকালের জন্য পর্যাপ্তমতে আহরণে ব্যবস্থা অমলময় করিতে হইবে।

কৃত্রিম পেট্রোল—ভারতের নিজস্ব পেট্রোল খুব কম, অবিকার্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল আমদানী করিতে হয়। দেশের কোথায় কোথায় পেট্রোল আছে তাহা খুঁজিবার আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই দেশে দ্বিতীয় স্রানের মধ্যে ৩ লক্ষ টনের একটি কৃত্রিম পেট্রোল কারখানা বসাইতে হইবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়কারী উৎপাদন বাড়াইলেই চলিবে। এই কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বাণিজ্যিক ব্যবসার কারখানাও বসানো যাইবে।

ইস্পাত—ভারতবর্ষে লোহাশাখের প্রচুর আছে ; ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির একটি প্রকাণ্ড অঙ্গ। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদন কমতা ৬০ লক্ষ টন এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টন করিতে হইবে। ১৯৬১ সাল হইতে ইস্পাত উৎপাদন কমতা বাহাতেই ৭৫ লক্ষ টন হিসাবে বাড়িতে থাকে, দ্বিতীয় স্রানের মধ্যে তার বনিয়াদ তৈরি করিতে হইবে। ইহার মজ ভারী বস্তুগুলির উৎপাদন এবং ইস্পাত সম্পর্কিত গবেষণা বৃদ্ধি করিবে। ইস্পাত উৎপাদন বাড়িলে ইস্পাতের জিনিষ এবং সর্জনপ্রকার বস্তুগুলি তৈরি করার কারখানা স্থাপনের বনিয়াদ পল্ল হইবে, বাড়ী-ঘর পূর্ণ প্রকৃতি নির্মাণ এবং রেলপথ বিস্তারে সহায়তা হইবে। প্রয়োজন হইলে আমদানির প্রতিবেশী দেশগুলিকে ইস্পাতের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইস্পাত বণ্টনীও করা যাইবে।

এলুমিনিয়াম—ভারতবর্ষে গড়ব বস্তু হইতে বা এলুমিনিয়াম পাণ্ডা আছে। তাহার ব্যবহার

খুব কমিমা সিদ্ধান্তে, অবিক্রমণে তাহা আত্মদানী হই বিবেচন হইতে। তাহার স্থান গ্রহণের ক্ষমতা এলুমিনিয়ামের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। বিজ্ঞানের প্রসার করিতে হইলে এলুমিনিয়াম চাই। অতঃপর বিজ্ঞান উৎপাদন রুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলুমিনিয়াম উৎপাদনও বাড়াইয়া চলিতে হইবে। বর্তমানে এলুমিনিয়াম উৎপাদন হই ৪ হাজার টন, উহা বাড়াইয়া ৪০ হাজার টন করিতে হইবে। এইমাত্র এক বা একাধিক এলুমিনিয়াম কারখানা স্থান করিতে হইবে এবং উহা হইবে বাস্তবিক কারখানা।

ম্যাকানিজ পাথর—ম্যাকানিজ পাথর উৎপাদন বাড়াইতে হইবে এবং কতটা পাথর রপ্তানীর আগে ফেরো-ম্যাকানিজ পণ্যের ক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে রপ্তানী ম্যাকানিজের ভাল দাম পাওয়া যাইবে।

সিমেন্ট—সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ এখন আছে ৪৮ লক্ষ টন; দ্বিতীয় দ্বিতীয় উহা দ্বিতীয়েরও বেশী বাড়াইয়া এক কোটি টন করিতে হইবে। সেই অংশে বাড়ী তৈরির অত্যন্ত সরঞ্জাম উৎপাদনও বাড়াইয়া চলিতে হইবে, যাহাতে গৃহনির্মাণে যথেষ্ট অভাবে বাধা দৃষ্টি না হয়।

সার—রাসায়নিক সার উৎপাদন তিনগুণ বাড়াইতে হইবে; তার ক্ষমতা সিমেন্ট সমান তিনটি কারখানা বসাইতে হইবে।

পেচ ব্যবস্থা রুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার উৎপাদনও বাড়াইয়া চলিতে হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে কৃষি পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

মূল রাসায়নিক জব্য—১৯৫৩-৫৪ সালে সালফিউরিক এসিড, সোডা এবং কৃত্রিম সোডা যে পরিমাণ উৎপাদন হইয়াছে ১৯১০-১১ সালে চারগুণ বাড়াইতে হইবে।

বৃহৎ যন্ত্রপাতি—শিল্প প্রসারের ক্ষমতা যে সব মোহাৰ মিনিম ও বহু দরকার তাহা দেশেই তৈরী করিতে হইবে। বছরে ৭৫ লক্ষ টন ইম্পাত তৈরির কারখানা বসাইতে হইতে এখন আমদানীর ৪০ হইতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়পাতি আত্মদানী করিতে হয়। উৎপাদক জব্য নির্মাণের উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার স্থাপনের ক্ষমতা ১৫ কোটি টাকা লম্বার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান উৎপাদনের ক্ষমতা যে সব বড় যন্ত্রপাতি দরকার তার কারখানা স্থাপনের ক্ষমতা ৪০ কোটি টাকা লম্বার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাপড় প্রস্তুতি ভোগ্য জব্য তৈরীর বহু উৎপাদন দ্বিতীয় বাড়াইতে হইবে, তার ক্ষমতা ৫০ কোটি টাকা লম্বার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* অর্থনীতিতে পণ্য জব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—উৎপাদক জব্য ও ভোগ্য জব্য। ঐক্য টাকু প্রস্তুতি উৎপাদক জব্য, কাপড় ভোগ্য জব্য। যে জব্য আমদানী প্রত্যেকভাবে ব্যবহার না করিয়া উহা তৈরিতে কাৰে লাগাই তাহা উৎপাদক জব্য। ঘোটের গাড়ী বা রেলের ইঞ্জিনে একটা ইম্পাতের পাতকে প্রয়োজনীয় ছাঁচে বাকাইয়া নিতে হয়। ইহাকে বলে ইম্পাত কাটিং। এটা এখনও আমদানীর দ্বারা হয় না। বাক প্রস্তুতি নির্মাণের ইম্পাতকে নানা ছাঁচে বাকাইয়া ও ছিন্ন করিয়া নিতে হয়, তাহাকে বলে ফেক্রিকটিং। এটারও অনেকটা আমদানীর দ্বারা হয় না। যে সব কারখানার কাপড়, ছতা, সাবান প্রস্তুতি ভোগ্য জব্য তৈরির ক্ষমতা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত হয় তাহাকে বলে উৎপাদক জব্য নির্মাণের কারখানা। কাপড় ভোগ্যজব্য, ঐক্য ও টাকু উৎপাদক জব্য ঐক্য ও টাকু তৈরির কারখানা উৎপাদক জব্য নির্মাণ কারখানা।] ৭৫ লক্ষ টন ইম্পাত তৈরির কারখানা স্থাপনের ক্ষমতা প্রস্তুতি বৎসর যে সব যন্ত্রপাতি লাগিবে অবিলম্বে তাহার কারখানা স্থাপন করিতে হইবে।

হেলের গাড়ী ও ইঞ্জিন নির্গণ যত্নে ১০০ হটতে বাড়াইয়া ৪০০, মালগাড়ী ৭০০০ হটতে ২০,০০০ এবং যাত্রীগাড়ী ৮০০ হটতে ২০০০ করিতে হইবে।

চট বস্ত্র—চট ও বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান কারখানাগুলিতে যে বাবদ্য আছে ১২০০০১ সালের মধ্যে তাহা বাহাতে সম্পূর্ণরূপে কাপে লাগানো হয় তাহা দেখিতে হইবে।

কাথোনায় তৈরি ভোগ্যদ্রব্য—কারখানায় তৈরি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে বাহাতে উহার কুটীরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারে।

সূতী কাপড়—১২৬০-৬১ সালের মধ্যে কাপড় উৎপাদন বৎসরে ৪৪০ কোটি গজ করিতে হইবে। অতিরিক্ত কাপড় রপ্তানী করা হইবে। হেলের অধিনষ্ট চাহিদা হাতের তাঁত হইতে মিটাইতে হইবে। গরম কাপড়—গরম কাপড় উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়াইতে হইবে।

চিনি ও তেল—চিনি উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়াইয়া ২১ লক্ষ টন করিতে হইবে। উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বাড়াইবার প্রয়োজন হইবে।

কাগজ, সাইকেল, সেলাইয়ের কল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—ইহাদের উৎপাদন শতকরা ৪০ হইতে ১০০ ভাগ বাড়াইতে হইবে অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে।

হাতে তৈরি ভোগ্যদ্রব্য—চাহিদা মিটাইবার ক্ষমতা হাতে তৈরি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বাড়াইবার লক্ষ্য প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাফি ও তাঁতের কাপড় ১২৬০-৬১ সালে এই দুইয়ের উৎপাদন ছিল ১২০ কোটি গজ, উহা বাড়াইয়া ৩২০ কোটি গজ করিতে হইবে। অস্ত্র হাতের তৈরি যন্ত্রের উৎপাদন শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ বাড়াইতে হইবে।

কৃষি ও সর্বাঙ্গীণ জীবিকা—খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২৫০-৫১ সালের ৪০ কোটি ৬০ লক্ষ টন হইতে ১২৬০-৬১ সালে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টন করিতে হইবে। ভল উৎপাদন ১ কোটি টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন করিতে হইবে। ইহাতে লোকে আর একটু বেশী পরিমাণে খাদ্যের সুযোগ পাইবে।

তুলা—তুলা উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বাড়াইয়া ৪৮ লক্ষ গাইট করিতে হইবে বাহাতে ১২৬০-৬১ সালে তুলা আমদানী প্রভূত পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া যায়।

দুধ—দুধের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িতে হইবে।

লেড—সেডের এলাকা ৭ কোটি হইতে ১০ কোটি একর করিতে হইবে।

ভারত সেবক সমাজ ও কমুনিটি প্রজেক্ট—কৃষি এবং কুটীরশিল্পের দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা নানাবিধ সংগঠন ও অধ্যয়ন দ্বারা হইবে। ভারতে সেবক সমাজ ইহাতে পুঁজ সাহায্য করিতে পারিবে। গ্রামের লোকের দিকে উহা বাহাতে বেশবাপ্তি হয় তাহা দেখিতে হইবে।

বানবাহন—রেল লাইন ৩০০০ মাইল বাড়াইতে হইবে (শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি) যাত্রী ও মালবহন শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। আন্তঃ প্রাদেশিক রাস্তা ১২,৫০০ মাইল হইতে ১৭,৫০০ মাইল (শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি) এবং প্রাদেশিক রাস্তা ২০ হাজার হইতে ৩৫ হাজার মাইল (৭৫ ভাগ বৃদ্ধি) করিতে হইবে। জাহাজে মালবহন ৫২৫,০০০ টন (১২৫-৫৪) সালে) হইতে ১৫ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ১৮৫ ভাগ বাড়াইতে হইবে।

শিক্ষা—৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স ছাত্রসংখ্যা ১,৫৫-১৬ সালের ২ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া ১২৬০ সালে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ করিতে হইবে।

টেকনিক্যাল শিক্ষা—উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়াইতে হইবে।

স্বাস্থ্য—হাসপাতালে বেডসংখ্যা ১৯৪৩ সালের ১,১২,০০০ হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ২,০৫,০০০ করিতেই হইবে। ডাক্তারের সংখ্যা ১৯৪৩-৪৪ সালের ৬৫ হাজার হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ৯০ হাজার করিতে হইবে।

জুনিয়ার ও সিনিয়র এই দুই প্রকার স্বাস্থ্য এলিমেন্টারী স্থাপিত করিতে হইবে। ইহারা দুই এবং চার বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত করিবে। বশটি গ্রামের একটি গ্রুপ নিরা একজন জুনিয়ার এবং এইচপ পাচটি গ্রুপ নিরা একজন সিনিয়র স্বাস্থ্য এলিমেন্টারী থাকিবে। গ্রামের মধ্যে সমস্ত গ্রাম্য এলাকা বাহাতে এই ক্রীমের মধ্যে আসে তাহা করিতে হইবে।

সহরের বাড়ী—দ্বিতীয় মানের মধ্যে বাহাতে আরও ২০ লক্ষ পরিবার বাড়ী পাইতে পারে তার লক্ষ সহরের বাড়ী তৈরি বাড়াইতে হইবে।

লম্বী ও উন্নয়ন

লম্বীর পরিমাণ—নীচের তালিকার মোটামুটিভাবে লম্বীর পরিমাণ দেওয়া হইতেছে—

	কোটি টাকা			
সেক্টর	পাবলিক	গ্রাইডেট	মোট	শতাংশ
বিদ্যা	৪৫০	৫০	৫০০	৮২
শিল্প	১০০০	৪০০	১৪০০	২৫
মানবাহন ও যোগাযোগ	৮৫০	৫০	৯০০	১৬.১
কৃষি ও সেচ	৭৫০	২০০	৯৫০	১৭.১
নির্মাণ কার্য	২৫০	১১০০	১৩৫০	২৪
টক	১০০	৪০০	৫০০	৮.৩
	৩৪০০	২২০০	৫৬০০	১০০

বিদ্যা বলিতে করলাভাত বিদ্যা এবং মলবিদ্যা উভয়ই বুঝাইবে। শিল্পের মধ্যে কুটীরশিল্প ও হস্তচালিত শিল্প ধরা হইয়াছে। নির্মাণ কার্যের মধ্যে বসতবাড়ী, স্কুল, হাসপাতাল এবং সরকারী বাড়ী নির্মাণ ধরা হইয়াছে।

নিখুঁতভাবে তুলনা করা যায় এমন হিসাবে প্রথম মানে ধরা হয় নাই। তবে পাবলিক সেক্টরে মোটামুটি ১৬০০ হইতে ১৭০০ কোটি টাকা এবং গ্রাইডেট সেক্টরেও প্রায় ঐ পরিমাণ ধরা হইয়াছিল। সেক্টরের মারকম এই লম্বী অথবা নীট মূলধন সংগঠন দ্বিতীয় মানে প্রথম মানের বিত্ত হইয়াছে, সেক্টরের বরাদ্দ ৪২ শতাংশ বাড়িয়াছে।

শিল্প হিসাবে বরাদ্দ—গুরুত্বপূর্ণ কোন শিল্পে কত টাকা লম্বী হইবে তাহার হিসাব—

শিল্প	কোটি টাকা	শতাংশ
লোহা ও ইস্পাত	৪২৫	৫২.৪
রাসায়নিক গেষ্টল	৮০	৫.৭
ডারী ধর—		
(ক) ইস্পাতের	১৫০	১০.৭
(খ) বৈদ্যুতিকের	৪০	২.৩
(গ) ভোগ্য দ্রব্যের	৫০	৩.৬
সিমেন্ট, কেমিকেল ইত্যাদি	১০০	৭.১
বর্তমান সরকারী কারখানা	৫০	৩.৬
এলুমিনিয়াম	৩০	২.১
খনিজ দ্রব্য	৭৫	৫.৪
সার	১০০	৭.১
ভোগ্যদ্রব্যের কারখানা	১০০	৭.১
পারিবারিক ও হস্তচালিত শিল্প	২০০	১৬.৩
	১৪০০	১০০

লোহা ও ইস্পাতের বরাদ্দের মধ্যে বর্তমান কারখানাগুলির প্রসার, বাড়িরকেন্দ্রা, মধ্যপ্রদেশ এবং আর একটি নতুন কারখানা এবং কাউন্সিলের জুড়ে টালাই লোহা প্রকৃতি ধরা হইয়াছে।

কয়লাজাত বিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ কারখানায় যে সব ভারী বস্তু লাগে, যেমন টারবাইন, জেনারেটর, ইলেকট্রন, বিদ্যুৎ প্রেরণের সরঞ্জাম ইত্যাদি উৎপাদন করিতে হইবে।

পাবলিক সেক্টরে যে ভারী বস্তুর কারখানা স্থাপিত হইবে, ১৯৬০-৬১ সালে তাহাকে নতুন মূল্য লক্ষ টনের ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সরঞ্জামাদি ফেক্টরিতে পরিবার উপযুক্ত হইতে হইবে।

এম্বিনিয়াম কারখানা ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে এমন অবস্থায় আনিতে হইবে যাহাতে ঐ বস্তুর হইতে তামা আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

পলিথ্রেন, বিশেষভাবে তেল, কোথায় কি আছে তাহর স্থান করার জন্য জিএলজিকাল সার্ভিসে বাড়াইতে হইবে। এর জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

সার উৎপাদনের জন্য নিজস্ব সমান আর চারটি কারখানা বসাইবার জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পারিবারিক ও হস্তচালিত শিল্প—পারিবারিক ও হস্তচালিত শিল্প সম্প্রসারণের উপর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক দিতে হইবে। কারণ বেকার সমস্যা সমাধানের টাইম হইবে সবপ্রধান উপায়। বৃহৎ শিল্পে নির্মাণকাৰ এবং সমাজসেবা প্রকৃতিতে লব্ধীয় বস্তু যে অতিরিক্ত জরুরীতা বাড়িবে তার জন্য চাহিদাও বাড়িবে, সেই বাড়তি চাহিদার মাল যোগান দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব হইবে পারিবারিক ও হস্তচালিত শিল্পের। ইহার বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা বা বহুবে ৪০ কোটি বরাদ্দ হইয়াছে।

উন্নয়নের জন্য সরকারী খরচ—প্রথম এবং দ্বিতীয় দ্বান উভয়টিতেই লব্ধীয় সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে চলতি খরচেরও বরাদ্দ হইয়াছে।

(কোটি টাকার হিসাব) :—

	দ্বিতীয় দ্বান			প্রথম দ্বান
সেক্টর	লব্ধীয়	চলতি	মোট	মোট
বিদ্যুৎ	৪৫০	...	৪৫০	...
কৃষি, সেচ, গ্রামোন্নয়ন	১৫০	২০০	৩৫০	...
			১৪০০	২২০
শিল্প ও বনি	১০০০	১০০	১১০০	১৭৮
দানবাহন ও যোগাযোগ	৮৫০	১০০	৯৫০	৫৩৬
নির্মাণ কাৰ	২৫০	৪০০	৬৫০	৫৪৪
টক	১০০	...	১০০	...
			৪০০০	২২৪৮

পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রথম দ্বান অপেক্ষা দ্বিতীয় দ্বানে বিপুলের সাম্যত্ব কম।

খনি ও শিল্পের জন্য দ্বিতীয় দ্বানের বরাদ্দ প্রথম দ্বানের চেয়ে তের থেকে (১৭৮ কোটির ক্ষেত্রে ১১০০ কোটি) ; অত্যাধিক ৮-এর কারণে ২৮। অত্যন্ত কেন্দ্রে মোট বরাদ্দ বেশী ; কিন্তু আস্থনাতিক বরাদ্দ কম।

উন্নয়নের মোট ব্যয়—উপরোক্ত তালিকার উন্নয়নের চলতি খরচের বাহিরে আরও টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যথা—

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	মোট
উন্নয়নের বাহিরে			
(সাময়িক ও সিভিল শাসন ব্যয়)			
উন্নয়নের মধ্যে (ক) মানের অন্তর্ভুক্ত নহে	২০০	২২৫	৪২৫
(খ) মানের অন্তর্ভুক্ত	৬০০	১১০০	১৭০০
	৮০০	১৩২৫	২১২৫

সরকারের খরচ ১৯৫৫-৫৬ সালের ১৯২৫ হইতে ১৯৬০-৬১ সালে বাড়িয়া ২০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। উন্নয়নের খরচ এই সময়ের মধ্যে ৬০০ কোটি হইতে বাড়িয়া ১১০০ কোটি হইবে।

দ্বিতীয় মানের মধ্যে সরকারের মোট খরচ হইবে ৬৮০০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ৫৪০০ কোটি টাকা সাময়িক ও পাবারগ শাসন বিভাগ ব্যয় রাখিতে খরচ হইবে। উন্নয়নের মধ্যে যে টাকা খরচ হইবে তার ১১০০ কোটি মানের বাহিরে এবং ৫৭০০ কোটি মানের মধ্যে হইবে।

(৪) কর্মসংস্থান ও আয়

ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অধিকাংশ self-employed অথবা নিজের কাজ নিজে করে। (অপর্যায় কারখানার লোকে যখন মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে তখন তাহাকে বলা হয় শ্রমিক, যখন নিজের কাজ নিজে করে অর্থাৎ অপর্যায়ের দেওয়া মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে না তখন তাহাকে বলা হয় self employed)। ইহাতির অনেকেই যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে সক্ষম তাহার অনুরূপ কাজ পায় না, প্রতারা অনেকটা সময় তাহাদিগকে বেকার থাকিতে হয়। ইহারা বাহাতে আরও কাজ করিবার সুযোগ পায় এবং আয় বাড়াইতে পারে তার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সহরাকালে বহু লোক কর্মহীন রহিয়াছে এবং তাহারা কাজ চায়। ইহাদের ক্ষুদ্র নুতন কাজ দ্রুত করিতে হইবে। বহুদে আয়বাহার লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে, ইহার ৪০ শতাংশ কর্মকর্ম ধরিলে বার্ষিক ১৮ লক্ষ নুতন লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষুদ্র নুতন কাজের ব্যবস্থা করিয়া দাইতে হইবে। উৎপাদন, লবী এবং উন্নয়ন তিনিটি প্রোগ্রামে কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত ভাবে হইবে বলিয়া আশা করা যায়—

১৯৬০-৬১ সালে কর্মসংস্থানের পরিমাণ

	কোটি	কৃষি		
সেক্টর	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	লক্ষ	শতাংশ
কৃষি	১১.২৫	১১.১০	১৫	৪১
খনি ও কারখানা	৪.০	৫.৭	১৭	৪২
হুটারিয় ও নির্মাণকার্য	১.২০	১.৫০	০.০	২৫
সংযোগ, রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা	১.৬	২.০	৪	২৫
ব্যবসা, দানবাহন	১	১.২০	২.০	২০
শেখা, চাকুরী	১.৫০	১.৭০	২.৫	১৬
	১৫.২০	১৬.০০	১১০	৭

উৎপাদনের বে লক্ষ্য দ্বিগুণ করা হইয়াছে তাহাতে যদি আমরা পৌছিতে পারি তবে দ্বিতীয় মানের শেষে বেকার সমস্যা আরম্ভের মধ্যে আসিবে। শিল্পখণ্ড ক্ষুদ্র হইবে বলিয়া সবচেয়ে বেশী

কর্মসংস্থান বর্ধন ও কারখানার হইবে। জুটীর ও হস্তচালিত শিল্প, সংযোগ, বানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতিতে ২০ হইতে ২৫ শতাংশ এবং চাকুরি ও পেশার ১০ শতাংশ কর্মসংস্থান হইবে। দ্বিতীয় প্রানেও কৃষি হইতে লোক অল্পসংখ্যক টানিয়া লওয়া যুক্ত হইবে না, তবে কৃষিতে নূতন লোকের কর্মসংস্থানের অল্পপাত্র কমিয়া যাইবে। উহা ১৫ শতাংশ মাত্র হইবে।

১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যায়ন দ্বিবিধে দেশে নীট পণ্য উৎপাদনের মূল্য ১৯৫০-৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম মানের আরম্ভের বৎসরে হয় ২১২০ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে উহা বাড়িয়া হইবে আনুমানিক ১০,৩১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৪ বছরে ১১২০ কোটি টাকা অথবা ১২২ শতাংশ আর বাড়িবে। ইহা বার্ষিক ৩ শতাংশের সামান্ত বৈধি বৃদ্ধি। ১৯৫০-৫৪ সালে খুব ভাল ফসল প্রাপ্তি এই বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। আগে ফসলের পরিমাণ কমাইয়া ধরা হইত বলিয়া যে তুল হইত তাহার সংশোধনও এই বৃদ্ধির আর একটি কারণ। এই সব কারণ বাহ দিলে আর বৃদ্ধির নীট হার বৎসরে ১০ শতাংশ হইবে বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় প্রানে লব্ধি ও উন্নয়নের পরিমাণ প্রথম মানের দ্বিগুণ হইবে বলিয়া মোটামুটি মনে করা হইতে পারে। আর বৃদ্ধির হারও দ্বিগুণ বা বার্ষিক ৫ শতাংশ হইবে বলিয়া মনে করা যায়। লব্ধি এবং উন্নয়নের প্রোগ্রামের সেক্টার হিসাবে যে বিতরিত হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে এই অনুমান ঠিক বলিয়া মনে করা যায়। জাতীয় আর কতটা বাড়িবে তাহার আনুমানিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যে ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন পণ্য হইতে আর (পত কোটি টাকা)

সেক্টার	১৯৫০-৫১	১৯৫৪-৫৫	১৯৫০-৫১ শতাংশ বৃদ্ধি
কৃষি	৪১'২	৫২'৮	২৬'৪
বর্ধন ও কারখানা	৬'৯	৯'০	১১'০
জুটীশিল্প ও নির্মাণকার্য	৩'০	১০'২	১৪'০
সংযোগ, রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা	০'১	০'৬	৪'৫
ব্যবসা ও বানবাহন	১০'৪	১৪'১	১৮'৮
পেশা ও চাকুরি ইত্যাদি	১৫'৩	১৭'০	১১'৮
মোট	৯১'৯	১০৮'০	১৭'১
জনসংখ্যা	৩৫'৩	৪০'৫	১৪'৫
জনপ্রতি আর	২৫৯	২৬৫	২'৩

(৫) জলসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা

দ্বিতীয় মানের পাঁচবছরে শাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে ৫৬০০ কোটি টাকা লব্ধি হইবে। বছরে লেন্ডি লব্ধির পরিমাণ হইবে প্রায় ৭ শতাংশ; ১৯৫০-৫১ সালে উহাকে জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশে তুলিতে হইবে।

সমগ্রভাবে দ্বিতীয় মানের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সমবেত খরচ আনুমানিক ৩৮০০ কোটি টাকা হইবে। প্রানের বাহিরের খরচ ১৯৫৫-৫৬ সালের ৩২৫ কোটি টাকা হইতে দ্বিতীয় মানের পক্ষে ২০০ কোটি টাকা ক্রটিতে হইবে। প্রানের অভ্যন্তর খরচ ১৯৫১-৫২ সালের ৬০০ কোটি টাকা হইতে প্রানের পক্ষে ৩৬০ কোটি টাকার তুলিতে হইবে।

বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮'৫ শতাংশ ট্যাক্স এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে প্রায় ৫২০০ কোটি টাকা উঠিবে। জনসংখ্যা হইতে কণ তুলিয়া নিট ১০০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। (প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ৬৭ এবং ৪০০ কোটি টাকা বর দক্ষ হইতে উঠিবে)। রেলওয়ে এবং অভ্যন্তরিক হইতে ২০০ কোটি টাকা আদিয়ে থাকিলে তেঁপে ৬৪০০ কোটি টাকা তোলা যাইবে।

ইহাতে পাবলিক স্টোকেসের খরচে ২৫০০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। ৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বাকী ২০০০ কোটি টাকা ট্যাক্স বলাইয়া বা সরকারী ব্যবসায়ে লাভ করিয়া আনিতে হইবে। ১০০০ হইতে ১২০০ কোটি টাকার বেশী নোট ছাপানো হইবে না ইহা মনে রাখিতে হইবে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় হয়, উহা বাড়াইয়া ৯ হইতে ১০ শতাংশ করিতে হইবে। এই ভিত্তিতে বাজেটের অবস্থা পাড়াইবে এইরূপ—সরকারী বাজেট : ১৯৪১-৭ হইতে ১৯৬০-৬১ (কোটি টাকা)

	খরচ		আয়
প্রানের মধ্যে	৪৬০০	রাজস্ব	৪২০০
মানের বাহিরে	৪৪০০	দেশীয় ঋণ	১০০০
		রেল ও বিবিধ	২০০
		বৈদেশিক সাহায্য	৪০০
			৬৮০০
		অতিরিক্ত ট্যাক্স ও	
		সরকারী ব্যবসায়ে লাভ ৮০০-১০০০	
		নোট ছাপাই	১০০০-১২০০
	৮৮০০		৮৮০০

দ্বিতীয় প্রানে যে আয়গুলি হইবে তাহার আধিক্য বাড়িবে অল্প আয়ের লোকদের। মুহূর্ত নিম্নে লাভ হইতে সমর্থ লাগিবে। যে বৈদেশিক সাহায্য আশা করা গিয়াছে তারও সবটা না আসিতে পারে। এই মাত্র প্রানের বাহিরের খরচের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিবার এক প্রানের টাক। তুলিবার মাত্র সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সাহায্য দান নীতি পথিবর্তনের, সরকারের নূতন ক্ষর আবিষ্কারের এবং ট্যাক্স কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরের সত্তা ২২০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়, তদুপরে ১১০০ কোটি টাকা বাকী বৈরিতে এবং ৪০০ কোটি টাকা নিম্নে আসিবে। ১০০০ হইতে ১২০০ কোটি টাকার নোট ছাপানো হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের টাকা ঋণ দেওয়া সম্ভব হইবে। সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা আসিতে পারিবে। নিম্নে সত্তা ও ঋণদানের মাত্র যে সব নূতন কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে তাহারা প্রাইভেট সেক্টরকে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় প্রানে দ্রব্যাতি আমদানী অনেক বাড়িয়া গাইবে। প্রয়োজনের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকার। পুরানো দ্রব্যাতি বদলাইবার মাত্র ৪০০ কোটি টাকা লাগিবে। মোট দ্রব্যাতি আমদানী করিতে হইবে ১৬০০ কোটি টাকার। ইহার খরচ খাদ্য, চিনি, তুলা এবং পেট্রোল উৎপাদন বাড়াইয়া, কতকটা বৈদেশিক সাহায্য এবং টোলিং ব্যালান্স হইতে কতকটা এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানী কমাইয়া ও রপ্তানী বাড়াইয়া বাকীটা মিটাতে হইবে।

(৬) পত্রিকাক্ষমায় সংগঠন শক্তি

প্রাণি পরিচালনাঃ স্বাক্ষরানে বাধা পড়িতে দেওয়া হইবে না, প্রয়োজন হইলে উহার পরিবর্তনও করিতে হইবে। পাচশাল প্রানের সঙ্গে প্রতি বৎসরের মাত্র বিচারিত বার্ষিক প্রান তৈরি করিতে হইবে। পরিবর্তিত অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্মতি রাখিবার টার্গেট, প্রমোট ও পলিসি বদলাইতে হইবে। এই সঙ্গে দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া লইতে হইবে বাহ্যতে মাত্র মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

উপরোক্তভাবে প্রান করিবার মাত্র উপযুক্ত প্রাণি সংগঠন সরকার। অর্থনীতিবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোলজিষ্ট এবং সংগঠন পরিচালক মত লোক বিরাট টেকনিক্যাল সংগঠন

মানি: কমিশনের মধ্যে রাসিতে চাইবে; ইহারা ভারতীয় মান প্রদত্ত ও পরীক্ষা করিলেন এবং সবদিকে বাহ্যতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা দেখিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠানে ও টেকনিকাল লোক রাসিতে হইবে, তাহার প্রয়োজনমত প্রকৌশলির বিত্তবিত্ত এটিমেট তৈরি করিবেন। সর্বদা দুইদিক হইতে সংখ্যা সরবরাহ রাসিতে হইবে। টার্নেটেটিক মত পৌঁছানো বাইতেছে কি না তাহা দেখিবার ব্যবস্থা থাকিবে উপরে, নীচে থাকিবে তাহা। কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা। উভয়ের মধ্যে পূর্ণ যোগাযোগ রাসিতে হইবে। সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মানি: প্রকৌশলের কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাসিতে হইবে। ভারতীয় ট্যাটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সহযোগে কেন্দ্রীয় ট্যাটিক্যাল সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের মানি: এর অধ হিসাবে কাজ করিবে। প্রাদেশিক মানি: এর সাহায্যেও জন্ম এই পদ্ধতিতে প্রাদেশিক ট্যাটিক্যাল সংগঠনগুলি কাজ করিবে। পাবলিক সেক্টর পুটভাবে বাড়িয়া এবং সোসালিস্ট প্যাটার্নের অর্থ নীতির দিকে অগ্রসর হইয়া যে মানি: সাহসের সচিত চালাইবে তাহা। কাণ্ডে পরিণত করিবার ক্ষমতা সংলগ্ন করে নতুন ধরনের উপহৃত শালন ব্যবস্থা তৈরি করিতে হইবে।

Planning on bold lines with a steady expansion of the public sector and advance to a socialistic pattern of economy would require the building up of appropriate administrative machinery of a new type at all levels]

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন পরিচালনা এমন ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে যাতে তাহাদের কাজ লাভজনক ভাবে চলে। তাহার বাহ্যতে নিজেবা উৎসাহী হইয়া কাজ করিতে পারে তার ক্ষমতা নীচের দিকে এমনভাবে আর্থিক ও শাসনাত্মিক প্রস্তুত ক্ষমতা ও সাহিত্য দিতে হইবে যাতে সরকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতে পারে।

মানের কাজ বাহ্যতে উপহৃত সময়ে নিম্নরূপ হয় তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাসিতে হইবে। বর্তমানে সেক্রেটারিয়েট হইতে যে নিয়ন্ত্রণ হয় তাহার পরিবর্তে প্রকৃত আর্থিক উৎসাহ পাবলিক কর্পোরেশন সরকারকে গঠন করিয়া দিতে হইবে। ঠেট ব্যাঙ্কের মারফৎ ঋণ দিখাও তাহা করা দাইতে পারে। বর্তমানে সরকারী শালনদ্বারা যে পদ্ধতিতে চলে তাহার মধ্যে কাণ্ডপরিচালনের এত অল্পবিধা অল্পসিদ্ধি আছে যে দক্ষতাপূর্ণ মানি: এর পথে উঠাই সম্ভব বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই অল্পবিধা দূর করিতে হইবে। সমস্তটি অত্যন্ত জরুরী এবং অবিলম্বে উদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সরকার।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অধ্যাপক বি. আর সিনহা

আবার সহকমিশন পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কাঠামো সম্পর্কে যে সম্ভাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারার আমার সম্ভাব্য পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছি। (১) পরিকল্পনার আওতন, (২) বাটতি ব্যয় নীতির দ্বারা পরিকল্পনার প্রয়োজনের মত প্রকৃত অর্থের সন্ধান এবং (৩) কয়েকটি নীতিগত বিষয় এবং তাহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আমি ভিন্নমত পোষণ করি।

(১) পরিকল্পনার বিস্তৃতি—আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতীয় আয় ২৫ হইতে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে, পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার দ্বারা হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সন্ধান তাহা ভারতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার সহিত সরকার বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে হইতে ১৯৬০-৬১

সাধারণ মণ্য হইতে লম্বীর হার ৮৭৫ হইতে ১০-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ নিট লম্বীর পরিমাণ বাড়াইবে ৫ হাজার ৩ শত কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা প্রাইভেট সেক্টরের এবং ২২০০ কোটি টাকা পাবলিক সেক্টরে খরচ হইবে। পাবলিক সেক্টরে ৫৪০০ টাকা লম্বী করিয়া ৪০০০ টাকার মত ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহার সহিত পরিকল্পনা বহির্ভূত ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় ঘটিলে মোট ও কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রমকার পরিকল্পনা বাৎসরিক মোট ব্যয় হইবে ৮৮০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার যে ৪০০০ কোটি টাকা খরচ হইবে তাহার অর্থসংস্থানের গতি নিম্নরূপ হইবে।

১। ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও মূল ব্যয়	১০০০ কোটি টাকা
২। বৈদেশিক সাহায্য	৪০০ " "
৩। রাজস্ব উদ্ভূত জাতীয় আয়ের ৮-৫ হারে	২০০ " "
৪। অতিরিক্ত ট্যাক্স, বাধ্যতামূলক লক্ষ্য ও	
সরকারী শিল্পের অতিরিক্ত মুনাফা হইতে	৮০০-১০০০ " "
৫। নোট ফাঁপাই	১০০০-১২০০ " "
	৪০০০ " "

আমার লক্ষ্যমাত্রা বলিয়াছেন যে পরিকল্পনার লম্বীর পরিমাণ অতিরিক্ত উচ্চাশাসম্পন্ন। ইহাতে জাতীয় আর্থিক কাঠামোর উপর গুরুতর চাপ আসিবে। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে স্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কঠোরভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করা হইতে পারে। আমার মতে এইভাবে অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি বিপদজনক। মোর করিয়া কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করিলে এবং অর্থভাবে ঘটিলে কৃত্রিম উপায়ে নোট ছাপাইয়া তাহার লংঘন করিতে চেষ্টা করিলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই সৃষ্টি করিবে। অসুস্থত গণতান্ত্রিক দেশে যেকোনকার অবিধানীয়া মাত্র প্রসাচ্ছাদনের নিয়মতত্ত্বের আল করিতেছে সেখানে অতিরিক্ত নোট ফাঁপান এমন ভীষণ ক্ষতিকর হইতে পারে যে সমাজের স্রষ্টা জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে। অত্যাচার ইহার প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট অর্থনীতির অভ্যন্তর পদ্ধতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক নীতিগুলি কঠোরভাবে রক্ষণ করিয়া পরিকল্পনার লক্ষ্যের পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।

পরিকল্পনার কাঠামোতে জাতীয় আর্থ বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। ইহার রচনামূলক পরিকল্পনার অর্থের সংস্থানের উৎস সংগ্রহ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য প্রতি বৎসর বাজেট প্রস্তুতের সময় প্রথমে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হয়—যে অর্থ প্রত্যেক ও

(১) পরোক্ষভাবেই হউক ব্যক্তির লক্ষ্য। পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের নীতি কিন্তু ভিন্নরূপ। একেজ্ঞে আগে অর্থ সংগ্রহের উৎস লন্ধান করিতে হইবে পরে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত ইহার অর্থনা সম্ভব নহে। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত কচি ও জীবন প্রশাণীর উপরে লক্ষ্যের গতি নির্ধারিত হয়।

পরিকল্পনার মোট লম্বী (বৈদেশিক সাহায্যসহ) কোনক্রমেই লম্বানের মোট লক্ষ্যকে অতিক্রম করা উচিত নহে। রাজস্ব, উদ্ভূত মুনাফা, সরকারী বাণিজ্যের গুণ, মুনাফা আবর্তন নীতি, (Ploughing back profits) লক্ষ্য ও নোট ফাঁপাই প্রভৃতি নীতিগুলি সমাজের লক্ষ্য টানিয়া লইতে লক্ষ্য হইলেও প্রকৃত অর্থপটীর অসুস্থত নহে। অর্থনীতিবিদের সম্মেলন (Panel of Economists) 'মুদ্রণ স্রষ্টা' সম্পর্কে যে স্মারকলিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে

ভারতে অভ্যন্তরীণ মুদ্রণ ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালে ৭'২ ও ৭'৮ হইতে ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫০-৫১ সালে ৮'৭ ও ৮'৮ পতাংন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরীক্ষামূলক কাঠামোতে নিউ মুদ্রণ সংগঠন ১৯৬০-৬১ সালে ১০'২৫ পতাংন হইবে। ইহা ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ৩১'৯৮ পতাংন অর্থাৎ ১২'৪০ পতাংন বাৎসরিক বৃদ্ধি। ইহা এমনি অতি-উচ্চাশাযুক্ত পরিকল্পনা যে ইহাতে বৎসরে ২৪ পতাংন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিমাংশ বরা হইয়াছে। অথচ অল্পমূল্যে যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে যে বৃদ্ধি প্রথম পরিকল্পনা বরা হইয়াছে তাহার হার মাত্র ২'৪ হইতে ২'৬ পতাংন।

কানাদা, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারে ভারতের প্রথম পরিকল্পনা-কালীন আয় বৃদ্ধির মত। মূল্যমাত্র ১৯১০ সাল পর্যন্ত ৮'৫ পতাংন হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ১৯২০-৩০ সাল পর্যন্ত ৩ পতাংন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মতাবিধি কিছু গড় আয় ও লক্ষ্য ক্ষমতা অনেক কম। সোভিয়েট রাশিয়া, পোণ্ডাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, মুলগারিয়া প্রভৃতি দেশে কম্যানিট পদ্ধতিতে এই হার অথচ ১২ হইতে ১৬ পতাংন।

আমাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইহা কোন মতে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। যেখানে বেশবাসীর অবিকালে লোকই জীবনযাত্রার সর্বনিয়ন্ত্রণে থাকিবে, সেখানে ব্যাপক ভারতম্যমূলক আয় বণ্টন প্রচলিত আছে, যেখানে ২১ বৎসরের অনাগ্রস্ত সমস্ত যুবতাকে বিপণ্ডিত করিতে পারে, সেখানে কোনক্রমেই অধিক হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্ভব নহে।

যে পরিকল্পনার অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ এবং কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া আয় বৃদ্ধির হিমাংশ করা হইয়াছে, তাহাতে পরিকল্পিত অর্থ-লব্ধির হার সম্ভব নহে। প্রথম পরিকল্পনার ৩ বৎসরে মাত্র ৮৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা পরিকল্পিত ব্যয় ব্যতীত অল্পেকা অনেক কম।

যেহেতু কোন পরিকল্পনার ৫৭ সংস্থানের প্রকৃত মাত্রা লক্ষ্যের সীমাকে ছাড়াইয়া বাওয়া উচিত নহে, সেই হিমাংশে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অতিরিক্ত আশাযুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কলা বাইতে পারেন সাত বৎসরে প্রতি বৎসর ৪৫ কোটি টাকা করিয়া রাজস্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইহাকে বৎসরে ১৮০ কোটি টাকা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জুগুহাসন সৃষ্টি ও নোট কাপারের উপর নির্ভর করে না। লক্ষ্যের ক্ষমতা, উৎপাদন শিল্পের বোয়ানের সমিতি চাহিদার সমস্ত রক্ষার এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় পরিচালন ক্ষমতা ও সংগঠন শক্তি পরিকল্পনার গতি নির্দিষ্ট করে।

ভারতবাসীর হাতিয়ার ও পরীক্ষণের অর্থব্যবহার সংখ্যার ব্যাপকতা যে লক্ষ্যের অভাব ও শ্রমীর পরিমাণ হ্রাসের কারণ তাহা সহজেই বলা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম পরিকল্পনার সময়ের ১৯৪০-৪১ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হইবে অনুমান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার যে ব্যাপক শ্রমীর হিমাংশ বরা হইয়াছে তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কর্ম সংস্থান হ্রাস হইতে বিপর্নয় সৃষ্টি হইবে। সূত্রাং বিত্ত বিভাগ করিলে বেরিতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অতি ব্যাপক, অতি উচ্চাশাযুক্ত এবং ব্যক্তির প্রত্যেক প্রকৃতি ও প্রতিভা উপেক্ষা করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহা একমাত্র কম্যানিট পদ্ধতিতেই সম্ভব।

(১) আটটি ব্যয়নীতি—পরিকল্পনার বাটতি ব্যয় নীতি আশ্রয় করা হইবে স্বীকৃত

হইয়াছে। আমাদের সহকর্মীগণও সঠিকভাবে উচ্চাঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে এই নীতির উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখণ করিলে ভবিষ্যতে হঠাৎ কোরপূরক অর্থ-সংগ্রহের অশ্রের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর্মিও উদ্বোধন সহিত একমত। শিল্প সমৃদ্ধি আর্থিক কাঠামো সম্পন্ন দেশের সহিত বর উন্নত দেশের আর্থিক কাঠামোর মধ্যে তারতম্য বৃদ্ধিতে হইবে। বর উন্নত দেশে একমাত্র শ্রমিকের আর্থিক থাকে। বহুপাক, কারিগরী জ্ঞান, বক্ষা ইত্যাদির নিত্য অন্বেষণ। ইহাতেই প্রচুর টাকা ব্যয় হয় এবং তাহাতে দেশের লক্ষ্য ও বরো ব্যাহত হয়। "Installed Capacity and Utilisation in Indian Industries" নামক পুস্তিকায় পাট, চিনি, ভারী, কলার প্রভৃতি, বহুপাক নিৰ্মাণ-নিষেধ অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। বহুপাক অব্যবহৃত উৎপাদন তাহা হইতে পারে। সুতরাং বাটতি বাচন ও বাচন নীতির দ্বারা ঐ সকল নিষেধ সমতার সমাধান নাও হইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিগত বাচন সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা ইহা সমাধান হইতে পারে। বাটতি নীতির প্রয়োজন নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ বাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা মাত্র বৎসরে গড়ে ৫০ কোটি টাকা। ইহার প্রত্যয় উল্লেখযোগ্য নহে। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত পাইকারী প্রযোজ্য মুদ্রাধার ৩০৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৪ পর্যন্ত উঠে এবং পরে তাহা ৩২০তে আশিষ্য হইয়াছে। এই মুদ্রা বৃদ্ধি অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির মূল প্রতিক্রিয়া মনিত।

আমার সহকর্মীদের দ্বারা যে ভারতে বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা পরিমাণে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নোট ফাঁপাই করা বাইতে পারে। আমার মনে হয় ইহা অসম্ভব হইবে।

নোট ফাঁপাই প্রকল্পকে আরও পরিমাণ বৃদ্ধি করে না, সম্পদ সৃষ্টি করে না, শুধু সরকারী ব্যয় নিষেধের ক্ষেত্রে পেন্সনের পর প্রসঙ্গ করে। বাটতি নীতির ফলে যে অতিরিক্ত নগদ টাকার সৃষ্টি হইবে তাহা যদি অপরকে সম্পদ সৃষ্টি করিতে না পারে, ক্রয়ক্ষমতার উৎপাদনের সহিত সমতা হইতে না পারে তবে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমতার উদ্ভব হইতেও পারে।

নোট ফাঁপাই ও বাচন নীতি এখনই ভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যে তাহা বেন নগদ টাকার বৃদ্ধির সহিত সমতা বক্ষা করে। অপরকে নগদ টাকা সৃষ্টি ভারতের জাতীয় উৎপাদনের সহিত মুক্ত হওয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাড়িবে। বার্ষিক ৫০০ মিলিয়ন গত তিন বৎসরে ৩০০ কোটি টাকা বৎসরে বাচন ও নোট ফাঁপাইএর হিসাব পরিচালিত। আগামী পরিকল্পনার জন্য বাৎসরিক ৩৫—৪৫ কোটি টাকা দর্য হইতে পারে। ইহা আত্মনিক হিসাব মাত্র।

নোট ফাঁপাইএর সহিত অবশ্য টোলিং মুদ্রার প্রাপ্তির হিসাব করা বাইতে পারে। পরীক্ষা-মূলক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের জন্য ১০০-১৫০ কোটি টাকার মত এই হিসাব দর্য হইয়াছে। যদি প্রাইভেট সেক্টরের ও পাবলিক সেক্টরের ব্যয় হার ২ : ১ দর্য হয়, তবে টোলিং মুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ বাটতি নীতির আশ্রয় লওয়া বাইবে, তাহার পরিমাণ পাঁচ বৎসরে ১০০-২২০ কোটি টাকা পর্যন্ত দর্য হইতে পারে।

প্রকৃত পরিমাণে কতটুকু নোট ফাঁপাই করা উচিত তাহা উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হইতে টাকা তোলা প্রকৃতি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রকল্পকে তাহাও নানা কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। বেবেশে অল্পকাল অথবা প্রতিকূল অর্থব্যয়ই বেশেই আর্থিক কাঠামোর সমৃদ্ধি ও অবনতি নির্ণয় করে ওখান অর্থবাদের উপর ভিত্তি করিয়া নোট ফাঁপাই করা চলে না। তাহা ছাড়া টাকার উপর দেশবাসীর আস্থা মূল্য ত এক্ষেত্রে কম নয়।

✓ আমার মনে হয়, উপরোক্ত কারণে, যদি পরিমাণ ও লওয়া হয় যে জাতীয় আর বিত্তীয় বৃদ্ধি পাইবে তাহা পি নোট টাকার যোগানের ৫০-৬০ শতাংশ নোট ফাঁপাই সম্ভব নহে।

কিন্তু অবনতি দেশে দুর্ভাগ্য সম্প্রদায়কে কালে লাগাইতে নোট ফাঁপাইয়ের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা এখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তখনই বন্ধ করিতে হইবে। আমাদের দেশে তাহা কতটুকু, কখন এবং কতদূর পর্যন্ত চলিবে তাহা এখন বলা যায় না। মুদ্রাস্ফীতিই মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনে। মুদ্রাস্ফীতি ও মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বর বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকভাবে তাহা উন্নয়ন পরি-কল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ পুনরায় নোট ফাঁপাইএর আশ্রয় লইতে হয়।

(৩) নীতিগত মতভেদ—কোন পরিকল্পনাই সম্ভাব্য সম্পদকে অতিক্রম করিতে পারে না।

কর কমিশন ভারতে ১৯৪০-৪১ সালে জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ লক্ষ্য হইয়াছে, হিসাব করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা। এই হিসাব কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং ইহার মধ্যে কতটুকু সত্যি টানিয়া আনা সম্ভব তাহা অনেক কারণের সহিত জড়িত। তাহা হউক মোটামুটি লক্ষ্য ব্যতীকে কোন ক্রমে হুড়ুইয়া যাওয়া উচিত নহে। তাহা করিতে গেলে ব্যক্তি স্বাধীনতা এমন কি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আইনের সাহায্যে অর্থনৈতিক অসুবিধা হইতে হইবে। ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে হয়।

যে আসন পরিচালন হস্ততা ও কঠোর আইনগত ক্ষমতার ফলে এই পরিচালনা কার্যকরী করা সম্ভব বলিয়া আশার সহকর্মীরা বিশ্বাস করেন, আদি তাহার সহিত একমতে নহি।

কর আধাৰ—নিয়ন্ত্রণের আধিকারিকের উপর কর চাপাইবার কোন সুযোগ নাই। মধ্য ও উচ্চ স্তরের নোকেস উপর কর বসান হইলে তাহাতে ভোগান্তির ব্যয়বাহের হ্রাস দ্বারা আদায় করিতে হইবে এবং তাহাও সর্বনিয়ন্ত্রণের আওতে আনিবে। ভোগান্তির উপর কর বসাইবার ক্ষমতা যে সাধারণ সম্প্রদায়ের বিধায় আদায় বন্ধুরা সমর্থন করিয়াছেন আদি মনে করি তাহা ঠিক হইবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাণিজ্যেই সংবিধান সংশোধনের আদর্শ হওয়া উচিত।

জাতীয়করণ—সামান্য পরিচালনার ক্ষমতা উপরুক্ত নোকেস অর্থাৎ এবং লক্ষ্য সূচির প্রয়োজন জাতীয় করণের অসম্ভব নহে, আদায় সহকর্মীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত আদি একমত। সাধারণের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত শিল্পসংস্থান, বা একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতীয় করণ নীতি প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে ব্যবসায়িক ও গুণ শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা প্রয়োজন, তাহা সিভিল সার্ভিসের নাই, বলা বাহুল্য।

কন্সট্রাক্ট—আদি সর্বকালের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। অব্যবস্থাসহ সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির সহিত নিয়ন্ত্রণপ্রথা পরস্পর বিরোধী।

কৃষিক্রয় মূল্য নির্ধারণ—কৃষিক্রয় মূল্যের হারিবি বিধানের ক্ষমতা অসম্ভবিত সত্যম নির্ধারণ ও কৃষিক্রয় ক্রয় করিয়া গুণবাহিত করার মত সমর্থন করি। কিন্তু নীতিগত ভাবে এই নীতি দ্বারা সাময়িক মূল্য হ্রাস ও বর্ধিতের দ্বারা মূল্য হ্রাসের মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

ভারতে অবিকার্য লোকই কৃষিনিষ্ঠ। তাহা হুড়ুইয়া লক্ষ্য ৪০ ভাগ জাতীয় আয় কৃষি উন্নত। যেখানে কৃষি নির্ভর লোকের সংখ্যা কম, যেখানে কৃষি শক্তির উপর সাব-সিডি ছিলে কৃষিক্রয় উপকৃত হয় বটে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার অবিকার্যকেই এই সাব-সিডির ভার বহন করিতে হয়। তাহা ভারতের মত বহিষ্কৃত দেশে সমর্থন করা যায় না। ভারতের মূল্য মানের গতি সহজ নয়। বহু অতি অটল ও সদস্য-মূল। এক শক্তির মূল্য হ্রাস ঘটিলে যে অল্পশক্তির মূল্য হ্রাস ঘটবে এমন নয়। বাস্তবশক্তির মূল্য হ্রাস ঘটিলে পাট ও তুলায় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্যের নয়। বাটতি ব্যবসায়িতার কালে মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদায়ের অর্থনৈতিক সমতার অধিকতর অটল করিবে।

জাতীয় প্রতিকূল—জাতীয় প্রতিকূল গঠনে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হইবে। ইহার ফলে হস্তো এককল স্বাধীন ব্রহ্মের আধিকার হইবে—বাহ্যিক ব্রহ্মব্রহ্মাণেশক ব্রহ্ম হইবে। ইহা হইতে অনন্যমূল্য অকলের কর্তব্যহীন হ্রাসও করিবে। বর্তমান পর্যন্ত না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূলের অভাব দেখা দিবে ততদিন পর্যন্ত ইহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

সামাজিক পরিকল্পনার আদর্শ ও লক্ষ্য

দ্বিতীয় পাঠাংশ। পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের অভিমত

দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে মান্নিং কমিশন হিনটী বসডা প্রচার করিয়াছেন। হিনটীর মধ্যে একটি দিখাছেন—হ্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, দ্বিতীয়টি রচনা করিয়াছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ নৈতিক শাখা ও মান্নিং কমিশন এবং তৃতীয় ও শেষ খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন, কয়েকজন অর্থনীতিবিশেষজ্ঞের এক সম্মিলিত গোষ্ঠী। দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে পসড়াগুলির মধ্যে অল্পবিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ রহিয়াছে। মনে হয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলির মধ্যে তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য হইতে পূরপ্রসারী চরম অভীষ্ট এবং লক্ষ্যগুলি হইতেছে—অভীষ্টলাভের পথে সোপান বিশেষ। এই যে পার্থক্য, ইহাকে নিছক তত্ত্বগত পার্থক্য মনে করিলে ভুল হইবে, বাস্তবক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। উদ্দেশ্য হইতেই লক্ষ্যগুলি সজাত হয়। লক্ষ্য হওয়া চাই বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু উদ্দেশ্যকে শুধু সাধারণ ভাবেই নির্দেশ করা চলে। উঃ; চইবে এক ও অখণ্ড। পঞ্চাত্তরে লক্ষ্য বহুবিধ হইতে পারে এবং তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু সব লক্ষ্যই সেই চরম অভীষ্টের মধ্যে গিয়া সার্থক পরিণতি লাভ করিবে।

সামাজিক পরিকল্পনার একটি মাইল উদ্দেশ্য হইতে পারে। সে উদ্দেশ্য হইতেছে—মাতৃবীর পূর্তম বিকাশের সন্ধান অন্বেষণ। এই প্রকার দ্বৈব বিকাশের দ্বন্দ্ব প্রয়োজন—মানববীীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমগ্র জন্মেরতি। ইন্দ্রাণ্ড কারখানা, জনবিহীনশক্তি, বাস্তুগত বা কলকতা প্রকৃতির মাধ্যমে কেবল মাতৃবীর ঐকিক সুসমগ্রতার বনিয়াদ পাকা করিলেই চলিবে না, প্রয়োজনাত্তরপ নৈতিক পুষ্টি, চিকিৎসার সুব্যবস্থা, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার ব্যাধা মানসিক ব্যাধা ও সমুন্নতিরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চরম অভীষ্ট সম্পর্কে আমাদের মনে যদি লেশমাত্র সংশয় না থাকে, তবেই শুধু দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্য লব্ধকে আমরা মনঃস্থির করিতে পারিব। পরিকল্পনা মাতৃবীর বিকাশের সন্ধান অন্বেষণ। এই সংজ্ঞার নিগূঢ়তম মম অর্থধারণ করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, সামাজিক পরিকল্পনা মূলতঃ একটি দ্বৈব সমগ্র। বস্তুতঃ নিছক গাণিতিক বা ধাত্মিক গুণ্ডিতকী লইয়া পরিকল্পনা রচনা করিতে গেলে উহা যে কেবল অবিজ্ঞোচিত ও অল্পন্যোপী হইবে তাহাই নহে, উহা বিপজ্জনকও হইবে।

আমাদের অভিজিলাভ করিতে হইলে সর্বাঙ্গে খতাঁইয়া বেধিতে হইবে, আরও উন্নতির দ্বন্দ্ব সন্ধানবি ব্যবহার করা হইতে পারে, একপ কতটা অর্থ ও লোকসম্পদ বর্তমানে আমাদের হাতে আছে। তাহা ছাড়া এই উন্নতি ও প্রগতির দ্বন্দ্ব যে সাংগঠনিক প্রক্টোর প্রয়োজন, বর্তমান অবস্থায় তাহা কতদূর নিয়োগ করা হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে চইবে।

ইহা নিকপণ করিতে হইলে আমাকে সম্পদ ও কর্মশক্তির মধ্যে কতটা সম্ভাবনা গ্রহণ রহিয়াছে; শুধু তাহা জানাই সব নয়। দেখিতে হইবে বর্তমানে কি পরিমাণ শক্তি ও সম্পদ আসলে আমরা কাছে লাগাইতে পারিব। অজনিহিত শক্তি বিরাট হইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ সম্ভাবনাকে কিয়দাল করিতে হইলে অতঃ; কিছুটা সক্রিয় শক্তিকে আগে কাছে লাগাইতে হইবে। কাজেই আসল কথা হইতেছে কতটা সম্পদ ও শক্তি আমাদের হাতে আছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার প্রয়োগ-কালের মধ্যে উহার কতটা আমরা ব্যবহার করিতে পারিব।

১. ক্রম উন্নয়ন সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খন্ডা তিনটির মধ্যে কোন মহত্বের নাই। এতেকেই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসরে কত লোকের কর্ম সংস্থান হইবে, আত্মীয় আয় কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং নিরবশিষ্ট প্রকৃতি ক্ষেত্রে কতটা মূলধন নিয়োজিত হইবে, পল্লভাণ্ডিতে তাহার একটা হিসাব করার চেষ্টা হইয়াছে।

বার্ষিক জাতীয় আয়—পরিব্রজনকারীগণ বলিয়াছেন যে, ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২২০০ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা বাড়িয়া ৩০০০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। আর বৃদ্ধির পথকরা বার্ষিক হার ৭ হইতে ১০ অথবা পাঁচ বৎসরে পথকরা ১২০ হইতে ১৫ টাকা। পরিব্রজনকারীরা ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে জাতীয় বর্ধিত করিয়া ১২৭০০ কোটি টাকার দাঁড় করাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার হইবে বার্ষিক পথকরা ৫ টাকা অথবা পাঁচ বৎসরে পথকরা ২৫ টাকা। ইহার অর্থ বর্তমান হারের বিপুল হারে জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে।

মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২০২ টাকা (১৯৫৫-৫৬) হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২২০-৫১ সালে ৩১৫ টাকা করার প্রস্তাব হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে দেশের লোকসংখ্যা বহুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার হিসাব ধরিবার পরেই আয় বৃদ্ধির এই প্রস্তাবে সন্দেহ হইয়াছে। পূর্বাঞ্চল দ্বারা আয় বৃদ্ধির মাত্র এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে পরবর্তী পাঁচ বৎসরে বিনিয়োগের হারও জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ হইতে বর্ধিত করিয়া ১১ শতাংশ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কাজগুলির মাত্র মোট ৫৬০০ কোটি টাকা নতুন নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হইবে দেশ হইতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের মাধ্যমে। অবশিষ্ট ১৬০০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে পাওয়া দাইবে আশা করা যায়। এই ৫৬০০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে নিয়োজিত হইবে ৩৪০০ কোটি এবং বেসরকারী উদ্যোগে ২২০০ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা বহির্ভূত উন্নয়ন-মূলক কার্যাবির মাত্র আরও ৫০০০ কোটি টাকার সরকার হইবে।

এইজন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে সংবিধানের ২৮৭ (১) ধারার সংশোধন করিয়া অত্যাধিক পণ্যের উপরও কর ধার্য করা হইবে।

মোট কর্মসংস্থান—পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট : : লক্ষ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই স্থাপন করা হইয়াছে যে, বিনিমির এবং কলকারখানাগুলিতেই বেশীর ভাগ লোকের কাজের স্থান হইতে পারে। বিনিমির ও কলকারখানাসমূহে পথকরা ৪২ জনকে নতুন নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে।

কর্ম বৃদ্ধির নতুন কোন যোগ্য আর আছে কি? রাজ্য সরকারের অধীনে যে সকল বিষয় রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে কর্ম ধারের নতুন কোন ক্ষেত্র আর নাই। খণ্ডপ্রবোধ হার মাচবেষ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর কর ধার্যের তো কোন প্রস্তাব উঠিতে পারে না। আমাদের কীচন-বাজার মন অত্যন্ত নীচু। অপরিহার্য প্রয়োজনের মাত্র পরামর্শ করা হইবার পর যে টাকা উদ্ধৃত থাকে, তাহার পরিমাণ নিত্য নগণ্য। কিছুদিন পরে যে সকল পরিকল্পনা হইতে জনসাধারণ প্রত্যেক কল্লাভ করিবে, সেগুলিতে যদি লোকেই নামমাত্র সঞ্চয় হইতে কিয়ৎপণ্ড সহ্যিয়া নিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে কীচনবাজার মন আরও নীচে নামিবে। লোকে তাহাদের প্রয়োজনমত জিনিষপত্র একেই পায় না। কাজেই ইহার মধ্যে আর কর্মদাঁড় কোন প্রস্তাব উঠিতে পারে না। অধিক আর্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আরও কর্ম আদায় হইতে সঙ্কল্পের হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কর্ম-ব্যয়সাধ্য বৈশ্ব তাহাতে এই শ্রেণীর লোকের আর কর্মভার বহন করা দুঃসাধ্য।

এই সমালোচনা খণ্ডনের জন্য এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দুগুণমাত্র নিত্যব্যবহাৰ পণ্যের চাহিদা ও লম্বীর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অব্যবহৃত সম্পদ ও লোকশক্তি পুরাপুরি কাজে লাগান উচিত। অন্যদলের দেশের প্রচুর সম্পদ অব্যবহৃত পড়িয়া থাকে। স্বতন্ত্রাৎ লম্বীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাউকলেই লোকের নিত্য-ব্যবহাৰ জিনিষপত্র কমাইয়া ফেলিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। একথা সত্য যে, অসংখ্য চুক্তি শিরশ্চলিতে নুতন অর্থ বিনিয়োগ না করিয়াই অল্প অল্প বেকার জন্মশক্তিকে নিয়োগ করা যাইতে পারে। একজন বর্তমানে কলকারখানাগুলির সম্প্রসারণের কোন দরকার করে না। প্রত্যাহ হই বা ততোধিক শিফট-এ কাজের ব্যবস্থা করিলেই ইহা হইতে পারে। তেমনি ক্ষুদ্র শিল্প এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষ বা অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকগণকে জমি চাষ করার অথবা ছোটখাটো ব্যবসায়ের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগান যাইতে পারে। এইভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া উহা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নততর ব্যবসায়ের জন্ম করা যাইতে পারে।

ভারতের সবুজ শিল্পগুলির মধ্যে ছয়টির বর্তমান অবস্থা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। এই ছয়টি শিল্প হইতেছে—বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, চা, সিমেন্ট ও কাগজ। সমস্ত শিল্পেই মোটামুটি পুরাদমে কাজ চলিতেছে। তরুণ কারখানা ও ব্যবসায়ের অতিরিক্ত কর্মশক্তি কাজে লাগাইয়াই আমরা উৎপাদন শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ এখনই বাড়াইতে পারি। সম্পদবৃদ্ধির এই দুইটি উপায়ের মধ্যে একটি প্রধানতঃ সহর অঞ্চলের জন্য দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের জন্য। দুইটি ক্ষেত্রে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কেননা পল্লী অঞ্চল হইতে কাচা মাল পাইলে এবং শৈয়ারী মাল, যন্ত্রের উন্নত ব্যবস্থা থাকিলেই সহর অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর।

বলা হইয়াছে যে, ১৯৫০-৫১ সালের জুলাইর জাতীয় আয় ১৯৫৫-৫৬ সালে বেড়ে হাজার কোটিরও বেশী বাড়িয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৯১২০ কোটি। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ষাড়েইয়াছে ১০৮০০ কোটি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার সবটা প্রত্যক্ষ ভোগের সামগ্রী নহে। অনেক সম্পদ বীণ, কারখানা ইত্যাদি এবং লভ্যবস্তুবহন অস্ত্রাদি কাজে লগ্নী করা হইয়াছে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে কিছুটা সমর্থ লাগিবে।

৫৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, উহার মধ্যে শিল্প প্রসারের জন্য ১৪০০ কোটি নির্মাণ কার্যের জন্য ১০৫০ কোটি বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ৫০০ কোটি, যানবাহন ও সংযোগের জন্য ২০০ কোটি, কৃষি ও শেচ ব্যবস্থার জন্য ২৫০ কোটি এবং যুক্ত মাালের জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষি ও শেচ ব্যবস্থার জন্য যে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং যে ৫০০ কোটি টাকা নিত্য ব্যবহার্য ত্রব্য উৎপাদনে ব্যয় হইবে উহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষয় হইতে অনুসন্ধানের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। ফলে নিত্য ব্যবহার্য ত্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই চাহিদা পূরণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাতে জিনিষপত্রের দর চড়িয়া যাইবে এবং বাজার কাঁপিয়া উঠিবে।

সমস্ত সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে উৎপন্ন বাড়তি পণ্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু দুইটি কারণে ইহা সম্ভবপর নয়। কেন না ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনের উৎকৃষ্ট অংশ অতি নগণ্য এবং জিনিষও সরেশ নয়। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিকার্যে সাহায্য বাড়তি উৎপাদন করিবে তাহারও প্রয়োজনীয় জিনিষত্র না পাইলে উহা ক্ষয়িত করিতে চাহিবে না।

সুতরাং পল্লীশাসনের চাহিদা এবং কাঁচামাল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, মূলত বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া পল্লী পরিকল্পনাটি দ্বিধা করিতে হইবে। ২২শর গৃহ্য শিল্পগুলির মত আমরা লক্ষ্য দ্বিধা করিতে পারিব। কাজেই আমাদেরকে পরিকল্পনা করিতে হইবে (১) কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির মত (২) নির্মাণকার্য, বিদ্যুৎশক্তি, কলকর্য্য তৈয়ারী প্রভৃতি কার্যে নিয়োজিত শ্রমিকদের মত অধিকতর পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উৎপাদনের মত এবং (৩) অবশেষে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনের কারখানায় বর্তমান উৎপাদন শক্তির সম্পূর্ণ লব্ধবাহের মত :

সর্বমিল্ল স্তর হইতে পরিকল্পনা আরম্ভের প্রস্তাব

তিনি আরও বলিয়াছেন, "দ্বিতীয় পাঁচ লাখ পরিকল্পনার উৎপাদনী পণ্য প্রস্তুতের মত মত শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে বাইরা বাধাচাপুলকভাবে ভোগ্য পণ্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রয়োজন নাই।"

ডাঃ রায়ের অন্তিমতগুলি পুষ্টিগতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। পুষ্টিকার তৃমিকার তিনি বলিয়াছেন, "প্রাচীন সম্প্রদায় ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার পল্লী-উন্নয়নের যে ধরণ বা প্যাটার্নের পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পাঁচলাখ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। এই ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার মত ভাতি গঠনের কার্যে নিম্নত্ব লক্ষণ বিভাগের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং দেশের উন্নতি বিনানই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া আমরা পণ্যের ব্যবহার বাড়াইতে পারি না। এই অগ্রসর দেশের প্রায় ও সহস্রগুলিতে বেকার লোক ও যন্ত্রপাতি কার্যে লাগাইয়া কিছুটা পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানো হইতে পারে। সেক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা থাকিলে এই বণিত উৎপাদন ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইয়া উচিত—লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম সম্প্রদায়। বিনিয়োগের পরিমাণ না বাড়াইতে পারিলে বেকারদের কর্ম-লংঘানের দ্বারা আমরা প্রথমতঃ সীমাবদ্ধ পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিব। এবং ইহাই করা উচিত।

প্রথমতঃ দেশ ও জাতির উন্নতির পরিকল্পনা এরূপ হওয়া উচিত বাহাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিবে—তাহারই অর্থের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে জনগণ তৎপূ সহযোগিতা করিবে না, পরিকল্পনা রূপারবে শ্রম ও অর্থ বিদ্যা সক্রিয় সাহায্যও করিবে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা দিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতের গ্রামগুলিতে দ্রবত্ব লাভের একটা ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। পরিকল্পনা তাহাদেরই কল্যাণের জন্য রচিত হইয়াছে একথা যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে তবে তাহারা নগর টাকা বা শ্রম বিদ্যা সাহায্য করিবে।

দ্বিতীয়তঃ দেশে বড় বড় কলকর্য্য, উৎপাদনী পণ্যের ঘোট প্রয়োজন কতখানি তাহা প্রয়োজন পরিকল্পনার ভিত্তিতে হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ যে পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার তুলনায় উপরিউক্ত প্রস্তাব ব্যতীত। কারণ পরিকল্পনা রচয়িতারা পূর্বে উৎপাদনের লক্ষ্য দ্বিধা করিয়া পরে সম্পদের হিসাব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ কারখানার কিংবা হুটীর শিল্পেই হউক অথবা বেসরকারী কিংবা সরকারী উভোগেই হউক ভোগ্যপণ্য কতটা উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা সহজেই হিসাব করা হইতে

পারে। সুতরাং উৎপাদনীয় পণ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত যত্ন শিল্প বা বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা বাধ্যতামূলকভাবে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নাই।

চতুর্থতঃ পরিকল্পনা করেক বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা থাকিয়া অব্যাহত হওয়া উচিত। সর্বনিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিলে ইহা সম্ভব হইবে। সম্পন্ন বুদ্ধির সহিত যাপ্য প্রয়োজ্যঃ পরিকল্পনা চলিতে পারিবে। শেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনাগুলিতে দেখা যাইবে যে, রাজ্য সরকার শুকশিল্পের বিকাশের আনুকূল্যে সম্পর্কে পুৰ্বই সচেতন। তাহারাই বহু ক্ষেত্রে বৃহৎ সংস্থা গঠনও করিয়াছেন। কম ব্যয় করিয়া উন্নয়ন করিতে হইলে অবিকল্পিত সম্পদ সংগ্রহের সর্বশ্রমকর সম্ভাব্য উৎসের অনুসন্ধান প্রয়োজন—রাজ্য সরকার এ বিষয়েও কম চিন্তা করিতেছেন না। কিন্তু দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত :—প্রথমতঃ দেশবাসীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রী দেশে কম খর্বের প্রস্তাব এমন হওয়া উচিত যাহাতে কৰ্মজাতকের সর্বাধিক সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কাঠামো

ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের স্মারকলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রদানতঃ দুইটি। (১) দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও (২) কর্মক্ষমতা।

(ক) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—যে কোনও পরিবর্তনের লক্ষ্য হইবে যথাযথ গড় আয় বৃদ্ধি। ১৯৪১ সালে আয়াকের গড় আয় ছিল ২০৯ টাকা। ইহাই ১৯৪৪-৪৬ সালে ২৩২ টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৩২৭ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বৃদ্ধি ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ এবং ১৯৪৪-৪৬ সালে হার অপেক্ষা ২৪ শতাংশের কিছু বেশী।

যথাযথ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মৌলিক উপাদানগুলি ভোগের প্রয়োজনে বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, যথাযথ বর্তমানের ১৫ লক্ষ কাপড়ের ব্যবহারের পরিবর্তে সম্বন্ধে ১ লক্ষ দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ বেশমের ব্যয় হইবে ২২ লক্ষ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। তেমন, গৃহ এবং জীবনযাত্রার বিবিধ উপকরণ যেমন, তাম্রা, পানীয়চল, পাট, মটর, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে।

(খ) উৎপাদনমূলক কর্মক্ষমতা—এখানে বক্তব্য বিষয় হইতেছে যে, অগ্রবিকীর্ণের নূতন কর্মক্ষমতা করিতে হইবে। বর্তমানে মাত্র ৪৫ লক্ষ লোকের বৎসরে কর্মস্থান হইতেছে। যদি বাকি লোকেরা যত্ন, যে দেশের ভিত্তিক শ্রেণীর জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ মাত্র এবং প্রতি বৎসর ১৮ লক্ষ লোক নূতন কর্মের জন্য প্রার্থী হয়। সুতরাং প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ অগ্রবিকীর্ণ লোকের প্রত্যেক অথবা পৰ্য্যেক প্রায় নূতন কর্ম করিতে হইবে। পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার কাঠামোতে অগ্রবিকীর্ণের জন্য ৫ বৎসরে মাত্র ১০ লক্ষ কর্মস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় নূতন কর্মক্ষমতার সম্ভাবনার একটা তালিকা দেওয়া হইল।

(২) প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, জলসেচ, শক্তি উৎপাদন ও পরিবহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রবিকার—বেসংকোচী শিল্পপরিকল্পনার ক্ষেত্রে স্মারকলিপিতে ধরা হইয়াছে যে,

ব্যক্তিগত পরিচালনাধানে যে সকল শিল্প বাবা হইবে তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত হারে মূলধন লগ্নী করা উচিত।

সম্প্রদায়িক, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য	৩০০ কোটি টাকা
কার্গিলের মূলধনের জন্য নতুন লগ্নী	১৫০ " "
ক্ষমতাতি বাবদ আরও বহিষ্কৃত খরচ	৮০ " "

অতঃপর প্রতি বৎসর ১২০ কোটি টাকা নতুন মূলধন হিসাবে লগ্নী করিতে হইবে। গত চার বৎসরে ১০১—১১০ কোটি টাকা হারে মূলধন লগ্নী করা হইয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা ২০০ কোটি টাকা সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৮০ কোটি টাকা প্রথম চার বৎসরে খরচ হইয়াছে। এবং অবশিষ্ট অর্থ শেষ বৎসরে খরচ হইবে আশা করা যাউতে পারে। যদিও প্রথম পরিকল্পনার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি সেই অল্পমাত্রায় কর্মসূচি করিতে পারে নাই। অতএব দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই অগ্রাধিকার অল্পমাত্রায় বান করিতে হইবে।

পরীক্ষামূলক কাঠামো পরিকল্পনার উৎপাদন শিল্পের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ দুইটি—(১) উৎপাদনশীল পরীক্ষামূলক নানাবিধ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসূচির অযোগ্য বান করে। কোনও একটি উৎপাদনশীল একজন লোকের কর্মসংস্থান হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন, বাণিজ্য, ব্যক্তিগত প্রকৃতি ক্ষেত্রে আরও ৭৮ জনের নতুন কর্মসূচির সন্ধানও সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া আধুনিক বৃহৎ শিল্পের দ্বারা উচ্চতর মানের পণ্য সৃষ্টি হয়। এই সকল কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন শিল্পের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। যদি প্রথম পরিকল্পনাকে “জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন” পরিকল্পনা বলা হয়। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে “শিল্প ও পরিবহন” পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া উচিত।

আবকলিপিতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা শিল্পের লগ্নী করার জন্য বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা যে সকল শিল্পের সম্প্রদায় হইবে তাহাতে কারখানা শিল্পের প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

৩। শিল্পের পরই পরিবহনের অগ্রাধিকার—রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে লাঞ্চে সাত হাজার মাইল নতুন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে মাল বহনের ক্ষমতা ও মাল উঠানো প্রকৃতির সুবিধা হইবে। ইহা ছাড়া গুয়াডাল, ১০ হাজার রেল ইঞ্জিন এবং ৩০ হাজার কোচগাড়ী নির্মিত হইবে। আতীর রেলপথ ২০ হাজার মাইল ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে নির্মিত হইবে এবং আন্তঃরাজ্যপথ ৪০ হাজার ৬০০ মাইল নির্মিত হইবে। গ্রাম্যকলে ১ হাজার বসতি সম্পন্ন সমস্ত গ্রাম হাট দানারের সহিত সংযুক্ত হইবে এবং কোনও গ্রামই পাকা রাস্তা হইতে ৫ মাইলের দূরে থাকিবে না। ইহাতে মোট ৪০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। জলপথ বিস্তারের জন্য ১০ কোটি টাকা এবং বিমান পথের সম্প্রদায়ের জন্য ২০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। ইহা ছাড়াও আভ্যন্তরীণ জলপথ ও বন্দর বন্দর নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার কার্যের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৪। কৃষিসমাজ উন্নয়ন, জলসেচ, গ্রাম্যশিল্প ইত্যাদি (মোট ব্যয় ১২০০ কোটি টাকা)—কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রথমত অধিক খাদ্য পণ্য উৎপাদনের দিকে নিশ্চিত হইবে। দ্বিতীয়ে প্রত্যেক লোক মাথা পিছু ১০ আউন্স করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত পশুপালন পদ্ধতিগতের জন্য ৫৫ আউন্স দুগ্ধ, ১৫ আউন্স ফল ও ১০ আউন্স শাকসবজী বাহাতে উৎপন্ন হয়

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্বশেষে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাও হেঁথিতে হইবে যেনেব খাত্তপত্রের ও অজ্ঞাত শক্তের চাহাবাদের উন্নত ব্যবস্থা প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান ও অজ্ঞাত ফলনের উৎপাদনের সহিত যেন ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৫। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা—নিম্নে মূল্যন লম্বীর বিবরণ দেওয়া হইল :—

শিল্প	২০০ কোটি টাকা	জনসেচ, কৃষি, (গ্রাম্য,	
জনপথ	১২৫০ " "	ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশিল্প সহ)	১২০০
পথ	৪০০ " "	সমাজসেবা ও গৃহনির্মাণ	১৫৫০ কোটি টাকা
পথ পরিবহন	১০০ " "	ক্ষুদ্র শিল্প (সহবে অবস্থিত)	২৫০ " "
বন্দর, পোতাশ্রয় ও		যোগাযোগ	১০৫ " "
আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল	১০০ " "	শক্তি	৪০০ " "
কাছাকাছ ও বিমানপথ	২০ " "		

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের খাতে মোট ব্যয় প্রায় ৭৫০০ কোটি টাকা হইবে। ইহার মধ্যে অবশ্য ৩০০ কোটি টাকা অবশ্য শিল্পের জন্য ক্ষরক্ষতি ও সংস্কারের খরচ ব্যবহৃত হইবে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় উৎস হইতে মোট প্রায় ৭২০০ কোটি টাকা প্রদী করা হইবে; আরওকলিপিৰ উৎপাদ্যহায়ে বণা হইয়াছে যে পরিকল্পনা এমনভাবে পরিলক্ষিত হইবে যে বাহাতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে আতীয় আয় ১৩,০০০ কোটি টাকাতো পড়ায়।

আরওকলিপিতে বণা হইয়াছে যে আগামী ৫ বৎসরকে নূতন কর্মস্থতির সংখ্যা হইবে ১ কোটি ৭ লক্ষ। লম্বীর হার ১৯৫০-৫১ সালের ৭-৮% হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ১৩-১৪% হইবে এবং ইহাই আর্থিত হইয়া যে নূতন মূলধন সৃষ্টি করিবে তাহার পরিমাণ প্রতি বৎসরে অতিরিক্ত আয়ের ২৫ ভাগ হইবে। ইহার অল্প বৈদেশিক সাহায্য অথবা ঋতি ব্যয় ১ হাজার কোটি টাকায় মত হইবে।

পরিকল্পনাও যে উৎপাদন সূচীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কৃষিক্ষাত্তব্য ও শিল্পক্ষেত্রের চাহিয়ার উপর নির্ভর করিবে। জনসাধারণের আর্থিক ইচ্ছা এবং অতিরিক্ত আয় হেতু ক্রম কমতার অতিরিক্ত উৎপাদনকে ভোগের সহিত সমতা আনিতে সাহায্য করিবে। উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভোগ ও লম্বী একই সময়ে বাড়িয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভোগ্যজ্বায়ের এমন কি অজ্ঞাত উৎপাদনশিল্পের জ্বায় অতিরিক্ত মূলধন লম্বীর হার সাধারণতঃ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত বাড়িয়া থাকে। অতএব শিল্প কাঠামোর সম্প্রদায় মূখ্যত ক্রম কমতার প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে।

বাহাতে লম্বীর হার কার্যকরীভাবে সমাজে বৃদ্ধি পাইতে পারে তজ্জন্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন সংস্কার ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

ভারতীয় ইন্সটিটিউট ও বৈদেশিক সহযোগিতা

শ্রীমানিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকদিন পেকে খবরের কাগরে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল যে, ভারতে ইম্পাতের চাহিদা ঘিটাবার উদ্দেশ্যে নতুন কারখানা স্থাপন করবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য প্রস্তাবও পেশ করেছেন। অল্প থাকতে পারে, কিন্তু ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট প্রত্যাগী সাধারণের কাছে প্রকাশ হয়েছিল এবং এর কিছুদিন পরে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে একইজন বিশেষজ্ঞ ভারতে এসে তদন্তকার্য শেষ করে গেছেন। এই তদন্তকার্যের উদ্দেশ্য ছিল ইম্পাত তৈরী করা সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরী করা। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞজন এমন একটা ইম্পাত কারখানা খোলার জন্য স্থাপন করেছিলেন যার উৎপাদন ক্ষমতা হবে বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হতে ভারতের কাছে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সে প্রস্তাবের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ যে কারখানা স্থাপন করবার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল সে কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সাথে সোভিয়েট সরকারকেও জড়িত রাখতে হবে এই ধরনের কোন দাবী উত্থাপন করা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া দ্বারা যত্নপাতি সরবরাহ করতে রাজী। তবে সর্ব মূল এই যে, মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এখানে বলে রাখা বরকার, বেশ সম্বন্ধ কিস্তিতেই মূল্য পরিশোধ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তৃতীয়তঃ মূল্যের হারকে ঘোটেই উক্ত বস্তু যায় না। অর্থাৎ পাওনা টাকার উপর সোভিয়েট রাশিয়া বার্ষিক হারে আড়াই শতাংশ সুদ দাবী করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই দাবীর বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্ব ব্যাংক ভারতের কাছ থেকে প্রায় বিংশ মূল আদায় করে থাকেন। এ ছাড়া আদায় কৈথেনি, বৃত্তীয় ইম্পাত বহু সরবরাহকারীরা এই মর্মে দাবী জানিয়েছিলেন যে, যদি তাঁদের কাছ থেকে ভারতকে দ্বারা ইম্পাত বহু নিতে হয় তাহলে বার্ষিক ছয় শতাংশ সুদ বিতে হবে। কাজেই পাওনা বাকার উপর বার্ষিক হারে আড়াই শতাংশ সুদ চেরে সোভিয়েট রাশিয়া এমন কিছু অস্ত্রায় করেন নি।

এতদ্ব্যন্থ পর্যন্ত আদায় ৪০ প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করছিলাম। সত্যি এক খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে ইম্পাত নির সম্বন্ধে সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভারতে একটা নতুন ইম্পাত কারখানা স্থাপন করা যাতে সম্ভবপর হয় সেজন্য ভারতকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ৪০ সরকার এগিয়ে এসেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য ভারত সরকার ৪০ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে স্তুতিবোধ করেন নি।

ইম্পাত কারখানা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ৪০ সরকার ভারতকে দ্বারা তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করতে রাজী হয়েছেন। প্রথমতঃ রাশিয়া ভারতে প্রয়োজন অস্থানে ৪০ বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া উৎপাদনকৌশল শিক্ষা বিতে করতে রাজী আছেন। তৃতীয়তঃ ৪০ সরকার গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন। ইম্পাত কারখানার উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাশিয়া যে সব সরবরাহ করতে ইচ্ছুক সে সব যন্ত্রপাতির

দায় হতে প্রায় সাড়ে তেতাল্লিশ কোটি টাকা। সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে দাবী জানান হয়েছে ভারতকে এই সাড়ে তেতাল্লিশ কোটি টাকা মোট বাসট বার্ষিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে। এছাড়া রুপ সরকার দাবী করেছেন যদি কোন বন্দোবস্ত পাওনা থাকে তাহলে ভারতকে এই পাওনার উপর বার্ষিক আড়াই শতাংশ হিসাবে সুদ দিতে হবে। ভারত সরকার সোভিয়েট সরকারের দাবী মেনে নিতে রাজী হয়েছেন।

অনেকেই হয়ত জানা আছে, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ভারতের কাজ থেকে বার্ষিক শতকরা চার টাকা সাড়ে দশ আনা হিসাবে সুদ আদায় করেন। অর্পচ সোভিয়েট রাশিয়া দ্বারা আড়াই শতাংশ হিসাবে সুদ দাবী করেছেন। কাজেই সোভিয়েট রাশিয়ার সুদের হার কত কম সেটা আমরা হুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি।

ভারতে ইম্পাত কারখানা স্থাপন করা সম্বন্ধে রুপ বিশেষজ্ঞদের সাথে কথাবার্তা চালাবার ক্ষমতা ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত করেছিলেন। আগে আমরা দেখেছি, ভারত সরকার এখনই জার্মান এবং জাপানী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেছেন তখনই সরকার বেশকিছু বিশেষজ্ঞদের এড়িয়ে গেছেন। তখন কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের মতামতের উপর শুকনু আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার সময়ে ভারত সরকার বেশকিছু বিশেষজ্ঞদের এড়িয়ে বান্ধি, সরকারের এই পরিস্থিতি মনোভাবটি সত্যিই লক্ষ্য করবার বিষয়।

ভারতকে সোভিয়েট সরকার যে সব জিনিষ সরবরাহ করতে রাজী আছেন সোভিয়েট সরকার সে সব জিনিষের একটি তালিকা শেখ করেছেন। সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আগামী ১৯৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রত্যাবিত কারখানার কিছু অংশ চালু করে দেওয়া হবে। সে সব অংশ বাস্তবী থাকবে সে অংশ পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে চালু করে দেবেন বলে সোভিয়েট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যাবিত কারখানা যে সব অংশ সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সে সব অংশ সোভিয়েট রাশিয়া আগামী ১৯৯২ সালের মধ্যে চালু করে দেবার ক্ষমতা হারী থাকবেন। চুক্তিতে আরো বলা হয়েছে, রুপ বিশেষজ্ঞরা প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অংশ দু'মাস ধরে এক গোটা কারখানাটি ছয় মাস ধরে চালিয়ে প্রত্যেকভাবে কারিগরী ও পরিচালনা কাজে শিক্ষা দান করবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্য নীতির সাথে বাণিজ্য পরিচর আছে তীরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, রাশিয়া ভারতে বসটাকা গরী করতে এসিয়ে এসেছেন ক্ষম কোন অকম্মুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে রাশিয়া ততটাকা গরী করেন নি, যদিও কমুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে রাশিয়া হয়ত এর চাইতেও বেশী টাকা গরী করেছেন। তাছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে ইম্পাত সম্বন্ধীয় চুক্তির কলে ভারতও খুব লাভবান হয়েছেন। আমরা দেখেছি, বাইরে এবং দেশের অভ্যন্তরে ভারত সরকারকে বিভিন্ন সময়ে এর আগেই বার করতে হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট সরকার সুধের যে হার দাবী করেছেন সে হারে ভারত কোথাও বার পেতে সমর্থ হুনি।

সম্প্রতি সম্প্রাপ্ত রুপ-ভারত চুক্তিতে বলা হয়েছে, যদি ভারত সরকারের বিক্ষিপ্ত কোন প্রকার বরগরী পেমেন্ট উদ্ভব করার অভিযোগে মাথলা হয় তাহলে সে সম্পর্কে রাশিয়ার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ কতিপূরণ করা হবে। এখানে একটা কথা হুস্পষ্টভাবে বলে রাখা সরকার যে, রুপ-ভারত চুক্তিটি প্রাথমিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েট

সরকার এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা গণ্য করেননি। তবে নয় মাসের মধ্যে রাশিয়াকে চূড়ান্ত পরিকল্পনা গণ্য করতে হবে। এ কথা বলা নিশ্চয়োচন যে, প্রত্যাশিত কারখানার বয়সপাতি, নগর, খরচের হিসাব ইত্যাদি সবকিছু রাশিয়া চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠবেন।

চুক্তিতে বলা হয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের মুদ্রায় তাঁদের পাওনা টাকা আদায় করতে পারবেন। আলাদাভাবে পাওনা টাকা সোভিয়েট সরকার হাতে ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারেন সেজন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর হতে পারে, ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে জমা টাকা দিয়ে সোভিয়েট সরকার কি করবেন? কানা নিজেই, ভারতের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে চুটো সুবিধা লান করা হয়েছে। প্রথমতঃ ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে লক্ষিত টাকা দিয়ে সোভিয়েট সরকার ইচ্ছা করলে ভারত থেকে তিনিষপত্র ক্রয় করতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে লক্ষিত টাকা ঠাণ্ডি মুদ্রায় ডাবিয়ে নেওয়া যেতে পারবে। এই চুটো সুযোগের মধ্যে সোভিয়েট সরকার কোন সুযোগটি গ্রহণ করবেন সেটাই হল লক্ষ্য করবার বিষয়। তবে মাঝমা আশা করি সোভিয়েট সরকার ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে তাঁদের জমা টাকার একটা অংশ ভারত থেকে তিনিষপত্র ক্রয় করার জন্য ব্যয় করবেন।

আমাদের আশা যদি সত্যিই সফল হয় তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া এবং কল প্রত্যাশিত অত্যন্ত বেশি ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বেড়ে যাবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানীকারী দেশ সাধারণতঃ সে সব সুবিধা পেয়ে থাকে, ভারতেরও সে সব সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে আর হতে পারে, রাশিয়া যদি ভারত থেকে তিনিষপত্র ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে তাঁদের জমা টাকা খরচ না করেন এবং এই টাকা ঠাণ্ডি মুদ্রায় ডাবিয়ে দেবার জন্য অগ্রহণে জানান তাহলে ভারত কোন প্রকার অগ্রহণের সম্মুখীন হবেন কি না। আশা করি যখন ইচ্ছা ভারত কোন অগ্রহণের সম্মুখীন হবেন না। অল্প প্রমাণ টিক যে ভারতে কংগ, ডলার ইত্যাদি মুদ্রায় বাটকি হয়েছে। কিন্তু ভারতে ঠাণ্ডি মুদ্রায় কোন বাটকি নেই। বরক এটায় প্রাচুর্যই চোখে পড়েছে। আশা দেবরি, ভারত বিশত তিন বছর ধরে সাকচল্লিশ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা পাচ্ছেন। এখানে বলে রাখা বরকার, এই মুদ্রা হচ্ছে ঠাণ্ডি ব্যালেন্সের বার্ষিক কিস্তি। মোট কথা হল এই যে বর্তমানে ভারতের ঠাণ্ডি মুদ্রার অভাব নেই। যে মুদ্রা পাওনা ব্যাঙ্কে সে মুদ্রার সম্পূর্ণ ভারত খরচ করতে পাচ্ছে না। কান্নেই সোভিয়েট রাশিয়া যদি ভারতীয় বিদ্যার্ত ব্যাঙ্কে জমা টাকা ঠাণ্ডি মুদ্রায় ডাবিয়ে দেবার জন্য অগ্রহণে জানান তাহলে ভারতের তেমন কোন ক্ষতি হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

চুক্তির একটা বাধার বলা হয়েছে, নতুন কারখানা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে সব অংশ, বয়সপাতি এবং কলকরা ভারতে তৈরী করা যেতে পারে সে সব অংশ, বয়সপাতি এবং কলকরা ভারতে তৈরী করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

ভারতের ইম্পাত নিম্ন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক সহযোগিতা চুক্তির শর্তবিশিষ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল সম্ভব নাহি।

পরিকল্পনার পটভূমিকায় ভারতের খনিজ সম্পদ

বিবিধী

ভারতের আয়তন ১২ লক্ষ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় ভারত বড় দেশ। ছোট হউক বা বড় হউক, বিশ্বের কোন দেশই খনিজ সম্পদে আত্মনির্ভরশীল নয়। কারণ খনিজ সম্পদ সৃষ্ট হয় লক্ষ লক্ষ বৎসরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে; মানুষের প্রচেষ্টা এখনও একেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই তথাপি ভারতকে খনিজ সম্পদ প্রদানে প্রকৃতিদেবী কোনরূপ করুণা করেন নাই বলা চলে। দেশ বিভাগের ফলে অবশ্য অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদই বর্তমান ভারতের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

১৯৩৭ সনে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক হইয়া যায়, ফলে ইরাবতী উপত্যকার তৈল সম্পদ, টেনাসেরিমের টিন ও টুংষ্টিন, মোগকের হীরা ও মোগংয়ের ল্যাডেইট খনিসমূহ ভারতের হস্তচ্যুত হয়। শুধু তাহাই নয়, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের তৈল, কয়লা, লবণ, সিনপাস খনিসমূহ এবং চিত্রল রাজ্যের গ্র্যাটিন পিত্ত ও ভারতের হাত-ছাড়। হইয়া যায়।

তথাপি এখনও ভারতের যে সকল খনিজ সম্পদ রহিয়াছে সেগুলি মোটেই তুচ্ছ নয়। কয়েক প্রকার খনিজ সম্পদের দ্রুত ভারতকে বিদেশের মুখাপেকী হইয়া থাকিতে হইতেছে সত্য; অপরদিকে, অনেকগুলি খনিজ সম্পদ সরবরাহ ক্ষেত্রে ভারত বহু বৎসর স্বাবলম্বী থাকিবে এবং কয়েকটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিবে।

বর্তমান ভারতের খনিজ সম্পদসমূহের মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

কয়লা—দ্রুত হইতে এক হাজার হুট গভীরে ভারতে মোট প্রায় ২ হাজার কোটি টন কয়লার সম্ভাব্য গিরাহে। উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ মাত্র ৫ শত কোটি টন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হাঙ্গকানাবাখ, বিদ্যাপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, মাজদান ও অন্ধ্রপ্রদেশ কয়লার খনি আছে। অত্র পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই খনি খনি রহিয়াছে এবং ঐগুলি হইতেই ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে। বঙ্গদেশে চাহিদা মিটাইয়াও স্থানী তৃপ্তিতে ভারত হইতে বিদেশে কয়লা রপ্তানির সম্ভাবনা রহিয়াছে। মূল্যাহুণাতে কয়লাই ভারতের প্রথম খনিজ সম্পদ।

ম্যাঙ্গানিজ—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বখা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও গোয়াইয়ের ম্যাঙ্গানিজ শিঙের খনি আছে। বর্তমানে তুলুগ হইতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজ শিঙের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। ফলে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অপচয় হইতেছে যেখান বর্তমানে দেশেই উহার ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছে। ভারতের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে কয়লার পরেই ম্যাঙ্গানিজের স্থান।

অস্ত্র—ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র উৎপাদক দেশ। বস্ত্রঃ বিশ্বের মোট চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ অস্ত্র ভারত সরবরাহ করিয়া থাকে। বিহার, অন্ধ্র ও রাজস্থানে উহার খনি আছে। বিদ্যুৎ ও শক্তি প্রতিরোধক বিভিন্ন উন্নত দেশে উহার বহু ব্যবহার হইতেছে। ভারতে অস্ত্রের অপচয় নিবারণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহার ব্যবহার বৃদ্ধি করার দ্রুত একটি অস্ত্র অহুসন্ধান কমিটি নামাক্রম স্থাপন করিয়াছেন। অস্ত্র ভারতের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ।

লৌহ—ভারতে পৃথগ পরিমাণে লৌহশিল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর, বঙ্গ, বোম্বাই, মধ্যভারত ও রাজস্থানে উহা পাওয়া যায়। মোটামুটি হিসাবে, ভারতে মোট ৩ হাজার কোটি টন লৌহশিঙ আছে এবং উহার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই উৎকলে প্রাপ্য। বিহারের সিংহুয় মেলায় বর্ষিকভাবেই ৮ শতাধিক কোটি টন লৌহশিঙ রহিয়াছে।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিশেষ অগ্রগতিপ্ৰাপ্ত। তপানি দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য উড়িষ্যার রাউরকেলা ও মধ্যপ্রদেশের বিলহাইতে আরও দুইটা লৌহ কারখানা নির্মিত হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গে মৃণালপুরেও একটি নূতন কারখানা স্থাপনের লগ্ন্যবসা রহিয়াছে। আশোচ্য কারখানাসমূহ স্থাপিত হইলে বিশেষেও ভারত হইতে লৌহ ও ইস্পাত চালান দেওয়া চলিবে। বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন লৌহশিল্পের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বিশেষে চালান দেওয়া হইতেছে। তখন তাহা বন্ধ করিয়া একমাত্র তৈয়ারী মালই প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হইবে। এই শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ভারত গৰ্ভাশ্রমী সম্প্রতি একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রণালয় গঠন করিয়াছেন।

স্বর্ণ—ভারতের মধ্যে মহীশূর, হায়দরাবাদ, মাদ্রাস, উত্তরপ্রদেশ ও পূর্বপাভায়ে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে একমাত্র মহীশূরের কোলার খনি হইতেই অবিকাংশ পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলন করা হয়। উহা স্বারা দেশের সমুদ্র চাহিদা পূরণ হয় না বলিয়া আর পরিমাণ স্বর্ণ বিশেষে হইতেও আমদানী করিতে হয়। ভারতের মুগ্ধতীর খনি হইতে উহা উত্তোলন করিতে যথেষ্ট ব্যয় পড়ে বলিয়া উহা বিশেষ লাভজনক হইতেছে না। তপানি মূল্যস্থাপিতে উহা ভারতের পঞ্চম খনিজ সম্পদ।

আগাটাইট—বিহারেও সিংহুয় ও মাদ্রাসের ত্রিচিনপল্লীতে আগাটাইটের খর আছে। অগ্রমিত হয় যে, সিংহুয় ১ লক্ষ টন ও ত্রিচিনপল্লীতে ২০ লক্ষ টন আগাটাইট শিঙ পাওয়া যাইবে। সিংহুয়ে আগাটাইট উত্তোলন ১৯০৮ সনে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ১৯৩০ সন হইতে উহা পুনরায় খনন হইয়াছে। উত্তোলিত আগাটাইটের স্বারা ফলফেট সার প্রস্তুত করা হইতেছে। উহা স্বারা দেশের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ চাহিদা মিটিতেছে। অবশিষ্ট পরিমাণ বিশেষ হইতে আমদানী করিতে হয়।

ইলমেনাইট—ইলমেনাইট উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের অল্পতম অগ্রগামী দেশ। ত্রিবাঙ্কুর-কোটিন ও বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে উহা পৃথগ পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন ইলমেনাইটের প্রায় সমুদ্রতীরে বিশেষে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রুটনে চালান দেওয়া হয়। লৌহ ও ক্রুমিয়ে উহা ব্যবহৃত হয়।

কায়ানাইট—অধিনিরোধ প্রব্যাদি নির্মাণে কায়ানাইটের ব্যবহার হয়। বিহারের বরগোয়ান নামক স্থানে বিশ্বের বৃহত্তম কায়ানাইট আকর রহিয়াছে। উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং মহীশূরেও উহা আর পরিমাণে আছে। বর্তমানে ভারতের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত অবিকাংশ কায়ানাইট বিশেষে রপ্তানী করা হইয়াছে। দেশের কাচ ও সুতিকা শিল্পের প্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেই উহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

কোয়ালিটাস—মহীশূর রাজ্যের হাসান ও মহীশূর মেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বেওয়ার কোয়ালিটাস খনিতে খনন কার্য চলিলেও আশামের খানিয়া পর্বত এবং মাদ্রাসের বর্ষিক কানাকু

ও লালময় জেলার কোবাড়ায় খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাধান্য: আঠা। শিল্পে এই খনির খাতুটি ব্যবহার করা হয়।

ক্রোমাইট—জানা গিয়াছে যে, অন্ধ্র, বিহার, মহীশূর ও উড়িষ্যায় ২ লক্ষ টন ক্রোমাইট পিত্ত আছে। সম্প্রতি আরও কয়েকটি নূতন নূতন স্থানে উহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫০ সনে ভারতে ৩৫,৮০০ টন ক্রোমাইট খনিসমূহ হইতে উত্তোলন করা হয়। উহার মধ্যে ১৫,৮০০ টন বিদেশে ক্রোমিক্রিক, রিক্রাউট্রী এবং চামড়া কষান শিল্পে ক্রোমাইট ব্যবহার করা হয়।

গ্রোফাইট—উড়িষ্যা অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদে অল্প পরিমাণে গ্রোফাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গেলিল, বরেন্দ্রায়া ও লোহ কারখানায় উহা ব্যবহৃত হয়। দেশে উৎপন্ন গ্রোফাইটের দ্বারা ভারতের চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ মিটে; অবশিষ্ট ২৫ ভাগ বিদেশে হইতে আমদানী করিতে হয়।

জিপসাম—রাজস্থান, মাজার, সোয়াট্রী, কচ্ছ ও হিমাচল প্রদেশে আনুমানিক ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন জিপসামের আকর আছে। এতদিন পর্যন্ত এই খনির খাতুটি প্রাধান্য: সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত হইত। কিন্তু দিল্লী ও আলোয়াতে সার কারখানা স্থাপনের পরে এই সকল কারখানায়ও উহা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে।

পটাসিয়াম নাইট্রেট—বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পূর্বপ্রদেশে পটাসিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। উহার অপর নাম সল্টপিটার। অপরিমোদিত অবস্থায় উহা সাধারণে ব্যবহৃত হয়। আর পরিমোদিত পটাসিয়াম নাইট্রেট সাবান, দিগাললাই, কাচ, সূত্রিকা ও চামড়া শিল্পে লাগে।

ভাত্রা—বর্তমান ভারতে একমাত্র সিলিকনের খনি হইতে অল্প পরিমাণে ভাত্রা উত্তোলন করা হইতেছে। এই ভাত্রা ষাটশীলার পরিমোদিত হওয়ার পরে শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত সফল কার্যে ব্যবহারে বিপুল পরিমাণ ভাত্রা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং, বিহারের মান্ডুয় ও হাজারিবাগ, মধ্যপ্রদেশের ঝালাঘাট, অরুলপুর ও সপক, রাজস্থানের কেক্রী, অন্ধ্রের অনন্তপুর ও নেলোর, গোয়াইয়ের ছোট উদয়পুর ও দিকিয়ে নূতন নূতন ভাত্রাখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সকলস্থানও অব্যবহৃত খনিসমূহ হইতে ভাত্রা উত্তোলন শুরু হইলে ভাত্রার ব্যপারে দাবিদারী হইতে পারিবে।

বক্সাইট—বিহার, গোয়াই, মাজার, মধ্যপ্রদেশ ও কান্দীরে আনুমানিক ২৫ কোটি টন বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে মাত্র ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্যালুমিনিয়াম শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারতের গ্যালুমিনিয়াম শিল্প ১৯৪০ সনে শুরু হইলেও বর্তমানে উহা দেশের চাহিদার মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ মিটাইতে সক্ষম। আশা করা যায় যে, বক্সাইটের অভাব না থাকায় দীর্ঘই ভারতে আরও গ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইবে এবং তখন দেশের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে গ্যালুমিনিয়ামের প্রব্যাগি রপ্তানি করা চলিবে।

ফ্ল্যাটটেল—একমাত্র অন্ধ্র রাজ্যের খনিসমূহ হইতে বর্তমানে ফ্ল্যাটটেল উত্তোলনের ব্যবস্থা থাকিলেও রাজস্থানের আলোয়াত, বিহারের মান্ডুয় ও সিলিকুম জেলা এবং উড়িষ্যার গঙ্গাপুরে উহা অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের ফ্ল্যাটটেল সম্পদের সঠিক পরিমাণ না জানা গেলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, দেশের চাহিদার পক্ষে উহা যথেষ্ট। রজন ও পেট্রোলিয়াম শিল্পে উহা ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন তেল-সমৃদ্ধ দেশে ভারতের ফ্ল্যাটটেল রপ্তানি হয়।

বেক্টোনাইট—বিহার, রাজস্থান ও কান্দীরে খুব অল্প পরিমাণে বেক্টোনাইট পাওয়া যায়।

আশা করা যায় যে, ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যেও যেটোনাইটের লন্ডান মিলিমে। পেট্রোলিয়াম, কাউন্সী ও রসায়ন শিল্পে যেটোনাইট ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় খনিজসমৃদ্ধ হইতে যে আর পরিমাণ যেটোনাইট উত্তোলন করা হয় তাহা বেশী শিল্পগুলিতেই ব্যবহৃত হয়।

ফেল্ডস্পার—কাচ ও সুতিকা শিল্পে ফেল্ডস্পার খুবই ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, গোয়াই, আম্বীট, রাজস্থান, বিছাঙ্গদেশ, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজে উহার লন্ডান পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে ভারতে আর পরিমাণ উহা উত্তোলন করা হয় এবং তাহা দেশীয় শিল্পসমূহেই ব্যবহৃত হয়।

ভ্যামিকুলাইট—বর্তমানে বিদেশ হইতে ভ্যামিকুলাইট ভারতে আমদানী করা হয়। উহা ইনসুলেটর নির্মাণ করিতে প্রয়োজন হয়। মহীশূরের কোলার ও হাসান জেলার উহার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার শয়ই ভারত উহার ব্যবহার ক্ষেত্রে স্বাধীন হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ম্যাগনেসাইট—মাদ্রাজের সাগম ও মহীশূর ও হাসান জেলার পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেসাইট পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং কুর্গেও কিছু পরিমাণ ম্যাগনেসাইট রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণে উহা উত্তোলন করা হয় তাহার অর্ধাংশ বিদেশে রপ্তানি হয় এবং অবশিষ্টাংশ দেশেই অল্প নির্যাসক ইট নির্মাণ কার্কে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুক্তা ও হীরক—মক্তের সুভাঙ্গা, অনন্তপুর ও কুর্গ জেলার, মহীশূরে বেলাহী জেলার এবং বিছাঙ্গদেশের পাড়া, চরখারী, বিজাওয়ার ও অমরগড় জেলায় হীরকখনি আছে। তবে অধিকাংশ হীরকই পার্শ্বের খনি হইতে পাওয়া যায়। মুক্তা রাজস্থানের উদয়পুর ও আম্বীটে পাওয়া যায়। ১৯১০ সনে ভারতে প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা ও হীরক খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

বৌশ্য—মহীশূর ও হায়দরাবাদে আর পরিমাণে বৌশ্য পাওয়া যায়। দেশের ঘোঁট প্রয়োজনের মাত্র শতকরা আটভাগ ঐলকল রাজ্যের খনিজসমৃদ্ধ হইতে উত্তোলিত হয়। অবশিষ্ট পরিমাণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

লবণ—ভারতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল এবং মতী ও হিমাচলের বিভিন্ন পর্বত হইতে আহরণ করা হয়। দেশের চাহিদা মিটাইয়া উহা কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা চলে।

সীসা—ভারতের নানাব্যানে কিছু কিছু পরিমাণে সীসা পাওয়া যায়। রাজস্থানের জওহারেই প্রায় এক কোটি টন সীসা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতের সীসার ব্যবহার খুবই বেশী পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

জীয়াটাইট—জীয়াটাইট বা ফেকডক কাগজ, বয়ার ও রসায়ন শিল্পে ব্যবহার হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যথা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় উহা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দেশের চাহিদা মিটাইয়া কিছু উহা বিদেশে রপ্তানি করা হইতেছে।

লিলিমেসাইট—অগ্নিনিরোধক ত্রয্যটি নির্মাণে লিলিমেসাইট ব্যবহৃত হয়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও বিছাঙ্গদেশে লিলিমেসাইট পাওয়া যায়। একমাত্র আসামের খালি পাহাড়েই ২,০০,০০০ টন লিলিমেসাইট পাওয়া যায়।

ম্যাগনেসাইট—অন্ধ্র, বিহার, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে পাওয়া যায়। ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাগনেসাইট একমাত্র অন্ধ্র রাজ্যের আছে। অজ্ঞাত স্থানের ম্যাগনেসাইট বিকৃত শ্রেণীর।

দেশের চাহিদার তুলনায় ভারতে প্রাপ্ত রাসবেটনের পরিমাণ নিম্নাত্মক। ১৯৫০ সনে মাত্র ৪,৪৭,৮৮৩ টাকা মূল্যের রাসবেটন ভারতের বণিন্যমূহ হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। আর বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে ঘোঁট এককোটি পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের রাসবেটন।

উপরে লিখিত বণিজ্য ত্রাণ্য হিচকো ভারতে স্টেট, মার্কেল, চুণ ও গৃহনির্মানোপযোগী পণ্যগুলির আদ্য। উৎসের স্বাধীন ভারতের বর্তমানে প্রয়োজন সহজেই মিটান চলে। ভারতে খুব কম পরিমাণে চীন, নিকেল, গারল স্ট্রীনাথ, ক্রোরাইড প্রভৃতি বণিন্যবাহুও পাওয়া যায়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও ত্রিতমাব্দীর ক্ষেত্রে ১১০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা ভারতে বণিজ্য শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে আশা করা যায়।

কমনওয়েলথ বাণিজ্য চায়ের গুরুত্ব

১৯৫৩ সালে যুক্তরাজ্যই বিশ্বের প্রধান চা ব্যবহারকারী দেশ। জনপ্রতি ব্যবহারের পরিমাণ হয় ৮০ পাউণ্ড। সেই তুলনায় পূর্বের বৎসরে ছিল ৮০ পাউণ্ড; এই ব্যয়ই প্রথম জনপ্রতি ব্যবহার পরিমাণ যুক্তপূর্ব গড় ৮০ পাউণ্ড পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যায়।

লগনে কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক কমিটির সভাপতিত্ব রিপোর্ট হইতে উক্ত তথ্যটি জানা যায়। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে ১৯৫৩ সালে চায়ের রপ্তানি পরিমাণ ১,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের অধিক হয়। ইহা ১৯৫১ সালের সর্বোচ্চ রপ্তানি পরিমাণকেও অতিক্রম করিয়া যায় এবং ইহা যুক্তপূর্ব বৎসরগুলির গড় রপ্তানি পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক হয়।

ভারতে চায়ের উৎপাদন পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও রপ্তানি পরিমাণ কম নহে। অবশ্য ১৯৪২ সালের তুলনায় তাহা কিছুটা কম (৪০১,০০০,০০ পাউণ্ড)। সিংহলের রপ্তানি পরিমাণ ১৯৫০ সালে রেকর্ড পরিমাণ হয় (৩৫৬,০০,০০০ পাউণ্ড), যুক্তপূর্বকালীন উৎপাদন পরিমাণের প্রায় অর্ধেক। পাকিস্তানের রপ্তানি পরিমাণ পূর্বের বৎসরে অনেক কম হইলেও ১৯৫০ সালে কিছুটা আশাশ্রয়কভাবে বৃদ্ধি পায় (২৭,০০,০০০ পাউণ্ড, তুলনায় ১৯৫২ সালে ২৪,০০০,০০০ পাউণ্ড)।

চা সম্পর্কে বিশ্ব বাণিজ্যের অধিকাংশই পরিচালিত হয় কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে; ইহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া চা সরবরাহের আর একটি প্রধান উৎস এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রধান আমদানিকারক দেশ। কমনওয়েলথ রপ্তানিকারক দেশগুলির সর্বপ্রধান বাজার হইল যুক্তরাজ্য, পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত চা ই যুক্তরাজ্য গ্রহণ করে এবং ভারত হইতে গ্রহণ করে রপ্তানি চায়ের দুই-তৃতীয়াংশ এবং সিংহল হইতে এক-তৃতীয়াংশ।

উৎপাদন অবস্থার উন্নতি—১৯৫০ সালে চায়ের উৎপাদন অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। প্রধান প্রধান উৎপাদনকারী দেশগুলির (চীন ছাড়া) ঘোঁট উৎপাদন পরিমাণ যুক্তপূর্ব পরিমাণ অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ অধিক হয় এবং একমাত্র ১৯৫১ সালের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়। বিশ্বের ১,২৭১ মিলিয়ন পাউণ্ড উৎপাদন পরিমাণের মধ্যে কমনওয়েলথে উৎপাদন হয়, ১,০৪৬ মিলিয়ন পাউণ্ড; তাহার মধ্যে ভারত ৩০৮,০০০,০০০ পাউণ্ড, সিংহল ৩৪০,০০০,০০০ এবং পাকিস্তান ৫৬,০০০,০০০ পাউণ্ড উৎপাদন করে। এইভাবে কমনওয়েলথের উৎপাদন পরিমাণ বিশ্বের ঘোঁট পরিমাণের চার-পঞ্চমাংশ তুলনায় যুক্তপূর্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

১৯৫৩ সালে চায়ের রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ঐ বৎসর চায়ের মূল্য বৃদ্ধি কমনওয়েলথের দুইটি রপ্তানিকারক দেশের বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিংহলে রবার রপ্তানি মূল্যের

মিক দিয়া হ্রাস পায়, অথচ তা হইয়া লোভ্য বৎসরের রপ্তানি ব্যয়িত্যের শতকরা ৪৫ ভাগ (ইহাতে লাভ হয় ৮২৫,০০০,০০০ টাকা) ১৯৪৯ সালের পর ইহাই সর্বোচ্চ পরিমাণ। ভারতে ১৯৪৩-৪৪ সালে তা রপ্তানি হইতে লাভ হয় ১,০২০ মিলিয়নের অধিক টাকা। তাহা মোট রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশ; দুইয়ের পর ইহাই সর্বোচ্চ পরিমাণ। ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তানের রপ্তানিকৃত চাষের মূল্য পরিমাণ হয় প্রায় ৩২,০০০,০০০ টাকা, তাহা মোট রপ্তানির শতকরা ২৫ ভাগ।

ভারতে ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের শেষে চা উৎপাদন লক্ষ্যকৈ ব্যবহৃত জমির পরিমাণ হয় ৭৯,০০০ একর, তুলনায় পূর্বের বৎসরে ছিল ৭৮,০০০ একর; সিংহলে হয় ৫৭৯,০০০ একর, তুলনায় পূর্বের বৎসরে ছিল ৫৭২,০০০ একর। পাকিস্তানে ১৯৪০ সালে এই জমির পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ একর—অর্থাৎ পূর্বের বৎসরের তুলনায় ১,০০০ একর অধিকতর।

দুস্তরাঙ্ক ১৯৪০ সালে আমদানি করে মোট ৪২০,০০০,০০০ পাউণ্ড চা অর্থাৎ বিশ্বের মোট আমদানি পরিমাণের অধিকেক অধিক, এই সময় বিশ্বের মোট আমদানি পরিমাণ হইত ২১১,০০০,০০০ পাউণ্ড। দুস্তরাঙ্ক এবং অগ্রাঙ্ক দশেও এই আমদানি পরিমাণ লক্ষ্যীয় হয়। দুস্তরাঙ্ক এই সময় আমদানি করে ১০৮,০০০,০০০ পাউণ্ড চা।

উৎকর্ষের মূল্য—১৯৫০ সালে চাষের মূল্য পরিমাণ দশেও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫১ সালেও এই বৃদ্ধির পতি লক্ষ্য করা যায়। রপ্তানিকারক দেশগুলিতে ধরোয়া এবং রপ্তানি মূল্যের মধ্যে যে ফাঁক ছিল তাহা এই ভাবে অনেকটা পূরণ হইয়া যায়।

কলিকাতায় গড়পড়তা রপ্তানি মূল্য ১৯৫১ সালের প্রথমেও উপর আনিয়া যায়, সাপ্তাহিক গড় পরিমাণ ২২'১০ পে. হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরের শেষে হয় ৩২'২ পে.। ১৯৪৪ সালে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়, অগ্রেই ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২'৩ পে.।

কলকাতায় ১৯৫২ সালে মূল্য হ্রাস পায় বটে কিন্তু পর বৎসর রপ্তানি গড়পড়তা। ১৯৫১ সালের পরিমাণের ত্রায়ই হয়, মার্চ মাসে সর্বোচ্চ মূল্য হয় ৪০'১ পে.। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে হয় ৪৯'৩ পে. এবং অগ্রেই মাসের শেষেও তাহা আরও বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তানী রপ্তানী মূল্য মোটামুটি ১৯৫২ সালের অগ্রেই থাকিয়া যায়, কিন্তু পর বৎসর কিসেধর মাসে তাহার পরিমাণ হয় পাউণ্ড প্রতি ৪২'২ পে. ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে হয় পাউণ্ড প্রতি ৫৮ পে. কিন্তু তাহা পরে হ্রাস পাইয়া পুনরায় জুলাই মাসের শেষে হয় ৫৫'৮ পে.।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চা-শিল্পের স্থান

প্রশংসিত জম আদায়

জুরিকা—রপ্তানী শিল্প হিসাবে চা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সমগ্র রপ্তানীর আয়তন ছিল ৪৮০'২৭ কোটি টাকা। তাহার শতকরা ২৫'২২ ভাগ ছিল চা। অবশিষ্ট ৭৭'৭৮ ভাগের ভিত্তর ১১'০৪ ভাগ ছিল পাট ও পাটপ্রব্য এবং ১৪'৮৬ ভাগ ছিল কার্পাসমূল্য ও তৎসম্বন্ধিত ব্যবসায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বসুন্ধার ভারতের এই প্রজাগতীয় রপ্তানী শিল্পটি সফলকৈ বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। শুধু পরিকল্পনা অগ্রে উৎপাদন লক্ষ্য (target) কি হইবে তাহার ইংকিত দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে রপ্তানী আয়তন বাহ্যতে বর্তমান অগ্রে থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য

রাখিতে হইবে ও ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট হাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পায় সেই বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে।

উৎপাদন লক্ষ্য—১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন আয়তন ৬০.৭০ কোটি পাউণ্ড দরিয়া লইয়া, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 'অন্তে উৎপাদন লক্ষ্য ৬৭.৫০ কোটি পাউণ্ডে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে উৎপাদন লক্ষ্য ৭৪.০০ কোটি পাউণ্ডে বাধ করা হইয়াছে। এই এসকে কলিকাতাস্থিত চা-সভার এক সংবাদে বলা হইয়াছে, বর্ধিত উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ বাহ্যতে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তাহার উপাই বাহির করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ আভ্যন্তরিক চাহিদা পূরণ করিতে যাবিত হইবে।

পরিচালনাকারীদের এই আশা সত্যদূর সফল হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে যেই উৎপাদন আয়তন আশা করা হইয়াছিল তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। আগামী ৩১শে মার্চ অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সাল অন্তে প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইবে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত মোট ৬৫.৪০ কোটি পঞ্চম চা উৎপাদন করিয়াছে। ইহা প্রথম পরিকল্পনা লক্ষ্য হইতে তিন কোটি পাউণ্ডেরও অধিক কম। একবৎসরে এই তিন কোটি পাউণ্ড কমতি উৎপাদন পূরণ করা ভারতের চা-শিল্পের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ আমাদের চা-শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার গড়ে ১ হইতে ১.২ কোটি পাউণ্ড মাত্র। ইহার প্রমাণ নিম্নের ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চা-উৎপাদন তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

সাল	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪
কোটি পাউণ্ড	৫৬.৬৬	৫৬.৮০	৫৮.৪৬	৬১.০১	৬২.৮৫	৬১.০৬	৬০.৭৮	৬৪.৪০

এই ৮ বৎসরের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হইতেছে গড়ে ১.০৫ কোটি পাউণ্ড। উৎপাদন আয়তন প্রতি বৎসর ১.২ কোটি পাউণ্ড হারে বৃদ্ধি পাইতেছে বীকার করিয়া লইলে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ এখন হইতে ছয় বৎসর পরে উৎপাদন মোট $(১.২ \times ৬) = ৭.২$ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে ১৯৬০-৬১ সালে ভারত মোট $(৬৪.৪০ + ৭.২০) = ৭১.৬০$ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। যদি সেই সময় মোটমোট ৭২.০০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও উৎপাদন আয়তন নির্দিষ্ট লক্ষ্য হইতে $(৭৫.০০ - ৭২.০০) = ৩.০০$ কোটি পাউণ্ড পিছনে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই তিন কোটি পাউণ্ড কমতি উৎপাদন কি উপায়ে পূরণ হইবে?

অন্তর্য বৃদ্ধিশিল্পের পক্ষে হরত এইপ্রকার কমতি পূরণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। কারণ সেইক্ষেত্রে "extensive" এবং "intensive" দুইপ্রকার চাবের সুযোগ করিয়াছে। প্রয়োজন যোথে চাবের জমির মোট আয়তন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী চাব করিয়া একই আয়তনের জমি হইতে পূর্ণাঙ্গাংশ অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইতে পারে। চা শিল্পের ক্ষেত্রে শুধু একটি পথ খোলা আছে। ইহার "extensive" চাবের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত চালু পাঁচ বৎসরের চুক্তি অনুসারে প্রতিবৎসর মোট চা-জমির শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ মাত্র নতুন জমি চা চাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহার উপর প্রতিবৎসর আরও শতকরা ২ ভাগ মাত্র পুরাতন চা-জমি বাতিল করিয়া দিয়া তাহার বদলে সমপরিমাণ নতুন জমিতে চা চাব করা চলে। এই চুক্তি গত ৩১শে মার্চ শেষ হইয়া গিয়াছে। নতুন চুক্তি যে কিরূপ হইবে বলা যায় না। তবে নতুন চুক্তির বিধান

নিম্নেই ইচ্ছাশক্তি হালকা হইবে না। চঃ-শিল্পের বরাতে ইহাই হইল “extensive” চাপের সুযোগ। “intensive” চাপের সুযোগ অবশ্য খেই রহিয়াছে এবং আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার যথাসম্ভব উন্নতি করা হইয়াছে ও হইতেছে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনের ফলেই ভাঙতে চা উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার গড়ে ১২ কোটি পাউণ্ড আন্বায় পাড়াইয়াছে। আগামী ১৩ বৎসরে এই হারের আর পুনঃবৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি চঃ-এর উৎকর্ষ (quality) বৃদ্ধির আশায় নিয়ম করিয়া “Tea waste” ও “Residue tea” নষ্ট করিয়া ফেলা হইতেছে, তাহাতে কোনরূপ ভেজালের সুযোগ না দেখা দেয়। ইহার ফলে উৎপাদন আরও বেশ হ্রাস পাইতেছে। এইসব কারণে আহার মনে হয়, তিন কোটি পাউণ্ড চঃ-এর অভাব কোন মতেই পূরণ করা যাইবে না এবং দ্বিতীয় শতবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে উৎপাদন লক্ষ্য কোন মতেই ৭৫০০ কোটি পাউণ্ডে পৌছিতে পারিবে না।

রপ্তানী আয়তন—দ্বিতীয় শতবার্ষিক পরিকল্পনা চা রপ্তানী বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ভারত তাহার চা বৎসরের শতকরা ৭২ ভাগেরও অধিক বিদেশে রপ্তানী করে এবং শুধু যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্রয় করে। চা ফসলের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমাদের দেশ প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। ইহা অতি উত্তম কথা। কিন্তু এষ্ট ব্যৱস্থায় যে খণ্ডে কৃষকের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা তুলিলে চলিবে না। বিদেশী বাজারের চাহিদার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকা একটি বেশী শিল্পের স্বার্থ ও উন্নতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। যেখানে সরবরাহ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার আছে সেখানে হস্ত এইরূপ অবস্থা ততটা ক্ষতিকর হয় না। সর্বাংশেই অধিক উৎপাদন করিলেও চা সরবরাহ বিষয়ে ভারতের একাধিপত্য নাই। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদেশী বাজারের মোট চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ক্ষমতা ভারতের নাই। বিদেশী চাহিদাকে ইচ্ছানুসৃত বৃদ্ধি করিতেও সে অপারগ। এমত অবস্থায় নিজেদের গরের বাজারের প্রতি বেশী করে দৃষ্টি দেওয়াই যুক্তিসূচক। কারণ প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত প্রচুর মাধ্যমে আভ্যন্তরিক চাহিদাকে বৃদ্ধি করা চঃ-শিল্পের পক্ষে অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। বিদেশী বাজারেও, বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও, উপর অতি নির্ভরশীলতাই চঃ-শিল্পের বর্তমান দুর্বলতার প্রধান কারণ। আভ্যন্তরিক চাহিদাকে গ্রিকমত কোমল করিয়া তুলিতে পারিলে, চঃ-শিল্পে অভাবনীয় ক্ষমতা ও স্বৈর লাভ করিবে। ১৯৫২ সাল এবং তৎপূর্বে আরও কয়েকবার দুই চঃশিল্পের মধ্য অবস্থার মূল কারণ ছিল আভ্যন্তরিক চাহিদার পতন। কোমল আভ্যন্তরিক চাহিদা বর্তমান থাকিলে এইরূপ অবস্থায় বিদেশী চাহিদার অগ্রাহ্যকে নাকচ করিয়া দেশী চাহিদার প্রাচুর্য শিরকে মন্য অবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বর্তমানের মন্য অবস্থার পুনরাবৃত্তি ভাবের অভাব থাকিবে না।

আমাদের দেশে চঃ-এর বর্তমান আভ্যন্তরিক চাহিদার আরও বাৎসরিক ১৮২০ কোটি পাউণ্ডে বৃদ্ধি করা হয়। অথচ কিছু মাত্র চা উৎপাদন না করিয়াও প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫০ কোটি এবং যুক্তরাজ্যে প্রায় ১০৮ কোটি পাউণ্ড চা ভোগ করে। যুদ্ধের পূর্বে চীনদেশে উৎপাদিত সমগ্র ৫০ কোটি পাউণ্ড চা দেশের ভিতর খরচ হইয়া গাইত। এখনও প্রায় সেই পরিমাণ চা খরচ হয়। যদি উপযুক্তভাবে প্রচুর কার্য পরিচালনা করা হয়। তাহা হইলে আমাদের দেশেও চঃ-এর ভোগ খণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ৫৩ কোটির অধিক লোকের পক্ষে প্রতি বৎসর ২৮০০

কোটা পাউণ্ড চা ভোগ করা এমন কিছু বেশী কথা নহে। রপানী ও আভ্যন্তরিক চাহিদার বর্তমান আপেক্ষিক অল্পপাত হইতেছে আশান ৭০ : ৩০। আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত এই অল্পপাতকে দীর্ঘ দীর্ঘে অল্পতঃ পক্ষে ৫৫ : ৪৫ লক্ষ্যে লইয়া যাওয়া। হস্ত ইহার ফলে বর্তমানে বিদেশী মুদ্রা আয়ের পতন হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও একটা দেশী শিল্পকে বিদেশী চাহিদার অনিশ্চয়তার হস্ত হইতে রক্ষা যায়। সর্বাগ্রে উচিত। আর রপানীর অল্পপাত হ্রাস পাইলেও উৎপাদন আয়তন বৃদ্ধির সহিত রপানীর মোট আয়তন ও বৃদ্ধি পাইবে। একটা বৃহৎ শিল্পকের ক্ষুদ্র অংশ অনেক সময় একটা ক্ষুদ্র শিল্পকের বৃহৎ অংশ হইতে বৃহত্তর হয়। অতএব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পল্লভার নির্দেশ "Exports must be increased as far as possible in spite of great consumption at home" পরিবর্তন করিতে হইবে। ইহার বদলে উপযুক্ত নির্দেশ হইবে, "Consumption at home must be increased as far as possible in spite of greater exports."

গত বৎসর নভেম্বর মাসে চা ব্যবহার বৃদ্ধি করে প্রচার কার্যের প্রয়োজনে বাড়তি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চা সভা চা সেসের হার দুই টাকা হইতে চার টাকা করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী পাক। কালে আমরা কিছু প্রকৃত প্রচার কার্য দেখিতে চাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পেট্রোলিয়াম শিল্পের নবদিগন্ত

অধ্যাপক ঐন্দ্রদীন ভট্টাচার্য

বর্তমান পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন ইন্ধন শক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ পেট্রোলিয়াম হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শিল্পটিতে ভারত এ পর্যন্ত অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায় বহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের ফলে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে সত্য কিন্তু পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিক দিয়া বহুপূর্ণতা লাভ করিতে ভারতের এখনও দীর্ঘকাল বেঁধী আছে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ কালে এই শিল্পটির নানা দিক দিয়া উন্নতি হইবে। ইহাতে সরকারী এবং বেলরকারী এমন কি বিদেশী মূলধনও প্রচুর পরিমাণে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতে মাত্র একটি মকলে স্বাভাবিক বনিজ তৈল বা "ক্রুড অয়েল" পাওয়া যায়। আশামের পূর্বপ্রান্তস্থিত ডিগবড়ের তৈলকূপগুলির বার্ষিক উৎপাদন মাত্র ৩৫ লক্ষ টন অর্থাৎ ভারতের মোট প্রয়োজনের মাত্র এক-দশমাংশ। অতরূপে অবশিষ্ট নয় দশমাংশ তৈল ও তৈলজাত ভাসায়ণিক ত্রব্যাদি মুক্তরাষ্ট্র, বাহরিন, আরব, ইরাক, ইকোয়েনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ইহায় ফলে একদিকে যেমন পেট্রোলের দত নিকা প্রয়োজনীয় ত্রব্যের মূল্য বিদেশের উপর অতি নির্ভরশীলতা ভারতের অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে আশংকার বিষয় হইয়া বহিয়াছে অপরদিকে তেজনি প্রতি বৎসর ৮০.২০ কোটি টাকা তৈলজাত ত্রব্য ক্রয়ের মূল্য ব্যয় করিতে হইবে।

ভারতে সম্প্রতিকালের মধ্যে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে কারণ বেশে মোটরগাড়ি, ট্রাক্টর, ডিজেল ইঞ্জিন, বিমান ও জাহাজের সংখ্যা অত্যন্ত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত পরিবহন ও শিল্প ব্যবহার ব্যাপক প্রসাধনের ফলে ভারতের পেট্রোলের চাহিদা আরও অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে পৃথিবীতে

কেমোসিন তৈলের চাহিদার তিক হইতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের তৈল শোধনাগারগুলিতে যে পরিমাণ কেমোসিন তৈল উৎপন্ন হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভারতে তৈলের উৎপাদন ও তৈল শোধনাগারগুলির সর্ববৃহৎ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা সরকার। সেই জন্ত বর্তমানে নিম্নলিখিত পতিকল্পনা অনুসার পেট্রোলিয়াম শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে—(১) নূতন শোধনাগার স্থাপন; (২) আসাম ও পশ্চিম বঙ্গে নূতন তৈলক্ষেত্র আবিষ্কারের ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং ভারতের অপরাণব সম্ভাব্য স্থানে তৈল অন্বেষণ কার্য পরিচালনা; (৩) নিরস্ত্রেশ্বর কদলা হইতে কৃত্রিম উপারে পেট্রোল ও অন্যান্য বাস্যগণিক ত্রব্য উৎপাদন প্রচেষ্টা; (৪) পেট্রোলের পরিবর্তন্য হিসাবে “ন্যাওয়া এ্যাংলোকোলেবর” ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং এই শিল্পের উন্নতি সাধন করা।

(১) নূতন শোধনাগার স্থাপন—বিগত ১৯৩৮ সালে যখন মধ্যপ্রাচ্যের দ্রষ্টব্য তৈল উৎপাদন কেন্দ্র ইরানের বিখ্যাত আবাহান শোধনাগারটি বন্ধ হইল তখন ভারতে পরিকল্পিত তৈল ও উপজাত ত্রব্যসমূহের সর্ববৃহৎ ব্যাধারে ঘা। লক্ষ্য উপস্থিত হইল। মধ্যপ্রাচ্যে শৌদি আরব, ইরাক ও কোইট রাতে “জুড অয়েল” বা কাঁচা পেট্রোলের উৎপাদন অতি ক্ষুদ্র বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীর তৈলের অনটন দূর হইল বটে কিন্তু পটিলোদিত তৈলের ব্যাধারে ভারত, নুক্তবাস্তুর উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ফলে বহুদূর উল্লেখ্য খরচ বাড়িয়া গেল। তাহা ছাড়া আরবের তৈল ইন্দোনেসিয়া বা আমেরিকার ট্যাক্সর কাছাকাছি যোগে বহিরা লইয়া যাওয়ার খরচ আছে এবং পুনরায় ঐ তৈল পরিপোষনের পর ঐ একই পথে মধ্যপ্রাচ্য পার হইয়া বোম্বাই ও কলিকাতায় আহায যোগে (পরিষ্কৃত তৈল) সর্ববৃহৎ করা যেমন কটলাগা ও সমরলাগা তেমনই অধিক ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ভারত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট তৈল কোম্পানীগুলি একমত হইয়া ঠিক করিলেন যে ভারতে বড় বড় তৈল শোধনাগার স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ভারত সরকার বার্মিংহাম, ট্যাংগার্ড ড্যাঙ্কাম ও ক্যালটেক কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়া বোম্বাইয়ের নিকট ট্রায়েতে দুই এবং বিশাখাপত্তনম বন্দরে একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রায়ের শোধনাগার দুটি ইতিমধ্যেই পুরাভাবে উৎপাদন শুরু করিয়াছে। বোম্বাই বন্দর পারন্ত সাগরের অধূরে অবস্থিত হওয়ার এই শোধনাগারগুলি ঐ অঞ্চলের “জুড অয়েল” পরিপোষিত করিয়া গ্যাসোলিন, কেমোসিন, বিটুমেন প্রভৃতি নানা প্রকার ত্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। এই পরিষ্কৃত তৈল বর্তমানে আহায যোগে কলিকাতা, মাদ্রাস, কোচিন, প্রভৃতি প্রধান বন্দরগুলিতে সর্ববৃহৎ করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতীয় কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে একটি তৈলবাহী “ট্যাক্সর” আহায নাই। সুতরাং বিশেষী আহাযেই এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপকূল বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু যখনই ভারতীয় কোম্পানীগুলি “ট্যাক্সর” আহায ক্রয় বা নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবে তখন হইতেই এই তৈল বাবদ তাহাদের অবিকারে আসিবে। সম্ভ্রুতি বিশাখাপত্তনমে “মলবিহার” নামক একখানি তৈলচাণিত ট্রিনি দূর আধুনিক বাণিজ্য আহায প্রস্তুত করা হইয়াছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই উক্ত কারখানা উপযুক্ত লম্বা তৈলবাহী আহায নির্মাণ করিতে লক্ষ্য হইবে।

ক্যালটেক কোম্পানীর বিশাখাপত্তনম শোধনাগার ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর দিকে নির্মিত হইবে। এখানে ইন্ডোনেসিয়া প্রভৃতি পূর্ববেশ্বর অঞ্চলের জুড অয়েল হইতে পরিষ্কৃত তৈল প্রস্তুত করা হইবে। এখান হইতে মলম্বে ও রেগপে সাবানাবতে তৈল সর্ববৃহৎ করা বাইবে। শোধনাগারগুলিতে বহু লম্বাচক বন্ধ ও অন্ধ ভারতীয় কারিগর ও শ্রমিকের কর্ম লক্ষ্যন হইতেছে

এবং কেবলমাত্র বিধানের ক্ষমতা প্রযোজ্য হইবার হাঝা তৈল, পাট ডিম্বাইবার তৈল, বস্ত্রের তৈল প্রভৃতি মাত্র কয়েক প্রকার বিশেষ ধরণের তৈল ছাড়া প্রয়োজন মত চক্কাক্ত সকল প্রকার তৈল ও তৈলমাত্র দ্রব্যই মোট ৮ লক্ষ টন তৈল যোগাই, বিশাখাপত্তনম্ ও ডিগবরের শোধনাগারগুলিতে ১৯৪৭ সালের মধ্যেই প্রস্তুত করা যাইবে। সম্প্রতি আসামের ডিগবর অঞ্চলে অবস্থিত “ম্যাসাম অয়েল কোম্পানীর” পুরাতন শোধনাগারটি সম্প্রদায় করা হইয়াছে। এখান হইতে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টন পরিষ্কৃত তৈল, যোগ ও অল্পাংশ দ্রব্য হেলপথ মাত্রকণ্ড ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করা হইতেছে। এ পর্যন্ত ভারতের তৈলশিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ অতি সামান্য। বিদেশী মূলধন ১০ কোটি টাকারও অধিক এখনই নিয়োগ করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও নিয়োগ করা হইতে পারে। ট্রুথেনে দুই শোধনাগারের মধ্যে বার্মাশেলেরটিই বড়। কিন্তু ষ্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়ামেটিও কম নয়। ছোটটিতেই ১৭৫ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই যোগাইয়ের শোধনাগার ৬টি গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিতে দ্বিত্বপূর্ণ কাজ কবিবার তত্ত্ব ভারতীয় কারিগরদের কয়েকটি দলকে বিশেষ শিক্ষার ক্ষমতা পাঠানো হইয়াছে।

(২) **নূতন তৈল কুপ ধ্বংস**—নূতন তৈল উপকূল স্থাপন করা একটি ব্যয়সাধ্য ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু ব্যয় যে ইউরোপীয়েরা এখন প্রথম আমেরিকার বাস করিতে যান তখন ঐ দেশের নানা স্থানে তৈলের নিষ্কাশন দেখা যাইত অতঃপর তৈল খনি অন্বেষণ করা সুবই সহজ ছিল। মাটির কয়েক ফুট নিরেই তৈল মিলিত। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। এখন আমেরিকাতেই কোন কোন তৈলকূপ ১৫ হাজার ফুট গভীর হইয়াছে। ভারতের আসামে সম্প্রতি নাহোর কাটরাতে যে নূতন তৈলকূপ খনন করা হইয়াছে তাহার গভীরতা ১১৭৫ ফুট। মাটির এত নিরে বেখানে তৈল ভত্তার অবস্থিত সেখানে তৈলের সন্ধান করা মোটেই সহজ নহে। বস্ত্তঃ আজ বহু বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভূতাত্ত্বিকরা তৈল ভাণ্ডার অবস্থিত সেখানে তৈলের সন্ধান করা মোটেই সহজ নহে। বস্ত্তঃ আজ বহু বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভূতাত্ত্বিকরা তৈল ভাণ্ডারের অবস্থান সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে সক্ষম নহেন। অতঃপর অন্বেষণ মত পাইপ ঢালাইয়া অনেক মত অর্থব্যয় করিতে পারিলে তবুই তৈলখনির সন্ধান মিলিতে পারে। অবশ্য সন্ধান যে এতদ্বারা আত্মসাৎ করা হয় তাহা নয়। প্রথমে বিমান হইতে “ম্যাপ্রিটোমিটার” দ্বারা পৃথক পৃথক নিম্নত্বের সন্ধান করা হয়। এইরূপ নিম্নত্বের পাওয়া গেলে আরও কয়েক প্রকার পরীক্ষার দ্বারা তৈলের অস্তিত্বের সামান্যতম সন্ধাননা আছে কিনা দেখা হয়। তাহার পর কণাল খুঁজিয়া পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়। কণাল খুলিল ভাল নচেৎ কেবল লোকলান বিয়া যাইতে হয়। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া ষ্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি স্থানে তৈলের অন্বেষণ করিয়া মাত্র ২০টির মত ভাল তৈলকূপ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন এবং ১৬০টি কূপ হাজার হাজার ফুট খুঁজিবার পর তৈলের সন্ধান না পাইয়া পরিত্যাগ করেন। এই উদাহরণ হইতেই তৈল ব্যবসায়ের স্বরূপ কতকটা বুঝা যাইতেছে। এই ব্যবসায় যে কোম্পানী বহু সুকি লইয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যাইতে পারিবে তাহারই বরাত খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে সৌদি আরব, কোইট ও ইরাকের বৃষ্টিপ ও আমেরিকান কোম্পানীগুলি কি বিরাট লাভ করিয়াছে তাহািলে সন্দেহ হইতে হয়। আরবের উত্তর দিকের মুকে আজ তরল স্বর্ণের স্রোত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কে বলিতে পারে বাংলার পত্ত ভ্রামল ক্ষেত্রের নিরেও অগ্নিকূপ তৈলখনি আবিষ্কৃত হইবে কিনা! আসামের নাহোরকাটির আরাম তৈল

কোম্পানীর সাম্প্রতিক সাফল্যের ফলে জনসাধারণ, সরকার এবং বিদেশী কোম্পানীগুলি পৃথক উৎসাহিত হইয়াছেন। বিমান হইতে ম্যাগ্নিটোমিটার সমীক্ষার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাসীলীর অববাহিকার তৈলধারণক্ষমতার স্থান মিলিয়াছে। ভারত সরকার একটি বিদেশী এন্ট্রোপার সঙ্গে এক-চতুর্থাংশ শেয়ারে পশ্চিমবঙ্গে তৈল অন্বেষণ কার্য পরিচালনা করিতে প্রাণত করিয়াছেন। আশাযুক্ত হইবার কোন কারণ এখনও ঘটে নাই এবং কত বৎসর পরে লাভলাভ হইবে অথবা আরো হইবে কিনা কে বলিতে পারে। তৈল অন্বেষণের সুবিধা সম্বন্ধে বলা হয়—

"The oil explorer's task is many times more arduous than the proverbial search for a needle in a haystack. For, the haystack that the oilman has to deal with is the globe itself, and more often than not he is not even sure that the needle he is looking for is there". উপরোক্ত উক্তি হইতে তৈল শিল্পের অনিশ্চয়তার কথা বুঝা যাইতেছে। ভারতের মত বিশাল দেশে যেখানে মূলধনের একান্ত অভাব সেখানে সরকারী বা বেসরকারী মূলধনের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম শিল্পের ক্ষুদ্র প্রসার কিভাবে সম্ভব হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। বস্তুতঃ ভারতে তৈলের চাহিদা যেমন ক্রমবর্ধমান তাহাতে দেশে খনিজ তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুলির বিপুল আর্থিক সংস্থান, অভিজ্ঞতা, বাস্তবিক উৎসাহের সাহায্য ছাড়া বর্তমানে ভারতের সহায্য তৈল সম্পদের ব্যবহার করা সম্ভব কি? বিদেশী কোম্পানীর কতকটা কৃত্রিম্যবলীনে দেশের অন্ততম প্রধান সম্পদ ব্যবহৃত হইতে দেওয়ার ক্ষমতা ভারত সরকারকে কোথায় দেওয়া যায় কি? বাস্তবিক পক্ষে এই সকল দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে এক দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিদেশীকে সহযোগিতার বিরোধিতা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পেট্রোলিয়াম অন্বেষণ করা অতি বিশালকণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সাম্প্রতিক ব্রিটেন, তৈলখনিতে যে ক্ষমিকাত হইয়া গেল তাহা হইতে সম্ভব এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে উপযুক্ত লাভ সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক ছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্প চলিতে পারে না। সুতরাং বর্তমান অবস্থার বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য।

(৩) কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত—ভারতে এ পর্যন্ত কোন বড় তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় নাই অথচ ১৯৪৪ সালে আধারের দেশে তৈলের খরচ দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ টন। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকার্য্য করণা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুতের বিধার চিন্তা করিয়া দ্বিধা দ্বিধান্তে উপস্থিত হন যে ভারতে ১৯৬০ সালের মধ্যে মোটামুটি ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পূরুষ্কৃত কৃত্রিম তৈল কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। এজন্য বিধের বড়বড় কৃত্রিম তৈল উৎপাদক দেশগুলির নিকট কারখানা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা পরিকল্পনা প্রস্তুতের আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত কারখানাটি সম্ভবতঃ করিয়া করলাখনি অঞ্চলে স্থাপিত হইতে পারে এবং উহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৩ লক্ষ টন তৈল। তাহার মধ্যে ২০ হাজার টন তৈল বিমানপোতের ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। এই শোভা প্রকার তৈল ভারতের কোন শোষণাধারেই বর্তমানে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মোট উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের একতৃতীয়াংশের কম হইলেও বিশেষ প্রকার তৈল উৎপাদনের ক্ষমতা কারখানাটির শুদ্ধমুখ যেন। এটি বর্তমান স্থাপিত হয় দেশের নিরাপত্তার দিক হইতে ততই মঙ্গল।

ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর করলাখনি কিছু অভাব থাকিলেও তুর্গর্ভে ২০০০ ফুটের মধ্যে খননের উপযুক্ত ৩ হাজার কোটি টনেরও বেশী নিকট করলা সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ করলাখনি কিরূপেও বহি

হাইড্রোজেন প্রস্তুতি দ্বারা তৈরী পৰিণত করা যায় তবে দেশে খনিজ তৈলের অভাব দিগন্তে পারে। বর্তমানে ভারতের বহুস্থানে বিশেষতঃ যমুপ্রদেশ, বিজাপ্রদেশ ও আগামের নানাস্থানে বড় বড় কারবার ভাণ্ডার অব্যাহত অবস্থায় রহিয়াছে। উহারের মধ্যে কতকগুলি এখনই কাইপ্রান বা স্ক্রু বা অক্সকাবণে নিকট প্রচীর যে কোন প্রকার কার্বেই উহাকে লাগান সম্ভব নহে। অদ্য এই প্রকার করণা হইতে অন্যান্যদেই কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত করা যায়। এই শিল্পটির সমৃদ্ধির প্রধান অন্তর্যায় হইল—(১) যথেষ্ট মূলধনের অভাব (প্রস্তাবিত কৃত্রিম তৈলের কারখানাটি সরকার নিজ অর্থব্যয়ে নির্মাণ করিবেন), (২) ভারতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুতের ব্যয়ি বা উৎপাদক কারিগর নাই, সুতরাং এমিক দিয়া বিদেশের উপর নির্ভরতাশীলতা অনিবার্ণ, (৩) যে সকল স্থানে নিকট প্রচীর করণা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সে সকল স্থানে রেলপথ বা অন্ত্রান্ত যানবাহনের একান্ত অভাব। উপরোক্ত অগ্রবিধাত্মি দূর করিতে পারিলে ভারতের নানাস্থানে কৃত্রিম পেট্রোলের কারখানা স্থাপন করা বাইতে পারে। বর্তমানে নূতন জ্বতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ক্রমশঃ অল্পখরচে করণা হইতে পেট্রোল প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এই শিল্পটির উন্নতিতে পুখই আশাশ্রয় বলিয়াই মনে হয়।

(৪) পরিবর্তন জ্বাল্য উৎপাদন—পেট্রোলিয়মের পরিবর্তন জ্বাল্য মশ্যেব হ্রাসার বা Power alcohol সর্বপ্রধান। “পাওয়ার এ্যালকোহলের” সাহায্যে মোটরগাড়ী হইতে নানাপ্রকার ইঞ্জিন পর্যন্ত চালানো যায়। পেট্রোলের সঙ্গে উহা মিশাইয়াও ব্যবহার করা যায়। নানাপ্রকার কাঁচামাল হইতে বিভিন্নরূপে “পাওয়ার এ্যালকোহল” প্রস্তুত করা হয়। জার্মানী উদ্ভূত আলু হইতে উহা প্রস্তুত করে। তাহা ছাড়া গমের শুঁড়া হইতেও উহা উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু “পাওয়ার এ্যালকোহল” প্রস্তুতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁচামাল হইল চিনি বাহির করার পর যে খোলা শুঁড় পাওয়া যায় সেই শুঁড়। ভারতে প্রায় বেড়নত চিনির কলে কয়েক লক্ষ টন এই প্রকার শুঁড় উৎপন্ন হয় কিন্তু উৎপন্ন হওয়াই ও মূলধনের অভাবে উহা মাত্র কয়েকটা কারখানায় ছাড়া অন্তর ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। বর্তমানে সারা ভারতে মাত্র ১২টি কারখানা হইতে বৎসরে ৫০ লক্ষ গ্যালন “পাওয়ার এ্যালকোহল” উৎপন্ন করা হয়। এই শিল্পটির প্রসারের জন্য সরকার এ্যালকোহলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও “পাওয়ার এ্যালকোহল” উৎপাদন আশাশ্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিল্প বিদ্যে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। ভারতে যদি আশাশ্রয় পরিমাণ পাওয়ার এ্যালকোহল, কৃত্রিম পেট্রোল এবং আভ্যাবিক পেট্রোল উৎপন্ন করা সম্ভব হয় তবে একরূপ আশা করা বাইতে পারে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারত বিশেষ হইতে “জুড অয়েল” আমদানী ছাড়াই সম্ভবতঃ দেশের এক-তৃতীয়াংশ খনিজ তৈলের চাহিদা কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সংস্থান হইতেই মিটাইতে পারিবে। আশা করা যায় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই ভারতে নূতন তৈললুপ স্থাপন করা সম্ভব হইবে এবং নূতন তৈল শোধনাপারগুলি বিশেষ “জুড অয়েলের” পরিবর্তে দেশজ “জুড অয়েলই” ব্যবহার করিবে।

পরিচালনা ও সর্বোন্নয়নের আর্থিক কার্যক্রম

(২৭০ পৃষ্ঠার পর)

তাহা হইলে ছোট ছোট টুকরা কৃষি প্রগতির পথে বাধাশ্রম হইবে না। তাহাওঁর দত্ত ৩৬ কোটি লোকসংখ্যা অধুষিত দেশে কৃষির মানিক হইবে সমাজ, আর সমস্ত গ্রাম সমাজের সেবার এই কৃষি বাহাতে ভাল ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে। কিন্তু চাষ করিবার ইচ্ছা আছে এমন প্রত্যেক লোক গ্রামের কাছ হইতে কৃষি শাইবে এবং পরিবারের লোক লোক সংখ্যার অগ্রশাতে তাহার কৃষি চাষ করিবার অনিবার্য গ্রাম-সমাজকে মানিয়া লইতে হইবে। যে অর্থ ব্যবস্থা জুহানের অভিপ্রেত, তাহাতে কৃষি ব্যবস্থাকে সহকারী তত্ত্বের স্থান থাকিবে। কিন্তু সমস্ত কৃষি একত্রীকরণের (Collectivisation) দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হউক— এই করণা জুহান আন্দোলন চায় না। লবোচরের অর্থব্যবস্থার ইহার কোন স্থান নাই।

বর্তমান পরিশ্রমের অর্থশাস্ত্রে শ্রম বিভাজনের খুব গুরুত্ব বহিরাছে। সেইজন্য বিশেষীকরণ (specialisation) হওয়া চাই। সকলে একত্রে কাজ করিবে, একজন একই কাজে লাগিয়া থাকিবে। উচিত ভিত্তি বুনিবে, প্রত্যেক কারিগর তাহার সংস্কৃত শিল্পে সুশীল হইবে ইহাই আমাদের পরিশ্রমের তথাকথিত স্বর্ণশাস্ত্রের নির্দেশ। আমরা যে গ্রামোক্ত ও গ্রামীকরণের করণা করি, তাহাতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সুখ্যস্থান দেওয়া হয়। কৃষক যদি কেবল চাষই করে তো তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইবে না। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে আরও নানাপ্রকার শিল্পের কাজ চলা চাই। গ্রামের সমস্ত কৃষির পরিচালন অগ্রশাতে প্রত্যেক ব্যক্তি কৃষি শাইবে ও চাষের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে আরও মজা শিল্প করিতে থাকিবে। প্রত্যেক পরিবার হইবে বহু উদ্ভেদী (multicraft family) ইহাই সর্বোচ্চের আর্থিক পুনর্গঠনের দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রকার অনেক শিল্পে সুশীলতার সহিত যে কাজ করিবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সে হইবে অধিকতর বিকাশক্ষম। এইজন্য জুহান আন্দোলনের ফলে কৃষি বই টুকরা হইয়া যাউক না কেন তাহাতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হইবে এবং ছোট ছোট টুকরা কৃষি আর্থিক দিক হইতে অপোষক এ : ক-এ (uneconomic holding) পরিণত হইবে— এই সব বৃত্তি আমরা বীকার করি না।

অনেকে বলেন কৃষিতে বস্ত্রের ব্যবহার করা উচিত। তাহারা বলেন, বস্ত্রের ব্যবহার কৃষিতে হইলে কৃষির বড় বড় সমূহ হওয়া প্রয়োজন এবং তদুপস্থিত কৃষির কাজ বিকাশলাভ করিতে পারিবে। তাহারা ইহাও মনে করেন যে, জুহানের ফলে চাষের কাজ আরও জটিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ভিন্ন। আমরা তো মনে করি যে, দেশে যদি একটি বিশেষ শ্রেণী কেবল চাষ লইয়াই থাকে তবে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে তাহা অগ্রশ্রুত হইবে। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির অনেক প্রকার উদ্যোগ থাকা হইবার। কৃষি বই ছোট ছোট না কেন, তাহাতে পর্যাপ্ত পরিপ্রদম করিলে, উচিত পরিমাণে সার বিলে এবং বিকাশসম্মত ভাবে চাষের ব্যবস্থা করিলেও উৎপাদন কম হইবে ইহা আমরা কখনও মানি না। বরং আমাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। জ্ঞানপূর্বক শাস্ত্রসম্মত দৃষ্টিতে চাষ করিয়া মানুষ আত্ম অভ্যন্তর ছোট ছোট কৃষি হইতেও খুব বেশী উৎপাদন করিতেছে। এই সব ক্ষমতিতে উন্নত বরপের সরঞ্জামেরও ব্যবহার করা হইবার। কোমালের বহলে মাটি কোণাইবার মজা পথচালিত 'কর্ক' ব্যবহার করিলে দ্রুত, তিন জন কাজ হইতে পারে। খুঁপী দিয়া না নিড়াইয়া 'ডগের' পদ্ধতিতে নিড়াইলে একজন মানুষ বনজন মানুষের কাজ করিতে পারে। এইজন্য অনেক সরঞ্জামের ব্যবস্থা আমাদের কাছে লইতে হইবে। মানুষের পরিপ্রদম কম করিতে হয় অথচ কম প্রদে

বেশ কাল হয়, ইহাই যদি উন্নত তত্ত্ব (advanced Technique) বর্ন হয় গো আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু চাষের উৎকর্ষের জন্য অথবা চাষ হইতে পুণ্য উৎপাদন পাইবার জন্য জমির এক একটি বস্ত্র এত একরের হওয়া অপরিহার্য—ইহা আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি। কৃষকরা সময় মত পুঁজি পাইবে, উন্নত সরঞ্জামের ব্যবহার থাকিবে, উৎপাদিত জন্ম বিক্রয় করিবার সুবিধা সহকারী পদ্ধতিতে হইবে এবং চাষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র সামগ্রী সহকারী পদ্ধতিতে ক্রয় করা হইবে—এই অর্পণ আমরা সহকারী কৃষি মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।

তুহানবজ্ঞে বাহাবা জমি পাইবে তাহাদের মধ্যে মালিকানার ভাবনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং সহকারী বৃত্তির বহলে ব্যক্তিগত প্রদান লাভ করিবে—এইরূপ আশঙ্কা করা হয়। একদিকে আমরা বলি যে, জমির প্রাথমিকরূপ হউক ও গ্রামের সমগ্র সমাজের কল্যাণের দৃষ্টি লইয়া সেই জমির লব্ধ ব্যবহার করা হউক। আবার অন্যদিকে আমরা ইহাও চাই যে, জমি যে চাষ করিবে তাহার জমির প্রতি যত্ন বৃদ্ধি পাইবে এবং বেশী করিয়া শ্রম করিবার ও পূর্ণপতি নিয়োগ করিয়া জমির সেবা করিবার প্রবৃত্তি বাড়িবে। কান্দেই উপরে উল্লিখিত ভয় নির্ভরক। প্রাথমিকরূপের ব্যবহার এইরূপ আশঙ্কার কোন স্থান নাই। বরং ইহাতে সহকারীর সমস্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া কৃষক মালিকানার প্রেরণায় বেশী কাজ করিবে। বেশে বেশে সহকারী অথবা সামুদায়িক পদ্ধতিতে চাষের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেসব দেশে চাষীর মনে কাজ করিবার প্রেরণা (incentive for work) কি করিয়া পড়ি কথা বাইবে ইহাই এক দিরাট প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুহানবজ্ঞ এই প্রশ্নের সমস্তর দিবা দিরাছে।

বহু শিল্পময় পরিবারের গ্রাম—সর্বোদয়ী অর্থসামুদায়ী পরিবার হইবে প্রাথমিক উৎপাদকের একক এবং উহা থাকিবে বহু উদ্ভোগী। একটি গ্রাম অথবা পুণ্য দেশী হইলে পাঁচ হাজার জনসংখ্যার এক লব্ধকে প্রাথমিক, আর্থিক, সামাজিক একক মানা বাইতে পারে। ইহার উৎপাদন হইবে মুখ্যতঃ ব্যবসায়ের জন্য। কমপক্ষে উৎপাদনের ১০ শতাংশ হইবে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। আর বাট্টের চাহিদা অনুসারে ১০ হইতে ২০ শতাংশ যে অধিক উৎপাদন হইবে তাহার লেন দেন হইবে অন্য উৎপাদক এককের সঙ্গে। আজ গ্রাম এক কোটি পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০০ টাকা বা আরও কম। এইসব পরিবারের কাছে উৎপাদনের সাধনও বন্দোবস্ত। তাহাদিগকে উৎপাদনের উপযুক্ত সাধন দেওয়া এবং সাধনের বাহাতে ঠিক ব্যবহার হয় তাহা ব্যবস্থা করা সর্বোদয়ীর দৃষ্টিতে প্রথম করণীয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির উৎপাদক পুঁজি খুব কম। যে-পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০০ হইতে ৪০০ টাকা তাহাদের উৎপাদক-সাধন ১৫০ হইতে ২০০ টাকার বেশী নহে। প্রত্যেক পরিবারকে তো উৎপাদক পুঁজি হিসাবে কম পক্ষে ১০০০ টাকা পাইতেই হইবে। তাহার উপরও বৎসরান্তে তাহাকে হাজার বার্ষিক টাকা উৎপাদন ও প্রমের বহলে পাইতে হইবে। দেশে এইরূপ অবস্থা দেখিলে সন্তোষ তুলিতে হইবে। বাহারা নীচে পড়িয়া আছে, লব্ধপ্রদ তাহাদিগকে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সাধন দেওয়ার পর প্রত্যেক বহুশিল্পময় পরিবার কার্যকর আর্থিক একক—এ (Efficient Economic Unit) পরিণত হইবে। এইরূপ গ্রাম হাজার পরিবারের এক সহকারী সমাজ (Multi purpose Society) এই হাজার পরিবারের কাজ যোগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তাহাদের মালের ক্রয় বিক্রয় করিবে, কাজ মাল যোগাইবে, প্রয়োজনীয় পুঁজিও বিবেচনা কর্তব্যতা বাড়াইবার দৃষ্টিতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিদ্যাকৃত ব্যবস্থা করিবে। চাষের শিক্ষা বিদ্যাকৃত

বিচারও স্থানীয় লোকেরা করিবে। সহকারী সংস্থা যেমন আর্থিক ব্যবস্থা চালাইবে, যেমনট শিক্ষা-সংস্থা, প্রাচ্যোগণনা সত্ত্বিও চালাইবে, উৎপাদন ব্যয়ের উন্নতির চেষ্টা করিবে, নিম্নোক্তোপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আনিবার চেষ্টা এবং সেই এলাকার বস্তু প্রচার শির চলিতে পারিবে তাহা শিক্ষাইবার ব্যবস্থা করিবে। সহকারী সংস্থার সাহায্যে শিক্ষা দিবার কাজ চালানো হইবে। গ্রাম-পকারেও গ্রাম-সহকারী সংস্থা ও গ্রাম-শিক্ষক-সংস্থা এই জীবন সংস্থার দ্বারা গ্রাম সমাজের সমস্ত কাজ চলিবে।

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থা—সর্বোচ্চ অর্থব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থার উপর অবলম্বিত।

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থার অর্থ ইহা নহে যে, অল্পকাল বস্তু বস্তু কেন্দ্রীকৃত শিল্পের ভৌগোলিক কেন্দ্র না বাড়াইয়া তাহাকে বস্তু বস্তু করিয়া ছাড়াইয়া দেওয়া (diffusion) কেবলমাত্র বস্তু বস্তু গঠনে কেন্দ্রীকৃত হইয়া যে সমস্ত কারখানা গড়িয়া উঠিবারে তাহাদের ছোট ছোট একত্র (unite) করিয়া কৃত্রিম সমস্ত ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিলেট বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থা হয় তাহা নহে। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থায় যন্ত্রপাতির বিতরণ ও রাষ্ট্রীয় সত্ত্বার বিলোপন আমাদের অভিপ্রেত। শিল্পীকরণের দ্বারা শিল্পের আদিক হইতে আদিক কেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে এবং আজ এইরূপই মনে করা হয় যে কারখানার পদ্ধতিতে শিল্প না চালাইলে দেশের উন্নতি বিকাশ সম্ভব নহে। কিন্তু পাণ্ডারা দেশের বিকাশ কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে হইয়া থাকিলেও সেই পদ্ধতিকে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারখানার পদ্ধতিতে যে-কার্যক্ষমতা আছে তাহা আমরা গৃহশিল্পের মাধ্যমেও অর্জন করিতে পারি। আজ যন্ত্রপাতির এত উন্নতি করা বাইতে পারে যে হাতেও অনেক কাজ করা বাইতে পারিবে এবং তাহাতে কার্যক্ষমতা বাড়িয়াছে দেখা যাইবে। কাজ যদি কিছু কমও হয় তাহা হইলেও তাহাতে যন্ত্রপাতির ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ বেশী পাওয়া যাইবে। আজ অনেক শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এইরূপই। কৃষির সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে আজ পর্যন্ত কেহ এত দ্রুত লইয়া ইহার ভালভাবে বিচার করেন নাই। এত বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে পাই করা যাইতেছে।

কাপড়—আমাদের দেশে ৪০০ কাপড়ের কল আছে। ইহাতে প্রায় চুট লক্ষ তীত (power-loom) চলিতেছে। ৪০০ কোটি বর্গ গজ কাপড় ইহা হইতে তৈয়ারী হয়। এই কাপড় বিলোপ করিয়া বস্ত্র ঘরে হাতে তীতে প্রস্তুত করার দিকান্ত করিলে সমাজের আর্থিকতা অসুন্দারে হাততীত হইতে পক্ষাঘাত, স্বয়ংচালিত (automatic) তীত পর্যন্ত আমদা বাইতে পারি এবং উহার বস্তু শিল্প বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে সফলতাপূর্ণক চলিতে পারে।

দেশের বিলকলিতে প্রায় ১১৪ লক্ষ টানু আছে। বস্ত্র দ্বারা ১১০ কোটি পাউণ্ড তৈরি হয়। ঘরে ঘরে ‘অর্থ চক্র’ চালাইলে বিলোপে ৫ লক্ষ লোক মাত্র কাজ পাব সেখানে ১ কোটি লোকের কাজ মিলিবে এবং বিল অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনা উহাতে সৃষ্টি হইবে।

তেল—তেলের বিল হইতে প্রায় ১৮ লক্ষ টন বিল তৈরি হইয়াছে। প্রায়ে ৫ লক্ষ তেলের খনি তিনমাস মাত্র কাজ করে। উহাদের পূর্ণা কাজ চিলে তৈরিশির বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে প্রায়ে প্রায়ে সফলতার সঙ্গে চালানো যায়।

চিনি—প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টন চিনি কারখানার প্রস্তুত হয়। আর প্রায়ে প্রস্তুত হয় ৩০ লক্ষ টন শুষ্ক। যেখানে শুষ্ক হয়, সেখানে শ্রেণী-স্থাপন যেদিন হস্তশক্তিতে বা বিদ্যুৎশক্তিতে চালাইলে আমদানের প্রয়োজনের সমস্ত চিনি প্রায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব।

চামড়া—আজও প্রায় ৮৮ শতাংশ চর্মশিল্প হুটি শিল্প হিসাবে চলিতেছে। তাহাতে আমেরিকীয় বৈজ্ঞানিকজ্ঞান জুড়িয়া বিলোপ চামড়ার বেলাও আমেরিকীয় কারখানার প্রয়োজন হইবে না।

সাসান—এই শিল্পও প্রতি ৭ হাজার জন সংখ্যার একটি এককের ৩২ এক বা তুইটি পরিবার সহজেই চালাইতে পারে।

কাগজ—আমি অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন ১ পাউন্ড কাগজ হৈয়ারী পরিবার অল্প মদ্যশক্তি ব্যয় চালাইতে ইউনিট হিসাবে এক একটি পরিবার কাজ করিতে পারে।

দিয়াশলাই—প্রতিদিন ১০ হইতে ২০ গ্রোস বাস দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন একটি পরিবার ব্যয় ভাল ভাবে হইতে পারে। ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা।

কামার, ছুতার, কুমার প্রভৃতি প্রত্যেক পরিবারকে এক একটি একক গণ্য করিয়াও বলাসম্ভব সহকারী তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools) সংগ্রহ করিলে দাইকে "প্রকৃতি বাহন, ছুরী, কাচি ও এই প্রকার আরও নানা প্রকার জ্রা সামগ্রী সংগ্রহ করা পুণই সম্ভব। অনেক দেশেই এই প্রকার শিল্প বিকেন্দ্রীকৃত ভাবে চলিতেছে। এইভাবে পরিবারের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু জ্রা গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব কিনা তাহার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত দেশের এই বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা আছে তাহাও আমাদের কাছে লাগাইতে হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ে বিচার করিবার সময় পুনির্বা জুড়িয়া তত্ত্ববিজ্ঞানের (Technology) যে প্রগতি হইয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্ববিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া প্রত্যেক পরিবারে উন্নত শরণের যন্ত্রপাতি পৌছাইবার পর এবং বলাসম্ভব বিজ্ঞান শক্তি ব্যবহার করিবার পর আমাদের এক একটি বহু শিল্পপূর্ণ পরিবার চার-পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। জীবন ব্যতীর স্তর (Standard of Living) উপরে তুলিবার কাজ আমরা বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে আবশ্যকতা অনুসারে বাড়াইতে পারিব। আমে পৰ্যন্ত এই দৃষ্টিকে যেটুকু কাম হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইহা বহিঃ আঘাতা মানিয়া গই যে, গ্রাম বা গ্রামের সমূহের মধ্যে স্বয়ংশাসিত ও স্বয়ংপূর্ণ আর্থিক এককের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তারিত লাভ করিবে, তবু কিছু শিল্প কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে চালাইতে হইবে। এইজন্য বিবিধ কার্যকরী সমবায় সমিতি আমাদের গঠন করিতে হইবে। এইগুলি তহশীল, জিলা, রাজ্য ও দেশে ক্রমে ক্রমে উপর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া চলিবে এবং তাহাদের অন্তর্গত পাকিবে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বাতারাভের সাধন ও প্রধান প্রধান শিল্পগুলি (Key Industries)। এই সব সমবায় চেষ্টা থাকিবে বাহাতে মৌলিক এককগুলি উত্তরোত্তর স্বাবলম্বী হইয়া উঠে এবং অস্বাভাবিক জ্রা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে সরবরাহ করা যায়।

স্বাবলম্বী গ্রাম ও বিবিধ কার্যকরী সংঘ—আমি আর্থিক জীবনের চারি কেন্দ্রীয় সত্যকারের হাতে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পরিধি বহুদূর বাড়ানো যায় যে ততদূর পর্যন্ত আর্থিক কার্যকলাপের কেন্দ্রীকরণ হইতে থাকিবে। আমরা সর্বোচ্চী মর্গ ব্যবহার বা আর্থিক পরিকল্পনার আলোচনা এখানে করিতেছি তাহা ইহাই চাহিতেছে যে, গ্রাম অথবা গ্রামের সমূহ আর্থিক ব্যাপারে উত্তরোত্তর স্বাবলম্বী হইতে থাকিবে এবং কি করিয়া লোকের কার্যক্ষমতার ব্যাধি স্বাবলম্বী হইতে পারে ক্রমাগত সেই চেষ্টা কার্যকরী সহকারী সংস্থাগুলি করিতে থাকিবে। মোটামুটি ১ হাজার পরিবারের একটি সহকারী সংস্থা ও সেই হিসাবে ভারতের ৭ কোটি পরিবারের অল্প ৭০ হাজার বিবিধ কার্যকরী সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিবে। কতকগুলি সংস্থা লইয়া তহশীল, তহশীল হইতে জিলা, জিলা হইতে রাজ্য, রাজ্য হইতে দেশ, এই প্রকারে মতল গড়িয়া উঠিবে এবং তাহাদের মাধ্যমে দেশের আর্থিক পরিকল্পনা রচনা করা ও তাহা কাজে পরিণত করা হইবে। যে শিল্প কিংবাশ্রমাণে কেন্দ্রীভূত

ভাবে চালিয়েছে হইবে তাহা প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত কোন মন্ত্রণীর দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ইহাই সর্বোত্তম অর্থ ব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র। পূর্ণ চিত্র এখনে হুটাতঃ বোলা সম্ভব নহে। এখনে আর্থিক জীবনের প্রত্যেক দিকই অর্থ কতক সম্ভব হইবে না। কত কোথাও একে সন্ধান করিয়া আরম্ভ করা হইবে তাহাই বোঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সর্বোত্তম আর্থিক পরিকল্পনা হইতে হইবে এই দৃষ্টি লইয়া ১৬ কোটি জন-অধুষিত দেশের যেকোন সমস্ত সমাধান, আর্থিক অধিক সেবা-সেবক পদ্ধতি প্রদীপের হইতে যেমন গোলমালের পৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিরাকরণ, বিশেষ করিয়া মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বজনীন বিকাশ বাহাতে হয় এবং সে বাহাতে নিজেদের পরে থাকিয়া কামকর্ম করিতে পারে, একটি আর্থিক একক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজনের হেলান অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইবে না এবং এ আর্থিক পরিকল্পনা কতিপয় সময় বাতাসদ্বারা অস্তিত্বেরই প্রয়োজন বোধ না করে, প্রতিযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত এ সেবার অর্থপূর্ণ বাহাতে বীভূত হয়। প্রত্যেক পরিবার উৎপাদন করে আশ্রয়ক মত কম পক্ষে চার ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধি বিকাশের অবসরও মিলিবে, দেশ ভাষারও শোষণ করিবেনা আবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকিবে না। ইহাই প্রাথমিক আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা হইল।

সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থার আরম্ভ হইবে অস্ত্রের (into this last) হইতে অর্থ বাহার আর্থিক আয় ৩০০ বা আরও কম তাহাকেই প্রথম সাহায্য করিতে হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে বহু-শিল্পী হইতে হইবে আর এ চাষ করিতে চাহিবে সে-ই যদি পাইবে। কৃষিকে কয়েকটি প্রধান শিল্প পণ্য করিয়া গৃহ-শিল্প ও গ্রাম শিল্পের সহায়তায় প্রত্যেক পরিবারকে বহু শিল্পী হইতে হইবে। সম্ভাব্যী জীবনের দীর্ঘা দিতে হইবে ও সেই অধুনাতে শিক্ষার পরিভব করিতে হইবে। তবেই আমরা সর্বোত্তমের লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পাঁচসাল্য পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পাঁচসাল্য পরিকল্পনার অমুকুলিকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পক্ষ হইতে মোট ২৭৫ কোটি টাকাও এক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকার চূড়ান্তভাবে অল্পমোদিত ও গৃহীত হইয়াছে। ইহা রাজ্যের প্রথম পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার বহু অর্থ অপেক্ষা সাড়ে তিনগুণেরও বেশী। প্রথম পাঁচসাল্য পরিকল্পনার নিশ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ লোকের মহাপরি কর্মসংস্থানের বস্থা হইবে। অল্পমোদিত পরিকল্পনার পরী অফলের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মতকথা ৬২ অর্থাৎ প্রায় ২২০ কোটি টাকা পরী উন্নয়ন কাজে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বহুবিধার অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনার পর এই ব্যয়ের অল্প রচিত পাঁচসাল্য পরিকল্পনাটির বসড়া চূড়ান্ত অল্পমোদন লাভ করে।

দ্বিতীয় পাঁচসাল্য পরিকল্পনার ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে উদ্ধাতে পলা বান, চূর্ণাপুর পরিকল্পনা, নর্থ ও সাউথ গণ্ট লেকের উদ্বায়কার, কলিকাতা মহলা নিকাশন ও

গ্যাল্যন তৈয়ারী প্রকৃতি কতগুলি বিশেষভাবে চিত্রিত পরিকল্পনার ভিত্তি নির্মিষ্ট ৬২ কোটি টাকা ধরা হয় নাই। কারণ এই পরিকল্পনাগুলি অথবা বায়তশাসনমূলক সংস্থা অথবা উন্নয়ন কর্পোরেশনের মত কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়া উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের জন্য নির্মিষ্ট ১১০ কোটি টাকার ঐ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কারণ ঐ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পাঁচশালার জন্য যে ৬৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে উহার মধ্যে জনসাধারণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য পাইবার আশা আছে, তাহা লইয়া এই রাজ্যের মোট অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ঠাঁড়াইয়ে ২০২ কোটি টাকা। সুতরাং বাটতি পড়িবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। এই বাক্যের জন্য অল্পমোড়িত পাঁচশালা পরিকল্পনার নূতন কোন ট্যাক্স বাণের প্রস্তাবও করা হয় নাই।

প্রথম ও প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য নির্মিষ্ট অর্থ বরাদ্দের তুলনামূলক আলোচনা: কবিদে দেখা যায় যে, প্রথম পাঁচশালার কৃষি ব্যাপারে শতকরা ১০ ভাগের স্থলে দ্বিতীয় পাঁচশালার উহা ১০২ ভাগ করা হইয়াছে। শিল্পের ব্যয় প্রথম পাঁচশালার তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগের স্থলে ৭৭, সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ২০.৩ ভাগের স্থলে ১২.৪ ভাগ, পল্যবারের ক্ষেত্রে ২০ ভাগের স্থলে ১০ ভাগ বাদ দিয়া হইয়াছে। বাড়ী ঘর ও উপলব্ধ নির্মাণকার্যে (নূতন পরিকল্পনা) দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শতকরা ৮.৪ অর্থাৎ লাড়ে ২২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। সমগ্র উন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার (নূতন পরিকল্পনার শতকরা ৮.৪ অর্থাৎ লাড়ে ২২ কোটি টাকা, সমগ্র ব্যাংক (নূতন) ২.২ ভাগ অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সমাজ সেবা কাজে প্রথম পাঁচশালার শতকরা ৩৬.২ ভাগের স্থলে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ১৯ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ হইতে বেশকি উন্নয়ন পরিকল্পনা শেখ করা হইয়াছিল, মন্ত্রিসভা ঐগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ হইতে ১৯৫৫ সালের মে মাসে যে অর্থ মন্ত্রীরা ভিত্তি অল্পমোড়, জানান হইয়াছিল, তাহার মোট পরিমাণ হইতেছে ৫৭৬ কোটি টাকা। উহা বিবেচনা করিয়া দেখার পরে উহা লংগোদন করিয়া ৫৫৪ কোটি টাকা করা হয়। ইহার মধ্যে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন দপ্তরের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ হইতেছে ১১০ কোটি টাকা। এই টাকা ভাষিত সরকারের নিকট হইতে গণ হিসাবে পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই রাজ্যের উন্নয়নকাজের জন্য মোট অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ৪৪১ কোটি টাকা। এই ৪৪১ কোটি টাকার মধ্যে ৬১ কোটি টাকা কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য চিহ্নিত করা আছে। উহার মধ্যে গলা বাধের জন্য ৩০ কোটি টাকা, উত্তর কলিকাতা সন্ট লেকের জন্য ১০.৫ কোটি, হাফিন কলিকাতা সন্ট লেকের জন্য ৫.২৬ কোটি, মহলা নিষ্কাশন ও গ্যাল্যন তৈয়ারী জন্য ২ কোটি, হর্গাপুর পরিকল্পনার জন্য ১০.৭৫ কোটি টাকা চিহ্নিত করা আছে।

আরও বৃদ্ধির আশা—এই রাজ্যে ঔদ্যোগিক আর্থব্যয় যে সম্প্রতি আছে তাহার আর পরবর্তী পাঁচ বৎসরে বর্ধিত করিয়া ১৪৮ কোটি টাকার ঠাঁড় করা যাইবে। ইহার মধ্যে এমন সব বিষয় আছে, যাহার জন্য রাজ্য সরকার গণ প্রেরণ করিয়াছেন। পরিবহন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রকৃতি হইতে কিছু আয় হইবে। অল্পমোড়াবে দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরেও এমন কতগুলি পরিকল্পনা থাকিবে যেগুলি হইতে কিছু আয় হইবে বলিয়া ঔদ্যোগিক আশা

করিতেছেন। গত তিন বৎসরে তাহারের এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে সানিটে অফলের অধিদাশিগণের মধ্যে উৎসাহ জন্মাই বাড়াইতেছে। উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট অফলের অধিবাসিন-ক্রমবধি অধিকতর সংখ্যায় নগর টাকা অথবা ক্ষুদ্র জিনিসপত্র বিক্রয় সাহায্য করিবার ক্ষমতা আনাইয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁতি ধান অফলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ ধান অফলে তিনটি উন্নয়ন ব্লকে সরকার দেখানো ২২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই স্থলে স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে যে অর্থ দিয়াছে, তাহার পরিমাণ হইতেছে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ববর্তী এক বৎসরে এইরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষমতা তাহার ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তাহার মধ্যে স্থানীয় অধিবাসিগণের দানের পরিমাণ আর আধাখানি হইবে।

দ্বিতীয় পাঁচালো পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ১৭৮ কোটি টাকা যে মোট আর করা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিচালন ব্যয় ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে হইবে। রাজস্ব খাতে গত ৩৭ বৎসর ধরিয়া বেশ পরিমাণে ব্যয়িত হইতেছে। এই ব্যয়িত্বের পরিমাণ আরও বাড়িবে। কারণ প্রথম পাঁচালো পরিকল্পনার শেষে ১১ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হইলে ঐগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা আর করিতে হইবে। পরিচালন ব্যয় পূর্বাঙ্ক ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হিলে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যাপারে মোট ২০ কোটি টাকা সাহায্য হইবে। প্রথম পাঁচালো পরিকল্পনার এইরূপ হিলাব করা হয় যে, রাজ্য সরকার ২০ কোটি এবং কেন্দ্রীয় সরকার ২৬ কোটি টাকা দিবে। কিন্তু মূল পরিকল্পনাটি ছিল ৬২ কোটি টাকা। সুতরাং ব্যয়িত্বের পরিমাণ ছিল ২২ কোটি টাকা। তাহার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দ্বিতীয় পাঁচালো পরিকল্পনার ক্ষমতা ১১৫ কোটি টাকা দাবী করা যাইতে পারে। সুতরাং মোট যে অর্থ সংগৃহীত হইবার আশা আছে, তাহার পরিমাণ হইতেছে ২০৫ কোটি টাকা।

যদিও রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডলের ক্ষমতা মোট প্রয়োজন হইতেছে ৩৮০ কোটি টাকার, কিন্তু ঐ পরিমাণ অর্থ তাহারাই পাইতে আশা করেন না। সুতরাং তাহারের উন্নয়নমূলক প্রসঙ্গ করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনার পর ৩৮০ কোটি টাকা প্রসঙ্গ করিয়া ২৬৫ কোটি টাকা করা হয়। ইহার ফলে ব্যয়িত্বের পরিমাণ পাঁচাইতেছে ৩৩ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বৎসরে যদি রাজ্যের ব্যয়িত্ব কমে ও আর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যয়িত্ব কম অথবা পূরণ হইয়াও যাইতে পারে। সুতরাং তিনি মনে করেন, ২৬৫ কোটি টাকার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বেশকিছু প্রয়োজনীয় সেগুলি প্রাপ্য করার কোন হেতু নাই। অবশ্য রাজ্য সরকার যদি দেখেন, ব্যয়িত্বের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং আর ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহা হইলে পেন্সেঞ্চে তাহার পরিকল্পনা গুলি আরও পরিমাণ প্রয়োজনীয় অংশে প্রাপ্য করিয়া দিতে পারেন। প্রথম পাঁচালো পরিকল্পনার ব্যয়িত্বের পরিমাণ আর ২২ কোটি টাকা হইলেও সরকার ঐ ব্যয়িত্ব পূরণ করিয়াই যেন নাই; বরং প্রথম পাঁচালো পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত তাহার ১১ কোটি টাকা ব্যয় সম্পূর্ণ করিবেন। পরিকল্পনার ব্যাপারে এই দিকটার প্রতিই বিশেষ করিয়া তাহার পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্ভুক্ত নীতির সমালোচনা—দ্বিতীয় পাঁচালো পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্ভুক্ত নীতির সমালোচনা করিয়া ডাঃ রায় আরও বলেন যে, উক্ত নীতি তাহার মতে ঠিক নহে; কারণ উহাতে 'ভারসাম্য' বক্ষিত হয় নাই বরং তিনি মনে

করেন। উহাতে তিনি সমাজসেবামূলক কাজের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা দেখিতে পান নাই। দেশের ভাগ পরিকল্পনাই সহর লোকের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে; শ্রমী উন্নয়নের দিকে নহে। উহাতে ১,৫০০ কোটি টাকা শিল্প ও বণিক সম্পদের জন্য ব্যয় করার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার মধ্যে কারখানার প্রসারের ব্যবহারযোগ্য জিনিষপত্র উৎপাদনের জন্য ১০০ কোটি টাকা এবং ২০০ কোটি টাকা গৃহস্থের প্রয়োজনীয় শিল্প উৎপাদনে ব্যয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট ১,৫০০ কোটি টাকা ভারী শিল্পোৎপাদনে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। ইহাতে কারখানা ও কুটীরশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ব্যবহারযোগ্য প্রকারের উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জিনিষ পত্রের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্পষ্ট। দেখেজে পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা যে, (১) ব্যাধা হইয়া লোকে লক্ষ্য করিবে এবং (২) শ্রমী লোক হইতে শিল্পের সহরে আধুনিক হইবে। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা এই যে, শ্রমী লোকের অবিস্মরণের কর্মসূচী বাড়াইলে তাহারা নিজেদেরই শ্রমী লোকের উৎপাদন প্রণালী ব্যবহার করিবে। বাকী তাহারা সহরেই ঐক্য প্রদান করে তাহা হইলেও উহার দ্বারা সহরের লোকের সমৃদ্ধি বিধান হইবে না। কারণ ঐক্য নিকট দূরত্ব হইবে। এই ক্ষেত্রে এইরূপ সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করা হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কেহই পছন্দ করে না। নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হইলে জনোক্তি প্রসার পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা—তাঁহারা উল্লিখিত হইতে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তাহাদের পরিকল্পনা যেভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে তাহাতে এই রকম ১২টি স্বতন্ত্র ঠিকারকারী কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। ঐ কারখানাতলিতে প্রায় ৭২০০ লোকের কাজের ব্যবস্থা হইবে। এইসব কারখানার যে পরিমাণ স্বতন্ত্র প্রস্তুত হইবে তাহাতে ২৫,০০০ জন চলেবে। প্রতিটি তীতে ৪ জন করিয়া লোক নিয়োজিত হইবে। ইহাতে মোট এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। যেসবকারী উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহও অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহাদের পাঁচসাল পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে সমস্ত-ভাবে সাড়ে ৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। অধিকতর সংখ্যায় লোকের হাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহারা এই রকমের জন্য দ্বিতীয় পাঁচসাল পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

ডাঃ রাধা বলেন যে, তিনি পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা—কেন্দ্র কর্তৃক গ্রহণের প্রবর্তী আলগল নহে। তিনি পরিকল্পনার যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাই আলগল ব্যাপার। মূলতঃ কেন্দ্র এবং তাহাদের উদ্দেশ্য একই; উহা হইতেছে জট উন্নয়ন। তিনি স্বাধীনতাবিন্ অথবা পরিসংখ্যানবিন্ নহেন। তিনি কেবল জনকল্যাণই বুঝেন এবং তাহাদের লক্ষ্য হইতে কথা বলিতে পারেন। জনগণের উৎসাহ-উদ্বোধন তাহাদের পরিকল্পনা লক্ষ্যের দিকে আগেইয়া বিবেচনা তিনি আপা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পাঁচসাল পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা—দ্বিতীয় পাঁচসাল পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার আদল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সব বিবানে আর্থিক হইতে পোট্রো গ্রাজুয়েট পর্যন্ত শিক্ষাকাল মোট ১৬ বৎসর নির্দিষ্ট রাখিলেও মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষাকাল বৎসর স্থলে ১২ বৎসর নির্দিষ্ট রাখা হইবে। গ্রাজুয়েট পর্যন্ত তিন বৎসর ও পোট্রো গ্রাজুয়েট পর্যন্ত ১ বৎসর কাল নির্দিষ্ট রাখা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

এই প্রস্তাব কাগজে প্রকাশিত ১৯৪৮ সাল হইতেই এই ব্যয়ে হ্রাস হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় চলমান পঞ্চম মাধ্যমিক শিক্ষার একটি পর্ষদের শেষ হইবে এবং ঐ পর্ষদের ছাত্রদের যে কোন একটি হাতের কাজ অব্যক্ত নিখিতে হইবে। এই পরিকল্পনার ইন্টারমিডিয়েট প্রেরণ লোপ পাইবে। প্রকাশ, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও এই মর্মে এক সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা চল্লিশও রাজ্য সরকারের নিকট উপরোক্ত মর্মে এক পরিকল্পনা প্রেরণ করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা চল্লিশের সচিব সুধাশ্রী ডাঃ রায়েব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। উহারই ভিত্তিতে রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আরও জানা গিয়াছে যে, চলমান হইতে যাবৎমান পর্যন্ত চুই বৎসর শিক্ষার বাহন ইংরেজী করার প্রস্তাব করা হইয়াছে—চলমান পর্যন্ত অল্পে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এবং শিক্ষার নব রূপায়নের জন্য এই বৎসরের মধ্যেই রাজ্যসরকার ১৪টি সর্বাধিদায়ক বিভাগের স্থাপন করিতেছেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বৎসর (পাঁচ বৎসর পরিত্যাগ) আরও এক সহস্র বিভাগের স্থাপন করা বাইতে পারে।

যে সব অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে বেশী সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেসব অঞ্চলে উহারের সংখ্যাঃ হ্রাস করিয়া যেখানে হ্রাস কম আছে বা একেবারেই নাই, সেইখানে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও রাজ্য সরকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের কুটীর শিল্পের উন্নয়ন—কুটীর-লিম্বোয়নের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের সত্ত্ব দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার রাজ্য সরকার কর্তৃক ৫ কোটি টাকার এক চল্লিশ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পী ও তাঁতশিল্পী, কাঁটার বাণেশিল্পী এবং চর্মশিল্পী—এই তিনটি প্রধান কুটীর শিল্পকে ব্যাপ্তি প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

প্রকাশ ভারত সরকার চল্লিশ আর্থিক বৎসরে তাঁতশিল্পজাত ব্যবসায়িক প্রসারের নিমিত্ত তত্ত্ব-বাহকের মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারকে ১০ লক্ষ টাকা মজুর করিয়াছেন। এই টাকা সম্ভাব্য সমিতির হাতে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন মেলার তত্ত্ববার পল্লীগুলিতে প্রতি ১০টি তাঁত লইয়া সম্ভাব্য সমিতি গঠন করিয়া ঐ সকল সমিতিতে তত্ত্বা সরবরাহ করা হইতেছে। রাজ্য সরকার ঐ প্রকার তাঁতশিল্পজাত ব্যবসায়িক উন্নতির মধ্যস্থী বিয়া ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ ব্যবস্থার উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে বহুল পরিমাণে দ্রবীভূত হইবে এবং তাহারের অভিযোগের কোন কারণ থাকিবে না।

প্রাচীন অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যয়ে গ্রাম বাণিজ্যের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধিসাধন ও গ্রামবাসীদের স্বাক্ষম-বিধান—এই লক্ষ্যে মোটামুটি সমুদ্রে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা হইবে। এবং দার্জিলিংএ রাজ্য মন্ত্রীমন্ডার সাম্প্রতিক বৈঠকে পরিকল্পনা সম্পর্কিত এই মূলনীতি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই নীতি অনুযায়ী কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার পল্লী ও কুটীর-শিল্পের উন্নয়ন ও উহার পুনরুদ্ধারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা একই নীতিতে রূপায়নের চেষ্টা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার অর্থনীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গের মজ্জা বিতীর্ণ পাঁচশালা পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ফরাকা বাঁধসহ ৮৫ কোটি টাকার এক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাকুলা-মেদিনীপুর অঞ্চলের উত্তর ভূমিতে জল সেচের নিদিষ্ট বহু প্রয়োজিত কংসবতী (কাসাই) নদী পরিকল্পনা উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ঐ এইটি জেলায় ৮ লক্ষ একর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতার আনিবে। এইমত ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তদ্ব্যতী ১৮ কোটি টাকা বিতীর্ণ পাঁচশালা পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এবং অবশিষ্ট পাঁচ কোটি টাকা তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ব্যয় করার প্রস্তাব আছে। উপরোক্ত ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে কংসবতী পরিকল্পনা ব্যতীত ফরাকা বাঁধ পরিকল্পনার মজ্জা ৩০ কোটি, কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ লবণ ব্রহ্ম পুনরুদ্ধারের মজ্জা ১৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, টের ওয়াটার চ্যানেল—১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, আবর্জনা হইতে গ্যাস উৎপাদন—২ কোটি টাকা, জলবায়ব বাঁধ পরিকল্পনা—১ কোটি টাকা, গৃহস্থের কলিকাতা জল নিকাশী পরিকল্পনা—১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, শোণারপুর আরাপাচ পরিকল্পনার বিতীর্ণ পথায়, বাগজোলা-ধুলি বাজাপাড়া পরিকল্পনা এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, হাওড়ার আমতা বেনিন কৈদুয়া বিল জল নিকাশী পরিকল্পনা—৫৮ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়িতে ককতোর্য টালিমা সেচ পরিকল্পনা—৫৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, মেদিনীপুর হোলোজ সেচ পরিকল্পনা—৫৮ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

দুর্গাপুর কোক-চুন্সী ও গ্যাস উৎপাদন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঘোদর উপত্যকার দুর্গাপুরে একটি কোকচুন্সী ও গ্যাস উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রথমতঃ কোক-কয়লা প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহা হইতে গ্যাস উৎপন্নও করা হইবে। বিতীর্ণতঃ যে সকল কয়লা কয়লা বনীর অধিন পাশে আলাপনে হয় সেই সকল কয়লা সংগ্রহ করিয়া উক্ত কারখানায় কয়লার উপমাত্র ত্রুণ প্রস্তুত করা হইবে।

ঐ অঞ্চলে বহাকর, অতাল, চিশেংগড়, সনেটোড়িয়া, পনিয়াটি প্রভৃতি বনি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লফট ও হার্ড কয়লা পাওয়া যায়। ঐ কয়লা হয় আজকাল রপ্তানী হয় নতুবা টাম উৎপাদনের মজ্জা ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষে কয়লা হইতে রসাধন ত্রুণ ও অন্যান্য উপমাত্র ত্রুণ প্রস্তুতের স্থান বিস্তৃত নগণ্য। যেটুকু আলকাতরা প্রভৃতি ত্রুণ প্রস্তুত হয় তাহা দৌহের কারখানা সংশ্লিষ্ট কোকচুন্সী হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও এই সকল ত্রুণ উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহের কথা চিন্তা করা হয় না। এমন কি অনেক কারখানাতে ও উৎকৃষ্ট গ্যাস কাজে লাগাইবারও ব্যবস্থা নাই। গিরিডি, বরাহী, লোবনা, লয়াবাহ, ভোঁরাতে যে সকল কোকচুন্সী আছে তাহাদের বয়ল তিরিশের উর্দ্ধে। এই সকল কারখানার বয়লান্তির ক্ষমকতি জনিত উৎপাদন অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ঢালাই শির ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কোল বোর্ড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে বর্তমানে মাসে ৫০ হাজার টন কোক-কয়লার চাহিদা আছে এবং ইতিমধ্যে যে সকল ঢালাইয়ের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার হিসাব ধরিলে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। বাফু-নিকাশন শিল্পে (Metallurgical Industry)—বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট ধরনের ইস্পাত ও লৌহ সংশ্লিষ্ট বাফু প্রস্তুতের মজ্জা কোক কয়লার অভাব বর্তমানে অস্বত্ব হইতেছে। বর্তমানে কোন কোক চুন্সীতেই বিভিন্ন প্রকার কয়লা মিশ্রিত করিয়া কেরো-ফালানীয় প্রস্তুতের মজ্জা উপযুক্ত কোক প্রস্তুতের ব্যবস্থা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কোক চুইর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে (১) উচ্চ, মাঝম অথবা নিম্ন তাপের করণা পুড়াইয়া বাতু-নিষ্কাশন শিল্প ও অক্সিজেন শিল্পের প্রয়োজনে এমন কি গৃহস্থের প্রয়োজনেও কোক করণা প্রস্তুত করা হইবে; ইহা ছাড়া আলকাতরা ও ইহার উপজাত দ্রব্য, যেগুলি ও ইহা হইতে বিদ্রবিত দ্রব্য এবং সর্বাঙ্গীন প্রয়োজনে উৎকৃষ্ট গ্যাস প্রস্তুত হইবে। (২) করণা বাষ্পীভবন করিবার পর ইহা হইতে কৃত্রিম এমোনিয়া, সাব, বিস্ফোরক দ্রব্য ও কৃত্রিম তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। (৩) পৌরশিখা, ইম্পাত, ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ ও ফেরো-এলয় দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। (৪) সর্বাঙ্গ পরিমানে গ্যাস শিল্প ও গৃহস্থালীকে সরবরাহ করা হইবে।

দুর্গাপুর পরিকল্পনার উপোৎসব সমস্ত বিষয় বিবেচিত তাহে সংযুক্ত করা হইয়াছে। অল্প অল্প ভবিষ্যতে বাহাতে করণা-ভিত্তিক রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুশক্তি ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন যুবককে নিয়োগ করা যার এবং পরে শিল্পের তরুণী সম্রাট ও গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনে শিল্পী সার্বকরমে নিয়োজিত হইতে পারে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দুর্গাপুর পরিকল্পনাকে দুইটি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে দুই ভাগ—(১) রসায়ন শিল্প ও বাতু শিল্প। প্রথমতঃ করণা, বিদ্রাব, আলকাতরা ও ইহার উপজাত দ্রব্য এবং যেগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে। দ্বিতীয় তরে ইহার সম্প্রদায়ন ও অক্সিজেন উপজাত দ্রব্য এবং বিবিধপ্রকারের লৌহ ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হইবে।

কোক :—এই কারখানার প্রতিদিন ১০০ টন করণা হইতে ২২৫ টন কোক প্রস্তুত হইবে। এই পরিমাণ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাইবে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের করণা মিশ্রিত করিয়া কোক প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিবে।

টান বা আলকাতরা—এখানে প্রায় ৪৫ টন টান প্রস্তুত হইবে। কিন্তু ৪৫ টন উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া বাহাতে আধুনিক উপায়ে প্রতিদিন ১০০ টন টান পরিপোষন করিতে পাওয়া যায়, তৎসংশ্লিষ্ট কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরও ৪৫০ টন টান দ্বিতীয় কারখানা হইতে কিনিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই আলকাতরা পরিপোষণমাগারে লাইটঅয়েল, কার্বলিক অয়েল, জাপানলিন অয়েল ও জাপানলিন, গ্র্যান্ডালিন অয়েল, হেভী অয়েল, শিট ও বাক্স তৈয়ারীর টারও প্রস্তুত করা হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলি প্রস্তুতের উপাদান, আলানী তৈল, কাঠ সংরক্ষণের লক্স ও অক্সিজেন জীবাশ্মদ্রব্যাদি দ্রব্য এবং কৃত্রিম রজন এখানে প্রস্তুত করা হইবে।

প্রতিবৎসর দুর্গাপুর হইতে ৫০০০ টন কার্বন আমদানী করা হয়। দুর্গাপুরের এই কারখানা হইতে তাহার সকল চাহিদা পূরণ করা হইবে। ইহা ছাড়াও ১০০০ টন ইলেক্ট্রিক্যাল কার্বন ও কার্বন রিস্ত্রাকটরীজও এই কারখানা হইতে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় তরে নির্যাস কার্বনিকরণ যন্ত্র ১০০ হইতে ১০০০ টন গ্যাস কলিকাতা ও আলানলোল হইতে কলিকাতা পর্যন্ত গৃহস্থালীর প্রয়োজন সরবরাহ করা হইবে।

তৃতীয় তরে রাষ্ট্র কার্বেল স্থাপন করা হইবে। ইহাতে দুইটি রাষ্ট্র কার্বেল প্রতিদিন ৪০০ টন পৌরশিখা ও ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন করা হইবে। একটিতে কেবলমাত্র পৌরশিখা ও অপরটিতে ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ প্রস্তুত হইবে। পরবর্তী তরে আর একটি কার্বেল (Low shaft) স্থাপিত হইবে। তাহাতে অক্সিজেন ও অক্সিজেন পৌরশিখা বাতু উৎপাদিত হইবে। চতুর্থ তরে রাসায়নিক সাব প্রস্তুতের লক্ষ্য দিকীর অচ্ছন্ন একট কারখানা নির্মিত হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরে বহুমুখী রসায়নী শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া ইহাতে ফিলাই-উপস্ পদ্ধতিতে করণা পুড়ান ও নির্যাস বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার কৃত্রিম তৈল, গ্যাস প্রস্তুত, লাক্স করণা ও বহুবিধ রসায়নদ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে। এক কথায় দুর্গাপুর পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির ভিত্তিপথ স্বরূপ।

জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি

সেনোব বাল্য খণ্ডে তুমতে হ'লে তখনকারে সর্গকীল
উঠি-ই লম্বায় আপে প্রবেশে। জননাথের উঠিমূলক
অন্তঃইে জ্ঞানর ও হৃদয়ভক্তানের বহুখনি সন্তোঃকীর্ত্ত
আসে, ত'হা তদখনি সন্তোঃকীর্ত্তা আত্ম নাস' ও বাহীর।
নাস' ও বাহীরেও পলম। ও বাহীর-বিভার উপদ্রুতভাব
শিকিত ক'রে তুমতে লব্ধায় তেকে কাটটি শিকবেস্ত
শিকিলান করা হইছে। এর ফলে, নাসিঃ ও বাহীরবিভার
শিকিত হবার দুইভাব বেড়ে গেছে আশ্রয় ভেদে কলমি



যেথা প্রতিদিন প্রত্যহন উদ্ভাসে সরকার থেকে কার্যকরী অনেক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন চিরা মেজো থেকে শুরু করে চিত্র পানির মত সবসময়, উল্লিখিতভাবে থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা স্থাপন। সবসময়ের এই বসন্ত উদ্ভাসে ব্যবস্থা কমেই গড় লাভ হচ্ছে।^১ গবেষণা বেশি জীবন বসন্ত পেলেও। আর, এই লাভ হচ্ছে সুস্থার বেশি রয়েছে শতকরা ৫০-৬০ ডায়, সেই লাভ নেতৃত্বের গুরুত্ব বহিঃস্থ থেকে ১০-১৫ হওয়া।

কম্বোডিয়ায় ব্যাপক উন্নতি মাত্র পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তাই
১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট ৭ কোটি বেশি টাকা দাবী
করেছেন। এই বাক্য অনুসারে ডিভিশন ও অফিসারদের
মাত্র পোশাকি খরচ হচ্ছে ২৫০ টাকা। বাক্যে মোকদ্দমি হয়েছে
এই পদবিন্যাস ভুলেই বাক্য লেখা হয়েছে বেশি। অন্যথায়
আজকের প্রত্যেক অফিসারের পোশাকি খরচ ২৫০ টাকা
কম্বোডিয়ায় উন্নতিশীল হবে। দাবী করা লাভ করবে পোশাকি



একটি প্রাণরক্ষা হওয়া মানেই আর একজন
কর্মী পাওয়া—আর তাতে ক'রেই গড়ে উঠবে

ଜୋତାବୁ ବାଶଳୀ



କଳମନାଧାରଣେର ଛାତ୍ରାଂର୍ଥେ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

আসামের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা—আসাম সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সংশোধিত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্বাভাসিতভাবে কার্যকর হইলে পরিপূর্ণ মহিষার নৃতন আসাম গড়িয়া উঠিবে। আগামী কলকাতার মধ্যে আসাম হইতে হাবিহা, অনশন, ব্যাধি, নিরক্ষরতা এবং বেকার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাময়িক স্তর্যপূর্ণ এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে। রাজ্য উন্নয়ন কমিটি আসামের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত ১০৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ কোন বস্তা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অথবা নতী উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনের ব্যয় ঐ অর্থের মধ্যে থকা হয় নাই। ঐ সময়ে সমগ্র রাজ্যে লম্বা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রদায় ব্রহ্মের কাল চলিবে। উহার ব্যয়ও ঐ অর্থের মধ্যে থকা হয় নাই।

সরকার স্থির করিয়াছেন, দ্বিতীয় পাঁচবৎসরের আসামে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত গোহাটী সহরে বিদ্যুৎচালিত ট্রলী বাসের পরিকল্পনা ও চেরাপুঞ্জী ও গোহাটীর মধ্যে “বোমগড়ে” প্রকৃতির ন্যায় বৃহৎ পরিকল্পনা এবং বৃহৎ শিল্প পরিকল্পনার জন্য আশ্রিতঃ ১০ কোটি টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সম্ভব হইলে পরে বিদ্যুৎ চালিত ট্রলী বাস গোহাটী ও শিলংগের মধ্যে সম্প্রদায়িত করা হইবে। এই সম্পর্কে যে, বৃহৎ শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি এই যে, আসামে বেলরকারী লোকজগৎকে এইরূপ শিল্প সংগঠনে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে, কিন্তু উপযুক্ত বেলরকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবে সরকার সরাসরি এইরূপ শিল্প সংগঠনে প্রস্তুত হইবেন। সরকার বৃহৎ শিল্পে কন্য একজন ডিরেক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। একটি শিল্প উন্নয়ন কর্তৃকোষেপনও গঠিত হইতে পারে। এই রাজ্যে কাঁচামালের খুব প্রাচুর্য—সেই কারণে সরকারী অথবা বেলরকারীভাবে কাগজ, পটি, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া তোলায় কোন অসুবিধা হইবে না। ব্রহ্মপুত্রের উপর সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করা হইয়াছে। সংশোধিত পরিকল্পনার উহা সমিতি হইয়াছে। বানী অর্থায়ন। পাহাড়ে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং আমিনগাও-এ একটি ছুটিমিল স্থাপনের প্রস্তাব সরকার ইতোমধ্যেই অগ্রসর করিয়াছেন। উহা বেলরকারী প্রকল্প হইবে।

সরকার ক্ষুদ্রশিল্পের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবে এবং এতদ্ব্যতীত দুই কোটি টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং সংযোগ ব্যয়সহ উন্নতি স্থাপনের অন্তর্গত ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমতলভূমি রাজ্যের অন্তর্গত ১০ কোটি এবং পার্বত্য অঞ্চলের রাজ্যের অন্তর্গত ১০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। লোকাল বোর্ডসহ ও সংশোধিত মিশ্রায়বিকল্পনাকে দুই কোটি টাকা দেওয়া হইবে। পরিবহন ব্যবস্থার অন্তর্গত ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিহার সরকারের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা—বিহার সরকারের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সম্ভবতঃ ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কেবল দেড় খাতে ব্যয়েরই পরিমাণ ২১ কোটি টাকা ও শিকারিতে ৩২ কোটি টাকা।

উদ্ভাটন-বচনা ও পশুপালনসহ কৃষিতে ব্যয়ের পরিমাণ ৪৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ২০ কোটি টাকা, জাতীয় কর্ম সম্প্রদায় ব্রহ্মসমূহের উন্নয়ন খাতে ৪০ কোটি টাকা ও লম্বা আঞ্চলিকের উন্নতি খাতে ৩৫ কোটি টাকা।

বিহারের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার ব্যয়ের পরিমাণ ৬৭ কোটি টাকা।

উদ্ভিদায় দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা—উদ্ভিদায় দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার খসড়ায় যাঁহেব পরিমাণ আশ্রয়ানিক ১২০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে বলিয়া এখানে জানা গিয়াছে। দ্রুত শিল্প প্রসার ও পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের অল্প সাড়ে ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনার ইংরেজিমালা ফিনাল কর্পোরেশন-স গঠনেরও প্রস্তাব আছে : রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি বিধানের সাহায্য করাই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হইবে, তবে সরকারী উদ্যোগে গঠিত শিল্পক্ষেত্রে উহা কতখানি প্রযোজ্য হইবে তাহা এখনও পর্যন্ত স্থির হয় নাই। রাজ্যে বহির্ক পদার্থ উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বহি উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের অল্প ৪ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

খাদ্যক্ষেত্রে উৎপাদন ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হইবে এবং তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। পল্লী ও সহর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সড়ক নির্মাণের অল্প বরাদ্দের ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ও ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। কয়েকটি সেচ পরিকল্পনার উন্নতির অল্প লাগিয়ে সাড়ে ৮ কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলে স্বপ্ৰদান, পণ্যের বাজার ও মাল মজুদ সম্পর্কে পল্লীগ্রাম উদ্যোগলক্ষ্যে কমিটিও প্রণয়নশক্তি পুরাপুরি কার্যকরী করিবার অল্প সময়ের পরিকল্পনা ব্যবস্থা ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইবে। সমাজ পরিকল্পনা ও জাতীয় কর্ম-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ব্যবস্থা ১৬ কোটিও অধিক টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে জাতীয় কর্ম-সম্প্রসারণ ব্লক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এই পরিকল্পনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার অল্প ১০ কোটিও অধিক টাকা ধরা হইয়াছে। ৫ শতাংশ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩০০ মধ্য বিদ্যালয় ও ২০০ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা হইবে। জনস্বাস্থ্য খাতে ২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির অল্প ৬ কোটিও অধিক টাকা খরচ হইবে। অশুভ্রতা দূরীকরণের অল্প বিশেষ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার নিম্নতর হইতে উচ্চতরের উন্নতি বিধানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে পরিকল্পনা রচনা করিতে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় রেলওয়েতে ব্যয়—ভারতীয় রেলওয়েতে দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার ১৭৮০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বর্তমানে মনে হইতেছে। এই আশ্রয়ানিক ব্যয় প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশী। প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনায় রেলওয়েতে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় উহা অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকা অধিক হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনায় আশ্রয়ানিক ব্যয়বরাদ্দ ১৪৮০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার ফলে পরিকল্পনার সময়ান্ত্রে প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনা অপেক্ষা রেলো শতকরা ৪০ ভাগ অধিক মাল বহন সম্ভব হইবে। শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে অধিক উৎপাদন হইবে তাহা হইতেই বর্ধিত মাল পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময় মধ্যে রাজ্যী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

পরিকল্পনা কমিশন যদি রেলওয়ের এই ব্যয় মঞ্জুর করেন, পরিকল্পনা সময়ের প্রতিনিধি-রেলওয়ে প্রায় ৮০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নতুন ইঞ্জিন, নতুন ওরগান নির্মাণ এবং যাত্রীদের সুবিধা বোধকায় অল্প ব্যয় হইবে। এই সময়ের মধ্যে নতুন রেল লাইন নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন এবং নিরাপত্তামূলক কার্যেও প্রকৃত অর্থ ব্যয় হইবে। রাজ্যীদের সুবিধা বিহার জন্য ১৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ঘৃত প্রস্তুত শিল্পের সৰু

যি ভারতের প্রাচীনতম শিল্প, বহুগুণের চিরায়ত অধ্যাপ, কঠি ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই বহুদুলা খাদ্যদ্রব্যটি গৃহে প্রস্তুত হইত। এখনও ইহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। আদিক অনটন, বিতর্ক বিয়ের দৃশ্যশ্রুতি, অসামান্য খাদ্যশারীর ভেদাল নিয়াইবার প্রয়তি এই শিল্পটিকে এখন অবস্থায় আনিয়াছে যে ইহার বিতর্কতা স্কার সঙ্গত সর্বকম প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার তদুদ্দেশ্যে যান নির্ণয়ে উদ্যোগী হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যে যান নির্ণয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই যান নির্ধারণ সম্ভব কিনা তাহা বিচাৰ্য। ইতিপূর্বে এইরকম প্রচেষ্টা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা গিয়াছে যে সর্বভারতীয় যান নির্ধারণ সম্ভব নহে; বহু প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইহা স্থির করা সুত্বুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত ভীতি। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া ১৯১২ সালে আঞ্চলিক ভিত্তিতে খাদ্যের ভেদাল নিয়োগ আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। গুত একটা জাতের খাদ্যবস্তু। কোন জাতের পদার্থের গুণাগুণ কখনও একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি বহিয়া নির্ণীত হইতে পারে না। গরুর ঘাস, জলবায়ু, ভূগর্ভস্থিত বৈশিষ্ট্য যেমন গরুর আকৃতি ও গঠনে তারতম্য সৃষ্টি করে তেমনি ঘৃতের উপাদান ও উপাদানের তারতম্য সৃষ্টি করে। ১৯১২ সালে খাদ্য ভেদাল নিয়োগ আইন প্রবর্তক করিবার পূর্বে এমনি প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি মাত্রাক প্রদেশের স্কটল্যান্ডে গিয়া দেখেন যে ঐ অঞ্চলের গরুর ঘৃত হইতে উৎপন্ন ঘৃতের যান ও মাত্রাক অঞ্চলের উৎপাদিত ঘৃতের যান এক নহে। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের ঘৃতের যান কখনও এক হইতে পারে না। ঐ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ব্রাজো বা অঞ্চলে ঘৃতের যান স্বীকৃত হইয়াছিল। এই-এম. এম. গভর্ণমেণ্টে ও শেঠ গোপাল এই সম্পর্কে বাহা বসিয়াছেন তাহা প্রমিধানযোগ্য।

"The limits of the values for saponification Reichert Meissl, Reichert Polenske and Kirschner values etc., as laid down by the Government of India are both unscientific and arbitrary. If the limits laid down in the Government specifications are to be taken as final then a very large number of genuine samples of cow and buffalo ghee will have to be thrown out as impure and adulterated. In our opinion these limits as laid down are unjustifiable. Not merely that but in many cases a genuine sample of cow ghee because of certain values it possesses will have to be labelled as buffalo ghee and vis versa."

মাত্রাক হাইকোর্টে বিচারপতি হুইটলি কোন একটি মামলার দস্তাবেজ করেন যে—"The Reichert Woolney and saponification values etc., found on tests by the analysts of sample butter notwithstanding that they are abnormally low for pure butter, do not ensure beyond all reasonable doubt that they quite inconsistent with the purity of the sample. Abnormality in the Reichert-woolney numbers does not necessarily mean adulteration".

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে ইহা সত্যই প্রমাণিত হয় যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ঘৃতের যান কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুক সংখ্যা (সার. এম. ২৮) বহিয়া হইতে পারে না। যেখানে কল্পপরিঘর্ষনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবস্তুর উপাদানের পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে, সেখানে বৎসরের সকল সময়ের সঙ্গ একটা যান নির্ণয় করাও সম্ভব নহে।

ইতিহাস দেখার অফ কমান' এই সম্পর্কে যে দ্বারকালিপি রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ভারত সরকার বিবেচনা করিবেন আশা করি। যে সকল সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ব-আইনে বিচার করা হইয়াছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

ভারতে গোলাপা লিফের উৎপাদনের মজুত প্রায়শঃ ডোজারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। ইহার ফলে ভারতের চুক্তিকার্যের মান, গুণাগুণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদন সম্পর্কে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে গবেষণার সুবিধা হইবে। যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সম্যক গবেষণার দ্বারা মান নির্ণয় সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত এই ধরণের মান নির্ণয় পন্থা অবলম্বন না করাই ভাল। তাহা ছাড়া স্যানিটেশন ও ওয়ার্কিং হাউস মহলের সহিত আলোচনা, বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত।

বিশেষ ঘোষণা

যে-কোন বড় সঙ্গীতপ্রচেষ্টানে, বড় বড় পাবলিক মিং-এ আমরা অতি আধুনিক মাইক্রোফোন (ভোলোমিটি) এবং অতি শক্তিসম্পন্ন ২২০/এ সি এম্প্লিফায়ার ডাক্তারিগা থাকি। ১ ডোজারী ব্যাটারী এমপ্লিফায়ারও ডাক্তারি সুব্যবস্থাপন আছে।

স্কুল, কলেজ, ডাক্তার, ক্লাব, লাইব্রেরী ও অজ্ঞাত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

১০ মি: প্রেক্ষাগার সমেত হিম্মি, বাংলা ও ইংরেজি ছবি আমরা স্কুলে ডাক্তারিগা থাকি।

All Musical Performances are conducted by us with the latest R. C. A. (Powerfull & Sensative) equipments.

মডার্ন এয়ার সার্ভিস

(রেডিও ও লিমেম্বা)

১০২, হরিষোব ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :- বি বি ২৪০৭

পড়ুন ও পড়ান

‘অনুসার’

বাংলার ছাত্র সমাজের একমাত্র সাংস্কৃতিক মঞ্চপত্র

২২, ট্যাগোর ক্যান্সন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

BUY

BEST SELECTED "B" GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD.

&

**JAIPURIA KAJORA
COLLIERIES LTD.**

ENQUIRIES TO :—

33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1.

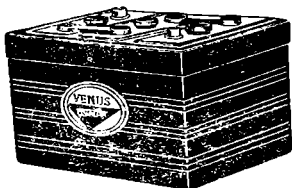
Phone : 22 — { 2466
 { 2467

Gram : { JAIPURIA
 { CALCUTTA.

'VENUS'

23 : 5985

STORAGE BATTERIES



**GUARANTEED
FOR BETTER PERFORMANCE & LONG LIFE**

Venus Battery Mfg. Co. Ltd.

3, Mango Lane, Calcutta-1

ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় পরিচালনে ভারতবাসীর স্বাধীন প্রস্তুত কোনও দ্রব্য যদি গুণে অতি উৎকৃষ্ট ও দ্রব্য মূল্যের হয়, তবে সেই দ্রব্য বিদেশীর কাছে ক্রয় করার কোনও অর্থ নাই। বেঙ্গল বেল্টিংএর প্রস্তুত সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। এতে ব্যবহারকারীর অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে বেঙ্গল বেল্টিংএর যে দ্রব্য বেল্টিং বেরিয়েছে, তা হল জগতের বহু নামকরা বেল্টিংএর তুলনার মূল্য অধিক উৎকৃষ্টের। দেশকে আজ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, বেঙ্গল বেল্টিং এ বিষয়ে অগ্রগমনে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস লিঃ

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট,

কলিকাতা

ফোন—23 : ১২৫১, ১২৫২

তালুকদার কোম্পানীর

পূর্ণাঙ্গ সার

ধান, পাট, আলু ও ভুতি বিভিন্ন ফসলের উপযোগী বিভিন্ন

পূর্ণাঙ্গ সার

অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করুন * জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখুন
খাব্যে স্বাবলম্ব্য হউন * বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায়

তালুকদার এণ্ড কোং (ফার্টিলাইজারস্) লিমিটেড

২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

টেলিফোন : ২২ : ৫৮৮৯ ও ৫৮৯০

জি

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(১৯৪০ সালে রেজিস্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অনুমোদিত মূলদল	...	৮ কোটি টাকা
বিলকৃত ও স্বীকৃত মূলদল	...	৪ কোটি টাকা
সংগৃহীত মূলদল	...	২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত ভূমি	...	৮২২ লক্ষ টাকা

শাখা সমূহ

ভারতে : লকস্মিন ও বাণিকা প্রধান নগর ও শহর	পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম, ককরাচী
ব্রহ্মদেশে : বেঙ্গল, মৌলভীবাজার, সাতক্ষীরা ও বৈশাখ	আসামে : শিলিগুড়ি, পেনাং
মুকরাভায়ে : গওন	ভাংগাড়া : হংকং

এজেন্ট :

পৃথিবীর সর্বত্র—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ওস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য

বাংলায় ও ব্যক্তিগত সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অর্থ-মুদ্রিত আয়ের পরিবর্তে দান দান, বিল পরিচালনা, ড্রাফট দান ও তাহলে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিষয়ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক লেনদেনসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ববিধ ব্যক্তিগত সংক্রান্ত কার্য সম্পন্ন করে সুবিধা দান করে।

জি, ডি, বিজয়া
চেয়ারম্যান

মহীন্দ্রনাথ মাকদলাল
ডাইরেক্টর

এস, টি, সত্যনিবাস
জ্যেষ্ঠ অফিসার

স্বদেশ ও শিল্প

স্বদেশী সত্ত্ব কৰ্তৃক প্রকাশিত

স্বদেশী শিল্পের প্রচারে

একমাত্র

বাংলা মাসিক মুদ্রণ

১০০, বহুভাঙ্গার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গোয়েন্দা কলেজ অব কমার্শের

অধ্যাপক শ্রী অনাধবকৃষ্ণ বসু প্রণীত

‘ব্যাক্সের কথা’

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃত্তিক বি-কম
শিক্ষণীর জন্য অধ্যয়নীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের বাণিজ্যিক শিক্ষা সনসদ কৃত্তিক
পাঠ্যতালিকাভুক্ত) —মূল্য—০.৮ টাকা মাত্র

—প্রকাশক—

ডেনমারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ

১১০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১০



রিজেন্ট
নির্ভুল সময় দেয়
আর.সি.চ্যাটার্জি এণ্ড কোঃ
নটরন বিল্ডিংস - কলিকাতা-১

জীবনবীমা

বীমা বিবয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

২৭ বর্গে প্রকাশিত করিল

বিবরণের জন্য লিখুন

২১-৩৫, পাঁচাবিলাড়া রোড, কলিকাতা-২৫



গোকাধাকড়

মারকন

এক স্ট্রোক বক্স

গোপ চুড়া

মারকিট

মার্ক

ডিডিটি ওরল ও গুঁড়া

আরসোলা, হারসোকা, মলা,
মাছি প্রভৃতির নির্মূল জাগ-যান্তক



বেপল কেমিক্যাল

—হিন্দু ফ্যামিলি—

এন্থিটি ফাণ্ড লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নিত্তাশাখর

ইং ১৮৭২

হিন্দু ফ্যামিলি বিন্দিংস্

পি-১৩ মিলন রো একটেনসন, কলিকাতা—১

এন্থিটি

ইম্‌সিওরেন্স

১। স্বাস্থ্যের অবদান

৮। কীটন বামা

২। স্বাধীন দেশের

৯। মেয়াদী বামা

৩। স্বাধীন দেশের

১০। শিকারি ও বিবাহী

বিগত ৩১ ১২-৩১ তারিখ পর্যন্ত ভ্যালুয়েলনের বোনাস

প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসর

স্বাধীন বামা—১৫

মেয়াদী বামা—১২

আগামী ৩১-১২-৩১ তারিখের ভ্যালুয়েলনের কার্যকর অংশের হইবে:

নব নিবন্ধিত বোনাসের তার মনোরম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সেক্রেটারী

প্রম্পটাসের কল

পত্র লিখন

শ্রীকানাইলাল হুঁইয়া, এম্‌ এন্‌-সি
এ আই এ (লন্ডন) (একচুয়াতী)

ডায়াপেপ্সিন



চতুর্দশ ব্যক্তিগত হোটে পাকস্থলীকে বেশী কাজ
করান উচিত নহে। স্বাস্থ্যের পাকস্থলী কিছু
বিজ্ঞান পাত্রে দেওয়া কাগজটি করা উচিত।
ডায়াপেপ্সিন সেই কাগজটি করিবে। পাকস্থলীর
কাগজ কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্সিন বচন করিবে
এবং পাছের দাবাংল লটকা পরীবে বল আনিবে।
পরীবে বল আনিলেই পাকস্থলীও বণ লাভ
করিবে ও তখন পাগু চতম করা আর তাহার
পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্সিন ঠিক
ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান
সহায়ক মাত্র।

ইউনিভার্সাল ড্রাগ
কলিকাতা

GET The Free-Lance HABIT

*

G E T

The Free-Lance

CALCUTTA'S ONLY EVENING PAPER

Published Every Evening Except Sunday

It is the Newspaper

You will enjoy reading home ward-bound
or

over a Cup of Tea after the day's work

*

Price per copy **1 Anna**

119, Dharamtala Street, Calcutta-13

আধুনিক ইউরোপ FIVE YEAR PLAN ভারতের নূতন শাসন

(১৪৫৫-১৮১৫)

A Critical Survey

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Edited by

মূল্য - ২।০

৭

A. K. Banerjee

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Price 3/-

মূল্য - ১/-

MODERN ECONOMIC THEORY

(for B A & B Com.)

by S. Ghosh & S. N Ghosh

Each Part 3/12- Complete Rs 7/-



appreciated throughout India Rs. 1/14/-

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

নূতন ১ম সংস্করণ

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১ পত্র ১৬০

একটো ৭।০

ভারতীয় অর্থনীতি

৩য় সংস্করণ

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৭।০

First Edition compiled up-to-date

Each Part Rs. 3/12

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অকালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৬.০

REPUBLIC BOOK SYNDICATE

209, Cornwallis Street, Cal-6

লি

হিন্দু ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা-১

বিলোকিত মূলধন.....১,০০,০০,০০০ টাকা

অদায়িত মূলধন.....৫০,০০,০০০ টাকা

মজুত তহবিল.....২৩,৫০,০০০ টাকা

পুঁথিবীর সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ আছে।

চেয়ারম্যান

শ্রী কে. পি. গোয়েন্দা

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস. ডি. পারদেওয়াল

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে আমাদের অবদান

সাক্ষান হোস

::

ডেলিভারী হোস

ন্যাশনাল সবার ন্যায্যক্যাকচারাস লিঃ

পোঃ বক্স নং ৮২৭০

গ্রাম : "নাইম্যান"

অফিস :

"নেসলি হাউস" :

১২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২'-৩৬০

কারখানা :

৫৫১০, চিৎড়িহাটা রোড

কলিকাতা-১৫

ফোন : { ২৫-৩৬২
২৫-৩৬৪ }

মনে রাখিবেন—

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ
এবং সেবনের পর যথাসম্ভব কম অ্যাসিড সৃষ্টি করে

ডাক্তারগণ বলেন 'সর্বমঙ্গলানু ক্রাধাবিনোদ মার্কা' টেতলই

একমাত্র বিশুদ্ধ টেতল ও জাহ্নবীর পক্ষে
কোনরূপ ক্ষতিকর নহে।

—ঃ সকল উৎসবে স্বাস্থ্য ও সেবায় :—

রাধাবিনোদ মার্কা

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল

পুষ্টিকর ও আহার্য্যকে
উপাদেয় করে



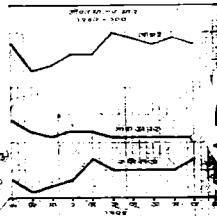

সর্বমঙ্গলানু অয়েল মিল
১৯২ হালদি বাগান রোড। কলিকাতা



মহিলা শ্রমিক

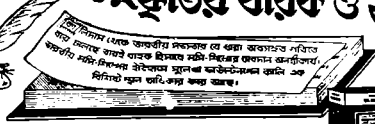
আর্থিক প্রসঙ্গ

বর্ষ - ৪
 সংখ্যা - ৭ (১৩৬২)/৫৫
 বর্ষ - ৬
 সংখ্যা - ১২ (১৩৬৪/৫৬)
 বর্ষ - ৭
 সংখ্যা - ১-১২ (১৩৬৪/৫৬) ৩-৬
 ১৩৬২, ১৩৬৪-১৩৬৪



ব : মণ্ডল সংখ্যা] তার : ১৩৬২ [আগষ্ট-সেপ্টেম্বর : ১৯

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক



মথ্যা ওয়ার্কশপ লিঃ, মূলধনী পল্লী
 কলিকতা-৬৮
 ক্রা. দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাস



লক্ষ্মী ছি

অন্ধশতাব্দীর
উপলব্ধ
সর্বত্র
সমাদৃত



খাঁটি ছি বসাতে

'লক্ষ্মী ছি' কেই

বোঝায়

কিউ
মি পাইল্ড
বহাল
কমল

দ্রা প্রিন্ট পাওয়া যায়

লক্ষ্মীচন্দ্র প্রেস

১৫, বঙ্গবাজার রোড, কলিকাতা • অফিস

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীমতি প্রমথনাথ চন্দ্র

তারিখ : ১৩৬২

আগষ্ট—সেপ্টেম্বর : ১৯৫৫

কার্যালয় :

১, গ্রাইডেট রোড, বনাব, কলিকাতা—৩

দ্রষ্টব্য

২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

এই সংখ্যা মূল্য

আট আনা

আধুনিক ইউরোপ FIVE YEAR PLAN ভারতের নতুন

(১৯৫২-১৯৫৬)

A Critical Survey

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Edited by

মূল্য—২।০০

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

A. K. Banerjee

Price 3/-

মূল্য—১।২০

MODERN ECONOMIC THEORY

(for B.A. & B.Com.)

by S. Ghosh & S. N. Ghosh

Each Part 3/12 Complete Rs 7/-

NEW CONSTITUTION
INDIAN REPUBLIC

PROF. H. K. BARLAH



appreciated throughout India Rs. 1/14/-

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

ভারতীয় অর্থনীতি

First Edition compiled up-to

নতুন : ড. সার্বদেব

৩য় সংস্করণ

Each Part Rs. 3/12

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা

৩টি খণ্ড ৫০০

একত্রে ৭।০০

মূল্য ৭।০০

অকপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৭।০০

REPUBLIC BOOK SYNDICATE

209, Cornwallis Street, Cal—6

ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় পরিচালনে ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত কোনও দ্রব্য যদি গুণে অতি উৎকৃষ্ট ও দ্রাঘ্য মূল্যের হয়, তবে সেই দ্রব্য বিদেশীর কাছে ক্রয় করার কোনও অর্থ নাই। বেঙ্গল বেলিটংএর প্রস্তুত সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। এতে ব্যবহারকারীর অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে বেঙ্গল বেলিটংএর যে রবার বেলিটং বেচিয়েছে, তা হল জগতের বহু নামজাদা বেলিটংএর তুলনায় সুলভ অথচ উৎকৃষ্টের। দেশকে আজ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, বেঙ্গল বেলিটং এ বিষয়ে অগ্রগমনে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

বেঙ্গল বেলিটং ওয়ার্কস লিঃ

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট,

কলিকাতা

ফোন—২৩ : ১৯৫১, ১৯৫২

জি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ল্যাব্জ লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিস্টার্ড কৃত)

হেড অফিস : ২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অম্লমোহিত মূলদ্রব	...	৮ কোটি টাকা
বিলকৃত ও স্বাকৃত মূলদ্রব	...	৪ কোটি টাকা
সংগৃহীত মূলদ্রব	...	২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত ওষধি		৮৬৬ লক্ষ টাকা

শাখা সমূহ

ভারতে : মকল শিখ ও বাণিজ্য প্রদান নগর ও সহর	পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম, করাচী
ভারতবর্ষে : বেঙ্গল, মৌলভিন, পাকিস্তান, মাদ্রাস ও বেনিন	আলগে : সিঙ্গাপুর, শেনাং
মুক্তরাষ্ট্রে : লন্ডন	ভাঙ্গড়া : হংকং

এজেন্ট :

পৃথিবীর সর্বত্র—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

ব্যবসায় ও ব্যক্তিগত সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাংক আমানত গ্রহণ, অর্থমোহিত জামিনের পরিষেবা প্রদান, বিল পরিশোধ, ড্রাফ্ট প্রদান ও ভাণ্ডারী টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাখাসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাংক সর্ববিধ ব্যক্তিগত সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করে।

চেয়ারম্যান—জি, ডি, বিজুলা

মেনেজার ম্যানেজার—এস, ডি, সওয়ালিহন

ডায়াপেপ্সিন



হৃদয়ের ব্যতিক্রম হটলে পাকস্থলীকে বেকী কার্য করার উচিত নহে। ব্যতীতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায়ে সেজন্য কাণ্ডাই করা উচিত। ডায়াপেপ্সিন সেই কাণ্ডাই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্সিন বহন করিবে এবং পাচকের সাহায্য লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বণ লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তত্নর পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্সিন ঠিক ঐশ্বর্য নহে, হৃদয় পাকস্থলীর একটি প্রধান সহযোগক মাংস।

ইউনিফর্ম ড্রাগ
কলিকাতা

বার্ষিক লেনদেন ও ব্রহ্ম মূল্যের বিবরণ -
কোটি টাকার হিসাব

বৎসর	চালু নোট (কোটি টাকা)	চলতি আদান (কোটি টাকা)	অর্থ-সঞ্চয় (কোটি টাকা)	সাপ্তাহিক গড় পাইকারী দরদস্ত ১৯৩৭-১৯৩৮	কোথার্ট-এর সামিক জেনিট চীফনগারের দ্বারা বার্ষিক গড় হিঃ	কলিকাতার সামিক জেনিট চীফনগারের দ্বারা বার্ষিক গড় হিঃ
Year	Notes in Circulation	Demand Deposit Liabilities	Money Supply	Wholesale Price-Index Aug. 1939=100	Cost of Living Index working Class Aug. 1939=100	
১৯৪৭	১২২৪.৩৬	৬৭৮.৯৩	২৯০৩.২৯	২২৭.৬		
১৯৪৮	১৩৮.২৬	৬৬৮.২৬	২১৩৬.৭৩	৩৬৭.১		
১৯৪৯	১১৩৬.৪৭	৬৮৬.৮৪	১৮০৩.৩১	৩৮১.৭		
১৯৫০	১১৭৩.২৪	৬৮৭.২৭	২৮৬০.৫১	৪০০.৭		
১৯৫১	১১৪৭.৭০	৬৭৬.৮	২৮২৪.৫০	৪০৭.০		
১৯৫২	১০৯২.১১	৬০০.৭৭	১৬৯২.৮৮	৩৭৩.৭		
১৯৫৩	১১২৪.৪২	৬১১.০১	১৮৩৫.৪৩	৩৮৭.৭	১১১.০	১১১
১৯৫৪	১২০০.৭৮	১৭১.২৯	১৮৭২.০৭	৩৯৭.৮	১১৮.০	১১৭
কাগজপত্র	১২১৭.৭২	৬৭৮.৯৬	১৮৭৭.৬৮	৩৮০.২	১১৪.০	১১০
ক্রেডিটপত্র	১২৭১.৩৮	৬৮৬.৮৮	১৮১০.৫০	৩৬৭.৮	১১২.০	১১০
মোট	১২৭৭.৭৮	১৭৭.৫৩	১৮০৫.৩১	৩৮০.৮	১১১.০	১১০
এজিট	১৩১০.৭৭	১০০.০৮	১৮২০.৮৫	৩৮১.৭	১০৮.০	
মুদ্রা	১৩১৬.৮৮	৬৮৬.৮৮	১৮৩৫.৭৬	৩৮৭.৭		
মুদ্রা	১১৩০.৭৮	৬১১.০১	১৮৩৫.৭৬	৩৮৭.৭		
মুদ্রা	১১৩০.৭৮	৬১১.০১	১৮৩৫.৭৬	৩৮৭.৭		

* Bureau of Industrial Statistics এর সৌজন্যে প্রকাশিত। † মাসের শেষ প্রস্তাব।

GET The Free-Lance HABIT

*

G E T

The Free-Lance

CALCUTTA'S ONLY EVENING PAPER

Published Every Evening Except Sunday

It is the Newspaper

You will enjoy reading home ward-bound
or

over a Cup of Tea after the day's work

*

Price per copy **1 Anna**

119, Dharamtala Street, Calcutta-13

আপনি কি জানেন ?

আমেরিকানরা আমাদের দেশে এসেও যে জিনিস ব্যবহার করে
তা তৈরী হয়ে আসে আমেরিকা থেকে ।

ইংরেজ এখানে যে জিনিস ব্যবহার করে, তা আসে ইংলণ্ড থেকে ।
আর আপনি কেনেন—বিলাতি বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী ।

আপনার কাজ—

বদেশী জিনিস কেনা ভাল বদেশী জিনিস কেনা
বদেশী জিনিস কোনটা ভাল, তা জানা
যেটা ভাল, তাকে উৎসাহ দেওয়া, প্রচার করা ।

অথচ ত্রুটি জানতে পারলে তাও নজরে আনতে চুলবেন না ।

তবেই দেশে ভাল জিনিস হবে ।

বিশেষ ঘোষণা

যে-কোন বড় দলীয় প্রদর্শনে, বড় বড় পার্কে বিংশ-এ আধরা অতি আধুনিক
মাইক্রোফোন (ডেপো-সিটি) এবং অতি শক্তিশালী ২২-৭/এ সি এমফিফায়ার
ভাড়া দিরা থাকি । ৩ ভোল্ট ব্যাটারী এমফিফায়ারও ভাড়ার ব্যবস্থাও আছে ।

ফুল, কলেক, ছাত্র, ক্রাব, লাইব্রেরী ও অন্যান্য
জনসংস্পর্গে প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় ।

১০ মিঃ প্রদেষ্টার সমেত হিলি, বাংলা ও ইংরাজি
হবি আধরা জুড়ে ভাড়া দিরা থাকি ।

All Musical Performances are conducted by us with
the latest R. C. A. (Powerfull & Sensative) equipments.

মডার্ন এয়ার সার্ভিস

(রেডিও ও সিনেমা)

১০২, হরিদোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :— বি বি ২৫০৭

বহির্বাণিজ্যের গতি *

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর	মুদ্রা	সমুদ্রপথ		স্থলপথ		মুদ্রা মুক্ত	
		আমদানি	ফের	মুদ্রা	আমদানি	বাণিজ্যের ফের	ফের
গড়							
১৯৭০	৩৫,৫৫	৫৭,৭৮	—১৫,২৮	২,২৭	৩,৫৮	—৫১	১৫,৫৫
১৯৭১	৪০,৭৮	৫৭,৭২	+ ৩০,২	১,৩০	৩,১৬	—১,৮৮	+ ১,১৬
১৯৭২	৬১,৮০	৬২,২৭	—৪৭	১,৭৩	৭,৭৭	—৫,৮১	—২,৮
১৯৭৩	৫৮,৮৮	৬৩,১৩	—১৫,২৫	২,২৩	২,৭৫	—৫২	—১৫,৭৭
১৯৭৪	৭৩,১৮	৪৪,৮৩	—১,৬৫	৬০	১,২০	—১৩০	—২,২৫
১৯৭৫	৭৩,৭১	৭৭,২১	—৮০	৫২	১,৮০	—১২৮	—২,৮
১৯৭৬							
জানুয়ারী	৫৭,৮	৫৭,৭৭	+ ৩৭১	৩৭	২,১৭	—১৮০	+ ১,২১
ফেব্রুয়ারী	৫৮,৮৭	৫৭,৭৬	—৩,৫৮	৪৮	২,৭০	—২২২	৮,৮১
মার্চ	৫৮,৭১	৫২,৮৭	—৬,১৬	৫১	২,৫১	—১২৫	—৮,১১

* সরকারী ও বেসরকারী হিসাব।

পণ্যজাতকের পাইকারী মূল্যমান—আগষ্ট—১৯৭৯ = ১০০

বৎসর	খাদ্য	কাঁচামাল	অর্থসামগ্রী	কারখানা দ্রব্য	শিল্পদ্রব্য	বিবিধ	সরঞ্জামের	পণ্যের	গড়
১৯৭০	৫৮০	৫৬৫	৩৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৪৬	৫৮১	৫৮১	৫৮১
১৯৭১	৫৮০	৫৬৫	৩৪১	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
১৯৭২	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
১৯৭৩	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
১৯৭৪	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
১৯৭৫	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
জানুয়ারী	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
ফেব্রুয়ারী	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
মার্চ	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
এপ্রিল	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১
মে	৫৮০	৫৬৫	৩৪৮	৩৪৮	৫৪৬	৫৮০	৫৮১	৫৮১	৫৮১

প্রধান প্রধান শিল্পের উৎপাদন

বৎসর ও	বস্ত্র	মুদ্রা	পাট	করলা	ইলাত	চিনি	লিফট
মাস	লক্ষ গজ	কিঃ লক্ষ পাঃ	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন	০০০ টন
১৯৭৮	৫৮০	৫৬৫	১০২২	২২৮৮০	১২৬০	১০৮০	১৫৬
১৯৭৯	৫৮০	৫৬৫	১২৪৮	৩৬২৫০	১৫৮৪	১৫০০	৩৫৮
১৯৮০	৫৮৮৮	১৫১২	৮৬৫	৩৫৬৮০	১৫১২	১২২৬	৩৮৪
১৯৮১	৫৮২০	১৫৬২	৯৮	৩৬৭৭৫	১৬৮০	১০০৮	৪০০
১৯৮২							
জানুয়ারী	৫৮০	১০৫	৮৪	৩১৫০	১৫৭	৫০০	৩৭৬
ফেব্রুয়ারী	৫৮০	১২৫	৮৫	৩২৫০		৩১৮	৩৬৪

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

ভাঙ্গ, ১৩৬২

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অগ্রিমপত্রিকার মহলানবীণ স্তান	৩৩৩
যৌথ কোম্পানী আইন	৩৩৩
প্রসঙ্গ	৩৩৩
দ্বিতীয় পাঠমালা পরিকল্পনার ব্যবস্থাদ—অধ্যাপক শ্রীকমলচন্দ্র লালগুপ্তা	৩৩৬
আগামী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে—অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ মৈত্র	৩৩৭
সরকারী পরিকল্পনা ও জনসাধারণ—শ্রীপবিত্রের বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৯
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খাত নির্বাচন—অধ্যাপক শ্রীঅশোককৃষ্ণ কুমার	৩৪১
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষুদ্র-মাকারী শিল্পের স্থান সম্বন্ধে দু-একটি কথা —শ্রীমতী চন্দ্র দে	৩৪৩
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষ্টি ও ক্ষুদ্রশিল্পস্থান—অধ্যাপক শ্রীশ্রীকান্তমিত্র	৩৪৩
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষিবিষয়—শ্রীস্বপ্ননাথ ভট্টাচার্য	৩৪৬
ভারতে কৃষিজাত প্রবোধ উৎসাহন—ডাঃ পাণ্ডা রাম দেবদাস	৩৪৬
হেটুবাণ—শ্রীস্বপ্ননাথ ভট্টাচার্য	৩৪৭
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বীমা ব্যবসায়—শ্রীস্বপ্ননাথ লাহিড়ী	৩৪৭
ভবনীর ডায়েরী	৩৪৭
নিবিড় কথা	৩৪৭
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩৪৭
প্রদ-পরিচয়	৩৪৭
অধিক সংবাদ	৩৪৭

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক প্রসঙ্গের পূর্বসংখ্যা মধ্যবর্তী প্রকাশিত হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা মতীয় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীমল্লনারায়ণ নন্দের একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

ভাষা ছাড়া লিখিবেন—

শ্রী বি. কে. দত্ত, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
শ্রীমদচন্দ্র সিংহ

শ্রী অর. এম. মিত্র, মেট্রোপলিটান ব্যাংক
শ্রীমতী শচী দে প্রকৃতি অনেকে

Rate of Advertisement

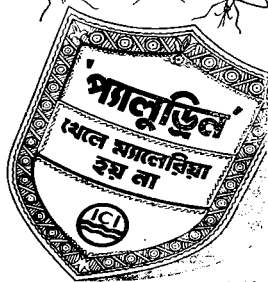
Full Page—100. Half Page—60. Special position & Cover on Request.

সদস্য জিনিস কিনলে, দেশের টাকা দেশেই থাকে।

পূজার বাজারে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে।

আপনাদের কাজ হবে এই টাকা দেশে রাখা।

নিউজের বাঁচান



BOOKS FOR B. A. & B. COM.

By Principal Arun Kumar Sen,
M. A., M. Sc. Econ. (Lond.)

- ১। রাষ্ট্র বিজ্ঞান ৪০ টাক
২। শাসন ব্যবস্থা ৩০
৩। ভারতীয় অর্থবিজ্ঞান ৮০

By Prof. P. C. Chakravorty

1. **Geography-- Economic & Commercial** Rs. 15/-

Books for I.A. & I.A. (Com.)

By Prof. Susil Kumar Sen
(City College)

1. **Indian Administration for Indian Students** Rs. 1/-
(ভারতের শাসন-ব্যবস্থা)

২. পৌরবিজ্ঞান সহায়িকা
By Prof. S. K. Bhattachariya

3. **Essence of Economic and Commercial Geography** Rs. 3/-

By Prof. Arun Kumar Sen,
M. A., M. Sc., Econ. (Lond.)

৪. ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২০ টাক

The Central Book Agency
14, Bankim Chatterjee Street.
Calcutta—12.



আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা]

[ভাদ্র, ১৩৬২]

অগ্নিপরীক্ষায় মহলানবীশ প্র্যান

অসত্যি নিষিদ্ধ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবীশের সুপ্রাচীন ও পরামর্শ অমুখ্যারী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিভাগের অর্থনৈতিক শাখা, পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক শাখা ও কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যানসংস্থার যৌগ প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে পরীক্ষামূলক কাঠামো রচিত হইয়াছিল তাহা নিষিদ্ধ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও এই পরিকল্পনার, রচনা, গঠনভঙ্গী আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন মহলে বিতর্ক, বিতর্ক আলোচনা ও বিক্ষিপ্ত মতবার একাধারে লীয়া ছিল না। যে পরিকল্পনা রচনা ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহলানবীশ নিযুক্ত মাত্র, যিনি মাত্র ভারত সরকারের নির্দেশেই এই দায়িত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার অন্তঃস্রব, অধ্যবসায়, অকুণ্ঠ আন্তরিকতা এবং তাহার সহযোগীদের কর্মনিষ্ঠা এমন একটি পরিকল্পনার খসড়া রচনার উৎস্ব করিয়াছিল তাহাকে বার্ষিকায় পর্যবেক্ষিত করিতে বিভিন্ন মহলের কোন স্রুটি ছিল না।

হয়তো তাহাঙ্গের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের কল্যাণকর অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্তরায় স্রুতি করিত না, হয়তো বা তাহাদের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি মন্থর হইত না কিন্তু তথাপি যে পরিকল্পনা একমাত্র রচনা করা হইয়াছে তাহার বিভিন্ন দিক আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গী সমালোচনা বিষয়ে করা নাগরিকের কর্তব্য। আমরা এই পরিকল্পনা সম্পর্কে গত বৈঠক সংখ্যায় ও আলাচ-প্রাণ সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উক্ত সংখ্যাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়িলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরিকল্পনার অর্থ বিনা বাধার সংগৃহীত হইবে কিনা তাহা বিচার আর অনাবশ্যক। ৩৮ কোটি নবনারীর আহা, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত জীবনমানের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জট-জালিকের যদি কল্পনাধন করিতে হয়, তবে তাহাতে মতভেদ থাকিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য। বাটতি ব্যয়নীতির সুফল বাহা প্রথম পরিকল্পনার অতিরিক্ত পরিমাণেই আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার যদি অধিক জাতীয় আয়, অবিকল্পিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিমাণ বাটতি ব্যয়নীতি গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার সুফল রোগ অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অতি মন্থ ও কল্যাণকর। খসড়া পরিকল্পনার ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রতি বৎসর মতস্রা ৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইবে এবং ঐ সময়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণা হইয়াছে। কাজের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থিক কাঠামো প্রয়োজন বোধে সম্প্রসারিত করা হইবে। অধ্যাপক

মহলানবীশ বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অগ্রাগত দেশের ঠিক তুলনা চলেনা। আমাদের আর্থিকগত অবস্থা হস্তের কর্মসংস্থান করিতে হইবে। নিত্যের সুখ অর্জন হইতে হইবে। এর দুইদিন বসিমা থাকিলেও থাকিতে পারিবে, কিন্তু যদি কোন পরিকল্পনা দৃঢ়ত্ব সাহসেব সুখে অন্নের সংস্থান করিতে পারি হয়, তবে দেশবাসীর সামাজিক দায় বিচারের (Social justice) দাবী মপূর্ণ হইবে, আর্থিকগত নিরর্থক হইবে।

উপরোক্ত কথা আমরা মোট মাসে বলিয়াছিলাম। ঠিক সেই কণাই পরিকল্পনা যতী শ্রীমন্তলালীলাল নন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট লিখিত এক পত্রে বলিয়াছেন, “অধিকতর করভার বহনের তত্ত্ব দেশকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কেননা, জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ উন্নয়নযোগ্যভাবে বাড়িয়াই তুলিতে না পারিলে কোন বৃহৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে না।

শ্রীমন্ত বলেন, পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে বাহ্য অপ্রমোদিত কইরাছে, পরিমাণের দিক হইতে তাহা এমন কিছু নহে। কিন্তু একত্রই সমগ্র কান্তির বিপুল প্রাধান্য প্রয়োজন হইবে। এ মুহুর্তেই বৃদ্ধতার সহিত এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। এমন কি শব্দগণী পরিকল্পনার কান্দ আরম্ভ হইবার পূর্বে আর্থিকগত সামাজিক ও অগ্রাগত দিক হইতে একত্র প্রস্তুত হইয়া উঠিতে হইবে।

তিনি বৃদ্ধতার সহিত বলেন, এই করভার সমস্যাকে সঙ্গাঙ্গীত করিয়া লইতে হইবে। উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বারা বাহ্য বিশেষভাবে লাভবান হইবে, তাহাযের অতিরিক্ত আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ নতুন মুদ্রণন হিসাবে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লক্ষ্য পরিকল্পনায় বাহ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া মনে হয় যে, পরিকল্পিত বিভিন্ন কার্যের ফলে জাতীয় আর্থ বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগের কমই বৃদ্ধি পাইবে এবং মুদ্রণন কর্মসংস্থানের সংখ্যাও পূর্ব-অনুমানিত ১ কোটি ১০ লক্ষ অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

জাতীয় আর্থ বা কর্মসংস্থান পূর্ব অধ্যয়নের তুলনায় কতটা কম হইবে, তাহা ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বে যে আভাস দেওয়া হইয়াছিল, জাতীয় আর্থ বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম কিছু লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভাবনক হইবে। এরূপ একটি সম্ভাবনার শুকর যে কতখানি, তাহা নিশ্চয়ই আগামী কয়েক মাসে চিত্রা করিয়া দেখা হইবে।

বর্তমান পরিকল্পনা, বৎস, বাহিরের সাহায্য প্রকৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইতে যে অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্ত বলেন, আমরা মোট ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহি কিন্তু প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বাটতি থাকিয়া যাইতেছে। পরিকল্পনার যে কাঠামো আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাতে অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া এই ৮ শত কোটি টাকার বাটতি পূরণের কথা আমরা চিন্তা করিতেছি। বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ কর হিসাবে আদায় হইয়া থাকে। মোট ৪০০০ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য আমাদের যে আরও ৮ শত কোটি টাকা প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ কর হিসাবে আদায় করা প্রয়োজন হইবে।”

আমরা অধ্যাপক শ্রীশশী কান্ত মহলানবীশের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম।

সাংবাদিকগণ প্রথমে তাহাকে বিরক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বিমুখ্যে দ্বিধা ও বিরক্তিবোধ না করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের অস্পষ্ট উত্তর দিয়াছিলেন। ইহার বস্তু এই যে তিনি রাজনীতিক নন, অর্থনীতিবিদ নন, সাংবাদিকও নহেন; তিনি অধ্যাপকের শোক। তিনি সহজ গণিত ঘোড়েন। তিনি সহজ গণিতকে অলঙ্ঘন করিয়া দ্বিগুণ বেশের নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ প্রোগ কর্তৃক ৩৬ কোটি সরকারী সামাজিক ক্রয় বিচারের অধিকার তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। কুটির শিল্প, গার্হস্থ্য শিল্প, ক্ষুদ্রাঙ্গন শিল্পে সম্যক উন্নয়ন ঘাতীত ৭২ কোটি কর্মসংস্থান অসম্ভব। অতঃপর গৃহশিল্পের গতিবোধ না করিয়া (বেতন বাবদ, অত্রের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, অস্বস্তি: সম্পূর্ণরূপে করে না) যদি উপযুক্ত শ্রেণীর বহুবিধ শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব হয় তবে যে প্রচুর ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হইবে, তাহাতেই বেশে প্রচুর দেখা দিবে। প্রয়োজনে তিনি বলেন এই সকল শিল্পের উৎপাদন যেমন গুণি পাইবে, তেমনি এই সকল ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা একতরু ক্ষেত্র শ্রেণীর দৃষ্টি হইবে। বাহ্যিক কিছুই প্রত্যক্ষভাবে বিক্রয় যোগ্য বস্তু উৎপাদন করিবে না—সমুদ্র ক্রয় করিবে। ইহারাই হইবেন শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিরক্ষা বাহিনী, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ডাক্তার, শিল্পী, কবি এমনি আরও কত! ইহাদের প্রয়োজন প্রত্যেক সভ্য দেশেই আছে এবং ভারতে ইহাদের স্থান, গুরুত্ব। আজও সম্যকরূপে নির্ধারিত হয় নাই বরং অবজ্ঞাত হইয়াছে। ইহা বাই আতীত জীবনে চক্ষের প্রবাহ বহাইয়া জাতীয় জীবনকে সর্ববিধ উপাধানে সজীবিত পরিত্যক্ত করিয়া তুলিবে। তিনি অসম্মত বলিয়াছেন ভারতের যত বেশে আরও শিল্প, অনেক বেশি চিত্তব্রতনের প্রয়োজন আছে এবং তাহাও গতিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহাতে তো সকলের অর্থ জুটবে না। আবার কংগ্রেসের প্রস্তাবে ইহা অস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। বহুসম্মুখেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। 'A great development of small scale and village industries, which have to play a role of crucial importance both in relation to providing fuller employment and for the purpose of ensuring an adequate supply of consumer goods.' অধ্যাপক মহলানবীশের মানে এই কথাই অস্পষ্টরূপে লাভ করিয়াছে।

শ্রুত নম্র, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত মহম্মদ নব্বু, পানামেন্টারী কমিটি ও বিবিধ ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া দ্রুতগতির পরিচয় দিয়াছেন।

আপনাদের পরিকল্পনায় টাকার বড় প্রয়োজন।

আপনার প্রয়োজন পরিকল্পনায় অর্থসাহায্য—

দেশের জিনিস কিনলেই তা সম্ভব।

যৌথ কোম্পানী আইন

গুঠ ১২ই সেপ্টেম্বর লোকসভার বহু আলোচিত কোম্পানী বিল গৃহীত হইয়াছে। ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে যৌথ কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা প্রকৃতি বাধ্যতে বর্তমান লক্ষ্যসীমার প্রথম হইতেই একটা প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল এবং ১৯১৩ সালে প্রথম যৌথ কোম্পানী বিল পাস হইয়াছিল। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনটি অল্পতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতে শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে মূলধন সঞ্চয়সাধনের প্রয়োজনে বিশেষতঃ ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রবর্তন ও ইহাকে কার্যকরী দ্বারাে রূপান্তরিত করা।

ভারতে শিল্পবিপ্লব কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতি অঙ্গলবন করিয়া হ্রচিত হয় নাই। বৈদেশিক বণিক দ্বারা বহুদেশের সৃষ্টি ও সাম্রাজ্যিকতার প্রয়োজনে যে কোম্পানী আইন প্রবর্তন করিয়াছিল তাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যণের প্রবাহ বহাইবে এমন কোন সন্দিগ্ধ ছিল না। অন্তর্যং এই আইন হইবার পর হইতে বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদ উদ্ভিগাছিল ইহার সংশোধনের জন্ত। ১৯২২ সালে ইংলণ্ডে কোম্পানি কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী ইংরাজী কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় এবং ইংরেজী কতকগুলি সুপারিশ ভারতীয় কোম্পানীর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করাও চেষ্টা হয়। ১৯১১ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন ইংরেজী প্রতিবাদী মন্ত্র। কিন্তু তৎসময়েও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রধার কুফল দূর করা সম্ভব হয় নাই। ইংরাজী ১৯০৬ ও ১৯১১ সালের মধ্যে তালনীস্বত্ব ভারত সরকার হইলন খ্যাতনামা কোম্পানী আইন বিশেষতঃ নিয়োগ করেন এবং তাহাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী কোম্পানী আইন সংশোধনের চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রচেষ্টা শুরু হয় স্বাধীনতার উত্তরকালে। ১৯২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রী সি, এইচ ভাষাকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। ইংরাজী ভাষা কমিটি নামে খ্যাত। ভাষা কমিটির রিপোর্ট ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে এই সুপারিশগুলি বিল আকারে রচনা করিয়া পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয়। ১৯২৪ সালে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং ১৯২৫ সালে ২রা মে সিলেক্ট কমিটি তাহাঙ্কের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯২৮ দ্বারা সমন্বিত বর্তমান বিলটি ব্যাপক আলোচনার পর লোকসভার চলতি অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

কোম্পানী আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া, যে লক্ষ্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ম্যানেজিং এজেন্সীর ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য দৃষ্টিতে বহুবিধ শিল্পের শোষণ অথবা অগ্রগতির অস্তিত্ব হইয়াছিল তাহা দূর করা। ভাষা কমিটির সুপারিশে ইংরেজী সুপারিশে ব্যক্ত হইয়াছিল যে, (ক) কোন কোম্পানী নবনিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টকে ১৫ বৎসরের বেশী সময়ের জন্ত নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

(খ) অথবা পুনর্নির্বাচনের সময় তাহাঙ্কে দশবৎসরের বেশী সময়ের জন্ত নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

(গ) যদি কোন ম্যানেজিং এজেন্টের কার্যকাল এই সময় হই বা ততোধিক বৎসর অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে আর নূতন কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইবে না।

তবে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ বিবেচনার পর সন্তোষজনক পরিচালনা লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করিতে অস্বীকৃতি দিতে পারিবে না।

লোকসভার ম্যানেজিং এজেন্সী প্রধার বিবিধ বিষয় লইয়া ক্রমশঃ বিতর্ক ও বাতালবাদের ফলে বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী ষ্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণের জন্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জ বিল উপস্থাপন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বিলটি, দলাবাহলা, কোম্পানী আইনকে গৃহীতাবে কার্যকরী করিবার জন্ত পথ প্রশস্ত করিবে।

প্রসঙ্গক্রমে অর্থমন্ত্রী শ্রী সি, ডি, কেশবমুখ বাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধানযোগ্য। অর্থমন্ত্রী লোকসভার বণিক সম্মেলনের ঘূষণায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন তাহার দ্বারা বলিয়াছেন যে, এই বিলের ফলে নুতন মূলধন নিয়োগের পথ স্ফূর্ত হইবে এবং উহা ব্যর্থতার পর্যবসিত হইবে। শ্রীকেশবমুখ এই চালেজ গ্রহণ করিয়া বলেন

এই অভিব্যক্তি যে সম্পূর্ণ ত্রিবিধীন, ইহাও প্রমাণ করিবার চাঞ্চিৎকর সাক্ষ্য। বিবেচ্য অস্ত্রান্ত্র স্থানের মোকদ্দমের মনোভাব হতাশাব্যক্ত নহে। নূতন প্রচেষ্টার অর্থ আদিত্যে, শেখারের মাধ্যমে না হইলেও ভিবেকারের মাধ্যমে। মৌল কারখানার অর্থসংস্থানসম্বন্ধে কালের অগ্রগতি এবং বর্তমান যুগের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন করাই বর্তমান বিশেষ অন্তর্নিহিত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য।

অর্থমন্ত্রী বলেন মনোর অসমবলক্টম এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীকৃত বৈমরিক কর্মতার বিরুদ্ধে দেশে জনমত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। অর্থমন্ত্রীর প্রতিবেদনের চাঞ্চিৎকর সাক্ষ্য বলিয়া অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই বিশেষ ধারা শেখার ক্রেতা, লম্বাকারী এবং প্রমিক, মানিক কাহারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন।

অর্থমন্ত্রী এইরূপ আশ্বাসদান করেন যে, সহায়তা, সংহতি এবং ন্যায়বিচারের কথা মরণ তাহিয়া তাহাও এই আইন কার্যকরী করিবেন। কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না। নূতন আইন যে “ওঃখজনক আইন নহে” জনসাধারণ ঘাঘাতে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে, ওজন্য ইংরাজী, হিন্দী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বাহিনীভব ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রসারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উত্তোপে সন্নিহিত প্রচেষ্টার ভাবতে যে শিল্প বিপ্লবের-সুচনা হইতেছে, সেই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ধনাত্মক কোন শিল্প ব্যবস্থা যে আশ্বাস, তাহা অস্পষ্ট। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিগট সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংস্কারের ভিত্তি ঘটিত হইতেছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে সকল পরিবর্তন প্রয়োজন, বর্তমান কোম্পানী আইন তাহা অস্বতম ইঙ্গিত।

প্রসঙ্গ

১৯৫৪ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর গতিপ্রকৃতি—১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের সম্পদ ও কর্তব্যবর্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং মূল সিডিউল ব্যাঙ্কসমূহের লেন্ডি লিগেব (Demand Liabilities) মোট মোট বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ১১ কোটি টাকা। ১৯৫০ সালের রিপোর্ট যে কথা বলা হইয়াছিল—বিত্তসেতুর রূপে যেভাবে ব্যাঙ্ক আদানত গ্রাস পাইতেছিল তাহার সত্যিযোব হইয়াছে—তাহা আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্রান্ত সরকারী বাহ আদানত হওয়ার সাবে সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক আদানত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে অবিকালে ব্যাঙ্ক সম্পদই উপার্জনকারী সম্পদ (earning assets) পরিণত হইয়াছে, হারনের হার কিন্তু মোটামুটি অপরিবর্তিত আছে। বৎসরের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালের busy season এ বৎসর পরিমাণ অল্প বেশ কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের Slack season এ আবার তেমনি হারনের পরিমাণ অস্ত্রান্ত্র বৎসর অপেক্ষা হ্রাস পায়। busy season এ হারনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ফাটকাবাজী প্রসাধনাত করে নাই। অপরপক্ষে বৃদ্ধি ও ব্যাঙ্ক হারন উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিলেও পাইকারী মূল্যমান হ্রাস পাইয়াছে, বর্ধিত হারন এর চাহিদা ব্যাঙ্ক সমূহ তাহাফের (লেন্ডিও বেয়াফী) আদানত হইতে মিটাইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (অস্ত্রান্ত্রগলিক) রপ্তানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলা বাহুল্য ১৯৫৪ সালে ব্যাঙ্কগুলি লব্ধিক আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে, এই সাহায্যে পরিমাণ ১৯৫০ সালের প্রায় দ্বিগুণ। এই বর্ধিত সাহায্যের অনেকখানিই আদিত্যে Bill market Scheme অর্থকারী। এ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া

লিখাচ্ছে তাহাতে জানা যায় যে বৈবর্তিক দাবনের পরিমাণ হইল গত বৎসর তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১১.২% আর শিল্পের দাবন বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৪.৭% ।

বস্ত্রবস্ত্র ও অস্ত্র বস্ত্র শিল্প, পর্করা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে দাবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরপক্ষে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে দাবনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। বৈবর্তিক ক্ষেত্রে পাইকারী বাষ্পীয়গণ খাতিয়ার উপর দাবন লইয়াছিলেন ।

বৎসরের শেষে আবার ১৯৪৪-৪৫ সালের busy season এর গুণের চাহিদা অপরূপ হইতেছে। দেখা যাইতেছে ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালের busy season শ্রম আরম্ভ হইয়াছে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা দিবস—সম্প্রতি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আলোচ্য কোম্পানীর কল্পকথা অতি বিচিত্র। ১৯১৬ সালে মাত্র ২০০০০ টাকা লইয়া শ্রী কে. সি. হাপ, শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ বৈদ্য ও স্বর্গত আর, এন সেন, কার্য আরম্ভ করেন। অল্পকাল অগাবল্য, অকুণ্ঠ আত্মবিক্রম, কার্যিক শ্রমের দ্বারা বাংলার তিনজন শিল্পশ্রমী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোম্পানী দ্রুত অগ্রগতির ফলে তাঁহারা ১৯২০ সালে উহাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করেন। এখন কোম্পানীর মূলধন ২ লক্ষ টাকার মত।

পটাশিয়াম কার্বোনেট, পটাশিয়াম এমিটেট ও পটাশিয়াম ও সোডিয়াম সাইটেট ছাড়াও আলিক, ট্রিগারিক ও ল্যাকটিক এসিড ও ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট প্রভৃতিই ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রধান উৎপন্ন প্রয। ইহা ব্যতীত প্রসাধন সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ ঔষধ ও রাসায়নিক প্রযাণি এখানে প্রস্তুত হইতেছে—বেঙলি ভাষাতে সর্বত্র সমাজের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এই উৎপন্ন প্রযাণি খোট মূল্য বার্ষিক প্রায় এককোটি টাকা।

কোম্পানী একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। এখানে দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসক ও রসায়নবিদ গবেষণার নিযুক্ত আছেন। কোম্পানীর বীর অর্থচ দ্রুত অগ্রগতি দেশের গৌরবের স্থান আজ অধিকার করিয়াছে।

পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাস—সম্প্রতি পাকিস্তানী সরকার তাহাদের টাকার মূল্য কমাইয়াছে। ইহাতে তাহাদের বৃদ্ধি ঘুলিয়াছে বলিতে হইবে গত ৪ বৎসরে তাহারা যে খেল দেখাইলেন (তাহা হইতে বতটা না লক্ষ্য ভারত হইয়াছে, ততোধিক নাজেহাল হইতে হইয়াছে পাকিস্তানীদের করণা বাহুতি ও উদ্ভূত পাট লইয়া। এ ছাড়া আরো অনেক জিনিস মার মান-স্থাপারি পণ্য। কালোবাজারের পাকিস্তানী আকাশ অন্ধকার ও ভারতের বাজার লাল হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে 'দৌহে দৌহা' ভাষা লইয়া ভারত মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিলেও পাকিস্তান গ্রেটব্রিটেনকে 'ভুজ ময় ভাষা সখান' মনে করিয়াও টাকার মূল্য হ্রাস করে নাই। ভুল ভাঙির দাবার পরব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। চেষ্টা ভুলকল্পগ্রহ হয় নাই। ভারতে পাটের উৎপাদন প্রায় বৎসর সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তুলার উৎপাদন বাড়িয়াছে। করণা বিক্রয় তত গরম নাই। শিল্পোন্নতির ফলে দেশের মধ্যেই উত্তমোত্তম চাহিদা বাড়িতেছে। পাকিস্তানে একধিক বস্ত্র, করণা, ঔষধ, কাপড়, বস্ত্রপাতি, প্রভৃতি জিনিষের দাহ্যকার। যিনে রাতে সরকার টলমল। কাজেই মুদ্রা মূল্য হ্রাস না করিয়া উপায় নাই। আমরা বলি, দেরীতে হইলেও ভাল। Better late than never।

দ্বিতীয় পাঁচসালী পরিবর্তনায় ব্যয়বরাদ

অধ্যাপক শ্রীকান্তচাঁদ লালগুদারী

ব্যয়বরাদ প্রথম পরিবর্তনের শেষতরে দ্বিতীয় পরিবর্তনের প্রস্তাবনা নিয়ে বিশেষতর মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। জনসাধারণের কাছে এর ছিটেফোঁটা মাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে। যা শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় এবারে ব্যয়বরাদ প্রথম পরিবর্তনের ব্যয়বরাদেই চাইতে আর তিনগুণ বেশি। দেশে পরিবেশন যোগ্য সামগ্রী বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, দেশে ব্যয়বরাদ যে বেড়েই চলেছে তা থেকে সাধারণের একথা বল; চলবে যে, আমাদের দেশ ক্ষুধা এগিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়। লাতির আর বাড়ছে, টাকার বাড়ছে, কাম বাড়ছে, ব্যয়ও বাড়ছে, আর কি চাই?

গল্পে জনহিলাম, গোশালচাঁদ একবার রাজসভায় পৌঁছাতে গিয়ে তেরটা করে কলেক্টর লেন। রাজা ভাবলেন, এবারে গোশালকে বপ কর; বাবে। রাজা জবাবদিহি করতে বললেন। গোশাল বলল, কি করে সমর্থ মত পৌঁছাব? রাত্রির যা কাহা। তিন পা একত্রে গিয়ে পাঁচ পা শিহিয়ে ঘাই। রাজা বললেন, তাহ'লে বুঝলে কি করে? গোশালচাঁদ চটপট বলে উঠল, পেছন দিয়ে চলতে লাগলুম। আমাদেরও আর তাই অবস্থা।-দোকানপথে যখন পরিবেশনযোগ্য সামগ্রী বাড়ছে না, তখন শিহন কিংবা চন,—বার বাড়াক। তা হ'লেই আর বাড়বে। দেশ হবে সমৃদ্ধ।

গত পাঁচ বছরে মোট ব্যয়বরাদ ছিল আর ২২০০ কোটি টাকা। এথেকে ২০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে শান ও কলাহলে। বাকি টাকার কিছুটা তোলা হয়েছে দেশের ভিতর করতাল বাড়িয়ে, কর্তৃ নিয়ে আর কিছুটা মুদ্রা ও কর্তৃ ক্ষতি করে। এই টাকা খরচ করে কয়েকটি বহুমুখী সেচ ব্যবস্থা খাড়া হয়েছে, কয়েকটা কারখানা সরকারী প্রক্টোর গাড়িয়েছে। ব্যয়বরাদেই করতাল এইগুলো প্রত্যক্ষ ফল। এইসব কাজে ব্যয়বরাদেই আর বার অংশ খরচ হয়েছে। বাকি তার অংশ খরচ হয়েছে ঘটে, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ ফল মাপ করা যায় না। এই টাকা নাকি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কোথাও ভাঙ্গা দৃষ্টিয় জোড়া লেগেছে; কোথাও গর্ত দুটিয়ে সমতল করা হয়েছে; কোথাও বা নানান রকম সংখ্যা সংগ্রহের কালে লোক লাগান হয়েছে। এতনি করে ব্যয়বরাদেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে আগামী বছর আরও হবে দ্বিতীয় ব্যয়বরাদ অনুসারে কাল।

এবারে ব্যয়বরাদ নির্ধারণ অর্থপাত্রী গোষ্ঠী, সংখ্যালাত্রীয় গ্রহিষ্ঠানে এবং স্বয়ং পরিবর্তনায় লেনে। তিনমাথা একত্র হয়ে ভালগোল পাকাবে কিনা জানি না। কিন্তু একথা মোটামুটি অনুমান করতে পারি যে, এতগুলো মাথা বেখানে একত্র হয়েছে সেখানে ব্যয়বরাদ খুব চড়া হয়েই হবে। সংখ্যালাত্রীকেই সম্বন্ধে দু'খেরা অনেক কথাই বলে। তারা নাকি ভিলকে ভাল করতে পারেন, আবার ভালকে ভিলও করতে পারেন। যা লং, তাকে অলং করতে পারেন; আবার অলংকে অলংকাত্রেই ভাল বিজিয়ে হাজার বার লং বলে প্রমাণ করতে পারেন। দেশে বয়লে বলেন, আমাদের শাস্ত্র নিছ'ল একথা বহুই না; কিন্তু তাই বলে যদি তোমরা মনে কর যে, এরা ফুল বকছে তাহলে তোমরাই হবে বিরাট। বাইরোক, সংখ্যা শাস্ত্র ছাড়া এখানে রেহাই নেই। সরল লজা কথা বললে কেউ বিশ্বাস করে না; কিন্তু যেই সংখ্যা শাস্ত্রের কোহাই দেওয়া যায় অমনি লজা খুব বহু। অর্থপাত্রীরা এখার বাজী মাং করেছেন। এতের সম্বন্ধে তবতাব, এ'রা নাকি

একমত হতে জানেন না তাতে নাকি সূচী-বৈচিত্র্যের অংশাংশ হয়। এবারে এরাও একমত হয়ে যোগ দিয়েছেন। এত টাকার ছুড়াছড়ি হবে যেখানে সেখানে সম্ভাব্য আর কি ?

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের দু'টো দিক আছে। প্রথম দিক হ'ল এই যে, জাতীয় আয়ের একটা বিশিষ্ট অংশকে টেনে আনতে হবে উন্নয়নের কাজে। কারণ যে কোন দেশে আর্থিক উন্নয়নের ভিত্তি হ'ল দেশের আয়। যে দেশের আয় সফল সেই দেশ কেবলমাত্র বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভর করে পাড়াতে পারে না। যাদের নিজস্ব পুঁজি কিছু আছে, আর্থিক সাহায্য আছে, ভবিষ্যতের চিন্তা আছে, তাহাই নিজের পুঁজির সংগে বিদেশী টাকা যোগ করে উন্নয়নের কাজ করতে পারে যোগ্যতার সংগে। যাদের নিজস্ব পুঁজি নেই, বিশেষ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাদের উন্নয়নের কাজে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যে সব শিহিরে পড়া দেশের আয় সফল কিছু আছে, অথচ তার পরিমাণ বেশী নয়, তাদের একদিকে যেমন আর্থিক সাহায্যের ভিত্তি দিয়ে, বর্তমানকে বর্ধানস্বরূপ উপেক্ষা করে সফল বাড়তে হবে অত্রদিকে আর বত উপায়ে অর্থগত উন্নয়নের ভার চেষ্টা দেখতে হবে। ব্যয়-বরাদ্দের দ্বিতীয় দিক হ'ল এই যে, জাতীয় সফল থেকে এবং সম্ভাব্য বত উপায়ে সম্ভব একত্রিত অর্থকে পরিকল্পনার কাজে লাগাতে হবে। এর কিছুমাত্র অসুবিধা থাকা চলবে না। যেখানে পরিকল্পনার সমস্ত কাজ কেন্দ্রীভূত সেখানে সমস্ত অনেক সহজ ; কিন্তু যেখানে পরিকল্পনার সাফল্য আংশিক নির্ভর করছে ব্যক্তির প্রচেষ্টার উপর এবং আংশিক সরকারী প্রচেষ্টার উপর, সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হবে। একথা বিশেষ করে প্রয়োজ্য হবে আর্থিক ক্ষেত্রে। কারণ, সেখানে যদি সহযোগিতার জায়গার প্রতিযোগিতা এসে পড়ে তাহলে ব্যক্তির প্রচেষ্টার যেমন বাধা পড়বে সরকারী প্রচেষ্টাও তেমনই পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না। তাই মোট টাকা বিভিন্ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যাতে বণ্যবণ ভাবে ব্যয় হয় তার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কতৃপক্ষকে সর্বদা সূচী রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। পরিকল্পনা সংলগ্ন আশা করছেন যে, এই টাকার একটা মোট অংশ জাতীয় সফল থেকে উঠে আসবে। এদের আশায় ভিত্তি হ'ল এই যে, পরিকল্পনার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জাতীয় আয় বাড়বে তেমনই সফরের পরিমাণও বেড়ে চলবে। তবে মোট টাকাটা এক যোগে পাওয়া যাবে না। তাই ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু কর্তৃ নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। পরে যেমন যেমন সফল বাড়তে থাকবে, তেমনই সেই টাকা থেকে কর্তৃ শোধ করলেই আর কোন অসুবিধা হবে না। কর্তৃ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রীর মূল্য সাময়িকভাবে বাড়লেও তা স্থায়ী হবে না। অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা সফল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে সেই অনুসারে কর্তৃনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। সফল থেকে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা উঠবে সে কথা আগে থেকে বলা কঠিন। জাতীয় আয় বা হবে বলে থাকা হচ্ছে তা অনুমান মাত্র। তবে নিশ্চয়, এই অনুমান ঠিক। তা হলেই কি সফল বাড়বে ? এ প্রশ্ন বড় জটিল। যে সব দেশে জীবনব্যয়ের মান মোটামুটি ভাল তাদের আয় বাড়লে তারা সফরের চেষ্টা করে। এই সব দেশে যারা বেকার তারাও কিছু অর্থ সাহায্য পায়। তাই দিয়ে এরা জীবনব্যয়ের একটা নিম্নতমমান বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু যে দেশে অনেক লোক বেকার এবং যে দেশে প্রায় সবাই আছে নিয়োগের শেষ লীমার, প্রায় বেকারদের কাছাকাছিই, তাদের আয় থেকে গ্রাণাজ্ঞানই হওয়া কঠিন, তাদের আয় যদি কোন কারণে বাড়বে

তা'হলে তা'রা ভবিষ্যতের চাইতে বর্তমানকেই প্রাধান্য দিবে বেশী। এই অবস্থার যদি বর্তমান আয়ের ক্ষয়প্রাপ্ত লক্ষ্যকে বাড়িতে হয় তাহলে তার ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের চরমরূপকে টেনে আনতে হবে। কারণে এমন করেই লক্ষ্য বাড়ান হয়ে ছিল প্রথম পরিকল্পনার দিনে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে রাষ্ট্রনেতাদের জনগণের স্বাধীন হতে হয় ভোটের ক্ষেত্রে দেখানে চরম নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে অর্থগণের কতখানি লক্ষ্য হয়ে তা বিবেচনার বিষয়।

পরিকল্পনা সংসদের অস্থায়ী, মোট বায়ব্যবাহার মণ্ডা বিবেশ থেকে পাওয়া বাবে প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা এবং শেষ ৪০০ কোটি টাকা দেশের মণ্ডাই তুলতে হবে। বিবেশ থেকে গত পাঁচ বছরে আদায় ২৫০ কোটি টাকার মত পেয়েছি। এবারে যে এর তিনগুণ টাকা পাওয়া বাবে এ অস্থায়ীনের ভিত্তি কি তা পরিকল্পনা সংসদই বলতে পারেন। এ টাকা যে বিদেশী পুঁজিলভিরা দিবে না সে কথা অবগতি। এ যদি আসে তাহ'লে একে আসতে হবে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে। তা'ও আবার নির্ভর করবে রাজনৈতিক আবহাওয়ার ওপর। বিদেশী সাহায্যের পেছনে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি কিছু থাকে না একথা মনে করার কোন কারণ নেই। তাই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করবে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ। যদি অস্থায়ী বিদেশী সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে জাতীয় লক্ষ্য পূরণ করা ১০ টাকা হলেই চলবে। বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে এর অস্থায়ী পরিমাণ ছিল পঁচাত্তর ৬৭৫ টাকা। যদি বিদেশী সাহায্য না পাওয়া যায় তাহলে লক্ষ্য আরো বাড়তে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্য বাড়ানার পক্ষে যে সব অন্তরায় আছে এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হতে হ'লে যে চরম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আদায়ের স্বীকার করতে হবে সে কথা আগেই বলেছি।

এই বর্তমান জাতীয় আয় থেকে কিনা যে কত টাকা পাওয়া বাবে তার কিছু অস্থায়ী আদায়ের বেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে অস্থায়ী জাতীয় আয় বৎসর ১১,৩০০, ১১,৮৫২, ১২,৩৭৫, ১৩,০০০, এবং ১৩,৭০০ মোট ৬২,২০০ কোটি টাকা হবে। পরিকল্পনার শিল্পে সরকারী প্রচেষ্টার খরচ হবে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনার বাহিরে উন্নয়নমূলক কাজে ১১০০ কোটি টাকা, পালন ও সাময়িক ব্যবস্থায় ৩১০০ কোটি টাকা, পাঁচ বছরে মোট ৮২০০ কোটি টাকা। সরকার যদি জাতীয় আয়ের শতকরা ৮৭ আংশ গ্রহণ করেন তাহলে পাওয়া বাবে ৫২০০ কোটি টাকা। জনসাধারণের কাছ থেকে কর্তৃক হিসেবে পাওয়া বাবে আনুমানিক ১০০০ কোটি টাকা, রেলওয়ে থেকে ২০০ কোটি এবং বিবেশ থেকে সরকারী মূল্যে ৪০০ কোটি টাকা। এতেও ২০০০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে। এ টাকা কোথা থেকে আসবে সে কথা কেউ বলতে পারে না। কিছু দিন আগে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমন্ত বেসমুখ একথা নিজেই স্বীকার করেছেন।

এর পর হ'ল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ক্ষেত্র। সংসদের অস্থায়ী, এক্ষেত্রে ২২০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এ থেকে শিল্প খাতেই মাত্র ৫০০ কোটি টাকা এবং কৃষিতে ২০০ কোটি টাকা। কারণ এবারে সরকারী প্রচেষ্টা ক্ষেত্রেই শিল্প প্রদায়ের কাজ চলবে লক্ষ্যেই বেশী। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও সীমিত করার একটা উদ্দেশ্যই রয়েছে। গত কংগ্রেসের অধিবেশনে একথা পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, একটা সমাজতান্ত্রিক, কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হ'লে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাবিকাঠি রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। ব্যক্তিগত সহযোগিতা অবশ্যই চাওয়া হবে। কিন্তু তা যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা

কয়েই এগিয়ে চলবে আপন লক্ষ্যস্থলে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর এর প্রতিপাত কি বকম হবে তা দেখার বিষয়। এ যদি রাষ্ট্রের নেতারা নিজেদের পুরোপুরিভাবে পুঁজিশক্তির হাত থেকে মুক্ত করে এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদান না হ'লেও এ যে অনেকখানি স্নান হয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি পুঁজিশক্তির রাষ্ট্রের কর্তব্যরত্নের নিজের আওতাধীন এনে দেগতে পারেন, সরকারী শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যে ঢুকে একে করাচত করতে পারেন এবং সরকারের আর্থিক নীতিকে প্রভাবিত করার প্রচাস পান তাহলে শিল্প প্রচেষ্টা হয়ত কিছুটা এগিয়ে যাবে কিন্তু সমাজতন্ত্র সবে পড়বে অনেক দূরে, কল্যাণকারী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হবে না। তবে আজ একথা বলা কঠিন যে, এই ভাব্য ধ্বংস কংগ্রেসের আদর্শ ভেঙে পড়ত না, পুঁজিশক্তির স্নান হয়ে পড়বে।

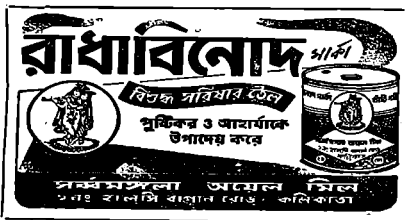
এই অবস্থায় অনেকের মত এই যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমাদের ব্যবস্থাসিক বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনার প্রাণই হ'ল জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগাতে হ'লে চাই সক্তি টাকা। এই সক্তি টাকার পরিমাণ বহুটা বাড়ান দাবে পরিকল্পনাও ঠিক সেই সেই অংশাংশেই হওয়া চাই। পরিকল্পনার বরাদ্দ যদি এর চাইতে বেশী হয়ে পড়ে তাহলে সে পরিকল্পনা সফল হওয়া কঠিন। টাকা বাড়তে গিয়ে নোট ছাপার একটা সহজ উপায় অনেক দিন থেকেই রাষ্ট্র ব্যবহার জানা আছে। - কিন্তু নির্দিষ্ট সীমারেপার বাইরে এতে যে ভয়ানক ফুফল হয় তার নজির খুঁজতে হ'লে খুব বেশী পুরাণো ইতিহাস খাঁটার প্রয়োজন নাই। গত ৪০ বছরে একাধিক বেশ এর দুই পরিশাষে লব্ধবাক্য হয়েছে। তাই এতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে এত বড় ব্যাতিতি সামনে রেখে এত বিরাট ব্যবস্থাসিক কথা কতখানি দৃষ্টিযুক্ত হবে তা সবারই আবেদন বিষয়।

রাধাবিনোদ

বিশুদ্ধ পরিষ্কার তৈল

পুষ্টিকর ও আহার্য্যাকৈ
উপাদেয় করে

সর্বমঙ্গলা অয়েল মিল
২নং হালসি বাগান রোড কলিকাতা



আগামী পরিকল্পনা প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীশ্রীরত্ন মৈত্রেয়

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তার শেষ বর্ষে পর্যালোচনা করেছে। তাই আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে—অর্থনীতিবিদ, পরিপন্থাশাস্ত্রবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মহলে মহলে। এছাড়া কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারগুলি, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলম প্রভৃতির আলোচনা মুখর হয়ে উঠেছে। নিম্নোক্তেই ইহা অনবধার কপা—এই সক্রিয় সচেতন-তাই আমাদের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে সার্বিকভাবে পথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অসংখ্যক বড় মূলধন বলেই গণ্য হবে।

মাসুল থেকে দেখে। প্রথম পরিকল্পনার যে ত্রুটিটি আর্থিকের মনোকার বিদ্রিষ্ট দুই সম্পদ মাহুয়ের চোখে যে যে রূপে প্রতিভাত হয়েছে—তা থেকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেই না আমরা আমাদের নতুন পরিকল্পনার ভিত্তি ও কাঠামো গড়ব। মাহুয়েও অভিজ্ঞতার বড়ো শিক্ষা আর নেই। তাই সমাজের সকল স্তরে মাহুয়ের প্রথম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার শিক্ষার পটভূমিকায় নতুন পরিকল্পনার কাঠামো যেন আমরা অঙ্কন করি।

পরিকল্পনার প্রবর্তনম উদ্দেশ্যে জাতীয় আর বুদ্ধি। এই কথাটা খেলে বার ডাঁড়ার—দেশের সকল প্রকার সম্পদকে প্রাকৃতিক ও মানবিক, সমাজের সকলকামনার প্রতীকভাবে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টার ক্রমশঃ পূর্ণ কর্ষ লক্ষ্যে অবস্থার সৃষ্টি করা—যার লক্ষ্যকে ফল বা অর্থ হ'ল জাতীয় আর বুদ্ধি। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের একটা সংজ্ঞা মোটামুটি এই ভাবে বলা চলে। এই উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক মনোভাবের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সকল দেশ অগ্রগত সকল দেশে পরিকল্পনার কাজ পরিচালিত হয় সেই দেশে সেই দেশের অর্থনীতিতে cyclical fluctuation এর হাত থেকে বেহাই পাড়ো ও তার লক্ষ্য বেকার সমস্যা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেও এই সকল দেশে পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য আমাদের মত অগ্রগত—পছিয়ে পড়া দেশগুলিতে ম্যানিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এখানে প্রধানতম উদ্দেশ্য হল—উৎপাদন অবস্থার ক্ষয় সংহার ও উন্নতির মাধ্যমে বেকার সমস্যা নিবন্ধন করে পূর্ণ কর্ষলক্ষ্যে অবস্থার পৌছান, জীবনমান উন্নত করা এবং জাতীয় আর বুদ্ধি করা। উৎপাদন ব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখি আর অর্থনীতি এখানে শিল্পায়ন প্রয়োজনীয়রূপে ঘটেনি—অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি প্রধান হয়ে গিয়েছে—মূল রয়েছে প্রান্ত হুঁপো বছরের বিদেশী শালন ও মোহন। ১২ শতকের প্রথম ভাগেই ভারতের শিল্প বিপ্লবের উপাধান ও উপকরণ প্রস্তুত ছিল—কিন্তু বিদেশী নিয়ন্ত্রণে আরে সেই লক্ষ্যবাহকে গলা টিপে ধরা হয়েছে এবং বোর, অবরোধিত, হলে, বলে, কোণলে সেদিন ভারতের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে ভারতকে কৃষি-মুখী করা হয়েছিল। আর সেই অর্থনীতির ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলতঃ কৃষিমুখীই হয়ে গেল। দেশীয় শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকে আইন-কানুন, কর, শুল্ক—পঞ্চপাণ্ডিত মূলক আচরণের দ্বারা বাধা করবার চেষ্টা চলেছিল বিদেশী সরকারের পক্ষ থেকে। একথা লক্ষ্য বিদেশী প্রচেষ্টার কিছু শিল্পায়ন ঘটেছে। ১২ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের

(বিশ্ব আলোচনার অগ্রদূত এন. সি. সিংহের Indo-British Economic অর্থনীতি শেখের আর্থিক প্রসঙ্গে প্রকাশিত ভারতের গণতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা প্রথম ভূমিকা।)

গোড়াতো দেশীয় প্রচেষ্টাটা টাটা মোহা ও ইন্সপাত কারখানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রথম ভারী শিল্পের (heavy industries) পত্তন ঘটে। এছাড়া দেশীয় প্রচেষ্টার কিছু হালকা শিল্পেরও পত্তন ঘটে। কিন্তু এ সকল প্রচেষ্টার ফল দেশের জন্মবর্ধমান জনসংখ্যার এবং পদ্ধতি কৃষি অর্থনীতির পূর্ণ সংগঠনের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বলে প্রমাণিত হ'ল। এর পাশাপাশি দেশের প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষির দুর্বলতা চোখে পড়ে। জমির উপর জন্মবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বৃহৎস্ফরিত কৃষিমাধ্যমের ভিত্তিতে চাষ-বাগের অভাবের ফলে Law of Diminishing returns সক্রিয় হয়ে ওঠার উৎপাদন হ্রাস ঘটেছে। এর সাথে উপগ্রন্থির অভাবের ফলেও দেশের সম্ভা বৃদ্ধি ঘটেছে। যুরোপের অন্তর্গত দেশে আঠার উনিশ শতকে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেখানে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে এই উৎকৃষ্ট জনসংখ্যা কলে কারখানায় আঁকড়া গ্রহণ করেছে একা কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—ফলে তারতের মত অবস্থা ওদের দেশে ঘটে নি। ফলে কারখানায়, ক্ষেতে খাদ্যের লোকে কাত করেছে—ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; দেশের সঞ্চয় (saving) বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে, শিল্পায়নও দ্রুত গতিতে গটেছে।

উৎপাদন ব্যবস্থার দুর্গতির রূপ আমাদের দেশের লোকের মাঝে কিছু উপার্জন এত কম যে সেখানে দিন-আনা দিন খাওয়াই ঘটে না—সঞ্চয় করা ত' বুঝের কথা। যেহেতু শিল্পায়ন ঘটেছে তার বিকাশ ঘটেছে না—জনসাধারণের পক্ষ থেকে effective demand এর অভাবে। আবার দেশের যে ক'জন লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা রয়েছে—সেই সঞ্চয় ও সঞ্চয়ী নিয়ন্ত্রণের অভাবে নিয়োজিত হয়েছে মুনাফা-লিকারের মাপ কাঠিতে—মন-মজল বা বেকার সম্ভা দূর করবার প্রচেষ্টায় নয়। ফলে দেশের ব্যাপক বেকার ও নিম্ন জীবন-মান সম্ভা রয়েছে। দেশে যে পরিমাণ সঞ্চয় রয়েছে তা যদি ব্যক্তি মালিকানায় নিয়োজিত হয় তবে তা ব্যতীতভাবে সেই সকল ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হবে যেখানে দেশের সার্বজনীন মঙ্গলের চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার সম্ভাবনা বেশী বলে বিবেচিত হবে। যেমন যে সকল শ্রেণী দ্রব্য উৎপাদনে অবিকল্পিত এবং সঞ্চয় মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের সঞ্চয় নিয়োগ করবেন—এমন অবস্থার ওয়া মুদ্রণ-দ্রব্য উৎপাদনে সঞ্চয় নিয়োগ করবেন না, কেননা সেখানে ঝুঁকিও যেমন বেশি, মুনাফার হারও তেমনই কম।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই করার আছে। নেই—সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের মূল মুক্তিতে হবে, আমাদের ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধানের মধ্যে। আমাদের পরিকল্পনাও এদিকের উদ্দেশ্যেই। সম্ভা কথা দিয়েছে এই উদ্দেশ্যে সকল করবার পথ নিয়ে।

প্রথম পরিকল্পনার এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ-হ্রাস-কোর বেওয়া হয়েছিল তাতে প্রধানতাব্যেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দিকেও একটু বেশী নজর দেওয়া হয়েছিল। কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ভাঙিয়ে গেছে, এ কথা অস্বীকার করিনে। কিন্তু এ যে একমাত্র পরিকল্পনারই ফল সে কথা পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করেন নি। পর্যায়েন্টের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বীকৃত হয়েছে, মোরশী প্রবাহের আতঙ্কলো এই উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। তা সে বাই হোক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অবস্থাটা ঠা্ডিয়েছে কি? পল্লী এলাকার এই প্রতিক্রিয়া যেটাই অস্বীকার হয় নি। কারন উৎপাদন-যেহেতু—কিন্তু ক্ষেতাব অভাবে, ব্যাপক বেকার সমস্যার রূপ, কৃষি পণ্যের দায় জন্মাই হ্রাস পেয়েছে। অনেক

কেহেই দাবী উঠেছে—সরকার থেকে লব্ধি মূল্য বেঁচে দেওয়া হোক। এর সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয়েছে, শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা নেই। সেদিন ত ফেডারেশন অফ চেম্বারস্ অব কমার্শের সভাপতি সাক বলেই ছিলেন, উৎপাদন বাড়ানোতে ত' আপত্তি নেই কিন্তু বাজারে ক্রেতা কই? অর্থাৎ উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু উপার্জন বা উপার্জক বাড়েনি। ফলে এই দরবহা। পুরী এলাকার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধানের পথ রয়েছে। অর্থাৎ সেদিন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংগঠনের কোন বহু-বন্দন ঘটেই যার জন্ত সেখানকার বাড়তি আর্থিকার কোন সুবাদ হ'ল না। তীরা যে বেকার বা অর্ধবেকার তা' হয়ে পেলেন—সাপে সাপে কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেরও তেমন প্রসার ঘটে নি—ফলে সমস্যাটা থেকেই গেল। কুটির বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ঘটেই তার কারণ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার এসকল ক্ষেত্রে মূল্যকার প্রবৃদ্ধি হয়ে দেখা দিয়েছে—আর যেখানে কেতার অভাব অত্যন্ত বেশী, effective demand নেই বজায়ে চলে, সেখানে তাড়াই বা টাকা নিয়োগ করেন কি করে?

কিন্তু দাবী প্রণালীমূলক বিনাম ক'রে সরকারী নিয়ন্ত্রণে সমস্যার সমাধির মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টি সেদিন চালু করা যেত তবে উৎপাদন, উপার্জন এবং উপার্জক সবটাই বৃদ্ধি ঘটত। তার ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতে উন্নয়ন সৃষ্টি হত। শুধু তাই নয় বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থা নিয়েও তাগিদেই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ঠাঁই করে দিত একটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন পড়ে না, বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ টাট্টির ও অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সববরাহের বাপারে সরকারকে হারিষ নিতে হ'ত—হয়, ওই সবের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে, নয়, বিদেশ থেকে আমদানী ক'রে। কারখানা প্রতিষ্ঠা করার অপর সুবিধে হ'ল এর মাধ্যমে বেশ কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'তে পারে। এর মোট ফল দাঁড়াত, কৃষি এলাকার effective demand বৃদ্ধির ফলে শিল্পগুলির চাহিদা-বৃদ্ধি পেল। প্রথম পদ্ধতিগত পরিকল্পনা যদি এই রূপে সার্থক হ'তে পারত তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বেকার সমস্যা ও effective demand-এর অভাবের কথা একভাবে ভাবতে হ'ত না। এত একদিকের কথা। এখান আশি শিল্পায়ন সমস্যার কথা।

শিল্পায়ন সমস্যাটা দেখা দিয়েছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্পকে নিয়ে তাদের এলাকা এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। ব্যাপক বেকার সংখ্যা ও ভোগ্য জব্বার অভাবের দিক দিয়ে সমস্যাটিকে বিচার করলে ক্ষুদ্রায়তন, কুটির শিল্প, পার্শ্বীয় শিল্পের প্রসারের দিকে-দৃষ্টি হ'তেই হ'বে। এই শিল্পগুলির ব্যাপক প্রসার এবং উন্নয়নের দ্বারা যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং প্রচুর ভোগ্যসম্পদ সৃষ্টি হ'বে তাতে বেশে প্রচুর দেখা দেবে। এই ব্যবস্থার অল্প ক্ষেত্রে প্রসার হিচাবে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠন প্রয়োজন একথা আগেই বলেছি। এ ছাড়াও এই ধরনের শিল্প প্রসার ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে মূল্য শিকার যেন প্রধান প্রবৃদ্ধি হয়ে না দাঁড়ায়।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসারের ফলে ভোগ্যসম্পদ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে একথা বলেছি। এর ফলে যে effective demand-এর সৃষ্টি হ'বে তাতে লব্ধ অর্থনৈতিক তথ্য সমাজকীবনেই প্রাণের সকার হবে। সাপে সাপে এই কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির আধুনিক করণ ও উন্নয়ন প্রকৃতির অল্প বে চাহিদা দেখা দিত, তার ফলে মূল্যবনী তথ্য-সামগ্রী নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতি আপনাতোই ঘটত।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক অধ্যাপক মহানবীশ মহাপত্রে উক্তির কিছুটা উদ্ধৃত করছি—
 “এই সকল শিল্পের উপর উক্ত শ্রেণীর উৎপাদন যেমন চুক্তি পাইবে, তেমনই এই সকল ভোগ্যবস্তু
 ক্রয় করিবার ক্ষমতা এককল ক্ষেত্রে শ্রেণীর স্থিতি হইবে। বাহ্যিক কিছুই প্রত্যক্ষ ভাবে বিক্রয়যোগ্য
 বস্তু উৎপাদন করিবে না—তুখু ব্যব করিবে। ইহাও হইবে শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক,
 বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, নাস, ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিরক্ষাবাহিনী, সাহিত্যিক, ত্রৈক্য, ভাষ্য, শিল্পী,
 কবি এমনি আরও কত। ইহারাই জাতীয় জীবনে অনেক প্রকার বহাইবা, জাতীয় জীবনকে
 সুবিস্তৃত উপাধানে সজীবিত ও শক্তিত করিয়া তুলিবে। [সম্পাদকের মন্তব্য—আর্থিক প্রসঙ্গ :—
 দ্বিতীয়—১৯৩২] তিনি একথাও বলেছেন, “ভারতের মত দেশে ৪০টি শিল্প অনেক বেশী
 চিত্তবস্তুর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহাতে ত সকলের স্বল্প ছুটি বেনা।” “A great
 development of small scale and village industries, which have to
 play a role of crucial importance both in relation to providing fuller
 employment and for the purpose of ensuring adequate supply of
 consumer goods.” একথা খুবই সত্য। ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ এবং কর্মসংস্থানের দিক দিবে
 বিষয়টি বিচার করলে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন—
 একথা বলাবাহুল্য। কিন্তু যে কথাটি এই প্রসঙ্গে গঠিত, তা হ'ল এই শিল্পগুলির উন্নয়ন, আধুনিক
 করণ ও প্রসারের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন—অর্থকরী শিল্পের প্রয়োজনসম্বাহী প্রসার না ঘটিলে
 উপরিউক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন, প্রসার, আধুনিককরণে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং এই সব শিল্পের
 প্রয়োজনীয় বস্তুপত্র বিদেশ থেকে আমদানী করতে হ'লে—কলে জিনিষপত্রের দাম বাবে বেড়ে,
 উৎপাদন লাভজনক হবে না। কাজেই ভারী শিল্পের প্রয়োজন ও প্রসারের কথাও এই প্রসঙ্গে
 আমাদের ভাবতে হবে।

এই সব কাজের জন্য টাকা আদায় কোথা থেকে? দুটি পথই আছে : উভয়কেই আলোচনা
 করতে হ'বে, প্রথমটি, যাঁরা টাকার বাজেটের মাধ্যমে—অনুরূপ দেশে যেখানে পূর্ণ কর্মসংস্থানের
 ব্যবস্থা নেই সেখানে যাঁরা টাকার বাজেট-নীতি ব্যবহার করে, তাতে দুইটি কথা বলা যায় না—আমাদের
 দেশের গত কয়েকশতাব্দের ইতিহাস তাই বলে। অবশ্য পণ্যপালি বণ্যব্যাগ monetary fiscal
 policy, (Bank rate variation, Taxation Policy etc.) গ্রহণ করতে হবে। (২) দ্বিতীয়তঃ
 বিদেশী মূলধন বাজারে ক'রে আর্থিক পরিস্থিতি পরিচালিত শিল্প জাতীয়করণ করে সেই টাকা উন্নয়ন
 পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা। এই ব্যবস্থা এখন থেকে বহু টাকা বাহিরে চলে যায়।
 পরীক্ষার উপর টাকার ভার কমিয়ে বনীবের ওপর টাকার চাপ বাড়ানো হ'বে, effecting
 demand বাড়াবে। যদি এর ফলে মূলধন (Capital becomes shy) সস্তা ও ভয়ে লুপ্ত,
 সরকারী পণ্যবাহিনীর তাকে বাহিরে বার করতেই হ'বে। বিদেশী মূলধনকে আশ্রয় হওয়ার ভিত্তিতে
 Loan Capital হিসাবেই আমদানি করবে—investment capital হিসাবে এখনই নয়।
 তবেই আমাদের Socialistic Pattern এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে নতুবা নয়।

সরকারী পরিকল্পনা ও জনসাধারণ

শ্রীপরিভোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

“রাষ্ট্র” বা সরকারের কর্মক্ষেত্রে আজ কি যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে, তাবলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। আধুনিক যুগের লেঠেল রাষ্ট্র (Police State) বিংশ শতাব্দীতে এসে আদর্শ গ্রহণ করেছে কল্যাণপ্রভী রাষ্ট্র (Welfare State) গড়ে তোলবার। এই বিবর্তনের ভিত্তর দিয়ে সরকারী কর্মসূচীরও আদ্যুত পরিবর্তন, তথা ব্যাপক প্রসার হয়েছে। “লেঠেল সরকারের” কর্তব্য যেখানে ছিল কেবল শান্তি ও সুখ্যা বজায় রাখা, সেখানে কল্যাণপ্রভী রাষ্ট্র এসে এমন এক রূপ নিয়েছে যে, ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যেখানে সরকারী কর্মক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে নি।

কিন্তু সেদিনের “লেঠেল সরকার” তা’র সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে কেন আজ এই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে ও করছে? কেন সমষ্টির সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তি বিশেষের কার্যকলাপ, এমন কি চিন্তা ধারণাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে? এর জবাব মিলবে সরকারের গোষ্ঠীক বিনিয়োগের বিবর্তন ইতিহাস আলোচনা করলে। প্রাক-সভ্যতা যুগের রাজ্য-প্রজার রাজ্য আজ অবলুপ্তির অশ্বকরে। আর সে জায়গায় বিভিন্ন বেনে আজ গড়ে উঠছে গণতান্ত্রিক ও সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্র। ব্যক্তি বিশেষ যেখানে ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য-বিধাতা কিংবা গোষ্ঠী যেখানে গোষ্ঠীর ভাগ্যনিয়ন্তা সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্বেগ, আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিতরে সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু ব্যক্তি যেখানে জাতির এবং জাতি যেখানে ব্যক্তির ভাগ্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানে মিলিত বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষত্র এ সংঘাতকে পূর্বোপরি এড়িয়ে চলা যায়। ফলে জাতীয় শক্তি ও সম্পদকে স্বপক্ষ প্রয়োগের অপমুহুর থেকে রক্ষা করা যায়। এই সত্যকে ভিত্তি করে যে সরকারী বিনিয়োগ বিভিন্ন বেনে গড়ে উঠেছে ও উঠছে তা’কে গণতন্ত্রই বলুন, প্রজাতন্ত্রই বলুন আর সমাজতন্ত্রই বলুন সমস্ত স্তরে জাতীয় কল্যাণ সাধনই তা’দের উদ্দেশ্য।

যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কর্তব্যচী আলোচনা করলে দেখা যায় যে কতগুলো কাজ আছে যেগুলো নিয়ম-মাত্তিক ভাবে সরকারকে বহাব্যবস্থাই করে যেতে হয়; যেমন—বেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুখ্যা বজায় রাখা, জন শিক্ষা ও জন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, বৈদেশিক দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। কিন্তু বেনের ও জাতির দর্বাঙ্গী প্রয়োজন, এবং বেনের নিয়ম-মাত্তিক কাজের মরফৎ সর্বসময় মেটানো সম্ভব হয় না। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় প্রয়োজনে সরকারকে তাই অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কর্ম-পরিবর্তন গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে যখন কোন রাজনীতিক, স্বর্বাঙ্গীক অথবা প্রাজ্ঞতিক দ্বাংগে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম চর্যাগা এবং জাতীয় শক্তি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়ে ওঠে ভয়াবহ, তখন সরকারকেই আগিয়ে আসতে হয় জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে। তা’ ছাড়া একটা জাতি তা’র অবহেলিত সুখিত, পরাধীন জীবন থেকে কোন এক শুভ প্রভাতে স্বপন মুক্তির নির্মল আদ্য লাভ করে তখন সে জাতির ভিতরে সংকার ও গংগঠন দ্বারা জাতীয় অদৃষ্টের আদ্যুত পরিবর্তন করার একটা প্রেষণা স্বভাবতঃই জেগে ওঠে।

আধুনিক কালে আর্থিক তথা সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে সব দেশ আশ্চর্য দক্ষ সফলতা লাভ করেছে তা'দের পুরোধা হয়ে আছে জাতি রাশিয়া। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও ভারতের ৩৮ কোটি নরনারীর সর্বাসীন উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করেছেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদ্য শেষ হতে চলেছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনার যত্না চলেছে প্রায়। এ অবস্থায় যতাবতই এ প্রশ্ন মনে জাগে যে “প্রথম পরিকল্পনা থেকে আমরা কি পেয়েছি?” পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার পরিসর বর্তমান প্রবন্ধে নেই; তবে পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে এসে মর্যাদিক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছে সেটা হচ্ছে এই যে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য জনসাধারণের কাছে পেকে তৈরী সাজা পাওয়া যায় নি। যেখানেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করেছে ব্যক্তিগত উদ্বোধন ও কর্মের উপর সেখানেই পরিকল্পনা আশাহুত সফলতা লাভ করেনি। পরিকল্পনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশকিছু শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষমত্বদ্বয় জাতীয়করণ করা হয়েছে, বেশকিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত শিল্প উন্নয়নের সিকি ভাগও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি সম্ভারনীতি ও সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা আশাহুত সফলতা লাভ করেনি—এ সবই সরকারী পরিকল্পনার জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব তথা উদাসীনতার পরিচয়।

আজকাল কথার কথার আমরা রাশিয়ার নজর দেখাই। কুখ্যাত জারতৈর অবলান করে গেলিন ও তাঁর সুযোগ্য উত্তর সাধক স্টালিন পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করে অর্থনীতি ও সমগ্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সুগাঙ্ককারী পরিবর্তন এনেছেন সেটা সমগ্র বিশ্বকে ডাক লাগিয়ে দিয়েছে—সে বিষয়ে সংশয়ের এতটুকু অবকাশ নেই। কবিগুরু বরীজনাথ তাঁর আশ্চর্য লম্বায়ণ রাশিয়ার এই বৈশ্বিক পরিবর্তনকে প্রচা জানিয়েছিলেন : *The inspiring energy with which Russia has tried to fight disease and illiteracy, and has succeeded in steadily liquidating ignorance and poverty, wiping off the humiliation from the face of a vast continent.....Her civilization is free from all invidious distinction between one class and another, between one sect and another. The rapid and astounding progress achieved by her made me happy and jealous at the same time.* ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহের ১৯৩০ সালে করা, স্মারকশিল্পী ইন্দিরাকে লিখেছিলেন, “The second wonder that the Soviets performed was to transform great parts of this area (U. S. S. R.) out of all recognition by prodigious schemes of planning. There is no instance in recorded history of such rapid advance of a people. Even the most backward areas in Central Asia have gone ahead with a rush which we in India might well envy.” (Page 686) ”

কিন্তু রাশিয়ার পরিকল্পনার এই বিস্ময়কর সাফল্যের পিছনে কি ছিল সে খবর হয়তো আমার দেশের সমালোচকেরা তথা জনসাধারণ অনেকেরই হাধেন না। অনেকের হাঁড়তো এমন ধারণাও রয়েছে যে কোন এক “সি. সি. সরকারী পদ্ধতিতে”ই রাশিয়া তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে এমন অদ্ভুত সাফল্যে মণ্ডিত করতে পেরেছে। বলা বাহুল্য সে ধারণা নিতান্তই অমূলক। যে অদ্ভুতপূর্ব ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অক্লান্ত প্রম ব্যায় রাশিয়ার জনসাধারণ তা'দের জাতীয় পরিকল্পনাকে সাফল্যে মণ্ডিত করেছে, সত্যি সেটা চিরদিন বিশ্ববাসীর কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে। “For Russia therefore, this building of heavy industries at a tremendous pace meant

a very great sacrifice. All this construction, all this machinery that came from outside, had to be paid for, and paid for in gold and cash. How was this to be done? The people of the Soviet Union tightened their belts and starved and deprived themselves of even necessary articles so that payment could be made abroad. They sent their food-stuffs abroad, and with the price obtained for them paid for the machinery. They sent everything they could find a market for... Sending these good articles outside meant that they themselves did without them. (Page 855) • স্টালিন সেদিন বলেছিলেন, "We are going one step backward only to proceed two steps forward."

রাশিয়ার জনসাধারণের বেশপ্রেম ও কর্মপ্রেরণা সম্পর্কে আর এক জায়গায় নেহেরু বলেছেন, "Again the spirit of revolution was abroad, the call of an ideal stirred the masses and made them devote all their energy to the new struggle. This struggle was not against a foreign enemy or an internal foe. It was a struggle against the backward conditions of Russia, against the remains of capitalism, against the low standards of living. Almost with enthusiasm they put with further sacrifice and lived a hard, ascetic life; they sacrificed the present for the great future that seemed to beckon to them and of which they were the proud and privileged builders." (Page 855) • জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা সত্ত্বেও কুলক অবস্থা পরাক্রান্ত অধিভার শ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা, নির্যাক্ষণ স্বাস্থ্য সমতা, বেকার সমতা প্রকৃতি নানাবিধ বিপ্লব এসে পরিকল্পনাকে নানাভাবে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কর্মবীর Stalin ও তাঁর বেশবাসী তাঁ'তে বিচলিত হন নি। অসীম ধৈর্য ও অবিচল নিষ্ঠার তাঁ'রা কাজ করে গেছেন পরিকল্পনার সাক্ষ্যের জন্য।

কিন্তু রাশিয়ার তুলনায় ভারতবাসীর কাছে থেকে ভারতের শতাব্দিক পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য পাওয়া গেছে কি মর্যাদিক উদ্যোগ? কিন্তু কেন? অল্পজ্ঞানে জানা যাচ্ছে যে এর পেছনে রয়েছে কয়েকটি মূল কারণ। প্রথমতঃ সুকীর্ণ চ'ল বছর বিদেশী সরকারের অধীনে থেকে এবং নানারকম অত্যাচার, অবিচার সহ কঠোর কলে ভারতবাসী আজ ভারতের জাতীয় সরকারকেও আশ্রয় বলে ভাবতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনীতিক বল ও নেতারা গণ-সমর্থন লাভের জন্য যে সব স্বার্থ-হানোয়া যেতাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের যে উজ্জল ছবি দেখিয়েছিলেন তাঁ'র কলে ভারতের জনসাধারণ তাঁ'দের অধিকার এবং সরকারের কাছে পাওয়া সম্পর্কে এত বেশী সচেতন হয়েছে যে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের প্রতিশ্রুত স্বার্থ-হানোয়া আশ্রয়ের জন্য তাঁ'রা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়েছে; কিন্তু সে তুলনায় রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বেশবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন। এর আর একটা বড় কারণ এই যে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে শক্তির ভিতর দিয়ে; তাঁ'র কলে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং বেশপ্রেমের উদ্ভব ঘটবার যেমন সুযোগ আসেনি—সেটাকে জাতি চিনতে দেখেনি। নানা কারণে জাতীয় চরিত্রে এমন একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে যে অধিকার

সাধারণ লোকেরই আকর্ষণ লাগে। যে সরকারী পরিকল্পনা সফল করার তথা ক্ষতির সর্বান্বিত উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের দাবিই যোগে আনা “সরকার” নামক কোন এক ব্যক্ত বা গোষ্ঠীর—আর তা’রা কেবল কর দিয়ে, কর ফাঁকি দিয়ে এবং অগণ সমালোচনা করেই থালাস।

কিন্তু এই অবস্থার মজা দারী কি কেবল জনসাধারণই? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণ-সমর্থন লাভের জন্য, অথবা গণশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য—তা’দের জাতীয়তা বোধে উত্তেজিত করে কর্মে প্ররোচিত করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র যা সরকারের কি কোনই কর্তব্য নেই? আমাদের মতে সরকারী পরিকল্পনার গণ-সহযোগিতা লাভের জন্য সরকারের এমন এক ভূমি ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা উচিত যাতে করে নাকি জনসাধারণ জাতিগঠনের কাজে নিজ নিজ দায়িত্বও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। রাশিয়ার সবকটি পরিকল্পনাতেই প্রচার কার্যের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে পরিকল্পনার কার্যকালে সবার মুখেই কেবল “Patriotism” (রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) কথা শোনা যেতো এবং জাতীয় সমৃদ্ধির কথা ভেবে সারা দেশে এসেছিল এক বিপুল কর্মপ্রেরণা। কিন্তু ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রচার কার্য এত কম হয়েছে যে, অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, শিক্ষিত সমাজেও অনেকেই এ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না। সুখের বিষয় আমাদের পরিকল্পনা বচসিয়ারা আজ এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়েছেন। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংগঠন শক্তি ও গণ-সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে “দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের এক চরম পরীক্ষা এবং এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে জাতীয় সংগঠন শক্তির উপর।” সমাপ্তিতে আমি এই কথাই বলতে চাই যে মাইনে করা সরকারী কর্মচারী দিয়ে কোন দেশের জাতীয় পরিকল্পনা সফল করা যায় না—তা তা’রা বতাই বক্ষ হোন না কেন। সে ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা (কেবানী থেকে আরম্ভ করে I. C. S, I. A. S অফিসার পর্যন্ত) অনেকেই যেখানে এক একজন “রি-এজেন্ট কোম্পানিটির” অগাধ ব্যক্তি সেখানে সরকারী পরিকল্পনা সফল করা যে কত কঠিন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সেটা বুঝতে পারবেন। তাই দেশের আশামর জনসাধারণ যদি তা’দের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বধ্যাষণ অবহিত হয়ে জাতি গঠনে প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মনিয়োগ না করে এবং সরকার যদি সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নীতির মাধ্যমে জনসাধারণের এই স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে কাজে প্রবৃত্ত হবার অগ্রদূত আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবেশ সৃষ্টি না করেন তা হলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী পরিকল্পনা চিরদিনই সাফল্যের মহান গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহ

অধ্যাপক শ্রীযতেন্দ্রকৃষ্ণ ভূঞা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর নামই পরিকল্পনা। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিম্নলিখিত চারটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রচিত হইতেছে—(১) জাতীয় আর বৃদ্ধি; (২) ক্ষয় নিরোধিত; (৩) পূর্ণ নিয়োগ; এবং (৪) সামাজিক জায় নীতির অগ্রসরণ।

এই উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিবার জন্য পরিকল্পনা-কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার—১৯৫৩-৫৭ হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চান। এই টাকার মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা সরকারের ভারতীয় এবং ২২০ কোটি টাকা সাধারণ লোকের ভারতীয় ব্যয় করা হইবে।

সরকারের দায়িত্ব যে ৫৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহার সহিত আনু ২০০ কোটি টাকার চণ্ডি খরচ যোগ করিত হইবে। প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উন্নতিমূলক দিব্যগুলির ব্যয় এই খরচ দ্বারা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিকল্পনার বাহিরে সরকারের সাধারণ খরচের পরিমাণ এই পাঁচ বৎসরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত সরকারের দায়িত্ব মোট ৮৫০০ কোটি টাকা খরচ হইবে।

এমন এই যে, এত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। বর্তমান শিল্পোন্নত দেশগুলি ক্রম হ্রাসিত বৎসর পূর্বে তাহাদের শিল্পের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। তখন সামাজিক গ্রাহনীয়তার কোন ব্যাধি ছিল না। শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া সেদিন তাহারা সঞ্চয় করিয়াছে এবং সেই সঞ্চিত মূলধন আবার শিল্পে নিয়োগ করিয়াছে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর তাহাদের মূলধন বর্ধিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ইউরোপীয় ঐ দেশগুলি বহুটুকি এশিয়ায় পরাদীন দেশগুলি হইতে শোষণ করিয়া নিজেদের মূলধন বাড়াইয়াছে। একথাও অবহিত নহে যে আমেরিকার সঞ্চিত মূলধন বহুলাংশে নিগ্রো শ্রমিকদের শোষণের ফল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠে না। পরন্তু পরিকল্পনা কমিশন “সামাজিক গ্রাহনীয়তা” অঙ্গুলণ করিবেন যোগ্য কবিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রশ্নও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উঠে না। সুতরাং মূলধন সংগ্রহ করা ভারতের অন্ততম প্রশ্নই নয়। ভারতের আত্মীয় আর এত অল্প যে জীবনধাত্রা ব্যয় নির্বাহ করিয়া কিছু বাচান কঠকর। এই অবস্থার ক্ষুদ্র বেগে মূলধন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিলে ভোগের পরিমাণ প্রকৃত পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে ভোগের পরিমাণ না কমাইয়াও সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব। দেশের অত্যন্ত সম্পদকে কাজে লাগাইয়া আত্মীয় আর বাড়াইলে ভোগ না কমাইয়াও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই অবস্থার বর্ধিত আর বিলাস-বাসনে ব্যয় করিতে বিরত থাকিলেই সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনা কমিশন হিচাব করিয়াছেন যে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮.৫ ভাগ কর ও অগ্রজ উপায়ে লইলে ৫২০০ কোটি টাকা, রেলপথের আর হইতে ২০০ কোটি টাকা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে কর্তৃক স্বল্প ১০০০ কোটি টাকা মোট ৬৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

তাহা ছাড়া ৪০০ কোটি টাকা ১৫ বৈশিষ্ট্য সাহায্য স্বল্প পাওয়া যাইতে পারে।

বাকী ২০০০ কোটি টাকার মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইবে। তবুও ৮০০ কোটি টাকা বাকী থাকে। এই টাকা কর, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, এবং সরকারী ব্যবসার লাভাংশে বাড়াইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে প্রধানতঃ চারিটা উপায়ে সরকার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন যথা—(১) সরকারী সঞ্চয় (২) সাধারণ লোকের সঞ্চয় (৩) বৈদেশিক সাহায্য এবং (৪) মুদ্রাস্ফীতি। (ক) একটিকে কর বৃদ্ধি এবং অপরটিকে অগ্রজ বায় হ্রাস এবং (খ) সরকারী ব্যবসায় লাভ বাড়ানই সরকারী সঞ্চয় বৃদ্ধি করার উপায়। Taxation Enquiry Commission (কর কমিশন) মনে করেন যে কর বৃদ্ধি করার বর্ধিত প্রয়োগ বহিরাছে। তাহারা বলিয়াছেন যে অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তুর উপর কর ধার্য করা আবশ্যিক। বনীরের ভোগ-বিলাস হ্রাস পাইতে পারে এমন সব কর ধার্য করার পক্ষে তাহারা দায় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বীরে বীরে এমন কর ধার্য করিতে হইবে যে কাহারও আয় সত্ত্ব পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের বেশি হইবে না। তাহাদের মতে সরকার যত বেশি কর ধার্য করিবেন তত বেশি

পর্যায় কালের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অতীতকালে এই কমিশন সম্বন্ধে অগ্রাধিকার কমানের উপদেশ দিয়াছেন। কার্ণফকতা না কমাউচাও খরচ কমাউবার যে বখেট হুযোগ বহিরাছে সে কথা কম কমিশন বিশেষ কোর দিরা বলিরাছেন। পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় আয়ের সন্তকরা ১০ ভাগ কম হিসাবে ধার্য করিতে চান; কিন্তু হুঃখের বিষয় ব্যয় হ্রাসের কোন কথা কমিশন উল্লেখ করেন নাই। জনসাধারণ এ ধারণা গোধন করে যে সাধারণ ব্যয় হ্রাস করার বখেট হুযোগ রহিরাছে। সে কথা অবলম্বন না করিরা কেবল কমরুচি করিলে জনসাধারণ ইচ্ছা হুঃখিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সরকারী ব্যবসাজাত ব্রহ্মণগুলির মূল্য বৃদ্ধি করিরা লাভ করা অগ্রাধিকার নহে। বিশেষতঃ যদি সেই লাভ জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনার ব্যয় করা হয়।

জনসাধারণের স্বেচ্ছায় সঙ্কিত অর্থ উন্নয়ন মূলক কার্যে লাগাইলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ভারতের মত বহিরা দেশে জাতীয় আয় এত কম যে সরকারে ইচ্ছা থাকিলেও হুযোগ অগ্রাধিকার সমাধান। তবুও পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ব্যয়নে ব্যয় বৃদ্ধি না করিলেই বখেট অর্থ সঙ্কিত হইতে পারে। এখানে পরণ রাখা প্রয়োজন যে কমিশনের অবিকানই যদি ধনীরা গ্রহণ করে, তবে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ভবিষ্যতে আলস টাকা ও হুঃখ বাবদ তাহারার হাতে বাইবে। তাহার ফলে পরিকল্পনার উপকারিতা জনসাধারণের নিকট অনেক কমিরা বাইবে। হুঃখতাঃ পরবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাহাতে বহল পরিমাণে সরকারী গণপত্র জর করে সেদিকে হুঃখ রাখা প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই বৈদেশিক সাহায্য বধানভব কম গ্রহণ করা বুদ্ধিযুক্ত। অগ্রাধিকার প্রতি বৎসর বৈদেশিক ঋণ ও হুঃখ দিতে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হইবে, তাহা জনসাধারণের কোন কার্যে লাগিবে না। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইলে বৈদেশিক ঋণের বোকাও স্তম্ভতর হইবে।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ হ্রাস না করিরা মৌলিক শিল্প, বানবাহন ও খনি-শিল্পে টাকা ব্যয় করাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূলনীতি। ভোগ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি করার অগ্রাধিকারতন শ্রমবহল (Labour intensive) শিল্পের উপর কমিশন নির্ভর করিতেছেন। এই নির্ভরতার ফলে একদিকে ভোগ্যবস্তুর মূল্য দ্বিগুণ থাকিবে, অগ্রাধিকার পূর্ণ-নির্ভোগের পথ পরিষ্কার হইবে। এই সব কারণে কমিশন নির্ভয়ে মুদ্রাস্ফীতি করিতে উচ্চাশী হইরাছেন।

মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে কম অগ্রাধিকার কমিশনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নতি দেশে মন্ডা যেখা দিলে মুদ্রাস্ফীতি করিরা উৎপাদনের পরিমাণ অতি সহজে বাড়ান যায়। ঐ সব দেশে অগ্রাধিকার নীতির ফলে ব্রহ্মণমূল্য বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু ভারতের মত শিল্পে অনগ্রসর দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অগ্রাধিকারতন উৎপাদন বাড়়ে না। এখানে অর্থনীতির অনেক অংশ স্থিতিস্থাপকতাহীন (Inelastic)। হুঃখতাঃ ব্রহ্মণমূল্য না বৃদ্ধি করিরা মুদ্রাস্ফীতি নীতি অগ্রাধিকার করার হুযোগ এখানে অগ্রাধিকার কম। তাই কম কমিশন কম ও ঋণ গ্রহণের উপরে কোর দিতে উপদেশ দিরাছেন। আন্তর্জাতিক তহবিলের পক্ষ হুঃখিতে যে কমিশন ভারতে আশিরাছিল তাহারও মুদ্রাস্ফীতি নীতির বিপর্যয় কথা উল্লেখ করিরাছিলেন। অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাবস্থাপনার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত না করিরা মুদ্রাস্ফীতি করিলে গুরুতর বিপর্যয় সম্ভাবনা। তুদি ব্যাবস্থার পরিবর্তন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাপিকা, উৎপাদক ও ভোক্তারের সমঝার সমিতি এবং সর্বাংশে সৎ সরকারী কর্মচারীগণ হুঃখা মুদ্রাস্ফীতি নীতির বিপর্যয় কম করিতে পারে।

এইবার বেলরকারী ব্যয়ের কথা ধরা যাক। ভারত সরকার শিল্প ক্ষেত্রে মিস্ত্রীশ্রী অঙ্গুলরণ করিতেছেন। সুতরাং পরিকল্পনার বেলরকারী শিল্পেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বেলরকারী শিল্পে ২২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা কমিশন বলিয়াছেন। এই টাকার ১১০০ কোটি টাকা গঠনের অঙ্গ, ১১০০ কোটি টাকা শিল্প, খনি ও বাতায়নতের অঙ্গ ২০০ কোটি টাকা কৃষির অঙ্গ এবং ৪০০ কোটি টাকা শিল্পবাণিজ্যের চলতি মূলধন হিসাবে ব্যয় হইবে।

কর কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ৮০ কোটি টাকা বেলরকারী শিল্পে খাটান হইয়াছে। তাই পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে শিল্প, খনি ও বাতায়নতের বেলরকারীভাবে বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা হারে পাচ বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা খাটান কঠোর হইবে না। ৪০০ কোটি টাকার চলতি মূলধন ব্যাঙ্কগুলি সহজে সরবরাহ করিতে পারিবে।

বেলরকারী গঠন কার্যে ১১০০ কোটি টাকা পূরণ করিতে হইলে বাৎসরিক ২২০ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। বর্তমানে বেলরকারী গঠন কার্যে ১৫০ হইতে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই বর্ধিত ব্যয়ের টাকা কোথা হইতে আসিবে সে সম্পর্কে কমিশন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নাই। কৃষির অঙ্গ যে ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে তাহা কি তাহা পাওয়া দাইবে সে সম্পর্কেও কমিশন নীরব আছেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিল্প অঙ্গরত ভারতের মত হ্রিষ্ট দেশে মূলধন সংগ্রহ করা অত্যন্ত সমস্যা। মিস্ত্রী শ্রী অঙ্গুলরণ করার ফলে এই নীতি আরও জটিল হইয়াছে। সরকার সাধারণতঃ বত সক্ষর পাইতে পারে তাহার তুলনায় যদি বেশি মূলধন নিয়োগ করে তবে সরকার আর্থিক অঙ্গবিধার লক্ষ্যবিন্দু হয়। সেই অঙ্গবিধা দুই করার অঙ্গ কর, কর্ক অথবা মুদ্রাস্ফীতি করিতে হয়। কর বসাইলে অথবা কর্ক লইলে বেলরকারী ক্ষেত্রে যে সঞ্চিত অর্থ নিয়োজিত হইতে পারিত তাহাতে টান পড়ে এবং বেলরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের অভাব হয়। বিশেষতঃ সরকার যদি অর্থ সংগ্রহের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করেন, তবে বেলরকারী শিল্পগুলিকে হট্টয়া দাইতে হয়। এই সমস্যা সমাধান করিবার অঙ্গ "অঙ্গ" কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটির রিপোর্ট পাঠ্য কাল্য হার যে প্রথম পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে বেলরকারী ক্ষেত্রে বত মূলধন খাটানার কথা ছিল, তাহার চেয়ে অনেক কম টাকা খাটান হইয়াছে। শেষের তিন বৎসরে অবস্থা উন্নতির দিকে গেলেও কমিটি মনে করেন যে বেলরকারী ক্ষেত্রে মূলধনের অভাব তদ্বিন্যতে একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিবে। বর্ত্ত বেলরকারী ক্ষেত্রের এই দুর্বলতা আনাদের পরিকল্পনার প্রধান দুর্বলতা। এইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সবেও বেকার সমস্যা বাড়িয়াছে।

কিন্তু কর কমিশন অঙ্গবত পোষণ করেন। দুইভাষ্য কালে লভ্যাংশ বটন না করিয়া কোম্পানীগুলি সঞ্চিত টাকা উন্নয়নসঙ্গে ব্যয় করিয়াছে। অবশিষ্ট লভ্যাংশ করনীতির চেয়ে মোট লাভের উপর বেশি নির্ভরশীল। সুতরাং করনীতির ফলে বেলরকারী শিল্পে মূলধন নিয়োগ কতিগ্রস্ত হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি করিলে বেলরকারী বিভাগে একটি তেজীর ভাব থাকে এবং সহজে মূলধন পাওয়া যায়। কিন্তু কর কমিশন মনে করেন যে এই তেজীর ফলে প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধির চেয়ে স্বেচ্ছাসেবন বাড়িবে। তাহাতে কতি ছাড়া লাভ হয় না। তাই কর কমিশন মাসাধিক মুদ্রাস্ফীতি না করিয়া ব্যয় ব্যয় কর ও কর্কের উত্তর নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং বর্ধিত কর

দ্বিধা কম লাভে বেশরকারী শিল্পগুলি প্রসার লাভ করবে কিনা তাহার উপর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। তাহা না হইলে সরকার শিল্পনাশ্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন।

প্রায় দুইশত বৎসরের পরানীশতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে মানি পুঁজীভূত হইয়াছে তাহা অশাসন্য করিতে হইলে ত্যাগ ও ক্ষুণ্ণসাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এই ত্যাগ সমানভাবে বণ্টিত না হইলে জনসাধারণ আনন্দ সহকারে এই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে না। স্বত্ব জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিবে না পারিলে পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। তাই আর্থিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনা উদ্ভূত করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র-মাল্যারী শিল্পের

স্থান সম্বন্ধে দু-একটি কথা

ত্রিভূজাশ্রিত

সভাপতি, ফেডারেশন অফ গুল এন্ড মিডিয়াম ইণ্ডাস্ট্রিস

জারতের সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য উৎপাদন শিল্পের যে বিশেষ স্থান, তার মধ্যে ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের স্থান নগর্য নয়। মানের স্ট্রাকচারগণ এ বিষয়ে অবহিত আছেন, এতে আমাদের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোকদের মনে আশার আলোক বিচ্ছেদ।

দেশের সর্বপ্রকারের উন্নয়নের যেমন মানা পথ, শিল্পোন্নয়নের পথও তেমন, একটী নয়, একাধিক। তন্মধ্যে প্রধান পথ তিনটি, যথা কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারী শিল্প ও বৃহৎ শিল্প। এই ত্রিবিভাগ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগ উঠেছে। সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত, বর্তমান ও নিকট ভবিষ্যৎকালের উপযোগী সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণলাভ। একথাও সকলে স্বীকার করেছেন, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে সঙ্গীন আকার গ্রহণ করেছে ও কর্মসংস্থান দ্বারা বেকারত্ব ও আংশিক কর্মভোগের লাঘব না করা হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক ও সমগ্র কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে পারে। অতএব, যে সব পথ অবলম্বন করা হবে, দৃষ্টি থাকার কোন পথে সর্বাধিক কর্ম সংখ্যা সম্ভব।

কিন্তু সর্বাধিক কর্ম সংখ্যা সৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে হবে এমন ত্রয়্য উৎপাদনে বা নিকট নয় ও দূর ভবিষ্যৎ অধিক মুখ্য হিতে হবে না। অধিক মুখ্য নিকট ত্রয়্য করতে হরিত্র কল্যাণেও অল্প লোক রাজী হলেও, জনসাধারণ তাতে স্বীকৃত হবে না। আর আরের লোককে যদি অধিক সুখো ত্রয়্য ক্রম করতে হয় তবে ক্রম ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। ক্রমশঃ কুটির শিল্প, ত্রয়্য নিকট ও দূরার্ঘ হলে, দ্বাভার হায়াবে ও বন্ধ হয়ে বেকার সমস্ত আসবে। তাই, যে সকল ত্রয়্য কুটির শিল্পের উপযোগী, সেগুলি পদ্ধতি করে কুটিরের ভিত্তি নির্মিত রাখা প্রয়োজন। যে সকল ত্রয়্য কুটিরের সম্যকভাবে উৎপাদন হওয়া প্রকৃষ্ট, সেগুলির ভিত্তি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের ভিত্তি নির্মিত ফল বিবেচ্য।

এই কারণে ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য। অনেক ব্যবহার্য ত্রয়্য কুটিরশিল্প উৎপাদন সমীচীন নয় বলে বৃহৎ কারখানার প্রয়োজন নাও হতে পারে ও ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্প উত্তম ভাবে ও সুলভে প্রস্তুত সম্ভব। ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্প বলতে আমরা কি বুঝি? এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা আজও দেশে পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে কোনও কোনও ইকনমিষ্ট গবেষণা করছেন ও

আশা করি শৈব তার ফলাফল জানতে পারব। তবে কার্যকরী ভাবে মোটের উপর কুত্র মাঝারী শিরপ্রতিষ্ঠান সেইগুলিকে ধলা ঝার ঝার উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক বা অগ্রদূত পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, ঝার উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কক্ষতা আছে, অথচ আকারে যেগুলি বৃহৎ কারখানার কুত্র সংকরণের জ্ঞান। কুটির শির যান্ত্রিক উন্নতিতে কুত্র শিরে কৃশান্তরিত হতে পারে, মধ্যস্থিত লোকেশেরই বীর বা আত্মীয় বন্ধুদের সন্নিহিত ঘনে এইসকল শিরের স্থলধন সৃষ্টি করে ও নিজেরা প্রম করে।

যাযতীয় প্রয়োজনীয় ত্র্যাতালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এমন অনেক ত্র্যয় আছে যা কুটির শিরে উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী ও বৃহত্তর শিরের ত্র্যয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ ধলা যেতে পারে খাজুরঝোর কথা। ঢেঁকি ছাটা চাউলে পুটি ও খাজুরপ্রাণ কলে ছাটা চাউলের তুলনায় যে অধিক থাকে, একথা বোধকরি কেহ অস্বীকার করবে না। তেমনি ধাতা চাকীতে পেঁচা আটা, ঘামির তেল, ঘাম্বোর পক্ষে উৎকৃষ্টতর। পুটি ও খাজুরপ্রাণ বলয়ে বেঁচে বহিঃ সময় ও কার্যিক প্রদমজিৎ কিকিং লাভব হয়, তাতে লোকের অজ্ঞাত করের ও কুটিপত উন্নতির সময় ও সম্ভাবনা আসতে পারে ও জীবনে কিছু আনন্দ সৃষ্টি হতে পারে—যা অতি পরিপ্রদে ক্রান্ত কেহ সম্ভব হয় না। অবশ্য যন্ত্রের আগমনে কর্ষ সংখ্যার হ্রাস না হয় লেদিকে দৃষ্টি রাখারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এমন কথা বলি না, কুত্র যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটতিন না,হর তততিন কুটির শিরগুলির পুনরুদ্ভাবনের বা সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই। উপস্থিত তাকে বাচিয়ে রাখতে হবে। তবে উন্নতির জন্ত নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না চিরদিন লোকের ভ্যাগ স্বীকারের উপর নির্ভর করে না থাকাকি ভাল। কুটির শিরের দ্রুত যান্ত্রিক উন্নতি সাধন করার প্রয়োজন। যাতে আত্মনির্ভরশীলতা আসে। খাজুরঝোর জ্ঞান তীতশিরও হস্তচালিত না থেকে ক্রমশ মোটর চালিত হওয়া উচিত। মুতা শাকানো বিষয়ে সম্ভা আছে, হবে চরকার বা স্পিনিং মিলে। উন্নত ধরনের চরকার উদ্ভাবন হলেই যেমন অল্পর চরখা। এটা আশার কথা। প্রাথমাসীরা তাদের বেকার সময়ে হুতা কেটে নিজ সংসারের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের হুতা প্রস্তুত করে নিতে পারবে ও বিক্রয় করে কিছু উপার্জনও হবে। তবে প্রাদেশ উপযোগী হস্তকলের কুত্র সংকরণ সম্ভব কিনা ও তাতে বেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহাও চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে লক্ষ্যের সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এমন অনেক ত্র্যয় আছে যা কুটির না হলেও কুত্র মাঝারী শিরে কলকজার ব্যবহার দ্বারা উন্নত ধরনে ও মূল্যে প্রস্তুত হতে পারে। একশির উৎপাদনের জন্ত বৃহৎ কারখানার প্রয়োজন নাই। কোনও কোনও ত্র্যয় উৎপাদন আজ উপদ্রুত যন্ত্রের অভাবে ও কুটির শিরের সাবেকী অহুন্নত পদ্ধতির জন্ত মালের উৎকর্ষতা সাধনের যে অসুবিধা আছে, কুত্র মাঝারী শিরে তা পূর করা যেতে পারে। ওদিকে বৃহৎ কারখানার অপেক্ষা কর্ষ-লংখ্যা অধিক হবে, শিরচালনে বনী শিরপতিগণের নিকট চাকুরী করার পরিবর্তে স্বাধীন ভাবে নিজ শিরচালনার স্বাধীনতা পাবে, প্রদিক মালিক সম্পর্কে মানবিকতার ভাব বর্ডমান থাকবে। উপর ত্র্যয়ের যে উৎকর্ষতা থাকবে তা হবে বৃহৎ কারখানার উৎপাদনেরই অগ্রদূত। কেন্দ্রীকৃত স্থলধনে কতকগুলি সুবিধা থাকলে দেশের পক্ষে যে অমঙ্গলজনকবিশেষ আছে, কুত্র ও মাঝারী শিরে তার সম্ভাবনা নাই। কুত্র শিরে বন বিতরণে বেশ সাধ্যের পথে এগিয়ে যাবে।

বিত্তীয় পঞ্চাবদিকী পরিকল্পনার কর্ণধারকের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাতীয় বৃহৎ শিরের জন্ত যে বিরাট অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তার প্রয়োজনীয়তা আদর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কারণ কাটা মালের উৎপাদন, ধানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা বধেই না হলে কোনও শিরেরই

কল্যাণকর কোনও পরিকল্পনাই সম্ভব হবে না। কিন্তু উৎসর্গে কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রমাঝারী শিল্পের উপযোগী ক্ষুদ্র ব্যয়পাতি নির্মাণের ক্ষমতা যে বিঘাট ও ক্ষুদ্র আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আছে, সে দিকে দৃষ্টি আরও অধিক পড়া উচিত। মেশিন টুল ও প্লাস্টিক প্রস্তুতের ক্ষমতা দেশে অনেক কারখানা আছে, তাদের উৎপাদন ক্ষমতাব পূর্ণ ব্যবহার করা ও এমনকি নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করার অভাব প্রয়োজনীয়তা আছে। নচেৎ পরিকল্পনার কাজে অসুবিধা হবার সম্ভাবনা। পরিকল্পনার কাজ বর্ধন ক্ষমতাময় হবে, বছরেকটি টাকা নানা কর্মের মাধ্যমে বর্ধন দেশে ছড়িয়ে পড়বে, তখন যদি উৎপাদনের ক্ষমতা কুটীর ও ক্ষুদ্রমাঝারী শিল্পের দক্ষতা ও মধ্যবিত্তগণ যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকে, দেশে কাজের ক্ষমতা অপেক্ষা করে, থাকবে না। ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় বৈদেশিক মূলধনের শিল্প-পতিদের হাতে চলে যাবে। তাতে লাভায়ণ শোক বা জাতীয় সরকার কার্যকরী সমাধা মঙ্গল হবে না। আজ চাই, প্রাথমিক শোক, বস্ত্র বা কলের জুলা লাইনবাসী হয়ে বস্ত্রবান্ধের দাপ না হয় ও বস্ত্র বাতে বিক্রেতার হয়ে কুটির ও ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পে মাছবের জীবিকার সহায়তাও আসে, সেই ব্যবস্থা।

লেখক ইকনমিস্ট নয়, শুধু কতকগুলি ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে এটি লিখেছি। বাবা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল, যথেষ্ট কারণ ব্যতীত তারা যাতে বৃহৎ শিল্পপতি বাবা কিনতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের পরিকল্পনার প্রচেষ্টা যাতে কোন কোন জায়গায় কোন শিল্পে প্রস্তুতের উপযুক্ত তার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করে দেন, তবে ক্ষুদ্র শিল্পের উত্তোলাগণ কিছু ভরসা পায় যে পরে বৃহৎ শিল্পপতিদের আক্রমণে বাজারে বঞ্চিত হয়ে তাদের সর্বনাশ না হয়। আরও একটি কথা আছে। যে সকল ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষ কারণে বৃহৎ কারখানার দ্বারা নিশ্চিত হচ্ছে, সেগুলির ক্ষমতা উপযুক্ত ব্যবস্থার অবলম্বন করা। বৃহত্তর আক্রমণ থেকে ক্ষুদ্রের রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার অব্যাহত করতে পারেন না। সম্প্রতি মল ইন্ডাস্ট্রিস সার্ভিস ইনসটিটিউটের মাধ্যমে এ দিকেও আমাদের জাতীয় সরকার যে দৃষ্টি দিচ্ছে, এটা আশার বিষয় ও এতে ক্ষুদ্র শিল্পীরা অর্থ নিয়োগ করে শিল্পের প্রসারণে যথেষ্ট ভরসা পাবে বলে মনে করি। এমন নানা উপায়ে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের মনে এমন আশা ও জাতীয় সরকারের উপর আস্থা সঞ্চার করে দিতে হবে যাতে তারা মনে করতে পারে যে জাতীয় পরিকল্পনা সার্বজনীন কল্যাণের ক্ষমতা ও এতে তাদেরও কল্যাণ হবে।

পরিকল্পনার কুটির ও হস্তশিল্পের ক্ষমতা ২০০ কোটি ও বস্ত্রশিল্পের ক্ষমতা ১০০ কোটি টাকা যদি ব্যয় বরাদ্দ হয়, তার মধ্যে কত টাকা কুটির শিল্পগুলির ব্যয়িক ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত করতে ক্ষুদ্র ব্যয় উৎপাদনে ব্যয় করা হবে, সে দিকে কোনও গুপ্তি কথা পাওয়া যায় না। আর ক্যান্টরী বলতে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্ষুদ্র কারখানাগুলিও বরা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ও কিছু সঠিক বুঝা যায় না।

ক্ষুদ্র ও উন্নত বস্ত্রপাতি, শুধু উৎপাদন শিল্পের নয়, উন্নত কৃষিকর্মের ক্ষমতাও প্রয়োজনীয়। যন্ত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হলেও সাবা দেশের জন্য সংখ্যায় এত অধিকভাবে প্রয়োজন হবে যে পরি-কল্পনার এদিকে যেটুকু দৃষ্টি পড়েছে, তা সম্যক নয় বলে ভয় হয়। জব্বা উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্বেই কাঁচামাল ও বানবাহনের সঙ্গে বস্ত্র উৎপাদনের সম্যক ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, নচেৎ প্রয়োজনকালে উপযুক্ত ক্ষুদ্র বস্ত্রাদির অভাব ও অপ্রস্তুতির জন্য ব্যবহার্য বস্ত্রের অভাবে বিশপ আসতে পারে।

পরিকল্পনার ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের স্থান আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া ও এর জন্য অধিকতর বিচার বিবেচনার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার মিত্র

“ছাই ফেলতে ভাগ্য ফুলো” তাই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কথা অব্যাহ উদ্ভিগ্নাচ্ছে। এ যেন “কাবোয় উপেক্ষিত,” এত পরেবশা ও টালবাহনা করিয়াও দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই খাতে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা হইতেছে—তবু বলিব “হাত ছাড়ক না”; কারণ চৌধুরীকাল কুটিরের অর্থনীতিতে “মাগুহ” সাংখ্যাতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিকগণ এখনও বৃহৎ শিল্পের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই; তবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অত্যন্ত শ্রেণী হইতে টানিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; তাহা লইয়া আবার নানা প্রকার কাণ্ডাঘুয়া ও সন্দেহের কথাও উদ্ভিগ্নাচ্ছে—যেমন, ওয়া কি কাম করিতে পারিবে, ওদের মাল্য কিনিবে কে, ওদের সাহায্য দিতে গিয়া সরকার ফতুর হইবে ত ইত্যাদি। অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পের কথা বলুন, আমরা ৫০০টি শিল্পস্থাপনের পরিকল্পনা করিতে পারিষ, কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কইরা খাড়া বাঘাই-বার সম্বন্ধ নেই—ওরা নাকি ভয়ানক শিঞ্জিল ও সমস্তানদুল। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ছাড়িয়া দৌড় ইন্দোতের মন্ত্রী হইয়াছেন। বেচারা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প! হ্যা, ওদের সস্তা বার বকমের বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহের মধ্যে কে কাছাকে দেখে এইরকম অংক। আবার আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাবিদগণ (International Planning Team) মাঝে মাঝে পরামর্শ দাতব্য করিতেছেন,—যেমন পরীক্ষার পূর্বে আমাদের ছাত্রদের সস্তা লিখিত “24 hours series” নেটাই এর মত। এদের কাবার বিষয়বৃদ্ধি আছে, যেমন ধরুন, যেদিনপত্র না হইলে কুটিরশিল্প চলিবে না—তবে সেসব যেদিন আমেরিকা সরবরাহ করিবে। এই শিল্পগুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপ চলিবে না অর্থাৎ Capitalism & individualism এর উপর ভিত্তি পড়িতে হইবে। (কলাবাহুল্য ইহাদের মধ্যে ২ জন ইউরোপ ও ৩ জন আমেরিকান)। আবার ইতিমধ্যে ডাঃ স্ট্যানলি ও ডাঃ ব্রাক নামক দুইজন আমেরিকান ক্ষুদ্রশিল্প বিশ্লেষণ ভাষ্যত ভ্রমণ করিয়া ছয় মাসের মধ্যে আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের মোক্ষর বলিয়া দিয়া বাইবেন। (প্রসঙ্গতঃ বলি যে, হঠাৎ সেদিন ডাঃ স্ট্যানলি-এর একটা বই “Future of Underdeveloped Countries” হাতে পাই, তাহাতে তিনি অতুল্যত বেশে কিপ্রকারে কন্সাল্লিঙ্গ প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট লিখিয়াছেন। অর্থাৎ ৫ বছর পূর্বে আমাদের কংগ্রেসী বেওরান চন্দনলাগকে ১৩তমাপ্রসাদ বাবু (তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী) জাপানের কুটিরশিল্প সম্বন্ধে অতুলন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি একটি রিপোর্ট পেশ করেন এবং Agriculture and Cottage Industries in Japan নামক বই লিখিয়া আমাদের সরকার ও দেশবাসীকে উত্ত্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। জাপানে “Home in my factory” গ্রায়ে গ্রায়ে সহরে সহরে শুধু সোপান নহ, কার্গরীকরণে পরিচালিত; গীনে “Handicraft Producer Co-operatives” অগ্রকরণের যোগা; কিন্তু এসবকে আমরা গীন জাপান ফেলিয়া আমেরিকা ও বাণিজ্যীয় কুটির ও সেখান থেকে এম্পার্ট আনাইব। কোন দেশ যদি ‘গ্রেনি’ দিয়া শিল্পবিপ্লব আনাইতে চাহে, তাহাকে পাপলম্বী ছাড়া আর কি বলা যায়? যে দেশ শিল্পের শক্তি ও ইচ্ছা হিসাবে আনবিক শক্তি ব্যবহার করে, সে দেশের প্রতি চাহিয়া থাকা আমাদের কি চাই চাহিবার মত নহে? (আমরা এখনও পূর্ণাপুরি করনা, গ্যাং বা অনবহৃত ব্যবহার করিতে লক্ষ্য হই নাই।)

এইবার বীরভাবে আমাদের অবস্থা আলোচনা করা যাক। - আমাদের অর্থনৈতিক দল

হইতেছে—সমাজতাত্ত্বিক সমাজসংগঠন স্বার্থে আনুকেত্রিক নহে সমাজকেত্রিক ব্যবহার আদ্যেব অর্থনীতি গড়িয়া গঠিবে। সুতরাং যে শিল্পে সমাজকেত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহারই সমাজের হওয়া উচিত। “The self-centred individual of the acquisitive society has to be the community-minded citizen of the functional society.” সুতরাং প্রাইভেট সেক্টরকে বেসীকৃত অর্থের হইতে বেওয়া হইবে না এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্য দিয়া কৰ্মীকে সমাজ-কেত্রিক করিয়া তোলা সম্ভবপর, বিশেষতঃ যখন এগুলিকে সমস্যার প্রণালীর উপর দ্রুত করা যায়। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন, our problem is after all of producing more wealth in this country and distributing it properly is to put an end to unemployment by making our unemployed productive workers.” এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে বিপুল বহুরে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা কেবলমাত্র রূহৎ শিল্পস্থাপনের দ্বারা উৎপাদন, বণ্টন ও কৰ্মসংস্থান বৃদ্ধিগণে সফল হইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থান আরও উচ্চ হওয়া উচিত ছিল। তাহার কারণ যে পরিমাণ ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন হইবে না এবং লোকের হাতে পরস্রা বেশী থরচ করিতে হইলে, তাহার আরও বাড়ী প্রয়োজন। দৃষ্টিমের রূহৎশিল্পে নিযুক্ত লোকের হাতে পরস্রা আনিলে তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে; সুতরাং লোকের আর বাড়ীয়া ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ীয়া একটি ভাবসাম্য অবস্থা আনিতে হইলে সর্বাধিক আর্থিক প্রয়োজন হইবে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের স্থাপন ও উন্নয়ন। কতৃপক্ষেয়া হয়ত ভোগ্য কৰ্ম করিতে চাহেন ও সক্ষম বেশী করতে চাহেন; তাই বেশী ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের পক্ষপাতী নহেন, নতুবা ভোগ্যবস্তু উৎপাদক রূহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন কেন? আবার ও পুরাপুরি বেকারত্ব ঘুড়াইতে হইলে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন, যদিও প্রথম দিকে মজুরী খুব উচ্চ হইবে না এবং জীবনধারণের মান একদমে আকাশে উঠিবে না। রূহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আনিতে হইবে এবং তৎক্ষণত সম্ভবপূর্ণ উৎপাদন হুটী একান্ত প্রয়োজন, ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে উৎপাদন ও উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় কাপারে রেবারেবি হইবে না। উপস্থিত ক্যান্টারীগুলিতে ধবালস্তব বেশী পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করিলে এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প গুলিতে অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে চাহিদা মিটানো বাইবে আশা করা যায়। এইজন্য সহকারী নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের সুবিধার্থে রূহৎশিল্পের উপর কয়েকটি করবার অনিবার্য হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে যে রূহৎ শিল্পে মূলধন নিয়োগ করিয়া বাহা উৎপন্ন হইবে তাহার চাহিদা তৈরী করিবার জন্য ক্ষুদ্রশিল্পের ২০০ কোটি টাকার নিয়োগ বঞ্চিত হইবে না। এক্ষণে সমস্তা হইতেছে যে দেশে কি কি জিনিষ প্রয়োজন ও কতটা প্রয়োজন (demand) তাহা নিধারণ করিয়া উহা উৎপাদনের জন্য কতটুকু সাপক আছে তাহা দেখিতে হইবে, না, কি যে সাপক আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া চাহিবার নিবৃত্তি করিতে হইবে। এখানে আবেদিকা, রাশিয়া এমন কি ইংলণ্ডের অর্থনীতি আদ্যেব বিশেষ উপকারে লাগিবে না, তাহার চেয়ে চীন ও জাপানের অর্থনীতি অনেক বেশী কাজে লাগিতে পারে। অবশ্য ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেইজন্য আদ্যেব সমস্যার নিজস্ব সমাধান করিতে হইবে।

ভোগাণনা ও সমাজসেবার উপর বেশী জোর দিতে হইবে, কেবলমাত্র বৃহৎশিল্পের মূলধনী প্রবাহের দিকে পূর্ব বেশী লক্ষ্য দিলে চলিবে না। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বাড়াইতে হইবে এবং এইরূপ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের উপর, সম্ভাব্য পদ্ধতির উপর ও সাধারণ মানুষের কর্মশক্তি ও তাহার অভাবের উপর বেশী লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুবা ইহা একটা মাথাভারী (top heavy) পরিকল্পনা হইবে এবং পরিশেষে যতশূন্যতার পরিণত হইবে। যে অর্থনীতি সাধারণের জৈবমুখী জীবনযাত্রার উপর ভর্য নহে তাহাকে পরিকল্পনা বলে না, fraud বলে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তাই ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পকে সম্ভাব্যের ভিত্তি পড়িলে উৎপাদন, ভোগ, বস্তু ও কর্ম সংস্থান এই সব বিকল্প ক্ষেত্রে পরিমার্জিত হইবে এবং (top heavy) বুদ্ধি পাইয়া কেইনসের স্তনীভূত নীতি কার্যকরী হইবে। জনসাধারণ “মাল্টি” হিসাবে বাচিবে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন দীর্ঘ দীর্ঘে গড়িয়া উঠিবে। জনসাধারণের স্বপ্ন অধিগা বুদ্ধিই পরিকল্পনার লক্ষ্য, একগাথা হাতিয়ার পর তৈয়ারীই মোক্ষম লক্ষ্য নহে, যদিও হাতিয়ার পর স্বাধীন লক্ষ্য অধিগা খানিকটা বুদ্ধি করা চলে। সমাজতান্ত্রিক কার্যকরী করিতে গেলে, প্রথমে আর বাড়াইতে হইবে এবং লক্ষ্যের মধ্যে উহা বিতরণ করিতে হইবে, তখন আমরা সাধারণের চাহিদা জানিতে পারিব এবং চাহিদাপূরায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা করিতে পারিব। কিন্তু আর বাড়াইতে গেলে নিয়োগ বাড়াইতে হইবে এবং আর বৃহৎক্ষেত্রে বস্তু করিতে গেলে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের বহুল উন্নয়ন প্রয়োজন, অবশ্য ইহাধের আশুল সংস্কার প্রয়োজন হইবে।

পরিশেষে আমরা এখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুইটা দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করিব। মহানবীণ পরিকল্পনাতে অতিমাত্রার Statistical-mechanical দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ডাঃ বি. সি. রায়েব সমালোচনার মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাই তিনি চাহেন বাহ্যতে জনসাধারণের স্বাধীন উন্নতি হয় এবং তাহা নির্ভর করিবে, কৃষি উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় সম্পদারমূলক কার্য এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উপর। ইহাই হইবে সমাজ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। এখানে সাধারণ ব্যক্তির ভোগে হাত পড়িবে না এবং তাহার প্রয়োজনপূরণে—যথা প্রস্তুত হইবে এবং সেই যথা প্রস্তুত করিতে যে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন বা ক্ষুদ্র শিল্পের বহুপাতি প্রয়োজন, তাহাতে, মূলধন নিয়োগ করা চলিবে। অর্থাৎ যখন হয় যে কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বাস্তব বিষ্ণু অর্থৎ যথা চাহিদার লক্ষ্যসূচী নির্ণয় ছাড়াও যথা প্রকৃতের লক্ষ্যের চিহ্নটা লক্ষ্যীয়—এবং এই দুই দিকের সমন্বয় সাধন করিতে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের একটা প্রধান স্থান অধিকার করিবে। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পরিকল্পনাকে শেষ পর্যন্ত চাহিদা এবং বোগ্যের সামঞ্জস্যবিধান ব্যতীত আর কি বলা চলে? যে কোন প্রকার পার্থক্য ভাবসাম্যহীনতা বৃহৎ কঠোর পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই দিক বিরাট দেশের অর্থনীতিকে কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর অধিক নির্ভরশীল করা বাঞ্ছনীয় হইবে! এই দিক দিগন্ত কেহ বেন বনে না করেন যে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন বা প্রয়োজন নেই, বরং পূর্যাপূরি আছে, তবে অতিমাত্রার নাই—এখানেও একটা পার্শ্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের আশুল সংস্কার প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আমরা আলোচনা করিতেছি। আবার আমাদের জাপান ও চীনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া উচিত, রাশিয়া ও আমেরিকার দিকে নহে। যখন বাচিতে হইবে প্রস্তুতি দিয়া অর্থনৈতিক বিপদ সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিব্যবস্থা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তাচার্য

স্বাধিদা, চীন বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা জানিনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে থাকিবা ভারত যে কৃষি বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে একথা আজ বলা যায়। তবে তাহা যে অভূত-পূর্ব নহে, তাহাও সত্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিনবৎসরের মধ্যে ভারত খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়াছে। একমাত্র গম ভিন্ন অল্প কোন খাদ্য-পত্র আর বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় না। শিল্পোৎপাদনের ঠাঁচামাল হিসাবে পাট এবং দ্রব্য বিধে আর ভারতবর্ষ আংশিক ভাবে পরনির্ভরশীল। অপরদিকে জাতীয় আর আন্তর্জাতিক রুচি না পাইলেও কথঞ্চিৎ রুচি পাইয়াছে একথা বলা চলে।

আগামী ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঘোষণা শেষ হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুভ সূচনা হোথা দিবে। উৎপাদন বিষয়ে প্রত্যেকটি জিনিষের উদ্দিষ্ট পরিসংখ্যান নিরূপিত হইয়াছে। কেবলমাত্র সেগুলি বিশেষ পরীক্ষা সাপেক্ষ মাত্র।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর অন্তর্গত উদ্দিষ্ট পরিসংখ্যান কতদূর অগ্রগত হইয়াছে আর তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইলে আমরা দেখি যে ১৯৫৯ সালের দেশের কৃষি উৎপাদনের মানকে ১০০ অঙ্ক ধরিলে ১৯৬০ সালে উৎপাদন অঙ্ক ১০১.৭৭ পৌঁছায় ১৯৬২ সালে ১০০ হইয়া ১৯৬৩ সালের অঙ্ক ১০২, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালের লক্ষ্য ১০৭ অঙ্ক।

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানাভাবে কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। সাহ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, কৃষি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, গোছাতির উন্নতি সাধন, বনমহোৎসব প্রভৃতি অনেকগুলি কর্মসম্পাদন কার্যে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐগুলি শুধু স্থান পায় নাই তাহাদের কার্যের প্রসারের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ব্যাপক এবং বিপুলভাবে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ দিবার জন্য যেমন রূহংপিঙ্গকে প্রোৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ এগুলিকে অবহেলা করা হয় নাই। শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এবং এগুলি যে দেশের কৃষি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সাহায্য করিবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে।

কৃষি প্রধান দেশে কৃষিরা প্রোৎসাহকে স্বীকার করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল বলিয়া অনেকে মতামত করিয়াছেন। তাহাতে জনসাধারণের তত্ত্ব প্রচুর খাদ্যব্রতের সংস্থান হইত। কৃষি উৎপাদন পরিমাণ রুচি পাইলে দেশের অধিকাংশ লোকের স্বচ্ছন্দতা কিরিয়া আশিবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য সরকার বহিঃস্থায়ী নির্ণয়ে সাহায্য করিতেন বা ঠাঁচামাল কাটাইবার জন্য বিশেষে বাজার সৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই উপায়ে জীবন ব্যতীর মান উন্নয়নের সম্ভাবনা বশেষে রাখিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে উন্নয়ন কার্যগুলিও দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহাও নগণ্য নহে। কৃষি সক্ষমতা করেকটি ব্রতের উচ্চতর উৎপাদন লক্ষ্য মান বোধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষিকণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবী উপাধ্যায় পরিকল্পনাগুলি, বাধ নির্মাণ, খালখনন, এমন কি রাস্তাঘাট নির্মাণও প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্যে সাহায্য করিবে। সরকারী সাহায্যে এগুলি যে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সূচনা করিবে তাহা স্বীকার করা যায় না।

বিগত যে মাসে দিল্লী শহরে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যসরকারের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষদের যে সভায় বিতীরা পঞ্চাবিকা পরিকল্পনা বিষয়ে বিবরণ আলোচনার শেষে স্থির হয় যে প্রায় ছয় কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে কৃষি গবেষণা কার্যে এবং পরীক্ষামূলক কার্যে সাহায্য হিলাবে বান করা হইবে। প্রত্যেকটি রাজ্য অন্ততঃ একটা কাম্বা ঐক্লপ গবেষণাগার স্থাপন করিবে। বর্তমানে মাত্র তিন চারিটা গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এতলিও আশাতীতরূপে উন্নত নহে। ঐক্লপ প্রকাশ পায় যে সকল 'ক' শ্রেণির রাজ্যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে সেইগুলিতেও প্রয়োজনীয় তুলনার অর্থ ব্যয় হয় কম। পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবস্থা মাত্র ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মধ্য প্রদেশে হয় ৫ লক্ষ টাকা, বোম্বাইয়ের ৮০ লক্ষ টাকা, আর মহাশূরে কৃষি গবেষণার ব্যয় হয় মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। অন্তর্গত রাজ্যের অবস্থাও প্রায় ঐক্লপ।

বিতীরা পরিকল্পনাকালে কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষণের যে সমস্ত প্রত্যাব করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ৪টি হইল বর্তমানে চালু পরিকল্পনা। আর, ২টি পরিকল্পনা একেবারে নূতন। ১৯২০-২১ সালের মধ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকগুলি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রায় ৩৮ হাজার গ্রাম-সেবক গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে যে ৪৪টি শিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে সেইগুলিতে মাত্র ২৫ হাজার গ্রাম-সেবককে শিক্ষাদানের সুবিধা আছে। আরও নূতন নূতন শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া এবং প্রচলিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সম্প্রসারণ করিয়া অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিতীরা পঞ্চাবিকা পরিকল্পনাকালে পাঁচ হাজারটি নলকূপ খননের আয়োজন হইতেছে। ইহারের মধ্যে ২৪০ পূর্ব-পরীক্ষিত স্থানগুলিতে খনন করা হইবে। আর, ২৬০ নলকূপ খনন করা হইবে নূতন নূতন অঞ্চলে যথোচিত পরীক্ষার পর।

বিতীরা পঞ্চাবিকা পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নতিবিধান এবং জাতীয় আয় প্রতিবৎসর শতকরা পাঁচ অর্কে হিলাবে বৃদ্ধি করিয়া সর্বসাধারণের পরিকল্পনা শেষে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করণ। এখন আমরা কয়েকটা কৃষি উৎপাদনব্যয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব যে পরিকল্পনা শেষে দেশের পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব কি না।

খাদ্যস্রবোর পরে কৃষিজাত স্রবোর অন্ততম কাঁচা পাট দেশ বিভাগের ফলে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী উৎপাদন কেন্দ্র পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ভারতসরকার এক্ষণের পাট চাষীদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং তরুণবৃত্ত ফল লাভও হইয়াছে। পাট শিল্পও তাহাদের বহু শিল্পের পরে বিতীরা স্থান অবিকার করিয়া আছে। একমাত্র পাটজাত শিল্পের রপ্তানীর দ্বারা ভারতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২০-২০ কোটি টাকা আয় হইয়াছে।

বিতীরা পঞ্চাবিকা পরিকল্পনার ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে পাটচাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হুইটী গবেষণাগারও সরকারী সাহায্যে উন্নত হইবে উন্নতরূপের বীজ, পাট পচাইবার জন্য অলা স্ট্রি, এবং সার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে একর প্রতি উৎপাদন পরিমাণ ২-৪৮ গাইট বুলে ১৯২০-২১ সালে তিন গাইটে পরিণত করিবার প্রতিক্রিয়া দেখা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের মোট উৎপাদন পরিমাণ আনুমানিক ৪০ লক্ষ গাইট। পরিকল্পনা শেষে উহাকে ৫০ লক্ষ গাইটে পরিণত করিতে সরকার লক্ষ্যে হইয়াছেন এবং রাজ্য হিসাবে ইহার উৎপাদন বিভাগ স্থির হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ গাইট, আসাম ১০ লক্ষ, বিহার

উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরা ১৭ লক্ষ গাইট। কিন্তু দেশের শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজন বর্তমানে ৭২ লক্ষ গাইট। সুতরাং আমাদের আনুমানিক ২২ লক্ষ গাইট আমদানী করিতেই হইবে।

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতবর্ষ মোট ১৪৬'৫০ কোটি টাকার চা বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। এই বৎসরই দেশে ৬১'৪ কোটি পাউণ্ড চা বিদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বর্ণনামতে ৭০ কোটি পাউণ্ড উৎপাদনের লক্ষ্য লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড স্থির হইয়াছে। বাকী ২০ কোটি পাউণ্ডের লক্ষ্য দেশে চাহিদা পূর্তি করিতে হইবে। বর্তমানে চাহিদা মাত্র ১৫ কোটি পাউণ্ড।

বৎসর সংক্রান্ত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী পরিমাণ মাত্র ১'২২ কোটি টাকা ছিল ১৯৪৫-৪৬ সালে। ঐ সময়ে আমাদের দেশে ২৫'৪৮৭ টন কাঁচা বস্তার শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ৪০'০০০ টন ঐ কার্যে ব্যবহৃত হইবে এবং ২৬'০০০ টন এরূপে উৎপন্ন হইয়া বাকীটা বিদেশ বিশেষতঃ মালয়েশিয়া হইতে আমদানী করিতে হইবে।

যে পাত্র উৎপাদন বিষয়ে আমরা ব্যবলম্বী বলিয়া পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছি এবং ১৯৫৪-৫৫ সাল আশ্রয়িত বর্ষা ভাল প্রকৃতি বিশেষে রপ্তানী করিয়া অর্থান্বিত হইয়াছিল তাহার বিশদ্যালোচনা করিলে দেখি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে যান যেমন ১১২ লক্ষ সেখানে ১৯৫৩ সালে ২৯ লক্ষ এবং তৎপূর্ববর্তী বৎসরে ঐ লক্ষ ২১-এ ছিল। সুতরাং লক্ষ্য পৌঁছান সম্ভব কিনা তাহা বিচার্য বিষয়।

এই প্রসঙ্গে পার্শ্ববর্তী চীনদেশের দু-একটি কথা যোগ্যতঃ উল্লেখ্য হইবে না। কিছুদিন পূর্বে কৃষির উন্নতির কথা বলিতে গিয়া চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই বলেন যে রাষ্ট্রপতি বজ্জার ফলে ১৯৫৭ সালে লক্ষ উৎপাদন পরিকল্পনা অগ্রবাহী হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বৎসরের উৎপাদন ১৯৫০ সালের অপেক্ষা বেশী। ১৯৫৫-এর উৎপাদন ১৯৫২ সালের অপেক্ষা বেশী এবং ১৯৫২এর উৎপাদন মুক্তির পূর্বের বৃহত্তম উৎপাদন অপেক্ষা বেশী। ১৯৫২ সালের জুলাইর এই বৎসর শতের উৎপাদন হইবে শতকরা ১১০ ভাগ, অর্থাৎ আড়াই গুণ বেশী এবং জুলাইর উৎপাদন হইবে শতকরা ২৮০ ভাগ, অর্থাৎ পৌনে চার গুণেরও বেশী।

কিন্তু জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা এবং কারখানাগুলির কাঁচা মালের চাহিদা বেজোবে বাড়িতেছে কৃষিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধি তাহার সহিত ভাল রাধিতে পারিতেছে না। তাহার লক্ষ্য প্রয়োজন কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাপে বাপে প্রযুক্তি। পশ্চাত্যের ব্যক্তিগত কৃষি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রযুক্তি করা।

যৌথ কৃষি ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সাহায্যমূলক চীনের মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৬০ ভাগ যোগ দিয়াছেন। প্রথম পাঁচশালা বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে শুধুমাত্র যৌথ কৃষি ব্যবস্থাতেই চীনের কৃষক পরিবারগুলির অর্ধেকের উপর যোগ দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কৃষির উন্নতির লক্ষ্য ইহার সহিত প্রয়োজন কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির প্রযুক্তি এবং সমস্ত আবাসযোগ্য জমিতে চাষ করা।

কিছুদিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি কৃষিবিভাগের দপ্তরের অধ্যক্ষের সভায় স্থির হয় যে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষিকার্যে সমগ্রভাবে ৬৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি এই কার্যে মোট ৯২ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করিবেন। পরে

ছান মাসের অপর এক বিবৃতিতে দেখা যায় যে কৃষি, সমাজ উন্নয়ন, বস্তানির্বাহী, সেচ প্রকৃতি ব্যবস্থা পরিকল্পনা কমিশন ২৬০ কোটি টাকা সংস্থান করিয়াছেন যেখানে রাজ্যসমূহের অব্যাকদের প্রস্তাব ছিল ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ের। গ্রামাঞ্চলে বৌদ্ধ কৃষিকার্যের জন্য অতিরিক্ত কল্যাণের প্রস্তাব ছিল আধুনিক ৭০ কোটি টাকা কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬০-৬১ সালে সংস্থান করিয়াছেন ঐ ব্যবস্থা ব্যয় মাত্র ২৫০ কোটি টাকা।

আবার কয়েকটি প্রধান বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যাক। সরকারসমূহ এখনও নিজ নিজ রাজ্যে জমিদারী প্রথা বা বর্ণাশ্রম প্রথা লোপ করিয়া কৃষকের জন্য উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সমগ্র ভারতব্রাট্টে ঐ বিষয়ে একই সমস্যা আনিতে বোধ হয় আরও একটু লাগিবে। দেশের কৃষিযোগ্য সমস্ত জমির উদ্ধার হয় নাই। কৃষি উৎপন্ন সমস্ত স্রব্ধের পূর্ণ চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সার, বীজ প্রকৃতি উপকরণ কৃষকের নিকট সহজলভ্য হয় নাই। এগুলি সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, অথবা বিশেষ আলোচিত মহলানবীশ প্রান উদ্ধৃত করিলে আমরা দেখিতে পাই :—

জমির পরিমাণ লব্ধে যে মূলনীতি স্থির হইয়াছে তদনুসারে প্রত্যেক দেশে যথাসম্ভব ঈশ্বর প্রজাদের নিকট ভূমি বিলি করিতে হইবে এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছে উহাতে তাহা বোকা বাইবে। ইহাতে কৃষি উৎপাদন বাড়িবে, শিল্প ও কুটীরশিল্প বিকসেপও জুযোগ বাড়িবে। কাজীর আয়ের যে পরিমাণ বিলাসভ্রমে ব্যরিত হয় তাহাও একাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে এবং বাহ্যিকের আর খুব কম তাহাও আর বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে।

আমের জীবনযাত্রার ক্ষত উন্নতি সাধনে জ্ঞানমাল এক্সটেনশন সার্ভিস ব্লক এবং কম্যুনিটি প্রোগ্রামে সাহায্য করিবে। খাজ এবং কাঁচামাল উৎপাদনে সর্বাঙ্গ প্রোৎসাহিত হইবে যদিও খুব তাড়াতাড়ি ঠেট ব্যাক গঠন করিতে হইবে।

কুটীরশিল্পে সাহায্যকার্যের একই অর্থবা অল্পতরুণ বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে বাহ্যতে তাহাও টাকা, কাঁচামাল ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পায়। সরকারকে প্রত্যেক অর্থবা পরোক্ষ সমর্থনে সমস্যার সমিতির দ্বারা ইহা করিতে হইবে।

কোমলমাত্রা গাণ্ডার ক্যালকরি পরিমাণ বাড়াইলেই বেধেই হইবে না, পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। তার জন্য কল, সজী, তুণ, ডিম, মাছ, মাংস প্রকৃতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

অতি সম্ভ্রতি ঠেট ব্যাক স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু উদ্দেশ্য কতদূর লাভলাভ করিবে আজ তাহা বলা কঠিন। আমাদের এই বাংলাদেশে ‘ইকনমিক হোল্ডিং’ এর পরিমাণ বিষয়ে আজও বেধেই বক্তব্যে রাখিয়া গিয়াছে। সমাজকর্মের ভূমিকা আপাতঃ মধুর হইলেও বর্তমানের প্রস্তাবিত ভূমিধবন ব্যবস্থার বৃদ্ধি-উর্কের দ্বারা সম্ভট হওয়া যায় না। এ বিষয়ে জ্ঞানবজ্ঞের মূলনীতিই বা সমাজে কতখানি অর্থনৈতিক সাম্য আনিতে পারিবে তাহাও বলা কঠিন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জালির মধ্য দিয়া ভূমিসমস্যার কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা আজও নির্ণয় করা যায় নাই। তবে একথা স্বীকার যে ভারত সরকার যোবিত নূতন সামাজিক কাঠামোর ভূমিসমস্যার এবং ভূমি পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন আছে। আবার এই ব্যক্তিকল্পে বাধ্য কৃষিবিষয়ে কতখানি বয়ের দাস হইবে তাহাও

নির্ণয় করিতে হইবে। যৌব কৃষি প্রথা আঘাতের বেশে কতদূর কার্যকরী হইবে, আইনের দ্বারা সামাজিক সংস্কারকে কতদূর আগাইয়া দিবে তাহাও আজ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অল্প অধ্যাপক মহলানবীশ কিছুদিন পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, পরিকল্পনার ব্যাপারে কৃষি সংস্কারকে তিনি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে ইহার যে গুরুত্ব তাহা মনস্তাত্ত্বিক। অধ্যাপক মহলানবীশ অল্প এই অভিযোগ স্বীকার করেন না যে, তাঁহার পরিকল্পনার কৃষি সংস্কারের উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন

ডাঃ পাক্সবারাও দেশমুখ (কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী)

গত তিন বৎসরে ভারতের খাদ্য ও কৃষি পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে—খাদ্য সম্ভার সমাধান হইয়াছে। এখন লোকে ইচ্ছা করিলে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে; এখন তুলা, তুলাবীজ ও চিনির ঘাটতি প্রায় নাই। মোটের উপর সমগ্র আর্থিক পরিস্থিতির একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং অর্থ বিনিয়োগ ও নূতন উদ্ভোগের অনেক সুবিধা হইয়াছে। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও নূতন কর্মসূচীর এই উন্নতি সত্ত্ব হইয়াছে। তত্ত্ব মূল্য বৃদ্ধিপাত ও উত্তম আবহাওয়াই খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ এ কথা মনে করিলে অসংখ্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের বিপুল উদ্ভবের প্রতি কেবল অধিগণ করা হইবে না পরন্তু উহা তথ্যের দিক দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে।

উৎপাদনের গতি—১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত প্রধান প্রধান খাদ্য ও খাদ্যভেদ্য পদার্থের উৎপাদনের গতি কৌনৌকিক ছিল তাহা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে জানা যাইবে :—

বৎসর	তুলা জাতীয় শতক (টন হিসাবে)	তুলা (গাইট হিসাবে)	পাট (গাইট হিসাবে)	তৈলবীজ† (টন হিসাবে)	চিনি (টন হিসাবে)
১৯৪২-৪৩	৪,৬০,০০,০০০	২৮,০০,০০০	৩০,২০,৭০০	৪১,৪০,০০০	৪২,৪০,০০০
১৯৪৩-৪৪	৪,১৭,০০,০০০	২২,১০,০০০	৩২,৮০,০০০	৪০,৮০,০০০	৪৬,২০,০০০
১৯৪৪-৪৫	৪,২২,০০,০০০	৩১,৩০,০০০	৪৬,৮০,০০০	৪২,৪০,০০০	৬০,৭০,০০০
১৯৪৫-৪৬	৪,২২,০০,০০০	৫১,২০,০০০	৪৪,২০,০০০	৪৬,৬০,০০০	৩০,২০,২০০
১৯৪৬-৪৭	৪,৮০,০০,০০০	৩২,৭০,০০০	৩১,০০,০০০	৪৪,৬০,০০০	৪০,২০,০০০
১৯৪৭-৪৮	৪,৪০,০০,০০০	৪০,০০,০০০	৩১,৪০,০০০	৪৮,৮০,০০০	৪৪,৬০,০০০

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাট এবং ইক্ষু ছাড়া অল্পাধিক পত্রের ক্ষেত্রে পঞ্চাষিকী পরিকল্পনা নির্ধারিত লক্ষ্য অগ্রযাত্রী উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে তুলা জাতীয় পত্রের উৎপাদনের পরিমাণ ষাটভাগ ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন। উহা ১৯৪৫-৪৬ সালের উৎপাদন লক্ষ্য (৫ কোটি ২৫ লক্ষ টন) তুলনায় ৫৫ লক্ষ টন বেশি। আরও উল্লেখযোগ্য যে, নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে প্রতি একরে বানের গড়পড়তা উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ একটা বাড়িয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে অকৃতপূর্ব বঙ্গ ও অনাবৃষ্টির ফলে

• তুলা জাতীয় শত অর্ধে ধান, খোয়াস, বজরা, তুট্টা, গম ও বস বরা হইয়াছে।

† তৈলবীজ বলিতে চীনা বাহাদ, মেড়ী, জিল, রাই, লুবিয়া ও তিলি বীজ বুঝাইবে।

সমগ্র পশ্চিম ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ২৭ লক্ষ টন কমিয়া যায়। তাহা হইলেও ইহা ১৯৪১-৪২ সালের লক্ষ্যের তুলনায় ২৮ লক্ষ টন বেশী।

ইক্ষুর উৎপাদন যেখান বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহাও খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯৪০-৪১ সালে ইক্ষু চাষের জমিই পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ বাড়িয়া যায়।

অধিক উৎপাদনের পত্তি—১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে এদেশে কৃত্তিক ষড়িবার সন্তাননা ছিল, সেই সময়েই উৎপাদনের সহিত যত মানের খাদ্য ও কৃষিকাজে ক্রয়ের উৎপাদনের তুলনা করিলে, খাদ্যোৎপাদন ও কৃষি ব্যবস্থার দিক্তর অগ্রগতি গতিবাছে তাহা ঠিকমত বুঝা যাইবে। এখন কোন প্রকার বাধাশ্রমে উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাই। দুই বৎসর পূর্বে এইরূপ পরিস্থিতি প্রায় কল্পনা করা যাইত না। ১৯৪৪ সালে ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এদেশে আমদানী হইল। ১৯৪১ সালে আমদানী হইয়াছিল ৪৭ লক্ষ টন। বর্তমানে বিদেশ হইতে যে শত আমদানী হইতেছে তাহার দ্বারা দেশের ভিতর শত ভাগের গড়িয়া তোলাই উদ্ভেদ। এই শত আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইবার কাজে তেমন ব্যবদ্রত হয় না। তাহা ছাড়া অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজার হইতে পাওয়ার সুবিধা হেতু মুণাহারও হ্রাস পাইয়াছে। কোন কোন স্থানে উৎপন্ন শস্তের মূল্য হার এখন কমিয়াছে যে, তাহাতে উৎপাদনের খরচ পোষার না। ফলে কতকগুলি সংশোধনাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

তুল, তুলাধীষ প্রভৃতি অত্যন্ত শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে, গ্রাম অধাপেই এইসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করা যাইতেছে। গত দুই বৎসরে এদেশে চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার, বিদেশি চিনি আমদানী করিয়া অনেকটা প্রয়োজন মিটাইতে হইয়াছে।

অভিস্কৃতের পরিকল্পনা—চলতি বৎসরে বেশ খাদ্যশস্তের দিক কিয়া প্রায় আবলম্বী হইলেও, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার অবস্থা ও প্রতিদ্বন্দ্বি বাহিনীভেব সন্তান্যাতার কথা বিবেচনা করিলে, বর্তমান পরিস্থিতি অল্পও থাকিবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। তাহা ছাড়া, তুল কাড়ীর ক্রয়ের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। কারণ প্রথমতঃ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ন হেতু জাতীয় আয় বাড়িয়া যাওয়ার মাধ্যমিষ্ট খাদ্যশস্য ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সন্তাননা। দ্বিতীয়তঃ রূপায়ন খাদ্যের মত যে পরিমাণ পরিপূরক আহাৰ্য্যের স্বরকার তাহা ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। খাদ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তুলা, তৈলবীজ, চিনি, তামাক, মাদিকেল, রূপায়ি, লাক্ষা, মজা, কাক্ষ্যাকাম প্রভৃতি শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও অদিক মনোযোগ দিতে হইবে। কারণ জীবনধারণের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব দ্রব্যের প্রয়োজন বাড়িবার সন্তাননা। আমাধের খাদ্যের অসমতা দূরীকরণের মত আমাধিগকে দ্রব, মাংস, মাছ, ফল প্রভৃতি পরিপূরক ও যোগ যা ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য বেদী পরিমাণে পচবচাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, পুষ্টিনির্মাণেরও মত ও নিম্নের প্রয়োজন আমাধিগকে যাই পরিমাণে অগবাবী কাঠ ও অত্যন্ত নির্মাণোপকরণ উৎপাদন করিতে হইবে।

দুধ, মাংস, ডিম, ফল, মাছ প্রভৃতি শক্তি সংরক্ষক দ্রব্যের এবং আসবাবী কাঠের উৎপাদন বাহাতে বৃদ্ধি পায় শেক্ষিক লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্যের স্বকমায়ি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে শস্ত-উৎপাদন ও টান-যোত্রপাতি পালন ব্যবস্থার যোগাযোগ সাধনের প্রয়োজন হইবে। হাঁস-বোহরপাতি উৎকর্ষ বৃদ্ধি, প্রাণীজ প্রোটিন লাগ্বেহের মত হাঁস-বোহর পালন, শাক-সজির বাগান

রচনা, যন্ত চাষ, অরণ্য সংরক্ষণ, অরণ্য সম্প্রদায়ের লব্ধাবহার প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া সরকার হইবে।

উদ্ধৃত্ত প্রাণী সম্পর্কিত সমস্যা—কৃষিক্ষেত্রে প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি ইহা আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণও বটে। চলতি বৎসরে যেমন ঘাটতির অবদান ঘটিয়াছে, তেমনি উদ্ধৃত্ত পশু লইয়া এক নতুন সমস্যার উদয় হইয়াছে।

এখন এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সমাধানের মোটামুটি তিনটি উপায় আছে—উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, প্রাণী ব্যবহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ অসাধ্যকীর। কারণ লক্ষ লক্ষ হরিজ লোক এখনও অর্থহীন অবস্থায় থাকে। কাজেই আমাদের প্রাণী বৃদ্ধি অথবা আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের মাত্রা বাহ্যতে বৃদ্ধি পায় সেলজ প্রচলিত প্রাণী ও পুষ্টি মূল্য হ্রাসের কয়েকটি ব্যবস্থা যেমন অবলম্বন করা হইতেছে, তেমনি প্রাণী অকালে বহুসংখ্যক বেকারকে কর্মে নিয়োগ করিয়া তাহাদের জীবনকমতা বৃদ্ধির মত কতকগুলি পরিকল্পনা সরকারেরও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাহাতে উদ্ধৃত্ত প্রাণী বিক্রয়ের সুবিধা হইবে। আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এইরূপ সমাধানের যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনায়ীন রহিয়াছে।

ফেট ব্যাক

প্রিন্সিপাল জি. এ. চ্যাটার্জি

১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি অস্বাভাবিক দিন বলিয়া উল্লিখিত থাকিবে। এই দিন পূর্বতন ইম্পিরিয়াল ব্যাক অফ ইন্ডিয়ায় স্থলে নতুন ব্যবস্থার ও নতুন পরিচালনার হেট ব্যাক অফ ইন্ডিয়ায় স্থান গ্রহণ হয়। ভারতের ব্যাংক ব্যাবস্থায় ইহা একটি মৌলিক সংস্কারের সূচনা করিয়াছে।

স্বল্পায়তন ও প্রাচীন শিল্পগুলির উন্নতিবিধানের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। নতুন হেট ব্যাক ভারতের বিভিন্ন গ্রাম্য অঞ্চলে অনেকগুলি শাখা স্থাপন করিয়া এই সকল শিল্প ও কৃষিকার্যের ক্ষয় ক্ষণ যোগাইবার ব্যবস্থা করিবে। এই ভাবে এই ব্যাংকের সাহায্যে গ্রাম্য ভারতের রূপ বদলাইয়া যাইবে এবং ভারতীয় অর্থনীতির মূল সুদৃঢ় হইবে।

সুখের বিষয় সরকার এই হেট ব্যাক স্থাপনের ব্যাপারে চিরাচরিত দীর্ঘ সময় গতিকে চলেন নাই। “গ্রাম্যক্ষেত্রে রূপ ব্যবহার সুব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হইবে”— ভারত সরকার তাহাছের এই সিদ্ধান্ত প্রথমে ঘোষণা করেন ১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর। গত ২০শে এপ্রিল (১৯৪৫) সংসদে হেট ব্যাক বিল উত্থাপন করা হয়। ৮ই মে (১৯৪৫) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া ইহা আইনে পরিণত হয়। ১লা জুলাই হইতে এই আইন কার্যকরী হইয়াছে এবং হেট ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইম্পিরিয়াল

ব্যাঙ্কের যে ৪০০টি অফিস ছিল গত ১লা জুলাই হইতে ঐগুলি ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিস রূপে কাজ শুরু করিয়াছে। ঐই সকল অফিসে প্রায় ১২,০০০ কর্মচারী কাজ করিতেন। তাহারা সকলই ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে নিজ নিজ পক্ষে বহাল আছেন। তাহাই যদি হইল তবে প্রায়কালে জন যোগাইবার ভার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপরই হাজিরা না দিয়া ভারত সরকার এই ব্যক্তিগকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে গেলেন কেন? এই প্রশ্ন ভ্রাসমকভ ভাবেই উঠিতে পারে। এই প্রশ্ন। যথার্থ উত্তর পাইতে হইলে একটু পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন।

১২২১ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই এবং ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাস এই তিনটি আদায়কারী ব্যাঙ্কে একত্রীকৃত করিয়া একটি বিশেষ আইন বলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। ১২৩৪ সালে বিচার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কটিই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করিত। তখন ইহার অধিকাংশ অংশীদারই ছিলেন ইউরোপীয়। অধিকাংশ উচ্চপদগুলিও ছিল তাহাদেরই দখলে। ১২৩৪ সালে পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক বিদেশি বাদিজা ও শিল্পের সহায়তাই করিয়াছে দেখি। ১২৩৪ সালে বিচার্ড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বাদিজিক ব্যাঙ্কে পরিণত হইল। কিন্তু তখনও এই ব্যাঙ্ক এমন অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত বাহা অল্প ব্যাঙ্কগুলি পাইত না। যে সকল কেন্দ্রে বিচার্ড ব্যাঙ্কের কোনও শাখা ছিল না সেই সকল কেন্দ্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই বিচার্ড ব্যাঙ্কের একেট রূপে সরকারের আর্থিক লেনদেনের কাজ করিত। স্বাধীনতা লাভের পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপর হইতে বিদেশীদের প্রভাব অনেক কমিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ শেয়ারই স্বাভাবিকর ভারতীয়রা কিনিয়া লইলেন। উচ্চতর পক্ষে ভারতীয়দের প্রাধান্যও বাড়িয়া গেল। ১২২২-২৩ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার মোট ৩১২ জন ইউরোপীয় অধিষ্ঠার ছিলেন। ১২৪৪ সালের মার্চ মাসে ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় মাত্র ১৬ জন ইউরোপীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিপূর্বে আরও একবার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জাতীয়করণের চেষ্টা হয়। ১২৪৮ সালে ভারত সরকারের তৎপনীকৃত অর্থদ্রোঁ দ্রাব সমুদয় ৬টি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বিচার্ড ব্যাঙ্ক এই দুইটিকেই জাতীয় করণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন নানাপ্রকার বিরোধিতার ফলস্রুতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারিলেন না। কেবল বিচার্ড ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ তখন সিদ্ধ হইল।

এরিক বিচার্ড ব্যাঙ্কের নিখিল ভারত গ্রাম্য জন সমীকার পরিচালক কমিটি (Committee of Direction of the all India rural credit Survey) তাহাদের রিপোর্টে (১২৪৪) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে অবিলম্বে জাতীয়করণের সুপারিশ করিলেন। তাহাদের এই বিশদ রিপোর্ট এখন মুদ্রিতসমস্ত যে ভারত সরকার তাহাদের সুপারিশ মানিয়া লইলেন এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। গত ২০শে ডিসেম্বর (১২৪৪) এক প্রেস নোটে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

প্রাদিকুলে অর্থ হারনের কালে সাহায্য করাই নূতন ব্যক্তি স্থাপনের অত্যন্ত উদ্দেশ্য। আপনাবা বলিতে পারেন, সরকার যখন খেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও (Private sector) উন্নয়নের কালে বণ্যাবোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়া উহার উপর পল্লী অঞ্চলে অর্থ হারনের ভার হাজিরা কিলেই হইত।

কথাটা দৃষ্টিশূন্য। তবে ইহাও উক্তের সরকার ভরফের বক্তব্য। এই যে সেই চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে বল ঘোষাই আশঙ্করূপ হয় নাই।

ভারতের ব্যাঙ্কি মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা বাইবে বিতীর্ণ পল্লীমঞ্চে কৃষককে প্রাথমিকীয় অর্থ সরবরাহ করিবার মত কোনও প্রতিষ্ঠানই নাই। না আছে সমবায় সমিতি, না আছে সমবায় ব্যাঙ্ক। তাই গ্রামা ব্যাঙ্কিং তত্ত্ব কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে পাঁচ বৎসরে গ্রামাঞ্চলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ২৭৪টি শাখা খোলা হউক। ভারত সরকারও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন। তখন তাহারা পল্লীমঞ্চে কিছু কিছু শাখা খুলিতেলাগিলেন। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খুলিলে এবং প্রাথমিক শিল্প, কৃষিকাণ্ড প্রভৃতির তত্ত্ব সুবিধামত রূপ পাইলে শিল্পগুলির ও কৃষির উন্নয়ন সহজ হয়। কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলে শাখা খুলিলে ব্যাঙ্কের আশ্রিততঃ কোনও লাভ ও হয়ই না বরং ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, কাজেই মুনাফা বাহাণের উদ্দেশ্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি এই কারনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইবে ইহা আশা করা যায় না। ভারত সরকারের তালিম ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও শাখা খুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু যেই হারে কার অঙ্গদর হইতে লাগিল তাহাতে নির্দিষ্ট পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২৭৪টি তত্ত্বের কথা ১০০টি শাখাও খোলা হইত না। সেইজন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে এই কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃত অবস্থাটা আদ্যের অসুখান করা প্রয়োজন। ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে কথা, অনেক জেলা সত্ত্বেরও ইম্পিরিয়াল বা অন্ত কোনও সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নাই। ভারতের ৩০০টি জেলার মধ্যে ১০৫টির সত্ত্বেরই এইরূপ কোনও ব্যাঙ্ক অথবা অর্থ সরবরাহের অন্ত কোনওপ্রকার উন্নয়ন যোগ্য প্রতিষ্ঠান নাই। যে সকল স্থানে সরকার নিজেই নিজের প্রাথমিকীয় অর্থ যোগান দেন এবং সাব ট্রেজারীর মাধ্যমে নিজের পাওনা অর্থ সংগ্রহ করেন সেইরূপ ১৪৩-টি কেন্দ্রে কোনও প্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নাই। এইগুলির মধ্যে প্রতি পাঁচটির অন্ত ৮টি একটি কতিগো অর্থকেন্দ্র স্থাপন করিতে হয় ১২টি অন্ততঃ ৩০০টি শাখা খুলিতে হয়। উপরে উল্লিখিত ১০৫টি জেলা সত্ত্বের ত কথাই নাই। কাজেই গ্রামা ভারতের উন্নয়নশীল কাজ, দুটির শিল্প, কৃষি প্রভৃতির অন্ত টাকার যোগান দিতে হইলে অন্ততঃ ৩০০টি (৩০০+১০৫) শাখা অবিলম্বে খোলা সরকার। মুনাফা সত্ত্বানী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে ইহা আশা করা যায় না। কারণ এই শাখাগুলি খুলিলে দেশের উপকার হইবে বটে, কিন্তু প্রথম করেক বৎসর ব্যাঙ্কগুলির লাভ হওয়ার কোনও আশা নাই। একমাত্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কই এই কার্যের সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে।

ট্রেট ব্যাঙ্ক অথ ইতিয়া সরকারী নীতি রূপায়ণের চেষ্টা করিবে সত্য, কিন্তু ইহা ব্যবসায়ের নিয়মাবলীই পরিচালিত হইবে। গ্রামের কৃষক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহা অর্থ সরবরাহ করিবে, কিন্তু যে কোনও কৃষককে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেই ইহা চাহিবাছা টাকা যোগাইবেন। একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকেই এই ব্যাঙ্ক রূপ দিবে। কৃষক ও শিল্পী এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে রূপ গ্রহণ করিবেন। ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইলে^১ সমবায় সমিতিগুলিকেও এই ব্যাঙ্ক কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করিবে, ব্যবসায়ভাবে মাল ওপায়মুক্ত করিবার ব্যবস্থা সংগঠিত হইলে এই ব্যাঙ্ক ঐ মালের বিনিময়ে কৃষকদিগকেও অর্থ সরবরাহ করিবে। তখন ছোট ছোট চারীণও নিজ নিজ মালের পরিবর্তে এই ব্যাঙ্ক হইতে রূপ পাইবে। ভারতের কৃতপূর্ব অর্থনীতি ভাষা জন মাথাই ট্রেটব্যাঙ্ক অথ ইতিয়ার কেন্দ্রীয় ডিস্কেটের বোর্ডের চেষ্টাম্যান

নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যক্তির মহাপ্রজ্ঞ (Head Quarter) স্থাপিত হইয়াছে যেখানেই : কলিকাতা, যোমাই এবং মাদ্রাজের আঞ্চলিক ডিস্ট্রিক্টের বোর্ডগুলিও অতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক লইয়া গঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পঞ্জীয়কদের আর্থিক উন্নতির জন্যই আভাষ লইয়া যে রাষ্ট্রদ্রোহ ব্যক্তির মন হইল আমরা তার সর্বজনীন উন্নতি কামনা করি। আশাকরি দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠান নিঃস্বার্থকভাবে তার স্বার্থের মহাজনের কল হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু এই ব্যক্তি স্থাপনের ফলে ফলে রাতারাতি দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে বলিয়া যদি কেহ আশা করেন তবে তিনি অশ্রদ্ধেয় হইবেন। ঈর্ষান্বিতের শোষণের ফলে গ্রাম্যজনের অর্থনৈতিক অবস্থা আকর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে বদলাইয়া একদিনেই গ্রাম্যজনে গুরুত্বপূর্ণ ও আর্থিক অর্থনৈতিক জীবন কিরায়িমা আনা অসম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণমূলকতার সহিত বহুলোকের কারিক পরিচয় ও কার্যপ্রণালী। ষ্টেট ব্যাঙ্কের জন্যই সেই সাধনা প্রথম বাণ্য। এই ব্যক্তি স্থাপনের ফলে গ্রাম্য ভারতের নবমুখ লাভ হইবে—ভারত সরকারের সহকারী অর্থমন্ত্রী শ্রী বালরাজ চন্দ্রের সহিত আমরাও এই আশা পোষণ করি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বীমা ব্যবসায়

শ্রীমুকুন্দর লাহিড়ী

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে দেশকে অনেক দিক দিয়াই অগ্রসর করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কৃষি বা শিল্পোৎপাদনে দেশ বহুদূর উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতার পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির খসড়া রচিত হইয়াছে। এই খসড়াটি লইয়া বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিশদ আলোচনা ও সমালোচনা চলিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে যে প্রথমটির অনুলক্ষ্য আর্থিক কার্যকরী করিয়া তুলিবার প্রয়াস থাকিবে, তাহা অস্বত্বই স্বাভাবিক। এ হলে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি বাহ্যতে দেশে ধনসামগ্রীর ভিত্তি পত্তিয়া তুলিতে পারে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আশা করা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর শতকরা ৪ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে এবং পাঁচ বৎসরের ভিতর মোট এক কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানও করা যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তকান্ত মহলানবীশ কর্তৃক রচিত এই খসড়া পরিকল্পনাটির নানাজন বিক্ষিপ্ত সমালোচনা হইয়াছে এবং হইতেছেও। সেই সকল বিষয় এই প্রবন্ধের বিচার্য নয়। এখানে আমরা শুধু দেখিব যে পরিকল্পনাটির মৌলিক দাবী নৃজিসহ কিনা, অর্থাৎ ইহা এই ধরিত্র দেশের অনাচারের স্রষ্টা, নিরাশ্রয়, নিরক্ষর ও রোগদীর্ণ ৩৬ কোটি মহানবীর সামাজিক জায়—

বিচারের অধিকার দিতে পারিবে কি না, এবং ধন-সামগ্রীর ভিত্তিতে সমাজ পত্তিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে কি না—। এই দিক হইতে আমাদের মনে হয় পরিকল্পনাটি অনেকাংশেই সফলকাম হইবে। এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে মিশ্র অর্থনীতিকে স্বীকার করিয়া লইলেও, দেশের শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে বেসরকারী হইতে সরকারী প্রকৃষ্টের দিকেই অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য আশঙ্ক্যবোধ করিবার কিছু নাই, কারণ বর্তমানে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় জনকল্যাণ রাত্রিকে বেশবাসীর জায় বিচারের দাবী এবং ধন-সামগ্রীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই

চলিতে হইবে। টুয়াট মিল কিংবা এডামস্‌ব্রিগের যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের যোগসাধন করা চলিবে না। তবে এখনে ইহাও ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে যে বেশরকারী প্রচেষ্টাগুলিকে সমুদ্রে বিনাশ সাধন করিলে দেশের মঙ্গল হইবে কি না। কাজেই এই দুইয়ের সমগ্র ও সুসামঞ্জস করিয়া চলিলেই দেশের শ্রিগুণি আশু সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন দিকে পরিকল্পনাটির প্রণেতাদের দৃষ্টি স্বেচ্ছা অন্ধ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমরা বীমা ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। জন-সাধারণের সামাজ্য সামাজ্য আয়ের উচ্চতর সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য নিরোগ করিয়া কিংবা সরকারী কাগজে লগ্নী করিয়া এই সকল বীমা কোম্পানী দেশের অর্থ নৈতিক মান বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে করিতে সমর্থ। বর্তমান আইন অনুযায়ী জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে তাহাদের তহবিলের শত করা ৫০ ভাগ সরকারী কাগজে লগ্নী করিতে হয়। ইহার ফলে, সরকার ৩৪ শত কোটি টাকা দেশের সকল বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে পাইয়া দেশের শ্রিগুণি বাণিজ্যে নিরোগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে বীমা ব্যবসায়ের অস্থান ৪:৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছেন। বেকর দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির উপর বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতি নির্ভর করে, সেইজন্য আবার বীমা ব্যবসায়ের উন্নতিও দেশের শ্রিগুণি করে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বীমা ব্যবসায়ের প্রতি পরিকল্পনাটির প্রণেতাদের দৃষ্টি না পড়ায়, মনে হয়, একটি বিশেষ দিক তাহারা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষেপে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির কিয়দ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহা দ্বারা দেশ ও দেশবাসীর কিয়দ শ্রিগুণি হইতে পারে, তাহা এখানে কিছুটা আলোচনা করা বাইতে পারে।

৮৭ বৎসর পূর্বেও বীমা ব্যবসায়ের এদেশে ভেদন কিছু উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। গত ৮৭ বৎসরের ভিতর ইহা বেশ কিছু উন্নতিসাধন করিয়াছে। এখন নতুন জীবন বীমার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে এবং মোট জীবনবীমার ২৬২ কোটি টাকা হইয়াছে। ৮৭ বৎসর পূর্বেও ইহার পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকারও উর্দ্ধিত পারে নাই। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির দ্বারা এই ৮৭ বৎসরে তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৬ কোটি টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের (যেমন অগ্নি বীমা, সামুদ্রিক বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি) বৃদ্ধি উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে এক্ষেপের সাধারণ বীমার বার্ষিক প্রিমিয়ামের আয় ২২ কোটি টাকার উপরে। কিন্তু এতবৎসরেও অল্পাত দেশের তুলনায় আমায়ের উন্নতি অকিম্ববকর বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হইবে। বর্তমান সময়ের আমায়ের দেশে মাথাপিছু জীবন বীমার পরিমাণ মাত্র ২৫ টাকা, অথচ আমেরিকাতে ইহার পরিমাণ অস্থান ৮,৩০০ টাকা, ক্যানাডাতে ৬,৬০০ টাকা, অষ্ট্রেলিয়াতে ২৫০০ টাকা এবং যুক্তরাজ্যে ১,৮০০ টাকার মত। জাতীয় আয়ের অনুপাতে জীবনবীমার মাথা পিছু নিরিখ অল্পত নির্ধারিত হয়, কিন্তু এদিক বিয়াও আমায়ের জীবন বীমার মান বিশেষ কিছু বাড়ি নাই। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জীবনবীমার পরিমাণ হইতেছে সমগ্র জাতীয় আয়ের ২৫ ভাগ এবং যুক্তরাজ্যে ইহার পরিমাণ ৫১ ভাগ। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার পরিমাণ ১০ ভাগের বেশী নয়। গোলকণ্ঠার অনুপাতেও আমায়ের দেশ যে কত পিছনে পড়িয়া আছে তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বেশী ও বিবেশীয় কোম্পানী দ্বারা প্রকৃত জীবন বীমার সংখ্যা এদেশে প্রায় ৪১ লক্ষ, এবং ২৬২ কোটির টাকার বীমা হইতে আছে। এই বীমার অল্প প্রতি বৎসর কোম্পানীগুলির প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইতেছে প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকা। জাপানাল ইনকাম

কমিটির বিশেষ্ট অগ্রদূতের দ্বারা যার একশতের পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার অল্পশতাতে দ্বৈতা যার, একশে গড়পড়তা মাথাপিছু লোক বৎসরে ১৩ টাকা জীবনবীমার প্রিমিয়াম বাবদ জমায় না। আরো দেখা যাইবে যে একশে ১২০ জনের শতকরা মাত্র ৫ জন লোক জীবন বীমা করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি করা যাক। আমেরিকার লোকসংখ্যা ১৫ কোটি। ১৯৫৪ সালে এই লোকসংখ্যার ভিতর ২ কোটির উপর লোকের জীবনবীমা ছিল। সুতরাং মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৮০ জনলোকের জীবন বীমা আছে। ইহা হইতেই স্থাপিত প্রতীয়মান হয় যে অত্যন্ত বেশে তুলনার আমাদের দেশ বীমা ব্যবসায়ে এখনও যথেষ্ট পট্যে পড়িয়া আছে এবং এই ব্যবসায়ের প্রকৃত সত্তাবন: রহিয়াছে।

পরিলেবে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে সাম্প্রতিক লক্ষ্যবাহিনী পরিকল্পনাগুলি ধারা বীমা ব্যবসায়ের অপেক্ষ উন্নতি হইতে পারে এবং এই উন্নতির ফলে দেশের ও দেশবাসীর প্রকৃতির প্রকৃতি সাধন হইতে পারে। বিক্রমে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা এখনে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

পূর্বেও বলা হইয়াছে আমাদের দেশে মোট জীবন বীমার পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকার অনধিক। গত ১৯১৫ বৎসরের ভিতর মানাপ্রকার অপ্রতিভা ও বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জীবন বীমার কার্য ৩৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে, আগামী পাঁচবৎসর ভিতর আমাদের মোট জীবন বীমার পরিমাণ তিন হইতে লাঞ্চে তিন হাজার কোটি টাকার পরিণত করা হয়তো খুব দুঃসাধ্য হইবে না। বর্তমানের বার্ষিক নূতন বীমার পরিমাণও সেই অল্পশতাতে বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান ১ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয়ও এই দ্বিতীয় লক্ষ্যবাহিনী পরিকল্পনার শেষে ১৩০০ কোটি টাকার বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা করিতে পারিলে যে দেশবাসীর আর্থিক জীবনধারণের মানবোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে। তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো বহুলোকেরও কর্মসংস্থানও হইতে পারিবে।

কিন্তু উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইল, আমাদের বীমা কোম্পানীগুলির কাজ করিবার সেই অল্পখারী পরিচালনা করিবার ব্যয়সা করিতে হইবে এবং আরো বহু লক্ষ কর্মীকে এ ব্যবসায়ে শিক্ষিত ও পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে কোম্পানীগুলির পক্ষে ঐরূপ অবস্থার সৃষ্টিকর্য সম্ভব হইবে কি? ২৪টি কোম্পানী হাড়া ইহা বোধ হয় ঘোটেই সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বাহ্যতে একশের বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের কার্যের পরিসর আরো বিস্তৃত করিতে পারে, গ্রাম্যকলের কোটি কোটি লোকের ভিতর হইতে তাহাদের অগ্রবিত্তর সত্তর সংগ্রহ করিতে পারে ও তাহা সরকারে হস্তে দেশের প্রকৃতির লক্ষ্য পৌছাইয়া দিতে পারে এবং বাহ্যতে কোম্পানীগুলি আর করেক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান এই বীমা ব্যবসায়ের ভিতর করিতে পারে, তৎসত্তর সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা অন্ত্যাত্তর। সরকার এমন একটি সংস্থা স্থাপিত করিতে পারে যাহা ধারা এই সকল কোম্পানী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অল্পখারী তাহাদের কার্যের পরিসর গ্রাম্যকলে বিস্তৃত করিতে আর্থিক লব্ধ সাহায্য পাইতে পারে। এইরূপ সংস্থাকে National Insurance Development Board কিংবা ঐরূপ কোন আখ্যাদ্বিত্বা বৈধী বীমা কোম্পানীগুলির ও তৎসঙ্গে দেশের বৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষকে আমরা এদিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।

ভবমূরের ডায়েরী

গ্রাইভেট ও পাবলিক সেটার

অংশে-শিল্পের রক্ত-রসস্রী সম্প্রতি অগুপ্ত হইয়াছে। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘরিয়া যে বিদেশী বিশেষত ইংরেজ বিশেষ মনোভাব বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই অংশে শিল্পের অভ্যুত্থানের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। স্বাধীনতার ইচ্ছা ভোগাইবার জন্য দেশের যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই যে উদ্বীপনার, উদ্ভাটনার অগ্রপ্রাণিত করা হইয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাহাই প্রচ্ছলিত হইয় উঠিয়াছিল। ভারতের শিল্প স্থাপনা করা হয় নাই, ইংরেজ নানা অজুহাতে তাহা করে নাই এবং বিনষ্ট করিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী বিশেষ, বিলাতী বর্জন, অংশে প্রযা ক্রয় করা, উৎসাহ করা, ব্যবহার করা, একটা মহা উৎসাহ, আকাংক্ষা সেইদিন দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিল—বাহার পরিণতি হইয়াছে ভারতের বহুশিল্পের অভ্যুত্থানের ও সংস্থানের। যে দেশবাসীর প্রেরণার বহুবিধ শিল্পের সেদিন আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, বিলাতী প্রযোজ্য বাজার বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল, তাহা কোন শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হয় নাই, কোন নূতন উদ্ভাবনার পরিণতিতে তাহা সফল হয় নাই, তাহা নিত্যকাল রাজনৈতিক ঘটনা চক্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্ভব হইয়াছিল। সূত্ররূপে শিল্প নির্মাণ করিবার ক্ষমতা যে শিল্পী মনের একান্ত প্রয়োজন যে শিল্প-সাধনার প্রবৃত্তি সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির পরিপোষক ভারতবর্ষে তাহার নিত্যকাল অভাব ছিল।

ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু শিল্পোন্নতি হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আমাদের শিল্পবিদ শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নাই। যাদের হেণ্ডমা মোটা কাপড় বাহা বা একদিন সর্বাঙ্গীন কল্যাণে, বৃহত্তর স্বার্থে, বাবায় তুলিয়া লইতে দিবা করেন নাই, তাহাদের শোষণ করিয়াই ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে হুনাফা স্বীকারের স্বার্থে, শিল্প সাধনার প্রেরণার নহে।

৫০ বৎসর পরে আজ অংশে শিল্পের রক্ত-রসস্রী যেমন একদিকে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছে তেমনি অন্যদিকে লক্ষ্য করিতেছি বিবিধ ঘটনা পরস্পর ভারতের হীন শিল্পস্বার্থের অবলম্বনের সূচনা।

স্বাধীন ভারতের পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার পটভূমিকার আজ ইহাই অস্পষ্ট মনে হইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যানেজিং এজেন্সীর আইনের প্রণয়ন, যৌগা জাতীয় করণ, শেয়ার বাজারের উন্নয়ন আদিপত্র। বিস্তার এবং ক্রমশঃ বিভিন্নদিকে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বিস্তার প্রতীতি ঘটনাগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার সুনির্দিষ্ট অবলম্বনের ইঙ্গিত মাত্র।

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিবর্তনশীল সমাজে মানুষের শোষণ করিবার ক্ষমতা চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না। বর্তমান ভারতে সমাজতাত্ত্বিক সমাজ সংগঠনের পথে বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত শিল্পপরিচালনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিবার যে প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে তাহা শুধু সমঝোচিত নহে, একান্ত কল্যাণকরও বটে। ইহা শুধু স্বতন্ত্র পটভূমিকার এই অস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গেল যে দেশবাসীর বৃহত্তর কল্যাণে অংশে শিল্পবিদগণ শিল্প সাধনার আত্মনিয়োগ করেন নাই। দেশবাসীকে প্ররোচিত করিয়াছেন। অত্যন্ত হ্রাসের সঙ্গে আজ বলিতে হইতেছে,

আমার প্রত্যেক অভিজ্ঞতা হইতে আর ইহাই পুনর্কৃত করিতেছি যে দেশী শিল্পের রক্ষণ জরুরী বিষয় যেন বিড়ম্বনা! যেন প্রবন্ধনার রক্ষণ-জরুরী হিংস উদ্ঘাশিত হইল!

বেশখালীকে এতখানি প্রবন্ধনা, এতখানি শোষণ, দেশের স্বার্থের প্রতি এত অনাচার, অবহেলা, মাড়বের প্রতি মাড়বের এত মর্মান্বিত অভাব, আর কোন সত্যক্ষেপে পণ্ড ৫০ হংসের সংখ্যক হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথম ক্রমে বলিতেছি, ক্যালকটী ক্যাম। এই কোম্পানী হেট বাসে ব্যবহারের অল্প কতগুলি পাখা সরবরাহ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি ব্যবহারের অল্পমূল্য ও এখনও বিকল অবস্থায় হেটবাসগুলিতে লাগান হইয়াছে। ড্রাইভার ও কনডাক্টরকে হিজালা করিলে তাহারা বলে পাখাগুলি প্রথমদিন হইতেই আর অচল। এই পাখাগুলির বিল সরকার দিয়াছেন কিনা জানি না; দেওয়া হইয়া থাকিলে অর্থ অপচয় হইয়াছে। তাহা ভাড়া দেশী বিদেশী যে সকল ব্যক্তি বাসে বাতায়িত করে তাহাদের আমাদের দেশে শিল্প সংক্ষেপে কি দায়িত্ব হইল তাহাও চিন্তার বিষয়।

ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ক্যাম সংক্ষেপে এই কথাই প্রচার। এতবি হটলেনে একটি পাখা ও একটি টেলিফোন দেওয়া হইয়াছিল। তাহাও এত ক্রটি দ্বা পড়িয়াছে এবং তাহা দূর করিতে কোম্পানীর মালিকদের এত অবহেলা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে কোন বিদেশী কোম্পানীর নিকট ঐ দুটি কিনিব কিনিলে এত দুর্বোপ ভোগ করিতে হইত না।

একমি টীল প্রভক্টিস্ সম্পর্কেও আমরা জোর করিয়া এই কথাই বলিতে পারি।

এক, এস. স্ত্রুট এণ্ড কোরে পেলিল বটটু হুনাং অর্জন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক বিরক্তিকাজন হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের নিকট খবর আসিয়াছে যে ইহাদের সবরকম পেলিল নিজস্ব কারখানার প্রস্তুত হয় না, অর্থাৎ হয়।

ইহা ভাড়া ইহাদের বন্দনামূল্য মনোমুগ্ধি ও আচার ব্যবহারে যে অসৌজন্য সূচক মনোভাব কন্টিনেন্টাল কর্পোরেশন কোম্পানীর কথায় আলোচনা করিয়াছি। প্রথম ক্রমে খেল ওয়াটার প্রক, হুগ্রা কালিও নাম করিতে পারি। ইহারা আন্তর্গর্বে ক্ষীণ, উৎকৃষ্ট প্রশ উৎপাদনে অক্ষম। এমননি বহুদূর উল্লেখ করা বাইতে পারে। বাহারা এই প্রোগ্রাম পরিচালিত তাহাদের নিকট দেশের কল্যাণ কামনা বিড়ম্বনা মাত্র।

পাবলিক সেক্টর—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল সমাগত। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার খণ্ডা তখন ও প্রারম্ভিক আয়োজনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার নিযুক্ত 'বাছেন পরিকল্পনার সমালোচনার এখনই বেশখালী মুখর হইয়া উঠিয়াছে, প্রাইভেট সেক্টর অতিমাত্রায় সচকিত এবং পাবলিক সেক্টরের ক্রটি আধিকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পরিকল্পনা অতি উচ্চাশাবাজ হইয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল যে সমালোচনা করিতেছে, তাহা সঙ্গত কিনা আর নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; তবে পাবলিক সেক্টরের যে ক্রটি প্রাইভেট সেক্টরের আলোচ্য বিষয় তাহা দূর করিতে না পারিলে পরিকল্পনা যেমনই হউক না কেন তাহা সফল কতদূর সফল হইবে তাহা সর্বদয়ের ও সকলেরই আলোচ্য বস্তু। পুলিশ, প্রতিরক্ষাবাহিনী, হেলকর্ষভাটী, সরকারী অফিসের কর্মী এমন কি অধিকরণের উচ্চপদস্থ কর্মী, আখ্যাত, তিনশোয়া কর্মী সকলে মিলিয়া যদি উন্নত জাতীয় চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে না পারে, তবে ইহাদের হই হাতের

দশটি আগুলের দাঁকে ও পরিবেশের শোষকের শঙ্কেটের অসামান্য ফলে যে বিরাট অশুভের আধোগাত্য ও ইচ্ছাকৃত ক্রটির দ্বারা সংঘটিত হইবে তাহা পরিচয়নার কপায়নে বিরাট ব্যর্থ বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে। অধ্যাপক বি. আর. সিনহা এই আ-ত্মাই তাঁহার বিশ্লেষণে এক স্বাক্ষরিত ভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'In a democratic community where the masses of the people live close to the margin of subsistence, uncontrolled inflation may prove to be explosive and might undermine the existing order of society.' অধ্যাপক সিনহা এই উক্তি ও আশঙ্কা ভাষায় চরিত্রের দৃষ্টান্তের প্রতি যে ইঙ্গিত করে তাহা উপেক্ষার নহে। সুতরাং এইসকল বিষয় বিবেচনা করিলে আইডেট ও পার্শ্বিক সেটাবের যে স্বতন্ত্র প্রকাশ পায় তাহাতে সত্যিকার সচেতনতার প্রয়োজন আছে। পরিকল্পনা সাক্ষর্য্যবিত্ত হউক তাহা সকলেরই যেমন স্বত্বের কথা তেমনই ক্রটিবিচ্যুতির অবধান ঘটাই নির্বেশ, নিম্ন ও নির্বল আবহাওয়ার সৃষ্টি হউক ইহাই সকলেরই পাম।

নিষিদ্ধ কথা

পরিচয়নার বক্তার বার্ষিকিদির পরিকল্পনা কতদূর হতে পারে তার কল্পনা কেমন হবে, তাই ভাবছি—যেমন বক্তা 'চুনাগুটি ৪২০ পয়ষেণা সমিতি' সেদিন লাল(দ্বী) পাড়ার বড়কর্তাকে পক্ষাবিধী পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে বলেন। ৪২০ পয়ষেণা সমিতির সভাপতি কেবল শুনে, বলেন না কিছুই। তারের বলার মত কিছু ছিল না আবার ভয়ও ছিল যদি কিছু বড় কর্তার সামনে বেকাস বলা হয়ে যায়। সাহস থেকে—বড়কর্তার কোল খেঁসে বলার অনু একটা সুযোগ তো হয়েছে।

আবার করেদিন পূর্বে ভারতীয় বণিক সমিতি আরও লিপি দিয়েছে। অজ্ঞাত আইডানও তারের মতামত দিয়েছে। কিন্তু এরা ছোট শিল্পের গোষ্ঠী কিছু হেওয়ার মত হিতে পানেন নি, বলতে পানেন নি, শুনে ছুটেছেন। স্বদেশী শিল্পের স্বর্ণ : ক্রান্তী করা যোগ। দেশের বড় বড় কর্তারা এলেন, বজেন, হাতখালি হেল, খানাপিনাও হোল—এবে নেহাৎ নিহামিষ।

স্বদেশী শিল্পের প্রত্যাশারীরা আবার করেদিন পূর্বেই নিজেদের ঘরোয়া ঐক্য চীনাখানারের আয়বানীকারক ও বেলেঘাটার নির্বাচন মধ্যে ধুম খগড়া লেগেছিল। চীনাখানারের কারখানার পরিকার বলে দিয়েছেন, স্বদেশী কিনি বেচে পদের রাখা যায় না, বোকান চল না!

পরের দাপ! "৪২০ সমিতি" হঠাৎ কাগজে একটা ফিরিত্তি ছাড়লেন, 'গলা বাব' চাই-ই।" এই চোচানি চোচাতে চোচাতে ডাঃ ভ্রামাঙ্গ্রাফ রাণা গেলেন। বাংলাব বড় কাগজ উতলা হয়ে উঠল। ছোট ছোট সাময়িক পত্রিকাও যার আর্থিক প্রদর্শন অর্থ একটা মাপ দিয়ে প্রবন্ধ ছাপাল। কল বখন নিশ্চিত জানা গেল যে বিজীর পক্ষাবিধী পরিকল্পনার প্রায় ওটা চুকে গিয়েছে—তখন স্বদেশী ৪২০ সমিতি ফিরিত্তি দিয়ে বজেন, 'বাংলা ও বাঙালীকে বাঁচাতে হলে ওটা চাই-ই।' এবারে বলবে, আমাধের চোচানীতেই তো ওটা হোল! লোকে বলবে, 'আহা যদি! তবু বেঁচে থাক বাবা ৪২০'র দল!

আর এক দাপ! এবারে বাঙালীকে একটা টাকার তোড়া দেওয়া হবে। এখন

* From the standpoint of social security, the incidence of further inflation on the real incomes of the constable in the Police Forces and of the jawan in the Defence Services should be borne in mind.

সেখান থেকে যা কিছু বৈচেছে, যেসব যোগাড়-বন্ধ করে একটি বেশী ভারী একটি টাকার বোচুকা বেওয়া হবে!

এসমত মনে পড়ল বাবাবরের 'দুষ্টিপাত-এ' বোচুকার কথা। ইয়া, এয়া সেই বোচুকার দলই বটে। 'দুষ্টিপাত' রচনায় যে দুষ্টিভঙ্গী একশ পেরেছে তা যেমন সর্বকালীন, তেমনি সমসাময়িকও বটে। এয়া এমনই কয়েই এদিয়ে যায় সমাজের গুর থেকে গুরে। উর্দুগামী হ'তে হ'তে অনেক কথা মনে থাকে না। সেখিন এক ম্যানেজিং এজেন্টের কথা আলোচনা হচ্ছিল। পাঁচ-ইয়ারীর আখকার। তিনি বায়েন ১৭নং ব্রিডিকাউলিল লেন থেকে '৪২০' ছোয়ারেয় হন্য বাড়ীতে। দুইশ ১ ফালৎ-এর চেয়ে কম। হাঁটেতে পারেন না। গাড়ীতে চড়ে যান। যদি পথে নেটিশ কর্মচারীদের সঙ্গে বর্শন হয়ে যায়! বশা বাহল্য ঘোঁটর, ঘোঁটরের তেল সবই এর কোটে কোম্পানীর পরচে। ইনি নিজের মেয়ের বিয়ের সময় এর কোম্পানীর মাথা দুড়িয়ে টাকা আঁতার করেছিলেন। কোন কর্মচারীর মেয়ের বিয়েতে ব্রিডিন্টে ফণ্ডের থেকে ২০০০ বাব বিতে ডিবেটের সভার তুয়ুল অগড়া করে বলেছিলেন, 'এসব আবদার'!

আমরা বলি ভেইয়া, বীরে! বীরে!! ম্যানেজিং এজেন্ট একেবারে এখন না উঠলেও পর তৈরী হচ্ছে। এবারে শুধু খোয়া ফেলা হল! পরে শীচ ও কংক্রিট!!

যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ

মেক্ট্রোপলিটান ইলিওয়েল কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব

আমরা আলোচ্য বীমা কোম্পানীটির ৩১শ ডিসেম্বর, ১৯৪৪, যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসর কোম্পানীর নুতন কার্যের পরিমাণ ১২, ৪২, ৮৩, ৪৭১ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০, ২৭, ৮১, ৪০০ টাকা বীমা পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ইহা অবশ্যই কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচয় নির্দেশ করে।

আলোচ্য বৎসরে বীমা আইন অনুসারে কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ ১৪৪.২ শতাংশ হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৪০.২১ শতাংশ।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর চলতি কার্যের পরিমাণ ৩২, ৬৩, ১৪, এবং ৮২৮ টাকা পরিশৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাৎসরিক এন্ডারিটির পরিমাণ ৬০০ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মুতু-অনিত কার্যের পরিমাণ ১১, ৬১, ২৮৩.০, এবং দেওয়ানী বীমার অল্প ১, ৮১ টাকা এবং সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হওয়ার অল্প কল্যাণকর বীমা বাবক ৩০০ টাকা বার শোধ করিবার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্ব বৎসরের জের বাবক ২, ৪৮, ৬৪১.০ পাই বার ছিল। ইহার মধ্যে কোম্পানী ২০, ২৪, ৩৩৬.০ পাই শোধ করিয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীর হস্তান্তিত তহবিলের পরিমাণ ৪, ৭২, ৩৪, ১৪৪.০ পাই। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা এক কোটি টাকারও অধিক।

আলোচ্য বৎসরের কোম্পানী ইহার লগীকৃত তহবিলের উপর ০.৩২ শতাংশ হারে সুখ অর্জন করিয়াছেন। কোম্পানীর লগীর তালিকা দেখিলে লগী-নির্বাহন-কেন্দ্র সম্পর্কে সত্যোবলক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কোম্পানীটির দ্রুত গাফল্য কামনা করি।

গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—দীনেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশক—ভার্মেন্ট বুক কোম্পানি, ১১ কামাচরণ দে ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

“মাতী ও বাহুবের অবিচ্ছেদ্য লব্ধ দেহ মনের দ্বারা গঠিত। মাটিকে ভিত্তি করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে, ভেঙেছে, আবার গড়েছে, নৈচে পাকার প্রয়োজন করেছে চাষ-আবাদ ক্ষেত্র-খামার, আর ক্রমবিক্রম সামাজিক দৃষ্টিতে জন্মানবের বহুদৈর্ঘ্য নির্বাহী ইতিহাস প্রত্যেক জাতির ক্রমবিকাশের পরিচালক ও তার আয়ত্তাভীতিত লম্বাকর্ষক। অতীত যৌবন কিংবা যুগ-যুগের কথা ছেড়ে দিলেও জাতীয় পাননা ও সিদ্ধির আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। এই গ্রন্থ রচনার মূলে রয়েছে চন্দনী রত্নকুমার প্রাতি কর্তব্য পালনের একান্ত আগ্রহ।”

উপরোক্ত উক্তি গ্রন্থকারের। বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনার সার্থকতা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। বহুদৈর্ঘ্য বিস্তৃত বঙ্গের ও ক্রমিক বাঙালীর ইতিহাস আদ্য বিশ্বাসের পথেরে এবং পুরাতত্ত্বের পথেরে পরিণত।

ইতিহাস যাক্নীতির পটভূমিকার উত্থান-পতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি বাত প্রতিষ্ঠাতা সমাজের, লম্বাকর্ষ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ছাপ, যে ইতিহাস, যে কর্মধারা, চিত্তাধারার প্রতিফলন করে, তাহা পর্যন্তই যুগের উত্তরপুরুষের চিন্তার হয়।

আমরা বইখানি আগাগোড়া পড়িচ্ছি। ভাল লাগিচ্ছে। বইখানির ভাষা, আলোচনার বিষয়বস্তু, গতি প্রকৃতিও বহুমুখবাহী। আমরা বইখানির বহুল ভাষা প্রচারে কামনা করি।

Britain : An Official Hand Book—1955 edition : Prepared by The Central Office of Information, London.

১৯৫৬ সাল হইতে এই ধরনের Hand Book প্রতিবৎসর প্রকাশিত হইতেছে। ব্রিটিশা যৌপপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক ও মানসতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সংবাদ একটীমাত্র পুস্তক হইতে সংক্ষেপে জানিত হইলে এই পুস্তকটির সাহায্য লব্ধ বিশেষকৈই গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৫৬ সাল হইতে তাই এই প্রকাশনটির বিস্তারিত ব্যবস্থা করা বিশেষ ভাবে হইয়াছে। পরিচয়ের উল্লেখযোগ্য যে অস্ত্রাত বঙ্গেরের জুলাইর এবং বঙ্গের ইহাতে কবিতা ওয়া সঙ্গীতমিত হইয়াছে। স্-অঙ্কিত মানচিত্রগুলিও ইহার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছে। তাই ইহা পাঠে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই পাওয়া যাইবে।

আমরা ভারতের শাসন তত্ত্ব—অধ্যাপক প্রিন্স অফিসার বাল্ল্যাপাণ্ডায়। প্রকাশক—বুক এন্ড চেংক, ২১৭ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাষ্ট কলিকাতা-৬। মূল্য ২২।

আলোচ্য গ্রন্থখানির বিস্তারিত সংগ্রহ দেখিয়া আনন্দিত বোধ করিতেছি। একখানি বাংলা বই-এর বিশেষ কঠোর শাসনতত্ত্বের মত বইয়ের দুইটি সংগ্রহ পূর্বের বিষয়। গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ সংবিধানের বাংলা অধ্যায়। কৃষিকার গ্রন্থকার একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা যেমন স্পষ্টতা তেমন তথ্যবহুল। বইখানির বহুদৈর্ঘ্য প্রাঙ্গণ ও সহজসাধ্য। বাহ্যিক ভাষায় সংবিধান আনিত চান বইখানি তাহাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে। উপরন্তু বিস্তারিত সংগ্রহে বইখানি আগাগোড়া সংশোধিত হইয়া লব্ধের উপযোগী হইয়াছে।

The Tea—Editor. S. Guha, June Special 1955. Published from 20/1/H, Ballyganj Station Road, Cal 19. Price Re 1/-

আমরা Tea পত্রিকাটির জুন মাসের বিশেষ সংখ্যাটি পড়িলাম। তা শিল্পের বিভিন্ন দিক এই সংখ্যাটিতে আলোচনা করা হইয়াছে। চা-শিল্প এমন একটি শিল্প যে এই শিল্পটি সম্পর্কে লম্বাকর্ষ্য আলোচনার প্রয়োজন আদ্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা হইতেছে এবং এই পত্রিকাটি—সেই দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। চা-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই এই সংখ্যাটি পড়িলে উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থাবলী—সম্পাদক সনৌর ঘোষ ও প্রিয়নাথ জানা। প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ২০৭ কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত। মূল্য বাহ্যে আনা।

পত্রিকাট গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুপশর। এই ধরণের পত্রিকার উপযোগিতা অনবীকার্য। আমাধের দেশে যেমন খই-পুকার চলন কম, তেমনি খই কেনার আগ্রহও কম। লাইব্রেরীর সংখ্যা যেমন উল্লেখযোগ্য নহে, তেমনি লাইব্রেরীতে গিয়া পাঠ প্রস্তুতির উদ্দেশ্য না করাই ভাল। যে কথা বসিলাম তাহা কোন এক পক্ষের ক্ষুণ্ণকল্পিত নহে, কেহ উনিশ-বিশ হইতে পারে। লাইব্রেরীর বই নির্বাচন, বই সম্পর্কে একটা প্রসঙ্গ বারণা লইয়া বই নির্বাচন, বইয়ের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, উপযোগিতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আমাধ অজ্ঞাত ক্ষেত্রের মতই আনাড়ী অগম্য বিজ্ঞের ভাব করিতে অভ্যস্ত। গ্রন্থাবলী এই ক্ষেত্রে প্রস্তুত সাহায্য করিতে পারিবে।

গ্রন্থাবলী আর একটি সহজ কাজ করিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বেলজাছে, বাংলা ভাষা এবং এই ভাষাতে ক্রমেই নানা বিষয়ের পত্রিকার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। গ্রন্থাবলী এই সকল টেকনিক্যাল বা বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচ্য পত্রিকাবলির উপযোগিতা লইয়া একটি আন্দোলন হুই করিতে পারেন। এতোক সভ্যদেশেই মাস্তুলভার প্রকাশিত পত্রিকা বেশের ও জাতির মর্যাদার হুচক হিসাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে, অসুস্থ পূর্ণপোষকতা পাইয়া থাকে। তাহাতে ও বাংলাদেশে স্বাধীনতার উত্তরফালেও লেভকম কোন পরিচয় আমাধ পাই নাই।

চাষ ও চাষী—সম্পাদক—স্বপ্নপ্রনাথ চক্রবর্তী, কার্যকরী সম্পাদক—নিখিল সন্ন্যাস, প্রথমবর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা। ২৮২২ ওয়াটারলু ট্রাট, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকাখানি একখানি কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বাংলা দেশে টেকনিক্যাল বিষয়ের কাগজের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চাষ ও চাষী এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রণী। আমাধ পত্রিকাটির বিষয়বস্তু ও সম্পাদনার সম্বন্ধে লাভ করিহাছি। পত্রিকাটির বহণ এতের কামনা করি।

জীকর্মবীমা—বিনমূল্য বহু কল্লিক সম্পাদিত ও ২১০এ শাখারী শাক্তা, কলিকাতা-২৬, হইতে প্রকাশিত। পত্রিকাটি ২৭ বৎসরে পঞ্চাশ করিল, সেই সম্পর্কে একটি বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা। আমাধ পত্রিকাটি ও ইহার সম্পাদকের কীর্ত্যাবন প্রার্থনা করি।

আর্থিক সংবাদ

পণ্যজন্মের সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেন্টের আর্থিক উপকরণ। সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩২ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ = ১০০) পণ্যজন্মের পাইকারী দরের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গত ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত উহা শতকরা ০.২ হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬.২ হইয়াছে।

উক্ত সপ্তাহে তিল, বোম্বাইয়ে তিলি ও লাক্ষা, কলিকাতায় রাই, রেডী ও তুলাবীজের মূল্য হ্রাস পায়। অপরদিকে, ঐ সপ্তাহে লৌহশিঙ, বানপুর কাটা চামড়া, চীনাবালায়, মাকানিজ পিত্ত ও নারিকেলের ছোপড়া, বোম্বাইয়ে রাই, তুলাবীজ ও কাটা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কলে শ্রমশিল্পের কাঁচামালের মূল্যমান শতকরা ১.৩ হারে বৃদ্ধি ৪০.৬ হইয়াছে।

ঐ সপ্তাহে চীনাবালায়ের তৈল ও খইলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও জেডার চামড়া, মাকানিজ রেডীর তৈল, বোম্বাইয়ে তিল তৈল, নারিকেল তৈল ও চীনাবালায়ের তৈলের মূল্য হ্রাস পাওয়ার কলে পণ্যজন্মের আধা তৈয়ারী মালের মূল্যমান শতকরা ০.২ হারে কমিয়া ৩২.৬ হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে কোচিনে গোলমরিচ ও লঙ্কার মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিবিধ পণ্যজন্মের মূল্যমান শতকরা ০.২ হারে কমিয়া ৪৪.৭ হইয়াছে।

ভোগ্যজন্মের মূল্যমান—ভারত সরকারের শ্রম সম্বন্ধে প্রমিকণের ভোগ্যজন্মের যে মূল্যমান নির্ধারণ করিয়াছেন (সাধারণতঃ ১৯৩২ সাল = ১০০ ধরিয়া) তাহাতে দেখা যায়, গত যে (১৯৩৪)

মাসে উহা ভারতের টি সহরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কটক ও শিলচর—এই দুইটি সহরে উহা লবণেশকা (০° পণ্ডেট) বাড়িয়াছে। কটকে পূর্ব মাসে হুচা লংখা ছিল ২৪। আলোচ্য মাসে উহা বাড়িয়া ১০০ হইয়াছে। শিলচরে এই লংখা ছিল ৮০ উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৮৮।

করিয়াতে হুচা লংখা। শরৎকালে বাড়িয়া ৭৫ হইয়াছে। আমদীত, লুণ্ঠান, পজাপুত, জুশাল এবং বেওয়ারে হুচা লংখা ১ পণ্ডেট করিয়া বাড়িয়াছে। ১টি কেসে খাদ্যবস্তুর মূল্যহ্রাস বৃদ্ধি, ৩টি কেসে আলানি ও আলোর মূল্যহ্রাস বৃদ্ধি এবং ৪টি কেসে বিবিধ বস্তুর মূল্যহ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্যে মূল্যহ্রাস বৃদ্ধির কারণ। অকোলা, মজাপুর প্রভৃতি স্থানে আলোচ্য মাসে মূল্যহ্রাস কিছু কমিয়াছে।

ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি—বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতে শিল্পোৎপাদনের সাধারণ মান ১৫৭'২ হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের উক্ত তিন মাসে উহা ১৩৭'৩ ছিল। আলোচ্য বৎসরের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে শিল্পোৎপাদনের মান ছিল যথাক্রমে ১৫০'২, ১৫৭'৮ ও ১৬১'২ উক্ত তিন মাসে দেশের বৃহৎ শিল্পসমূহের মধ্যে ইন্ডিয়ায়ারি, হুগলি, চিনি ও স্বয়ং-শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় আলোচ্য তিন মাসে লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও সিমেন্টের উৎপাদন বহু হারে হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে ভারতের সরকারী ডি, ডি, টি কারখানার উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে। উক্ত সময়ে বার্মাশিল্পের তৈল শোধনশাখার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী উক্ত তিন মাসে ভারত গভর্ণমেন্ট মোট ১১১টি লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। ফলে ৩৯টি নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হইবে এবং ৫২টি পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ হইবে।

১৯৪৫ সালে প্রথমার্ধে মিলজাত বস্তুর উৎপাদন উহার পূর্ববর্তী তুলনায় প্রায় ১ কোটি ৭৯ লক্ষ গজ বেশি হইয়াছে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ২৬২ লক্ষ গজ।

১৯৪৫ সালে চিনি উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২,৫৮,৫০০ টন। ১৯৪৪ সালে অন্তঃস্থ কালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,১০,১০০ টন।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ৫ হাজার ৩৭৭টি মোটর তৈয়ার করা হয়। উহার পূর্বের চারি মাসে মোট ৫ হাজার ৬০২টি মোটর তৈয়ারী হইয়াছিল।

ভারতের বাণিজ্য—১৯৪৪-৪৫ সনে ভারতের মোট বাণিজ্য হইয়াছে ১,১৮৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার; পূর্ববর্তী বৎসর হইয়াছিল মোট ১,০৭২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার বাণিজ্য।

১৯৪৪-৪৫ সনে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যবস্তুর রপ্তানি হইয়াছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঐ বৎসর ভারতে ৮১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যবস্তুর আমদানি হইয়াছে।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ভারতে স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য কর বাবদ মোট ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ মাসে ঐ খাতে মোট ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য—সামান্যভাৱ এক প্রণের উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী জি. টি. টি, কুম্ভমাচারী বলেন, বর্তমানে দেশ, সামাজিক সত্য, খাদ্যসত্তা এবং আর্থনৈতিক চিন্তা—এই চারিটি দ্রব্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালান হইতেছে।

আরেকটি প্রণের উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী বলেন, গত ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে গঠিত একটি কমিটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঐ কমিটির প্রস্তাবসমূহ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

বানর স্তম্ভাসি—সামান্যভাৱ এক প্রণের উত্তরে বাণিজ্য মন্ত্রী জি. টি. পি, কারমারকার বলেন, ১৯৪৫ সালের ১১ই মার্চ হইতে এ পর্যন্ত ৭৮,০১৭টি বানর বিমানযোগে রপ্তানি করা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণকারী বাসর রপ্তানির লক্ষ্য ভারত সরকারের বিশেষ অগ্রহণীয় প্রয়োজন। উক্ত আর্থিক হইতে এই নিয়ম চালু হইয়াছে।

আদর্শ পথ
পালীয় ও খাদ্য



**লিলি
বার্লি**

সম্পূর্ণ বিত্ত
২১ ও
প্রাপ্ত হইল

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্, লিঃ কলিকাতা-৪



ভারতের গৌরব

রছে
তার
ঐতিহ্য
সংস্কৃতি
ও
আধিরা

লিলি
বিস্কুট



এর দেশব্যাপী গৌরবে মূল
বর্তমান উন্নতির অঙ্গ

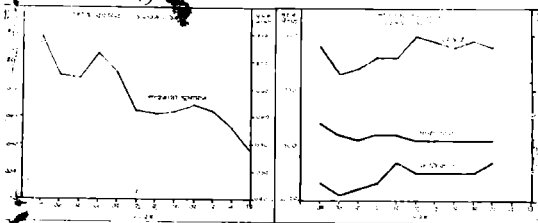


লিলি বিস্কুট কোং লিঃ কলিকাতা-৪



মহিলা শ্রম

৪৮

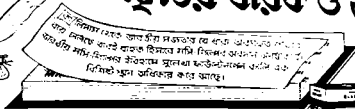


চতুর্থ বর্গ : অষ্টম সংখ্যা।

জাগ্রদ : ১৩৬২

[সেপ্টেম্বর-অক্টোবর : ১৯৫৫]

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক



সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ব্রাঞ্চ: দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাস



বহু সমাদৃত বস্ত্র—ভারতের গৌরব

বহু শতাব্দী ধরে ভারতের তাঁতারা শিল্পকে নিখুঁত করে তুলেছে।
যে দক্ষতা ও নৈপুণ্য বস্ত্রকে সুন্দর বর্ণসমৃদ্ধ করে
ভুলতে সক্ষম, এদের হাতের বোনা বস্ত্রে রয়েছে তার চরম নিদর্শন।

সনদ। তাঁত বস্ত্র কিনুন।

আপনাকে গৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। আর লক্ষ লক্ষ তাঁতীর
কুটিরকে আনন্দমুখর করে সত্যিকারে ভরে তুলুন।

আপনি যতটুকু বস্ত্রই কিনবেন, তা দিয়েই
ভারতের চিরগৌরব—তাঁতশিল্পকে
সাহায্য করা হবে।

তাঁতের বস্ত্র কিনুন।



টেক্সটাইল কমিশনার

দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড

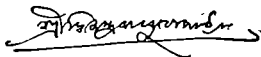
২৮, মোরোজ রোড, শাস্ত্রীজ-২৮

[AC55/51

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদক



আখিৰ : ১৯৬২

সেপ্টেম্বর—অক্টোবর : ১৯৫৫

কাৰ্যালয় :

১. আইডেট রোড, বনবন, কলিকাতা—৫৩

দ্বিতীয় অফিস

২০২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬

এই সংখ্যায় মূল্য

দেড় টাকা

সাধারণতঃ রসগোলা ও সন্দেশ

চিরপ্রচলিত প্রথায় প্রস্তুত হয়ে থাকে

—কিউ—

বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রগতির

পরিপ্রেক্ষিতে

কে, সি, দাশ লিঃ

সিষ্টাঙ্গ শিল্পের প্রসারতা ও উন্নয়নকল্পে

বিজ্ঞানের সাহায্যে

“প্রস্তুত প্রণালীর”

আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেছে

কে, সি, দাশ লিঃ

কলিকাতা



মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

এই নিরাপদ ব্যাঙ্কের সত্যায়জনক কাজে আপনি খুশী হবেন
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কারবারের সুবিধা আছে

চেয়ারম্যান : রায় বাহাদুর এস সি চৌধুরী

অধ্যক্ষ ডিরেক্টরগণ :

শ্রী ডি. এন. ভট্টাচার্য্য

শ্রী জে. এম. বসু

শ্রী এম. ঘোষ

শ্রী এস. এম. বিশ্বাস

শ্রী বি. এন. বসু

শ্রী ডি. এম. ঘোষ

শ্রী কে. সি. দাস

ডেনারেল ম্যানেজার :

শ্রী আর এম মিত্র বি-এ এ আই আই বি

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

(মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স হাউস)

ব্রাঞ্চ : মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়্গপুর, কুচনিহার ও
আলিপুর ত্তয়ার (পে অফিস)

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

পি-২, মিশন রো এন্ডটেনমন্ট, কলিকাতা-১

:: বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ ::

ডাঃ অমলচন্দ্র ব্যানার্জি, এম-এ, সি এটচ ডি, প্রিন্সিপাল, মহারাষ্ট্রা মহীশ্রক্স কলেজ, চেয়ারম্যান

শ্রী আর এম কোম্পিকার, ম্যানেজার (অবসরপ্রাপ্ত), বিহার্ট ব্যার অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

শ্রীসত্যিনন্দ ঘোষ, এম-এ, অধ্যাপক স্বটিপ চার্জ কলেজ।

শ্রীঅমিত্ররঞ্জন মুখার্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এ মুখার্জি এণ্ড কোঃ লিমিটেড, প্রকাশক।

মহারাজকুমার সোমেন্দ্রক্স মল্লী, এম-এ, কানিমবাজার।

শ্রীকলাইলাল পাল, এম-এ, এল-এল-এম, এডভোকেট, স্প্রীং কোর্ট অব্ ইণ্ডিয়া, ঠাকুর ল
প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

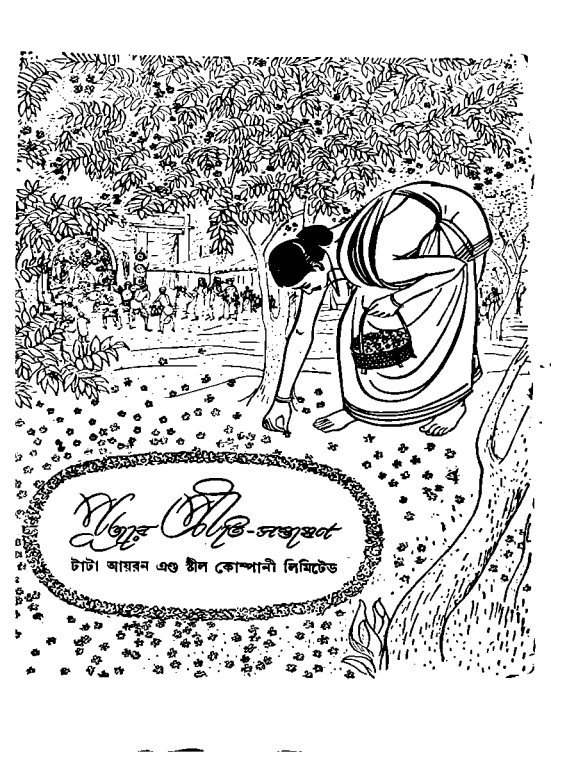
শ্রীসুধাংশু চন্দ্র, বি-এ, এল-এল-বি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল, বি এ, এল-এল-বি।

চিত্তাকর্ষক সত্বে কতিপয় সম্ভ্রান্ত-অর্গানাইজার চাই।

বিদ্যুত বিবরণের জন্য লিখুন :—

ইউ এম পাল, বি-এ, এল-এল-বি,
ম্যানেজার ও সেক্রেটারী।



শ্রীমতী-সম্ভাষণ

টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

পুণ্যস্থতি স্বদেশে গুণে কবি গাহিয়াছিলেন—

“মাথের মেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় ভুলে নে রে ভাই”

তাই—

বঙ্গলক্ষ্মীর স্মৃতি হইয়াছিল

স্বত্বাং কাপড় কিম্বার কালে

বঙ্গলক্ষ্মীকে ভুলিবেন না

যতমান কড়ি অল্পমাত্রী মানাবকম্ম মিতি, মোটা, শাড়ী, দুতি,

জামা, কাপড় সকলই বঙ্গলক্ষ্মী করত করিতেছে।

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবনম্বর প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ

হেড অফিস :— মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস

৭, চৌবস্তী বোড, কলিকাতা—১০

ম্যানেজিং এজেন্ট : বঙ্গল টেক্সটাইল এজেন্সী লিঃ

শুভ শারদীয়া

এই আনন্দ-উজ্জ্বল উৎসবের জন্ম সারা বৎসর দেশবাসী
উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন। শুভ শারদীয়ায়
আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব নিষ্ক
প্রীতিরসে পরস্পর মিলন-উল্লাসে মুখরিত
হয়ে উঠেন। দেবীপূজার মাসলিক
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আপনাদের
আনন্দোৎসব পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।
এই আমাদের কামনা।



দি জেনারেল
এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
ফাউন্ড — ১৯০৭

প্রধান কার্যালয় : ৮, ডালহাউসী কোয়ার্টার ইষ্ট
কলিকাতা—১

BUY

T. B. SEAL

Space Donated by—

National Sheet & Metal Works Ltd.

Printers and Manufacturers of

Decorated Tin

Containers, Aluminium Caps and Drums Etc.

36 A, SAHITYA PARISHAT STREET

Calcutta—6

Phone : B B—4696.

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা]

আগ্নি, ১৩৬২

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সত্যাকার ভাষণাবার বাঙালীর শরণ উৎসব	৩৩০
বাংলার ভাণ্ডার পরিবর্তন না ভাণ্ডার বিপর্যয়	৩৩৪
শক্তিযুদ্ধের মনোবাক্য পরিবর্তন	৩৩৫
দ্বিতীয় শতাব্দিকার পরিকল্পনার কয়েকটি মৌলিক উদ্দেশ্য—শ্রী গণনাগীলাল বসু	৪০১
সত্যাকার শতাব্দিকার ভারতের মৌলিক প্রতিষ্ঠান	৪০২
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশনের অগ্রগতি	৪১২
ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ প্রথা—অধ্যাপক শ্রী ব্রজেন চন্দ্র বসু	৪১৫
ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ প্রথা শেষ—শ্রী কান্তরত্ন লাল গোস্বামী	৪১৬
ভারতের অর্থনীতির উপর শাক্তিকতার মূহুর্তা হ্রাসের প্রভাব—শ্রী চিত্ত গাঙ্গুলী	৪২০
দ্বিতীয় শতাব্দিকার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে—শ্রী হেমচন্দ্র বসু	৪২৫
দ্বিতীয় শতাব্দিকার পরিকল্পনা ও ভিত্তিক সমাজ—শ্রী নন্দ কুমার ঘোষ	৪২৬
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম-সংস্থানের লক্ষ্য—শ্রী হরেন্দ্রনাথ নিখোজী	৪৩২
দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও ভারতীয় আর—শ্রী বিবেক নিখোজী	৪৩৬
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—শ্রী অচল বসু	৪৩৭
একটি বিশাল রান—চৌধুরী শ্রী পরিকল্পনা—ওমার কুতাব উই	৪৩৮
আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশন—অধ্যাপক শ্রী অমরেন্দ্র বসু	৪৪০
আমেরিকার বহাচিত্র সম্প্রদায়	৪৪১
গোয়া ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এন, মডোসেসলুজি	৪৪২
কোম্পানী আইন ও অর্থ বিবিধোপযোগ সংস্থা প্রতিষ্ঠান	৪৪৩
কাগজপিয়ে গবেষণার অগ্রগতি—শ্রী সি, আর, বসু	৪৪৪
ভারতে যোটকশিল্পের অগ্রগতি	৪৪৫
বজা নিয়ন্ত্রণ গবেষণা	৪৪৬
ভারতে কৃষি বিবর্তন	৪৪৭
ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	৪৪৮
কয়েকটি পরিভাষা	৪৪৯
চা পাতার কাহিনী	৪৫০
চায়ের আন্তর্জাতিক বাজার—শ্রী প্রমোদ চন্দ্র	৪৫১
পরিকল্পনার টাকার স্থান—শ্রী ব্রজেন মোহন দত্ত	৪৫২
কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা-চক্র	৪৫৩
উর্ট বায়-শিল্পের একটি পরিকল্পনা	৪৫৪



বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর, চলতি ফসল সমূহের মধ্যে কোন ফসলের ক্ষয়, কি কি উদ্ভিদাভ্যাসে ক্রিপণ অনুপাতে থাকে। প্রয়োজন এবং তাহা ফসল বপনের সময় হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রিপণে কার্যকরী হওয়া আবশ্যিক তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া বিভিন্ন জৈবিক ও রাসায়নিক সারের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন “তারার মার্কা” সার প্রস্তুত হইয়াছে।

• কল্লেকটি “তারার মার্কা” সার •

“তারার মার্কা” ধান্য সার :-

- (ক) লাল মাটির জঙ্গ (Lateristic Soil)
- (খ) দোহান মাটির জঙ্গ (Alluvial Soil)

	নাইট্রোজেন	ফসফরিক এ্যাসিড	পটাস
• “তারার মার্কা” পাটের সার—	২৭.৫%	৩.৫%	১০% একরে ৫ মণ
• “তারার মার্কা” সজি সার—	৭.৫%	২.২%	২২% “ ১৭/১৮ মণ

“তারার মার্কা” আখের সার :-

- (ক) জল মিশ্র সার (ডেলা বসাইবার পুরক) ৩% ৮.৫% ১২% “ ৮ মণ
- (খ) স্পেশাল মিশ্র সার “ ১৪% ৪% ৩% “ ৭
- “তারার মার্কা” আপুর সার— ৫.৮% ১১.৮% ৫.৮% “ ১৭/১৮ মণ
- “তারার মার্কা” ফলের সার— ৮% ১০% ৮% “
- “তারার মার্কা” চুল বাগানের সার—প্রতি বর্গগজ ৪ হইতে ৮ আউন্স বেড (Bed) তৈয়ারীর সময়
- “তারার মার্কা” লনের (Lawn) সার—প্রতি বর্গগজ ৪ আউন্স হিসাবে
- “তারার মার্কা” টেরামিন—

(এই সার পানগাছ, সর্ষপকার চাষাগাছ ও ফুলগাছের সর্ষপ্রেট সার)

৭% নাইট্রোজেন, ১০% ফসফরিক এ্যাসিড, ১০% পটাস ৮.৮% ক্যালসিয়াম, ১৮.৫% সোডিয়াম, ০.০০% ম্যাগনেসিয়াম, ০.০০% কপার, ০.০১০% ম্যাঙ্গানিজ, ০.০১০% বোরন, ০.০১০% আইরডিন ও কোবল্ট কিছু পরিমাণে আছে।

প্রস্তুতকারক

এটোলান ফারটিলাইজারস্ লিমিটেড

ম্যানেজারস্

শ’ ওয়ালেস এন্ড কোং লিমিটেড

পরিবেশক

বি. কে. রায় লিমিটেড

৪, ব্যাকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

আমাদের নিজ কারখানায়
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযোজ্যে
বিশেষভাবে প্রস্তুত “তারার
মার্কা” কাপড় কাঁচা
সাবান ব্যবহার করুন :

আর্থিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা ।

[আশ্বিন, ১৩৬২

অতীতের ভাবধারায় বাঙালীর শরণ-উৎসব

মাটি ও বাতাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সরস্বতীত কাল হইতে বাতাস মাটিকে তিত্তি করিয়া লক্ষ্যণ করিয়াছে হেণ হইতে দেশান্তরে সীমা-পরিধি অতিক্রান্ত করিয়া। যেখানেই সে জীবনধারণের অপর্যাপ্ত ও অনায়াসলব্ধ উপাদান পাইয়াছে, সেখানেই সে প্রাচুর্যের পরিতৃপ্তিতে, প্রাণচকল স্বচ্ছন্দ জ্বরের উচ্চল প্রবাহের বাহার নিকটকে বিকশিত করিয়াছে, সিক্ত করিয়াছে সমাজ-জীবনকে, সিক্ত করিয়াছে সমাজ জীবনের প্রতিপথকে, প্রকাশের অভিযাত্রিতে; পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে জীবনযাত্রার প্রতি পঙ্কজপংকে।

বাঙালি দেশের এমন একটি জীবনযাত্রার পরিতৃপ্তিকার পরং উৎসবের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। তখন সমাজ-ব্যবস্থার এমন জটিলতা ছিল না, রাজনীতি বনাম অর্থনীতি নিহ্ন নিগড়ে সমাজ কোথাও এমন জড়লক্ত, কোথাও বা এমন বিকিশ্রু হইয়া পড়ে নাই। স্বীয়জনাথ বলিয়াছেন, “নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর হিয়া বজার মতো বহিয়া গেল তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদের একেবারে লম্বীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজার রাজার লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বেগুন্ধে আমাদের আত্মকীঠালের বনজাঘার বেঘামতন উত্তিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুত্রবিশী খনন চলিতেছে, স্তম্ভস্থাপন সম্বন্ধের কথাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চতুর্বিংশ শতাব্দীর পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাধে পত্নীর প্রাকর সুবহিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে প্রীত হইয়া নাই।”

আজ সর্বজনীন, বিদ্যুত, গৃহস্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী চিন্তাবাহার বিকাশও দেখা দিতেছে। যুগের পরিবর্তনে অস্তর আজ বাহিরের চাপে জ্বরের পরিধির বাহিরে আসিয়া জন-মানসের নিকট ব্যাচুল হইয়া ক্রিান্তিতেছে। শতাব্দীর ভাববাহার মনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুজা-উৎসবের সেই ভাবটিও রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। তথাপি বাঙালি, বাঙালীর পুজা-উৎসবের সর্বব্যাপক সর্বাত্মক ভাবটি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বাঙালীর একক পুজা, গৃহ অলনের পুজা, সকলের প্রাণনে আসিয়া সর্বজনীনর লাভ করিয়াছে। যে যেমন পারে, সে তেমনি প্রোৎসাহে, প্রোচেষ্টে, উৎসবের সাজ-সজ্জার, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন পূজাঘণ্টক, সর্বজনীন ভাষার, ভক্তির, প্রভা-বিনিময়ের, মিলনের এক অপূর্ব ক্ষেত্রস্থিতিতে পরিণত করিয়াছে।

“যে কৈশ্ব বাহির, বাহির কৈশ্ব ঘর,

পূর কৈশ্ব আপন, আপন কৈশ্ব পর।

দেশের বিদ্যুত জ্বরকে এক করিবার উদ্দেশে জ্বরের এমন বিদ্যুত বিকাশ যোগদয় বাঙালি বেশ ছাড়া অস্তর কোথাও দেখা যায় নাই। পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনে, অগ্রগতি গ্রহণ সভ্যতার ক্ষেত্রে বাঙালীর উৎসবের এই বিকাশ, বাঙালী মনেই স্বতঃ উৎসাহিত অভিযাত্রি।

বাংলার ভাগ্য পরিবর্তন না ভাগ্য বিপর্যয়

সীমানা নির্ধারণ কমিশনের বিশেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে বহুদিন ধাবত ভাষাভিত্তিক সমতা লইয়া বহু ও মতবৈষম্যের অবকাশ ছিল না। স্বাধীন ভারতে বাহ্যে এই সকল সমতার সমাধান ঘটয়া শান্তিপূর্ণ সংস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য একত্রিকে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক সমৃদ্ধি এবং মজবুতক নিম্ন নিম্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যক আভ্যন্তরিত স্বাভা নূতন সমাজভিত্তিক সমাজের পথ প্রদত্ত করিতে পারে তদ্ব্যতীত দিঃ কমল আশীর সমাপ্তিতে সর্গার কে. এম. পানিকর ও পণ্ডিত ভগবান্দা বুদ্ধকে লইয়া একটি কমিশন গঠিত হই। এই কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতে কতকগুলি বৃহৎ রাজ্যের গঠন এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এবং সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিয়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমানার সুশাসিত করা। অনেক এই কমিশনকে ভাষাভিত্তিক কমিশন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাকে ভাষাভিত্তিক কমিশন না বলিয়া সীমানা নির্ধারণ কমিশন বলাই সমস্ত। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতার বিচারে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন শুধু চরমই নহে—চরমতী সম্পন্নও নহে।

অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কনিদল ভাষাত্তিক প্রবেশ পঠনের উপর অতিদিক্ত ঝোর দিযাছেন। — দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারনের ক্ষেত্রে ইহাই স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই প্রবেশের ক্ষেত্রে ইহা অবজ্ঞাত হইয়াছে। বঙ্গভাষাভাষীর প্রাধান্ত বিচার করিলে বেদন আসামের বেশ কিছুটা অঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গভুক্তি করিয়া ত্রিপুরার সহিত একটা যোগ-সম্পর্ক অঙ্গুর রাখা অঙ্গত্ব হইত না; তেমনি আবার বোম্বাইয়ের সঙ্গিকটস্থ অঙ্গলের মহারাষ্ট্র ভাষাভাষীদের গইরা একট্র প্রবেশ পঠনও অবৌক্তিক হইত না। দিল্লী প্রবেশকে উত্তর প্রবেশের সহিত জুক্তিয়া দিয়া উত্তর প্রবেশের আরতন ও বনব বুদ্ধি করার সপক্ষেও অনেকের সঙ্গতি থাকিবে না। তাহা হ্যাক্তা ত্রিপুরাকে বাংলা হইতে পৃথক করার কোন সঙ্গত বুক্তি ছিল বলিয়া কেহই ভাবিতে পায়ে নাই। কয়েকদিন পূর্বে পত্রিত নেহজও বলিয়া- ছিলেন যে, ত্রিপুরাকে বাংলা হইতে বাহ বেওয়ার কোন বুক্তি বুঁদিয়া পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশ কংগ্রেসের আরকলিষিতেও বলা হইয়াছে যে, “ত্রিপুরার সঙ্ঘে কোম যুক্তির বাড়াবাড়ি করিবারই প্রয়োজন নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী বরিয়া ইহা বাঙালী এক্স এখনও ইহা বাঙালী হইয়াই আছে।”

অন্য পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিহারের যে আভিযুক্ত অংশ মুক্ত হইয়াছে তাহার মত তাহার পশ্চিমবঙ্গবাসীরা কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কমিশনের অংশাধিন সম্পকে' এখনি বহুক্ষেত্রে মতভেদ এবং মতবৈত লইয়া বাধাহুধাহ চলিতে পাবে; কিন্তু এসকল সম্বন্ধে লাভাশক্তি বাজার পরিবর্তে' ১০টি বাজার প্রথম অংশাধিন করিৎ এবং খ ও গ প্রেক্ষিত রাজের বিশেষ সাধন করিয়া তাহার যে শাসনতান্ত্রিক অর্থপ্রত্যাহার হটি পরিবর্তন হইয়াছে তৎসমস্ত তাহার সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন ও প্রভা লাভ করিবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি তাহাকে প্রাণান্ত দিয়া রাজ্য-সীমানা নির্ধারণ করা অপেক্ষা বর্তমান ভারতে শাসনতান্ত্রিক-সীমানা রচনা করাই অধিক উন্নত মুক্তিলাভ। বাবীন ভারতে, বর্তমান আত্মরাজ্যিক পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীদিগকে ইহাই স্বপ্ন রাখিতে হইবে যে তাহার কোন বিশিষ্ট রাজ্যের অধিবাসী নহে, তাহার সমগ্রভাষ্য ভারতবাসী। তবে আপন পরিধিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখি বাবীনতা ও বাসিন্দার প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক বাবীন ভারতে তাহার অভাব ঘটিবে না ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সীমানা নির্ধারণ কামিনসেব স্থাপন প্রদত্ত বৈশ্বাসী দীর্ঘ, স্থির ও সুস্থ চিন্তে গ্রহণ করিয়া
 দাশন্যভিত্তিক নীতিসমূহ থেকে অন্তর্গত সৃষ্টি করিয়ে না। যাহা ইহাও পর প্রদত্ত করিয়ে ইহাই
 আশা করি।

পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

পার্বত্য নদী ময়ূরাক্ষী। বিহারের সাঁওতাল পরগণা উহার উৎপত্তি স্থল। মাল্যাজোব নামক স্থানে উহার উপরে ১১২ ফুট উচ্চ একটি বাধ নির্মাণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইচ গেটসমূহেই কার্যকরিতাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। বর্তমানে ময়ূরাক্ষী জলাধারে জল সঞ্চয় করা হইতেছে।

মাল্যাজোব বাধ হইতে কিকিঞ্চিক ২০ মাইল নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তিলপাড়া নামক স্থানে কতকগুলি খাল খনন করা হইয়াছে। সেখানে ১,০১০ ফুট দীর্ঘ একটি বাধ নির্মাণ করিয়া জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে যে চইটি প্রধান খাল খনন করা হইয়াছে সেইগুলির প্রত্যেকটিতে ০.৪০০ ফুটের জল প্রবাহিত হইতে পারিবে। সমগ্র অঞ্চলের জল সেচের জন্য বিভিন্ন আকারের মোট ১,০৬০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হইয়াছে। ১,৪০০ বর্গ মাইল আয়তন-বিশিষ্ট ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম সুন্দরবান ও বর্ধমান এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত। পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী পশ্চিমবঙ্গের ঐ সকল জেলায় ১,২০,০০০ একর বহি শতের ভূমিতে এবং ৬ লক্ষ একর আয়ন শতের ভূমিতে এবং সাঁওতাল পরগণায় ৪ হাজার একর বহি শতের ভূমিতে ও ২০ হাজার একর আয়ন শতের ভূমিতে ময়ূরাক্ষীর জলের দ্বারা সেচকার্য চালান যাইবে।

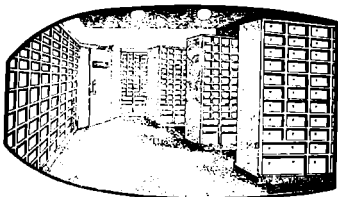
ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী যে ৪ লক্ষ কিলোগ্রাম বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তাহা নিকটবর্তী সহরসমূহে ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের দুইটি ও বিহারের একটি সমগ্র উন্নয়ন ব্লকে সরবরাহ করা হইবে।

১৯৪৪ সনে ৪০ লক্ষাবিক একর ভূমির ফসলের হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে যে, জল সেচের ফলে প্রতি একর ভূমিতে ধানের উৎপাদন প্রায় ৬ মণ বৃদ্ধি পাইবে। জল সেচের এই দ্বায়ী ব্যবহার প্রবর্তনের পর কৃষকেরা তমু সাধারণ ব্যবহারই বৃদ্ধি করিবেন না, প্রতি বৎসর একই ফসলের চাষ না করিয়া নতুন নতুন ফসলের চাষ করিবেন। ঐ সকল ব্যবস্থার ফলে প্রতি একর ভূমিতে প্রায় ১৪ মণ অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ সমগ্র ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অঞ্চলে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ৩,১০,০০০ টন ধান এবং ১০ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইবে। উহারে মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। উৎপন্ন রবি ফসলের বার্ষিক মূল্য হইবে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় প্রায় প্রতি বৎসরই জলাভায়ে ফলল নষ্ট হয় বলিয়া সেখানে কৃষি ভূমিতে জল সেচের বিশেষ ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯২৮ সনে বিশেষ অঙ্গলক্ষ্যান কার্য চালান হইয়াছে। কয়েক বৎসর অঙ্গলক্ষ্যানের ফলে ময়ূরাক্ষীর জল সঞ্চয় করিবার জন্য একটি জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা গঠিত হয়। সাঁওতাল পরগণা হইতে বাহির হইয়া প্রায় ১৫০ মাইল স্থানে প্রবাহিত হইবার পর ময়ূরাক্ষী নদী ভাগির্ময়ী সবে দিল্লিগাছে। নান্দীকীর্ণ হইলেও ময়ূরাক্ষী বীরভূম জেলায় বৃহত্তম নদী এবং উহার জলের সাহায্যে নিত্য অনাক্ষুণ্ণ কৃষিরও ঐ জেলায় অধিকাংশ ভূমিতে সেচকার্য চালান সম্ভব।

মাল্যাজোব জলাধার নির্মাণের জন্য ২,২০০ ফুট দীর্ঘ বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ বাধের দক্ষিণ তীরে ২১টি এবং বাম তীরে ২টি দুইচ গেট নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ বাধটি নির্মাণ করিতে প্রায় ১ কোটি বনফুট কংক্রীট প্রযুক্তি এবং ৪০ হাজার টন সিমেন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে শুরু করিয়া উহার নির্মাণে কিকিঞ্চিক লাঞ্চে তিন বৎসর লাগিয়াছে।

জলাধারটি নির্মাণের ফলে প্রায় ১৯ লক্ষ একর ভূমি জলময় হইবে। ঐ স্থানে বনবাণ-কারীরদের মধ্যে ১৪ হাজার। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই সাঁওতাল। তাহাদিগকে অল্প বন্যাসার ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রায় দুই কোটি টাকা অর্থাৎ বাধটির নির্মাণ ব্যয় হইতেও কিছু বেশী টাকা ব্যয় হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার গভর্ণমেন্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সকল হানাহান্য ব্যক্তিরের জন্য সশ্রমে ব্যয় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট একাধাণ গৃহাধির নির্মাণের ব্যয় বিহার গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট বিহার গভর্ণমেন্টের হতে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা অধির মূল্য ছাড়াও বাসগৃহ, কৃষিকারিের জন্য কতিপুল কেওয়া হইয়াছে।



কলিকাতা তথা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ ব্যবসায় কেন্দ্র ও সদরতিসম্পন্নদের আবাস-স্থলসমূহে সম্মতি প্রাপ্ত প্রাথমিক চুক্তি, ডাকাতি ও বাহাদুরি সংঘটিত হইতেছে তাহাতে ব্যবসায়ী তথা সদরতিসম্পন্নমহল যৎসামান্য চিন্তিত ও আশঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন। আশ্বাশন্য স্থলস্থান সামগ্রী অলঙ্কারাদি “সেফ ডিপোজিট ভল্টে” সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা তাহারা ক্রমশঃ অধিকতর উপলব্ধি করিতেছেন।

“ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেফ ডিপোজিট ভল্ট লিমিটেড” প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দুই দশাব্দিক পূর্বে ৫ নং ক্লাইভ রো’তে ৩৫০০ বর্গফুট পরিমাণ ভূমিতে একটি অল্প ভূগর্ভস্থ “সেফ ডিপোজিট ভল্ট” নির্মাণ করাইয়াছেন। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদনের সাহায্যে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা সুগঠিত এবং সমগ্র ভারতবর্ষে অকৃত্রিম সর্বসুস্থ ভল্ট। প্রয়োজনের তাহতদ্বা অস্থায়ী বন্য প্রকার বিভিন্ন আকারের ৫৭১১ ফেব্রুয়ারি (লব্ধ) সম্বলিত এই ভল্টটি বোম্বাইনগরীর সুবিখ্যাত গডরেজ এণ্ড বয়েস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী কর্তৃক বিশেষভাবে প্রস্তুত। বড় আকারের সিদ্ধক আলমারী তথা অত্যন্ত বড় রাখার উপযোগী দুইটি স্লুহব “টু কুম”ও এই ভল্টে সন্নিবিষ্ট আছে।

ভল্ট সলের প্রত্যেকটি ফেব্রুয়ারি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। কোন ফেব্রুয়ারি কেবলমাত্র গ্রাহক অথবা ভল্টের তত্ত্বাবধায়কের চাবির সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে খোলা সম্ভবপর নহে।

মহিলাদিগের সুবিধার্থে সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত ইহাতে বর্তমান।

কোল } ২২ : ৫৬৪০
 } ২২ : ৫৬৪২

ওয়েষ্টবেঙ্গল সেফ ডিপোজিট ভল্ট লিঃ
৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—১

আশা করা যায় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিব্রাজকদের নিকট মালাঞ্জোর বাধ অকল বিশেষ আকর্ষণ হইয়া উঠিবে। মালাঞ্জোর জলাশয়টি একটি সুবিকীর্ণ দৃশ্যরূপে পরিগণিত হইবে।

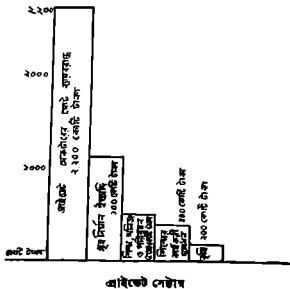
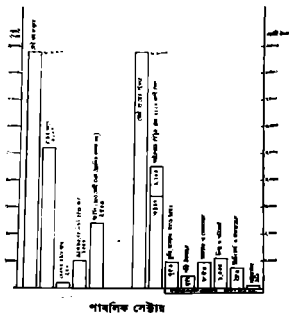
পশ্চিমবঙ্গের স্মৃতি একটি চিত্র



কোন্সোর বাধেও দৃশ্য

সেখানে লভন, নৌকা চালনা, মৎস্য শিকার এবং অল্পরূপ বহুবিধ আশোক-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। দিকটবর্তী বৃক্ষ-সম্বাতীর্ণ সাঁওতাল পরমপারিতোষিতকোন্সোর অনায়াসে বাতাসায়িত করিতে পারিবে। সাঁওতালদের স্বতঃস্ফূর্ত পান-বাননা এবং বস্ত্রীকরণ শত সহস্র আত্মনি-বিকুলি অবতীর্ণ তাহাদের চিত্র বিনোদন করিতে পারিবে। অধিকন্তু প্রাণ্ড্যাক যোত বহিরা এখানে বাতাসা যোটেই কটকর নহ।

পরীক্ষামূলক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়-করাত্মকতার চিত্র



দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কয়েকটি মৌলিক উদ্দেশ্য

শ্রীমন্তলালী লাল মন্ডল

কেন্দ্রীয় সচিব, শক্তি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী

(১) সাধারণ উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে সমগ্র দেশে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিচ্ছে এবং সর্বত্র সারসর্গত আলাপ-আলোচনা চলিচ্ছে। পরিকল্পনার অগ্রবিধানসমূহ সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গমহাদিক কাল ধাক্কা রাজ্যসমূহ গ্রাম, তালুক ও জেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নিবৃত্ত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীগণও নিজ নিজ বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করিচ্ছেন। দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের সহিত কড়িত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উন্নয়ন কার্য প্ররাদিত করার জন্য অংশবিশিষ্ট গ্রহণে ব্যস্ত আছেন। অধ্যাপক মহলানবীশ পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করিচ্ছেন এবং অর্থনীতিবিদগণ উদ্বাহের মতামত পরিকল্পনা কমিশনের নিকটে রাখিল করার পরবর্তী পরিকল্পনার সমস্তাঙ্গসমূহ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করার পক্ষে জনগণের অগ্রবিধান হইয়াছে। এইরূপে আর্থিক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রগতি হইয়াছে। ইহাঃ প্রয়োজন অনুসীকার। কারণ যে কোনও নীতি, অগ্রবিধান অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অত্যন্ত বিষয়ে উদ্বাহ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া অবশ্যপ্রতীতি।

এ পর্যন্ত যে সকল কার্য সম্পাদিত হইয়াছে উদ্বাহের কালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্থায়ে পরিলক্ষ্যিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্থায়েই কাজ সম্প্রতি শুরু হইয়াছে : এই পর্থায়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহ, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, উন্নয়ন পরিষদ এবং বহুতর শিল্পসমূহ কড়ক রাখিলিত উন্নয়নমূলক, প্রত্যাশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে। সবে সবে এই সকল উন্নয়নমূলক প্রত্যাশাবলী অর্থ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং মালগতের প্রয়োজনও অংশবিশিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সনের নভেম্বর মাসের শেষভাগে জাতীয় সংসদে ও জনগণের সমক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া পেশ করিবার আশা রাখেন। উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয় সংসদ রাজ্য বিধান সভাসমূহ এবং অত্যন্ত যে সকল অংশবিশিষ্ট ও মতামত পূহীত হইবে সেগুলির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসের মধ্যে উদ্বাহ পরিবর্তন ও পরিবর্তন সাধন করা হইবে। এ মাসের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়া যাইবে এবং পরবর্তী মাস হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে।

সত বঙ্গের হইতে আলাপ-আলোচনার কালে পরবর্তী পরিকল্পনার কয়েকটি মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ণীত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলি দেখা হইল :—

- ১। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে সামাজিক সমাঙ্গঠন ;
- ২। গণতান্ত্রিক শক্তি ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচিত হইবে। এই কারণে উদ্বাহ প্রণয়ন ও কার্যে তপাঙ্গরণে অত্যন্ত ব্যাপে জনগণের সহযোগিতার আবশ্যকতা রহিয়াছে ;
- ৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময়ে বেকার সমস্তার সমাধানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিকল্পনা সময়ে অতিবিক্রত ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের জীবিকাঃ ব্যাবস্থা করা হইবে ;

৩। জাতীয় আয় বিশেষভাবে তৃষ্ণিত উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঐকম্যে জাতীয় আয় বাৎসরিক সতকরা ৪ হাতে তৃষ্ণি পাইয়া পরিকল্পনা সম্বন্ধে শেষে মোট ২৪ শতাংশ বাড়িবে।

৪। জাতীয় অর্থনীতির অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান এবং কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতর পতিতে উৎপাদন তৃষ্ণিত চক্ৰ শিল্পোন্নয়ন প্ররোচিত করা হইবে। তাই সময়ে কুটীর ও ক্ষুদ্রখাতন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্য জরায়বির সহসহায় তৃষ্ণি করা হইবে। ফলে দেশের সম্পদের অপচয় হইবে না, বরং বেকারের কর্ম সংস্থান হইবে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষভাবে কার্যকরী হইবে।

এই সকল সাধারণ উদ্দেশ্যের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাপক ও যোগ্যমূল্য বস গ্রহণের প্রয়োজন মহিগাছে। উদ্দেশ্যের কার্যকারিতার ফলে যে সকল সমস্যা ও হারিয়েছের সৃষ্টি হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহকে সেগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। বিধোচিত উদ্দেশ্য সাধনের অল্প কোনও জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণন করিতে বধেই আয়াল ও অস্থিবিধা ভোগ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য যদিও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ এবং জরুরী জাতীয় সমস্যার সমাধান কুরায়। নিজেদের শক্তি ও অস্থিবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লইয়া বধ্যাশক্তি চেষ্টা করিলে আশ্রয় অস্থিই ঐক্য সাফল্য শক্ত করিতে পারিবে।

সমাজতান্ত্রিক ষাঁচের সমাজ পত্তন—সমাজতান্ত্রিক ষাঁচের, সমাজ পত্তন সংস্কার ও কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গ্রহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে আলোচনাকালে আদর্শটি সযত্নে বধেই মনোযোগ দেওয়া নাও হইতে পারে। কাঙ্ক্ষেই ইহার বধ্যার্থ তাৎপর্য এবং ষ্টিক কি ভাবে ইহা কার্যকরী করা যায় সেই সযত্নে স্পষ্ট ধারণা থাক। প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক ষাঁচের সমাজ পত্তন করিতে হইলে সে প্রথমে সামাজিক পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। আদ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সেই প্রথমে পরিচালিত হওয়া বরকার। (এই পরিবর্তনের মূল কথা হইল বর্তমানে আদ্যের সমাজে বন ও পনের যে প্রাণ্ড তাহা সীমিত করিয়া সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা।)

সমাজতান্ত্রিক ষাঁচের সমাজ পত্তন করিতে হইলে জাতীয় অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ মূল শিল্প, বনিজ, পরিবহন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সরকারী কৃতৃষ্ণের ক্ষেত্র ক্রমবর্ধি বাড়াইতে হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রযাত্রী যে পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করা বাইবে তাহার উপরই সরকারী কৃতৃষ্ণাধীনে উন্নয়নমূলক কোন কোন কাজ কতখানি করা বাইবে তাহা নির্ভর করিবে। সরকার যে পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহার অধিকাংশই সরকারী ও বেলসকারী উভয় প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্যার্থে বিদ্যৎ উৎপাদন পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালন প্রকৃতি মূল শিল্পগুলির উন্নয়নে ব্যয়িত হইবে। আজকাল ভারতে যে পরিমাণ জ্বা প্রস্তুত হয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে তাহার মাত্র সতকরা ৩ ভাগেরও কম উৎপন্ন হয়। আর বহি কৃষি ও অজ্ঞাত যে সকল শিল্পের কোনও অংশই সরকারী কৃতৃষ্ণ কায়েদের সমাধান নাই সেগুলি ব্যয় দেওয়া যায় তবে বিভিন্ন শিল্প (যেমন—বনিজ উত্তোলন, পণ্যজাত উৎপাদন, পরিবহন, বাণিজ্য প্রকৃতি) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনের দ্বার বাড়িয়া ১১ শতাংশ হয়। কাঙ্ক্ষেই জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাহাতে বধ্যাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারে তৎক্ষণত সরকারী কৃতৃষ্ণাধীনে শিল্পসমূহের বিশেষ প্রসার বাধনীয়। জাতীয় উন্নয়নের অল্প সরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান বেশবকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া উচিত। অবশ্য অর্থ লভ্যতার ভাবে বাস্তবে আর্থ-প্রসঙ্গভাবে সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্র প্রসার করা হইবে না। তবে বহুদূর সম্ভব সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়তন বাড়ানিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সম্ভাব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেশবকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রদায়েরও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ পত্তনের জন্ত প্রয়োজন।

ভারতে কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ হইতে ঘোটা জাতীয় ব্যয়ের ৩০ শতাংশ পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ গ্রাম্যকালে সম্ভাব্য পদ্ধতির প্রসার হইবে আবশ্যিক অস্ত্রের প্রদান লক্ষ্য। এই সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয়কা নিশ্চিত নীতি অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে সম্ভাব্য পদ্ধতি বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে পরিমাণে কাজে লাগাইবেন সেই পরিমাণে ইহা সফল হইবে। এই পণ্ডিত এই বিবেচনা যে কাল হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য। কাজেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ পত্তনকল্প হইল পনেরো বৎসরের মধ্যে সমগ্র জাতির ঘোটা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আদামাদি সম্ভাব্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিয়া পরিচালনা করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বহিরা লইতে হইবে। অতীতেও আমরা অনেকবার সম্ভাব্য মুক্তবাজারের আদর্শের কথা বলিয়াছি, কিন্তু এই আদর্শ বাস্তবে প্রচারিত কথিবার জন্ত বিশেষ কিছুই করি নাই।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভিত্তিতে অর্থনীতি গড়িয়া উঠিলে ইহাতে বেশবকারী কর্ম ব্যয়স্বায় সংস্থান আছে—বিশেষতঃ কৃষিকার্যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এবং ঘাষা বাণিজ্যে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যে বেশবকারী সংস্থানসমূহ কাল চালাইলে ঐ গুলিকে গাফীলী নিশ্চিত অভিজ্ঞতাক্ষের আদর্শে পরিচালনা করিতে হইবে। মুনাফা আহার অথবা সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রদান লক্ষ্য হইবে না—সমাজের সেবাই হইবে ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থস্বায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের গঠন ব্যবস্থারও বাহ্যতে পরিবর্তন করা যায় সেইজন্য ভাবেই এইগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং বেশবকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহেও প্রমিত ও পরিচালকদের দ্বারা এমন সম্পূর্ণ গড়িয়া উঠিলে বাহ্যতে প্রমিতপণ প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও স্বাধীনতা দিবার অধিকারী হন এবং ইহাতে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে। আলকাল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যেমন প্রমিত বালিক বিরোধ দেখা দর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহা আর থাকিবে না। বেশবকারী শিল্পক্ষেত্রে পুনর্গঠনের আর একটি বিশেষত্ব হইবে এই যে, প্রত্যেকটি শিল্পে উন্নয়ন পরিবর্তন ও আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান থাকিবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বাৰাও পরিচালক, কারিগর এবং প্রমিতদের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিলে। ইহাও জাতীয় পরিকল্পনার ও জনস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিল্পের সমগ্রাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ, সম্পদ আহরণ, মান নির্ধারণ, উৎপাদন কৃতি, কর্মীদের শিক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে কিছু কিছু পরিকল্পনার কারণেও সাহায্য করিবেন।

বেশবকারী শিল্প কতৃৎসের প্রেরণ: যোগান সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বেশবকারী শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাহাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার স্বাধীনতা পূরকার তাহাদের পাওয়া হওক—এই কথা সত্য। কিন্তু যেনে রাখিতে হইবে এই পূরকার বা মুনাফার দ্বারা সমগ্র দেশের অর্থনীতির জন্ত অস্বাধীন হওয়া চাই এবং এই অর্থনীতির উন্নয়নের জন্ত যে সমাজ বর্ষন ও বন বিভাগের নীতি অনুসরণ করা হইতেছে তাহার সঙ্গে উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থ সঙ্গতির অভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালান্তরে সরকারী শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রের আশঙ্কিত প্রসার হইবে না। তবে সম্ভাব্য শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠন ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিস্তারিত কার্যসূচী নির্ধারণের সময় এই দুইটি বিষয়কে বিশিষ্ট স্থান দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এইজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহ্যতে তাত্ত্বিক উন্নতি সাধন করা যায় তাহার জন্য এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর ইচ্ছানুসরণ পরিবর্তন সাধনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘ ও সৃষ্ট্যানিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে। বাহির হইতে ইহা চাপাইয়া না দিয়া সমস্যার ভিত্তিতে ছোট ছোট দল বহি এই সংঘ ও সৃষ্ট্যানিষ্ঠা আয়োজন করেন তবে ফল আরও ভাল হইবে।

পঞ্চাশকভাবে জুনি আইন সংশোধনের মাধ্যমে প্রথম পরিকল্পনাকালে আরও সম্পদের বৈধম্য দুরীকরণের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। এই বৈধম্য দূর করা এবং মাল্যবাহ্যের পরিশ্রমের ফল ভারসাম্যভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া সামাজিকভাবে ধাঁচের সমাজ শক্তির অপরিহার্য উপায়। কেবল জুনি বা চাকুরিদের দ্বারা বৈধম্য বৈধম্যই নহে, সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হইতেই এমন কি বেসরকারী শিল্প বানিজ্যেও এই বৈধম্য দূর করিতে হইবে। সকল বিধে আয়বাহ্যের অগ্রগতি সমান না হইলেও সামগ্রিক ভিত্তিতে সমাজ গঠনের জন্য সাধারণভাবে এবং অসংহত উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে। পুষ্কায়পুষ্কায় এই কার্যসূচী নির্ধারিত করিতে হইবে। এখন কেবল সাধারণভাবে উদ্বেগজনক বর্ণনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ হইতেছে না। অসামাজিক উপায়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করিলে শুধু যে আত্মীয় সম্পদের অপচয় হয় তাহা নহে—ইহাতে অসংখ্য লোকের মনে অসন্তোষ ও হতাশার ভাব সৃষ্টি করে। কাজেই এইগুলি বন্ধ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আমরা ভাবতে সমাজতান্ত্রিক ধর্মের সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছি এবং সেই সঙ্গে শক্তি ও উৎসাহের বিকেন্দ্রীকরণ এবং অসংখ্য লোক ও গ্রামবাসীদের স্বার্থের অঙ্গুলি বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আয়োজন করিয়াছি। বৃহৎ শিল্প ও অধুনাতন কলা-কৌশলের বিকল্প প্রায় সমস্ত সমাজতন্ত্র শক্তি ও সম্পদের উপর অধিক মনোনিবেশ করিয়াছে এবং সংসার আদান প্রদান ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস করিয়াছে। যদি আমরা গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বঙ্গের বাস্তবে চাই তাহা হইলে এই সব অসুবিধা দূর করিতে হইবে। আর্থিক কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় লোকের কর্মপ্রেরণা—এমন আর্থিক কাঠামো যদি আমরা গঠন করিতে পারি তাহা হইলে আর্থিক ও সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে শুষ্ক সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিব। মাল্যবাহ্যের সহিত মাল্যবাহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই আছে তাহা দেখিয়া আমাদের মধ্যে আর্থিক কাঠামোর বিচার করিতে হইবে।

আর্থিক পটভূমিকা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান প্রধান আর্থিক লক্ষ্য সাধনে যে সাফল্য লাভ করা গিয়াছে তাহাতে আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধিকতর উৎসাহ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। ১৯৫১-৫৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যয়ের পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকার মত হইবে। যদি ব্যাপারে সমগ্র অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। পরিকল্পনা রচনার পূর্বে আমাদের কৃষিজাত শ্রমের উৎপাদনের পরিমাণ বাহা ছিল, ১৯৫০-৫১ সালে তাহা ১ কোটি ১০ লক্ষ টন বাড়িয়াছে। ঐ সালে কার্পাস উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষ গাইটের অধিক

বাড়িগাছে। সেচ-দেখিত জমির পরিমাণ ১০ লক্ষ একর বাড়িবে এবং বৈজ্ঞানিক সজ্জার উৎপাদন ১২ লক্ষ কিলোগ্রাট বাড়িবে। শিল্পভাত্ত্র গ্রন্থের উৎপাদনের হ্রস্বকলংখ্যা ১২৪০ সালের ১০৪ হইতে বাড়িগাছে ১২৪৪ সালে ১১৬ এবং ১২৪৫ সালের ক্ষেত্রস্থিতিতে ১৪৮ হইগাছে। কাশড়, নিমেষ্ট ও চিনির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অস্ত্রাস্ত্র গ্রন্থের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইগাছে। মোটের উপর, বিবিধ ক্রটি সত্ত্বেও পরিবহন ব্যয়স্বার বশেষ্ট উন্নতি হইগাছে।

উন্নতিত সময়ে যেমন অনেক বিষয়ে উন্নতি সম্ভব হইগাছে, তেমনি বেকার সমস্যা বাড়িগাছে। মাত্র কিছুদিন হইল ক্রমিক্রান্ত গ্রন্থের মূল্য হ্রাস পাইগাছে। এ পর্যন্ত বিক্রেত বিষয়ে যে উন্নতি সম্ভব হইগাছে, তাহাতে জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পাইগাছে বলা চলে না। কোন দেশের বস্ত্র পরিমাণ অব্যবহৃত সম্পদ বিশেষভাবে জনবল থাকিতে পারে। কিভাবে সমাজের সজ্জিত অর্থের সম্ব্যবহার হয় এবং উহার সম্পদ কাজে লাগান হয় তাহার উপর উন্নতির সীমা নির্ভর করে। মূলদন বাড়াইতে আমরা কিতপ সন্দর্ভ, তাহার উপর আমাছের আর্থিক উন্নতির অগ্রগতির আশা নির্ভর করে। ১২৪০-৪১ সালে আমাছের মূলদন গঠনের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.২ ভাগ। গড়শড়তা দুই বৎসরে ছিল শতকরা ৬.৭ ভাগ এবং ১২৪৩-৪৪ সালে ছিল শতকরা ১.৮ ভাগ, ১২৪০-৪১ ও ১২৪০-৪৪ সালে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১০—১৩ বাড়িগাছিল। উহার অর্ধেক বৃদ্ধি হইবছিল ক্রমি ব্যাধারে। এই উন্নতি শুধু আমাছের প্রচেষ্টার তত্ত্বই হয় নাই। অগ্রকূল আবহাওয়াও এই উন্নতির অন্ততম কারণ। লোবসংখ্যা বৃদ্ধির সাক সঙ্গে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ চার বৎসরে মাত্র শতকরা ৮ বাড়িগাছিল। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থিক কাঠামোর উপর একটা চাপ পড়ে এবং এইভাবে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৪৫ কোটি ০০ লক্ষ এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে উহা ৪১ কোটি ৬০ লক্ষ হইগা বাড়াইবে।

এখন দেশের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাইবার অগ্ররূপ উন্নয়ন সাধন করিবার মন্ত্র সম্পদ সন্ধানের চেষ্টা করা দরকার। বিত্তীয় পরিকল্পনায় বসড়টিতে টাকা ব্যয়ের ব্যয়স্থা আছে। উহার মধ্যে ৩৪০০ কোটি টাকা সরকারী উত্তোগে ব্যয় হইবে। উন্নয়ন ব্যাধারে চলতি ২০০ কোটি টাকা ব্যয় দরিলে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইবে ৪৩০০ কোটি টাকা। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অযোগ্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বসড় পরিকল্পনার সাধারণ লক্ষ্য অগ্রবোধন করিগাছেন। বসড়ার সরকারী খাতে বিনিয়োগ ও চলতি ব্যয় দরিলে মোট নিম্নলিখিত পরিমাণ ব্যয় দর হইগাছে :-

বৈজ্ঞানিক সজ্জা	...	৪৫০ কোটি টাকা
ক্রমি, সেচ ও গ্রাণ-উন্নয়ন	...	২২০ " "
শিল্প ও খনিজ গ্রন্থ	—	১১০০ " "
পরিবহন ও যোগাযোগ	...	২৫০ " "
নির্মণ, সমাজসেবা	...	৮৫০ " "

বসড় পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তর প্রাথমিক ধরনের লক্ষ্য স্থির করা হইগাছে। ভালভাবে পরীক্ষার ফলে জানা গিগাছে যে, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যয়স্বার মন্ত্র এবং সমাজ-সেবার প্রত্যাশিত ব্যয় বৃদ্ধির মন্ত্র অধিক পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা প্রয়োজন। ইহাতে শিল্প অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাসের সম্ভাবনা রহিগাছে। বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইবে তাহার বিপর হিসাব এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থকত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ও

বিভিন্ন রাজ্য সরকার সরকারীভাবে উন্নয়নের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাৎসরিক ভিত্তির উন্নয়ন পরিষদের সাহায্য ক্রমিষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। এই অর্থ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা সুখোদুখভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে এবং ব্যয়ের লক্ষ্য স্থির করা হইতেছে।

যে লক্ষ্য সাধনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া মনে হইতেছে যে, প্রস্তাবিত কর্মসূচী দ্বারা বৎসরে শতকরা পাঁচেরও কম কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের যে হিসাব করা হইয়াছে তাহা অশেষ। অনেক কম কর্মের সুযোগ ঘটিবে। কার্ঘ্যচৌর পর্যালোচনা করিলে কর্মসংস্থানের কৃতি কল্পটা হইবে তাহা বরা পড়িবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অল্প কি পরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া সম্ভব তাহা সম্প্রতি ভালভাবে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, বর লক্ষ ও স্বল্প, বহিরাগত সাহায্য প্রকৃতি বহির্ভূত প্রস্তাবিত ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় সংকুলান হইবে না, ৮০০ কোটি টাকার মত অভাব পড়িবে। এই বাটতি অতিরিক্ত কর দ্বারা ক্রিয়া পূরণ করা হইবে বলিয়া খলু পরিকল্পনার বলা হইয়াছে। বর্তমানে ট্যাক্স-রাজস্ব ভিত্তির আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। ঐ ৮০০ কোটি টাকা আহারের অল্প আবাদিলকে ট্যাক্স রাজস্ব শতকরা ৭ হইতে বাড়িয়া ৯ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্য পূরণের অল্প ব্যাপকভাবে প্রথম চেষ্টা চালাইতে হইবে। জনসাধারণের সঞ্চয় ধর্মোৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যতীত কোন বৃহৎ আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য বেশকিছু ট্যাক্স বৃদ্ধির ভার বহনের অল্প প্রকৃত থাকিতে হইবে। এই ট্যাক্সের ভার বাহাতে সমভাবে বণ্টন করা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপে ভার বহন বার্ষিক উন্নয়নের অল্প ও পণ্যবস্তুর অল্প প্রয়োজন একথা মনে রাখিতে হইবে। আরও অল্প রাখিতে হইবে যে, বধ্য সময়ে ও বধ্য পরিমাণে চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার ন। করিলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন সম্ভব হইতে পারে না।

৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কর্মসূচী সম্পন্ননের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে নানাপ্রকার ঝুঁকি আছে। আমরা জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ চাই না, কিন্তু এমন অবস্থার আবাদিলকে পরিকল্পনার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ সরকার বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সম্পদ বরাদ্দের অগ্রাধিকার—কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহ এবং রাজ্য সরকারসমূহ বেশকল প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন সেইগুলির মোট ব্যয় ২,০০০ হইতে ২০,০০০ কোটি টাকা হইবে। এইগুলি কমান্বিত অধিকেক কম করিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যে লক্ষ্য কাজ আছে তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনার পিছা শেষ হইবে সেইগুলি ব্যয় সংকুলানের অল্পই আবার সম্পদ প্রথমে নিয়োজিত হইবে। দেও ও বিদ্যুৎ শক্তি উন্নয়ন ব্যবস্থা এইভাবে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সমগ্র দেশে ভিত্তির সম্প্রদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকৃতি আরও অনেকগুলি কার্ঘ্যসূচী আছে যেগুলির অল্প অর্থ ব্যয়ের আয়োজন আগেই হইয়া রহিয়াছে। কৃষি, বাতাসাট উন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকৃতি ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার খরচের হার বেশ বেশী বরা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে এইগুলি ব্যবস্থা যে হারে ব্যয় হইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার এইগুলির অল্প ব্যয়ের হার তাহার চেয়ে বিশেষ বাড়ান হইবে না, পঞ্চাশের

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ, তপশীলী ও উপজাতীয়দের কল্যাণসাধন প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক কাজে এই পণ্ডিত বাহা ব্যয় করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অল্প। এই সকল কাজের অল্প খরচ কত ব্যয় করা যায় তাহার এবং প্রতি পরিকল্পনাকালে যে সকল সমাজসেবামূলক ব্যবস্থা চালু করা হয় সেইগুলি বহুদূর ব্যয়িতব্য অল্প সরকারের রাজস্ব হইতে কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী করা যায় তাহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কল্যাণপ্রভী গণ্ডিতে সরকারের দায় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বেকারী ও রাজ্য সরকারসমূহ যদি তাহাদের নিজ নিজ রাজস্ব না বাড়ান তবে এই দায় দিটনে বার না।

দ্বিতীয় শক্তিবাহিনী পরিকল্পনার শিল্পের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কাজেই ইহার কাঠামো প্রথম পরিকল্পনার কাঠামো হইতে ভিন্ন প্রকারের। শিল্পখাতে যে অর্থ ব্যয়াদ করা হইবে তাহার আঁকবাংগেই তিনটি ইচ্ছাত কারখানা স্থাপন, সরকারী উদ্যোগে কল্যাণ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বৃহৎ বৃহৎ বৈজ্ঞানিক বস্তুপাতিব কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কতকগুলি পরিকল্পনা রূপায়নে ব্যয় করা হইবে। এই সকল পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যাপারে পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হইবে; যে সকল সেতু ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা চালু করা হইতেছে, এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহার ক্ষুদ্র খোলাখোল ব্যবস্থা ও পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষতঃ রেলওয়েসমূহের উপর বেশী চাপ পড়িবে। কাজেই পরিবহন, খোলাখোল এবং রেলওয়ে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধনকল্পে দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়নের অল্প সংগৃহীত সম্পদের অনেকটাই নিয়োজিত করিতে হইবে।

অতঃপর শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন বেশের অর্থনীতিয় সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপায় সেইগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থা, জনকল্যাণ ব্যবস্থা, সেতু ব্যবস্থা প্রভৃতি যেগুলির উন্নতি সাধন অবিলম্বে প্রয়োজন সেইগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা সামগ্রিক বিধান প্রয়োজন। আবার, সমগ্র জাতির খেলার এবং প্রত্যেক রাজ্যের খেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সম্পদ নিয়োজিত হইবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ, সমাজসেবা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে সম্পদ নিয়োজিত হইবে তাহার মধ্যেও সামগ্রিক সাধন করিতে হইবে। উন্নত বেশগুলিতে সমাজসেবা ব্যবস্থাগুলি সম্প্রসারণের কলেই জনসাধারণকে নানা দিবসে সমান সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সমাজতান্ত্রিক দাঁড়ের সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের কাজে শিক্ষা ও শিক্ষণের সুযোগ সুবিধার পশ্চাৎ সম্প্রসারণ প্রবন্ধেই প্রয়োজন। কিন্তু দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এবং উৎপাদন খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়াইতে না পারিলে সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি চালু রাখাও সার হইয়া পড়ে। দেশের বেশকল অল্প এবং বেশকল লোক অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অবস্থা বাহাদের বিশেষ অর্থনৈতিক সমর্থন আছে সেইগুলির উন্নতি বাহাতে দ্রুত হয় তাহার ব্যবস্থাও দ্বিতীয় পরিকল্পনার করিতে হইবে।

কাজেই দ্বিতীয় শক্তিবাহিনী পরিকল্পনা বিশেষভাবে রচনার কাজ অল্প হইলে প্রত্যেক অঞ্চলের প্রয়োজন বৃদ্ধি দ্বিতীয় উন্নয়ন কাজের অগ্রাধিকার দ্বিগুণ করিতে হইবে। কোনও কোনও দেশে এক এক ক্ষেত্র বাহ বিদ্যা অল্প ক্ষেত্রে বৎসরের পর বৎসর উন্নয়ন কাজ চালান হইয়াছে। শিল্পায়নের কাজে দ্রুত অগ্রগতি হওয়ার অল্প কৃষির ও ভোজ্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকে পিছনে ঠেঁলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় ঐক্যিক ও অগ্রগতি নিম্নের উন্নয়নের উপর অল্প অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কিন্তু সবে সবে একদিকে যেমন দীর্ঘ-মেয়াদী, একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজের মধ্যে মোটামুটি

সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যেও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে পরিকল্পনার সার্থক রূপাংগনের ফলে সমগ্র দেশের জনসাধারণেরই আশা বাড়িবে।

আমাদের দেশের মত ব্রহ্মোন্নত দেশে সম্পদের অবিকালেই মৌলিক উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির ক্ষত্র এবং প্রাথমিক কল্যাণ ও সাহায্য ব্যবস্থাপ্তি সম্প্রদায়ের ক্ষত্র নিয়োজিত করিতে হইবে। এইজন্যই কর্মহীনতা ও কর্মহীনতার সমস্যা সমাধানের ক্ষত্র বিশেষভাবে কোনও অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘননা সহজ নহে। দেশের ভোগ্য জব্যের প্রয়োজন বাহ্যতে অনেকাংশে মিটাইতে পারে এইভাবে প্রাথমিক ও ক্ষুদ্রাধীন শিল্পগুলির সম্প্রদায়ণ করিতে হইবে। তাহা হইলে এইসকল শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থানও হইবে। কামেই দ্বিতীয় শক্তিবাদিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক ও ক্ষুদ্রাধীন শিল্পগুলি খুব তৎপরপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে।

নিয়োগ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প—১৯৫১-৫২ সনে ভারতে কর্মসংস্থান লোকের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ। বর্তমানে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কোটি ২০ লক্ষে পড়াইয়াছে। আগামী ১৯৬১-৬২ সনে উহা বাড়িয়া ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমানিত হয়। বর্তমানে বেকারের সংখ্যা স্থিতিশীল নয়। তথাপি বলা চলে যে, অর্থ বেকারের দ্বারা বিশেষ তাহাৎদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ হইবে। তাহাৎদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষাবিক বেকার সমগ্রাঞ্চলে বণন করেন। ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে ভারতের কর্মসংস্থান কেন্দ্রসমূহে মোট ৩ লক্ষ ৪০ হাজার বেকার চাকুরীর ক্ষত্র তাহাৎদের নাম লিখিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে ঐ সকল কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত বেকারদের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ লক্ষ। উহা হইতেই বেকার সমগ্রার ক্রম বৃদ্ধি সম্যকভাবে বুঝা যায়। পরবর্তী পরিকল্পনা সময়ে সমগ্রাঞ্চলে প্রায় ৫০ লক্ষ ও প্রাঞ্চাঞ্চলে প্রায় ৬০ লক্ষ বেকারের চাকুরী হইবে। সমগ্র ও প্রাঞ্চাঞ্চলে, বিশেষতঃ শেখোক্ত স্থানে বেকারগণ ক্রমে ক্রমে অর্থ—বেকারে পরিণত হয়। কৃষি, ক্ষুদ্রাধীন শিল্প ও আভ্যন্তরিন শাণিষো দেশের কর্মসংস্থান বাড়িদের মধ্যে শতকরা ৭০ অনেরও বেশী নিযুক্ত থাকিলেও ঐ সকল ক্ষেত্রেই অর্থ বেকারের সংখ্যা অধিক।

দ্বিতীয় শক্তিবাদিকী পরিকল্পনার বিশেষ বৃত্তিতকী লইয়া কৃষির ও ও হস্ত শিল্পাবির পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে একটি মৌলিক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। ফলে বেসরকারী ক্ষুদ্রাধীন শিল্পে অধিক অর্থ বিনিয়োগ এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও সমাজসেবী কার্যাদিতে অধিকতর ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া, পটিকমিত পক্ষতিতে ভোগ্য জব্যাবির সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষুদ্রাধীনতার আশঙ্কা নাই।

বলড়া পরিকল্পনার অন্তিরিক্ত যে ১ কোটি ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে তাহাবিশগকে নিরূপিত শিল্পসমূহে নিয়োগ করা হইবে :—

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যাদিতে	১৫ লক্ষ লোক
খনি ও কলকারখানা, স্থাপনে	১৭ লক্ষ লোক
গৃহ নির্মাণ কার্যাদিতে	৩০ লক্ষ লোক
যোগাযোগ, বেলওয়ে, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে	৪ লক্ষ লোক
পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেল দ্যতীত ক্ষত্রাধীন বণন	২০ লক্ষ লোক
চলচল ব্যবস্থা	২৫ লক্ষ লোক
পেনা ও চাকুরীতে	

মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক

[অবশিষ্টাংশ ৪১৮ পৃষ্ঠার ত্রৈবর্ষ]

শতাব্দীর পটভূমিকায় ভারতের যৌথ প্রতিষ্ঠান

ভারতের যৌথ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বেশ দিনের নহে। শতাব্দীর ইতিহাসের মধ্যেই ইহার অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহার অবসানের ইঙ্গিতও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোম্পানি আইন পরিচালনা বিভাগ যৌথ প্রতিষ্ঠানের এক শতাব্দীর যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, গত ৭৪ বৎসরে তাহাতে যৌথ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৮৮২ সালের তুলনায় ৪০ গুণ এবং আর্থারীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬০ গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৪০ সালে এক আইন বলে ভারতে যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রবেশন হয় এবং ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করা হয়।

১৮৮২-১৯০০ সাল পর্যন্ত বাড়ি, জমিদার, কাপড়ের কল, পাটের কল, চা, কয়লা প্রভৃতি ব্যাপারে যৌথ প্রতিষ্ঠানের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২০ সালে এসে পিছুমুগ সম্বন্ধ হইলে এবং তৎপরে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ প্রতিষ্ঠানের শিরসঃক্রান্ত কাজকর্ম অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৯০৬ সালে কোম্পানি আইন পর্যালোচনা করা হয় এবং শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করা হয়। কিছু সংশোধিত আইন কার্যকরী হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় মহালয়ার সংঘটিত হয় এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প শতাব্দীর কাজকর্ম প্রসারের ফলে নতুন নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যা দেখা দেয়। তাহার প্রভাব যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর আলিয়া পড়ে। ১৯০৯-১১ সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া ৩,৭৪৬ হয় এবং আর্থারীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এই সময় শিল্প ও বাণিজ্যে কতকগুলি অব্যাহতি দীর্ঘতী দেখা দেয়। এই সব দুর্নীতি ১৯০৬ সালের সংশোধিত কোম্পানি আইনের দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধান অমুমোদন করা হয়। আর্থিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। শিল্প-বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি লক্ষ্য করিয়া কোম্পানি আইন সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সাম্প্রতিক লোকসভার একটি বিল পাশ হইয়াছে।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকাবস্থা—বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে ১০৪০টি যৌথ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেগুলির আর্থারীকৃত মূলধন ছিল ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৮৮২ সালে ও ১৮৯২ সালে কোম্পানির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৫ ও ২৪০ এবং কোম্পানিগুলির আর্থারীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

১৮৯০-১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১৪০টি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইত এবং ৬১টি প্রতিষ্ঠান ফেউলিয়া হইত। প্রধানতঃ বালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কোম্পানির সংখ্যা ছিল বেশি এবং এই সব প্রদেশের মূলধনের পরিমাণ ছিল শতকরা যথাক্রমে ৪৩.২, ৪২.৩ ও ৭.৫।

১৯০০-১৯৪৯ সালের যৌথ প্রতিষ্ঠান—১৯০০-১৯১০ সালের মধ্যে এতদেখে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া ২২১৬ এবং আর্থারীকৃত মূলধন বাড়িয়া ৬১ কোটি টাকা হয়। ১৯১০-১৪ সালে যৌথ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া ২৭৪৪ এবং মূলধনের পরিমাণ হয় ৭৭ কোটি টাকা। যৌথ প্রতিষ্ঠান ও মূলধন বৃদ্ধির অত্যন্ত প্রবল কারণ ১৯১৭-১৮ সালের অসহযোগ আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের ফলে ভারতজাত ব্রাহ্মণ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় ভারত সরকারও রাজস্বের প্রয়োজনে ব্রাহ্মণী জন্মের নীতি পরিবর্তন করেন। ১৯১৪-১৮ সালের মহামুছ ও এতদেখে যৌথ

প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পথে সহায়তা করে। মূলতঃ বিদেশী মূলধনী মাল এদেশে আনিতে থাকায় এবং নিত্যা প্রয়োজনীয় ত্র্যেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯১৮-২২ সালে শিল্প সাংক্রান্ত কাজকর্ম বাড়়ে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় ৪১৮২ এবং মূলধন হয় ২৩১ কোটি টাকা। ১৯১৮ সালে কোম্পানি এবং মূলধন ছিল ২২ কোটি টাকা। ১৯০২ সালে মূলধন হয় ২৮৩ কোটি টাকা। ১৯০৭ সালে ভারত হইতে ব্রহ্ম পুথক হইয়া গেলে যৌথ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭৮ এবং মূলধনের পরিমাণ ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। ১৯০২ সালে এদেশে যৌথ প্রতিষ্ঠান ছিল ১১,১১৪ এবং সেগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৪২০ কোটি টাকা। ১৯০২ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানির সংখ্যা বেতাবে বাড়়ে, আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ সেভাবে বাড়়ে নাই।

অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি—বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯০৯ হইতে ১৯১৪ সালে) কোম্পানির সংখ্যা বাড়িয়া ১৪,৮৪২ এবং আদায়ীকৃত মূলধন ৬৮৯ কোটি টাকা হয়। ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে কোম্পানির সংখ্যা যথাক্রমে ২০৮৪ ও ৪১১০ বাড়়ে এবং মূলধন ৩৪ কোটি ও ৪৬ কোটি টাকা বাড়়ে। দেশ বিভাগের ফলে কোম্পানীর সংখ্যা ২ হাজার ও মূলধনের পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯১৮ সালে কোম্পানি ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ২২,৬৭৪ ও ৪৭০ কোটি টাকা হয়। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ৪ বৎসরে কোম্পানির সংখ্যা ৭ হাজার বাড়িয়াছে এবং আদায়ীকৃত মূলধন ৪১৩ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।

নূতন কোম্পানি রেকর্ডেশন ও কার্যবার বন্ধ—১৯০০-১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে মঞ্জুরীকৃত ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মূলধনের ১৭৭টি নূতন কোম্পানি নাম রেজিষ্ট্রী করে এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধনের ৮০টি কার্যবার হেউলিয়া হয়। প্রথম মহাসময়ের পূর্ববর্তী ৫ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীকৃত মূলধনের ২৮৭ কোম্পানি নাম রেজিষ্ট্রী করে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধনের ১৪০টি কার্যবার হেউলিয়া হয়। ১৯১৫-১৯ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে ১০২টি কোম্পানি সরকারী তালিকাভুক্ত হয় এবং ১৮০টি কার্যবার হেউলিয়া হয়। ১৯৪০-৪৪ সালে ১৯২টি কোম্পানি মঞ্জুর করা হয় এবং ৬৬২টি কার্যবার হেউলিয়া হয়। গত ৮ বৎসরে গড়ে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধনের নূতন কোম্পানির নাম রেজিষ্ট্রী করা হয়। কার্যবার বন্ধ, হেউলিয়া হওয়া এবং বাতিল হওয়ার ফলে ২ কোটি টাকা নষ্ট হয়।

প্রধান শিল্পসমূহের গতি—গত ৪০ বৎসরে এদেশের শিল্প সাংক্রান্ত কাজকর্ম অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। প্রথম মহাসময়ের পূর্বে ভারতকে বস্ত্র ও অজ্ঞাত নিত্য প্রয়োজনীয় ত্র্যেবার অল্প বিশেষের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু পরে ভারতের নিত্য প্রয়োজনীয় অবিকার্য ত্র্য এদেশেই প্রস্তুত হইতে থাকে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে বস্ত্র, চিনি, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি এদেশেই অবিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ফলে ভারতের যে সব কাঁচামাল বিশেষে রপ্তানি হইত তাহার অবিকাংগেই এদেশে লভ্যব্যহার করা হয়। এদেশে খাদিজা ও শিল্প বৃদ্ধির অগ্রতম কারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি। ১৯০৬ সালে বিজার্ত ব্যাক হুটির পরে এদেশের ব্যক্তি ব্যয়লাভের উন্নতি ঘটে। বিতীয় মহাসময়ের ফলে ভারতে শিল্পোন্নতির অধিগা হয়। এই সময়ে হাইড্রোজেনসেটেড অয়েল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বেনিন ইলস, মৌলিক রাসায়নিক ত্র্য, প্রাণিক প্রভৃতি শিল্পের পত্তন হয়।

বিল্লোষণ—বিতীয় মহাসময়ের স্ত্রণান্ত পর্যন্ত ব্যাক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়াছিল।

১৯০০ সালে এসেছে যৌগ ব্যাক্ত ছিল ৪০৭টি, ১৯০২ সালে উহা হয় ২০৭৭টি, ১৯০০ সালে যৌগ বীমা কোম্পানি ছিল ৭৩টি, ১৯০১ সালে উহা হয় ১৮৮টি। কিন্তু ১৯০২ সালের পর হইতে যৌগ ব্যাক্ত ও বীমা কোম্পানির সংখ্যা কমিতে থাকে। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালের মধ্যে ব্যাক্তের সংখ্যা ৩০০ ও বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪ কমিয়াছে। গত ৭৪ বৎসরে বীমা কোম্পানির আর্থনৈতিক মূলধন বাড়িয়াছে, কিন্তু ব্যাক্তের মূলধনের পরিমাণ কমিয়াছে। ১৯৩৯ ও ১৯৪৮ সালের মধ্যে কাপড়, পাট, পলশ, খেস-ম. চা, কফি, চিনি প্রভৃতি শিল্পের সংখ্যা ও আর্থনৈতিক মূলধন বাড়িয়াছে। তাছাড়া মুদ্রা, প্রকাশনা, সামাজিক ক্রয়, কাচ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মূলধন বাড়িয়াছে।

সাম্প্রতিক গতি—সরকারী প্রচেষ্টা—১৯২২-৪৫ সালে ১ কোটি টাকা ও তদনিক পরিমাণ মূলধনিত মূলধনের ৩০টি নতুন কোম্পানি তৈরী হইয়াছে। ঐ সময়ে যে সব কোম্পানি রেজিষ্ট্রি হইয়াছে সেগুলির সতকরা ১০ ভাগের মূলধন এক লক্ষ হইতে লাঞ্ লাঞ্ মতো। প্রথম কোম্পানির মধ্যে তহিয়াতে নিচী সাব কারখানা, হিন্দুস্থান কাহাজ মির্জা কারখানা, বার্মিংহাম শেপমাগার, হিন্দুস্থান ঘোষিন টুঙ্গ, গুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স ও হিন্দুস্থান ইম্পাত কারখানা। এই কোম্পানিগুলিকে ১০ কোটি বা তদনিক পরিমাণ টাকা মূলধন যত্ন করা হইয়াছে। বার্মিংহাম শেপমাগার ও গুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ছাড়া অষ্টাশ কোম্পানি সরকারী প্রচেষ্টা। অষ্টাশ কম মূলধনের সরকারী কোম্পানির মধ্যে তহিয়াছে হিন্দুস্থান কেমল, হিন্দুস্থান এটিয়াটোম, হিন্দুস্থান ইনস্ট্রুমেন্টাইড, জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন করপোরেশন, জাতীয় শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন। গত জাহাজের মাসে ২৪ কোটি টাকা মূলধনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস ট্রাস্ট ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন গঠিত হয়। গত ৪ বৎসরের নতুন কোম্পানির মধ্যে প্রায় ২ কোম্পানিগুলির মূলধন সতকরা ১০ ভাগ। ইহার মধ্যে সরকারের শেয়ার সতকরা ১০ ভাগ। সুতরাং সমস্ত যে সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ১০০টি ১৯৪২-৪৫ সালে কারবার বন্ধ করে।

লাভের গতি—১৯২২-৩২ সালে চিনি ছাড়া অষ্টাশ শিল্প বিপর্যস্ত হয়। চা ও পাট শিল্পের লাভ অত্যন্ত কমিয়া যায়। ১৯৩৮ সালের মধ্যে চা শিল্পের অবস্থা উন্নত হয়। যুদ্ধের সময়েও পাট শিল্পের অবস্থা তেমন লাভজনক ছিল না। করলা ও কাগজ শিল্পের অবস্থা ততটা বাতাপ ছিল না। ১৯২৯ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিপর্যস্ত হইয়াছিল। পরে উহা উন্নত হয়। ১৯৪০-৪৪ সালে কাপড়, পাট, চিনি, কাগজ ও সিমেন্ট শিল্পে প্রচুর লাভ হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ১৯৩১ সালে এবং চা শিল্পে ১৯২২ সালে প্রচুর লাভ হয়।

১৯৪৭ ও ১৯৪১ সালে বর, করলা, কাগজ, সিমেন্ট এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে মন্দা চলিতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পাট শিল্পে লাভ হইতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্তী দুই বৎসর চা শিল্পে যুদ্ধের সময়ের মত চড়া লাভ হয়। উহা ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে কম। ১৯৫০ সালে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধিকালীন লাভের চেয়েও বেশী। ১৯৫২ সালে চা শিল্পে ক্ষতি হইতে থাকে। ১৯৪৮-৫৩ সালে কাগজ শিল্পে বেশ লাভ হইতে থাকে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সিমেন্ট শিল্প লাভজনক ছিল না। ১৯৪০ সালে করলা শিল্পে সব চেয়ে বেশী লাভ হইয়াছে। অষ্টাশ বৎসরে (১৯২২ সাল ছাড়া) এই শিল্পে তেমন লাভ হয় নাই। ১৯৪৩-৫১ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৪১ সালে বস্ত্র শিল্পের অবস্থা ভালই ছিল।

ভারতে ব্যবসায় চালায়কারী বিদেশী কোম্পানি—১৯১০ সালে ভারতে ব্যবসায়

চালানকারী বিদেশী কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৭৭২ এবং সেগুলির আত্মস্বীকৃত মূলধন ও ডিবেকার ছিল ৩৮২ কোটি টাকা। ১৯২১ সালে ঐকম বিদেশী কোম্পানির সংখ্যা হয় ৩৭৮ এবং আত্মস্বীকৃত মূলধন ও ডিবেকারের পরিমাণ হয় ২০৭ কোটি টাকা। ১৯৩২ সালে বিদেশী কোম্পানির সংখ্যা ৮৭০ এবং আত্মস্বীকৃত মূলধন ও ডিবেকার ১১৩৮ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে ১১শে মার্চ ঐ সংখ্যা ছিল ৮২২ এবং ১৯৩৭ কোটি টাকা। বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে ৭৭টি ব্যুটেনেচ, ২২টি পাকিস্তানের, ২টি হংকং-এর, ৮টি অস্ট্রেলিয়ার, ৭টি নিউজিল্যান্ডের, কানাডা, সিংহল ও শিলাপুরের ৪টি করিয়া কোম্পানি এদেশে কারবার চালাইত। তাহা ছাড়া, আমেরিকার ৭৭টি, জাপানের ১৮টি, নেদারল্যান্ডের ১৪টি, ফ্রান্সের ১০টি, সুইসারল্যান্ডের ১১টি ও ব্রজের ২টি কোম্পানিও ভারতের ঐ সময়ে কারবারে লিপ্ত ছিল।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনের অগ্রগতি

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পরে গত সাত বৎসরে ভারতের শিল্প কারখানাসমূহকে মোট ১৫ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছে। আলোচ্য কর বৎসরে ঐকম ৮৩টি শিল্প কারখানার ঋণের লক্ষ আবেদন করিয়াছিল। ঐ সময়ে ৭৮টি পূর্বাভাস শিল্প কারখানা ও বহুপাতি পরিবর্তন আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনের নিকটে ঋণের অন্ত্র আবেদন করে। উদাহরণকে মোট ১২ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। সাত বৎসর পূর্বে উক্ত কর্পোরেশন গঠিত হয়। সম্প্রতি উহার শপথ বার্ষিকী কার্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কর্পোরেশন ৭৫ পর্বত মোট ১২৫টি শিল্প কারখানাকে ২৮ কোটি ৪০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। উহার মধ্যে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হইয়াছে।

উক্ত বার্ষিকী কার্য বিবরণী চাইতে জানা যায় যে, ১৯৫৫ সনের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত এক বৎসরে কর্পোরেশন মোট ৭,০৪,০০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। উহার মধ্যে কাপড়ের কল, লিফট, কীচ ও মৃত্তিকা, নৌহ ও ইম্পাত এবং কাগজ শিল্প বস্তুক্রমে ১,০৪,৫০,০০০ টাকা, ৮০,০০০০ টাকা, ১০,৫০,০০০ টাকা, ১১,০০,০০০ টাকা এবং ১,০৭,৫০,০০০ টাকা ঋণ পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ৪৬টি শিল্প কারখানার নিকট হইতে মোট ১১,২৭,০০০০ টাকা ঋণের লক্ষ আবেদনপত্র পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭,০৪,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ের শেষে যাত্রা ৭টি শিল্প কারখানার মোট ২,০৭,০০,০০০ টাকা ঋণের আবেদনপত্র বিবেচনাধীন ছিল।

স্টেট ফাইনান্স কর্পোরেশন—আলোচ্য বৎসরে আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্য ভারতে স্টেট ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়। এ'লকল স্টেট ফাইনান্স কর্পোরেশনকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দান করে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ফাইনান্স কর্পোরেশনসমূহের কার্য-পরিধি সীমাবদ্ধিত করা হইয়াছে। বিব হইয়াছে যে, অনধিক ১০ লক্ষ টাকা অথবা স্টেট ফাইনান্স কর্পোরেশনের আত্মস্বীকৃত মূলধনের শতকরা ১০ ভাগের মধ্যে নিম্নতম পরিমাণের ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট স্টেট ফাইনান্স কর্পোরেশনের

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কার্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে, দক্ষীণাত্মক অংশের মুদ্রা বাবদ এ পর্যন্ত ২ কোটি = লক্ষাদিক টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিলিকৃত ১০ কোটি টাকা মধ্যেও ১,০০,০০,০০০ টাকা ফেরৎ পাওয়া গিয়াছে।

সোমপুর গ্রাম ওয়ার্কস—১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন সোমপুর গ্রাম ওয়ার্কসের কার্যভার গ্রহণে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে অগোপে উক্ত কারখানার বিক্রয় অথবা বিলিগ্ৰাহতার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কারখানাটি একটি ভারতীয় যৌথ প্রতিষ্ঠানের নিকটে ৬২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। কচ শিল্পে নিযুক্ত একটি বিখ্যাত মাল্যাবী প্রতিষ্ঠান উক্ত যৌথ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিষাছেন।

— — —

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা

অধ্যাপক শ্রীযতেন্দ্রনাথ ভূঞা

ভারতের শিল্পোন্নতির ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগাই শিল্পোন্নতির পথপ্রদর্শক। তাহারা ছিল সুনো ব্যবসায়ী। অল্পমত বিরাট এই দেশ। জনবহুল বাজার, প্রকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ, লক্ষাধিক তাহাণের বৃষ্টি এড়ায় নাই। শিল্প যোজনায় প্রারম্ভিক হাতিয় তাই তাহারা কন্ডে তুলিয়াছিল। পথিকৃত বলিয়াই তাহারা প্রচুর লাভ করিল এবং তাহাদের কর্যোভ্য বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইল। পাটশিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারা কয়লায় বসিতে হাত দিল; কেননা পাটশিল্প করণের একটি বড় বাজার। আবার তাহাজী কোম্পানীতে ও তাহারা হাত দিল, কেন না ঐকটা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চলাচলের সুবিধা হইবে। বহুপাতি তৈরীর জন্য ছোটখাট ইন্ডিনিয়ামিং কারখানাও স্থাপন করিল। এইভাবে সব একপূর্ণ শিল্পশ্রমিতে তাহারা হাত দিল। ইহাই বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা প্রারম্ভিক ইতিহাস।

ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি সাধারণতঃ নিজ পরিবারের মৌলজনের লইয়া আশীর্বাদী প্রণয় গঠন করা হইত। বিবশে থাকার অসুবিধার জন্য ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু বাহিরের লোক লইয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হইল। যে সব সহকারী কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিত তাহাদিগকেই আশীর্বাদ করা হইত।

তখন ভারতে না ছিল মূলধন, না ছিল মূলধন নিয়োগ করার উপযুক্ত লোক। তাই ইহারাশি শিল্পের গঠন করিত। ব্যবসায় কিছুটা চালাই হইলে মূলধন যোগাড় করা সহজ হইত। তখন ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি তাহাদের স্বয়ং বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিয়া লইত; কিন্তু কোম্পানীতে যাহাতে তাহাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব বলায় থাকে সে দিকে তাহাদের বৃষ্টি আগ্রহ ছিল। কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া তাহারা পরিচালনার হাতিয় গ্রহণ করিত।

বাংলা এবং উত্তর ভারতে এইভাবে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা প্রচলিত হয়। এখানেও কুলার ব্যাপারীরা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করে। বিশেষতঃ আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ইহারা প্রচুর টাকা উপায় করে। সেই টাকাই পশ্চিম ভারতে কাপড়ের বস্ত্রগুলির মূলধন। কিন্তু শিল্পের প্রারম্ভিক হাতিয় বহন করার লোকের অভাবযেহেতু এখানেও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা প্রচলিত

হয়। পরে এই প্রথা আকস্মিকভাবে প্রচলিত হয়। এইভাবে ভারতের সর্বত্র ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা প্রচলিত হইল। ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অস্থিতি এই প্রণালী উদ্ভবের কারণ এবং ইহা ভারতের শিল্পায়নায় একটি বৈশিষ্ট্য।

মুগের প্রয়োজনে এজেন্সী প্রথা উদ্ভূত হইয়া মুগ-প্রয়োজন মিটাইবার্থে। ভারতে সম্পন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণী অপ্রাকৃত। ব্যাক ব্যবসায়ও অপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অল্পসংখ্য ব্যবসায়ী আত্মসম্মান, স্বত্বাধিকারের সহযোগিতার শিরোধার্য করে। সেইজন্যই তাহার জমি কেনা, বাড়ী তৈরী করা এবং যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা অল্প মূলধন লাগায়। তাহার ফলে সব শিল্পই প্রয়োজনের তুলনায় অল্প মূলধন লইয়া আরম্ভ করা হয় এবং প্রয়োজন মত এজেন্টরা টাকা যোগায়। ইহাতে এজেন্টের বিশেষ সুবিধা হইত কারণ তাহাদের সব মূলধন আটক পড়ে না। কিন্তু শিল্পোন্নতির বিকল্পি এই নীতি পূর্ব ক্ষতিকর। ব্যাক ব্যবস্থা কিছুটা অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্ত্বেও এই অর্থনীতি ঘূর্ণন হইল না। ১৯২০ সালের আইন অনুসারে দুইজন লোক বণ পরিশোধের দায়িত্ব না লইলে ইন্সিদিয়াল ব্যাক কোন কোম্পানীকে দাখিল হইত না। অজ্ঞাত ব্যাকগুলিও এই বিষয়ে ইন্সিদিয়াল ব্যাকের পরামর্শ কল্পসরণ করে। অতএব ব্যাক ইহা কোম্পানীগুলি এজেন্টের সহযোগিতা হয়। অল্প এজেন্ট ব্যাকগুলিকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কেন না এজেন্টরা তাহাদের কোম্পানীকে তের টাকা, প্রয়োজন হইলে এক কোম্পানীর টাকা অত্র কোম্পানীতে খাটায়। অতঃপর কোন একটি কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা কি রকম ইহা জানা ব্যাকের পক্ষেই কষ্টকর। অতএব কোম্পানীর চেয়ে এজেন্টের অবস্থার উপরই তাহাদের আস্থা স্থাপন করা হাজা উপায় ছিল না। তাই ব্যাক হারনের পরিমাণও কালে সম্পূর্ণ এজেন্টের সক্তির উপর নির্ভর করিত।

ব্যাকের নিকট যার আহারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হাজাও এজেন্টরা নানানভাবে কোম্পানীকে আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকিত। তাহারা কোম্পানীর সবচেয়ে বড় অংশীদার হিসাবে অনেক টাকার শেয়ার কেনে, তাহা হাজা ডিভিডেন্ডে পেনে, প্রয়োজন হইলে নগদ টাকা দান করে। যোষাই, আকস্মিকভাবে অকালে সাধারণ শেয়ার কোম্পানীতে অনেক টাকা গচ্ছিত রাখে। মধ্যম বাজারে এজেন্টরা কোম্পানীগুলিকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিল। বাজার খারাপ হইয়া ব্যাকগুলি যখন হাত শুটাইয়া গেল, তখন এজেন্টরা তাহাদের সর্বস্ব পণ করিয়া কোম্পানীগুলিকে বাঁচাইয়াছিল। পি, এস, লোকনাথন তাই মন্তব্য করিয়াছেন যে এই বিকল্পি মধ্য-বাক্যে এজেন্টরা আর্থিক সমস্যাকুলি ইংল্যান্ডের তুলনায় ভারতে কলিভাবে সমাধান করিয়াছিল।

একই ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে অনেকগুলি কোম্পানী থাকে—তাহাদের কোনটী চা, কোনটী কাপড়, কোনটী কল্যা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাকে ঠিক horizontal combinationও নয় আবার vertical combinationও নয়। এজেন্টের অধীনস্থ কোম্পানীগুলির পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক লেনদেন ব্যবস্থা বরং থাকে বলিয়া ইহাকে horizontal combination বলা যায় না। আবার পাটের কারখানার নিকট সুবিধার জন্য কয়লায় বসিত হাত ধোনা; অতঃপর ইহাদের vertical combination বলা চলে না। ইহা একটা অভিন্নব শিল্প ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার তলে পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয়। ম্যানেজিং এজেন্টের কেন্দ্রীয় অফিসে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম মত এক একটা পৃথক বিংশ পাকে। আবার একোক্ত বিভাগের ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি বিভাগ আছে। যন্ত্রপাতি ও কেন্দ্রীয় অফিসের ক্রয়বিভাগ কেনে এবং প্রয়োজনমত কোম্পানীতে বন্টন করিয়া দেয়। উপর লক্ষ্য আয়ের সমুদ্র ব্যবস্থার ও কেন্দ্রীয় অফিস করে। এইভাবে কোম্পানীগুলির অফিস খরচ

অনেক কমিয়া যায়। তদুপাধি নয় এজেন্ট এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোককে বেশী বেতন দিয়া নিয়োগ করে। কিন্তু কোন এজেন্ট কোম্পানীর পক্ষে এত বেশী বেতন দিয়া অভিজ্ঞ ও বক্ষ লোক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রকার ফলে বৃহৎকারজন উৎপাদনের না হউক, কেন্দ্রীভূত পরিচালনার অনেক সুবিধা হয়।

এজেন্টরা তাহাদের অন্বীনস্থ কোম্পানীগুলিকে সমান বক্ষতার সহিত পরিচালনা করা এবং সমান লভ্যাংশে বেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়া যায় না। কোম্পানীগুলির উৎপাদনের হার অবস্থান ইত্যাদি নানাবিধ কারণে একই এজেন্টের অন্বীন। সব কোম্পানীতে সমান হারে লাভ হয় না। কিন্তু তবু একই এজেন্টের অন্বীনস্থ শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। এইভাবে শিল্প ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রায় হইয়াছে এবং ভারতীয় শিল্প কয়েকটা দেশে ও বিদেশের করলতগত হইয়াছে।

আর্থিক নির্ভরশীলতার বক্ষণ ম্যানেজিং এজেন্টরা কোম্পানীর উপর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। এজেন্টের সহিত কোম্পানীর যে চুক্তি হয় সেগুলি এই ক্ষমতার নিদর্শন। এই সব চুক্তি সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী অথবা চুক্তিতে এমন সব শর্ত থাকে যে ম্যানেজিং এজেন্টদের দূর করা শক্ত—বহিঃ পূর্ণ কর্তৃক বস্তার বাধার সত্ত্বেও। ১) ভাগ শেয়ার কেনা প্রয়োজন; বস্ত্য: শতকরা ২৫ অথবা ৩০ ভাগ শেয়ার হাতে থাকিলেই কর্তৃক বস্তার বাধা সম্ভব। ডাইরেক্টর বোর্ডের সভ্যরা আর লম্বই ম্যানেজিং এজেন্টের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কোম্পানীর সঙ্গে এজেন্টের যে চুক্তি বস্ত্য তাহা নিম্নের সঙ্গে চুক্তি। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এই সব চুক্তিতে কোম্পানীর স্বার্থ বিন দিয়া, এজেন্টের স্বার্থ রক্ষা করা হয়।

চুক্তি অনুসারে এজেন্টরা তাহাদের কেন্দ্রীয় অফিসের ব্যয়ের সত্ত্বে কিছু টাকা গ্রহণ করে। বিতরণতঃ কোম্পানীর অথবা বাহাই হউক না কেন এজেন্টের সর্জনীয় কমিশনের হার বাধা থাকে। তদুপাধি তাহারা উৎপাদনের উপর ১% বিক্রয়ের উপর ১% লাভের উপর একটা কমিশন পায়। কেন্দ্রীয় অফিসের সত্ত্বেও টাকা এজেন্টরা গ্রহণ করেন, সেই পরিমাণ কোম্পানীর দেখা করেন কি না তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সম্বোধের বিষয়। এজেন্টরা যে পরিমাণ চুক্তি নেন তাহাতে তাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট সর্জনীয় কমিশন দেওয়া হয়ত চুক্তিযুক্ত। কিন্তু সর্জনীয় কমিশন বাধা থাকে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনার গাফিলতি দেখা দেয়। উৎপাদনের উপর কমিশন দেওয়া হইলে এজেন্টরা পণ্য প্রবাহের উৎকর্ষের হিকে নজর না দিয়া পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করেন। বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কমিশন দেওয়ার অসুবিধা এই যে বাজারের অথবা না কিয়াল মাল ছাড়া হয়। ইহাতে এজেন্টরা কমিশন পাইলেও কোম্পানীর ক্ষতি হয়। তাই Textile Tariff Board-এর দ্বারা লাভের উপর কমিশন দেওয়ার প্রথাই সর্জোৎকৃষ্ট। কিন্তু এখানেও লাভের হিসাব লইয়া অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বস্ত্যতির ক্রয় ক্ষতি, বীমা, রিভার্স ফণ্ড, ডিবেক্টারের স্ত্রু একত্বিত ঘোট আর হইতে বাধ না দিয়াই লাভের হিসাব করা হয়। অনেকের মতে এতদূর হিসাব একপক্ষে ভাল, কেন না এজেন্টের ইহাতে ক্ষয়ক্ষতি বাধ টাকা কম করিয়া থবার কোন হেতু থাকে না। কিন্তু এইভাবে হিসাব করার ফলে আশাতত্ত্বীকৃত লাভের পরিমাণ বেশি হয় এবং এজেন্টরা প্রকৃত লাভের তুলনায় অনেক বেশি টাকা পায়।

এজেন্টদের হাতে কোম্পানীর অনেক শেয়ার থাকে এবং তাহারাও লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। সুতরাং আশাতত্ত্বীকৃত এজেন্টদের ও শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টির কোন কারণ নাই।

কিন্তু শেয়ার হোল্ডাররা শুধু লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। এজেন্টদের আয়ের উৎস শুধু লভ্যাংশ নহে। লভ্যাংশ ছাড়াও উপরোক্ত নানাভাবে তাহারা কোম্পানীর নিকট কমিশন পাইয়া থাকে। লভ্যাংশ তাহাদের কাছে গৌণ। অতএব এজেন্ট ও শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। একই সঙ্গে বয়সপাতি ও কাঁচামাল কিনিলে অনেক টাকা বাচে বটে, কিন্তু সে টাকা এজেন্টরাই লয়— কোম্পানী কিছু পায় না। ম্যানেজিং এজেন্টরাই উপর পণ্য বিক্রয়ের এজেন্ট হিسابে কাজ করিয়া মোটা টাকা লাভ করে। সুতরাং কেন্দ্রীভূত পরিচালনার সব সুবিধা হইতে কোম্পানীগণি বঞ্চিত হয়।

এজেন্টের অধীনস্থ কোম্পানীগণির পৃথক লেন-দেন ব্যবস্থা থাকিলেও এজেন্টের কাজের ফলে কোম্পানীগণির আর্থিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ এক কোম্পানীর উদ্ভূত টাকা অল্প কোম্পানীকে বর দেওয়াই যার বেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর পরিবর্তন অথবা পরিবর্তনের অল্প টাকা উপযুক্ত সময়ের অনেক পূর্বেই যার করা হয় এবং সেই টাকা অল্প কোম্পানীতে অথবা এজেন্টের ব্যবসারে খাটান হয়। তৃতীয়তঃ এক কোম্পানীর উদ্ভূত টাকা দীর্ঘ দিনের অল্প অল্প কোম্পানীতে খাটান হয়। কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষুর না করিয়া যার ফলে অল্প আশঙ্কিত কিছু থাকে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে সব দুর্বল কোম্পানীগণিকে যার বেওয়া হয় তাহারা ফল পড়ে এবং অপর কোম্পানীর টাকা লোকসান যায়। এমনও দেখা গিয়াছে যে এজেন্টরা কোম্পানীর টাকা লইয়া শেয়ার বাজারে কটকট নামে।

১৯১০ সালের কোম্পানী আইন অমূল্যে অল্প প্রকার এই ফ্রটলসহ দূর করা সম্ভব ছিল না। তাই ১৯৩৯ সালে কোম্পানী-আইন পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত এই আইন অমূল্যে কোন এজেন্টকে ২০ বৎসরের বেশি নিয়োগ করা চলিত না, অল্প সেই এজেন্টকে পুননিয়োগ করার বাধ্য ছিল না। এজেন্টবিগড়ে নীট লাভের একটা নির্দিষ্ট অংশ বেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এক কোম্পানীর টাকা অল্প কোম্পানীকে বেওয়া নিষিদ্ধ হইল। ডাইরেক্টর বোর্ডে এজেন্টের নির্ধারিত সভ্যের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ করা হইল।

কিন্তু এজেন্সী প্রণয় সব বোঝ দূর হইল না। অক্টোবরদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এজেন্টরা তাহাদের এজেন্সী চড়া দামে বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহার ফলে শিল্প পরিচালনার প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা কমিয়া গেল এবং মূলধন সৃষ্টি বাধা পাইল। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে ঐক্য ঙ্গার সভাপতিত্বে একটা কোম্পানী আইন কমিটি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অল্প ক্ষুদ্র এত অধনতির পথে যার যে ১৯৫১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আইন করিয়া এজেন্সী ক্রম বিক্রয় বন্ধ করা হয়। ১৯৫০ সালে ডাবা কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন। প্রথমেতঃ ডাবা কমিটির সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্লিয়ার্মেন্টে কোম্পানী বিল উপস্থিত করা হয়। অর্ডেট দিলেট কমিটি এই বিলটি আলোচনা করিয়া ১৯৫২ সালের মে মাসে রিপোর্ট দাখিল করেন। পার্লিয়ার্মেন্টের আগস্ট-সেপ্টেম্বর অধিবেশনে বিলটি আলোচিত হয়।

ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কে নতুন যে কোম্পানী বিল লোকসভার পাশ করা হইয়াছে তাহার ৩২০ ধারার বলা হইয়াছে যে ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রণয় উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তাহার পর কেন্দ্রীয় সরকার নৌদীপ দিয়া কোন ব্যবসায় অথবা শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রণয় লোপ করিতে পারিবেন। ৩২৭ ধারার বলা হইয়াছে যে যদি একটা কোম্পানী অল্প একটা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সীর কাজ করে; এবং দ্বিতীয় কোম্পানী

অন্ত একটি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হয়, তবে ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্টের প্রথমটীর এজেন্সী কার্যকাল শেষ হইয়া যাইবে। ১৩১ বাৎসর মতে ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পর কেহ একই সঙ্গে দ্বন্দ্বীত বৈধ কোম্পানীর (ম্যানেজিং এজেন্টের প্রাণ্য সহ) যেতন কোম্পানীর সীট লাভের শতকরা ১১ ভাগের বেশী হইবে না এবং লাভ না হইলে ম্যানেজারের ব্যাবসায়িক সর্বস্বির যেতনের হার ৫০.০০% টাকার হইবে। ৩৪১ বাৎসর পরিবর্তনের ফলে সরকারের অসুস্থতি সাপেক্ষে এবং কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজনের ফলে এজেন্টের যেতন ক্ষেত্র বিশেষে শতকরা ১১ ভাগেরও বেশী হইবে। আবার সরকার ইচ্ছা করিলে ৫০.০০% টাকার অধিক সর্বস্বির যেতনের হার অগ্রয়োজন করিতে পারেন।

লোক সভায় বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষের অনেক বক্তা ১৯৬০ সালের পর এজেন্সী প্রথা লোপ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মাননীয় হেণরুথ বলেন যে এজেন্সী প্রথার বহু বোঝাজ্ঞী সত্ত্বেও ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এজেন্সী প্রথার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহা হইলে সেইসব ক্ষেত্রে এজেন্সী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে। কিন্তু বেশব ক্ষেত্রে এজেন্সী প্রথা প্রয়োজনীয় মনে হইবে সেইসব ক্ষেত্রে এজেন্সী প্রথা চলিতে দেওয়া হইবে। বিভিন্ন পক্ষ দ্বাৰিক পরিকল্পনার দেসবকারী শিল্পের একটী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেন হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরকার একেবারে এই প্রথা লোপ করিতে চান না। তাহা ছাড়া এজেন্টের পরিবর্তে ডাইরেক্টর এবং ম্যানেজার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ কতটা সাফল্য লাভ করিবে, সে বিষয়েও বোঝার সরকারের কিছু সন্দেহ আছে। আমাদের বিবেচনার ভাবতে মূলধনের বাজারে যখন তুর্কণ ছিল তখন এই প্রথার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু Industrial Finance Corporation, National Industrial Development Corporation Ltd. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে মূলধনের বাজারের কৈত দূর হইবে। পাঁচ বৎসর পরে এজেন্সী প্রথার আর কোন প্রয়োজন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এইসব দ্বাৰিক পরিদর্শন সত্বেও সরকারের হাতে বহু ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে এবং পানিদ্রায়মেন্ট তাহা দ্বাৰীকি আলোচনা না করিলে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যাত্র কতিপয় লোক বাহাতে শিল্পক্ষেত্রে প্রতুহ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই কোন এজেন্টের দ্বন্দ্বীত কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করিতে দেওয়া হইবে না। মাননীয় হেণরুথ লোক সভায় বলিয়াছেন যে ১০০০টী এজেন্ট ১৭২০টী কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার মধ্যে ৫০ জন এজেন্টের ১০০টীর বেশী কোম্পানী আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এজেন্সী প্রথা কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কারণ নহে। আর্থিকিকার এজেন্সীপ্রথা নাই, তবু সেখানে কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ সম্ভাব্য এখন আকারে দেখা দিয়াছে যে আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে। বর্ত্ত ভারতে কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণের প্রণয়ন কারণ এই যে, যে গোষ্ঠী শিল্প পরিচালনা করে, সেই গোষ্ঠী ব্যাক, বীমা প্রকৃতি কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কোম্পানী আইনের এই বাহার বলে কেন্দ্রীকরণ সম্ভাব্য সমাধান হইবে না। তাহা ছাড়া এই কোম্পানী বিভিন্ন বিভাগ তুলিয়া বিভিন্ন ব্যবসা চালাইয়া এই বাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া বিতে পারে। আবার এক এজেন্টের অধীনস্থ কয়েকটি কোম্পানী যদি একত্রিত হয় তবে ৩০১ বাৎসর প্রয়োগ করা যাইবে। সুতরাং সরকার সত্য না হইলে আইনের হ্রিগণে পূর্ব অবস্থাই চলিতে থাকিবে।

বিরোধী পক্ষের সমালোচনা সত্ত্বেও সরকার এজেন্সী প্রথাকে আরও কিছুদিন সময় দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। যদি এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারে তবে এজেন্সী প্রথা টিকিয়া থাকিবে অত্বে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রথার অবলান অনিবার্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কয়েকটি মৌলিক উদ্দেশ্য

(৪.৮ পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্যসরকার ও বৃহত্তর শিল্পসমূহের পরিকল্পিত পরিকল্পনার প্রয়োজকিতে বর্তমানে উক্ত হিচাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

পরিকল্পনা কমিশন সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ডি, ডি, কার্ডে, শ্রীহরকৃষ্ণলাল মেহতা ও অধ্যাপক ডি, আর, গ্যাডগিলকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংযোজন্যর মস্ত গ্রামীন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ঐ কমিটিকে (১) জনসংখ্যার প্রয়োজনে ভোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিপণন (২) বহুদূর দূরত্ব চাহুরী বৃদ্ধি এবং (৩) মূলতঃ সম্ভার পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বিপণন বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কমিটি বর্তমানে ঐ সকল কার্যে ব্যাস্ত আছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যথা, (১) যে সকল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নানাক্রম গ্রহণ রহিয়াছে এবং অগ্রহণ শিল্পের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যাহত হয় না, (২) অগ্রহণ শিল্পসমূহের উৎপাদন পদ্ধতির আনুমানিকরূপে বেশকল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প চালু রহিয়াছে এবং (৩) যে সকল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে অগ্রহণ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। পরিকল্পনার এইরূপ অংশাধিন করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট গ্রহণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের অভিন্ন উৎপাদন নীতি অঙ্গলগণ করা উচিত।

গ্রহণ শিল্পগুলির তুলনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি নানাবিধ বিঘ্ন অবিকতর সন্মুখপূর্ণ ও অনুবিধানক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। পূর্ব হইতেই ঐ শিল্পগুলিতে লোকের পুরাপুরি করণস্থান হইতেছে না। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কল্যাকৌশল তেমন উন্নত নয়, শিল্পগুলির পরিচালনা ব্যাপার অস্বাভাবিক নয়। শিল্পগুলি তেমন অর্থ সাহায্য পায় না এবং করণকৌশলের বিকল্প দিয়াও কেহ তেমন সাহায্য করে না। শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যয়ও বেশী পড়ে। শিল্পমাত্রে প্রচুর ক্রয় ক্ষিপ্র ব্যবহার সংগঠন ও উৎপাদন পরিচালনার ভার ব্যবসায়ী ও কৃতিবাদের হাতে থাকায় উৎপাদকগণ বিশেষ কিছু পায় না, প্রতিকরণ যে পারিলম্বিক পায় তাহাতে তাহাদের কোন প্রকারে জীবন বক্ষা হয়, উত্তর কিছু থাকে না। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ব্যতীত, করণস্থান পরিবর্তিত বিকল্প দিয়া আর্থিক উন্নয়ন আশাহত হইবে না।

এইসব তথ্য হইতে হুইট সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথম সিদ্ধান্তটি হইতেছে—বিবিধ বেকার ও অববেকার সমস্যার সমাধান করিতে হয় তাহা হইলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। যেখানে অব্যবহৃত উৎপাদন শক্তি আছে এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজারও আছে। সেখানে হুইট এক বৎসরের মধ্যে অনেক কিছু করা সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন, আর্থিক ও কারিগরি সমস্যা বেশ সঙ্কটপূর্ণ। এই সমস্যাগুলি সমাধানের মস্ত রাস্তার আর্থিক ও মজাদার প্রকার সাহায্য লইয়া দৃঢ়ংকম সহকারে করণ বৎসর চেষ্টা করিয়া যাউতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মস্ত বেদন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তেমনই ইহাতে সামগ্রিক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিলে সুল হইবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হইতেছে—স্বাধীন ও পতিশীল আর্থিক কাঠামোর অংশ হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন করিতে

হইবে। কাজেই সহর ও দক্ষিণের আর্থিক ব্যবস্থার সহিত এই শিল্পগুলির পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। ইহা বারাই শিল্পগুলির কারিগরি ও সংগঠনগত উন্নয়ন সম্ভব হইবে।

কর্মসংস্থানের সুবিধা সম্প্রদায়ের যখন কৃষ্টি ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষ সহায়ক, তখন বিভিন্ন পূর্তকার্য হইতে নতুন নতুন কর্মের সন্ধান করিতে হইবে। পরবর্তী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও বিভ্রাৎ পরিকল্পনা, সড়ক উন্নয়ন, জুনি সংরক্ষণ ও অজ্ঞাত কর্মসূচী ক্রিয়ণ শুকপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে তাহা ইহাতে বুঝা যাইতেছে।

জনসামগ্রিকের সহযোগিতা ও আর্থিক উন্নয়ন—গণতন্ত্রে আর্থিক উন্নতির অন্ততম প্রধান সর্ত্ত হইতেছে—সাম্প্রদায়িক মত নির্বিশেষে নাগরিকগণ ব্যক্তিগতভাবে বা সমন্বয়ভাবে কাজ করিতে পারে এমন এক বৃহৎ এলাকা গঠন করা। গণতন্ত্রে অভিমত ও বিচার প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। ইহা আর্থিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক হয় যদি জনসামগ্রিকের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সহযোগিতার মাধ্যমে দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়। সমাজের সব প্রয়োজন মিটান গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে আর অসম্ভব। সমূহ প্রয়োজন মিটাইতে গেলে জনসামগ্রিকের উপর অত্যধিক কব দাবী করিতে হয়। ইহা তাহার সমর্থন করে না। সমাজসেবার যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব। যতদূর সম্ভব স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগান যাইবে, তাহের উপর তত কম চাপ পড়িবে এবং আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ ততই ভাল হইবে।

প্রতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মসূচী রচনার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাহ্যতে প্রতি এলাকার অধিবাসী উন্নয়নের কাজে যোগদানের সুযোগ সুবিধা পায়। একাধটা সহজ নয়। কারণ বাহ্যিকের হাতে কর্তৃত্ব ও কারিগর থাকে তাহারা প্রায়ই তাহার অপনয়ক ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। বৃহত্তর উদ্দেশ্য লক্ষ্যে বাপিতে হইবে এবং তাহা যতটা সম্ভব কর্মসূচীর সহিত মিশাইতে হইবে। সময়ানের ব্যবস্থা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে—অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি সক্রিয় নাগরিক হিসাবে স্থানীয় সমাজের কল্যাণ পরিকল্পনার যে কোন বন্ধনের সাহায্য চান করিতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির এইরূপ অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—ইহাতে যে কেবল আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব তাহা নয়, সামাজিক কাঠামো দৃঢ়ীকরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, এবং মূলে সমাজতান্ত্রিক ধরনে সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্সীর দক্ষা শেষ

শ্রীকান্তরট্টার লালগুমানী

একশ বছর আগে যখন পাঁচাত্তরের শিল্প ব্যবস্থার একটাই পর একটা যৌথ কোম্পানী গড়ে উঠেছিল সেইসময় এবেলের সাম্প্রদায়িক ভাঙ্গাফাঙার মধ্যেই শিল্প প্রচেষ্টা চালু করলেন কতিপয় বিদেশী বণিক-কর্মচারী। এঁরাই উত্তরকালে ম্যানেজিং এজেন্টের আখ্যা পেলেন। এঁদের কাজকর্ম বিশেষ করে সীমাবদ্ধ ছিল পূর্বভারতে। এঁদের যেকোনো পণ্ডিত ভারতে কিছু ভারতীয় বণিকও অল্পরূপে ব্যবসায় গুরুত্ব করলেন। এজন্যই এঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল ভারতের পাট, বস্ত্রবস্ত্র ও লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় দেশে না ছিল ব্যাংক, না ছিল পুঁজির সঞ্চয়, না ছিল শিল্পসহায়ক সরকারী নীতি। এজন্যই ধরনের পরিস্থিতিতে

যুদ্ধের পাটো দস্তা করে যাওয়া ভারতে আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তাঁদের সাহসের কথা, আজ যতই তুচ্ছ বলে মনে হোক না কেন, বাস্তবিক পক্ষে তা তুচ্ছ ছিল না। যে সময়ের কথা বলাচ্ছি সে সময় ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশেই আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় নি। জাপান, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাই অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ছিল পেকেলে। ইংলণ্ডে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার একশ' বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে এবং এর পেছনে ছিল প্রায় তিন শ' বছরের সরকারী সহায়তামূলকনীতি। এই একশ' বছরের পুরানো শিল্প ব্যবস্থার সংগে ঠিকর দিয়ে পড়ে উঠল একশে তিনটি শিল্প শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রচেষ্টা। এতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য কিছুই ছিল না।

আমাদের ধারণা, ম্যানেজিং এজেন্সী একশে একটা সৃষ্টিছাড়া জন্তু হয়। এমনি ধরনের শিল্পসংগঠন নাকি আর কোন দেশে নেই। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোল্ডিং কোম্পানীর সংগে আমাদের ম্যানেজিং এজেন্সীর বেশ সাবুত আছে। জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কয়েকটি পরিবারের হাতে। যৌথকারবার সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু শিল্পে প্রচেষ্টার নেতৃত্ব করছে তারা এর ব্যাগ্য। তাই ইংলণ্ডে বেথানে সব শিল্পই যৌথকারবারের রূপ নিয়েছে সেখানেও শিল্পনেতা আছেই আছে। আমাদের দেশেও ম্যানেজিং এজেন্সী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কোম্পানী এক একটি যৌথকারবার। যুক্তরাষ্ট্রের হোল্ডিং কোম্পানীর কাজ হ'ল অল্পসংখ্য কোম্পানী পড়ে তোলা এবং অল্পসংখ্য কোম্পানীগুলো সবাই যৌথকারবারী। ঘোড়ার ওপর, যে দেশেই শিল্প প্রচেষ্টা ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল, সেদেশেই এর নেতৃত্ব শিল্প নায়কের হাতে,—তা সে দেশের শিল্পসংগঠনের মূলে যৌথকারবার থাকুক আর নাই থাকুক। কোন দেশের শিল্পনায়কেরা কি নাম পরিগ্রহ করবেন এবং তাঁদের সংগঠন ঠিক কি হবে তা নির্ভর করবে সে দেশের অবস্থা ওপর।

আমাদের দেশের শিল্প সংগঠনে তিন প্রকার লোক আছে—প্রথম, ম্যানেজিং এজেন্ট, দ্বিতীয়, সংচালক বা ডিরেক্টর, এবং তৃতীয়, অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার। অংশীদারের শেয়ার কিনেই ভালান। যেখানে সব শেয়ার বিক্রী হয় না সেখানে ম্যানেজিং এজেন্টকেই নিতে হয় অধিকৃত শেয়ার। সংচালকেরা নীতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু শিল্প প্রচেষ্টার মূখ্য অংশ ম্যানেজিং এজেন্টের। গত পঞ্চাশ বছরে কোম্পানী আইনের কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৩৬ সালের পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে ম্যানেজিং এজেন্টের নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ম্যানেজিং এজেন্সী পুঁজোপুঁজি উদ্ধার করা হয়। তারপর থেকে গত তুড়ি বছরে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, রাষ্ট্রজীবনে এলেছে দুর্গন্ধ। আল অর্থনৈতিক জীবনের যে ভালো গড়া চলছে তা স্বাভাবিক বৃদ্ধিরই প্রত্যক্ষ ফল। এই ভালোপড়ার আশ্রিত যে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন আধারকে প্রভাবিত করবে তাতে আর বৈচিত্র্য কোথায়? এর ভাল মন্দের বিচার করবে আগামীকালের মানুষ বাবা।

আমাদের সরকারীনীতিতে একটা ঘন ঘোলা আছে। একদিকে সরকার চাইছেন ব্যক্তির প্রচেষ্টাক্ষেত্রে সীমিত করে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে পুঁজোপুঁজি কার্যে করতে, আর একদিকে সরকার চাইছেন দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজে প্রত্যেকটি মানুষকে অংশ গ্রহণ করাতে। প্রথম পক্ষাবৃত্তিক পরিকল্পনার ব্যক্তির প্রচেষ্টাক্ষেত্রই ছিল প্রধানতম; রাষ্ট্রের কাজ

ছিল সীমিত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তব প্রচেষ্টাক্ষেত্রে বিশেষ বিস্তারিত করলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাক্ষেত্রে একেবারে উষে বাচনি। অথচ ব্যক্তির প্রচেষ্টা মানে ত বাচ, প্রাচ, বচ, হরিষ প্রচেষ্টা নয়; ব্যক্তির প্রচেষ্টা মানেই হ'ল শিল্পায়তনের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বহিঃসূচিত হয়ে পড়ে তাহ'লে তাকে যে বেকারত্বের সূচনা হয়ে তার সংশ্লিষ্ট নগরত বেকারত্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফে এক স্তরতর হাতিয়া চেষ্টা চলবে। অতি বছরই একেলে জনগণের প্রায় ৪৫ লক্ষ বাড়বে। এথেকে প্রায় ১৮ লক্ষ লোক খেটে খাবার উপস্থিত হচ্ছে। এই ১৮ লক্ষ লোকের মধ্যে কাদের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা আছে। সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উন্নয়ন হীনপ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে আরো যে কত লোক বেকারলোককে পরিদৃষ্ট করবে তার ইচ্ছা নেই। এমনই এক সম্ভাব্যতা বহুল সময়ে সরকার ম্যানেজিং এজেন্সীর দ্বারা শেষ করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন।

ম্যানেজিং এজেন্সী এসেলে প্রায় একশ' বছরের পুরানো প্রতিষ্ঠান। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রতিষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই একশ' বছর বয়স। শিল্প ব্যবস্থার বিস্তারের সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট অনেক নতুন নতুন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান মাথা চাড়া দিয়েছে, পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক শিল্পে অংশ গ্রহণ করেছে। কিছু কিছু ফ্রটিবিদ্যুতিও সেই সংশ্লিষ্ট দেখা দিয়েছে। ১৯৬৬ সালে কোম্পানী আইনের যে সংশোধন করা হয় তাতে এইসব ফ্রটি বিদ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের অনেক অনাচারের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সীও বেশ কিছু দোষভূত হয়ে পড়ল। এর সংশোধনের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে এক তত্ত্বাবধায়ক সংসদ নিযুক্ত হয়। এই সংসদ এজেন্সী ব্যবস্থার পুরোপুরি উদ্বেগ চান নি। এর ফ্রটি বিদ্যুতি সংশোধনের ক্ষেত্রে এই সংসদ পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর চুক্তির মেয়াদ ১৫ বছর হোক এবং অগ্রোজন হলে এই মেয়াদ আরো ১০ বছর বাড়ান যেতে পারে। যে সব এজেন্সী জালজোজোবিত দিল্প থাকবে তাদের সবচেয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ম্যানেজিং এজেন্সী আপন ব্যবস্থার কোম্পানীর ভাগ্য নিয়ে দ্বিবিম্বিতা খেলতে পারবে না। এইসব পরামর্শ অনুসারে সরকার একটি বিল পালাঘোষে উপস্থাপিত করেন। পরে পালাঘোষে কতক নিযুক্ত দ্বৈধ সমিতি এই বিলের আদল পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন অনুসারে ১৯৫০ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। তারপরই এর স্তর কমতে আরম্ভ করবে। কোন ম্যানেজিং এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট বশটির বৈধ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দ্বিভিত্ত থাকবে না। এছাড়া আইন কার্যকরী হবার পর বেকার সময়ে সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ বিশেষ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী ভূলে দিতে পারেন। যেসব ক্ষেত্রে এই বাধা কার্যকরী হওয়া লেনব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুজ্ঞা ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়োগ করা চলবে না। সে সময় সরকারও অনুজ্ঞা দেবার আগে নিয়মিত বিষয় পরখ করে দেখবেন :- ম্যানেজিং এজেন্সীর নিয়োগ সব সাধারণের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিনা, প্রস্তাবিত ম্যানেজিং এজেন্সী উপযোগী হবে কিনা এবং যেসব সত্তে ম্যানেজিং এজেন্সী নিযুক্ত হয়েছে সেইসব সত্তে সংশ্লিষ্ট কিনা। এক কথা ১৯৬০ এর পর সরকারের অনুজ্ঞা ও সমর্থন ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই ম্যানেজিং এজেন্সী রাখা চলবে না। এইভাবে যে শুধু ম্যানেজিং এজেন্সীর ক্ষমতা বর্ধ করা চেষ্টা হয়েছে, তখন, তাহাৎকর নিয়োগ বিষয়ে অস্বীকারের অবিকারও হস্তক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বৈধ সমিতিতে বিলের খলফার যে বরনের আদল পরিবর্তন হয়েছে তাতে একথা স্বতঃই মনে

হবে যে, সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির পূর্বোপরি উদ্ভেদ করতে বদ্ধ পরিকর। একশ বছরের শির প্রচেষ্টায় ম্যানেজিং এজেন্টের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে যেভাবে কিছু সরকারী সমর্থক এই প্রতিষ্ঠানটির চিত্রণ করেছেন তাতে যেন হয় যে, সরকারেই ইংগিতে এরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু নগরতন্ত্র রূপ দিচ্ছেই সর্বসাধারণের সাধনে করতে চান। গত কংগ্রেস অধিবেশনে যেভাবে ভারতের ভাবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে তোলার গুণের জোর দেওয়া হয়েছে তাতে একথা স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, এই নূতন ব্যবস্থার ম্যানেজিং এজেন্টের কোন স্থান নেই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও নাকি এই দৃষ্টই শোষণ করেন। এ ব্যবস্থার ম্যানেজিং এজেন্টের অবদান যে যদিও এনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। যারা এই ব্যবস্থার ক্ষুদ্র অবদান চাইছেন তাঁদের প্রধান প্রতিশ্রুতি বিষয় হল এই যে, ম্যানেজিং এজেন্টের ব্যবস্থার ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভাব হয়েছে সুপ্রতিদেয় লোকের হাতে। অর্থনৈতিক সাধারণ পক্ষে এই কেন্দ্রীভাব প্রধান অন্তরায়। অতএব এই ব্যবস্থার বিলোপসাধনই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আস্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। এদের মুক্তির খণ্ডন করতে গিয়ে আমাদের প্রেষণেই জানা উচিত যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার খানিকটা কেন্দ্রীভাব এ যুগের ধর্ম। সবদেলেই এই কেন্দ্রীভাব কমবেশী দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সামান্য কেন্দ্রীভাব দূর করতে গিয়ে আমরা যে ব্যবস্থা ঘরন করতে চলেছি তাতে হবে পূর্ণকেন্দ্রীভাব। সারাটা অর্থনৈতিক জীবন এনে পূর্ণতবে রাষ্ট্রের হাতে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক বল বিশেষের হাতে। তাতে একটিকে যেমন ব্যক্তিগতত্বা সুর হবার গুণ থাকবে, অতটিকে উৎকর্ষের দ্বারা হবে অনেক কম। গত কয়েক বছরে যে কেন্দ্রেই সরকারী প্রচেষ্টা প্রেষণ লাভ করেছে সেই কেন্দ্রেই হরত সাধা প্রচেষ্টাই নিঃশেষ প্রতিশ্রুতি হয়েছে, নরত বা উৎকর্ষের অভাবে কেবল ব্যয়-বরাদ্দই বাড়িয়ে চলেছে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বতা নেই, সেখানে উৎকর্ষও নেই। উৎকর্ষের ন্যূনই আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একাধিকার নয়।

অর্থমন্ত্রী শ্রীবেশমুখ অধিষ্ঠি পূর্ণাবদানের পক্ষপাতিত্বের সংগে সহযত হন নি। কিন্তু সেটা যে ম্যানেজিং এজেন্টের উৎকৃষ্টতর উৎপাদন প্রণালীও জন্তে তা নয়। তাঁর প্রধান মুক্তি হল এই যে, আগামী পাঁচ বছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হবে। এই পরিকল্পনার ব্যক্তির প্রচেষ্টাক্ষেত্রে আনুমানিক ৭৪০ কোটি টাকা' নিয়োজিত হওয়া দরকার। অতএব সরকার যদি একটিকে এই ব্যয়ের গুরুত্ববিশিষ্ট ব্যক্তির উপর সদর্পণ করে অতটিকে ম্যানেজিং এজেন্টের অজ্ঞেয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাহলে হয়, ব্যক্তির প্রচেষ্টার দ্বারিত্ব অপরূপই থেকে যাবে অথবা এটিও রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। অতএব পাঁচ বছর এরা বাহুক, ৭৪০ কোটি টাকা 'জনজিত্য' খরচ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুক, তারপরে এদের অবদান—তা যে কোন দিনই হতে পারে। এই পাঁচ বছরে যদি এরা যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং সরকার যদি মনে করেন যে, এরা বিশ্বস্তভাবে সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছে তাহলে পাঁচ বছর পরে এদের দ্বারিত্ব রাখা হবে কিনা সে সবচেয়ে আবার বিবেচনা করা যাবে। অবদানপরীক্ষার তাই এই পাঁচ বছর সুখ মুখে থাকতে হবে। অপরপক্ষে ম্যানেজিং এজেন্টেরই তিনি বলেছেন যে, কি পার্শ্বদর্শকে, কি দ্বারিত্বের, যেপের জনমত তাহের বিজ্ঞে, অতএব তাহের যদি দ্বারিত্ব হয় তাহলে তাহের আদ্য প্রমাণ করতে হবে যে, তাহের দ্বারিত্ব সারাটা যেপের দ্বারিত্ব অনুসূন। শিরনেতাভা এই ভোকব্যাকো বরা দিবেন কিনা এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা কেন্দ্রে যে দ্বারিত্ব তাহের উপর অ'যোগ্য করা হয়েছে সেই দ্বারিত্ব পূর্ণ করবেন কিনা তা আগামী পাঁচ বছরের ত্রৈমাসিক বিষয়।

ভারতের অর্থনীতির উপর পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব

অধ্যাপক শ্রীচন্দ্র গঙ্গুলী

বিশদিত হইলেও অবশেষে পাকিস্তানের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে যখন ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা যায়, তখন হইতেই বিভিন্ন মহল অল্প-অল্প ক্রিয়া আশিয়াছে যে পাকিস্তান সরকারের অনমনীয় মনোভাব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের মুদ্রার মূল্য হ্রাস না করিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। পাকিস্তান গর্ভমেষ্ট সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রা মূল্য হ্রাস না করিয়া দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই দৃষ্টান্তবিহীন রাষ্ট্রীয় নীতির নগ্নতা সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে বহা পড়িয়াছিল। পাকিস্তান মুদ্রা মূল্য হ্রাস না করার ভারত-পাক বাণিজ্যের অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এবং পাট, তুলা, চাষকৃৎ প্রভৃতির সমৃদ্ধ বহিষ্কার ভারতকে হানাহিঁতে বসিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতকে পাট ও পাটজাতক্রেয় আর সম্পূর্ণতার ক্ষত পাটচাষ বৃদ্ধিতে সর্বপক্ষি বিরোধ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পাটের বাজার হারানোর ক্ষত মুদ্রামূল্য হ্রাস না করাই একমাত্র দায়ী। পাকিস্তানের অর্থনীতির উপরে ইহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিঘ্নময় হইয়াছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করার ফল প্রথম বাণিকট। সুবিধা ভোগ করিলেও যুদ্ধের অবসানের সঙ্গেই পাটের বাজারে তেজীভাব কাটিয়া গিয়া মধ্য-ঋতুপতিতে ফেঁচা দেয়। ইহার প্রতিক্রিয়াবশত আমদানি পত্র তিনটি বছর বেরিয়াছি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে বিরাট বাটুতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

সুতরাং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাস বিশদিত হইলেও, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাণিকট। তেজীভাব কিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টা মাত্র। ইহার ফলে পাকিস্তানের স্থানীয় বাণিজ্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে এবং আমদানী বাণিজ্যও—বিশেষতঃ বিলাস ত্রয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা হ্রাস হইবে; অথচ ইহার ফলে ডলার অকল হইতে আমদানীকৃত ত্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে বাণিকট। অসুবিধাও হইবে। উপরন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে এবং ভারতকে দেয় তিনশো কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইবে না। আন্তর্জাতিক মুদ্রার তরবিল এবং অত্যন্ত সংখ্যক দেশ চাহার ক্ষেত্রে এই অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। তবে ট্যান্সি-ব্যালেন্স এবং অত্যন্ত বৈদেশিক সম্পত্তি পরিশোধের বেলায় আবার সুবিধা হইবে, অর্থাৎ মূল্য হ্রাস পাইবে। তাহাছাড়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের অব্যবহিত পরে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত যে ত্র্যমূল্য বৃদ্ধি ফেঁচা দিলে তাহার বিরুদ্ধে বাণাসম্ভব সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

পাকিস্তানের মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে কলিকাতার ব্যবসায়ী মহল অত্যন্ত বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছেন। পাকিস্তানের সহিত আবার স্বাভাবিক ও সুস্থ বাণিজ্য সম্পর্ক পড়িয়া উঠিবে, ইহাই তাহাদের স্বত্বের কারণ। কিন্তু 'উন্টা মুখলি রাখ' প্রবাদে তাহা যেন না পরিণত হয়! ইহাতে বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারত সরকারের মধ্যে সরকারী অথচ দুইটি দেশের স্বাভাবিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষত আপোষ আলোচনার সম্ভাবনা ফেঁচা দিলেও যেন হয় যে তত্ত্ব অর্থনৈতিক কারণই পাক-ভারত বাণিজ্যের ক্ষতির কারণ; কারণ বর্তমান না সুস্থ আর্থনৈতিক আবহাওয়ার দুইটি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করিবে ততদিন বহির্বাণিজ্যের, আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ক্ষতি আশা করা যায় না।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তানী টাকা ও ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য দুইয়কম ছিল। সরকারী ঘোষিত মূল্য পাকিস্তানী ১০০/- = ভারতীয় ১৪৭/-। কিন্তু বাজারের চলতি দর ছিল পাকিস্তানী ১০০/- = ভারতীয় ৮০/-। যদি পাকিস্তানী টাকার বাজার দর দেশের বাহিরে পাকিস্তানী মুদ্রার প্রকৃত নিধারক হয় মুদ্রামূল্য ৩০% হ্রাস করার পবেও পাকিস্তানী টাকা মূল্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। নতুন বাজার দর পাকিস্তানী টাকা ১০০/- = ভারতীয় টাকা ২০/-। অতঃপর পাকিস্তানী টাকার মূল্য যে কোর করিয়া উচ্চ রাখা হইয়াছে ইহা অস্পষ্ট।

পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের গতি সহজ হইলেও ভারতের শাট, চা ও বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হইবে। ইহা অসুমান করিয়া ভারত সরকার শাটজাত প্রত্যেক উপর হইতে শুদ্ধ তুলিয়া লইয়াছেন, কবিত্তে চাষের রপ্তানি শুদ্ধ হ্রাস করা সম্ভব হইতে পারে। অতঃপর পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পরে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পাকিস্তানী শাট ও চাষের প্রতিযোগিতার সুবিধার হইবে তেমনই ভারতের অসুবিধাও হইবে। বস্ত্রজাত প্রত্যেক বেলায় অবশ্য তেমন প্রতিযোগিতা পাকিস্তান হইতে আসার ভয় নাই। তবে জাপান এখন সম্ভাব্য পাকিস্তানী তুলা ক্রয় করিয়া পাকিস্তানের বাজার দখল করিতে চেষ্টা করিবে। কারণ বুড়োত্তর পুনর্গঠিত জাপান পুনরায় বিশ্বের বাজারে বস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও অভ্যন্তর দেশের বাজারে ভারতকে জাপানের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে।

**It Pays to Represent as it Does to Insure With a
Progressive Composite Insurance Company**

Calcutta Insurance Limited

ESTD. 1923

Life—Fire—Marine—Motor & Miscellaneous Accident.

Head Office:

135, Canning Street, Calcutta.

BRANCHES

DELHI

Calcutta Insurance Buildings,
B/19, D. A. G. Scheme, New Delhi.

BOMBAY

Harron House, Bazargate Street, Fort, Bombay.

MADRAS

329, Thambu Chetty Street, Madras 1.

UTTAR PRADESH

Calcutta Insurance Buildings,
18/172, The Mall, Kanpur.

MADHYA PRADESH Pandit Madan Mohan Malaviya Road, Nagpur.

CHHOTANAGPUR R. Patel Mansion, Jamshedpur.

ASSAM

36, Shillong Road, Gauhati.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে

শ্রীহেমবরুণ বসু

প্রাণিঃ বা পরিকল্পনা এই কপাটো পত কয়েক বৎসর আঘাতের অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রচলন লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই ভাষ্য দাবণার সৃষ্টি হইয়াছে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হইতেই ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্বে শিল্পের উৎপাদনে কোন প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীতকেই অর্থ বিনিয়োগ করা হইত। কিন্তু এই দাবণা যে একান্তই ভুল ভাষা বাহা অর্থনীতির সহিত সামান্য মাত্রা পরিচিত আছেন তাঁহাদের কাছে বলার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারণ লোক অর্থনীতির তথ্যের সহিত সম্যক পরিচিত নন। তাঁহাদের মনে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। স্মরণ্যে আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে শিল্প বা অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই প্রকারের প্রাণিঃ বা পরিকল্পনা কোন নূতন ব্যাপার নহে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার সরকার কর্তৃক যদি উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা কোন প্রকারে নিয়ন্ত্রিত না হয়—তাহা হইলে শিল্প মালিকগণ স্বাভাবিক চাহিদা এবং নিজেদের মুনাফার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সেই ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশের দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে জিনিসের উৎপাদনে অধিক মুনাফা সম্ভব তাহার উৎপাদনেই অর্থ বিনিয়োগিত হয়; কিন্তু ইহার ফলে দেশের বা জনসাধারণের কোন উপকার হইবে কিনা—ইহা এই সব অর্থ বিনিয়োগকারীদের চিন্তা বা বিবেচনার বিষয় নহে। তাই দেশে যার এই ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার দেশের জনসাধারণ স্বাভাবিক বধন মুক্তার কারণ প্রাপ্ত পতিত হইতেছে—তখন শিল্প মালিকগণ স্বাভাবিক উৎপাদনের জন্য অর্থ-বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ না করিয়া হঠাৎ অধিক পরিমাণে দ্রব্য বা মোটর গাড়ী উৎপাদনের জন্য অর্থ-বিনিয়োগ করিয়া নিজেদের মুনাফার অঙ্কে দ্রুততর করিতেছেন। Free Economy বা অনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার ইহাই প্রধানতম গলন। অথচ এই ব্যবস্থার শিল্প ও অর্থনীতি ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং বিলি ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা ও কার্য এই শ্রেণীর শিল্পমালিকগণের উপর দ্রুত। স্মরণ্যে এই কথা বলা বাঞ্ছনীয় যে বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এই ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ অচল।

এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভিত্তির জন্য আন্দোলন বহুদিন হইতে চলার ফলে বর্তমান সত্যাধীর প্রথম হইতে পুঁজিবাদী অধিকাংশ সভ্য দেশেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দৃষ্টিমের কয়েকজন ব্যক্তির হাতে হইতে অপসারিত করিয়া জনসাধারণের উপর দ্রুত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু অর্থনীতি ক্ষেত্রে “অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর” কৃপায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুণাপুণি কয়েকজন দৃষ্টিমের ক্ষমতাপ্রাপী ব্যক্তির হাতে রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেশের সাধারণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অল্পকালে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত করেন। তাই যদি এই লক্ষ্য রাখাযেবী পুঁজিবাদীদের কল হইতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দ্রুত করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতি

সাধন করিতে হয় তাহা হইতে অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দ্বারা বাহ্যতে শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যয়সাধ্য দুইয়ের মুনাকাকারীর হাত হইতে অপসারিত করিয়া জনসাধারণের যা তাহাদের নিৰ্বাচিত পরকাবের উপর দ্রুত করা যায় তাহায় ব্যয়সাধ্য করিতে হইবে। তাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে সরকারী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেশে শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যয়সাধ্য এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিচালিত করা। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে একটা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যয়সাধ্য পরিচালিত করা অপরিহার্য।

ভারত কৃষি প্রদান দেশ। তাহু কৃষি ব্যয়স্বার উপর বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভারতের কৃষিব্যয়স্বার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের প্রদানতম অংশ দামোদর, মণ্ডাকী, বাসারনিক সার প্রকল্পের দ্রুত ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার ফলে আশা করা যায় যে দেশ ভবিষ্যতে মূল্য মূল্য পত্রভাষনা হইয়া আবণবী হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে মসুদা আমাদের হাতে আদিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এবার কতৃপক্ষ সুহস্তর ও মৌলিক শিল্পের উপর যেন্দ্রী জোর দিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট অনুদিত ব্যয় ৪০০০ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা বিভিন্ন শিল্পব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ ভাবে ব্যয়িত হইবে—

১। ইম্পাত ও স্টেই শিল্প	৪২৫ কোটি
২। বাসারনিক পেট্রোল	৮০ কোটি
৩। বিভিন্ন শিল্পের অন্তঃস্থপাতি প্রকল্পের অন্তঃস্থ ভারী ও সুহস্ত শিল্প	২৪০ „
৪। সিমেন্ট, ইম্পাত	১০০ „
৫। বস্ত্রদান সরকারী শিল্পগুলি	৫০ „
৬। এলুমিনিয়াম	৩০ „
৭। খনিজ শিল্প	৭৫ „
৮। বাসারনিক সার	১০০ „
৯। কারখানা জাত ব্যবহার্য দ্রব্য	১০০ „
১০। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য	২০০ „
	১৪০০ কোটি

একথা বলা নিম্নোক্তজন যে দেশের আর্থিক সম্পন্নবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে শিল্প সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। আর সেজন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও সামগ্রিকভাবে প্রয়োজন তাহার দ্রুত বহিঃকেন দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তবে সে দেশের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভবপর। সুতরাং সেদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে সুহস্তর শিল্পের অন্তঃস্থপাতি আর্থিক সংস্থানের ব্যয়সাধ্য করিয়া কতৃপক্ষ সুবিধেচেনার পরিচয়ই দিয়াছেন। অবশ্য ইহার ফলে হস্ত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন চাহিদাপূরণ না হইতে পারে কিন্তু দেশের সুহস্তর বার্ষিক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের কাছে এই সামান্য ত্যাগের অন্তঃস্থ থাকি উচিত। তাহা না হইলে কোন দেশের পক্ষেই পরিকল্পনা দ্বারা দেশের উন্নতি বিধান সম্ভব হয় না এবং ইহাই প্লানিং-এর একটা অন্ততম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, ইহা দেশের বর্তমান বেকার সমস্যা দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঠিক করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অতীতে

কৃষ্টির বনাম কারখানা শিল্পের পক্ষে এবং বিশেষে বর্ণেই সূক্তি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে বা বর্তমানের হইতেছে। কিন্তু এখানে এই প্রশ্নে কয়েকটা কথা ভাবিবার দেখা প্রয়োজন। স্বাধীনতা লাভই কোনও দেশের একমাত্র লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ইহা অল্প কোন গৃহস্তর লোকের উপায় বা পথ মাত্র। এই গৃহস্তর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইতেছে দেশের জনসাধারণের “অন্ন-বস্ত্রের” সংস্থানের ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের নেতারা জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তাঁহারা দেশের ভিত্তি জনসাধারণের জন্য “অন্ন-বস্ত্রের” সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা পরিকল্পনা বেকার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এইটিকে লক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রথমতঃ পরিকল্পনা পরিষদের শঙ্কে তখন দেশের অর্থনৈতিক তথ্য উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা এই অন্ন সমস্যার মধ্যে সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ ও গৃহোত্তর কালে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে বিভিন্নভাবে বিপন্ন হইয়াছিল তাহার সমাধান কর্জেই তাঁহাদের পক্ষেই প্রধানতঃ নিয়োজিত হইয়াছিল। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান অল্পতম প্রাধান্য স্থান পাইয়াছে। অনুমিত হয় যে এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে যদি কার্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে কর্ম সংস্থান নিম্নরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে—

	কর্মনিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৫৫-৫৬	কর্মনিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৬০-৬১	বৃদ্ধি
১। কৃষি ও অশ্রুত শিল্প	১০২৫ লক্ষ	১১১০ লক্ষ	১১ লক্ষ
২। বনিয়াদ শিল্প ও কারখানা	৪০ লক্ষ	৫৭ লক্ষ	১৭ লক্ষ
৩। গৃহনির্মাণ প্রকৃতি	১২০ লক্ষ	১৫০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪। বনপাঠন, ব্যক্তি, ভৌম বীমা	১৬ লক্ষ	২০ লক্ষ	৪ লক্ষ
৫। শাইকানী ও পুঁচরা ব্যবসা	১০০ লক্ষ	১২০ লক্ষ	২০ লক্ষ
৬। চাকুরী ইত্যাদি	১৫০ লক্ষ	১৭০ লক্ষ	২০ লক্ষ
	১৫২০ লক্ষ	১৬৩০ লক্ষ	১১০ লক্ষ

এখানে উল্লেখ করা যাউতে পারে যে কৃষ্টির ও শ্রম শিল্পের জন্য যেখানে ২০০ কোটি শ্রম হইয়াছে সেখানে কারখানাভিত্তি ব্যবহার্য শ্রমের জন্য নির্ধারিত টাকার পরিমাণ মোট ১০০ কোটি। ইহার ফলে একশ্রেণীর সমালোচক পরিকল্পনা পরিষদের উপর অত্যন্ত খার্দা হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্টির শিল্পভিত্তি শ্রম কারখানাভিত্তি শ্রমের তুলনায় নিকট অঞ্চল ইহার উৎপাদন ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত বেশী। অতঃপর কারখানাভিত্তি শিল্পের তুলনায় কৃষ্টির শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার জনসাধারণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে এবং অধিকদূরে নিকট শ্রম ক্রয় করিতে হইবে। এখানে আমাদের মতব্য এই যে কারখানাভিত্তি শ্রম হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং দামেরও সস্তা; কিন্তু ইহা শুধু অস্বীকার করা চলিবে না যে কারখানা শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অল্প লোক দ্বারা অধিক পরিমাণ বস্তুপাতি সহযোগে উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা অধিক মূল্যে সৃষ্টিমের লোকের কৃতিত্ব করে। ইহাই যদি কারখানাভিত্তি শ্রমের শ্রেণী হইত তাহা হইত তবে আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাহার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কোথায়? যে দেশের অধিকাংশ লোক বেকার, যে দেশে শিল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত বাহার ফলে দেশের অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ হইতে পারে, সেখানে সস্তার শ্রম উৎপাদনের সার্থকতা কোথায় যদি সাধারণ লোকের আয়ের ব্যবস্থা না

থাকে এবং ক্ষমতা না থাকে? সুতরাং ছুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থায় যদি ব্যবহার্য ত্র্যেখর মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জনসাধারণকেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষেই সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বা সেচ্ছন্দ প্রয়োজনানুসঙ্গ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে।

আবার বলা হইয়াছে যে বৃহত্তর শিল্প প্রস্তুতিতে যে অর্থ নিয়োজিত হইবে তাহার ফলে দেশের জনসাধারণের আর বৃদ্ধি পাইবে। আর এই আয়ে অবিক্রমে নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু জন্মের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার নিত্যব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা না থাকিতে সাধারণভাবে ত্র্যেখর মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণের জীবন ব্যত্যয় ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই বৃদ্ধি খুব মনোহর হইলেও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার অসংগতি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হইবে। প্রথম পরিকল্পনার কথা বার যে ঘোটা ব্যয়ের একটা সামান্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার্য শিল্প বা কৃষিতে ত্র্যেখর উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ যে সকল শিল্পের বা পরিকল্পনার উৎপাদন ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইবে তাহাতেই অধিক অর্থ বিনিয়োগিত হইয়াছে। যথা কামোদক পরিকল্পনা ইত্যাদি। কিন্তু ইহার ফলে ব্যবহার্য ত্র্যেখর মূল্য বৃদ্ধি কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই; পক্ষান্তরে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য প্রকৃত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে সরকারকে বাধ্য হইয়া বাহ্যে মূল্যের অধিকতর হ্রাস সম্ভব না হয় তাহার ক্ষমতা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

তাহা ছাড়া ইহাও চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন যে কোন শিল্প বা কৃষিব্যবস্থায় যে পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হয় তৎসঙ্গে উৎপাদন ত্র্যেখর বা আয়ের পরিমাণ ঠিক সেই বিনিয়োগিত অর্থের অনুরূপই হয় না। অর্থাৎ যেখানে কোন শিল্প উৎপাদনের বা শিল্পে এককোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে তাহার উৎপন্ন ত্র্যেখর পরিমাণ ১০ কোটি বা তদোদিক হইতে পারে। সুতরাং যে সকল শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার্য ত্র্যেখর উৎপাদন হয় না, সেখানে যে সকল শিল্পী বা শ্রমিক কার্য করে, তাহারা তাহাদের আর যদি উপরোক্ত ব্যবহার্য ত্র্যেখর জন্মে ব্যয় কর তাহা হইলে পণ্যত্র্যেখর মূল্যমান বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?

সুতরাং সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা পরিষদ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী নয়। আর ইহাকে কার্যকরী করিয়া ইহার মাধ্যমে যদি দেশের বর্তমান বেকার সমস্যা সমাধান করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ভারত অল্প ভবিষ্যতে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে সক্ষম হইবে।



রিজেন্ট ঘড়ি
নির্ভুল সময় জ্ঞাত
আর.মি. চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
নতুন দিল্লি • কলিকাতা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভিক্ষুক সমাজ

শ্রীমন্তকুমার মোহন

ভিক্ষুকের সংখ্যাবিকা যে কোন দেশের পক্ষে মানবজনক এবং দৈত্য ও দুর্দশার পরিচায়ক, এই বিকল্প দ্বিতীয় বিচার করিলে ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ যে অর্থনৈতিক এ বিষয়ে সম্বন্ধে কোন অবকাশ নাই। কিন্তু ভিক্ষাবাগা কষ্ট উপার্জনের আশা অল্প যে কোন দেশের ভুলনার দেশে দেখি বলিয়া যে অবস্থায় পতিত হইলে অজ্ঞাত দেশে লোকে অর্থপার্জনের জিহ্ব উপায়ের কথা চিন্তা করে সেই অবস্থায় এদেশে লোকে ভিক্ষা করে এবং ইহাও এদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির অগ্রতম কারণ। সাধারণতঃ হিন্দু জন-সাধারণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানগণও ভিক্ষাদানকে ধর্মীয় কত বা এবং পুণ্যকাজ বলিয়া মনে করার ফলে বহুশোক বিশেষ করিয়া ধর্মের তানকারীরা ভিক্ষাগুস্তি অবলম্বনে উৎসাহিত হয়। বিশেষতঃ হারিদ্র ও পরিভ্রমকে এড়াইবার এই সহজ পথ গ্রহণ করিবার মত লোক বহন এদেশে প্রচুর বিচারাচ্ছে: সরকারী হিসাবে ভিক্ষুকের সংখ্যা ত্রাস পাইয়াছে বলিয়া বহুই আত্মহুস্তি লাভ করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন বর্তমানে ভিক্ষুক সমাজ যে ক্রমশঃ শুষ্কতার আকার ধারণ করিতেছে এতদ্বারা অস্বীকার করা অসম্ভবকেনা ছাড়া আর কিছুই নহে। বেকার সমস্তা বহুদিন থাকিবে ভিক্ষুক স্ত্রীর উপাধানও ততদিন থাকিরা যাইবে। এই সমস্তাকে পান কাটাইয়া বাওরা মৃত্যু কাণ্ড নিরন্তর প্রেরী হইতে আরু করিয়া ক্রমশঃ ইহা নিম্ন মধ্যমিত্ত বেকারদের মধ্যে বিতরণলাভ করিতেছে এবং সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত কমিতেছে। সমাজের গায়ের চুল্লীকতের মত ইহা নানাভাবে নুতন নুতন পচন সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহার অবস্ত্রাত্মক পরিণাম স্বরূপ ইহার আত্মবিক পাপলম্বুহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া যীরে যীরে সমাজজীবন বিধাত হইয়া উঠিতেছে। ভিক্ষাগুস্তির অস্ত্রাশে কতকম উৎকট পাপের স্রোত যে ফলনকারী দ্বারা মত সমাজের মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তার সীমা সংখ্যা নাই। ইহার উপরে এক প্রেরী বিবেকহীন ধনীরা লোকচন্দ্র অস্ত্রাশে ভিক্ষাগুস্তিকে একটি লাভজনক ব্যবসাকে পরিণত করার চেষ্টা করার অবস্থা আরও সমীচীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আশ্রয় এত বেপরোয়া ও অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে যে শুভ্রাদের সাহায্যে শুভ্রালোকের ছেলেমেয়েদের দরিদ্রা দিয়া কিংবা ক্রিয়াদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষেত্রবিশেষে বিকলপ করিয়া বাবাভাষুলকভাবে ভিক্ষাগুস্তিতে নিয়োজিত করিতে ইহাদের সাহসের অভাব ঘটে না। তাহার বাহ্যতে ঠাকি দ্বিতীয় পলাইতে না পারে কিংবা ভিক্ষালভ্য ভ্রম আত্মসাৎ করিতে না পারে তৎকর্ত্ত গুণ: নিয়োজিত আছে। শুভ্রারা তাহাদের খবরদারী করে ও বক্তিতের ভিক্ষায় ধনী হইয়া ভাগ বসায়। একবার তাহাদের কবলপ্রাপ্ত হইলে আর ঠাকি দ্বিবার পলাইবার উপায় নাই! সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টিকে ফাকি দিবার জন্য ‘অনাথ আশ্রম’, ‘অতিথিশালা’ ইত্যাদি গলেভরা নামের অস্ত্রাশে এই ছান ব্যবসা চলিয়া থাকে। মাথুরের জীবন দ্বিতীয় বাহারা এইভাবে ছিনিমিনি খেলিয়া থাকে তাহাদের এই খেলা হুৎ হুৎ বন্ধ করা এবং এইপ্রেরীর সমাজ বিদ্রোহীদের কঠোরতম হস্তের বিধান আশ্রয় প্রয়োজন। ভিক্ষুকের সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রেরীতে কমা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ বাহারা শুধাকথিত ধনীদের হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং বিনিময়ের বাজ ও স্থান (৭) পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রেরী ভিক্ষুকেরা সাধারণতঃ বলবৎ হইয়া বাস করে এবং প্রত্যেকটি হলের একজন বলপতি থাকে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি হলের সকলেই ভিক্ষা করিয়া থাকে।

উপার্জিত সমস্ত ভিক্ষাক্রয়্য হলের সাধারণ সম্পত্তি। নানাতরঙ্গীণ ভিক্ষুক সম্ভার গঠিত একশ বস্তুনি
ধেন এক একটি রুহৎ একান্ত পরিবার। দলপতিই ইহাদের হেডকোয়ার্টার, তাহার নির্দেশই
এখানে চরম এবং সকলেই তাহার মনোবল্লভে লব্ধ। বাস্তব পাশ্চাত্যে।

তৃতীয়শ্রেণীর ভিক্ষুকেরা সাধারণতঃ পুণে-পাণ্ডুরা নামী স্ত্রী এবং তাহাদের লঙ্ঘনসম্মতি পরিত্যক্ত
এক একটি পরিবার হিসাবে পথকেই ঘরবাড়ী করিয়া থাকে। তাহাদের তপস্বী ভ্রমণ, আহার
বিহার সমস্তই পথেই সংঘটিত হয়; ঘরবাড়ীর কোন ব্যাপাই তাহাদের নাই।

চতুর্থ শ্রেণীর ভিক্ষুকেরা ঘরবাড়ী কিংবা পরিবারের কোন দায় নাই না। তাহাদের
ভোজনন বস্ত্রভাণ্ড ও শরণ্য ইত্যাদি। যেখানে শ্রমী অবাগ বিচরণ ও আহার-বিহারই তাহারা
পছন্দ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুকের নিচাই ভিক্ষুক সমাজ গঠিত এবং ইহাদের সর্বত্র প্রতি-
বাসনের ব্যবস্থা করাট সমস্যার পক্ষে সর্বাঙ্গী প্রয়োজন। কিন্তু ইহা চাড়া আরও দুইপ্রকারের
ভিক্ষুক আছে, তাহাদের সম্বন্ধ বর্ণোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভিক্ষাপ্রতির দুশোঙ্কন করা
সরকারে শঙ্কে সম্ভব হইবে না।

প্রথমতঃ নিম্ন মধ্য শ্রেণীর ভিক্ষুক। ইহারা আসলে বেকার। কৃষি বোজগারে লব্ধ উপাধিকার
বিহীন হইয়া বাধ্যতামূলকভাবে ইহারা ভিক্ষাকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক
হিসাবে পরিচয় হিতে ইহাদের বিবেকে ও রুচিতে থাকে। তাই ইহাদিগকে নানাতরঙ্গীণ চলাকলার
আশ্রয় নিতে হয়। বাইরে ভ্রমণের সুখোপ পরিয়া ইহারা নানা অজুহাতে তাহাদের অভাব অভিযোগ
জুগুপ্ছ কষ্ট ও বিপদ আপদের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া লোকের মনে করণার উদ্রেক করে
এবং ভিক্ষা আহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ভিক্ষাপ্রতিই তাহাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র
অবলম্বন; শুধু technique বা পদ্ধতির ব্যবহারের মাত্র। অভাবের তাড়নায় এবং কর্মণ্যবানের
অভাবে অনুরণন হইয়া ক্ষুধা করিলেও ক্রমশঃ তাহারা ভিক্ষাপ্রতিতে এমনভাবে রপ্ত হইয়া পিষাছে
যে শ্রমবিমুগ্ধ, দারিদ্রহীন ও বেশযোগ্য ভিত্তিরীদের সহিত ইহাদের প্রভেদ অতি সামান্যই
এবং কাজ পাটলেও ইহার করিতে কিনা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মের লক্ষ্যার্থী ভিক্ষুক। ইহারা ধর্মের নামে বিভিন্ন আশ্রম, আশ্রম ও
কলেজ ইত্যাদির নামে জনসাধারণের ধর্মপ্রাণতার সুযোগে তাহাদের কাছ হইতে 'তোলা', 'ভিক্ষা'
বা 'দান' ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া বেশ আশ্রমে পরিবারভর্য্য সহ (?) জনসাধারণের পরসার
কোন কাজ না করিয়াই দিনাতিপাত করিতেছে। আমি প্রকৃত ধর্মপ্রাণতাকারী কিংবা সমাজ
সেবক আশ্রমসমূহের কথা বলিতেছি না। সেইগুলি সত্যি বিভিন্ন ধর্মের ধারক ও বাহক।
কিন্তু বাহারা ধর্মের ভাণ করিয়া জনসাধারণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া অলসভাবে সুখে ও
বজ্রমে ইঞ্জির সেবার নিবৃত্ত থাকিয়া জীবন বাপন করে তাহাদের সেই অজ্ঞায় সুযোগ হইতে
যুক্তি করিলে নিশ্চয়ই স্ফূর্ত হইবে না এবং তাহারাও প্রকৃত পক্ষে আমার বক্তব্যের লক্ষ্য।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে ভিক্ষুক সমস্যাতে বাহির হইতে বস্ত্র সহজ ও সাধারণ বলিয়া
মনে হয় আসলে কিন্তু তাহা তত সহজ ও সাধারণ নয়। পক্ষযাচিকী পরিকল্পনার সাহায্য
ব্যতিরেকে এই দ্রুত সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। তাহাদের সমস্যার সাধে ইহার অস্বাভাবিকতা হইয়াছে এবং বেকারদের চূড়ান্ত পরিস্থিতিই ভিক্ষুক
সমস্যার স্রষ্টাকারী। দ্বিতীয় পক্ষযাচিকী পরিকল্পনার সম্ভবতঃ ভিক্ষুকের সমস্যা কোন চিন্তা
করা হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয় সমস্যার স্তর বিবেচনার ইচ্ছাকে পক্ষযাচিকী
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভ্রমণ বর্ণাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

যে কোন সমস্যার সর্বোৎকর্ষ সমাধানের লক্ষ্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলেই সর্বাঙ্গী

তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গিক পরিসংখ্যান গ্রহণ সর্বতোভাবে কর্তব্য। অন্তর্গত আশ্রমের উপর পরিকল্পনা গৃহীত হইলে তাহা অক্ষরে চিত্র দ্বোভাষ মত কখনই লক্ষ্য স্থলে পৌছাইতে পারিবে না। যে কোন সমস্তার স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে অবহিত হওঁয়ার গওেই তাহার সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ সমীচীন এবং তাহা হইলেই পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে এই দৃষ্টি থাকে। বিশেষতঃ চিরঅবহেলিত ভিক্ষুদের স্বাভিযতীন চিরবৈরাগ্য মনকে সামাজিক আবহাওয়ার উপযোগী করিয়া গড়িছে হোল—তাহাদের মানসিক বিকৃতি ও বিশৃঙ্খল নিরসন করিয়া তাহাদের মনে আশার আলো জাগাইয়া হোলার ক্ষত্র বৈরূপ অর্হ পরিকল্পনা ও তাহার রূপায়নে কত সংখ্যক সমাঙ্গসেবী কর্মীর প্রয়োজন একমাত্র নিতুল পরিসংখ্যানের সাহায্যে তাহার হৃদয় শান্তরা সম্ভব। উল্লিখিত পরিসংখ্যান দ্বারা জানিতে হইবে বিভিন্ন প্রদেশবাণী ভিক্ষুদের সংখ্যা, চির অক্ষম, রূগ ও বিকলাঙ্গ, কর্মক্ষম করা বাইতে পারে; একজন অক্ষম, কর্মক্ষম, বরশাহুপাতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা এবং বিকল্প বর্ষে কতজনকে নিয়োগ করা বাইতে পারে এবং সম্বলীয় ও অন্তর্গত সর্বপ্রকার তথ্য সমূহ অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশবাণী ভিক্ষুকবিশিষ্ট তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিবাসনের জন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত সংগৃহীত তথ্য সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য প্রয়োজনানুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য চারি প্রকার ভিক্ষুদের প্রতিবাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিক্ষুক উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এই উপনিবেশ সমূহে অগ্রহূণ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে ভিক্ষুকবিশিষ্টে ক্রি ও বিভিন্ন শ্রমশূলক কর্মে শিক্ষাদান এবং নিয়োগ করিতে হইবে। ভিক্ষুদের জৈববিভাগ অনুসারে উপনিবেশসমূহকেও নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, রূগ ও বিকলাঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন ওয়ার্ড বিভক্ত করিতে হইবে এবং স্থান কাল ও প্রাকৃতিক দ্বারা বখাযোগ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বখাচিত সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাঙ্গসেবীদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে; নইলে তাহাদের প্রতিবাসন মানসিক পরিবেশে সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হইয়া হাইবে। বখাযোগ্য অগ্রহূণ মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সংসার বর্ষের প্রতি আসক্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহারা বাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুগে যুগে যে আশা মাত্রের সমাজকে লজ্জাবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের মনে সেই আশার আলো লকারিত করিয়া হিতে পারিলে ভিক্ষুকেষাও তাহাদের চির বৈরাগী নিদিষ্ট ভাব কাটাইয়া উঠিয়া আবার নতুন মাত্র হইবে। তাড়াতাড়ি করিলে কংবা দায়দার কর্তব্য করিয়া সেলে বং বিশ্রীত ফলই পাওঁয়ার সম্ভাবনা। এইভাবে ভিক্ষুক সমাজের পুনর্গঠন করার ফলে যখন সমস্ত কর্মক্ষম ভিক্ষুকে উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করিতে পারিবে এবং শুধু চিররূগ, বিকলাঙ্গ ও অনাবস্থা উপনিবেশে থাকিবে একমাত্র তখনই পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিয়াছে বলা সম্ভব হইবে। রূগের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অক্ষ, আতুর বিকলাঙ্গদের স্বাভিভাবে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা উপনিবেশে থাকা প্রয়োজন। অনাব শিশুদের তার গ্রহণের জন্য বখাচিত ব্যবস্থা পরিকল্পনার থাকা প্রয়োজন, তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং মানসিক উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বেসরকারী আবার সনত্তগণিকে বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন করা উচিত। ইহা দ্বারা নতুন ভিক্ষুক সৃষ্টির পথ বোধ করা হাইবে।

শেখোক্ত দুই শ্রেণীর ডিম্বকরের কোন পরিসংখ্যান গ্রহণ কিংবা ব্যাপক ও ফলপ্রসূ বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ কার্ণতঃ আর অসম্ভব। একমাত্র নেতিবাচক ডিম্বাকৃতি নিরোধ আইন প্রণয়ন দ্বারা তাহারিগকে ডিম্বাকৃতি হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং ইহা ব্যতীত ক্ষেত্রে অন্তত প্রয়োজনও। কিন্তু এই আইন কেবলমাত্র প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর ডিম্বকরের সম্পর্কে বোধোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পর্বেই কার্যকরী করা যাইতে পারে। অবশ্য তাহাদের এই সমস্যাতে বেকার সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের বধ্যাযোগ্য কর্ম সংস্থান করাই এই সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ইতিবাচক পন্থা।

এইভাবে দ্বিতীয় পক্ষব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যসরকারসমূহকে বধ্যাযোগ্য সাহায্য দ্বাৰাই ডিম্বক সমস্যার দ্বারা সমাধান করিয়া দেশের কলঙ্ক ঘোচন করিতে হইবে। নইলে বড় বড় পরিকল্পনার সাফল্যজনক রূপান্তরের দ্বারা ভারত 'ডিম্বকের দেশ' এই নাম খুঁটিবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থানের লক্ষ্য

শ্রমরেশ প্রসাদ নিয়োগী

পরিকল্পনা কাঠামোতে বোধ্য করা হইয়াছে যে আর্থিক কর্মসংস্থানের সুযোগ দান করাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এই লক্ষ্য সমুখে যাবিরাই আতীর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হইয়াছে।

পরিকল্পনা কাঠামোর বিশেষত্ব এই যে কিছু কিছু কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী জুটিয়ে তাহাদের সবাইকে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বেকারের সংখ্যা আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে দ্বাৰা অর্থবকার রহিয়াছেন তাহারা বাহাতে সারা বৎসর কাজ পান অথচ তাহাদের আর বাড়ি, এই নীতিও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক মহালনবীণ ১১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের কথা বলিয়াছিলেন ; অবশ্য পরে স্থির হইয়াছে যে কৃষি শ্রম অজ্ঞাত পেশাতে ১২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করিবার লক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে কৃষিতে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রহিয়াছে। বিভিন্ন পেশার আগামী পাঁচ বৎসরে কর্মসংস্থান করিয়া দিবার যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

১৯৬০-৬১ সালে কর্মসংস্থানের তালিকা (১০ লক্ষে)

১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭০-৭১

সাধারণ জনসংখ্যার সাধারণ জনসংখ্যার

প্রাকৃতিক বৃদ্ধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির

মতকরা হার

	১০৫০	১০৬০	১১১০	১১৫	৫১
(১) কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট পেশা	১০৫০	১০৬০	১১১০	১১৫	৫১
(২) শ্রম ও কারখানা	৩৮	৪০	৪৮	১৭	৪২
(৩) কৃষিকার্য শিল্প	১১৫	১২০	১৫০	৩০	২৫
(৪) রেল, পরিবহন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি	১৫	১৬	২০	৫৫	২৫
(৫) লজ্জাত ব্যাঙ্ক ও পরিবহন	২৫	১০০	১২০	২০	১০
(৬) বারীদ ব্যাঙ্ক, সরকারী	১০০	১৫০	১৭০	২০	১৬
চাকুরী ইত্যাদি					
মোট	১৪০২	১৫২০	১৬৩০	১১০	৭

কর্মসংস্থানের এই পরিকল্পনা জাতীয় আয়ত্বের পরিকল্পনার সহিত একত্রিতভাবে জড়িত ১৯৪০-৪১ সালে জাতীয় আয় ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে ২১% হাজার কোটি টাকা ছিল। ১৯৩০-৩১ সালে ইহাকে ১০% হাজার কোটি টাকার পরিণত করা হইবে। ১৯৪০-৪১ সালে কোন পেন্সন জাতীয় আয় কত ছিল এবং মাধ্যমিক নিয়োজিত প্রমিত ব্যয় ইহার কতটা উৎপাদিত হইয়াছে এবং ১৯৩০-৩১ উহা কিরূপ প্রভাবিত হইবে তাহা নির্ণয় করা হইল। এই তালিকাটিই খসড়া দ্বিতীয় লক্ষ্যবাহিনী পরিকল্পনার প্রতিলিপি ও স্বতন্ত্র।

ভারতের জাতীয় আয় (১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে)

মোট জাতীয় আয়ের শতকরা হার মাধ্যমিক জাতীয় আয় উৎপাদন
(নিয়োজিত জনতা) টাকায়

জাতীয় আয়ের উৎস	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট পেশা	৪২.২	৪৩.২	৪৩.৩	৪৩.৬	৪৩.২	৪৩.১
বাণিজ্য ও কারখানা	১.২	১.৩	১.১	১.৩	১.২	১.৩
স্বত্বাধার শিল্প	১.১	১.২	১.১	১.২	১.১	১.২
শিল্প, পরিবহন ব্যাংক ইত্যাদি	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩
অজ্ঞাত ব্যয়না ও পরিবহন	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩
আবাসনিক ব্যয়না, লব্ধকারী চাকুরী ইত্যাদি	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩	১৪.৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
নিয়োজিত জনতার মোট সংখ্যা (১০ লক্ষ)				১৪.১২	১৪.২০	১৪.৩০
মোট জাতীয় আয় (কোটি হাজার)				২১.২	১০.৮০	১০.৭০

ইহা হইতে দেখা যায় যে জাতীয় আয়ের পেন্সন প্রাপ্তি নিয়োজিত লোক হইতে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা জাতীয় গড় অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার কৃষি ও স্বত্বাধার শিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ এবং ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। বাণিজ্য ও কারখানা শিল্পে বৃদ্ধি পাইবে ১ ভাগ। ইহার কারণ দুইটি নিম্নের দিকে (যেখানে কর্মসংস্থান কম হয়) অর্থনীতির গতি পরিবর্তন।

১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪১-৪২ সালের কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই আগামী পাঁচ বৎসরের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কুটিল ও হস্ত নিম্নের প্রাপ্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য হইয়াছে এবং ইহার উন্নয়নের মাত্র প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার ফলে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪০-৪১ সালে ইহাতে প্রায় ১০০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। স্বত্বাধার শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সমতা বক্ষা করিয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না। তাই মহানগরী পরিকল্পনার এই উদ্দেশ্যে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া বহিরা লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেশের বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে জাতীয় আয় বাড়িবে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। আগামী পাঁচ বৎসরে এখানে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে বহিরা লওয়া হইয়াছে। আবাসনিক ব্যয়না ও লব্ধকারী চাকুরীতে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। কারণ এই পরিকল্পনার অন্যান্য, শিক্ষা প্রভৃতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইবার ফলে মাষ্টার, ডাক্তার, খোদা, নাপিত, হস্তি, বাস' প্রভৃতির নূতন কর্মসংস্থানের বিশেষ সুবিধা ঘটিবে। কারণনা শিল্প ও বাণিজ্যে প্রায় ১৭১২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ১৯৪০-৪১ সালে কারণনা শিল্পে ৩০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ইহার মধ্যে

ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুতকারী কারখানাতে ২৭ লক্ষ নিযুক্ত ছিল। বর্তমানে কারখানাতে ৩০ লক্ষের কিছু বেশী লোক নিযুক্ত আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভোগ্য দ্রব্যের কারখানা হইতে জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ এবং মূলধন প্রস্তুতকারক কারখানান্তলি হইতে শতকরা ১৫-১৭ ভাগ সুদ্বি পাইবার কথা। এই হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ১৯১৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবার কথা। (এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে কারখানা শিল্পে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কম কর্মসংস্থান হইয়াছে। পরিকল্পনা কাঠামোতে ইহা ঘরা হয় নাই।) মোটামুটি ভাবে একটি নুতন কর্ম সৃষ্টি করিতে হইলে ১০ হাজার টাকার বনবিনিয়োগ প্রয়োজন। সেই হিসাবে কারখানা শিল্পে মোট ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইলে ১১ লক্ষ লোককে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান দেওয়া হইতে পারে। রেল বিভাগ, সংবাদ আকার প্রদান, সংগঠিত ব্যাংক বীমা কোম্পানীতে আগামী পাঁচ বৎসরে প্রায় ৩৪ লক্ষ লোকের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হইতে পারে।

এই হিসাবের সবটাইতে বড় ভোম এই যে আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের বা বেকারীর কোন নির্ভর যোগ্য পরিসংখ্যান নাই। তাই ১৯৫১ সালের আবহমত্মমাতীর উপর নির্ভর করিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫৫-৫৬ সালের কর্মসংস্থানের তুলনায় ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান তুলির হিসাব করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই চুইটির কোনটিই ঠিক নহে। উহা ছাড়া আর একটি বিশেষ দোষ ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। মোট জনতার শতকরা ৪০ ভাগ নিযুক্ত কর্মী ধরিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৮ কোটি জনতার শতকরা ৪০ ভাগ লোক নিযুক্ত ছিল। অন্ততঃ এই হার ঠিক রাখিতে হইলে ১৯৬০-৬১ সালে ৪০ কোটি ২৭ লক্ষ জনসংখ্যার মাত্র ১৬ কোটি ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ মাত্র ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। অর্থাৎ উপরের হার ঠিক রাখিতে হইলে আরোও ৮ লক্ষ লোকের নিয়োগ প্রয়োজন। ইহার অর্থ বর্তমানের বেকারেরা তা নিযুক্ত হইবেই না, এবং বাড়তি জনতারও ৮ লক্ষ লোক কাজ পাইবে না। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বৎসরে প্রকৃত কর্মসংস্থান হয় ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় হ্রাস পাইবে, না হয় অধ্যাপক মহালনবিশ এবং পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে কোথাও গলচ আছে। আর বর্তমানে বাহারা বেকার রহিয়াছেন তাহাদের ৩০ লক্ষের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহা ছাড়া আমাদের দেশে কোনরূপ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা করিতে গেলে বিশেষ কতকগুলি অসুবিধার সন্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের মোট বেকারের সংখ্যা কত, ইহার মধ্যে কত শিক্ষিত আর কত অশিক্ষিত, কি কারণে ইহারা বেকার এবং কিভাবেই না ইহাদের কর্মসংস্থান করা যায় প্রকৃষ্টি বিধের আমাদের কোন সঠিক ধরার জ্ঞান নাই। বলাবাহুল্য ইহা ছাড়া কোন সঠিক কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। বেকারীর যে সকল হিসাব আমাদের আছে তাহা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ Employment Exchange-এর পরিসংখ্যান বহা যাউক। ইহা অসুবিধী বর্তমানে সংখ্যা ৬ লক্ষ। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ইহা ছিল ৪ টি লক্ষ। ইং হইতে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা দূরা যায় না, তবে বেশে যে দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা অসুমান করা যায়। সম্ভ্রুতি প্রকাশিত অধ্যাপক এম. এল. ভণ্ডের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫০ সালে ভারতে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৩০ হাজার। তাহার মধ্যে ক্রমিতে ৪ কোটি ২০ লক্ষ, বাগিচা ও বনিজে ৮০ হাজার, ব্রহ্মাকার নিয়ে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার, বাগিচা ১৪ লক্ষ, সেবাদাকার কাজে ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং কৃষি প্রকৃতিতে প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার। বাকীটা অজ্ঞাত।

পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ হওলার এক অর্থনীতিবিদের মতে ১৯৫১ সালে ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ লোক কার্যে নিযুক্ত ছিল (অধ্যাপক মহালনবিশেব মধো ১৯৫০-৫১ সালে ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ)। তাহার মতে সহরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক কর্মপ্রার্থী। আর সহর ও পল্লীতে অর্থব্যবহারের সংখ্যা নিম্নরূপ—

পল্লীতে কৃষি	৩০৩ লক্ষ	বৎসরে	৭ মাস
.. অকৃষি	৪৮ লক্ষ	বৎসরে	৬ মাস
সহরে কৃষি	৮ লক্ষ	বৎসরে	৭ মাস
.. অকৃষি	২১ লক্ষ	বৎসরে	৬ মাস

ইহাযা যে কর্মমাল কাজ করে না তাহার হিসাবে প্রায় ২১০ লক্ষ লোক পূর্ণ বেকার থাকে। এই হিসাবে ১৯৫১ সালে ২৪০ লক্ষ লোক বেকার ছিল। ইহার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনার আমলে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী জুটিয়াছে আর কর্ম পাইয়াছে মোট ৭০ লক্ষের মত। সব মিলাইয়া প্রথম পরিকল্পনার শেষে ২৪০ লক্ষ বেকার ছিল। আবার আর একটি হিসাবও বলা যাইতে পারে। Panel of Economists এর নিকট বেকারীর সর্বনিম্ন যে হিসাব ছিল তাহা অগ্রযাত্রী কৃষিতে মোট ৩৭ লক্ষের একেবারেই কর্ম নাই এবং ৫০ লক্ষ অর্থব্যকার। ইহাযা সহিত সচেষ্ট পূর্ণ বেকার ৩০ লক্ষ এবং অর্থ বেকার ৩৪৩ লক্ষ যোগ করিলে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ। অতএব বোঝা যাইতেছে যে বেকারের সংখ্যা দেড়কোটি হইতে পাঁচ কোটির মধ্যে। মোটামুটি ভাবে ৩ কোটি বেকার বরিষা লগ্নয়া যাইতে পারে। অতঃপর যেভাবে আমাদেব পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাযে ইহাদের কর্মলংস্থান কথিতে আরও ১৫১২-৫৩ লক্ষ সময় লাগিবে। অতঃপর প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য নসঙ্গ।

পূর্বে বর্ণিত কর্মলংস্থানের লক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে বিশেষ আশা পাওয়া যায় না। ইহাতে বোঝা যায় যে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ লোকের কর্মলংস্থানের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র ২৭ লক্ষ সংগঠিত শিল্প ও চাকুরীতে নিযুক্ত হইবে। আবার ইহার মধ্যে ১১১৩০ লক্ষের বেশী কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আর বাকীটা আসিবে ছোট উদ্যোগ, যোগ্য, নাপিত প্রভৃতির। ছোট শিল্পে যে ৩০ লক্ষ কর্মলংস্থানের কথা বলা হইয়াছে তাহাতেও বিশেষ আশা নাই। কারণ ইহাতে আর খুবই কম এবং স্থায়ী কর্মলংস্থানের গ্যারান্টি দিতে পারে না। আবার ইহার অধিকাংশই শায় শিল্পশক্তির পরিবারের লোকেরা। অর্থাৎ কর্মলংস্থান হইলে পূর্বের তুলনায় পরিবারের সামান্য কিছু আর বাড়িতে পারে। আবার গোশা, নাপিত সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে যে বর্তমানে কাজের অভাবে তাহার নিম্ন নিম্ন ব্যবস্থা ছাড়িয়া অত্র চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। আর বাহ্যিক শৈল্পিক ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া আছে তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা বিশেষ সুবিধার নহে। ইহাদের সামান্য আর আশাশ্রয়ী পাঁচ বৎসরে বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ জনসাধারণের মধ্যে হুঁই ভাবে জাতীয় আর বটিত না হইলে তাহাদের অর্থের ভাল হইতে পারে না। আর জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি না হইলে যোগ্য নাপিতেরও কাজ বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। তবে সমস্ত কিছু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, নার্স, ডাক্তার-এর চাকুরী হইবার অবসর সম্ভাবনা আছে।

Panel of Economists এর মতে যে ১১০ লক্ষ লোকেরই যে নূতন কর্ম হইবে তাহা নহে। ইহা একগুলি কর্মীকে (যাহাযা নিজেয়াই নিজেদের উদ্যোগে নিয়োগ করে) জীবনধারণের মাল

উন্নত করিবার সুযোগ তান করিবে। তাহার বলিষাছেন “11 millions will have not jobs as such, but opportunities for employment” হুঃখের বিষয় এই যে যেখানে ১ কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারা যাইতেছে না। অথচ বর্মসংস্থান তুচ্ছ এই পরিকল্পনার অগ্রতম উদ্দেশ্য হিসাবে দোষণ্য করা হইয়াছে।

আমাদের পরিকল্পনার ঐকটি কোণার ? প্রথম দোষ এখানে প্রমিককে গন উৎপাদনের প্রধান সহায়ক হিসাবে দেখা হইয়াছে না। উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে প্রমিকের সম্ভাব্যতা করিতে হইলে চাই মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার। অথচ আমাদের পরীক্ষাকালে (যেখানে অদিকালে বেকার ঘহিয়াছে) মূলধনের বিশেষ অভাব। এই মূলধনের ঘাটতির পরিমাণ ও প্রয়োজন কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে হিসাব করা সম্ভবপর নহে। ইহার লগ্নে চাই গ্রাম্য পরিকল্পনা এবং ইহাদের সমতা রূপ করিতে হইলে চাই গ্রামের সম্পদের সম্ভাব্যতার। আমাদের পরিকল্পনায় গ্রামে কত বেকার আছে, কত সম্পদ আছে, তাহাদের প্রয়োজন কি তাহার হিসাব না লইয়াই কত মূলধনী সাহায্য প্রস্তুত করা হইবে তাহা স্থির করা হইতেছে। অথচ আমাদের প্রয়োজন, গ্রামের উন্নতির লক্ষ্য, জনতার কর্মসংস্থানের লক্ষ্য বতরকম এই লক্ষ্য ত্রয়া প্রয়োজন তাহার হিসাব লইয়া পরিকল্পনা করা। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের পরিকল্পনার মূলধন গ্রামেই সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার লক্ষ্য প্রয়োজন গ্রামে মূলধন সংগঠনের একমাত্র বড় উৎস কৃষির সংস্কার এবং জমির পুনর্বন্টন করিয়া প্রকৃত চাষীর হাতে জমিমান করিয়া আদ্য বাড়াইয়া লক্ষ্য বাড়ান। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইহা না করিতে পারিলে কৃষি হইতে জনতা অগ্রস্ত সরান কোনদিনই সম্ভবপর হইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও জাতীয় আয়

ত্রিনিবেশ নিয়োগ

প্রথম ‘পাঁচ-সাল’ পরিকল্পনার একটি ২৭ বৎসরের দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় (per capita income) তুচ্ছ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এই আয়ের লক্ষ্য সাধারণত দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্গায় অর্থাৎ ১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয় ১৬% তুচ্ছ করা এবং ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় ১৯৭৭ সনে ১৮% তুচ্ছ করা অর্থাৎ এই পরিকল্পনা আনুমানী ২২ বৎসরে জাতীয় আয় বিগুণ এবং ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় বিগুণ করা হইবে। বৎসরে ১.২৫ হারে জনসংখ্যা তুচ্ছ হইবে; সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যা পরিচা, মাথাপিছু আয় বিগুণ হইতে প্রায় ৫ বৎসর লাগিবে। জনসংখ্যার তুচ্ছ পরিমাণ হইয়া প্রথম পরিকল্পনার শতকরা ৪ ভাগ মাথাপিছু আয় তুচ্ছ হইবার পরিকল্পনা ছিল। মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে, ‘পাঁচ-সাল’ পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১০—১২% ভাগ তুচ্ছ পাইয়াছে। পঞ্চদশী দুই বৎসরের সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই—তবে, পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে এই আয়ের তুচ্ছ পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বাড়াইবে। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা বিগুণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং মোটামুটি

ଭାବେ ୨୫—୨୬% ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆ ହେଉଥିଲା । ଅନ୍ତତଃ ଫେଲେ ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧିର ବାସ୍ତବିକତା ହେତୁ କେବା ସାଧ୍ୟ ହେ, ନେହିଁ ସନ୍ଦେହ ଫେଲେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଲଢ଼କରା ୦ ଭାଗ ହେତେ ୧୦ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା—ତାହି ପରିକରଣା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମନେ କେବେନ ବେ, ଗ୍ରୀତିବତ୍ସର ଜାତୀୟ ଆୟ ଲଢ଼କରା ୫ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 'ଅଧୌକ୍ତିକ' ଓ 'ଅତି-ଆମାସାତୀ' (too ambitious) ହେବେ ନା । ନିର୍ଦ୍ଦେ ଜାତୀୟ ଆୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ବିତରଣ 'ମାଟମାଳା' ପରିକରଣର ମଧ୍ୟେ 'ଲକ୍ଷ୍ୟ' (target) ସେଧାନ ହେଉଥିଲା ।

ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ

	୧୯୫୧-୫୨	୧୯୫୫-୫୬	୧୯୬୦-୬୧	ଲଢ଼କରା ହାର
କୃଷି	୫୫.୨	୫୨.୮	୬୦.୫	୫୫.୦ ୦
ଅନ୍ୟ	୫.୫	୬.୫	୬.୫	୬.୨
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ	୫.୮	୮.୨	୧୦.୫	୮.୦
ଫୋଟ ଉତ୍ପାଦନ (small enterprise)	୨.୦	୨.୫	୩.୦	୨.୦
ପରିବହନ, ସାଧନ ଇତ୍ୟାଦି	୬.୨	୭.୫	୯.୫	୭.୫
ସାଧନା ଓ ପରିବହନ	୧୫.୫	୧୫.୫	୧୫.୫	୧୫.୫
ଫାକ୍ତରୀ ଇତ୍ୟାଦି	୧୫.୦	୧୫.୦	୧୫.୫	୧୫.୨
ସୋଟ	୧୨୨.୦	୧୨୮.୫	୧୩୫.୦	୧୦୦

ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୫୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୯୫୧-୫୨ ମାସେ ଅନୁମିତ ଆୟ ୨୫୫ ଏବଂ ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ଉତ୍ପାଦନ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ହେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ୧୯୫୫-୫୬ ମାସେ ସମ୍ଭା ଅନୁସାରେ ୧୯୫୫-୫୬ ମାସେ ଜାତୀୟ ଆୟ ୧୨୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେହି । ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା ୧୨୫.୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେଣୁ ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ଭାବନା (All India wholesale price index) ଅନେକ ସେହି ଥିଲା, ତାହି 'ପରିକରଣ-କମିଶନର' ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୯୫୧-୫୨ ମାସେ ସମ୍ଭା (ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାକାହିଁ) ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାଣ କରିତେ ଚାଲି । ସମ୍ଭାବନା ସେ, ୧୯୫୧-୫୨ ମାସେ ସମ୍ଭା ସୋଟେହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାକାହିଁ ନା, ଇହାର ମଧ୍ୟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ୨୦ ମାସେହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ; ସମ୍ଭା ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର କାହାକାହିଁ ।

ଅନ୍ୟ ପରିକରଣର ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଗୁଣିବାଦିଲ ସେ, ତାହାତେ ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୫୫ (୧୯୫୦-୫୧-ଏସ୍ ସମ୍ଭାବନା) ତାହାକେ ଆୟ ଗୁଣିବା ହେତୁ ସେ ୧୯୫୫-୫୬ ମାସେ ତାହାତେ ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୫୫ (ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମାଟ ବତ୍ତର ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲା) ସାଧନା ୧୨୨ (୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ସମ୍ଭାବନା) ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ (କିନ୍ତୁ ଅନୁମିତ ତାହାର ଆୟ ସାଧନା ହେଉଥିଲା) ଇହାର ଅର୍ଥାତ୍ । ଗୁଣିବା ୧୯୫୦-୫୧ ମାସେ ସମ୍ଭା ଜାତୀୟ ଆୟ ହିସାବ କରିତେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଥିଲା । ଜାତୀୟ ଆୟ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ହିସାବ କରା ଯେଉଁ ।

ବିତରଣ ମାଟମାଳା ପରିକରଣାକାଳେ ଲୋକବୃଦ୍ଧି—

ସମ୍ଭାବନା	ଜନସଂଖ୍ୟା (କୋଟି)
୧୯୫୫-୫୬	୩୫.୫୦
୧୯୫୬-୫୭	୩୫.୫୫
୧୯୫୭-୫୮	୩୬.୫୫
୧୯୫୮-୫୯	୩୭.୫୫
୧୯୫୯-୬୦	୩୮.୫୫
୧୯୬୦-୬୧	୩୯.୫୫

୦ ସଂଖ୍ୟାଗୁଣି 'ଅନ୍ୟ' କେତେ ହେଉଥିଲା ୧ ଅନ୍ୟ = ୧୦୦ କୋଟି ।

পরিচালনা অস্থানীয় দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিচালনার আতীত আর ২০০ কোটি বাড়িয়ে এবং মাথাপিছু আর হইবে ৩০৭.। অর্থাৎ ২৭% জাতীয় আর বাড়িয়ে এবং মাথাপিছু আর বাড়িয়ে ১২%; আর জনসংখ্যা বাড়িয়ে ৭%। ইহাও মধ্যে সব চাইতে বেশী আসিবে তুষ্টি হইতে ১০৬০ কোটি টাকা; কারখানা শিল্প হইতে ৫৫০ কোটি টাকা, খনি হইতে ৫০ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ হইতে ৪৪০ কোটি—বাণী ৮০০ কোটি টাকা আসিবে "Tertiary Sector" হইতে। জলনায়ক ভাবে দেখা যায় অতিরিক্ত আর উৎপাদন হইবে শতকরা ৬৫ ভাগ কারখানা হইতে, খনি হইতে ৫০%, ছোট উদ্যোগ হইতে ৪০% (in relative terms the increase in income generated would be greater in factory, estimate 65 p.c. mining. 60 p.c. and small enterprise 40 p.c. then agriculture 20 p.c.); গড়ে খনি, কারখানা ও ছোট উদ্যোগ হইতে জাতীয় আয়ের ১৭.৭% আসিত ১৯৫৫-৫৬ সনে। ১৯৬০-৬১ সনে উহা দাঁড়াইবে ২১.৫% এবং কৃষির ৮৬% হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৭.৭%তে দাঁড়াইবে। অতঃং দেখা যাইতেছে যে, শিল্পের প্রতি বেশী জোর দিলেও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিচালনার শেষে অর্থনৈতিক কাঠামোর খুব কমই পরিবর্তন হইবে।

• শতকরা ২৫ ভাগ জাতীয় আর তুষ্টি করা যাইবে কিনা তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। অর্থনীতিবিদ-মণ্ডলী বলেন যে, "Given a determined bid to put forth a maximum measure of effort this rate of increase can be detained."

পরিচালনা কাঠামোর অঙ্গতন সমালোচক ডাঃ বিধান রায় বলেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে শতকরা ২৫ ভাগ জাতীয় আর তুষ্টি করা সম্ভব হইবে না; কারণ বর্তমানে জাতীয় আয়ের তুষ্টির পরিমাণ শতকরা মাত্র ২-৩ ভাগ মাত্র।" প্যানেল বলেন যে ইহা করিতে হইলে, ধনবিনিয়োগ জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ হইতে ১১ ভাগ করিতে হইবে। ডাঃ রায়ের সমালোচনা করিয়া আনন্দবালায়ের সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে, তাহার উক্তি ঠিক নহে, "কারণ জাতীয় আর কমিটির মতে ১৯৪৭-৪৯-এর মূল্যমানের ভিত্তিতে ১৯৫২-৫০ সালের ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫২০ কোটি টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সালে উহা শতকরা ৫.৫ ভাগ তুষ্টি পাইয়া ২৬৫০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের তুষ্টির হার যেভাবে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, তাহাতে গত ১৯৫৫-৫৭ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের তুষ্টির হার ৫% দাঁড়াইয়াছে এবং চলতি সরকারী বৎসরে এই হার ৫ ভাগ অশেফাও কিছু বেশী হইবে মনে করিলে অসম্ভব হইবে না। এইরূপ অবস্থার ১৯৫৫-৫৭ সন হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে ভারতের জাতীয় ৫% তুষ্টি পাইবে বলিয়া পরিচালনা কমিশন যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।" এই ধরনের আশা পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ বঙ্গদেশের তুষ্টি হওয়ার দরুন যদি ও বাহ্যিক ক্ষত ভাল হয় এবং সেই যেত অধিক শক্ত উৎপাদনের দ্রুত জাতীয় আয়ের কিছুটা তুষ্টি হয়। এই বর্ধিত আয়ের শত করা ৫০ ভাগই দ্বারা নহে। তাই পরিচালনা কমিশন মনে করেন ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে (খিগত ৫ বৎসরে) জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২—১৩% মাত্র অর্থাৎ ২.৫০—৩.০% এক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের বক্তব্য এই যে "Not all the increment in the value of the gross national product has been in the form of directly consumable wealth. A considerable portion has been in the shape of dams, factory & other

• পূঃ—জাতীয় আয়ের শতকরা পূর্বের "এবং উইয়া"।

capital installation which will take time to be reflected in a rise in the standard of living of the balance, a part has to be set aside for maintains of previously existing capital equipment and another part for the consumption requirements of the population increase which has occurred during the intervals. Only remainder represents net consumption and therefore the scope that exists for net saving and investment without further curtailment of the living standard is limited"—অর্থের অর্ধেক ইহা বিত্তমূলকতা সম্বন্ধেই হইবে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

১৯২০ সালে U. N. O.র একজন অর্থনীতিবিদ বলেন যে, যে সকল অল্পবয়স্ক দেশে মৃত্যু ১ ভাগ হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দেশে ভোগের মান ঠিক রাখিবার জন্য মৃত্যু ০ হইতে ৫ ভাগ হারে বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারতে ১২.৭% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং যে কোন উপায়েই হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ খনিরোপ করা ০-১০% জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইবেই, নচেৎ জীবনধারণের মান হ্রাস পাইবে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায় ইহাকে "Demographic Investment" বলে। এইরকম আয়ের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

রাষ্ট্রীয় ব্যবসা

শ্রীঅচল কল্যাণপাধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহার্থে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবসার স্থাপন করিয়াছেন। উদ্ভেদ্য ব্যবসায়ের লাভটুকু পরিকল্পনামূলক উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করা সম্ভবিত কক্সীয় সরকারের দ্বারা সকল রকম সরকারী জনকল্যাণমূলক কার্যগুলি (Public utility service) নিষেধের হাতে লইয়াছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতার "বাস ব্যবসা" একচেটিয়া করিবার সিদ্ধান্ত কিছুদিন পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন।

কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় মূল্য জনগণের স্বার্থের বিধানই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। জনগণ বাহ্যতে সুস্বাস্থ্য পোষ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়—প্রাথমিক মূল্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসাদি লব্ধ করিতে পারে—তাহার জন্যই রাষ্ট্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইহা ব্যতীত নব্য অর্থনৈতিক যন্ত্রে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে জনতান্ত্রিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র সচুচিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র বহুদূর সম্ভব প্রসারিত করিবার কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাবুদ্ধির সময় জনসাধারণের কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় জিনিসাদির বন্টনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যে কতদূর উপকারী হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। উৎপাদন ও বন্টনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব শান্তির সময়েও বহুক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়।

অন্য একবার্ষিক ঠিক যে, তৎপতভাবে যাহা সভ্য সময়েই তাহাকে কার্যে রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য নয়। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাহা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে অপসারিত করার পক্ষেও বিশেষ সহায়নে বিভিন্ন বস্তু প্রকাশ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্তম্ভ হইল—

১। জনসংখ্যার ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে অবিকতর নিয়ন্ত্রণ।

২। অধিক উৎপাদনের দ্বারা মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হয়।
 ৩। মধ্যমীয়া ব্যবসায়ীরা অল্পকালীন হওয়ার মূল্য হ্রাস পায়।
 ৪। মুদ্রাস্ফাব্দি দূর হয়। যদি মুদ্রাফা হয় তাহা হইলেও তাহা পুনরায় জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

৫। অশুচর ও অসম্য প্রতিযোগিতা দূর হয়।

৬। অধিক-সম্পর্কের উন্নতি হয়।

৭। হটনে অধিক ব্যবস্থা হয়। কাগোবাঝারের আশঙ্কা দূর হয় অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষতিগুলি হইল—

(১) প্রতিযোগিতা না থাকায় এক চেটর কারখানার সুফলগুলি দেখা দেয়।

(২) দীর্ঘস্থায়ী, অযোগ্যতা প্রকৃতি দেখা দেয়।

(৩) অপ্রতিযোগ্যতার অস্তিত্ব দেখা দেয়।

(৪) ব্যবসায়ীরা উত্তমের অভাব হয়।

(৫) উৎপাদনের গুণ হ্রাস পায়।

(৬) উৎপাদনের বিচিত্রতা লোপ পায়।

(৭) কঠিন বিকল্পে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না, বহু সময়েই উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ের অল্প মূল্য প্রাপ্তি পায়।

(৮) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুফল দেখা দেয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে অসীম নয়, ইহার একটি সীমা আছে। অপ্রতিযোগ্যতার দ্বারা দেখা গিয়াছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বিশেষ উপযোগী—

(১) যে সকল ক্ষেত্রে অধিক মূলধন, অধিক জনসম্পদ প্রকৃতির প্রয়োজন। কারণ সকল সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিগত মূলধন এই সকল শিল্পে বিনিয়োগিত হয় না।

(২) যে সকল শিল্পের ক্ষতি উন্নয়ন প্রয়োজন অথচ বাহ্যতে ঈর্ষ লাভের আশা নাই।

(৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহ।

(৪) জনকল্যাণমূলক কার্যগুলি, যেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা উচিত নয়।

(৫) বনিয়াদমূলক সংক্রান্ত শিল্পসমূহ।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের দোষগুলিসমূহ উপলব্ধি করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্রী “অর্থনীতি”র অধ্যয়ন করিতেছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন সেগুলি হইল—

(১) চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরী লিঃ।

(২) সিক্সি ফাটলাইনার ফ্যাক্টরী লিঃ।

(৩) কোক ওভেন স্ট্রীট (সিক্সি)।

(৪) হিন্দুস্থান ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ (ডি. ডি. টি’র অধঃ)

(৫) হিন্দুস্থান এ্যাক্সি-সার্বোটিক লিঃ (“শিখরী”তে)।

(৬) হিন্দুস্থান কেবল লিঃ (রূপনারায়ণপুরে)

কলাবাঙ্গলা বিশ্রী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগেরও স্থান আছে। ভারত সরকার এইভাবে সমস্ত সমাধান করিতে চাহিতেছেন। এপর্বৎ এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলিবার যত কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া বিত্তীয় পক্ষবাহিনী পরিকল্পনাকালেও ইহার প্রসার আদায় কাঁদনা করি।

একটি বিশাল প্রাণ—চীনদেশের পরিকল্পনা

ওয়াং জুয়াং উই •

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সম্পাদক

বিভারিত আলোচনার পর জাতীয় লোকপরিবহন চীনা গণতান্ত্রিক বিশাখণিকের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৫০—৫৪) গ্রহণ করিয়াছে।

লক্ষ্য—প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল : সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রাথমিক ভিত্তিহাশন, কৃষি এবং কুটির শিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক ভিত্তিহাশন, এবং বনতান্ত্রিক শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক ভিত্তিহাশন। এই তিনটি দিকই পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত এবং ইহাদের পৃথক করা যায় না এবং ইহাদের সর্বাত্মক বিকাশই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন। ইহার কারণ একমাত্র ক্রমাগত কৃষি কুটিরশিল্প ও বনতান্ত্রিক শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরই একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ কায়েম করিতে পারে।

শিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপায়নের প্রাথমিক ভিত্তি হাশনের জন্য পাঁচশালা পরিকল্পনার বৃহৎ শিল্পের ব্যাপক সংগঠনের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। এইরূপ করা হইয়াছে এই কারণে যে, জাতীয় অর্থনীতির ক্রমাগত বিকাশ একমাত্র তবেই সম্ভব যদি বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নকে প্রথম স্থান দেওয়া যায়। একমাত্র ইহাই জনগণের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি আনিতে পারে।

এই পাঁচ বছরে ৭,৩৩৩ কোটি ইয়েন (প্রায় সাড়ে ৫১ ইয়েন সমান ১০০ টাকা অর্থাৎ এক ইয়েন সমান প্রায় দুই টাকা)। মুদ্রা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে। এই টাকার শতকরা ৪০.২ ভাগ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে কৃষিকার্য অগ্রগতি ও ডিম্বাইন করার খরচা ধরিলে শতকরা ভাগ আরও বাড়িবে।

মূল পুঁজি সংগঠন খাতে এই পাঁচবছর ৪,২৭৪ কোটি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে শতকরা ৫৮.২ ভাগ শিল্পের জন্য ব্যয় করা হইবে, যদি কৃষি, বন, জল সংরক্ষণ, যানবাহন, ডাক ডার, বাণিজ্য ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হইবে।

শিল্পখাতে ব্যয়ের মধ্যে শতকরা ৮৮.৮ ভাগ বৃহৎ শিল্প সংগঠনের জন্য ব্যয় করা হইবে। এবং শতকরা ১১.২ ভাগ ব্যয় করা হইবে ছোট ছোট শিল্পে। মূল বা বৃহৎ শিল্পগুলির বিকাশের জন্যই একরূপ হার নির্ধারণ করা হইয়াছে। মোট ৩ হাজার শিল্প নির্মাণ প্রাণের মধ্যে ৬৩৪টি হইতেছে বৃহৎ শিল্প সংগঠন, ইহার মধ্যে .৫৬টি গড়িয়া তুলিতে সোবিয়ৎ ইউনিয়ন আমাদের সাহায্য করিতেছে। এই বৃহৎ শিল্পের কারখানাগুলি সোবিয়ৎ বিশেষজ্ঞদের আধুনিকতম কৌশলে নির্মিত হইবে। এইগুলিই হইবে চীনের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। আধুনিক লোহা ও ইস্পাত কারখানা, অস্ত্রাভ্যাস্ত্র যান, কয়লাখনি, বা . ও জলচালিত বিদ্যুৎ ও মোটর ট্রাকের এবং রাসায়নিক কারখানা সমূহ ইহার মধ্যে বরা হইয়াছে। এইগুলির কাজ যখন সম্পূর্ণ হইবে এবং উৎপাদন শুরু হইবে তখন চীন তাহার ব্যক্তিগত গলাইবার, বিদ্যুতের, খনির, তৈল শোধনের আধুনিকতম টাইপের লেন্ডর, মোটরগাড়ীর, ট্যাঙ্কের ও হাওয়াই জাহাজ তৈরির সবরকম অপ্রাপ্তি কেনেই উৎপাদন করিবে। এই সমস্ত আধুনিকতম অপ্রাপ্তি বেশে তৈরি হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখা আধুনিক কারবার সম্বন্ধিত হইবে এবং আমাদের সমস্ত অর্থনীতি চূড়ান্ত ভাবে পরিবর্তিত হইবে।

• দ্যামত পাইকার অস্থায়ী লাইসেন্স প্রকাশ করা হইল।

এক বিপুল পরিবর্তন সাফল করার জঙ্ক—১৯৬২ সালে অর্থাৎ যে বছর চীন যুদ্ধ হইতে সে বছর দ্বিতীয় ২ লাখ ৬৬ হাজার টন লোহা ও ১ লাখ ৪০ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদন হয়। যখন পাঁচশালের পরিবর্তনের নির্দিষ্ট প্রাণগুলির কাজ শেষ হইবে তখন শিল্প ও কারখানাভ্যন্তর উৎপাদন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে। এক কোটি হইতে ২ কোটি টাকার উর্ধ্বে যে সব শিল্পে পুঁজি নিয়োজিত হইবে তাহাদের উৎপাদনই এতদূর বাড়িবে যে ১৯৬২ সালে সারা দেশে সমগ্র শিল্পের উৎপাদন বাহা হইয়াছিল তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে।

লোহা ও ইস্পাতে বার্ষিক উৎপাদনের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে যথাক্রমে ৪৭ লাখ ৯০ হাজার টনের ও ৩১ লাখ টনের। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িবে ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোওয়াট। বার্ষিক কয়লা উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে ৯ কোটি ১১ লক্ষ টন। খাত্য বস্ত্র উৎপাদনের ও বস্ত্রের কাজ চালানোর যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে এক লক্ষ ২০ হাজার টন। বিদ্যুৎ বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে ৮ লক্ষ টন। মোটের গাড়ী উৎপাদনের ক্ষমতা গাড়ীইবে বছরে ২০ হাজার গাড়ী ও উৎপাদন হইবে ৩০ হাজার গাড়ী। ইন্ডির বা মোটরের শাশল উৎপাদনের ক্ষমতা ১৯৬২এ গাড়ীইবে বছরে ১৫ হাজার ইউনিট বা গাড়ী। ইহা ছাড়া সূতা, কল, চিনি, রাসায়নিক সার, গিমেট, কাগজ ইত্যাদির উৎপাদনও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। মোট শিল্প উৎপাদন ১৯৬২ সালের তুলনায় হইবে দ্বিগুণ অপেক্ষা সামান্য কম অর্থাৎ ১৯৮০।

এ সব ছাড়া এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সোবিয়ৎ ইউনিয়নের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে অ্যাটম শক্তি ব্যবহারের কারখানা স্থাপনের কাজও শুরু হইবে। উপরে বলা হইয়াছে মোট শিল্প উৎপাদন ১৯৬২ সালে ১০০ বরিলে ১৯৬৭ সালে গাড়ীইবে ১৯৮০ কিন্তু রাষ্ট্রকায়ত্ত শিল্প ও বস্ত্রপাতি, কলকারখানা নির্মাণকারী শিল্পের উৎপাদন হার আরও বেশী হইবে। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রীয় শিল্পের উৎপাদনের মোট মূল্য ২০০'১ হইবে (১৯৬২ সালকে ১০০ বরিল)। ১৯৬৭ সালে চীনের কারখানা ভাঙ পণ্যের অংশ মোট শিল্প ও কৃষি পণ্যের সহিত তুলনায় অসুপাতিক হার গাড়ীইবে শতকরা ৩৬ ভাগ। ১৯৬২ সালে মোট উৎপাদনের মধ্যে কারখানাভ্যন্তর পণ্যের অংশ ছিল শতকরা ৬৬'৭। শিল্প উৎপাদনের হার অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে বলিয়া কৃষি ও অজ্ঞাত ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িলেও শিল্পের আত্মপাতিক হার বাড়িতেছে।

কিন্তুবে সম্ভব হইতেছে?—এইরূপ বিশাল পুনর্গঠন ও নির্মাণে হাত দেওয়া সম্ভব হইতেছে কারণ চীনা জনসাধারণকে আধা-সামান্য আধা-উপনিবেশের গুণ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের দ্বিত্বতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সরকার এখন তাহাদের মঙ্গল কামনাও নিয়োজিত রহিয়াছে।

ছোট শিল্প—পাঁচশালা পরিকল্পনা ছোট বা হালকা শিল্পের প্রতিও বর্ধিত নজর দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার বেগ বড় বড় ৩২টি সূতা-কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমগ্র শিল্প উৎপাদনে যে পুঁজি নিয়োগ করা হইবে তাহার তুলনায় হালকা শিল্পের ভাগ অল্পতম কম। এবং ইহার বর্ধিত বৃদ্ধি সঙ্গত কারণ আছে। তাহার প্রথম কারণ হইতেছে মূল শিল্প স্থাপন করিয়া বস্ত্রপাতি বেগে নির্মাণের ব্যবস্থা না করিলে আধা-গুপ্তভাবে হালকা শিল্প পড়িতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে বেগব হালকা শিল্প আছে তাহাদের বর্ধিত অনিয়োজিত উৎপাদন ক্ষমতা বহিরা পিয়াছে বাহা কাজে লাগানো যায়। তৃতীয়তঃ ছোট শিল্পের দ্বারা

প্রচুর বিনিয়োগ এখনও উৎপন্ন হইতে পারে। চতুর্থতঃ নতুন হালকা শিল্পের কাঁচা মাল যোগানের ব্যবস্থার দ্রুত কার্য উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কৃষির রূপান্তর—বাংলাতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনীতির সহ রক্ষণ প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা মিটানো সম্ভব হয় এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তত্ক্ষণ প্রথম পাঁচশালা ব্যবস্থার কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দ্রুত প্রদর্শন করিয়াছে। ১৯৭১ সালের মধ্যে দেশের ১১ কোটি কৃষি পরিবারের তিন ভাগের এক ভাগ কৃষি সমন্বয়ে যোগদান করিবে। কৃষির রূপান্তরের সঙ্গে ইহাই প্রথম পর্যবেক্ষণ, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্রুত ধনী-কৃষকের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ঘটায় চরম পূর্ণ। ১৯৭২ সালের জুলাই ১৯৭১ সালে কৃষি ও সংলগ্ন গ্রাম্য উৎপাদন শতকরা ২০.০ ভাগ বৃদ্ধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উৎপাদন বাড়িবে শতকরা ১৭.০ ভাগ, তুলার বাড়িবে শতকরা ১৫.০ বা চারভাগের একভাগের কিছু বেশী; পরিপুষ্ট ভাষাকের উৎপাদন বাড়িবে ৪ ভাগের তিন ভাগেরও বেশী; তৈলবীজ জাতীয় ফসলের বাড়িবে শতকরা ৩৭.০ ভাগ।

পশুপালন উন্নয়ন—চল সংস্করণ ব্যবস্থার দ্বারা মোট ৬০ লক্ষ এসব পশুপালন প্রতিষ্ঠান প্রথম পাঁচশালা ব্যবস্থার চাষে আনা হইবে। বড় বড় নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা মারফৎ এবং নানগরান, গোশাল, কংসেলিং ও খেঁসানএ বৃহৎ বৃহৎ স্থাপনা করিয়া নদীর ক্ষতি করার ক্ষমতা রোধ করা হইবে। এই সময়ের মধ্যেই হান, ইম্বালি উপত্যকার নদীগুলি এবং জুর্জ পীতনদীকে নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক কাজ শুরু হইবে। পীতনদীকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না, সেচের, নৌবহনের ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্রুত তাহাকে মাছের কাতে লাগিতে বাধ্য করা হইবে।

চীনে হস্ত শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। হস্ত শিল্পীদের সমন্বয় রাষ্ট্র করায়ত্ত শিল্পগুলির সঙ্গে বিশেষ সহায়কারী। ১৯৬১ সালে এক সমন্বয়ভুক্ত হস্ত শিল্পীদের সংখ্যা গাঁড়াইবে ২১ লক্ষ। সমগ্র হস্তশিল্পের উৎপাদনের তুলনায় সমন্বয়ভুক্ত হস্তশিল্পের উৎপাদন গাঁড়ায় শতকরা ৩০.০ ভাগ।

জনসংখ্যিক উৎপাদন ও বাণিজ্যের রূপান্তর—এছাড়া চীনেই অনেক বনিক শ্রেণী চালিত কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৬০ সালে হস্তশিল্পী সহ ব্যক্তিগত পুঁজিতে চালিত উৎপাদনে ২০ লক্ষের উপর লোক নিয়োজিত ছিলেন—২২ লক্ষ লোক ব্যক্তিগত জনসংখ্যিক বাণিজ্য-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। সাধারণত দেখা আছে যে, রাষ্ট্র জনসংখ্যিক শিল্প ও বাণিজ্যের কৃষি। এই নীতি অনুযায়ী প্রথম পাঁচশালায় সমস্ত আধুনিক ব্যক্তিগত মালিকানা চালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ বা মিলিত রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত কারখানার পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৬১ সালে আর্জেন্টিনার উপর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্টেট ক্যাপিটালিষ্ট বা রাষ্ট্র পরিচালিত বন্যায় বাণিজ্যে রূপান্তরিত করা হইবে। ১৯৬১ সালে সমগ্র শিল্প উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা পরিচালিত কারখানার উৎপাদন গাঁড়াইবে শতকরা ১২.২ ভাগ; যে কারণে ১৯৬২ সালে উহার শতকরা অংশ ছিল ২৩ ভাগ। বাণিজ্যেও ব্যক্তিগত মালিকানা পরিচালিত সংগঠন ও বোতাম পাটের অংশ করিয়া হইবে।

একটি সামগ্রিক চিত্র—প্রথম পাঁচশালা ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক চিত্র। ইহা কেবল কৃষি ও শিল্পের হস্তশিল্প ও জনসংখ্যিক শিল্প-বাণিজ্যের রূপান্তরের কথাই চিন্তা করে নাই, শত-পালন, বানবালন, বোপাযোগ, ডাক-ডাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি সবধিক বিবেচনা করা হইয়াছে। সবে সবে উৎপাদনের ব্যয় কমানো, প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের দ্রুত লক্ষ্য দৃষ্ট করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেশন

অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১৯৪৫ সনে স্থাপিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিঘ্নিত দেশ সমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে ব্যাংক সহায়তা' করা ইহার সামর্থ্যের বাহিরে ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুক্তোত্তরকালে ইউরোপকে মার্সাল সাহায্য দেওয়ার বিশ্ব ব্যাঙ্ক উহার দায়িত্ব হইতে কিছুটা অব্যাহতি পাইয়াছিল এবং নানা ধেনে নিজের সাহায্য অনুযায়ী কর্তৃক দিতে পারিয়াছিল। পৃথিবীর অন্তর্যন্ত বা অনগ্রসর দেশ সমূহই বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বেশী সাহায্য আশা করে কিন্তু ইহার অর্থ বল এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণের দত্ত বিরাট নহে। বরং বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিয়মের কড়াকড়ির দ্বারা অনেক সময় ভুল পাওয়াও সম্ভব নহে। এই ব্যাঙ্ক কেবল সমস্ত রাষ্ট্র বা গণপরিষদের গ্যারান্টি ব্যতীত ঋণ দেয় না। কেবল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিলেও উহার দ্বারা গণপরিষদের গ্যারান্টি অবশ্য প্রকার। বলা বাহুল্য এইরূপ সর্বাঙ্গীণালন করা বহুক্ষেত্রে সম্ভব নহে। এমনকি এরূপ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রকার বাহার মাধ্যমে অর্থবলে সমৃদ্ধ দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রসর দেশসমূহে মূলধন নিয়োগ করিতে পারে। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বশ্রমজীবী দ্বারা অনগ্রসর দেশসমূহের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির যে পুথই প্রয়োজন সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের প্রত্যেক সমস্ত তাহা স্বীকার করেন।

গত ৭ই এপ্রিল ১৯৪৫ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আবির্ভাবেন বলেন যে ছয়টি মহাদেশের ৪২৫টি পরিচালনার বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব পরিচালনা ২০০ কোটি ডলার অতিক্রম করিয়াছে এবং এই বিরাট সাহায্য ইতিমধ্যেই সঞ্চয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি উল্লেখ করেন যে নানাভাবে সাহায্য করিলেও বিশ্বের আর্থিক উন্নয়নের দ্বারা বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশসমূহের আরও অর্থ সাহায্য প্রকার। এই উপলক্ষে তিনি ভারতের নবগঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে কর্তৃত্ব দিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। উন্নয়ন ব্যাপারে বেসরকারী মূলধনের সাহায্যে বাহা পাওয়া বাইতেছে তাহা উল্লেখযোগ্য হইলেও যথেষ্ট নহে। উন্নয়নক্ষেত্রে আরও বেশী পরিমাণে বেসরকারী মূলধনের প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে বেসরকারী মূলধনকে উৎসাহ প্রদান পুথই কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেশন নামে একটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বাহাতে বেসরকারী মূলধন নিয়োগক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে অর্থনিয়োগ হয় সেই ব্যবস্থার ঘোষণা করেন। এষ্ট নূতন প্রতিষ্ঠান সমস্ত রাষ্ট্রগণের মধ্য হইতে একাধারে বেসরকারী মূলধন সংগ্রহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে অর্থনিয়োগ করিবে।

তিনি আরও বলেন, এই ফিনান্স করপোরেশন বিশ্ব ব্যাঙ্কের অন্তর্গত বা ব্যালিসিয়েটেড প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার অধিদায়ক একমাত্র বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৫৬ জন সমস্ত রাষ্ট্রগণই হইতে পারিবেন তবে ইহার অংশ বা শেয়ার ক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না। বিশ্ব ব্যাঙ্কের গভর্নরগণ এই নূতন প্রতিষ্ঠানের গভর্নর হইবেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কার্যনির্বাহক ডাইরেক্টরগণ বাহারা একটি দ্বারা গভর্নরগণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তাহারা এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হইবেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি করপোরেশনের ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। করপোরেশন চেয়ারম্যানের প্রাধিকার অবশ্য বিশেষতঃ সভাপতি নির্বাচন করিবে।

আর্থিক বাণ্যে বিবখ্যাজ্ঞ এবং করপোরেসন সম্পূর্ণরূপে উইটী পৃথক প্রতিষ্ঠান হইবে। করপোরেসনের মূলধন হইবে ১০ কোটী ডলার বিব ব্যাঙ্কের মূলধনে সত্ত্ব রাষ্ট্রগুলি যে হারে টাকা কিয়াদে সেই হারে এই প্রতিষ্ঠানের আশ বা শেয়ার গ্রহণ করিবে। অততঃ ত্রিশটী রাষ্ট্র অংশীকার হইয়া ১ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার শেয়ার গ্রহণ করিলে আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেসন কার্যে হইবে ও কাণ্যারম্ভ করিতে পারিবে।

গত এপ্রিল মাসে বিবখ্যাজ্ঞ চূড়ান্ত ভাবে এই নূতন প্রতিষ্ঠান—আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেসনের অর্গঠানপত্র ও নিয়মাবলী অগ্রমোদন করিযাছে এবং সত্ত্ব রাষ্ট্রগুলির নিকট ইহার গ্রহণ ও উহার আশ গ্রহণের মন্ত্র পাঠাইয়াছে। উহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা যায়।

উদ্দেশ্য—করপোরেসনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সত্ত্ব দেশ সমূহে বিশেষতঃ গরম অনগ্রসর দেশের বেসরকারী বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ প্রদান। এতদ্ব্যতীত ইহা

(ক) গভর্নমেন্টের স্যাবাস্তি ব্যতীতই, যে সকল ক্ষেত্রে জায্য মূহে অর্থ লাভয়া বাইতেছে না, সেই সকল বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ নিয়োগ করিবে;

(খ) যখন কোন উৎসৃক্ত লাভজনক অর্থনিয়োগের ক্ষেত্রে ইহার নগরে আসিবে তখনই বেসরকারী মূল্য হইতে মূলধন সরবরাহ এবং আবশ্যিক মাত্র অতিরিক্ত পরিচালক সংগ্রহ করিয়া দিবে;

(গ) করপোরেসনের সত্ত্ব দেশ সমূহে বাহ্যতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মূলধনের নিয়োগ গুড়ি পায তবিধের অগ্রকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে।

সমস্ত ও মূলধন—একমাত্র বিব ব্যাঙ্কের ৫২ জন সত্ত্ব রাষ্ট্র বা গভর্নমেন্ট সমূহই এই করপোরেসনের সত্ত্ব হইতে পারিবে। ইহা মূলধন হইবে ১০,০০,০০,০০০ কোটী ডলার। ১০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত, প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০০ ডলার; চাঁদা আমেরিকান ডলার কিংবা অর্গে দেয়। আমেরিকার মূল্যবাহুর শেয়ারের পরিমাণ হইবে বৃহত্তম—৩,৫১,৫৮,০৫০ ডলার, ইংলণ্ডের শেয়ার ১,৫৪,০০,০০০ ডলার—দ্বিতীয় বৃহত্তম। ইহার পরে চীন ২৮,৪৮,০০০ ডলার, ফ্রান্স ৫৮,১৫,০০০ ডলার এবং ভারতবর্ষ ৪৪,৩১,০০০ ডলার আশ গ্রহণ করিবে। পানামার শেয়ার সবশেষ মাত্র ২০০০ ডলার।

আপদ—অততঃ ত্রিশটী গভর্নমেন্ট ১ কোটী ৫০ লক্ষ ডলারের শেয়ার ক্রয় করিলেই করপোরেসন গঠিত হইতে পারিবে। চাঁটার অগ্রযাত্রী বেসকল রাষ্ট্র ১৯৫১ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সত্ত্ব হইবে তাহার 'মূল' লম্বত বলিয়া পরিচিত হইবেন। কিন্তু ১৯৫৫ সনের ৩১শে অক্টোবর নিধিষ্ট সংখ্যা সত্ত্ব হইলেই করপোরেসন চালু হইতে পারিবে। নিম্নলিখিত সর্গে করপোরেসন বিব ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট বা ম্যাকলিনিয়েটেড প্রতিষ্ঠান হইবে।

(ক) বিব ব্যাঙ্কের সত্ত্ব হইলেই করপোরেসনের সত্ত্ব হইতে পারিবে;

(খ) কোন একটী গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্বপে বিব ব্যাঙ্কে যে সকল গভর্নর আছেন তাহারা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের বোর্ডের গভর্নর হইবেন;

(গ) বিব ব্যাঙ্কের সত্ত্ব বেসকল গভর্নমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে তাহাদের মধ্যে কোন একটীমাত্র গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এইজন্য কাণ্যনিবাহক ডাইরেক্টরগণ আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেসনের ডাইরেক্টর বোর্ডের সত্ত্ব হইবেন।

(ঘ) বিব ব্যাঙ্কের সভাপতি—বিনি বিব ব্যাঙ্কের কাণ্যনিবাহক ডাইরেক্টরগণ ও চেয়ারম্যান—করপোরেসনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরের চেয়ারম্যান হইবেন।

কিন্তু করপোরেশন প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিব ব্যাক হইতে একেবারে পৃথক থাকিবে এবং উক্তের সম্পত্তি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রাখা হইবে। বিব ব্যাক করপোরেশনকে কোন কর্ক হিতে পারিবে না।

পরিচালক—করপোরেশনের নিজস্ব সভাপতি থাকিবে। চেয়ারম্যানের স্থলাবিশে ডাইরেক্টর বোর্ড সভাপতি নির্বাচন করিবে। বোর্ড এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মূলনীতির নির্দেশ আংশিক সভাপতি করপোরেশনের সকল কার্যের অন্তর্গত থাকিবে।

করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে বিব ব্যাকের ভবনে থাকিবে। ইহা খুবই আশা করা যায় যে বিব ব্যাকের অভিজ্ঞতা ও কর্মচারীগণের কর্ম লক্ষণতা হইতে ইহা খুবই লাভবান হইবে। অল্প বিব ব্যাক হইতে কোন কাজের সাহায্য লইলে করপোরেশন তৎক্ষণ মূল্য দিবে।

কার্যবিধি—গভর্নমেন্টের গ্যারাণ্টি ব্যতীতই করপোরেশন কর্ক দিবে। ইহা নির্দিষ্ট হায়ে প্রুফ লইয়া কর্ক হিতে পারিবে অথবা অজ্ঞাতভাবে অর্থনিয়োগ করিবে। লাভের অংশদার হওয়ার সর্বোচ্চ কোন কার্যে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে এবং পরে করপোরেশনের এই অধিকার কেহ ক্রয় করিয়া উহা মূলধনে পরিণত করিতে পারিবে। কিন্তু করপোরেশন কোন কার্যে মূলধনের অংশ বা শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না কিংবা সে সকল কার্যে অর্থনিয়োগ করিবে তাহার পরিচালন দায়িত্ব লইবে না।

বিব ব্যাকের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থদানে যে সকল খাণ্ডা নিবেদ আছে করপোরেশনের পক্ষে তাহা থাকিবে না। বিবব্যাক গভর্নমেন্ট গ্যারাণ্টিতে কর্ক দেয় এমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যার পায় না। বিতীর্ণতঃ ব্যাক নির্দিষ্ট হুবে কর্ক দেয় অথচ বেসরকারী কার্যে মূলধন বিনিয়োগে যথেষ্ট স্ক্রু লইতে হয়। এজন্য বিব ব্যাক হইতে কর্ক পাওয়া খুবই দুষ্কর।

করপোরেশন যে কোন বেসরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রে দায়ন হিতে পারিবে বধা কৃষি, বাণিজ্য এবং গুলফান প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও করপোরেশন হইতে—অর্থদানকারী ও অভিজ্ঞ পরিচালক-বল্লীর আদানপ্রদান ও দিলন ক্ষেত্র।

কোন পরিচালন বিশেষজ্ঞ (entrepreneur) যখন যন্ত্রণের মূলধন ও বিশেষজ্ঞ কারিগরের সাহায্য চাহিবে তখন করপোরেশন তাহাকে বিশেষের মূলধন ও কারিগর বাবা সাহায্য করিতে পারিবে। আবার কোন দেশের পরিচালন বিশেষজ্ঞ বিশেষতঃ তাহার কার্যক্ষেত্রে বাড়াইতে চাহিলে করপোরেশন এই বিষয়েও, দেশের বাহিরে মূলধন এবং স্থানীয় অনৈচ্ছার সংগ্রহ করিয়া সহায়তা করিতে পারিবে।

যে কোন ক্ষেত্রেই করপোরেশন অর্থনিয়োগ করিতে পারিবে। কিন্তু যখন দেখিবে যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থনিয়োগ বরটা জায্য সর্বোচ্চ পাওয়া সম্ভব পাওয়া গিয়াছে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখনই এই অতিরিক্ত অর্থের ভল্ল অংশের হইয়া সাহায্য করিবে। অর্থাৎ করপোরেশন অর্থ সাহায্য আনিতে শের পথ্যে, বেসরকারী অজ্ঞাত অর্থ প্রতিষ্ঠানে সহিত প্রতিবোধিতা করিয়া নহে।

লিকিউইটি বিক্রয়—বেসরকারী অর্থনিয়োগকারীগণের নিজস্ব অর্থদানক সর্বোচ্চ বণ্ড বিক্রয় করিয়া করপোরেশন টাকা বাটাইবে। তবে প্রথম কয়েকবৎসর বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ হইত করিবে না।

যে সকল প্রতিষ্ঠানে করপোরেশন অর্থনিয়োগ করিবে তাহারা নিজ দেশের আইনে কোন

বিশেষ সুবিধা পাইবে না। অবশ্য করণোপেচন বিবয়্যাক্ষের মতই বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিবে কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহভাবে এমন কোন বিধান নাই যে মুদ্রাক্ষ বৈশাখের বা মূলধন পরিশোধের বিষয় কোন আন্তর্জাতিক দস্তাবেজনিয়ম নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে। এই চিক হইতে বিচার করিলে আন্তর্জাতিক ফিনান্স করণোপেচনও একটা বেশবকারী প্রতিষ্ঠানের স্থান প্রায় সমতুল্য।

এখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার গত বরা যে কংগ্রেসকে আন্তর্জাতিক ফিনান্স করণোপেচন বোগদান করিবার যে সুপারিশ করেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রথমে শেষ করা যাউক। তিনি বলেন—“গবর্নমেন্টের অর্থই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের উৎস হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে। এই বিষয়ে সর্কোত্তম হইতেছে বেশবকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনিয়োগ এবং তাহদের উত্তম। এই মতন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইতেছে বেশবকারী মূলধন, অভিজ্ঞতা এবং বেশবকারী কর্মক্ষমতা যে সকল স্থানে বাইতে পারিতেছে না সেখানে লইয়া যাওয়া। এই করণোপেচনের মাধ্যমে আমরা অজ্ঞাত জাতির সহিত পরস্পরের মত সহযোগিতা করিতে পারিব এবং ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারিত হইবে। এইরূপেই পৃথিবীর বেশবসমূহ সংযুক্ত হইতে পারিবে এবং বিশ্ববাস্তব সফলক হইবে।

রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ার এই মতন প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের ১০০ কোটি ডলারে আমেরিকার ৩,৫১,০০০ ডলার টাকার সুপারিশ করিয়া এই মতন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করেন। তিনি পাঠ করিয়া বলেন “ইহা বিশ্ববাস্তব কাঙ্ক্ষার পুনরাবৃত্তি করিবে না। বিশ্বব্যাপ্য নির্দিষ্ট হুদে গবর্নমেন্ট গ্যারান্টি লইয়া কর্ম করিবে এবং যেখানে বিশেষ ক্ষুঁকি কম সেখানেই হাফন করে। এই মতন প্রতিষ্ঠান আমেরিকার এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের (Export Import Bank) সহিতও প্রতিযোগিতা করিবে না—সরাসরি এই ব্যাঙ্ক আমেরিকার বিদেশী বাণিজ্য নীতির অনুসরণ করিয়া যবে। এই ব্যাঙ্ক ক্ষুঁকি কারখানার মূলধন বোগার না। নির্দিষ্ট হুদে—কিছুমাত্র পরিশোধের সর্বো ইহা হাফন করে।”

রাষ্ট্রপতি আরও বলে যে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ফিনান্স করণোপেচনের আমেরিকার হইতে ইহা আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য সহযোগিতার একটি দিক মাত্র। আমেরিকার বাণিজ্যিক চুক্তি আইনের (Trade Agreements Act.) প্রসার, যুক্তরাষ্ট্রের Organisation for Trade Corporation এর সমস্তপক্ষ গ্রহণ, আমদানী-রপ্তানির মূল্য নিধারণ নিয়মগুলি সমলকরণ মার্কিন বিদেশব্রহ্মকারীকে আরও ডলার ব্যয়ের সুবিধা দান, বৈদেশিক আয়ের উপর হাফ পরিসরজন একক বাহ্যতে বিদেশে বেশবকারী মূলধন ব্যয় এমনকি মতন প্রসারের সক্তি ও বিশেষকৈ বিশেষজ্ঞের দ্বারা আরও সাহায্য দান প্রকৃতির উপর রাষ্ট্রপতি জোর দেন।

আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্ভ্রদায়

১৯৩৪ সালে দেখা যায় আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্পদ ব্যক্তিগণের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ব্রহ্মবিত্তগণস্বার্থে সংখ্যা উত্তমোত্তর হ্রাস পাইয়াছে। আর সমাজের সমস্তসম্পদ শতকরা ব্রহ্মজনের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বিদ্যার্ড ব্যাঙ্ক বোর্ড ভোগ্যপণ্যের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইসকল তথ্য বিশ্লেষণ করিতে বাইয়াই উল্লিখিত মতব্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে

আরও বলিযাছেন যে সমগ্র যুগে বঙ্গ আর সম্পন্ন ব্যক্তিদের আয়ের এই উন্নতি অস্বাভাবিক
রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বা পরিবারের বার্ষিক আয় ৩ হাজার ডলারেরও কম তাহাদের ভোগ্য
ব্যবহারের পরিমাণ বিলম্ব করিয়া দেখানো হইয়াছে যে ১৯৪৭ সালে এই প্রকার আয় বিশিষ্ট
গোষ্ঠের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫০ জন। আর বৃদ্ধির ফলে এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৯৫৪ সালে
৩৭ জনে আসিয়া পড়াইয়াছে। ঐ সময়েই বার্ষিক পাঁচহাজার ডলার আর সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা
শতকরা ১৫ জন হইতে ৩২ জনে পৌছিয়াছে। সমাজের সর্বাধিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আয়
অজ্ঞাতের তুলনায় কম হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১০ জন মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার কর বাধে বার্ষিক আয় ১০০০০ হইতে ৩৫০০০
টাকা তাহাদেরই মধ্যবর্ত্ত বাণীয়া ধরা হয়। ২০ লক্ষ আর্থিক পরিবার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বোর্ড এই সম্পর্কে বলেন, এই হপজনদের দত্ত সাত বৎসরের মধ্যে বার্ষিক আর্থিক আয় গড়ে
(১১.২০ ডলার হইতে ১২.৪০) শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের তুলনায় অল্প আয়
সম্পন্নদের অজ্ঞাত ৯টি শ্রেণীর বার্ষিক আয় শতকরা ৪০ ভাগ (৪০.৩০ ডলার হইতে ৩৪.৭০ ডলার)
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ট্যাক্স ধরা হয় নাই। ১৯৪৭ সালে মোট আয়ের
শতকরা ৩০ ভাগ ঐ সর্বাধিক আয় শতকরা হপজন পাইতেন। বঙ্গ আর সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আয়
বৃদ্ধির ফলে তাহাদের এই আয় হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৫৪ সালে শতকরা ২৯ ভাগে
আসিয়া পৌছিয়াছে।

১৯৪৭ সালে মোট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ঐ সর্বাধিক আয় সম্পন্ন শতকরা হপজন
পাইতেন। বঙ্গ আর সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আয় বৃদ্ধির ফলে তাহাদের এই আয় হ্রাস পাইতে
থাকে। ১৯৫৪ সালে শতকরা ২৯ ভাগে আসিয়া পৌছিয়াছে। বোর্ড এই প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের
পর হইতে সর্বসাধারণের গড়পড়তা আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।
একতরফে কিন্তু এতটা বাড়ি নাই, কারণ পণ্য মূল্য এই সময়ে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে গড়পড়তা
একত আয় অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। ব্যবহার্য পণ্য মূল্যের বৃদ্ধি সংখ্যা হইতে দেখা যায়
ঐ সাতবৎসরের গড়পড়তা আয়ের শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে ব্যবসা
বাণিজ্যে তেজী ও মন্দা দেখা দিলেও ব্যবহার্য পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা
যায় নাই। ১৯৫৪ সালেও আরবটন ও আয়ের পরিমাণ ১৯৫০ সালের সমন্বয়েই ছিল। এই
ইউনি বৎসরেই পণ্য ক্রয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর বার্ষিক আয় ৫
হাজার অথবা তাহার অধিক ছিল।

তবে পণ্য ক্রয়ের হিসাব হইতে জানা যায় দুই তৃতীয়াংশের আয় ১৯৫৩ সালের তুলনায়
১৯৫৪ সালে অধিক ছিল। বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রায় সকল ব্যক্তিগণের সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য।
একমাত্র কৃষক সম্প্রদায়েরই আয় আলোচ্য বৎসরে ১৯৫০ সালের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কম
হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায় যে গৃহীনীরাও কাজ কর্তব্য করিয়া এক চতুর্থাংশ
পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহাদের অর্ধেক আংশিক সময়ের অল্প কাজ করিয়া
১০০০ ডলারের কম অর্থ উপার্জন করিয়াছে। ৫০০০ ডলার বার্ষিক আয় সম্পন্ন মহিলাদের
সংখ্যা খুব বেশি নয়। ঐ সময়ে সন্তানবিহীন সম্পত্তিদের মধ্যে প্রায় তিন পঞ্চমাংশ অজ্ঞাত
আংশিক সময়ের অল্প কাজ করিয়াছে। যে সকল পরিবারে শিশু রহিয়াছে সেই সব পরিবারে
মহিলা চাকুরিয়ার সংখ্যা খুবই অল্প—মাত্র এক পঞ্চমাংশ এবং ৫ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক শিশু যে সকল

সংসারে আছে সেই সব সংসারের মহিলা চাকুরিচার সংখ্যা দুই পঞ্চমাংশ, ৩৫ এবং তদ্ব্যবসায় বহুত মহিলা চাকুরিচারের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ।

১২৩০ সালের প্রথম ভাগে আর্থিক দক্ষা দেখা দিবার পর হইতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর বৃদ্ধি হইতে থাকে। পূর্বে যে সকল শস্য ও উপকরণ বিলাসপ্রিয়তা দ্বারা পরিগণিত হইত এবং কেবলমাত্র বনৌষ্যাদিরাই ভোগ করিতেন, তাহা আজ সমাজের আর সকল দরের ব্যক্তিগণই ব্যবহার করিতে পারিতেছে। সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ গড়ে প্রাত্যহিক বাহা আর করিয়া থাকে তাহার পাঁচগুণ আর যুক্ত রাষ্ট্রের একজন অধিবাসী করিয়া থাকে, কারণ আর শ্রমিকের আর ঐ সময়ে বিগত বৎসরের তুলনায় সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিচালক ও শ্রমিক এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আরের ব্যবধান দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে।

১২২৯ সাল হইতে ১২৫৪ সাল পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঘোট জাতীয় আরের কে কত পাইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	১২২৯	১২৩৯	১২৫৩	১২৫৪
শ্রমিক, কর্মচারী প্রকৃতির বৈতন	৫৮.২০%	৬৬.০১%	৬৮.০৬%	৬৯.০%
ডাক্তার, উকিল প্রকৃতির আর	১০.২	১০.২	৮.৬	৯.৬
সাম্রাজ্যের মালিকের উপার্জন	৬.২	৫.২	৪	৪
ডাড়া ও স্ব হইতে ব্যক্তিগত উপার্জন	৬.২	৫.৭	৩.৫	৩.৬
সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সঙ্ঘের ঘোট মুদ্রাক্ষা ট্যাক্স সহ	১১.৫	৭.৮	১২.৬	১১.৭
নীট স্ব	৭.১	৬.১	৬.৩	৬
	১০০	১০০	১০০	১০০

গোয়া ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ

এক, মন্তোলেগুতি

জৈঠার পর্বের পূর্ববর্তী উপবাসের সময় অতীব গোষ্ঠণীয় গুণগারী শুকর-হানার বাহ গ্রহণ করিতে বসিয়া পাজী মহোদয় বলিলেন, “হে শূকর-শাবক এয়ার তুমি নবীর মনেঃ মন্তোলে পরিণত হও।” বর্তমান যুগেও সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের ঔপনিবেশিক সম্পত্তির কিছু কিছু শাসাণো অংশ “বন্ধা” করার প্রচেষ্টার অনুরূপ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই কথাটির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পর্তুগীশ অধিকৃত ভারতবর্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের ঐ অংশটুকুকে নিসর্জন কর্তৃপক্ষ নিঃসন্ধো “পর্তুগীশ রাজনগরীর খ্রীস্টোইন মনে” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভারতে গোয়া, দমন জেলা, দিউ বীণ ও অজান্ত হোটোটা বীণ পর্তুগীজরা দ্বাযুগে দখল করিয়া লয়। ঐ অঞ্চলগুলির আয়তন আর ৪০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। মানচিত্রের উপর একবার ‘চোখ ফুলাইলেই ঐ সব অঞ্চলের উপর ভারতের অধিবাসিত অধিকার স্পষ্ট ব্রূষিতে পারা যায়। কেবল ভৌগোলিক দিক দিয়াই নহে, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও অজান্ত সকল দিক হইতেই গোয়া ও ভারতে অজান্ত পর্তুগীজ অধিকার অরণ্যকীর্ণ কাল হইতে ভারতবর্ষেই অল হইয়া আসিয়াছে।

এই পর্তুগীজ ঔপনিবেশগুলির অধিবাসীরা বাহ বাহ ভারতের সহিত তাহাদের অকৃত্রিম বাহি জানাইয়াছে। ভারতের সমগ্র জনগণও ঐ একই বাহি করিতেছে। কিন্তু পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের এই টুকরাগুলি হাতছাড়া করিতে অস্বীকার করিয়াছেন দৃঢ়কণ্ঠে।

ব্রিটিশ শাসনের জোরাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভারতের অবিভাগ্যীরা এখন ঔপনিবেশিক শৃংখলে আবদ্ধ ভারতীয় ভূখণ্ডগুলির উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, “ভারতে বৈদেশিক অধিকারগুলি সম্পর্কে আমাদের মৌলিক দৃষ্টি। ভারতের কোথাও এতটুকু বৈদেশিক ঔপনিবেশিক খুঁটি আদম্য থাকিতে দিখ না।” ভারতের গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতে ভারতীয় অধিকারগুলির (পরিচের ও অজ্ঞাত স্থান) এর শান্তিপূর্ণ পন্থার নিশ্চিতি করিয়াছেন। এই সব অধিকার এখন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গের অংশ হইয়াছে। একমাত্র পতু’গালই গোয়া ও অজ্ঞাত পতু’গিল অধিকারের এর শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার জন্য দ্বিতীয় সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিতীয় তাহার উপনিবেশগুলি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

দিসবনের এই মেঘের মূল উৎস কোথায়? আসল কথা কিছুকাল যাবৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভ্রম দৃষ্টি পড়িয়াছে ভারতে পতু’গিল অধিকারগুলির উপর। মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গমনাগমনের সমুদ্র পথে গোয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অধিকন্তু গোয়া লোহা ও ম্যাংগানিজের সম্পদে সমৃদ্ধ। একমাত্র মার্কিনগানের আশপাশেই ২০০টি ম্যাংগানিজ বাতুর খনি আছে। পতু’গালকে উত্তর অতলাস্তিক কোটের মধ্যে লইয়া আসিয়া মার্কিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে গোয়াকে বিশুদ্ধতায় উপনীতে একটি খাঁটি করিয়া তুলিয়াছে এবং সেখানে এখনভাবে চলাফেরা করিতেছে যেন তাহা নিম্নেরই ভূখণ্ড। স্থানীয় বন্দরগুলি (মার্কান, মার্গোয়া ও বাবোলি) বড় বড় নৌ খাঁটিতে পরিণত হইয়াছে, এবং উদ্ধারের চারিদিকে নির্মিত হইয়াছে কতকগুলি বিমানক্ষেত্র। গোয়ার মার্কিন অস্ত্রপন্থের একটানা সরবরাহ পৌঁছিতেছে এক মার্কিন দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহিত সম্প্রতি সামরিক চুক্তি অনুযায়ী পতু’গাল ভারতে ও অজ্ঞাত স্থানে তাহার সাম্রাজ্যিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য তাহার আর্থিক শক্তি ও অস্ত্রপন্থ ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

ওয়ারিংটনের নির্দেশে বর্তমানে পতু’গালের সরকারী প্রচারকার্য বহালত্বিত চেষ্টা করিতেছে যাহা প্রমাণ করা যায় না তাহাই প্রমাণ করার জন্য—“শুক্র-ছানাকে নবীরা জলের মাছ বানাইবার” জন্য। ডিক্টেটর সালামারের মতক হইতে উৎসারিত হইয়াছে অতি মৌলিক ও অভিনব পুত্র : “গোয়া হইতেছে ইউরোপ” (দিসবনের সংস্কারপন্থগুলি তোতাপানবীর মতো এই উক্তি আঁকড়াইয়া চলিয়াছে), ভারতের মুখে উপনিবেশগুলি আদৌ উপনিবেশ নয়, ঐগুলি আসলে পতু’গাল। এখন কি সালামার গভর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ আইন পর্বত পাশ করিয়াছেন? যে আইনের বলে পতু’গিল ভারতকে “এক লাগর পারের প্রবেশের” মধ্যমা। “প্রবান করা হইয়াছে। এই “হুজির” কোয়েই তাহার বলিতেছে, গোয়ার অবিভাগ্যীরা “বিত্রোহী” কারণ তাহারা ভারতের সহিত পুনঃবিলাসের দাবি করিতেছে এবং পতু’গিল ভারতের এরটিকে শান্তিপূর্ণ পন্থার নিশ্চিতি করার চেষ্টা করিয়া ভারতবর্ষ নাকি “লাজবন্ধকারী” (?)

ভারতের বিরুদ্ধে মুখ্যর এই লম্বা : অভিবানে উৎসাহের ইচ্ছা মোগাইতেছে ওয়ারিংটন। মার্কিন কোটিপতিদের পত্রপত্রিকাগুলি ভারতীয় “সাম্রাজ্যবাদের” বিরুদ্ধে অবিয়ত বিবোধপূর্ণ করিয়া আসিতেছে। ‘নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন’ পত্রিকার সম্প্রতি ‘ভারতবর্ষ, গোয়া ও পতু’গাল’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে দুর্গমচিত্রিত সাংবাদিক ডেভিড লয়েল বলিয়াছেন যে, পতু’গিল ভারত একটি উপনিবেশ নহে, উহা পতু’গিল প্রজাতন্ত্রেরই এক অবিচ্ছেদ্য (!) অংশ। তাহা বিখ্যাত আশ্রয় লইয়া লয়েল লিখিয়াছেন যে, গোয়ার অবিভাগ্যীরা সকলেই পতু’গিল।

এই বিধা খণ্ডনের জন্য আমেরিকার প্রকাশিত “এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা” একটু চোখ বুলাইলেই যথেষ্ট হইবে। এই বিধিকোষে নিশিষন্ড আছে যে, গোয়ার অধিবাসীরা ঐষ্টান ও হিন্দু, এই জনসংখ্যা ১১টি প্রশাসনিক জেলায় বিভক্ত হইয়া আছে এবং তন্মধ্যে ৭টি জেলাতেই ভারতীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে চট-পকমাংগ ঐষ্টানের নাম পতঙ্গীজ। ইহাদের সম্পর্কে সাম্প্রতিক “প্রিন্স” পত্রিকা লিখিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে এখন পতঙ্গীজ ও জনও পাওয়া যাইবে না বাহাভা একটি পতঙ্গীজ বন্দ আছে। গোয়ার ঐষ্টান অধিবাসীরাও ঐ উপনিবেশের অধিবাসীদের মতোই ভারতীয়।

এখন দেখা যাইতেছে, লরেন্স সম্পূর্ণ বিধা বলিয়াছেন। গোয়া একটি উপনিবেশ এবং উহার ভারতীয় জনগণ পতঙ্গীজ বাসিন্দার মালিক ও মার্কিন পুটপোষকদের দ্বারা নিপীড়িত লরেন্স কোম্পানীর এই হইতেছে তদা পরিবেশন ?

ভারতকে মুক্তন করিয়া, ভারতের বিরুদ্ধে বিধার বেসাতি করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের ও লরেন্সের মতো সাম্রাজ্যিকদের সুবিধা হইবে না। পরিণামে গোয়ার অসুখ নিগীত হইবে উহার অধিবাসীদের দ্বারা। তাহাদের স্বাধীনতা ও ভারতের সহিত পুনর্মিলনের সংগ্রাম প্ররোচিত করার মত যিবের পথ যিনি ছড়াইয়া পড়িতেছে। গত বৎসর গোয়ার জাতীয় কংগ্রেস হল, সম্মিলিত ক্রাফ্টের শিখল, পাট মুক্তি অন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করিয়াছে। এই কমিটির পতাকাভঙ্গে সমবেত খেজালেশ্বরেরা সম্রাতি বম্বের পাবকী মগর হাতেলীকে উদ্ধার করে।

গত এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়ে অস্থির আতঙ্কিত উত্তেজনা নিবননের এশিয়া সম্মেলন উহার যেভাবে চলিয়াছে যে, “ভারতে পতঙ্গীজ অধিকার ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শান্তিপূর্ণ পথের উদ্দেশ্যে ভারতকে দিখাইয়া দিতে হইবে।”

ইতিহাসের বিচারে বিস্তৃত উপনিবেশিক ব্যবস্থার মার্কিন ও ব্রিটিশ সর্বাধিক ও পুটপোষকদের সর্বপ্রকার হুলচাচুড়ি ও অপকোশল, বিধা ও কুৎসা প্রভাব সত্ত্বেও শান্তিকামী ছাত্রসমূহের সর্বদা পুট নিপীড়িত গোয়াবাসীরা এবং ভারতের সমগ্র জনসাধারণ তাহাদের জাতিগত অধিকার আদায় করিয়া গইলেন।

কোম্পানী আইন ও অর্থ বিনিময় সংস্কার খতিয়ান

ভারতে ১৮৫০-৫৫ সালে যৌথ প্রতিষ্ঠান (জয়েন্টস কোম্পানী) বলিষ্ঠ অর্থমোহিত মূলধন প্রায় ৪ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৫০-৫৫ সালে কোম্পানীসমূহের সংখ্যা ছিল ১১২৮। আলোচ্য বৎসরে উহা বাড়িয়া ১২০৩ হইয়াছে। অর্থমোহিত মূলধন এই সময়ের মধ্যে ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (১৮৫০-৫৫ সালে) হইতে বাড়িয়া ২২৮ কোটি টাকা (১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) হইয়াছে।

মুক্তন রেজিষ্ট্রেশন—১৮৫৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী মতে ১,২০০টি নিষিদ্ধ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইহাদের অর্থমোহিত মূলধন ২২৬ কোটি টাকা। পূর্বকাল আর্থিক বৎসরে মাত্র ১,১০০টি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল এবং উহাদের অর্থমোহিত মূলধন ছিল মাত্র ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে যে ১,২০০টি কোম্পানী চালু করা হইয়াছে

ইহাদের মধ্যে ২১২টি সরকারী কোম্পানী এবং অধিশিষ্টগুলি বেসরকারী। ইহাদের অগ্রদোষিত মূলধন ছিল যথাক্রমে ১৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ৫১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। তুলনামূলক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, পূর্ব বঙ্গের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সালে সরকারী কোম্পানীগুলির সংখ্যা ১৭টি বাড়িয়াছে। আর বেসরকারী কোম্পানীগুলির সংখ্যা ৭টি কমিয়াছে।

বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ—রাজ্য হিসাবে ভাগ করিলে দেখা যায়, আলোচ্য আর্থিক বৎসরে বে সকল নূতন কোম্পানী চালু করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গেই হইয়াছে মোট কোম্পানীগুলির সত্তকরা ৯০ ভাগ। বোম্বাইয়ে ২২০টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫০৪টি নূতন কোম্পানী রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। মাদ্রাজ রাজ্যে চালু করা হইয়াছে ১১৬টি নূতন কোম্পানী। খ ও গ শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন, মাদ্রাস এবং মিসৌরী প্রধান। এইগুলিতে যথাক্রমে ৫০টি, ২১টি এবং ১০০টি নূতন কোম্পানী রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বে সকল কোম্পানী চালু করা হইয়াছে তাহাদের ৪২টির অগ্রদোষিত মূলধন ১ কোটি টাকা অথবা তাহারও বেশী করিয়া। তৎপূর্বে বৎসরে এইরূপ মাত্র ৭টি কোম্পানী চালু করা হইয়াছিল।

দেউলিয়া—১৯৫৪-৫৫ সালে ২২৪টি নিমিটেড কোম্পানী হয় দেউলিয়া হইয়াছে অথবা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহাদের মোট প্রদত্ত মূলধন ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। পূর্বের আর্থিক বৎসরে ২১০টি কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছিল এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে দেউলিয়া হওয়া বেসরকারী কোম্পানীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৎসরে ৫২২টি বেসরকারী কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসর মাত্র ৪২৮টি কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছিল।

বোম্বাই রাজ্যেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক (১০৯টি) কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ এবং পাকিস্তানের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৩, ১২৭ এবং ৮৮টি। ১৯৫৪-৫৫ সালে বে সকল কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে সেইগুলির অবিকালেই ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মুক্তকালে চালু করা হইয়াছিল। বিভিন্ন শিল্পে নিম্নুক্ত কোম্পানীগুলির অস্থায়ী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী ব্যতীত অল্পাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৪৪-৫৫ সালে তাহাদের আদায়ী মূলধন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কাগজ শিল্পে গবেষণার অগ্রগতি

জি.সি. আর. রসায়ন

ভারত সরকারের বনসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল

বর্তমান অগতে কাগজের ব্যবহার সভ্যতার অগ্রগতির হৃৎক। কোন দেশে কি পরিমাণ কাগজ ব্যবহার হয় তাহা আনিতে পারিলে ঐ দেশের অগ্রগতি ও শিল্পের মান সৰ্ব্বত্র একটা ধারণা করা যায়। কাগজ উৎপাদন ও কাগজ ব্যবহারের বাণীয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী। সেই দেশে জনপ্রতি কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হইল বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড। যুক্তোনে কাগজের ব্যবহারে এতটা অধিত্যায়িতা নাই। ঐ দেশের জনপ্রতি কাগজ ব্যবহারের বার্ষিক পরিমাণ ১৫৪ পাউণ্ড। আর, ভারতে বৎসরে মাথাপিছু কাগজ ব্যবহার হয় মাত্র ১৬ পাউণ্ড। বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির তুলনায় আমরা যে অনেক পন্দাতে পড়িয়া আছি। এই সংখ্যাগুলি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায়। স্বপ্নের বিষয় গত কয়েক বৎসরে ভারতে অধিকতর পরিমাণে কাগজ উৎপাদনের জন্য অনেক কিছু করা হইয়াছে। আর ভারতের কাগজ শিল্পও অনেকটা উন্নতি করিয়াছে।

অধিকাংশ দেশেই আজকাল কাঠের দণ্ড হইতে কাগজ তৈয়ারি করা হয়। পাইন, দেবদারু প্রভৃতি সফলগামী গাছের কাঠ হইতে এই দণ্ড প্রস্তুত হয়। এই প্রকার গাছ ভারতে পূর্ব কম আছে। যেগুলি আছে সেইগুলিও হিমালয়ের দূরাক্শেপে নীচাবর্ত্ত। দেশের উন্নয়নের কালে কাগজ প্রভৃতি মৌলিক শিল্পগুলির অবদান পার্থক্যে প্রয়োগ করিতে হইলে এইগুলির উপকরণ পূর্ব অল্প কালে সংগ্রহ করা চাই। তাহা হইলে উৎপন্ন প্রকারের দ্রব্যও কম হইবে এবং খনি-খনিজ শক্তিতে ঐ দ্রব্য কিনিয়া কাগজ লাগাইতে পারিবে।

আধুনিক জীবনযাত্রার প্রাক্কায় যিমানের জন্য নানান কার্যের জন্য নানা প্রকারের কাগজ উৎপন্ন করিতে হয়। সংবাদপত্র সূত্রের কাগজ, নিখিয়ার সাধারণ কাগজ, নিখিয়ার উচ্চ শ্রেণীর কাগজ, চলিলপত্র নিখিয়ার ভারী কাগজ, নোট ছাপাইবার কাগজ, কার্ডের কাগজ, চোখ কাগজ প্রভৃতি নানা রকমের কাগজ আজকাল আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রকারের অন্তর্গত। এইগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচনের দণ্ড তৈয়ারীর এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপাদনের জন্য অনেক গবেষণার প্রয়োজন। কাগজ শিল্পের সহযোগিতায় হোয়াটমেন বন গবেষণা মন্ডিরে অনেক দিন যাবতই এই জাতীয় গবেষণা চলিতেছে। এই গবেষণা মন্ডিরে পূর্বে বৎসরে যে সকল গবেষণা চালান হইয়াছে সেইগুলির ফলাফল এবং আশা নীতি বৎসরে যে সকল গবেষণা চালান হইবে সেইগুলির পরিকল্পনা কাগজ শিল্পের টেকনিক্যাল সাব-কমিটির এবং উপকর্ত্তা কমিটির বার্ষিক সভায় বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। কাগজ সংক্ষেপে গবেষণা চালাইবার জন্য কাগজ শিল্প বোদ্ধাগুলিকে প্রতি টন কাগজের জন্য চারি আনা হারে বন গবেষণা মন্ডিরকে সাহায্য দিয়া থাকেন।

এই গবেষণা মন্ডিরের সেলুলোজ ও কাগজ শাখার নানা প্রকার দণ্ড, কাগজ প্রভৃতি উৎপাদন সম্পর্কে এবং এইগুলির উৎপাদন কার্যে ভা:তীয় বন সম্পত্তির ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক ও ব্যবহারিক গবেষণা চালান হয়; কাগজ শিল্পের কারিগরবৃন্দকে শিক্ষণ দেওয়া হয়; কাগজ শিল্পকে কারিগরি তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং ভারতীয় কাগজ শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ অল্পতর অনেক কাজ করা হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই শাখার কাগজের দণ্ড তৈয়ারি করিতে যাবতীয় ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা চালান হয়। এই গবেষণার ফলে ভারতের কাগজ শিল্প বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ১৯৩৩ সালে ভারতে মাত্র ৪টি কাগজের কল ছিল। ১৯৪৫ সালে এ' সংখ্যা বাড়িয়া ১৯টি হইয়াছে। ১৯১০ সালে ভারতের কাগজের কলগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৭,০০০ টন। ১৯৪৫ সালে উহা বাড়িয়া ১,৫৫,০০০ টন হইয়াছে। প্রথম শতবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল শেষে ইহা আরও বাড়িয়া ২,০০,০০০ টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আজকাল কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণগুলির ৬০ শতাংশই বীণ হইতে পাওয়া যায়। এই শিল্পে বৎসরে প্রায় ৩,০০,০০০ টন বীণ ব্যবহৃত হয়।

তাইবাই বাসও কাগজের দণ্ড প্রস্তুত কার্ণে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতের শুভ অঞ্চলে এই বাস প্রচুর পরিমাণে আছে। যে সকল বাস ও বাগড়া এতদিন আর্থিকভাবে বলিয়া মনে করা হইত গবেষণার ফলে সেইগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আখের ছিবড়া লইয়া গবেষণা করা হইয়াছে। এই গবেষণাকর ফল অনুযায়ী উত্তর ভারতের একটি কাগজের কলে ১৯৪২ সাল হইতে আখের ছিবড়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এখানে গবেষণার কলে লম্বাই কাঠ এবং উত্তর প্রদেশের উল্লা বাগও কাগজের মত তৈয়ারির কাজে যত্নসহকারে ব্যবহৃত হইতেছে। এইরূপ আর ৩০ প্রকার দেশী ঘাস ও কাঠ সম্বন্ধে বন গবেষণা মন্ডিরে গত ৪ বৎসরে গবেষণা করা হইয়াছে। ইহাফলে মধ্যে অনেকগুলি আশ্চর্য্যকর মত ও কাগজ তৈয়ারির কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভারতে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের প্রয়োজন হয়। অথচ এতদিন এই দেশে এই প্রকার কাগজ উৎপাদনের কোনও কল ছিল না। গত আনুমানিক মাস হইতে মধ্য প্রদেশের নেশা মিলাে কাম চলিতেছে। এখানে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইতে পারিবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের মত প্রান্তের ক্ষুদ্র সাধারণঃ যে সকল গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয় সেইগুলি ভারতে বড় বিশেষ নাই। তবে আখের ছিবড়া, বাশ, প্রভৃতি দ্বারা রাসায়নিক মত তৈয়ারি করিয়া সংবাদপত্র 'মুদ্রণের কাগজ তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু এইগুলির দাম পড়ে বেশী। দেশীয় বাশের মত হইতে সমস্ত কাগজের মত প্রান্ত সম্পর্কে গবেষণার সুফল পাওয়া গিয়াছে।

গবেষণা ও শিক্ষণের আরও বেশী সুযোগ দেওয়ার জন্য বন গবেষণা মন্ডিরের সেলুলোজ ও কাগজ শাখা সম্প্রদায়িত করা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে আধুনিক সংগ্রাম সম্বন্ধিত করেকটি নতুন ল্যাবরেটরী খোলা হইয়াছে। কাগজ শিল্পের সাহায্যের জন্য এই শাখা এখন একটি কারিগরি সাহায্য সংস্থা গড়িয়া তুলিতেছে। উপযুক্ত প্রাঙ্গণদিকে এখানে ট্রেনিং দ্বারা কাগজের কলে যোগ্য পদে নিযুক্ত করা হয়। কাগজ শিল্প হইতে সে সকল কাগজ, মত প্রান্তের নমুনা পাঠান হয় সেইগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিনা মাত্রে পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হয়। এই শাখা হইতে যে সকল কারিগরী তথ্য সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় সেইগুলি সকল কাগজের কলেই বিনা মূল্যে পাঠান হয়।

এইভাবে বন গবেষণা মন্ডিরের সেলুলোজ ও কাগজ শাখা কাগজের মত প্রান্তকারী ও কাগজ শিল্পে আগ্রহী ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করিতেছে।

ভারতে মোটরশিল্পের অগ্রগতি

অল্প ভবিষ্যতেই পুরাপুরি ভারতে প্রস্তুত মোটর গাড়ী বাজারে বাহির হইবে। বঙ্গদেশী মোটরগাড়ী নির্মাণে দেশের শিল্প জগৎদিনের মধ্যেই যে উন্নতি দেখাইয়াছে তাহা উৎসাহব্যঞ্জক। এখন এই দেশে মোটর গাড়ীর যে সকল ব্যয়ণ তৈয়ারী হয় সেইগুলির মূল্য পুরা গাড়ীর মূল্যের ৬৪ শতাংশ। ট্রাক তৈয়ারীর ব্যাপারেও মোট ব্যয়ণের মাত্রকরা ৫০ ভাগ ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। পূর্বে এই দেশে মোটর গাড়ীর ব্যয়ণ নির্মাণের বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। বিদেশ হইতে যন্ত্রাংশ আমদানি করিয়া এই দেশে সেইগুলি জোড়া দিয়া মোটর গাড়ী তৈয়ারি করা হইত। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ভারতে সর্বপ্রকার যন্ত্রাংশ নির্মাণের কাল আগ্রহের সহিত আরম্ভ করা হয়। শৈল্পিক বিবেচনা করিলে এই অগ্রগতি বোঝা কঠিন নহে।



কারদোৎসব

মহৎ কর্মের দ্বারা উৎসব সার্থক হয়, দানের
তালল উৎসবকে অমরীয় করে তোলে। শ্রমকে
ক্রমা ও প্রতিপক্ষের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন,
কম্বুকে হাদয়ের প্রীতি ও শ্রমেচ্ছা প্রদান, সত্যকে
সং দৃষ্টান্ত ও দিকাকে প্রাধা প্রদর্শন, মাতাকে
কীয় চরিত্র কৃতার্থ করা ও নিজেকে সম্মান
দান এবং মানুষ মাঝেই ভালবাসা উৎসবের
প্রধান অঙ্গ, আর প্রিয় পরিজনের হিতার্থে
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র শারদোৎসবের বৈক উৎসব।

এই উৎসবের দানে আদমার আনন্দ,
আদমাকে নেবা করার আনন্দ অমোঘ।



হিন্দুস্থান

কো-অপারেশন ইন্ডিয়া মোসাইটি, লিঃ।

হিন্দুস্থান বিন্দিংস. • কলিকতা-১৩



মোটর গাড়ী ও ট্রাক আদিকাল নাগরিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অপরিহার্য। কাজেই একটি বৃহৎ মোটরশিল্প গড়িয়া জোলায় শুকনু কথ্য নহে। ইহা উপলব্ধি করিয়া গত ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতসরকার মোটরশিল্পের সাহায্য ও উন্নতি বিধানের জন্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা উচিত হইবে কিনা তাহা শুভ নির্ধারণ কমিশনে বিচার করিয়া দেখিতে বলেন। ভারতীয় মোটর শিল্পে ১৯৪২ সালটি একটি স্বর্ণযুগ বৎসর। এই সালেই ভারত সরকার শুভ নির্ধারণ কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করেন। মোটরশিল্প ক্ষিভাবে উন্নতি করিতে পারে উক্ত কমিশনের সুপারিশে ভাঙ্গার সুপট্ট ইঙ্গিত ছিল। ভারতে কোন কোন শ্রেণীর মোটর গাড়ী নির্মিত হইবে তাহাও এই বৎসরই স্থির হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান কেবল নির্ধারিত শ্রেণীর গাড়ী নির্মাণের জন্য লভ্যোদ্বলনক কার্যত্যাগ করিতে পারিয়াছিল শুধু তাহাদিগকেই আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। বাহারা সমুদয় বয়সের আমদানি করিয়া ঐগুলিকে কোড়া দিয়া মোটরগাড়ী তৈয়ার করিত তাহাদের মধ্যে বাহাদের কোনও নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল না তাহাদিগকে আন্তে আন্তে কারবার শুটাইতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

নির্মাণ-সূচী—এখন যে নির্মাণ হুটী অস্থায়ী কাজ চলিতেছে তৎস্থায়ী ছোট, হালকা, মাঝারি ও ভারী এই চারি শ্রেণীর মোটর গাড়ী এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী মোটর বান নির্মাণ করা হইতেছে। ডিমেল ট্রাক ও জোপ তৈয়ারীর লাইসেন্সও মঞ্জুর করা হইয়াছে। শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে যে পদ্ধতিতে মোটর শিল্পের উন্নতি হইয়াছে ভারতেও সেই পদ্ধতি অমূল্য করা হইতেছে। অর্থাৎ, যে সকল প্রতিষ্ঠান মোটর গাড়ী নির্মাণের কাজ হাতে লইয়াছে তাহাদেরই অধিকাংশ শুদ্ধরূপে বয়সের নির্মাণ করিতেছে; আর আনুসঙ্গিক শিল্পগুলিতে ছোট ছোট বয়সে নিমিত হইতেছে। এই শিল্পগুলি বর্তমানভাবে পরিচালিত হয়; কিন্তু ইহাদের মোটর শিল্পের সঙ্গে বানিত সহযোগিতা বন্ধা করিতে হয়। ভারতে কোন কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট কতগুলি বয়সে বাক্যে সম্পূর্ণ ইঞ্জিনই নির্মাণ করিতে শুরু করিয়াছেন।

অতিরিক্ত বয়সে—আনুসঙ্গিক শিল্পগুলি অতিরিক্ত বয়সে নির্মাণে খুব উন্নতি করিয়াছে। এই কাজের জন্য ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যেই কাজ শুরু হইবে। পিটন, পিটন রিং, সিলেটার লাইনার প্রভৃতি বস্তু ইহারা উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৯৪৪ সালে প্রায় এক লক্ষ পিটন, সাত্বে বার লক্ষ পিটন রিং, ৮৪,০০০ স্পার্কিং প্লাগ, এবং ৩,২০০ টি ক্রয়েল ইন্জেক্টর এই বস্তুে নির্মাণ করা হইয়াছে। টায়ার, টিউব, ব্যাটারি প্রভৃতি ব্যবহার্য বস্তুেই মোটর নির্মাণে প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৯৪০ সালে ভারতে ১০,২২৫ টি মোটর গাড়ী ও ট্রাক নির্মিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে নির্মিত হইয়াছে ১৪,৪৬২ টি। ভারতীয় মোটরশিল্প মোট ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আত্মসহায়ত্ব মূলধন ব্যাটিতেছে। এই টাকার প্রায় সবটাই ভারতীয়গণ দিয়াছেন। এই শিল্পে ৭,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। ইহাদের প্রায় অর্ধেকই ব্রহ্মচুলী অথবা আধা কারিগর।

চাহিদা বৃদ্ধি—যেহে সকল শ্রেণীর মোটর বানের চাহিদা দেখি না হওয়ার ফলে মোটর শিল্পের সম্মুখে এক লক্ষ্যে সমতা দেখা দেয়। সুখের বিষয় ইহা নিশ্চয় আমাদের দেশে মোটর গাড়ীর চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম পাঁচ মাসে ৭৬১০ টি মোটর গাড়ী ও ট্রাক ভারতে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে সমগ্র বৎসরে বহু গাড়ী বিক্রয় হইয়াছিল উক্ত সংখ্যা তাহার

অপেক্ষেরও বেশি। ভারতসরকার এই শিল্পের অগ্রগতি আশ্রয়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। শিল্পের ক্ষতি উন্নতিতে লাহায়া করা এবং ক্ষেত্রাধা বাহাতে শ্রায্য হবে যোটির গাফী বা ট্রাক কিনিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করাই সরকারের লক্ষ্য। মূল্য বাহাতে শ্রায্য প্তবে থাকে তাহার ব্যবস্থা সরকার করিরাছেন। যন্ত্রাংশগুলির সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব তাহার সম্প্রতি বাধিয়া দিরাছেন। গাড়ীগুলি ভালভাবে চলে কি না তাহা দেখিরা এবং কোনও ক্ষতি থাকিলে তাহার অঙ্গলক্ষ্যনের ব্যবস্থাও সরকার করিরাছেন।

মোটর সাইকেল উৎপাদন—মোটর সাইকেলের উৎপাদনও এদেশে দ্রুত হইয়াছে। একটি বৃটশ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মোটর সাইকেল নির্মাণের জন্য মাদ্রাদের একটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদত্ত করা হইয়াছে। একটি ইতালীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মোটর স্কটার নির্মাণের জন্য অপর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এক পরিকল্পনাও অনুমোদন করা হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ গবেষণা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ভারতের একটি প্রাচীন সমস্যা। বহুকাল হইতে কুশী, বাঘোদর, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার কয়েকটি শাখা নদীতে বর্ষাকালে অলক্ষ্যিতর ফলে বসতি অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর বরিষা কুশী ও ব্রহ্মপুত্র নদ বসতি অঞ্চলের যে ক্ষতি সাধন করিরাছে এবং ১৯৪০ সালে এই বন্যার ফলে আশাম ও বিহার প্রাচ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার ভ্রমস্ব প্রতি এমনও জন মানস হইতে মুছিয়া যায় নাই।

তবে কেবলমাত্র বহুদ্রা লম্বাঘের ক্ষতি করিরাই ইহার শাস্ত দ্রব না। বন্যার ফলে যে বাণি ও পাথর পাছাড় হইতে নামিয়া সমতলভূমিতে লম্বা দ্রব তাহাতে অনেক সময় নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তখন হইতে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন পথে চালিত হয়। গত একশত বৎসরে কুশী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হইয়া ৭০ মাইল পশ্চিমে চলিয়া গিরাছে।

এই সব সর্বনাশা নদ ও নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিরা উহার জল দ্বারা চাষাবাস ও নানাপ্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার কিছুকাল হইতে সচেষ্ট হইরাছেন। তাহার ফলে বাঘোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকৃতি কয়েকটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ দ্রুত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রকল্প পাওয়া গিরাছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারত সরকার যে কমিশন নিয়োগ করিরাছিলেন তাহারা এই সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সন্তোষজনকভাবে অগ্রদ্রব হইরাছেন।

কুশী নদী—কুশী নদীর গতি পথের পরিবর্তন বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিরাছেন। এই অনুযায়ী ছাত্রা নামক স্থানের ৪০ মাইল পূর্ববর্তী হুমান নগরে একটি বাধ নির্মাণ করা হইবে। এই স্থানেই কুশী নদী সমতলভূমিতে আদিয়া পড়িরাছে। হুমান নগর বাধের দক্ষিণ তীরে বন্যার জল ঘোষের জন্য কামড়া পর্বাচ্চ ৭০ মাইল ভাটিতে এবং বাঘ পাথে বেঙ্গা পাছাড় হইতে নদীর উত্তানে ১২ মাইল ও ভাটিতে ৫৮ মাইল অপর দুইটি বাধ নির্মিত হইবে। হুমান নগর বাধের মাঝখানে দুই পিট নির্মাণ করিরা কুশী নদীর গড়প্রায় পাখাটিতে ৭৫ হাজার কিউলেক জল স্রববাহ করা সম্ভব হইবে। ইহার দ্বারা বিহার ও নেপালে প্রায় ১৪ লক্ষ একর ভূমিতে জল পেচন সম্ভব হইবে। জল বিদ্যুৎ স্রববাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য পথেরা কেন্দ্র তিনটি মডেল তৈয়ারী করা হইয়াছে।

ভিক্রগড় সড়—১২৪৪ সালের বজার ফলে ভিক্রগড় সহরটি বিপর হ্র এবং ৪ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে চারি শত ফুট ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

এই নীতিতে বজার কারণ অল্পস্বল্প করিয়া দেখা গিয়াছে, ভূমিকম্পনের ফলে পাহাড় হইতে বহু বড় পাথর ও মাটি নদী পথে সমতলভূমিতে নামিয়া আসে। এগুলি অমী হইয়া নদীর তলদেশে ক্রমশঃ উঠু হইতে থাকে। ১২৪০ সাল হইতে ১২৪৪ সাল পর্যন্ত ভিক্রগড় নদীর তলদেশে প্রায় ১২ ফুট উঠু হইয়াছে। ইহাতে বর্ষা জল বহন করিয়া লইয়া বাইবার ক্ষমতা নদীর থাকে না। ফলে জল উপহাইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জলদগ্ন হয়।

এই পাথর ও মাটি জমিয়া স্থানে স্থানে বর্ষাপ্রের স্রষ্ট হ্র এবং নদীর গতিপথ বিভিন্ন দ্বারা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ভিক্রগড় সহরের ভূমিক্ষয় এই কারণে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নদীর স্রোতের বেগ তীব্র বলিয়া সময়ে সময়ে এত্রে সেকেন্ডে ১০/১৫ ফুট মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভিক্রগড় সহর রক্ষার জন্য ২০টি স্পার নির্মাণ করা হইয়াছে।

মহানদী—কটক সহর রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন :—(১) ব্যক্তি জল নিষ্কাশন পথটি আংশিকভাবে বন্ধ করা। (২) দক্ষিণ নদী হইতে বাধের বৈপর্য্য স্থাপন করা প্রকৃতি। মহানদীর বজা নিয়ন্ত্রণের জন্য হীরাবুদ বাধের ফলাফল বিবেচনা করা হইতেছে।

ভারতে কৃষির বিবর্তন

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। কথ্যটা নানা স্থানে নানা পরিবেশে আপনাবা অনেকবারই হ্রত শুনিয়াছেন। সেকালের সহিত একালের তুলনার অধিকার প্রাধিকারের চিরন্তন। তবে, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা সেকালের সোণার বাজার বিনগুলির জন্য আপনাবাই করেন। দেশের দিন দিন অধোগতি হইতেছে—ইহাই তাঁহাদের মূল কথা।

স্বাধীনতা লাভের পর কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতের সর্বক্ষেত্রে যে বিরাট উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে তাহাতে সেকালের দারিদ্র্যচিহ্নই যোগজরুর নিরক্ষর গ্রামা ভারতের চেহারা ফিরাইয়া বাইবে। কৃষি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষ করিয়া প্রাধিকারের চোখে চমক লাগাইয়াছে। কারণ ভারতে এতদিন মাছাতার আমলের চাষবাসের পদ্ধতিই চলিয়া আসিয়াছে। জমিতে লাঞ্চল বেও, বীজ বোন, হাতের কাছে যে সার পাওয়া যায় অমিতে তাহাই ছুড়াইয়া বেও—বাস্। এইভাবে দরাবাধা পথেই চলিয়াছে কৃষির কাজ। যদি কপাল ভাল থাকে, দেবতা যদি কৰা শোনে তবুই ফসল ভাল হইবে—ইহাই ছিল কৃষকের ধারণা। কাজেই অমিতে ভাল ফসল পাওয়ার জন্য নানা প্রকার পুজা পাৰ্বণ ও প্রার্থনারও প্রচলন হইয়াছিল। ফসল ভাল না হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাল ফসল ফলানোর চেষ্টা করা নিরক্ষর কৃষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অদৃষ্টোৎসেই এযার অমির ফসল ভাল হইল না—দীর্ঘনিঃবাসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক মনে মনে ইহাই বলিত। এখন কিন্তু অবস্থার সত্যই পরিবর্তন হইয়াছে। আর্থিকায় তরুণ কৃষক কেবল অদৃষ্টকে আশ্রয়ী করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। আর, এখনকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারও প্রায়ে চারিদিকের সম্বন্ধে নিপুণ ও নিরুত্থক নন। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগণ ফল বাছাতে প্রায়ে কৃষক মাঠে প্রয়োগ করিতে পারে রাজ্য সরকারসহ ও ভারত সরকার তাহার সুপারিকল্পিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। সারের অভাবে অমিতে ফসল ভাল হয় না। ভারত সরকার সিল্কোতে নিষাট কারখানা স্থাপন করিয়া রাণায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজ্য সরকারগণের দাব্যে এইগুলি বটন করা হইতেছে।

কোন অমিতে কোন প্রকার সারের প্রয়োগন তাহা ভাল করিয়া আনিয়া লইবার জন্য জমি সমীক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জমিসমীক্ষণের ফলাফল আনিয়া লইয়া অন্তঃস্থাতী অমিতে সার বিলে অল্প সারে অধিক ফসল ফলান যায়। এইজন্য আর্থিকায় রাণায়নিক সারের গুরুত্ব এত বেশী।

তুণু যে কৃত্তিম রাণায়নিক সারের সাহায্যে ফসলের উন্নতি হয় তাহা নহে। প্রায়ে প্রায়ে

পচাই সাবের ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে ভারতের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত। আজকাল গ্রামে এই পচাই সাবের ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং লব্ধ অকলের পচাই সাবও কালে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জমি যেমন তেমন করিয়া চাষ করিলেই হয় না; জমি চাষেরও নানাপ্রকার পদ্ধতি আছে। জমি ভাল করিয়া চাষ করিয়া লইলে ফসলও বেশী হয়। আজকাল জমি চাষের নানাপ্রকার নতুন নতুন যন্ত্র ভারতের চাষীরা ব্যবহার করিতেছেন।

আগে জমি চাষের পথ এলোমেলোভাবে বীজ চড়াইয়া দেওয়া হইত। সারি বান্ধিয়া বীজ বপনের রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। এখন কিন্তু ইহাই রেওয়াজ হইয়াছে। এলোমেলোভাবে বীজ বপন না করিয়া পংক্তি করিয়া বীজ বপন করিলে ফসল ভাল হয়।

ভালভাবে বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করিলে ফুল হইবে। যাহা আপনি বপন করিলেন তাহা ভাল কিনা—অর্থাৎ আপনার বীজগুলি উৎকৃষ্ট কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে। আগেকার কৃষকেরা নিজেদের গোলায় যে বীজ সত্তা রাখিত তাহাই বপন করিত। এখনকার চাষীলগকে কিন্তু তাহা করিতে হয় না; প্রয়োজনমত তাহারা উৎকৃষ্ট বীজ শাইতে পানেন। এইজন্য সরকার নিজ পক্ষেলা প্রতিষ্ঠানে উন্নত বীজের চাষ করিয়া থাকেন এবং কৃষকদের মধ্যে উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সকল বীজ বুনিলে ফসল বেশী হয় এবং লব্ধ শোকার বহু হয়।

বীজ বপন শেষ হইলেই কৃষকের কাজ শেষ হয় না। ক্ষেতে জল দিতে হয়। সেচ ব্যবস্থার অভাব ভারতের কৃষকের অনেক দুর্গম কারণ। আজকাল কিন্তু এই অভাব দূর করার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। নলকূপের সাহায্যে যে ক্ষেতে জল দেওয়া যায় এই কথা ৩০ বৎসর আগেও এখানে কেহ বিশ্বাস করিত না। এখন কিন্তু এই নলকূপের জল দিয়া ভারতের হাজার হাজার বিঘা জমিতে সেচ কার্য চলিতেছে।

চা ও ব্যাঙ্ক

চা আর সবই অতি জনপ্রিয় পানীয় এবং সকল দেশের চা-পানীয়ের নিকটই ভারত ও পাকিস্তানের চা-কৃষীর উৎকর্ষের জন্য লক্ষ্যবৃত্ত। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চার লগানো হইতে বিশেষ বাজারে বিক্রি পণ্য ভারত ও পাকিস্তানের চা শিল্পের দক্ষ করে দিতে পণ্ডিত বহু বছর ধরে ব্যক্তিভাবে অতি।

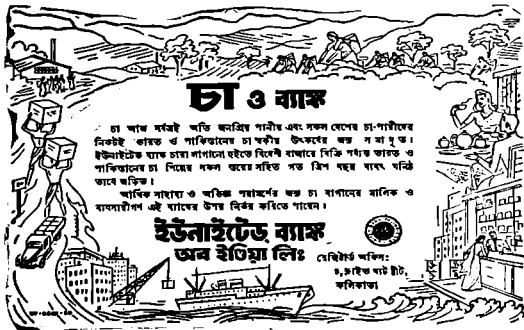
আর্থিক সাহায্য ও অধিক পরামর্শের জন্য চা বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অন ইতিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:

৪, ক্রাইস্ট মার্গেট,

কলিকাতা



শত জম্মাটতে প্রকৃত করিলেও কৃষকের কাজ শেষ হয় না। সেই শতকে রক্ষা করিতে হইবে। শত শতটি কীট পতঙ্গ প্রকৃতি শত্রুর হাত হইতে এবং উদ্ভিদরোগের হাত হইতে চাষাভিনিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ভারতের শত ক্ষেত্রে ইহাদের হোঁচখাড়া বড় কম নয়। ভারতে বহু খাম্বাশত এর তাহার মোট ২০ শতাংশ ইহারা নষ্ট করিয়া থাকে। আজকাল এইগুলিকে ধ্বংস করার নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। যিমান হইতে কীটনাশক ঔষধ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আবার ক্ষেত্রে বাহাতে আগাছা না জন্মাইতে পারে তাহার অস্ত্রই রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। এক পুঙ্খ অর্পণেও কৃষকেরা ইহা ধারণা করিতে পারিত না।

আপনার ফসল খুব ভাল হইল, আপনার আশঙ্কাও দূর হইল। কিন্তু আপনার সমস্তার শেষ হইল না। শত গোলাঘাত করিয়া রাখা বা গুলামে রাখা এবং ঐগুলি বাকারে ছাড়ার ব্যবস্থাও নাই হইলে আপনার সকল পরিশ্রমই মাটি হইয়া বাইবে! আজকাল সমস্যার সমাধির মাধ্যমে এবং কৃষিজাত প্রযোজ্যের প্ররতিভাগ আন্দোলনের দৌলতে কৃষক এই সমস্যা হইটির সমাধানের পথ দেখিয়াছেন। ফল সংরক্ষণ ও টিনে ভর্তি করিয়া বিক্রয় করার এক নতুন শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। শস্যশালন কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজকাল এই বিষয়েও ভারত অনেক উন্নতি করিয়াছে। গবাদি শস্যের কৃত্রিম প্রজনন, টীকার বীজ সংরক্ষণ প্রকৃতি বিষয়েও ভারত অনেকটা উন্নতি করিয়াছে। পশুরোগ আগের মত আর ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারে না। শত চিকিৎসার এখন ভাল ব্যবস্থা আছে। হস্ত, মাখন, প্রকৃতি উৎপাদনেও আশাহরুণ উন্নতি হইতেছে। ভারতের অধিকাংশ বড় সহরেই এখন হুড কলোনি সংস্থাপন করা হইয়াছে। এইসকল কলোনি হইতে সহরে বাটি হুদ সরবরাহ করা হইতেছে। ভারতে নীচই শুক চুপের শুঁড়া তৈয়ারীর কয়েকটি কারখানা সংস্থাপিত হইবে। তখন আর অতিরিক্ত হুদগুলি নষ্ট হইবে না।

আবহবিজ্ঞানও আজকাল অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য প্রতিদিন আবহাওয়া সংক্রান্ত বুলেটিন প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এই বুলেটিন হইতে কৃষকেরা আবহাওয়ার গতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারেন এবং নিজের চাষের কাজও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কল্য ঝাণে ভয়া জমি বা অল্পা জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযুক্ত করিয়া তোলাও আজকাল আগের চেয়ে অনেক সহজ হইয়াছে। এখন ট্রাক্টর বস্ত্রের সাহায্যে এইসকল জমি পরিষ্কার ও চাষের কাজ এক সঙ্গে করা হয়। চাষের কাজে বস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আরও বেশী বস্ত্র ভারতের চাষীরা ব্যবহার করিবেন।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত কাজের মধ্যেই একটি খোঁজছাড়া রহিয়াছে। ইহা হইল সরকারী উদ্যোগ। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের কৃষি উন্নয়ন পরিচালনাগুলির অসংলগ্ন প্রায়শ, গবেষণা ও পরীক্ষার ফলগুলি কৃষকদের গোচরীভূত করা এবং নানানভাবে কৃষিকার্যের জন্য আর্থিক সাহায্যদানের ফলেই আজ ভারতে প্রায় সব রকম শত্রেই ফলন বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ধান চাষের আশানী পদ্ধতি প্রবর্তন এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কৃষি গবেষণা চালান হইতেছে সেইগুলির ফলাফল কৃষকদিগের গোচরীভূত করা এবং কৃষকদিগের সমুখে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেইগুলিকে বস্তুত্বানে জানাইয়া সমাধানের পথ আশায় করার ভার নিয়াছেন গ্রাম সেবক কর্মীগণ। চাষের উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য চাষীদিগকে তাহারা উৎসাহ দেন। কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কাজে সাহায্য করা এবং তাহাদের অর্থ-হুঃখের ভাগী হওয়ার প্রাধা সেবকগণ কৃষকদের হিতকারী বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এইভাবে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার যে উন্নতি হইতেছে তাহা কয়েক বৎসর পূর্বেও অসম্ভবীয় ছিল।

BUY

BEST SELECTED 'B' GRADE COAL

FROM

SAMLA COLLIERIES LTD

&

**JAIPURIA KAJORA
COLLIERIES LTD.**

ENQUIRIES TO :—

33, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1.

Phone : 22 ~ { 2466
 { 2467

Gram : { JAIPURIA
 { CALCUTTA.

ভারতের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতে তুলুপ জাতীয় খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, একর প্রতি শতাংশাধীন খেচর বাড়িয়া গিয়াছে।

১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতে মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন তুলুপজাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সনের তুলনায় উহার পরিমাণ ২০ লক্ষ টন বেশী। আলোচ্য বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ২০ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সনে ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ একর জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ কয় বৎসরে খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ শতকরা ৩২ হারে বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্ধারিত পরিমাণ হইতেও ২৮ লক্ষ টন অধিক। ঐ প্রথম খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণও পরিকল্পনা-নির্ধারিত পরিমাণ হইতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ একর বেশী হইয়াছে।

১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতে ৮৫ লক্ষ টন গম এবং ২ কোটি ২৬ লক্ষ টন জোয়ার, বজরা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভারতে মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। পরিকল্পনা নির্ধারিত চতুর্থ বৎসরের উৎপাদনের তুলনায় উহা ২২ লক্ষ টন কম। আলোচ্য বৎসর শক্তিময়ক ও বিহায়ে অতিশুষ্টি ও যন্ত্রার ফলে প্রায় ৩১ লক্ষ টন ধান বিনষ্ট না হইলে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইত। ভারতের বর্তমান জন-সংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ। আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য তাহাদের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করিলে মাধ্যশিদ্ধ বৈনিক ১৪৪ আউন্স খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। শুষ্টি উপভোগ্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় উহার পরিমাণ ০.৫ আউন্স অধিক। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৯৫৪-৫৬ সনের শেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে বৈনিক যে ১০৭১ আউন্স খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা হইতেও উহা অধিক।

ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ হইতে উহার আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। ১৯৫৪ সনে মাত্র ৮ লক্ষ ৮ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। এই খাদ্যশস্যের মূল্য হইয়াছিল ৪৭ কোটি টাকা। অপর দিকে, এই বৎসর ভারত হইতে বিদেশে ৫১ লক্ষ টাকা মূল্যে ৭ হাজার টন চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে জুলাই মাস পর্যন্ত, ভারতে প্রায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার টন বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে।

আপনাদের পরিকল্পনায় টাকার বড় প্রয়োজন।

আপনার প্রয়োজন পরিকল্পনায় অর্থসাহায্য—

দেশের জিনিস কিনলেই তা সম্ভব।

MS MOTIPUR SUGAR FACTORY LTD.

MOTIPUR (DIST-MUZAFFARPUR), BIHAR

Telegrams— { Talabgar
 { Muzafferpur

Telephone
65 : Muzafferpur

The Producers of Finest Quality Crystal Sugar

—Motipur—For Sweetness—

*Extend their heartiest Puja Greetings to the
Readers of Arthik Prasanga.*

Agents—MS Abdul Rahim Osman & Co. (India), Ltd.

2, RAJMOHAN STREET, . CALCUTTA—1.

Telegrams— { Muslim
 { Calcutta

Telephone
33.5726

অসুখ-দীড়নে বিপন্ন দেবকুল আবাহন ক'রেছেন দুর্গতিহারিণী দুর্গাকে ।

সম্মিলিত দেবশক্তিসমুদ্ভূতা সেই মঙ্গলদায়িনী মহাশক্তি ॥

যাতিজীবনের দুর্গতি, অনিশ্চিত ভবিষ্য আর ভৌতিক প্রহেলিকাময়

স্বহৃদয় বিপন্নতা থেকে উদ্ধত হয়েছে জীবন-বীমার ।

মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধির অভিনব সৃষ্টি ॥

অনিশ্চয়তার দিবে মেটেপলিটানের বীমাপত্র তাই আপনার
পরম বিশ্বস্ত নির্ভর ।

**দি মেটেপলিটান ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড**

৭, চৌরসী রোড, কলিকাতা—১৩

কায়কটি পরিভাষা *

Agriculture Marketing Society—

কৃষিপণ্যবানন সংস্থা or কৃষিকণনন সংস্থা।

Assets—পরিপনপ as in assets & liabilities—পরিপনপ ও দারিতা।

Consumer assets—ভোগাসনপন।

General agreement on trade & tariff—বারিতা ও তত বিবরক সাধারণ চুক্তি।

Business corporation—বারসা সন্থ।

Balance of trade—বারিতা উত্থ।

Boom—চড়া, তেজী as boom markets—চড়াবার, তেজীবার।

Bullish, Bearish—তেজী, মলী।

By-product—উৎপাত।

Capital expenditure—মূলধনী ব্যয়, উৎপাদনী ব্যয়।

Capital investment—মূলধন নিয়োগ, মূলধন দায়ী।

Capital goods—উৎপাদনী মাল।

Capital equipment—উৎপাদনী সরঞ্জাম।

Cartel—শিলাবেল।

Trust—মুক্তবারিতা সন্থ, ব্যবসায়িক সমাবেশ।

Federation—সমাবেশ এবং confederacy—আবেশ' কুলনী।

Syndicate, price syndicate—সন্থ, মূল্য নির্ধারক সন্থ।

Credit inflation—কপপ্রসারণ, কপপ্রসার।

Credit instruments—কপ পরাধি।

Technical cooperation—শিল্প সহযোগিতা।

Dairy, dairy products—গোসালা, দুগ্ধসালা, দুগ্ধজাত।

Fixed deposits, total deposits—বারী আদানত সমূহ, মোট জমা।

Deflation, monetary deflation—অবসার, আর্থিক অবসার।

Depression—বন্দ।

Economic man—হিলেবী লোক, অর্থনীতিসর্কর ব্যক্তি।

Expanding Economy—কদবর্ধন না অর্থনীতি।

Productive economy—উৎপাদনমূলক অর্থনীতি, উৎপাদন অর্থনীতি।

Sound and stabilized economy—স্বস্থ ও বারী অর্থনীতি, অরাত্র ও অচকল অর্থনীতি।

Equitable distribution—হারাহুগ বণ্টন।

Price equilibrium—মূল্যের ভারসাম্য।

Capital investment on equity basis—জাহাহুগ মূলধন দায়ী, জাহামূলক মূলধন দায়ী।

European payments' union—মুরোপীয কুলান সমিতি।

Free trade unions—বারীন অর্থিক সন্থ, নিয়শেক অর্থিক সন্থ।

Full employment—পূর্ণ নিয়োগ।

Investment goods (or, capital goods) বরীমাল (উৎপাদনী মাল)।



আখ্যাসমূহ:-

* গড়িয়াহাট জংশন

* ৪০ বি, স্ট্র্যাণ্ড রোড

* কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, হারিসন রোড।

সর্কর ডি.পি. যোগ মাল পাঠান হয়।

* U. S. I. S.-এর বাংলা বিভাগ আদারিপকে এই পদগুলির পরিভাষা প্রণয়নের অত আহবোধ করিরাছিলেন। সিটি কলেজের বারিতাবিভাগের বাংলায় অব্যাপক প্রিন্টরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিভাষাতলি রচনা করিরাছেন।

চা পাতার কাহিনী

চা-শিল্প ভারতের অর্থনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। একক শিল্প হিসাবে চা-শিল্পেই সর্বাধিক সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত রহিয়াছে এবং পণ্য হিসাবেও ইহা ভারতের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারীদের অগ্রস্তম।

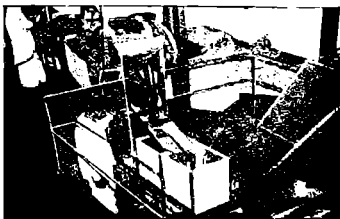
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ পর্বত একমাত্র চীন হইতে সমগ্র ইউরোপে চা রপ্তানী করা হইত। ১৮০২ সালে তত্কালীন ভারতের বড়লাট বিদ্যালয়ের পালদেশে, দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতের পূর্বাংশে এবং পশ্চিমবঙ্গ পর্বতশ্রেণীতে চা আবাদের উপযোগিতা নির্ধারণের জন্য এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮০০ সালেই পর্বতশ্রেণীতে নীলগিরি, ওয়েনার, অরুণালাই এবং ত্রিবাড়ের কাননদেবী পর্বতশ্রেণীতে চাষের আবাদ শুরু হইয়াছিল। আর এখন ছয় শতাধিক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান চা-শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে।

১৯৪২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে চা-আবাদী জমির মোট পরিমাণ ছিল ৭৭২,৪০০ একর। শতকরা ৭৬ ভাগই আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। দক্ষিণ ভারতে শতকরা ১৩ ভাগ এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাকিস্তানে বিশিষ্ট জমি অবস্থিত।

আবাদের জন্য চাই হারী উচ্চ ও আর্দ্র আবহাওয়া। মাটিও হওয়া চাই পল্লীর অধঃ আলপা, যেখানে জল ঝাঁড়ায় না। জমি নির্বাচনের পর আগাছা পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয় শুষ্কভাবে হারার জন্য লম্বা ডালাবৃত গাছ রাখা হয়। এগুলি মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। চারা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিটি বাগিচার কিছুটা জমি বরাদ্দ করিয়া রাখা হয়। চারাগুলি কিছু বড় হইলে সেগুলিকে তুলিয়া বাগিচার রোপণ করা হয়। বছর চুই পরে চারাগুলিকে ছাঁড়িয়া দিলে সেগুলি ডালে পাতার স্বাগত হইয়া পড়ে।

এপ্রিল মাসে কুটি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাছে নতুন পত্রাগম হয়। তখন হইতেই কচি পাতা তোলা আরম্ভ হয় এবং নবেম্বর মাস পর্যন্ত এই কাজ চলে। এই পাতা হইতেই চা তৈয়ারী হয়। পাতাসহ কচি কুড়ি তুলিয়া যে চা হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ চা। নারী শ্রমিকগণ এই কার্যে খুব পটু হইয়া থাকে।

বাগিচা হইতে পাতা তুলিয়া আনিয়া কায়দাধা বিভিন্ন প্রণালীতে তৈয়ারী করা হয়। প্রথমতঃ এই পাতাগুলি ১০ হইতে ৩০ ঘণ্টাকাল শুকান হয়। অতঃপর একটি ঘূর্ণায়মান



চা বাগানে কাজ করা হইতেছে

রোগের ব্যয়ের মধ্যে শেষের ফলে চা পাতার রসের কোষগুলি ফাটিয়া যায়। তখন ঘোটা ও লক্ষ পাতাগুলি বাহিরা আলাফা করিয়া ঠাণ্ডা বায়ুর সন্নিবেশ গ্রহণের জন্য বাহিরা দেওয়া হয়। এইভাবে পাতাগুলি গাছিয়া ভাঙাটে সংগ্রহ করে। পাতাগুলি ভিজা থাকিতেই উত্তপ্ত কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাপমাত্রা ১২° হইতে ২০° ডিগ্রী পর্যন্ত থাকে। এই প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে পাতার সংকোচ হইয়া যায়। এই কাল রক্তের চা আয়োজের সকলেরই পরিচিত। এখন চায়ের পাতাগুলি আকার অনুযায়ী বাছাই করিয়া সীসা বা এম্বিনিয়াম পাতবুজ বাবুনে প্যাক করা হয়।

সমগ্র পৃথিবীর চা রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত সর্বাধিক পরিমাণ চা রপ্তানী করিয়া থাকে। পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ একা ভারত পূরণ করে। ১৯৪৪ সালে ভারতে মোট ৭৪ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪২ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। চা রপ্তানিতে নিষিদ্ধভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৪ সালে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯০২ এবং ১৯৪০ সালে যথাক্রমে ৩৭ কোটি ও ৩২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি করা হইয়াছিল। ১৯৫০-৪৪ সালে রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্য মোট ১০১,৪৪,৬০,৭০০ টাকা। ইহা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২১ কোটি টাকা বেশী। ভারত হইতে প্রধানতঃ ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আমেরিকা, মিশর, সুদান, নেদারল্যান্ড ও জুরহে চা রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ের রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্য ৮০, ৪৭, ৬৮, ৩৪-১/২ টাকা।

১৯৪১ সালের চা প্রদিক আইনের দ্বারা এই শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বাগিচার মালিকের শ্রমিকদের আবাস ঘর ও কল্যাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। চিকিৎসা, শাণীয়া ভল ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা যাকেন। তাহাদের পরিবারসহ বসবাসের জন্য গৃহও মালিক নির্মাণ করিয়া দেন। এই আইন বলে রাজ্য সরকার বাগিচা-মালিককে শ্রমিকগণের আয়োগ প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং বাগিচার ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে ক্যান্টিন স্থাপনের নির্দেশ দিতে পারেন। যে বাগিচার শ্রমিকদের ২৫টির বেশী ৬ হইতে ১২ বৎসরের শিশু রহিয়াছে সেখানে মালিককেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। উক্ত আইন বলে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালককে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। কাজের সময়, মাহিনাগহ ছুটি, অবসর ও প্রাপ্তবয়স্কের সম্পর্কেও সুব্যবস্থার নির্দেশ এই আইনে রহিয়াছে।

চা-এর আভ্যন্তরিক বাজার

প্রাকৃতিকজনিত সঙ্কট

“আমরা কি যথেষ্ট পরিমাণে চা পান করি?” এই প্রশ্নের উত্তরে অবিকাংশ পাঠক বলিবেন “না”। কিন্তু আপনারা কি জানেন এই সামান্য উত্তরের উপর একটা বিশিষ্ট খেঁদী শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভারতের চা শিল্পে নিকট অতীতের যক্ষা অবস্থা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়া বিদ্যছে।

পৃথিবীর ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা ভারতে উৎপন্ন হয়। আবার আবারের বেশই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা রপ্তানী করে। চা-এর দেশের লোক আবার অন্যান্য অল্প পরিমাণে চা পান করি। আবারের দেশে উৎপাদিত চা-এর শতকরা ৭২ ভাগেরও অধিক বিদেশে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট ২৮ ভাগেরও কম দেশের ভিতর বণ্টন হয়। বিদেশী বাজারের উপর অতিনির্ভরশীলতাই ভারতের চা শিল্পের প্রধান দুর্বলতা। বতরিন আন্তর্জাতিক চাহিদা অপূর্ণ থাকিলে ততদিন ভারতের চা শিল্পের ভাগ্যপথে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু সে মুহূর্তে

বিশ্বউৎপাদন (world production) বিশ্ব চাহিদাকে (world absorption) অতিক্রম করিয়া থাকে, তাই শিল্পের ভাগ্যাকাশে অতি উৎসাহন এবং মৃগা শতনের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে ও মন্যবাহা ইহার ভিত্তি নির্ধারিত করিয়া দেয়। ১৯২১-২২ এবং ১৯২২-২৩ সালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৯২১-২২ সালের ঘটনা উহারই পুনরাবৃত্তির মাত্র।

বর্তমানে দৃষ্টব্য হইতেছে ভারতের চা-এর প্রচুর ক্ষেত্র। দৃষ্টব্য একা ভারত হইতে রপ্তানীকৃত চা-এর শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক রপ্তানী করে। শতনের মিলিওনের নীলাম হইবে উত্তানাবার সহিত ভারতের চা শিল্পের স্থানিকতা নিবিশেষে জড়িয়া আছে। যদি কোনদিন আমদানের দূর্ভাগ্য বশতঃ ইংরাজ কাতি চা পান অভ্যাগল পরিবর্তন করে অথবা অল্প কোন চা উৎপাদনকারী দেশ লগ্ননের বাজার হইতে ভারতকে গৌরবের সহিত পক্ষাঘাতপূর্ণ বণ্যে কত, তাহা হইলে সেই দিনই দেশী চা শিল্পের ভাগ্যমৌল্য তালের প্রাসাদের মত গুলিমাৎ হইয়া যাইবে। বিদেশী বাজারের উপর এইরূপে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে এখন দেশী শিল্পের স্বার্থও উন্নতির বিশেষ প্রতিবন্ধক। সবদিক বিচারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে এই প্রকার পরনির্ভর-মূল্য কৃত্তিকত নাও হইতে পারে। কিন্তু সর্কাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিলেও চা সবদিক বিচারে ভারতের একাধিপত্য নাই। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ তাহার প্রতিযোগী। অপরদিকে বিদেশী বাজারের মোট চাহিদাকে নিরূপণ করিবার কোন ক্ষমতাও ভারতের নাই। বিদেশী চাহিদাকে প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করিতে সে অক্ষম।

এই পরনির্ভরমূল্য অথবা দূর করিবার দুইটা পথ খোলা আছে। প্রথমতঃ চা শিল্পকে নিম্নের যথোপযুক্ত বাজারের প্রতি আর্থিক মনযোগী হইয়া আভ্যন্তরিক চাহিদাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে বর্ধিত আভ্যন্তরিক চাহিদা অসমর্থের বহুহিলাবে কাক করিবে। দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টব্যলোর বাহিরে অনন্ত বিদেশী বাজারগুলিতে ভারতের চা বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে বিদেশী মুদ্রার আর অবাধত থাকিবে ও অপরদিকে জোয়াল আভ্যন্তরিক বাজার প্রসূত ভিত্তি হিলাবে কাক করিবে। আভ্যন্তরিক চাহিদাকে প্রয়োজন মত নতিশীল করা হইয়া জুলিতে পারিলে, চা শিল্প আভ্যন্তরিক ক্ষমতা ও বৈধতা লাভ করিবে। জোয়াল আভ্যন্তরিক বাজার বর্তমান থাকিলে দেশী চাহিদার প্রচুর বর্ধনের চাহিদার অপ্রাচুর্য্যকে নাকচ করিয়া শিল্পকে মন্য অথবা অক্ষম হইতে হক করিতে পারিবে।

আমাদের দেশে আভ্যন্তরিক চা ভোগের আয়তন পরিমাপের কোন সঠিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথা আজ পর্যন্ত চালু হয় নাই। বর্তমানে উৎপাদন ও রপ্তানীর অঙ্কর কলকে আভ্যন্তরিক চাহিদারপক্ষে পণ্য কথা হয়। এই হিসাবঅনুযায়ী ১৯৪৪ সালে ভারতে চা ভোগের আয়তন ছিল (৩৪'৪১—৩৪'৪৪) ১৮'৮৭ কোটি পণ্য। ১৯৪১ সালের অনুরূপ হিসাব ২০'২৮ কোটি পণ্য। ১৯২১ সালের লোকসংখ্যা ৩৪'৬৯ বহিয়া গইলে মাথা শিছু চা ভোগের হার হয় ৩৭ পণ্য। সর্কাপেক্ষা অধিক চা উৎপাদনকারী দেশ ভারতের চা-ভোগের আয়তনের সহিত তুলনা করিবার লক্ষ্য করেকটি দেশের চা ভোগের আয়তনের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হইল। এই দেশগুলির কোনটিকে চা জাহাজ নাই।

দেশ	সাল	লোক সংখ্যা (কোটি)	মোট চা ভোগ (কোটি পাউন্ড)	মাথাশিছু চা ভোগ (পাউন্ড)
আফগানিস্তান	১৯১১	৩.০	০.৬২	১২'৪৪
দুস্তাভা	১৯৪২	৪'০৪	৪৪'৮০	৮'৮৬
নিউজিল্যান্ড	১৯৪০	২.১	১'৪২	১'২১
অস্ট্রেলিয়া	১৯৪২	৮.৮	১'২২	৬'০৪
কানাডা	১৯৪২	১'৪৪	৮'৪০	৩'১৪
বেলজিয়াম	১৯৪২	১'০৪	১'৪২	১'৪৪
বিশ্ব	১৯৪১	১'২১	৪'৭৬	১'৪৪
দুস্তাভা	১৯৪০	১৪'৪২	১১'৪৬	১'৭৪

প্রতি পাউণ্ড চা হইতে ১২০ পিরান্না চা দ্বয় বরিয়া লইলে, ভারতবাসীর প্রতি পিরান্না চা-এর বহলে উপরি উক্ত দেশের অধিবাসীগণ কি পরিমাণ চা পান কতে জানেন ?

আম্রালাও	২৪ পিরান্না,	বুতরাঙ্গা	১৭ পিরান্না
নিউজিল্যান্ড	১৪ "	অস্ট্রেলিয়া	১২ "
কানাডা	৬ "	নেভাগোয়াও	৩ "
মিশর	১ ২ "	বুতরাঙ্গা	২২ "

উপরের তালিকা হইতে স্পষ্ট হুঁকিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে আভ্যন্তরিক চা ভোগ হুঁকির কি পরিমাণ প্রবেশ বর্তমান আছে। চা বর্তমানে সর্বাংশে সত্তা পানীয়। মূল্যায়িত হইয়া জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত। আভ্যন্তরিক চাহিদা যথোচিত হইতে ১ পাউণ্ড হইতে ১ পাউণ্ডে হুঁকি করিতে পারিলেও, আমাদের দেশে অতি সস্তা আরও ১৭১৬ কোটি পাউণ্ড চা বিক্রয়

[অবশিষ্টাংশ ৪৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদেয়]

পরিব্রাজনায় টাকার স্থান

ঐরপেন্সম্যান্স মিজ, জেনারেল ম্যাকডোনাল্ড, মোটোপলিটান ব্যাঙ্ক

সমাজের অর্থনৈতিক সৃষ্টির পথে বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক পরিব্রাজন এক নূতন ইঙ্গিত। তবে ইহা কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক হুঁকির, অভিযান্ত্রিক নয়। অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে অটলতা বহুই থাকিতেছে, ব্যক্তির নীতিগত ঐকমল সমতার হুঁকি সমাজের প্রয়োজন পরিবর্তিত হইতেছে। ঐকমল অটল সমতার সমাজের প্রয়োজন 'পরিব্রাজন' কথাটি দ্বারা একটি অভিযান্ত্রিক নকশা। স্তব্ধ পঞ্চাশিক পরিব্রাজনায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণীয় দ্বারা হুঁকির সৃষ্টি না করাই ভাল। পরিব্রাজনকে যদি অর্থনীতির কয়েকটি সূত্রিষ্ট ক্রটনমাফিক কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তবে বিশেষের সত্যদ্বয়ই বেশী দেখা দিবে। অগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামোর অটল সমতার অটলতার অটলতার সৃষ্টি করে। ক্রটনমাত্রের সূত্র কোনমতেই স্তব্ধ নিম্নের সূত্রিত প্রতিযোগিতায় অটল উদ্ভিগে পাঠিয়ে এমন কোন প্রত্যক্ষ কারণ নাই। তথাপি কর্মসূচ্যের হুঁকি ও ক্রম সমতার সম-বর্তনের প্রয়োজনে ইহার অর্থনৈতিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বিবেচনীয় অর্থনীতিতে বহিঃ-সূত্র-নিম্নের একটি সূত্র স্থান আছে, তথাপি ইহাকে প্রতিযোগিতা হইতে তফাৎ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে যে ব্যাপক মূল্যের সূত্র প্রয়োজন—বাহ্য অর্থিক সূত্র ও কর্ম ভোগ সূত্র ব্যয়ের পরিণতি মাত্র। সম্প্রদায়গণ অর্থ সমভাবে বণ্টিত আর কিন্তু বহলোকের মধ্যে অসুস্থ চাহিদা পূরণ করিয়া অর্থ ভোগের পূর্ণ প্রাপ্ত করে।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে ইহা প্রথম বলিয়া মনে হয় যে টাকা বন সূত্রের বা উৎপাদন হুঁকির কারণ নয় বরং উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবিধ কারণ ও উৎপাদন মধ্যে সমতা ও সংযোগ তফাৎ করাই ইহার উদ্দেশ্য তথাপি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে যে টাকার উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে একমাত্র মান বিপর্যয়। দ্বিতীয় পঞ্চাশিক পরিব্রাজনায় বসফাউন্ডে এই সত্যই প্রতিফলিত হইয়া নানাবিধ অটল এবং সংযুক্তকৃত চিন্তাধারার সৃষ্টি হইতেছে। বসফা পরিব্রাজনায় কাঠামোটিতে উৎপাদনের লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক উৎপাদন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সমাজ জনসংখ্যা ও কাঠামাল এবং ভোগ ও সূত্র প্রয়োজন সমুদ্রে রাখিয়া পরিব্রাজন উৎপাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। বসফা পরিব্রাজন ইহা অসম্ভব করা হইয়াছে

যে কারখানাজাত উৎপাদন শিল্প বণ্যযোগ্যভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে আদ্যন্তর জনসম্পদ নিয়োজিত করিতে পারিবে না। সুতরাং উচাতে যেমন ভোগ-দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যাপক শ্রমিক নিয়োগকারী চতুঃশিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, তেমনই সর্বাধিক মূলধন সঞ্চিত হইতে ও ভারী শিল্পের প্রবেশকেন্দ্রে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলমন্ত্র বিকাশের প্রবেশকেন্দ্রে দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে হস্ত শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি যেমন দ্রুত উন্নয়ন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে তেমনই অল্পকালিক কারখানাজাত শিল্পের সুসম উন্নতি সম্ভব হইবে। উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে দীর্ঘ অর্ধচ উন্নয়নমূলক অগ্রগতি হইবে।

পল্লী পরিকল্পনার অধ্যুষিত পরিসংখ্যান ও বার বারের দৃষ্টা বিভিন্ন মতল গভীর সন্বেষণে দৃষ্টি করিয়াছে। ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ কিংবা তিনা তান্না আর নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহাচাড়া ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে অতিরিক্ত সংরক্ষণবাদের ফলে হস্ত-শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হীন হইবে না। এমনকি লক্ষ্যে প্রত্যাপ করা হইয়াছে ভোগদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ চাহিদা ও যোগানের দৃষ্টিতে সম্পর্ক না রাখিয়া সম্ভাব্য শ্রমিক ও কাঁচামালকে ভিত্তি করিয়া মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন অথবা আর্থিক চাহিদার অত্রমিত লক্ষ্য নিশ্চিত করাও ঠিক হয় নাই।

উৎপাদন সূচী—মসড়া পরিকল্পনার ৬ লক্ষ কিলোগ্রাম বিদ্যুৎশক্তি, ৬ কোটি টন কয়লা, ৬ লক্ষ টন কৃত্রিম গেটোল, ২০ লক্ষ টন ইস্পাত, ৪০ হাজার টন এলুমিনিয়াম, ৩৪ লক্ষ টন ম্যালানীক আর, ১ কোটি টন সিমেন্ট এবং ২৪০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বহুপাতি ক্ষেত্রের বরাদ্দ করা হইয়াছে। উৎপাদন দৃষ্টার অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে শতকরা ২০ ভাগ, বনি ও কারখানা শিল্পে শতকরা ৬৭ ভাগ, হস্তশিল্প ও নির্মাণকর্মে শতকরা ১০ ভাগ, এবং পরিবহন, বাসনা ও বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত খাতে প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধির হিসাব করা হইয়াছে। উৎপাদন দৃষ্টার এই লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারিত হইয়াছে যে ইহার ফলে ভারতীয় আয়ের শতকরা ৭ হইতে ২-১০ ভাগ পর্যন্ত সঞ্চয় হইবে। শতকরা ৭ হইতে ২-১০ ভাগ কর বৃদ্ধি করা বাটবে, যৎসব ২২০ কোটি টাকার নোট ফাঁপাইলে অবাক্তিত মুদ্রাস্ফীতির দৃষ্টি করিবে না এবং তাহাতে ফলে পাঁচবৎসরে যে ২,৫০০ কোটি টাকা সঞ্চয় হিলাবে পাওয়া যাইবে তাহা অর্থনীতিকক্ষেত্রে কোনকল চাপা না কিয়া বা জোর করিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিয়াই সরকারীক্ষেত্রে ব্যয়-নির্বাহ সম্ভব হইবে। উপরোক্ত উৎপাদন দৃষ্টা সম্পূর্ণ হইলে ভারতীয় আর ২৫ হইতে ৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৬ সালে ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ১৩,৭০০ কোটি টাকা হইবে।

বেশের সম্ভাব্য কাঁচামাল ও জনসম্পদ যে ভারী ও বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত, তাহাতে সন্বেষণে কোন কারণ নাই। ইহার সম্পর্কটি যে অর্থনৈতিক, অর্থনৈতিক, গৃহস্থীয় সরবরাহী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়িত ভোগদ্রব্যের উৎপাদন সহজেই ভোগে লাগাইতে পারিবে।

ডাঃ রায়ের কর্তৃক রচিত পন্ডিতমন্ডের পরিকল্পনার অধিকতর ব্যস্ত দৃষ্টিকর্ষী প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার পরিকল্পনার ইহা স্পষ্ট যে অধিক উৎপাদন অধিক চাহিদা দৃষ্টি করে এবং অধিক উৎপাদন সর্বত্রই কতখানি উৎকৃষ্ট সঞ্চয় ইহাতে দৃষ্ট করা যাইতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিবে। বর্তমান ধাপে উৎপাদনের বিবিধ উৎপাদনের জন্য বাহিনা ও মজুদী, দুই বাতীতাক। ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন এইসকল আর যদি একত্রে ব্যবহৃত পথ না পায় তবেই মুদ্রাস্ফীতির কারণ হইতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই আর

সঞ্চিত হইয়া পুনর্বিনিয়োগের জন্য সীমাকারী সূচনেনেও জনান্তরিত হয়। যে সময়কালে জীবনব্যয়ের মান অত্যন্ত নীচু, সেখানে অতিরিক্ত আয় প্রথমে ভোগপ্রবোধ প্রয়োজনীয় ব্যয়িত হয়। সুতরাং ঐ সব বেশে ভোগসুখ মিটাইবার পর বাড়িবে সঞ্চয় শুরুর আগিতে বর সময় লাগে এবং তাহার পূর্বে ব্যয়িত আয় সীমাকারী সূচনেনে জনান্তরিত হয় না। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার এইরকম ব্যয়বতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রিকল্পনার তত্ত্ব—পরিকল্পনার রচনার সময় অর্থনৈতিক কারণসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সম্যক বোধ থাকা প্রয়োজন। পূর্বাগর কি ভবিষ্যতে আয়-ব্যয়, ভোগ-সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতির ব্যাঘাত ইহা প্রকৃতপক্ষে নির্ণয় করা যায় না। সূচনাবীর্ণ শিল্পের পরিকল্পনার কতটা উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগিবে, কতটা ভোগপ্রবাহ প্রকৃত শিল্পে ব্যবহৃত হইবে নিশ্চয় কহিয়া বলা যায় না। তেমনি আবার বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসিবে, কোন শিল্পকে তাহা যুগের অগ্রগামী করিয়া ফেলিবে তাহাও অনিশ্চিত। সুতরাং অর্থগতস্থান সম্বন্ধ হইলেও ‘অগ্রাবিকার’ ও ‘অভিপ্রোভ’ ফলশ্রুতির ক্ষেত্রে কতদূর কি সম্ভব হইবে, তাহা ঠাকুর গতি-স্থতির শক্তির উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই সকল কার্য-কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সম্যক অবহিত থাকা নিত্য প্রয়োজন। জে এম ক্লার্কও বলিয়াছেন, *In an expansive economy, there will be continual process of adjustment and every such adjustment will take time and involve uncertainties, errors and losses.* অর্থাৎ সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে সবসময়ই অসঙ্গ-বদলের ব্যাঘাত সম্ভব ও সমতা বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই পরিবর্তনের সময় হয়তো অনিশ্চয়তা, ভুল-ত্রুটি, ক্ষতিসান ও অপচয়ের ঝুঁকিও লইতে হইবে।

পত্রিকল্পনার ব্যাঙ্কিং-এর আঁদ—ভারতীয় প্রাচীন জনগণ সমীক্ষণ সমিতির রিপোর্টের মতো বহু পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ কমিটির স্থানীয় এক তহাবির কার্যকরী করার প্রয়াস হইতে ইহা বতঃই মনে হয় যে বোধহয় অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি ভিকের সমতা বিধান সম্ভব হইলেই সামগ্রিক ভারসাম্য বক্ষা সম্ভব হইবে।

কেইলও বলিয়াছেন যে অর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানাই সব চেয়ে বড় কথা নয়; বরং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠনের ও উৎপাদনের অগ্রদূত কার্যগুলি স্বাধীন ও বহুস্তর পতির ব্যাঘাত অধ্যাহৃত রাখাই রাষ্ট্রের কর্তব্য ও লক্ষ্য। ইংলণ্ডে ১৯৪১-৪৩ সালে জাতীয় আয় ২৬ শতাংশ বাড়িয়াছিল; এই সময় টাকার যোগান মাত্র ২ শতাংশ ও জীবনব্যয়ের ব্যয় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল আর ভারতে ১৯৪১-৪৫ সালে জাতীয় আয় ১০-১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু টাকার যোগান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং জীবনব্যয়ের মান ১২ শতাংশ হ্রাস পায়। এই রকম অসঙ্গতি অত্যন্ত ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হইতে পারে। বস্তু পরিকল্পনার সূচনীতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে এবং লক্ষ্যে পড়ওমালা কমিটির State Bank ও State-partnered Co-operative Bank এর পরিকল্পনা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইহাও প্রবিধানযোগ্য যে বহু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-এর পরিকল্পনাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্র

পশ্চিমবঙ্গের 'অগ্রদূত' সার পরিবেশক 'ফেলান্স' শ' ওয়ালেণ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের উত্তাপে বিগত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর "মহাযোবি সোলাইট হল" কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা চক্রের অগ্রদূতান হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় স্বাভাবিকী ঐপ্রদূতসে সেন মহাশয় উক্ত আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। কৃষিদ্রষ্টা ডাঃ আর, আমের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে এন সুখার্কি, ডাঃ এইচ, সি, চৌধুরী, ডাঃ এল, এন ব্যানার্জি, ডাঃ এল, বি, চট্টোপাধ্যায়, ঐ জি, সি ঙ্গল, ও সি, জি, যেনন প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এই আলোচনা সভার ফলিত কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন জেলায় সার ব্যবহারীদের বহু প্রতিনিধি ও পশ্চিম বাংলায় প্রগতিশীল কৃষিকৌশলগণ আমন্ত্রিত হইয়া অগ্রদূতানে যোগদান করেন। প্রারম্ভে শ' ওয়ালেণ এণ্ড কোম্পানী এর ডিরেক্টর মিঃ এল, এম, সিংহ লকলকে স্বাগত জানাইয়া বলেন, যে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যেতদ ক্ষমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ লইয়া প্রসঙ্গিত হুই হইয়াছে তাহাতে সার-ব্যবহারী ও কৃষিকৌশলগণের ফলিত কৃষিবিজ্ঞানের সম্বন্ধে লম্বাক ধারণা থাকা আবশ্যক। সার ব্যবহারী হিসাবে ব্যয়িত ও কর্তব্যবোধে তাহারা এই আলোচনা চক্রের প্রোত্য়াপন করিলেন।

অতঃপর ঐপ্রদূতসে সেন মহাশয় স্বীয় উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে কৃষিই জাতীয় আয়ের প্রধান পথ; মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যই নহে, লম্বাক বিষয়ই সেইজন্য দৃষ্টিকোণে বেখিয়ার অগ্র আদ্যমান জানান, কৃষিক্ষয় নিবাসনকল্পে বন লম্বাকের উপর স্তবক প্রদান করিয়া তিনি বলেন কৃষিক্ষয় যোব না করিতে পারিলে বহই বালারনিক সার ব্যবহার করি না কেন, সমস্তার সমাধান হইবে না। তিনি বলেন পাক্ষমৎকে ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর জমি চাষাবীন বহিয়াছে, তন্মধ্যে ১ কোটি একর জমিতে বান চাষ করা হয়। এই প্রলমে ঐপ্রদূত সেন একটি স্তবকপূর্ণ প্রদ্র উত্থাপন ও সমাধানের পথ নির্দেশ করেন। দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিতে বাইরা তিনি বলেন বহু জমি আছে—বিশেষ করিয়া ঝাড়ুড়া জেলায় এখন জমি আছে, যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা নাই এবং কৃষি খুব অগ্রদূত, সেখানে চাষ শাবাক করিয়া ব্যয় পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় না। যেখানে খরচও উদ্রিবে না সেখানে চাষ করিব না, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ লইয়া চলিতে হইবে। ঐপ্রদূত সেন অপর অতঃপর জলসেচ ব্যবহার সম্প্রদায় সাধনেরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বিত্তীয় পক্ষাধিক পরিকল্পনার জ্ঞায়ও ২৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ পতকরা ২২ ভাগ জমিসেচের সুযোগ পাওয়া বাইবে। তিনি এই অতিমত প্রদান করেন যে যেখানে জলের সুবিধা আছে, আমাছের সেই পরিমাণ জমিতেই বান চাষ করা উচিত। কলস বুদ্ধির উপর লম্বাক স্তবক আরোপ করিয়া তিনি বলেন যে তাহার মনে হয় যে ৫০ লক্ষ একরে বান চাষ করাই যথেষ্ট হইবে। পড়ে বিধা প্রতি উত্থাপন ৬ মন ঝাড়ুড়িয়াছে। জলসেচের বহি ব্যবস্থা থাকে, জলম সার ও উৎকৃষ্ট বীজ বহি ব্যবহার করা যায় পড়ে উত্থাপন ৩০।৩০ মনে পৌছাইতে পারে। উত্থাপন ১৫ মনই বহি বহিরা লওয়া যায় তাহা হইলে ৫০ লক্ষ একরে বান চাষ করিলেই চলিবে। এবং অপরিত জমিতে বন লম্বাক পর্যায়ক্রমে চাষ ইত্যাদি করা বাইতে

পারে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগে যে বিভিন্ন চাকি আবারে বহু প্রচলন করিতেছেন তন্মুদ্রণ ব্যবহারের জন্য অসুবিধা জানান। জমির বাস্তু ভাগ এখার উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত কৃষিগণসংস্কার বিলের উল্লেখ্যে তিনি বলেন উক্ত বিলে এই মর্মে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি একত্রিত করিয়া সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলভাগ জমি রক্ষা পাইবে। সরকারও সমবায় প্রথা চালাবার জন্য অনেক সুবিধা দিবে। তিনি পরিষেবে দুটির শিল্প, শল্লীশিল্প প্রভৃতির উন্নতি বিধানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষিক্ষেত্র ডাঃ অরুণ, আমের খাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জমির প্রকৃতি পরিদর্শন ও সার ক্রয় প্রয়োজন তদ্বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে বলিয়া জানান। তিনি বলেন, মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্পজ্ঞান চলিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় মাটির মানচিত্র তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষিকর্মীদের সহায়তা হইবে। চাষীদের নিকটে বয়সসময়ে সার পৌছাইয়া দেওয়া ও তৎক্ষণাত্ত বানবাহনের প্রয়োজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আগামী বৎসরে করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন আমেরের গণতান্ত্রিক দাওয়া শক্তি প্রয়োগ নহে চাষীদের সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গে লইতে পারা যাইবে তৎক্ষণাত্তই প্রবৃত্ত করিতে হইবে।

উপোক্ত অসুবিধার পর আলোচনা চক্রের অধিষ্ঠান হর এবং প্রথমই পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ জে. এন. সুবার্জি কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী এবং শ্রমিকদের পরিচয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার কৃষিকর্মীদের একটি চিত্র বড় স্ক্রানভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন আমেরের এখানে 'Marie' বলিতে 'চারী' বা 'কৃষক' বলিলে ভুল বলা হইবে; বলা উচিত 'গেরম্' (গুরুত্ব) বাহার জোত জমি, বলদ, খামার ও পুকুর আছে, সব কিছু মিলাইয়াই বাহার সংসার এরাই সমাজের ভিত্তি। এদেরই উন্নতি হইলেই জাতির উন্নতি।

অতঃপর বৈজ্ঞানিকগণ দুই দিন ধরিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও উপস্থিত প্রতিনিধিদের সহিত কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা করেন।

'দ' ওয়ালেণ কোম্পানীর সার বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এ. ওল্লিউ, এল, টারবার কৃষি-বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের উপযোগিতার বিভিন্ন দিক উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে জানান। তিনি আরও বলেন যে যতদূর সম্ভব এইসকল আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ওয়াহারও এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

উপসংহারে শ্রী বি. কে. রায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সার ব্যবসায়ী হিসাবে কৃষিকর্মীদের প্রতি ওয়াহারের কর্তব্য আছে। কলিত কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ পারদর্শন থাকি। সরকার এবং ওয়াহারের মাধ্যমে তাহা অল্প শল্পী কৃষিকর্মীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। কৃষিশক্তির সর্বতোভাবে ক্রোধোদ্রিত হইতেছে, ওয়াহারসকল এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য শ্রী রায় অসুবিধা করিয়া প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি দেন যে কোম্পানীর তরফ হইতে ওয়াহার এ বিষয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন।

বাংল প্রস্তুত শিল্পের একটি পরিকল্পনা

ভারতে শিল্প অগ্রগতির পথে আর একটি শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে—সেইটি হইল টর্চ বাথ প্রস্তুত। টর্চ, মোটরগাড়ী, রেডিও প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ইহার প্রয়োজন অনবরোধ্য। অর্থাৎ ভারতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই শিল্পটি এখনও তেমন যত্নসহকারে গড়িয়া উঠে নাই। যে ২১টি প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্তের প্রচেষ্টায় ও আর্থসাহায্যে স্বদেশি শিল্পের গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এশিয়া ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কসের প্রথম সার্থক হইতে চলিয়াছে। ৭০ কোটি বর্ষব্যাপী প্রয়োজনে এই শিল্পটির উৎপন্ন ত্রয্যের চাহিদা। সহজেই অসম্ভব। সুতরাং একাধিক আধুনিক কারখানাও ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে।

আমাদের যে শিল্প কারখানাগুলি বর্তমানে যে ইলেক্ট্রিক বাথ তৈরীকরণ করিতেছে সৰ্ব্ব কারখানাই তাহাদের পরিপূরক হিসাবে টর্চের বাথ প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু আমাদের মতে এই শিল্পটি পরিপূরক শিল্প হিসাবে না গড়িয়া উঠিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার কারখানার একত্র টর্চের বাথ প্রস্তুত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ একটি বিশাল বিকৃত দেশ এবং এই শিল্পটির সম্ভাবনা উচ্চ। নীচের পরিলক্ষ্যন হইতে ইহা স্পষ্ট বৃদ্ধি পাইবে যে ভারতে এই শিল্পটির দিকে আনুমানিক ৫০০০ অধিক প্রয়োজন।

ভারতে টর্চের বাথের আনুমানিক হিসাব

বাথের প্রকার	সংখ্যা	মূল্য।
টর্চ বাথ	২ কোটি	২৭ লক্ষ টাকা।
মোটর বাথ	১ কোটি	৩২ লক্ষ টাকা।
মোট	৩ কোটি	৫৯ লক্ষ টাকা।

পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রদোষ হইতে পূর্ণ। ইহা অগ্রিম হইলেও সত্য। পূর্ববঙ্গের উদ্বৃত্ত আর্থিকতার ফলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। শ্রমিকের কালের অবিকাশই অবাকানীয়া করিয়া থাকে। সুতরাং ক্ষুদ্র হাল্কা শিল্পই বাঙালীদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইলেক্ট্রিক বাথের ৭৫ শতাংশ পশ্চিম বাংলার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং টর্চ ও মোটরের বাথের বর্তমান চাহিদার ৫০ শতাংশ পশ্চিম বাংলায় তৈরী করা সহজেই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে যে ১০ কোটি বাথ প্রস্তুত হইবে তাহার বাৎসরিক মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার মত। অর্থাৎ ২১ অগ্রপাতে ৭০ হাজার দুই ভাগ টর্চের বাথ ও ১ ভাগ অর্থাৎ ৩০ হাজার মোটরের বাথ সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। একটি ক্ষুদ্রাকার শিল্পের প্রয়োজনে বাহা প্রয়োজন তাহার একটা আনুমানিক হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল।

সম্ভাবনা :—

১। পশ্চিমবঙ্গে ১২টি কারখানার প্রত্যেকটিতে মোট ১২ লক্ষ বাথ (টর্চের বাথ ৮ লক্ষ ও ৪ লক্ষ মোটরের বাথ) প্রস্তুতের প্রত্যেক কারখানার নিম্নতম জন প্রয়োজন :—

১। বাট জন শ্রমিক

২। কয়লায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ সহজে পাওয়া যায় এমন স্থানে অবস্থান হওয়া উচিত।

৩। কারখানা ও অফিসের জন্য ৩০০০ ফুট ও গুদামের জন্য ১০০০ ফুট স্থান প্রয়োজন।

কারখানা বাড়ীটি ভিনকলা গৃহ হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ৪ কাঠা জমি হইলেই যথেষ্ট হইবে।

৪। মূলধনী খরচ ও মূলধন :—

ক। জমি, বাড়ি ও গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সরঞ্জাম	৪০,০০০
খ। যন্ত্রপাতি (বাহার অধিকাংশই প্রাথমিক প্রস্তুত হইবে)	২০,০০০
গ। প্রতি তিনমাসে আবৃত্তি হইতে পারে এমন কাছকরী মূলধন :—	
প্রতি তিনমাসের হিসাবে মজুদী, নাহিনা,	১৫,০০০
প্রতি তিন মাসে কাঁচামাল	১২,০০০
ভাতা, শক্তি, ডাক-বরচা, টেলিগ্রাফী	২,০০০
	৩০,০০০
	৭,০০০

ঘ। সঞ্চয় তহবিল :—

১,১০,০০০

উপরে বর্ণিত ১২টি কারখানার কৃত্র গুণ ১০-১৪ লক্ষ টাকা মূলধন হইলেই চলিবে। এই লক্ষ কারখানায় ১ হাজারের প্রমিত নিযুক্ত হইবে। অর্থাৎ ১০০০১৭০০ টাকা নিয়োগ করিলে ১ জন শ্রমিকের কর্মস্থান সত্ত্ব হইবে। তাহাতে শুধু এই লক্ষেরই সমুদ্র ঘটিবে না অজান্তে আর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক শিল্প সমৃদ্ধ হইবে। উৎপাদন ক্ষমতিতে সহজেই তাপানী গ্রাণা অগ্রসর করা যাইবে। বালুকের দ্বারা অত্যন্ত কম দরায় হইলেও ২৪ সতঃ লাভ সহজেই হইবে। আরো লক্ষ বাধ প্রস্তুত ও বিক্রয় হইলে ৩০,০০০ টাকা নষ্ট লাভ হইত।

দুধ বাস

৩,০০০

ইন্সুর্যান্স

১৫,০০০

সঞ্চয় তহবিল

৫,০০০

কর্ণ প্রত্যর্পণ

১৫,০০০

৩০,০০০

এই হিসাবে কারখানা পরিচালিত হইলে ১১০ লক্ষ টাকা গুণ ৭ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা যাইবে। পরীক্ষামূলকভাবে এন্টিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানী লিমিটেড, টর্ট বাধ অজান্তে বাবের সঙ্গেই প্রস্তুত করিতেছেন। আমদানী শুদ্ধ সংরক্ষণ দ্বারা এই উদ্ভবকে উৎসাহিত করিলে জাতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ইহা একটি সার্থক শিল্প পরিণত হইবে।

মানুষের মনের পরিচয় যেমন তার ব্যবহারে,
রুচির পরিচয় তেমনই তার পোষাকে।
তাই রুচিমত বস্ত্র পরিবেশনে আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা।

শীতলালয়

সকল প্রকার আধুনিক রুচিসম্মত সস্তা বস্ত্রবিক্রয়

২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট

কলিকাতা—৬

(৪৬০ পৃষ্ঠার পদ্য অংশ)

হইয়া যাইবে। সেই অবস্থা আলিগে শিল্পকে উৎসাহিত নিয়ন্ত্রণ সমস্তা লইয়া আর ব্যত হইতে হইবে না। অপরিকল্পিত ভাবে বাজারে ছোট ফলের সত্যকরা ১০ ভাগেরও অধিক অংশ বিক্রয়ে আশ্রয় হইয়া শিল্প পূর্ণ উৎসাহে বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। কঠিন মুক্তিকার আশ্রয় পাইয়া শিল্প পুনরায় নিষ্ঠুরে মাথা জুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। বিদেশী বাজারের পতনশীল চাহিদার অবশেষে তাহাকে আর ব্যক্তি ফল বিক্রয়ের স্তর ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিতে হইবে না।

আন্তর্জাতিক চাহিদা বর্ধাষণ চুক্তি করিতে হইলে সরকার পক্ষ পরিচালিত যোগ্যতম প্রচার কার্যের বিশেষ প্রয়োজন বহিরাহে। প্রচারের মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধি চেষ্টা আয়োজনের নেশে আকৃষ্ট নহ। ১৯৩০ সালে (Indian Cess Committee) এই উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হয়। তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল দুগ্ধসেতুর ব্যাপার। তাহার কারণ তখন তৎকালীয় বাজার বেশ উন্নত থাকায় অল্প ব্যয়ে অধিক ফললাভের সুযোগ ছিল। সেই সময় ভারতের বাজারকে কোন প্রকার প্রসার দেওয়া হইত না। সেকালের দশক বাহার বস্ত্রাদি আমোদ্য এবং অপ্রাণীকৃত চা বিক্রয়ের স্থান ছিল। সেই যুগের তুলনায় আজ ভারতে চা পানের অভ্যাস নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার যুগে প্রচারের অবস্থান নিত্যনতই নগণ্য। পান্ডিত্য শিকার প্রাণীর এবং তট মহামুগ্ধের দায়িত্ব উভয়ই চা ভোগ আনন্দের বৃদ্ধির ভগ্ন বিশেষরূপে দায়ী। দ্বিতীয় মহামুগ্ধের সময় বিদেশী প্রথা অনুকরণে কর্তৃকেন্দ্রবিশিষ্টে খাচা পানীয় সরবরাহের স্তর Canteen চালু হওয়ার পানীয় হিসাবে চা বিশেষ সহজলভ্য হইয়া উঠে। বর্তমানে নগর সভ্যতার (organisation) প্রসাধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি চালু হওয়ার সহিত জীবনযাত্রার মান বীতে বীতে উন্নীত হইতেছে। গ্রাম্যকালে কৃষি শিল্পের বর্ধিত আর তৎকালীয় বাসিন্দাদের জীবন যাত্রার দায়িত্ব আনুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। ফলে পানীয় হিসাবে চা এর ব্যবহার অগ্রগতিতে বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। প্রচারকার্য চালু করিবার ইচ্ছা হইতেছে উপযুক্ত সময়। এই সময় প্রচার কার্যের সামাজিক পুস্পগঠনও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন মান্যর পরিপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রচার কার্যের লক্ষ্য হইল উদ্ভিদ বাজা উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্ভিদ হইবে আন্তর্জাতিক ভোগের, বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ও সাধারণ পর্যায়ের চা-ভোগের, আনন্দের বৃদ্ধি করা। বর্তমানে এই পর্যায়ের চা-একসরবরাহ চাহিদা হইতে অধিক। প্রচারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রাণী লক্ষ্য হইবে চা শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতিতে জীবনে এইক্ষেপে স্থাপন করা বাহ্যতে আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির সচিব একটী বলিষ্ঠ এবং দৈর্ঘ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হইতে পারে।

উপযুক্তভাবে প্রচার কার্য সমাধা করিতে হইবে। বাজার গবেষণার (Market Research) অতিরিক্ত আয়োজনের দোষ নাই। চা শিল্পে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক সূত্র। ও সঠিক নিয়ন্ত্রণের সহিত স্থিত (existing) এবং সম্ভাব্য (Potential) চাহিদা পরিমাণ করিতে হইলে উপযুক্ত বাজার গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য লইতে হইবে। এই কঠিন কার্যের দায়িত্ব ও ব্যয় একমাত্র সরকার পক্ষই বহন করিতে পারে।

আমরা দুগ্ধভাবে বিশ্বাস করি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চা সভ্য, উৎসাহিত আরও বৃদ্ধির সহিত, যোগ্যতমভাবে বাজার গবেষণা এবং প্রচারকার্য সংগঠন ও পরিচালিত করিবে।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিস্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অনুমোদিত মূলদম	...	৮ কোটি টাকা
বিলকৃত ও আকৃত মূলদম	...	৪ কোটি টাকা
সংগৃহীত মূলদম	...	২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত তহবিল		৮৬½ লক্ষ টাকা

শাখা সমূহ

ভারতে : সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান নগর ও নগর	পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম, কলকাতা
ভুক্তদেশে : বেঙ্গল, মৌলভীবাজার, আকিয়ার, মালদার ও বেলুন	মালয়ে : সিঙ্গাপুর, শেনাং
যুক্তরাজ্যে : লন্ডন	ভাৰ্ভাড়া : হংকং

এজেন্ট :

পুৰ্ণিবার নগর—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া :

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অর্থমোচনিক কার্যাবলীর পরিবর্তে চালান দান, বেল পরিশোধ, ড্রাফট চালান ও তাহে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সবপ্রকার কার্য করে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক শাসনসমূহ এবং পুৰ্ণিবারাবলী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি, ডি, বিজলা
চেয়ারম্যান

এস, টি, সন্দাশিবন
জেনারেল ম্যানেজার

আপনি কি জানেন ?

আমেরিকানরা আমাদের দেশে এসেও যে জিনিস ব্যবহার করে
তা তৈরী হয়ে আসে আমেরিকা থেকে।

ইংরেজ এখানে যে জিনিস ব্যবহার করে, তা আসে ইংলও থেকে।

আর আপনি কেনেন—বিলাতি বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী।

আপনার কাজ—

বদেশী জিনিস কেনা

ভাল বদেশী জিনিস কেনা

বদেশী জিনিস কোনটা ভাল, তা জানা

যেটা ভাল, তাকে উৎসাহ দেওয়া, প্রচার করা।

অথচ ক্রটি জানতে পারলে তাও নজরে আনতে ভুলবেন না।

তবেই দেশে ভাল জিনিস হবে।

ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে সক্ষা রোগে-একজন লোকের মৃত্যু হয়। মানুষের এই চরম শত্রুর
প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় জাশনাল টিউবারকিউলসিস্ এসোসিয়েশনকে যথাসাধ্য
সাহায্য করুন।

সহ সভাপতি :

শ্রীএস. কে. বসু

আইনমণ্ডি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডক্টর এম. এম. সাহা এম. পি

শ্রীসূর্যকুমার বসু—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

(টি ট্যুবেৰকুলা কটন মিলস্ লিঃ)

স্বাঃ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

(মেম্বর প্রাঃ কমিশন)

সভাপতি

স্বাঃ শ্রীঅমিলকুমার বসু

কেঃ সেক্রেটারী

“সুবর্ণরেখা”

ভারতীয় সাহিত্যিক সজ্জের কর্মপরিষদের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় পাঠকৃষিকার “সুবর্ণরেখা” নামে যে
সুপ্রসংগ উপজ্ঞান রচনার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত সজ্জের সাধারণ সম্পাদক
ঔপন্যাসিক শ্রীসূর্যকুমার বসুচৌধুরীর অসামান্য কর্মক্ষমতা ও সাহিত্য সাধনার একনিষ্ঠতার নিদর্শন
পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যিক সজ্জের ২০ জন ভিন্ন ভাষাভাষী সম্পাদকের সহযোগিতায়
যে বিরাট উপজ্ঞান প্রকাশের আয়োজন হইতেছে তাহা অস্বাভাবিক প্রকৃতির ১০০ পৃষ্ঠা বাঙ্গালা এবং
১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভারতীয় সাহিত্যিক সজ্জের রচনা হইতে জন্মগ্রহণকারী অথবা ও উপজ্ঞানসম
উপাদান সংগ্রহ করিবার পবিত্র খণ্ডে থাকিবে। আলোচ্য হইতে পেশোয়ার এবং হিমালয় হইতে
কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, কষ্ট, সভ্যতা, সংস্কৃতি,
পল্লী ও শহর জীবনের ঘটনাবলি বিচিত্র নান্দক নান্দিক্য কাহিনীতে পূর্ণবিন্দিত থাকিবে। এই
বিরাট উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ড এক একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহা ভারতীয় অন্যান্য
ভাষার বিভাগীয় সম্পাদক কর্তৃক অনুদিত হইয়া উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হইবে। যিচেন্দ্র
ভাষার অধ্যায়ের চোটাও চলিতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীসূর্যকুমার বসুচৌধুরী বিভিন্ন সভাপতিত্বে
“ভারতীয় সাহিত্যিক ও সাহিত্যিক” বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। সুবর্ণরেখা উপজ্ঞানপানি
প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে আরতনে ইহা ভারতের উপজ্ঞান ক্ষেত্রে সর্বস্বত্ব। ৩০এ, মনন মিত্র
লেন, কলিকাতা-৮। অথবা ফোন : বড়বাড়ার ২০৩৩ টিকানায় যোগাযোগ করিলে সবিশেষ জানা
যাইবে। আমরা লেখকের প্রশংসার উদ্যোগের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং উপসাহিত্য
ও অভিনন্দিত করিতেছি।

যে সহানুভূতির স্পর্শ স্নানে

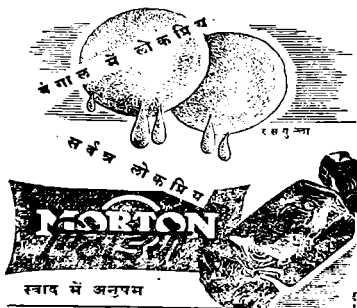
শুচিতার ভরে উঠেছে সারা দেহমন,

সেই শুচি-শুভ্র সন্তরের নতি আর অভিনন্দন জানাই

আজকের শারদ-প্রভাতে।

১৫৮, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীগৌর ভট্টাচার্য
প্রচারবিদ



উৎকর্ষের ইতিহাস

আজ তেজিল বছর ধরে ঢাকেশ্বরী মিলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ যে উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে তাই নয়, উৎপাদিত কাপড়গুলি গুণের উৎকর্ষে অস্বাভাবিক নবনবর মনোরঞ্জনও করে আসছে। বেশী দামের ভাল সূতা দিয়ে বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরী হয় বলে ঢাকেশ্বরী কাপড় অথবা যে কোন মিলের কাপড়ের চাইতে অনেক বেশী জ্বল্লর ও টেকসই। তাই না দেশের সবাই বলেন—“টেকসই কাপড় সস্তায় পেতে হ'লে ঢাকেশ্বরী কাপড় কেনাই উচিত।”

দি

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড

ঢাকা অফিস—৩৬, চাটখোলা রোড, ঢাকা।

রেজিঃ অফিস—৪১, চৌধুরী রোড, কলিকাতা।

মিলস—১ নং খামগড়, ২ নং—গোদনাইল (নারায়ণগঞ্জ, পূর্ব পাকিস্তান)

৩ নং—সূর্যনগর (আসানসোল) পশ্চিমবঙ্গ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস্—শ্রীসূর্যকুমার বসু

বিশেষ ঘোষণা!

পূজা উৎসবের মাইক্রোফোন !

এছাড়া যে কোনো বড় সম্মেলন, বড় বড় পারিবারিক মিটিং-এ আমরা অতি আধুনিক মাইক্রোফোন (ভোলোসিট) এবং অতি শক্তি সম্পন্ন ২২০ এ. সি. এমপ্লিফায়ার ভাড়া দিমা থাকি ও ভোল্ট ব্যাটারি এমপ্লিফায়ারও ভাড়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

মার্জার এয়ার সার্ভিস

(সিটি ও সিনেমা)

১০২- হরি ঘোষ স্ট্রীট * কলিকাতা-৬

ফোন: বি.বি. ২৫০৭

আর্থিক প্রসঙ্গের পরিচয়

অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ
কল্যাণেশ্বর লাইব্রারীর মধ্য ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া
এক প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা দেশে নব্বইশকে মানোক্তের জ্ঞানের প্রসার
এবং বিজ্ঞানের চর্চা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার মাধ্যমে
শিখ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গবেষণা ও আলোচনা অতি
সময় হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয়
উন্নতিতে বাংলাদেশে বাংলাভাষার এইগুলির আলোচনা
সব নিত্য প্রয়োজন।

আর্থিক প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় পরিষদ আর্থিক প্রসঙ্গকে
শীঘ্র পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত করবার তীব্র বিরোধী। সর্বদেশীয়
সর্বলীল চিন্তাধারা লাভ্য আমাদের দেশের অর্থ-
নৈতিক কাঠামোর গঠনতন্ত্রের আলোচনা করাই হইবে
আমাদের এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষা ভাষার
অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাধারা ও নীতীক দৃষ্টান্ত প্রকাশের
জন্য আর্থিক প্রসঙ্গ সমগ্র বাঙালী ও ভারতীয় অর্থনীতিকদের
একত্র মনোনিবেশ।

আমাদের দেশে বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যা
সমাধানে নিয়ুক্ত, বাঙালী প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে নিয়ুক্ত,
ভাষার অভিজ্ঞতা রচনাকারের প্রকাশ করাই হইবে এই
পত্রিকার অন্যতম প্রধান প্রয়াস।

আর্থিক প্রসঙ্গ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা পরবর্তী
মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা—
আট আনা। বাৎসরিক ছয় টাকা। বাৎসরিক—
গাণ্ড টাকা। কলিকাতার ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া
হয়।

মক্কেল বা কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট, বিজ্ঞাপন, প্রবন্ধ বা
রচনা প্রভৃতি লেখকীয় আদানপ্রদান প্রধান কার্যালয়ের
পাঠ্য লাভ্য। ঠিকানা—২, প্রাইভেট রোড,
কলিকাতা-২৮।

কলিকাতার বহু অসিয়া বা লোক মারকৎ বিজ্ঞাপন
প্রবন্ধ বা রচনা ও টাকাকড়ি পাঠ্যবার ঠিকানা—
কলিকাতা অফিস—২০২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি:

হিন্দু ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

বিল'কৃত মূলধন.....১,০০,০০,০০০ টাকা

আদায়কৃত মূলধন..... ৫০,০০,০০০ টাকা

মজুত ও সহবিল..... ২৩,৫০,০০০ টাকা

পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ আছে।

চেয়ারম্যান

শ্রী কে. পি. গোয়েন্দা

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস. ডি. পারদিওয়াল

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে আমাদের অবদান

সাক্ষমান হোস

::

ডেলভারী হোস

ন্যাশনাল সবার ন্যায্যকৃত্যকভারাসলিঃ

পো: বর্ষ নং ৮২১০

গ্রাম: "ন্যাটুয়ান"

অফিস:

কারখানা:

"লেসলি হাউস":

৪৪১০, চিংড়িহাটা রোড

১৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

কলিকাতা-১৫

ফোন: ২৫-৩৬০

ফোন { ২৪-৩৩২
২৪-৩৩০



নিজেকে
বাঁচান



"মিকে মিকে আ'জ টুটিয়া। মপল নক
মুন্ডি ম'হিয়া। জাখিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিমিত্ত প্রমায় 'অরিয়া'।"

—রসীকমাণ ঠাকুর



সেই মৃত' আনন্দের প্রতীক হ'ল
"নাশনাল ইণ্ডিয়ান"
একখানি বীমাপত্র।



প্রতিষ্ঠা—

৬ তারিখ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রম্পত্তিগ দিখা এজেন্সীর জন্য
আজই পত্র লিখুন :—

ম্যানেজার

নাশনাল ইণ্ডিয়ান

লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ

মারকেটাইল বিল্ডিংস,

১মং, লালবাজার, কলিকাতা

সাধা আফিস ভারতের সর্বত্রই আছে।

GET The Free-Lance HABIT

*

G E T

The Free-Lance

CALCUTTA'S ONLY EVENING PAPER

Published Every Evening Except Sunday

It is the Newspaper

You will enjoy reading homeward-bound

or

over a Cup of Tea after the day's work

*

Price per copy 1 Anna

119, Dharamtala Street, Calcutta-13

আধুনিক ইউরোপ FIVE YEAR PLAN ভারতের নূতন শাসন

(১৪০৫-১৮-১৪)

A Critical Survey

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Edited by

মূল্য—২.০

৬

A. K. Banerjee

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

Price 3/-

মূল্য—1/-



MODERN ECONOMIC THEORY

(for B.A. & B.Com.)

by S. Ghosh & S. N. Ghosh

Each Part 3/12 Complete Rs 7/-



Appreciated throughout India Rs. 1/14.

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

নূতন ২য় সংস্করণ

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি খণ্ড ৩৬০

একত্রে ৭৪০

ভারতীয় অর্থনীতি

৩য় সংস্করণ

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৭৪০

First Edition compiled up-to-date

Each Part Rs. 3/12

পঞ্চবাণিকী পরিকল্পনা

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৬০০

REPUBLIC BOOK SYNDICATE

209, Cornwallis Street, Cal-6

মনে রাখিবেন—

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল মেহজাতীয় পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ
এবং সেবনের পর যথাসম্ভব কম অ্যাসিড স্রুতি করে

ডাক্তারগণ বলেন 'সর্বমঙ্গলমূলক রাধাবিনোদ অ্যাক' ১ টৈলই

একমাত্র বিশুদ্ধ টৈল ও অ্যাসিড পক্ষে
কোনরূপ ক্ষতিকর নহে।

—ঃ সকল উৎসবে স্বাস্থ্য ও সেবায় :—

রাধাবিনোদ মার্কা

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল

পুষ্টিকর ও আহার্যকে
উপাদেয় করে



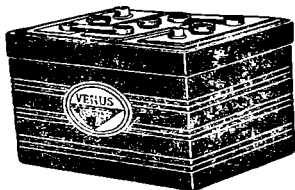

সর্বমঙ্গলমূলক অ্যাসিড মিল

১০০০ গ্রাম ও ২০০০ গ্রাম প্যাকেজিং

'VENUS'

23 : 5985

STORAGE BATTERIES



**GUARANTEED
FOR BETTER PERFORMANCE & LONG LIFE**

Venus Battery Mfg. Co. Ltd.

3, Mango Lane, Calcutta - 1

ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় পরিচালনে ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত কোনও দ্রব্য যদি গুণে অতি উৎকৃষ্ট ও দ্রাঘা মূল্যের হয়, তবে সেই দ্রব্য বিদেশীর কাছে ক্রয় করার কোনও অর্থ নাই। বেঙ্গল বেল্টিংএর প্রস্তুত সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট। এতে ব্যবহারকারীর অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। বর্তমানে বেঙ্গল বেল্টিংএর ঘে রবার বেল্টিং বেরিয়েছে, তা হল জগতের বহু নামজাদা বেল্টিংএর তুলনায় মূল্যে অল্পচ উৎকৃষ্টতর। দেশকে আজ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, বেঙ্গল বেল্টিং এ বিষয়ে আগ্রহমনে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস লিঃ

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইন্ট,

কলিকাতা

ফোন—২৩ : ১৯৫১, ১৯৫২

স্বদেশ ও শিল্প

অষ্টমের সর্বম কর্তৃক প্রকাশিত

স্বদেশী শিল্পের প্রচারে

একমাত্র

বাংলা মাসিক মুদ্রণ

হুগোখা পাব, বাঙ্গালপুর, কলিকাতা-১০

গোয়েন্দা কলেজ অব কমার্সের

অধ্যাপক প্রিন্সিপাল কর্তৃক প্রদত্ত

‘ব্যাক্সের কথা’

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিক্রম
শিক্ষার্থীর তত্ত্ব অধীনে প্রদত্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের বাণিজ্যিক শিক্ষা সচিব কর্তৃক
পর্যায়ালিকাভুক্ত) —মূল্য—২ টাকা মাত্র

—প্রকাশক—

হেমোরেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লি:

১১২, খরতলা ইন্ড, কলিকাতা-১০

প্রস্থানালী

প্রস্থানালীর আন্দোলনের মুদ্রণ

সম্পাদক—সরীর ঘোষ ও প্রিয়দর্শন জানা

২১৭ নং, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৮

জীবনবীমা

বীমা বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

প্রকাশিত হয়

তরুণী মায়াই
পল্লব কখন

বেশন কেমিক্যালের

কায়াবাইতিন
ফিয়ার জায়ল

কেশমূল সতেজ রাখা
ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি



বেশন কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর



Who's Who of Arthik Prasanga.

PATRONS

- Dr. P. N. Banerjee, Late Minto Professor of Economics, Calcutta University and member, Indian Legislative Council.
 Sri Arun Kumar Sen, Principal, City College, Commerce Department. Member, Academic Council, Calcutta University.
 Sri Bimal Chandra Sinha.
 Sri S. C. Dey, Managing Director, Bengal Belting works Ltd.
 Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.
 Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha works Ltd.
 Prof Keshabeshwar Dasu, Member of the Syndicate, Calcutta University.
 Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistics.
 Dr. Dasrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufactures
 Sri Harisadhan Chatterjee, Principal, Surendranath College of commerce
 Sri J. P. Podder, Jaipuria Brothers Ltd.

EDITORIAL COUNCIL

- Principal Sri Bhagendranath Sen, President Prof. Himanshu Roy.
 Prof. Sris Chandra Das, Vice President. „ Anath Bandhu Dutta
 „ Prabhat Sarbadhikary. „ Sri Suresh Prasad Neogy
 „ Ushanath Bauerjee „ Hemranjan Basu.
 „ Nirmalkumar Roy. Prof. Dwijendranath Mukhopadhyaya, Editor.
 Sri Paritosh Banerjee } Associated Editors.
 „ Achal Bandopadhyaya }

ADVISORY BOARD

- Prof. Phanindranath Bhattacharjee, Surendranath College, Com. Dept.
 „ Santilal Mukherjee, City College.
 „ Amiya Banerjee, City College.
 „ Jitendra Krishna Mitra City College.
 „ Ajit Kumar Das, City College & U. P. A.
 „ Lalit Kumar Mitra, City & Belur College.
 „ Shyamsundar Bauerjee, Vidyasagar College.
 „ Sachhidananda Ghose, Scottish Church College.
 „ Sudhir Kumar Mukherjee, City College.
 „ Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
 „ Arun Bauerjee, City & Scottish Church College.
 „ Benoy Sarker, City College.
 „ Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Khargpur
 „ Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
 Sri Soroj Roy, Agent, Hind Dank.
 „ Prakriti Ranjan Bhaduri.
 „ Rabinda Nath Bhattacharya Asstt. Editor, Municipal Gazette.
 „ B. N. Ghosal, Talukdar Fertiliser's Ltd.
 „ Gour Bhattacharya—Advertising Organiser.

Hony. Auditors : M/s. Ghose Nandy & co.



लक्ष्मी घि'ये
लक्ष्मीली



॥ लक्ष्मीदास प्रेमजी • कलिकाता ॥



ভারতের গৌরব

হচ্ছে
তার
ঐতিহ্য
সংস্কৃতি
ও
আধুনিকতা

লিলি
বিস্কুট



এই দেশব্যাপী গৌরবের মূল
বস্তুমান উন্নতির অঙ্গ অমুখ্য



লিলি বিস্কুট কোং লিঃ, কলিকাতা-৪